ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

দায়ভাগ।

শ্রীজীমূতবাহনপ্রণীত

বাঙ্গালাগদ্যে অনূদিত।

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে

শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী"

"বেদান্তসার" "গায়ত্রী" ও ষড়্দর্শনাদি

বিবিধশাস্ত্রপ্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(উপনিষৎ কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্: কলিকাতা।)

কলিকাতা।

৩৯ নং, সিমলা ষ্ট্রীট্; সান্দ্রানন্দ ষ্টীম্-মেসিন প্রেসে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৫০, আষাঢ়।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

দায়ভাগ।

...তি প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যগণের বচনপরম্পরা প্রকৃতরূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া, যে ...ত দায়ভাগসম্বন্ধে নানাপ্রকার বাদবিতণ্ডা করেন, তাঁহাদের সম্যক্ প্রতীতির ...া নিরূপণ করিব। সুধীগণ শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

... দায়ভাগ নিরূপণ করা যাইতেছে।

...ন্ধে নারদ বলিয়াছেন পুত্রেরা যে পিতা ধনের বিভাগ করিয়া থাকে, তাহার ...গ। এইরূপে যে ধনে উল্লিখিত বিধানে ভাগ কল্পিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে ...ম্পদ বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

... পিত্র্যশব্দে পিতা হইতে প্রাপ্ত এবং পিতার মরণানন্তরই উহাতে পুত্রগণের ...ত হয়, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ, ...লে পিতা ও পুত্র, এই দুইটী শব্দ উপলক্ষ মাত্র; ইহা দ্বারা যাবতীয় অধিকারীকেই ...কে। ইহার কারণ এই, যাহারই ধনে সম্বন্ধ আছে, তাহারা তত্তৎসম্পর্কীয়- ...ন বিভাগ করে, তাহাকেও দায়ভাগ বলিয়া থাকে। অতএব, নারদও দায়ভাগকে ...ম্পদ উল্লেখ করিয়া, মাতাপিতার ধনবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ ...যে পিতৃশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা উপলক্ষ মাত্র। তদ্দ্বারা জননী প্রভৃতি- ... হইবে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে, বিভাগসম্পদশব্দ প্রয়োগ করিতেন না। ...মনুও পিত্রাদি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অনুরাগ- ...এবং তাহারা আপৎকালে যেরূপে ক্ষেত্রজাদি পুত্র প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করিয়া ...মাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা দায়ভাগ শ্রবণ কর।

... উপক্রম মধ্যে তিনি পিত্রাদি যাবতীয় সম্বন্ধবান্ ব্যক্তির ধনবিভাগ নির্দ্দেশ ...৩ ॥

...ওয়া যায়, তাহার নাম দায়। ইহাই দায়শব্দের ব্যুৎপত্তি। দাধাতুপ্রয়োগ ...র কারণ এই, মরিলে ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণাদি করিলে, তত্তৎ ব্যক্তির স্বত্বধনে ...টিত ও তাহাতে তাহার পুত্রাদির স্বত্ব সমুৎপন্ন হয়। ঐরূপ স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে। ...তত্তৎ মৃতাদি ব্যক্তির ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করা ঘটিয়া উঠে না। ফলতঃ, বাঁচিয়া ...লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিতে পারে, মরিয়া গেলে, তাহা সম্ভব হয় না। ...প গৌণশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

...লে, পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনিবৃত্তি হইলে, যে ধনে তাহার সম্বন্ধাধীন স্বত্ব জন্মে, তাহাতেই ...ঢ় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারই নাম দায় বলা যায় ॥ ৫ ॥

...যে পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনিবৃত্তি ইত্যাদি বিশেষ করিয়া বলা হইল, তাহার কারণ এই, ...দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ক্রেতৃতা প্রভৃতি সম্বন্ধ নহে, শাস্ত্রসিদ্ধ পুত্রত্বাদিসম্বন্ধই উহার প্রকৃত অর্থ। ...লে, দাম্পত্যজনিত সম্বন্ধকেও দায় বলে না, বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, দায়ের বিভাগ বলিলে, অবয়বের বিভাগ, বুঝিতে হইবে, না, দায়ের সহিত বিভাগ অর্থাৎ অসংযোগ বুঝাইবে? ইহার উত্তর এই, দায়ের বিভাগের অর্থ অবয়বের বিভাগ নহে। কেননা, উহাতে দায়ের বিনাশ সংঘটিত হইতে পারে। মনে কর, একটী বাটী অথবা একটী ঘটী। উহা, ভাঙ্গিয়া ভাগ করিতে গেলে, বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং তাহাতে ইষ্টাপত্তি হইবে না। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দায়ের বিভাগ বলিলে, দায়ের সহিত বিভাগ, কি না, অসংযোগ, এইরূপ অর্থও বুঝাইবে না। কেননা, অসংযোগ বলিলে, সংযুক্ত দ্রব্যতেও, ইহা আমার নহে, আমার ভ্রাতার বিভক্ত ধন, এইপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে।

সম্বন্ধের কোনরূপ বিশেষ না থাকাতে, সকলেরই সমস্ত ধনে সামুদায়িক স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ সম্বন্ধসংঘটনের পর, দ্রব্যবিশেষে তাহার ব্যবস্থাপনের নাম বিভাগ, এরূপও বলিতে পার না। কেননা, এক সম্বন্ধে এক জনের স্বত্ব সমুৎপাদন করিলে, তাহার সমান-বল-সম্পন্ন অপর সম্বন্ধ প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এইজন্য তাহা না হইয়া, এক এক অংশেই স্বত্ব সমুদ্ভাবিত হইয়া থাকে। পরে বিভাগ দ্বারাই তাহা প্রকাশিত হয়। মনে কর, পৈতৃক একটী গৃহ। উহাতে এক পুত্রের সামুদায়িক স্বত্ব জন্মিলে, অন্যান্য তুল্যবল পুত্রগণের স্বত্বাপত্তির ব্যাঘাত হয়। তজ্জন্য, একের সামুদায়িক স্বত্বাপত্তি কখনই সম্ভব নহে।

তবে যে, সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে সমুদায় পুত্রের সামুদায়িক স্বত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা গৌরব মাত্র। ফলতঃ, যখন যথেষ্ট ব্যবহাররূপ ফল ভোগ করা যাইতে পারে না, তখন সামুদায়িক স্বত্বের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই। ইহার ভাবার্থ এই, সমগ্র পৈতৃক ধনে সমুদায় পুত্রের সামুদায়িক স্বত্ব আছে, এইরূপ বলিলে, পিতার একতর পুত্র কখন অন্যান্য পুত্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া, স্বয়ং সমগ্র সম্পত্তি ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। এরূপ অবস্থায় সামুদায়িক স্বত্ব নির্দ্দেশ করা আর না করা, উভয়ই সমান কথা, বুঝিতে হইবে॥ ৬॥

অধুনা, বিভাগের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা, ভূমি ও সুবর্ণ প্রভৃতি সম্পত্তিতে তত্তদংশে যে স্বত্ব সমুৎপন্ন হয়, অবিভক্ত অবস্থায়, ইহা অমুকের, ইহা অমুকের নহে, এইরূপে কোনরূপ অবধারণ না থাকাতে, ঐ স্বত্ব দ্বারা বিশেষরূপে ব্যবহার হওয়া সম্ভবিত নহে। তজ্জন্য, উহার থাকা না থাকা সমানই কথা। গুটিকাপাতাদি দ্বারা উহার প্রকাশ করাকেই বিভাগ বলিয়া থাকে। অথবা, বিশেষরূপে ভজন অর্থাৎ স্বত্বজ্ঞাপনের নাম বিভাগ॥ ৭॥

যে স্থলে একমাত্র দাসী বা একমাত্র গো প্রভৃতি বস্তুতে বহু সাধারণের সম্বন্ধ বা অংশ লক্ষিত হয়, সে স্থলেও তত্তৎ কালবিশেষে পালী বা বিনিময় দ্বারা কর্ম্ম করণ ও দুগ্ধ দোহনাদি রূপ ফল দ্বারা আংশিক স্বত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই, ছেদ ভেদাদি দ্বারা তত্তৎ দাসী প্রভৃতির বিভাগ করা সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য সেই দাসী অমুক সময়ে অমুকের কার্য্য করিবে, এবং অমুক, অমুক সময়ে গোর দোহন করিয়া লইবে, এইরূপেই বিভাগকল্পনা দ্বারা পরস্পরের স্বত্ব সংস্থাপিত করিতে হয়।

এতদুপলক্ষে বৃহস্পতি বলিয়াছেন, এক স্ত্রীকে অংশানুসারে গৃহে গৃহে কর্ম্ম করাইয়া লইবে। এবং যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তদনুসারেই কূপ ও বাপীর জল উত্তোলন পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে। পুনশ্চ, যুক্তি অনুসারেই তাহার বিভাগকল্পনায় প্রবৃত্ত হইবে। অন্যথা, তাহা নিরর্থক হইয়া উঠিবে।

ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধত্রয় নানা স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল, এক স্থান হইতে নহে। সুতরাং ইহা অমূলক বলিয়া আশঙ্কা করিবার বিষয় নাই॥ ৮॥

এস্থলে কথা হইতে পারে, নারদ বলিয়াছেন, পিতার পরলোকান্তে পুত্রেরা তদীয় ধন বিভাগ করিয়া লইবে। ইত্যাদি বচনানুসারে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, বিভাগের পূর্ব্বে উল্লিখিত ধনে পুত্রগণের স্বত্ব বর্ত্তিবার সম্ভাবনা নাই। পুনশ্চ, ইহা দ্বারা এইরূপও প্রতীত হয়, বিভাগ স্বত্বের কারণ নহে। তাহা হইলে, উদাসীন ব্যক্তিও গুটিকাপাতাদি দ্বারা বিভাগপূর্ব্বক অসম্বন্ধীয়ের ধন আপনার স্বত্বাস্পদীভূত করিতে পারে। এইরূপও সঙ্গত হইয়া থাকে। আবার, সম্বন্ধি-ধন-স্বত্বের প্রতিও বিভাগ কারণ হইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে, পুত্রেরা বলপূর্ব্বক পিতার সুস্থ শরীরে জীবিত অবস্থাতেই বিভাগ করিয়া আপনাদের স্বত্ব সমর্জ্জিত করিতে সমর্থ হয় ॥ ৯ ॥

ইহার মীমাংসা স্বরূপ কথিত হইতেছে, পিত্রাদির পরলোকান্তর, এই ধন আমাদেরই, পুত্রেরা এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যে স্থলে এক ভিন্ন দ্বিতীয় পুত্র নাই, তথায় বিভাগ ব্যতিরেকেই স্বত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইত্যাদি কারণে পিত্রাদি সম্বন্ধিগণের মৃত্যুই পুত্রাদির তত্তৎ ধনে স্বত্বাধিকার স্থাপন করে। এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলে, পূর্ব্বোক্তরূপ অসঙ্গতি সংঘটিত হয় না।

যদি বল, উপার্জ্জকের অর্জ্জন ব্যাপারকেই অর্জ্জন বলিয়া থাকে এবং সেই অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জনকর্ত্তৃক যাহার স্বামিত্ব সংঘটিত হয়, তাহারই নাম অর্জ্জয়িতা বা উপার্জ্জক। এইরূপ যুক্তিতে, উত্তরাধিকারস্থলে, পুত্রের জন্মকেই উপার্জ্জন বলা যাইতে পারে। এই কারণে পিতা জীবিত থাকিতে, তদীয় ধনে পুত্রের স্বত্ব প্রবর্ত্তিত হউক না কেন? তাহার মরিবার পর, বলিবার আবশ্যকতা কি? কোন কোন গ্রন্থে ইহার পোষকতাস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্থলবিশেষে জন্মই অর্জ্জনশব্দে পরিগণিত হয়; যেমন পিতার ধনে পুত্রের জন্ম দ্বারাই অর্জ্জন বর্ত্তিয়া থাকে। ইত্যাদি।

ইহার উত্তর এই, মন্বাদিবাক্যের সহিত বিরোধ সংঘটিত হওয়াতে, এইরূপ মতবাদ কোন অংশেই গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পিতামাতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা সমবেত হইয়া, পৈতৃক সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে। তাঁহাদের জীবদ্দশায় ঐরূপ ভাগকরণে পুত্রদিগের কোনরূপ ক্ষমতা নাই; ইত্যাদি।

পিতা মাতার জীবদ্দশায় পুত্রেরা কিজন্য তাঁহাদের ধন ভাগ করিয়া লইতে পারে না, যদি কাহারও এইরূপ সন্দেহ হয়, তাহারই উত্তরস্বরূপ বলা হইল, তৎকালে তাহাদের স্বামিত্বাভাবই ঐরূপ বিভাগ করিতে না পারার প্রতি কারণ।

স্মৃতিতে বলিয়াছেন, ভার্য্যা, পুত্র ও দাস এই তিন জন অধন। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, সেই উপার্জ্জিত ধনে ইহাদের প্রভুরই স্বামিত্ব লক্ষিত হয়। ইত্যাদি বচনের বলে ইহাই প্রতীত হয়, স্বত্ব থাকিতেও, ইহারা স্বাধীন নহে। এইরূপ যুক্তিতে, উল্লিখিত মনু-বচনেরও অভিপ্রায় এই, পুত্রগণের স্বাধীনতা নাই। তজ্জন্য, তাহারা বিভাগকরণে অসমর্থ।

এরূপ মতবাদ কখন প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কেননা, ইহার উত্তরস্বরূপ স্পষ্টই বলা যাইতে পারে, পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের স্বত্ব জন্মিয়া থাকে, কোন প্রমাণেই ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু ভার্য্যা, পুত্র ও দাস ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা তাহাদের স্বামীরই, ইত্যাদি স্থলে উপার্জ্জনশব্দের প্রয়োগ থাকাতে, তত্তৎ ভার্য্যাদির যে তত্তৎ ধনে স্বত্ব আছে, তাহা অনায়াসেই প্রমাণিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য, তাহাদের যে স্বাধীনতা নাই, বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত।

পুনশ্চ, তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত ধনে স্বত্ব নাই, এ কথা বলিলে, শ্রুতির সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়। কেননা, শ্রুতিতে যে স্বধনসাধ্য বৈদিক কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে, তাহাদের এক কালেই অধিকারাভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিতার জীবদ্দশায়, তদীয় ধনে তৎপুত্রগণের যে স্বামিত্ব নাই, দেবল তাহা স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা,

পিতার পরলোকান্তরই পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। কেননা, পিতা সুস্থ শরীরে জীবিত সত্ত্বে, তদীয় ধনে তাহাদের স্বামিত্ব নাই ॥ ১১ ॥

পুনশ্চ, পিতা বিদ্যমানেও তদীয় ধনে পুত্রগণের স্বামিত্ব জন্মিলে, তাঁহার অনিচ্ছাতেও বিভাগ হইতে পারে। জন্ম দ্বারাই স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণ নাই। এবং কোন স্মৃতিতেও, জন্মকে অর্জ্জন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তবে যে কোন কোন গ্রন্থে জন্মকে স্বত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে; পরম্পরাসম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পিতার মৃত্যুই পুত্রের স্বত্ব সমুৎপাদিত করে। জন্ম-নিবন্ধনই সেই পিতাপুত্রসম্বন্ধের স্থাপনা হইয়া থাকে। এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধেই উক্তরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

শাস্ত্রে বিহিত বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, একের ক্রিয়া দ্বারা অপরের স্বত্ব বিরুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন বিষয় বা বস্তু কারণরূপে প্রসিদ্ধ হয় না, সে স্থলে শাস্ত্র বলেই পরম্পরাসম্বন্ধে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, দান করিবার সময় দাতা চেতনোদ্দেশে যে ত্যাগ করেন, সেই ক্রিয়া দ্বারাই সম্প্রদান অর্থাৎ যাহাকে দান করা যায়, তাহার সেই প্রদত্ত দ্রব্যে স্বামিত্ব অর্থাৎ স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। বৃষোৎসর্গাদি ব্যাপারপরম্পরা ইহার নিদর্শন ॥ ১২ ॥

স্বীকার অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিলেই, স্বত্ব জন্মে না। কেননা, তাহা হইলে, স্বীকারকর্ত্তা-কেই দাতা বলিতে হয়। ইহার যুক্তি এই, যাহা দ্বারা পরের স্বত্বোৎপত্তিরূপ ফল জন্মে, তাহারই নাম দান। সেই ফল সম্প্রদান অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহারই আয়ত্ত হইয়া থাকে। যেমন, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করিলেও, যজমানকে দাতা বলা যায় না। কিন্তু যিনি ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিতরূপে সেই ত্যাগের হোমনাম নিমিত্ত প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম হোতা বলিয়া, অভিহিত হয়। এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্বীকার করিলেই, তাহাকে দাতা বলা যাইতে পারে না। স্বীকারকর্ত্তা ও দাতা উভয়ে ভিন্ন পদার্থ।

অপিচ; শাস্ত্রে বলিয়াছেন, মনে মনে পাত্র উদ্দেশ করিয়া, ভূমিতে জল প্রক্ষেপ করিবে। সমুদ্রেরও বরং শেষ হইতে পারে, কিন্তু সে দানের কোনক্রমে শেষ হয় না।

এ স্থলে স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই দানশব্দ দৃষ্ট হইতেছে।

যদি বল গ্রহণশব্দেই স্বীকার বুঝাইয়া থাকে। ব্যাকরণে স্বশব্দের উত্তর অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয় করিয়া, স্বীকার, এইরূপ পদ বিনিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই, যাহা স্ব অর্থাৎ নিজের নহে তাহাকে স্ব অর্থাৎ নিজের করিয়া থাকে; এইজন্য ইহার নাম স্বীকার। ফলতঃ, যদি কেহ কাহাকে বলে, আমি স্বীকার করিলাম, তাহা হইলে, তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে, "পূর্ব্বে এই দ্রব্য আমার নিজের ছিল না, এক্ষণে নিজের করিয়া লইলাম"।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যদি স্বীকারের এইরূপই অর্থ হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিবার পূর্ব্বে কিরূপে স্বত্ব জন্মিতে পারে?

ইহার মীমাংসা এই, দাতা যে দান করেন, তদ্দ্বারা গ্রহীতার স্বত্ব সমুৎপন্ন হয়। অনন্তর,

ইহা আমার হইল, এই প্রকার জ্ঞান দ্বারা ঐ সত্ব, গ্রহীতার যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য করা হইয়া থাকে। ইহাই স্বীকারশব্দের অর্থ ॥ ১৩ ॥

যাজন ও অধ্যাপনের সহায়তায় যে প্রতিগ্রহ করা হয়, তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সত্ব না জন্মিলেও তাহার অর্জ্জননামের কোন প্রকারে ব্যাঘাত হয় না। কেননা, যাজনাদি স্থলে দক্ষিণাদান হইতেই ঋত্বিগাদির সত্ব সমুৎপন্ন হয়। এইরূপ পিতার মরণকালীন পুত্রের জীবনই পুত্রের অর্জ্জন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পুনশ্চ, ভ্রাতৃপ্রভৃতির ধনে তাহাদের মরণ অথবা মরণকালীন জীবন, যে কোনরূপেই হউক, অপর ভ্রাতৃপ্রভৃতির সত্ব সমুৎপন্ন হয় এই মতবাদ, স্বীকার করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও করিতে হইবে। নতুবা জন্মই সত্বের কারণ, এইরূপ বলিলে, অপুত্রকধনীর জীবদ্দশাতেই উক্ত-স্বাধিকারিরা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, তদায় ধন ভাগ করিয়া লইবে। এইজন্য মনুও, পিতার মরণানন্তর, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার মরণকালীন স্বত্বজ্ঞাপনার্থ তৎকালসম্ভূত ইচ্ছাপ্রাপ্ত বিভাগের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাপ্ত কর্ম্মের বিধান সম্ভব নহে, তজ্জন্য তাহার নিয়মও সম্ভবে না। সম্ভব হইলে, মনুবচনের সহিত বিরোধ হইয়া থাকে। কেননা, তিনি বলিয়াছেন, এইরূপে একত্রে অবস্থিতি করিবে, অথবা ধর্ম্মকামনায় পৃথক্ হইবে।

পুনশ্চ, বিভাগব্যাপার দৃষ্টার্থ, উহাতে কোনরূপ অদৃষ্টজনকতা নাই। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত অন্যান্য ব্যাপারের যথাবিধি পালন করিলে, যেমন শুভাদৃষ্ট সংঘটিত ও না করিলে দুরদৃষ্ট সম্ভবিত হয়, বিভাগ করিলে, তেমন শুভাদৃষ্ট হয় না, আবার না করিলেও দুরদৃষ্ট ঘটে না। এইজন্য বিভাগের কোনরূপ নিয়মই নাই। সেইরূপ, যদি ভাগ করে, পিতার পরলোকগমনের পরই ভাগ করিবে, এই প্রকার কালনিয়মও নাই ॥ ১৫ ॥

যদি ঐরূপ নিয়ম করা যায়, তাহা হইলে, পিতার মরণের অব্যবহিতপরবর্ত্তী কালেই বিভাগ হইতে পারে। তাহার পর আর হইতে পারিবে না। বালকের জাতকর্ম্ম-বিধান ব্যাপারে যতক্ষণ না চরুযাগ বিহিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে স্তনপান করাইতে নাই। এই বিধির অনুসারী হইলে, স্তনপানাভাবে গলশোষ উপস্থিত হইয়া, বালকের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে। এইজন্য জন্মিবার অব্যবহিত পর সময়ে জাতকর্ম্ম না করিয়া, অশৌচান্তে করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে বুঝিতে হইবে, বালকের প্রাণনাশসম্ভাবনা বলিয়াই, ঐরূপ বিধান করিয়াছেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বিভাগ করিতে হইলে, ঐরূপ বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আর, পিতার মরণের পর যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত কাল স্বেচ্ছা-নুসারেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য, আর নিয়ম করিবার আবশ্যকতা কি? এইজন্যই, পিতা জীবিত সত্বেই পুত্রদিগের সত্ব বর্ত্তিলেও বিভাগ প্রতিষেধ করিবার বাসনায় মনু ঐরূপ বিধিবাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিতে হইবে। এইরূপ মতবাদও কোন অংশেই ন্যায়সঙ্গত নহে। কেননা, তাহা হইলে, মনুবচনের স্বার্থহানি সংঘটিত হয়, অর্থাৎ যেজন্য মনু ঐরূপ বলিয়াছেন, তাহার কোন ফলই হয় না। ফলতঃ, পিতার পরলোকান্তর পুত্রেরা তদীয় ধন ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপে যে বিধিবাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার অর্থ কখনও এইরূপ হইতে পারে না যে, পিতার জীবদ্দশাতে ভাগ করিতে পারিবে না ॥ ১৬ ॥

অতএব, পিতা মাতা জীবিত সত্বে তাঁহাদের ধনে পুত্রগণের সত্ব সম্ভব হয় না; কিন্তু তাহা-দের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, সত্ব বর্ত্তিয়া থাকে, ইহাই জানাইবার জন্য মনু ঐরূপ বিধিবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই, জীবদ্দশায় যে পুত্রগণের পিতৃধনে স্বামিত্ব জন্মে না, তাহা শব্দ দ্বারা অর্থাৎ জীবদ্দশার করিতে পারিবে না, এইরূপ করিতে

পারিবে না, শব্দ দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর, পিতামাতার মরণানন্তর পুত্রগণের যে স্বামিত্ব সংঘটিত হয়, তাহা আর্থ অর্থাৎ বিভাগপদার্থ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

প্রস্তাবিত স্থলে, কেবল মরণ বুঝাইবার জন্য উপক্রম অর্থাৎ পরলোকশব্দ প্রযোজিত হয় নাই। ইহা দ্বারা পতিতত্ব ও প্রব্রজিতত্ব ইত্যাদিও বুঝিয়া লইতে হইবে। কেননা, মৃত্যু হইলে, যেমন সর্ব্ববিনাশ সংঘটিত হয়, পতিত ও প্রব্রজিত হইলেও, তেমন সত্বের ধ্বংস হইয়া থাকে।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, মাতার রজোনিবৃত্তি ও ভগিনীগণ বিবাহিতা হইলে, এবং পিতা পতিত অথবা গৃহস্থাশ্রমরহিত কিম্বা বিষয়বাসনাবিবর্জ্জিত হইলে, পুত্রেরা তাঁহার ধন ভাগ করিয়া লইবে।

ইহার মধ্যে বিশেষ এই, প্রায়শ্চিত্তবিমুখ হইলে, পিতার পাতিত্যই সত্ত্ববিনাশের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিধানে প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বনাশাশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। ইহাই শাস্ত্রের মীমাংসা ॥ ১৭ ॥

উল্লিখিত নারদবাক্যের তৃতীয় চরণে, বিনষ্টে বাপশরণে, এই পাঠের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ, নিবৃত্তে বাপি মরণাৎ. এইরূপ পাঠান্তর উপন্যস্ত করেন। কিন্তু তাহা সর্ব্বথা অমূলক। কেননা উহার অর্থ এই, মরণ হইতে নিবৃত্ত, কি না জীবিত অবস্থাতেই বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত।

এ স্থলেও, পিতার উক্তরূপে বিষয়বৈরাগাদি দ্বারা তদীয় ধনে পুত্রগণের সত্ব বর্ত্তিয়া থাকে, এইরূপ জানাইবার জন্য, বিভাগের এই একটী স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত কাল বলিয়া, অনুবাদ করিলেন। কেননা, স্বামিত্ব বশতঃ বিভাগের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই প্রাপ্তির অনুসারেই অনুবাদ বিহিত হয়।

পুনশ্চ, উল্লিখিত বচন দ্বারা ইহাও অনুবাদ করা হইল, একেরও স্বধনে স্বামিত্ব বশতঃ সেই এক জনের ইচ্ছাতেও. বিভাগপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং, বহু ভ্রাতা মিলিত হইয়া, পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে যে মিলনশব্দ দৃষ্ট হয়, উহা পক্ষপ্রাপ্ত। অর্থাৎ কোথাও সকলের ইচ্ছাতে ভাগ হয়, কোথাও বা একের ইচ্ছাতে ভাগ হইয়া থাকে। এই দুই পক্ষের একতর পক্ষ আশ্রয় করিয়া, ঐরূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। মিলিত না হইলে, যদি ভাগ না হয়, তাহা হইলে, উল্লিখিত বাক্যে ঐরূপ বহু বচনের প্রয়োগ থাকাতে, কখন দুই জনের পিতৃধন ভাগ হইতে পারে না। কেননা, এমন কোন শাস্ত্র নাই, যাহাতে দুইয়ের বিভাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, পিতার পরলোকান্তর জ্যেষ্ঠই তদীয় ধনের অধিকারী হইবেন, অন্যেরা নহেন। কেননা, মনু বলিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠই পিতার সমুদায় ধন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্যেরা, পিতার ন্যায়, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া, জীবনযাত্রানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবে।

ইত্যাদি মনুবাক্যে জ্যেষ্ঠকে পুন্নামনরকনিবর্ত্তক রূপে উদ্দেশ করিয়াছেন, জীবদপেক্ষ জ্যেষ্ঠ নহে। তথাহি মনু বলিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠ জন্মিবামাত্রই লোকে পুত্রবান্ হয় এবং পিতৃ ঋণে মুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য জ্যেষ্ঠই পিতৃধনলাভের যোগ্য পাত্র। অধিকন্তু জ্যেষ্ঠ দ্বারাই পিতৃ ঋণ শোধ এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য, জ্যেষ্ঠই ধর্ম্মজ পুত্র, অন্যান্য পুত্রেরা কামজ। ঋষিগণ এই, রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই, সকলের ইচ্ছাধীনেই জ্যেষ্ঠাধিকার, ইহাই জানিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, উক্তবিধ পূর্ব্বপক্ষ কোন অংশেই সঙ্গত নহে। তথাহি নারদ বলিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায়, অন্যান্য ভ্রাতাদিগের ইচ্ছানুসারে তাহাদের ভরণ পোষণ করিবেন। তিনি ভরণ পোষণে অশক্ত হইলে, কনিষ্ঠ যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে, সেই সকলের কর্তৃত্ব করিবে। কেননা, সংসারের স্থিতিবিধান বা রক্ষণাবেক্ষণ একমাত্র শক্তিরই উপর নির্ভর করে। কনিষ্ঠ ক্ষমতাপন্ন হইলে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের ইচ্ছাধীনে তাহাদের সকলের ভরণ পোষণ করিবে।

ইত্যাদি বচনানুসারে স্পষ্টই প্রতীত হইল, জ্যেষ্ঠ হইলেই, পৈতৃক সকল ধনের অধিকারী হইবে, এমন কোন কথা নাই।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন,

এইরূপে সকলে একত্র অবস্থিতি অথবা ধর্মকামনায় পৃথক্ রূপে অধিষ্ঠান করিবে। কেননা, পৃথক্ থাকিলে, ধর্ম বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। সেইজন্য, পৃথক্ হওয়াই সর্বথা ধর্মসঙ্গত।

ইত্যাদি বাক্যে একত্র ও পৃথক্, এই দুইটী শব্দ দ্বারা ইচ্ছার বিকল্পকত্ব প্রদর্শিত হইল ॥ ১৯ ॥

এইরূপে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে, পিতৃধনবিভাগের দুইটী কাল বিহিত হইয়াছে। প্রথম, যেকালে পিতার স্বত্ববিনাশ পায়, সেই একটী বিভাগের কাল। দ্বিতীয়, পিতার স্বত্ব থাকিতেও, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বিভাগ হয়, সেইটী বিভাগের অপর বা দ্বিতীয় কাল। সুতরাং, মিতাক্ষরাতে যে বলিয়াছেন, পিতার মরণের পর যে বিভাগ হয়, তাহা একটী কাল, পুনশ্চ, পিতার বিষয়বাসনাবিসর্জন ও মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পর আর একটী কাল এবং মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলেও, পিতার বিষয়ানুরক্তি সত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছানুসারে যে বিভাগ হয়, তাহা অন্যতর কাল। এইরূপে বিভাগের তিনটী কাল। ইহা কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেননা, মাতার রজোনিবৃত্তি ও পিতার বিষয়বাসনাব্যাবৃত্তি এক সময়ে সম্ভবে না। ইহার কারণ এই, মনু বিবাহের কালনিয়মপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

ত্রিশ বৎসরের সময়ে বার বৎসরের পাত্রী এবং চব্বিশ বৎসরের সময়ে আট বৎসরের কন্যা বিবাহ করিবে। এই কালনিয়ম ভঙ্গ করিয়া, বিবাহ করিলে, ধর্মতঃ অবসন্ন হইতে হয়।

এতদ্ব্যতীত, পঞ্চাশ বৎসরের পর বনগমন করিবে। এইপ্রকার আশ্রমান্তরগমনের কালনিয়ম বিহিত হইয়াছে। তৎকালে মাতার রজোনিবৃত্তি অসম্ভব। এরূপ স্থলে পিতা বিষয়বিরত হইয়া, বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলে, তদীয় পুত্রগণ ইচ্ছা করিয়া, বিভাগ করিতে পারে না। এরূপ আপত্তি যুক্তি বা ন্যায় সঙ্গত নহে। কেননা, পত্নীর সমভিব্যাহারে বন গমন করিলে, যদি পুত্র জন্মে, তাহার বৃত্তিচ্ছেদ হইয়া থাকে। সুতরাং, তৎকালে বিভাগ না করাই শ্রেয়ঃকল্প।

পুনশ্চ, রজোনিবৃত্তি বিশেষরূপে নির্দেশ না করিয়া, কেবল বিষয়বৈরাগ্যই পিতৃধন বিভাগের কাল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলেও, পিতা যদি পতিত হয়েন, তাহা হইলে, বিভাগ হইতে পারে না। ইহাও বিভাগের আর একটী কাল, এইরূপ বলিলে, পিতার মৃত্যু, পাতিত্য, বিষয়বৈরাগ্য ও ইচ্ছা, এই চারিটী কাল হইয়া উঠে ॥ ২০ ॥

পিতা কার্য্যাক্ষম হইলে, তদীয় ধনবিভাগে পুত্রগণের ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, কেহ কেহ যে এইরূপ নির্দেশ করেন, তাহা তাঁহারা উক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ না জানিয়াই করিয়া থাকেন। তথাচ, হারীত বলিয়াছেন,

পিতা জীবিত থাকিতে, তদীয় ধনের আদান, প্রদান গচ্ছিত বিধান, ইত্যাদি কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতেই পুত্রগণের ক্ষমতা নাই। পিতা নিতান্ত বৃদ্ধ অথবা প্রবাসস্থ কিম্বা রোগে অভিভূত হইলে, জ্যেষ্ঠ তদীয় অর্থ চিন্তা করিবে।

শঙ্খ ও লিখিত ইঁহারা উভয়েই স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন,

পিতা অশক্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র তদীয় ধনাদি ব্যবহার নির্বাহিত করিবে। অথবা তাহার কনিষ্ঠ যদি কার্য্যজ্ঞ হয়, তদীয় অনুমতিক্রমে উক্তরূপে ব্যবহারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু পিতার যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার ধনবিভাগ হইবে না। পিতা বৃদ্ধ, উন্মত্ত, অথবা অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ, পিতার ন্যায়, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের অর্থ পালন করিবে। কেননা, পরিবারপোষণ একমাত্র ধনের উপরই নির্ভর করে। পিতার জীবদ্দশায় পুত্রগণের স্বাধীনতা জন্মে না। জননীর সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দুইটী বচন দ্বারা বলা হইয়াছে, পিতা কার্যক্ষম বা অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইলে, তদীয় ধনবিভাগ নিষিদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠ বা কার্য্যক্ষম তৎকনিষ্ঠ গৃহব্যাপার নির্ব্বাহ করিবে। অতএব, পিতার অনিচ্ছাতে বিভাগ হইতে পারে না. এইরূপ পাঠের পরিবর্ত্তে. পিতা কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে, তদীয় ধন বিভাগ হইবে না, এইরূপ পাঠ ভ্রমক্রমেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বলিতে হইবে॥ ২১॥

এই কারণে পিতার পাতিত্য, স্পৃহাশূন্যত্ব ও মৃত্যু দ্বারা স্বত্ববিনাশ হয়, ইহা বিভাগের একটী কাল। আর, পিতার জীবদ্দশায় তদীয় স্বত্ব সত্ত্বেই তাঁহার ইচ্ছাতে যে বিভাগ হয়, তাহা আর একটী কাল। এইরূপে কালদ্বয়ই যুক্তিযুক্ত।

মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, ইত্যাদি বচন পিতামহাদির ধনবিভাগেই প্রযোজিত, বুঝিতে হইবে। রজোনিবৃত্তি হইলে, পুত্রান্তরসম্ভাবনার অভাব হইয়া থাকে। তৎকালও, পিতার ইচ্ছাতেই পুত্রগণের বিভাগ হইবে। রজোনিবৃত্তি না হইলে, যদি পিতামহাদির ধন বিভাগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে, অনন্তরজাত পুত্র বা পৌত্রগণের বৃত্তিচ্ছেদ হইয়া থাকে। সুতরাং, কোন অংশেই উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তথাহি মনু বলিয়াছেন,

যাহারা জন্মিয়াছে, অথবা যাহারা জন্মে নাই; কিম্বা, যাহারা গর্ভে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সকলেই বৃত্তি কামনা করিয়া থাকে। সুতরাং, বৃত্তিলোপ করা সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

যেহেতু, পিতৃধনবিভাগে কালদ্বয় বিহিত হইয়াছে, সেইহেতু, মনু ও গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ মৃতশব্দ ত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা, পিতার ঊর্দ্ধ ইত্যাদি।

তৎকালে পিতার স্বত্বলোপ হওয়াতে, তজ্জন্য ঊর্দ্ধ, এইরূপ বলিয়াছেন। ঊর্দ্ধশব্দের অর্থ, পিতৃসত্বের বিনাশের পর, বুঝিতে হইবে।

এতাবতা, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, পিতার সত্বনাশ বিভাগের একটী কাল; আর, বিভাগের পর যে পুত্র উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বচনানুসারে, বিষয়াসক্ত পিতার জীবিত অবস্থায় তাঁহার ইচ্ছাক্রমে যে বিভাগ হয়, তাহা আর একটী বিভাগের কাল।

ভগিনীগণ বিবাহিতা হইলে পর, ইত্যাদি বচনের অর্থবিভাগকাল নহে। কিন্তু ইহার অর্থ এই, তাহাদিগকে অবশ্য পাত্রসাৎ করিতে হইবে।

পুনশ্চ, দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, পিতার ধন হইতে তদীয় ঋণ পরিশোধ করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভ্রাতৃগণ তাহাই ভাগ করিয়া লইবে। সাবধান, পিতা যেন কোনমতেই ঋণী থাকেন না।

ইত্যাদি নারদবাক্যের অর্থও, বিভাগকাল নহে; পৈতৃক ঋণ অবশ্য শোধ করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

উল্লিখিত নারদবচন দ্বারা এই অর্থ বুঝাইতেছে, পিতৃধন বিভাগ করিতে হইলে, পুত্রেরা উত্তমর্ণের অনুমতিক্রমেই পিতার ঋণ পরস্পর ভাগ করিয়া লইবে; অথবা ঋণ কোন

করিবে। ঋণ শোধ করিয়া, যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই বিভাগ প্রতিপাদনার্থ উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এইজন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋণাবশিষ্ট মাতৃধনের বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, কন্যারা মাতার ঋণ শোধ করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভাগ করিয়া লইবে। কন্যা না থাকিলে, পুত্রাদিরা ভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে।

ঋণাদানপ্রকরণে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করা যাইবে। অথবা ভগিনীদের বিবাহ হইলে, মাতৃধন পুত্রেরা ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহ না হইলে, তাহাদের সহিত সাধারণরূপে ভাগ করিতে হইবে। স্ত্রীধনবিভাগপ্রকরণে এবিষয় বর্ণন করা যাইবে। এইরূপে পিতৃধনবিভাগের কালদ্বয় যথাযথ বিনির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ২২ ॥

সম্প্রতি পিতামহধনবিভাগের কাল কথিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

পিতামাতার অভাবে ভ্রাতৃগণের বিভাগ প্রদর্শন করা গেল। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতামাতা জীবিতসত্ত্বেও বিভাগ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

এই বচনে পিতৃধনবিভাগই অভিপ্রেত বা প্রতিপাদিত হয় নাই। হইলে, বিভাগের পর যে পুত্র সমুৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বচনের বৈয়র্থ্য ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণ এই, রজোনিবৃত্তি হইলে, পুত্রোৎপত্তির অভাব সংঘটিত হয়।

আবার, উল্লিখিত বচন মাতৃধনবিষয়ক, অর্থাৎ মাতার রজোনিবৃত্তির পর পুত্রেরা তদীয় ধন ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ মীমাংসা করিয়া লওয়াও যাইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে, মাতারই নির্ধনত্ব সংঘটিত হয়। এইজন্যই রজোনিবৃত্তি হইলে, ইত্যাদি বচনে পিতামহের ধনবিভাগই ব্যবস্থাপিত বা অভিপ্রেত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ, ইচ্ছা না থাকিলে, কেবল রজোনিবৃত্তিই বিভাগের কারণ হইতে পারে না। ইহার যুক্তি এই, অনিচ্ছায় কখন বিভাগ হয় না। ইচ্ছা থাকিলেই, বিভাগ হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কাহার ইচ্ছায় ভাগ হইবে? ইহার সমাধান এই, পিতার পরলোকান্তে পুত্রেরা তদীয় ধন ভাগ করিয়া লইবে। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতার জীবিত অবস্থায় যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও, ভাগ হইবে। ইত্যাদি গৌতমবচনানুসারে, পিতার ইচ্ছাতেই ভাগ হইবে। এইপ্রকার মীমাংসিত হইল।

এতাবতা বুঝিতে হইবে, পিতামাতার অভাবে পিতামহের ধনভাগ হইবে, ইহা বিভাগের একটী কাল। আর, মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পিতার ইচ্ছাক্রমে ভাগ হইবে। ইহা বিভাগের দ্বিতীয় কাল।

পিতা ও মাতা, এই উভয়ের নির্দ্দেশ থাকাতে, বুঝিতে হইবে, মাতার মৃত্যু হইলেই, সহোদর ভ্রাতৃগণ পিতার ধন ভাগ করিয়া লইবে। নতুবা, মাতার মৃত্যুর পর তদীয় ধন বিভাগ করা কর্ত্তব্য, এইপ্রকার মীমাংসা জন্য বৃহস্পতি মাতার মৃত্যুপ্রসঙ্গ করেন নাই।

পুনশ্চ, পিতামাতা উভয়ে বাঁচিয়া থাকিলেও, বিভাগ হইবে, এ কথা মাতার ধনে ঘটিতে পারে না। অতএব, ইহা অবশ্য অন্যধনবিষয়ক, বলিতে হইবে। এই কারণে পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু যে ধনবিভাগের হেতু হইয়া থাকে, তাদৃশ ক্ষেত্রেই উভয়ে বাঁচিয়া থাকিলেও, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, জীবিত বিভাগ যে প্রশস্ত কল্প, তাহা বলা যাইতে পারে। নতুবা, মাতার মৃত্যুর পর তদীয় ধন বিভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা বিধেয় নহে। এবিষয় পরে বিস্তারপূর্ব্বক বলা যাইবে ॥ ২৩ ॥

ইহ দ্বারা মীমাংসিত হইল, পিতামাতার মরণান্তর পিতামহাদির ধনবিভাগ হইয়া থাকে।

ইহা বিভাগের একটী কাল। আর, মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতার ইচ্ছাক্রমে যে বিভাগ হয়, তাহা দ্বিতীয় কাল। পিতার ইচ্ছা না থাকিলে, বিভাগ হইবে না।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, পিতামাতা জীবিতসত্ত্বে পুত্রেরা বিভাগকরণে ক্ষমতাহীন। পুনশ্চ, পিতা সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিতে, পুত্রগণের স্বামিত্ব সম্ভব নহে; পুনশ্চ, পিতা জীবদ্দশায় যদি ইচ্ছা করেন; পুনশ্চ, পিতার অনুমতি অনুসারেই তদীয় ধন বিভাগ হইবে; পুনশ্চ, পিতা জীবিত থাকিতে যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধন ভাগ হইতে পারে, ইত্যাদি বিধানে মনু, নারদ, গৌতম, বৌধায়ন, শঙ্খ ও লিখিত প্রভৃতি মুনিগণ কোনরূপে বিশেষ না করিয়া, পিতা জীবিত থাকিতে, তদীয় সমুদায় সম্পত্তিতে পুত্রগণের স্বামিত্বভাব ও পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর, ইহারা যখন পৃথক্ রূপে পিতামহধনবিভাগের কাল নির্দ্দেশ করেন নাই, তখন পৈতামহ ধনেও যে পুত্রগণের স্বামিত্ব নাই, এবং পিতার অনুমতিক্রমেই যে ঐ ধন বিভাগ হইবে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

এতদুপলক্ষে যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিয়াছেন, পিতামহের উপার্জ্জিত ভূমি, নিবন্ধ ও দ্রব্যে পিতা ও পুত্র উভয়ের সমান স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে, এই বচনের যথাশ্রুত অর্থ করিলে, বিরোধ ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট বিদ্যারূপ সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা সর্ব্বথা প্রকটীকৃত প্রকৃত অর্থ এই, যেস্থলে পিতা বর্ত্তমান, তৎপ্রযুক্ত পিতামহধনের ভাগ প্রাপ্তি না হইয়া, দুই ভ্রাতার মধ্যে একজন পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক পরলোক প্রাপ্ত ও অপর ভ্রাতা জীবিত থাকে; অনন্তর পিতার পরলোক ঘটে, তাদৃশ ক্ষেত্রে পুত্রই অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ বশতঃ তদীয় ধনে অধিকারী হউক, এইরূপ আশঙ্কাতেই পিতা পুত্র উভয়ের সমান স্বামিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ, পিতামহের ধনে পিতার যেমন স্বামিত্ব আছে, সেইরূপ, তাঁহার মৃত্যুতে পুত্রগণের তাহাতে স্বামিত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। এবিষয়ে সম্বন্ধের নৈকট্য বা অনৈকট্যজনিত কোনরূপ বিশেষ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই, পিতৃব্য ও মৃতপিতৃক পুত্র উভয়েই পার্ব্বণ বিধির অনুসারে পিণ্ডদান দ্বারা সমানরূপে ধনীর উপকার করিতে পারে; এবিষয়ে কোনপ্রকার বিশেষ নাই। ইহাই উক্ত বচনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পিতা ও পিতামহের মৃত্যু হইলে, প্রপৌত্রও প্রপিতামহের ধনে পুত্র ও পৌত্রগণের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেননা, পার্ব্বণ পিণ্ডদানে সকলেরই সমান ক্ষমতা বিহিত হইয়াছে।

কিন্তু, পিতা বাঁচিয়া থাকিলে, পিতামহের ধনে পুত্রগণের স্বামিত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, সপুত্রক ও অপুত্রক ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতামহধনবিভাগস্থলে তাহাদের পুত্রদিগের পিতামহধনে স্বতন্ত্র ভাগপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া উঠে। স্বামিত্বের কোনরূপ বিশেষ না থাকাই ইহার হেতুরূপে পরিণত হয়। ইহার কিন্তু ব্যবহার নাই।

এই কারণে যথাশ্রুত অর্থ করিলে, কোন অংশেই প্রকরণসঙ্গত হয় না। তথাহি, পিতৃদ্রব্যে মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্রের সহিত পিতৃব্যের তুল্য স্বামিত্বই উল্লিখিত বচনের অভিপ্রেত এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্বথা প্রকরণসিদ্ধ।

এস্থলে নিবন্ধশব্দে মাসিক বা বার্ষিক নিয়মে বৃত্তিস্বরূপ যাহা দেওয়া যায়, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। আর দ্রব্যশব্দে দাস দাসী বুঝাইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অথবা ধারেশ্বরনামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা, ইচ্ছাক্রমে বিভাগদানে প্রবৃত্ত পিতার পুত্রগণের সহিত পিতামহধনে সমান স্বামিত্ব লক্ষিত হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে, স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায়, পিতামহধনের কোনরূপে ন্যূনাধিক ভাগ করিতে পারেন না।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতা যদি পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হন, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধনে তিনি ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু পৈতামহধনে পুত্রগণের সহিত তাঁহার সমান স্বামিত্ব বর্ত্তিবে; এ বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা কোনরূপ কার্য্যকরী হইবে না।

বিষ্ণুর প্রণোদিত এই বচন দ্বারা সুস্পষ্ট জানা গেল, যে, যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্বেচ্ছানুসারে ন্যূনাধিক ক্রমে বিভাগ করিয়া, পুত্রদিগকে প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু পৈতামহধনে এরূপ হইবে না। যেহেতু, তাহাতে পিতা পুত্র উভয়ের তুল্য স্বামিত্ব। সেই কারণে পিতা যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন না; অর্থাৎ ন্যূনাধিক বিধানে ভাগ করিয়া দিতে সমর্থ নহেন।

অতএব, কেহ কেহ যে বলেন, পিতা ও পুত্র উভয়ে পিতামহধন সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইবে, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য, সমান স্বামিত্ব ইত্যাদি বচন প্রযোজিত হইয়াছে, একথা যেমন হেয়, সেইরূপ, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, সমান স্বামিত্ব শব্দে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, পিতার ইচ্ছা না থাকিলেও, পুত্রেরা আপনাদের ইচ্ছায় ভাগ করিয়া লইবে, একথাও কোন অংশেই গ্রাহ্য নহে। অন্যান্য বিরুদ্ধ বচন সকলেরও এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে॥ ২৬॥

অতএব, ইহা দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধান্তিত হইল, পিতামহধনে পিতা দুই ভাগ পাইবেন এবং তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই বিভাগ হইবে। পুত্রগণের ইচ্ছা এ বিষয়ে নিয়ামিকা নহে।

আর যে, মনু ও বিষ্ণু উভয়ে বলিয়াছেন,

কেহ পৈতৃক ধন কোনরূপে হরণ করিয়া লইলে, এবং অন্যান্য অংশীরা তাহার উদ্ধার না করিলে, পিতা যদি স্বয়ং তাহার উদ্ধার করেন, তাহা হইলে, ঐ ধন তাঁহার স্বোপার্জ্জিত স্বরূপ, বুঝিতে হইবে। সুতরাং, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, পুত্রেরা তাহার ভাগ পাইবে না।

মনু ও বিষ্ণু উভয়ের এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইতেছে, পিতা যদি পৈতামহধন স্বয়ং উদ্ধৃত করিতে না পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার অনিচ্ছাতেও পুত্রেরা তাহা ভাগ করিয়া লইতে পারে, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইলেও, ইহার সমাধান এই, বিভাগদানে প্রবৃত্ত পিতা উক্ত স্বোপার্জ্জিত ধন, ইচ্ছা না থাকিলে, বিভাগ করিবেন না; তদ্ব্যতীত অন্য পৈতৃক ধন, ইচ্ছা না থাকিলেও, ভাগ করিয়া দিবেন। যদি বল, ইচ্ছা না থাকিলে, কিরূপে ভাগ করিবেন? কেননা, বিভাগকরণ একমাত্র ইচ্ছারই আয়ত্ত। ইহার সমাধান এই, প্রত্যবায়ভয়মাত্রজনিত ইচ্ছা দ্বারা ভাগ করিয়া দিবেন। ইহাই নিষ্কৃষ্ট অর্থ। কেননা, পিতা জীবিত থাকিতে, পুত্রের ইচ্ছাক্রমে ভাগ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত স্থলে, মনু ও বিষ্ণু তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুনশ্চ, মণিমুক্তাদি অস্থাবর পৈতামহ ধন পিতা কর্তৃক অনুদ্ধৃত হইলেও, স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায়, তাহাতে পিতার স্বামিত্ব আছে। এই কারণে, তিনি ন্যূনাধিক বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

পিতা মণি, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণরৌপ্যাদি সমুদায় অস্থাবর ধনের প্রভু। কিন্তু স্থাবর কোন ধনেই পিতা বা পিতামহ কাহারই প্রভুত্ব নাই।

এই বচনে পিতামহশব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং, পিতামহের ধনবিষয়েই ঐরূপ ব্যবস্থা, বুঝিতে হইবে।

প্রস্তাবিত স্থলে মণিমুক্তাদি শব্দ গ্রহণ করিয়া, পুনরায় সর্ব্বশব্দ প্রয়োগ করাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে, ভূমি, নিবন্ধ ও দ্বিপদ ব্যতীত যাবতীয় অস্থাবর পিতামহধনের দানাদিতে পিতার প্রভুত্ব আছে; কিন্তু স্থাবর নিবন্ধ ও দ্বিপদের দানাদিতে উঁহার প্রভুত্ব নাই।

পুনশ্চ, সর্ব্বশব্দের প্রয়োগ থাকাতে, স্পষ্টই বলা যাইতেছে, সর্ব্ব অর্থাৎ পোষ্য বর্গের ভরণ পোষণের উপযুক্ত স্থাবরাদির দানাদি নিষিদ্ধ। যেমন, পোষ্যদিগকে অবশ্য পোষণ করিতে হইবে। তথাহি, মনু বলিয়াছেন,

পোষ্যবর্গের পোষণ সর্ব্বথা প্রশস্ত। উহাতে স্বর্গসাধন হইয়া থাকে। পোষণ না করিয়া, পীড়ন করিলে, নরকে যাইতে হয়। তজ্জন্য, যত্ন সহকারে ভরণ পোষণ করিবে।

পুনশ্চ, পোষ্যবর্গের ব্যাঘাত হইতে না পারে, এরূপে অল্পমাত্র স্থাবর ধনের দানাদি নিষিদ্ধ নহে। তাহা হইলে, সর্ব্ব, এইশব্দ প্রয়োগের সার্থক্য থাকে না। স্থাবরশব্দ গ্রহণ করিলে, দণ্ডাপূপন্যায়ে, নিবন্ধ ও দ্বিপদের দানাদিনিষেধ সিদ্ধ হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, যদি সমুদায় পৈতামহ স্থাবরাদি বিক্রয় না করিলে, পোষ্যপোষণ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, প্রয়োজন বশতঃ সমুদায় স্থাবর বিক্রয়াদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে রক্ষা করিবে, ইত্যাদি বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়, পোষ্যবর্গের ন্যায়, আত্মার পোষণ করাও একান্ত আবশ্যক। তৎপ্রযুক্ত, আত্মা রক্ষা করিতে হইলে, পোষ্যবর্গের পীড়ন করিয়াও, সর্ব্বস্ব বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ব্যাস বলিয়াছেন,

পরস্পরের অভিমতি বিনা বিভক্ত স্থাবর সম্পত্তি ও অবিভক্ত সাধারণ দ্রব্যের দান বিক্রয়ে এক জনের অধিকার নাই। বিভক্তই হউক, আর অবিভক্তই হউক, সমুদায় সপিণ্ড জ্ঞাতিরাই স্থাবর সম্পত্তিতে সমান অধিকার আছে। এইজন্য, অন্যান্য সপিণ্ডের বিনা সম্মতিতে স্থাবরের দান, বিক্রয় বা বন্ধক দানাদি কিছুই করিতে পারে না।

ব্যাসের নির্দ্দিষ্ট উল্লিখিত বচনদ্বয় দ্বারা, একের দান বিক্রয় প্রভৃতিতে অধিকার নাই, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা কখনই বলিতে পারা যায় না। স্বত্বশব্দের অর্থ যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারা। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায়, স্থাবর সম্পত্তিতে সেই স্বত্বের কোনরূপ বিশেষ নাই। অর্থাৎ সত্ব জন্মিলে, অন্যান্য বস্তুর যেমন যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারা যায়, স্থাবর সম্পত্তিতেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

তবে, স্বামিত্ব প্রযুক্ত, দুর্বৃত্ত লোকের নিকট দান ও বিক্রয়াদি করিলে, পোষ্যবর্গের পোষণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। ইহাই জানাইবার নিমিত্ত, ব্যাসবচনে ঐরূপ নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। নতুবা, বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবে না।

স্থলান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে, স্থাবর ধন ও দ্বিপদ স্বোপার্জ্জিত হইলেও, সন্তানগণের বিনা অনুমতিতে তাহার দানবিক্রয় হইবে না।

ইত্যাদি নারদবচনেরও উক্তরূপে সমাধান করিতে হইবে। তথাহি, এস্থলে কর্ত্তব্য, এই-কথাটী অবশ্য উহ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে, দানবিক্রয়ের কর্ত্তব্যতা নিষিদ্ধ হওয়াতে, যদি দানবিক্রয় করা যায়, তবে, বিধির অতিক্রম অর্থাৎ অধর্ম্মসংঘটন হয়। কিন্তু দানবিক্রয়াদি কোনরূপে অনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ হইবে না। শত শত বচন প্রয়োগ থাকিলেও, স্বামিত্বরূপ বস্তুর কখন অন্যথাপাদন সম্ভব নহে।

এইজন্যই নারদ বলিয়াছেন,

যদি এক জনের পরস্পর বিভিন্নজাতীয় স্ত্রীসমূহের গর্ভে বহু পুত্র জন্মে তাহাদের ধর্ম্ম, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও গুণ সমুদায়ই পৃথক্ হইয়া থাকে। তাহারা যদি সকল কার্য্যে সম্মত না হইয়া, স্ব স্ব ভাগ দান বা বিক্রয় করে, তবে তাহা ইচ্ছানুসারেই করিতে পারে। কেননা, স্ব স্ব ধনে তাহাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। অতএব একের অনুমতি না থাকিলেও, অন্যের দানাদি সিদ্ধ হয়, ইহা স্পষ্টই জানা গেল ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। অর্থাৎ পিতামহধনে পিতার সহিত পুত্রগণের তুল্যাংশিত্ব নাই, অর্থাৎ পৌত্রের ইচ্ছায় বিভাগ হইবে না, ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে যে যাজ্ঞবল্ক্যবচন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা, পিতামহাদিরধনে পিতাপুত্রের সমান ভাগ না হওয়াতে এবং পুত্রগণের বিভাগবিষয়ে স্বাধীনতার প্রতিপত্তি না থাকাতে, পিতার ইচ্ছাধীনে ন্যূনাধিক ভাগ নিষিদ্ধ হইবে, অথবা পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের পিতৃব্যের সহিত তুল্যরূপ অধিকার সম্পন্ন হইবে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পিতার ইচ্ছাক্রমেই পিতামহধনেরও বিভাগ করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ এই, মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে বিভাগ হইবে। কিন্তু মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলেও, স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ করা যাইতে পারে। পিতৃধন অথবা পিতামহধন, সর্ব্বত্রই পিতার মরণান্তর সত্বনাশ হইবে। এবিষয়ে কোনরূপ বিশেষ নাই।

এই কারণে পৈতামহ ধনেও দুইটী বিভাগকাল কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যখন পিতাই ইচ্ছা করিয়া, পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তখন পিতামহের ধন হইতে স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতা জীবিত অবস্থায় বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন।

নারদও অবিকল ঐরূপ বলিয়াছেন। উভয়ে এ বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ প্রতিপাদন করেন নাই ॥২৭॥

অপিচ, এইরূপে পিতামহধন হইতে পিতা যেমন দুই অংশ গ্রহণ করিবেন, সেইরূপ, মনুও ব্যবস্থা দিয়াছেন,

জ্যেষ্ঠ বিদ্যাদিগুণবিশিষ্ট হইলে, বিংশ অংশ গ্রহণ ও সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, প্রথমে তাহা বাছিয়া লইবেন। তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের ভাগ মধ্যমের প্রাপ্য এবং কনিষ্ঠেরা চতুর্থ অর্থাৎ আশি ভাগের ভাগ গ্রহণ করিবে। এইরূপে যাহার যে প্রাপ্য, তাহা উদ্ধার করিয়া লইলা, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, পরস্পর সমান ভাগ করিয়া লইবে।

পুনশ্চ, উদ্ধার অনুদ্ধৃত হইলে, অর্থাৎ কেবল সোদরগণ বিভাগপ্রবৃত্ত হইলে, বক্ষ্যমাণ নিয়মে অংশ কল্পনা করিবে। যথা, জ্যেষ্ঠ দুই ভাগ, মধ্যম অর্দ্ধাধিক এক ভাগ এবং অন্যান্যেরা পাদ পাদ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে।

ইত্যাদি মনুবচন দ্বারা ইহাই দর্শিত ও প্রতিপাদিত হইল যে, সহোদর ও অসহোদর ইহাদের মধ্যে বিভাগ সময়ে সমুদায় উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত বিংশ ভাগ, তাহার অর্দ্ধ ও তাহার চতুর্থ অংশ জ্যেষ্ঠাদিক্রমে প্রাপ্য, আর কেবল সহোদরগণ বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্যেষ্ঠাদিক্রমে দুই ভাগ, সার্দ্ধৈক ভাগ ও চতুর্থ ভাগাধিক ভাগ প্রাপ্ত হইবে।

ভগবান্ গৌতমও বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ বিংশতিভাগ প্রাপ্ত হইবেন। তদ্ব্যতীত, এক এক জোড়া ছাগ ও মহিষ প্রভৃতির মিথুন, অশ্বাদিযুক্ত রথ, গোসমেত বৃষ, এই সকলও জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য। আর যদি অনেক থাকে, তাহা হইলে, কাণা, বৃদ্ধ, বামনাকৃতি, বিকৃতলাঙ্গুল অর্থাৎ বেঁড়ে গো প্রভৃতি পশু মধ্যমের অংশে পড়িবে। এবং কনিষ্ঠ একটী মেষ, কিছু ধান্য ও লৌহ, পিতার অবস্থানাতিরিক্ত একখানি যেমন তেমন গৃহ, এবং একখানি শকট ও এক একটী পশু অংশরূপে পাইবেন। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সকলে সমান অংশ করিয়া লইবে।

এইরূপ প্রতিপাদনপূর্ব্বক, পুনরায় বলিয়াছেন, অথবা জ্যেষ্ঠ দুই অংশ পাইবেন; অন্যান্যেরা এক এক অংশ গ্রহণ করিবেন।

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠের দুই অংশ উক্ত হইল। ॥৩০॥

এক্ষণে বক্তব্য এই, জ্যেষ্ঠ যে অংশদ্বয় পাইবেন, উপার্জ্জকত্ব হিসাবেই পাইবেন, জ্যেষ্ঠ বলিয়া নহে কিন্তু এরূপ বলিতে পার না। কেননা, বিংশতিতম ভাগ না পাইলে, জ্যেষ্ঠকে দুই অংশ দিবার বিধি আছে। সেই বিংশতিতম ভাগ জ্যেষ্ঠের অর্জ্জকতা দ্বারা সম্ভাবিত নহে। জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধনই ঐরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। আর, মধ্যম ও কনিষ্ঠ উভয়ের উপার্জ্জকতা অংশে জ্যেষ্ঠের সহিত কোনরূপ বিশেষ নাই। তজ্জন্য, তাহাদের উভয়ের সার্দ্ধৈক ভাগ ও চতুর্থাধিক ভাগ প্রাপ্তি কোন অংশেই উপপন্ন হয় না। এবং জ্যেষ্ঠাদিশব্দপ্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না।

এইজন্যই ভগবান্ মনু পুত্রিকা ও ঔরসপুত্রের পিতৃধনবিভাগপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

পুত্রিকা গ্রহণ করিলে পর, যদি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, উভয়ে সমাংশ পাইবে। যেহেতু, স্ত্রীজাতির জ্যেষ্ঠত্ব নাই।

এইরূপে স্ত্রীত্ববশতঃ জ্যেষ্ঠতার অভাব হওয়াতে, সমান অংশ প্রতিপাদনপূর্ব্বক পুরুষের ভাগদ্বয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥৩১॥

কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, হোলাকাধিকরণে অর্থাৎ হোলিনামক বসন্তোৎসববিশেষ প্রতিপাদক শাস্ত্রে প্রাচ্য অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক হোলাকা অর্থাৎ হোলীর অনুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য হোলাকা কর্ত্তব্য, এইরূপ শ্রুতি কল্পিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রাচ্যগণই হোলাকার অনুষ্ঠান করিবে, ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, আর বিশেষ করিয়া, প্রাচ্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় না। করিলে, অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। এবং তজ্জন্য কল্পনার গৌরব সাধিত হয়। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ, অর্জ্জক অংশদ্বয় গ্রহণ করিবে। এইরূপ শ্রুতি কল্পনা করা যাইতে পারে; তজ্জন্য আর পিত্রাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া, শ্রুতি কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই।

এরূপ মতবাদ সর্ব্বথা যুক্তিবহির্ভূত। কেননা, অবশ্য কল্পনীয় সামান্য শ্রুতি দ্বারাই অর্থাৎ হোলী করিবে, সামান্যতঃ এইরূপ বলিলে, প্রাচ্যগণকর্ত্তৃক হোলাকানুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আবার, যদি বল যাহারা প্রাচ্য নহে, তাহাদের হোলাকানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, ইহার প্রতি-পাদনার্থ প্রাচ্যেরা হোলী করিবে এইরূপ শ্রুতি কল্পনা করা হউক না কেন? ইহার সমাধান এই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেননা, অনুষ্ঠান না করার নাম অনাচার। সুতরাং অনাচার কোন অংশেই শ্রুতিকল্পনার হেতু হইতে পারে না। কিন্তু প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে মনু প্রভৃতির বচনে যখন জ্যেষ্ঠশব্দ প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন তাহার উপপত্তি নিমিত্ত জ্যেষ্ঠশব্দসম্পন্ন শ্রুতি অবশ্য কল্পনীয় হইয়া থাকে। অর্জ্জক, এই শব্দশালিনী শ্রুতি কোন অংশেই কল্পিত হইতে পারে না। পুনশ্চ, জ্যেষ্ঠশব্দবিশিষ্ট ও অর্জ্জকশব্দযুক্ত, এইরূপ দ্বিবিধশব্দসম্পন্ন শ্রুতির কল্পনার বিশেষ প্রমাণ নাই।

যদি বল, অন্যত্র অর্জ্জকের ভাগদ্বয়প্রাপ্তি নিমিত্ত শ্রুতির অবশ্য কল্পনীয়তা আছে। তজ্জন্য এখানেও সেই শ্রুতি মূলস্বরূপ ও জ্যেষ্ঠপদ অর্জ্জকপদপর হউক। একথাও বলিতে পার না। কেননা, ইহার বৈপরীত্যও সম্ভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপদযুক্ত শ্রুতি কল্পনা করিলে, অর্জ্জকশব্দেরও জ্যেষ্ঠপরত্বকল্পনার সম্ভাবনা ঘটে। কেননা, ইহার বিনিগমনাপ্রমাণ নাই।

অপিচ, এইরূপে লাঘবাদি দ্বারা যে কোনরূপে হউক, তিন চারি প্রভৃতি পদযুক্ত একটী শ্রুতি অনুমানপূর্ব্বক সমস্তস্মৃতিশাস্ত্রবিহিত জ্যেষ্ঠাদি শব্দের মুখ্য অর্থ ত্যাগ ও গৌণ অর্থ আশ্রয় করিয়া, অর্জ্জকরূপে ব্যাখ্যা করত, নিজের স্মৃতিশাস্ত্রনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব, যে আচার বা স্মৃতিবাক্যবলে যে শ্রুতি অবশ্য কল্পিত হইয়া থাকে, সেই শ্রুতি দ্বারাই তদ্গত আচারাংশের বা স্মৃতিবচনের উপপত্তি হইয়া থাকে। তজ্জন্য, সেস্থলে আর অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হয় না। ইহাই হোলাকাধিকরণের নিকৃষ্ট অর্থ ॥৩২॥

এইজন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের দুই ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া, উপার্জ্জকেরও অংশদ্বয় পৃথক রূপে অভিধান করিয়াছেন। যথা,

অধুনা ভ্রাতৃগণের দায়বিভাগ কথিত হইতেছে। জ্যেষ্ঠ দুই অংশ গ্রহণ করিবেন।

পুনবার, অনতিদূরে কহিয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে যে যাহা উপার্জ্জন করিবে, সে তাহার দুই অংশ পাইবে।

ইহা দ্বারা অর্জ্জক বলিয়া, ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবে, দেখান হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববচনে যে জ্যেষ্ঠের দুই অংশ প্রাপ্য বলা হইয়াছে, তাহা নিরর্থক হইয়া থাকে। কেবল জ্যেষ্ঠ বলিয়াই দুই অংশ পাইবে, এমন কোন কথা নাই। তথাহি বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

জন্ম, বিদ্যা ও গুণ, এই সকলে জ্যেষ্ঠ হইলেই, দুই অংশ পাইবে। অন্যান্যেরা সমাংশ-ভাগী হইবে। অতএব, জ্যেষ্ঠ তাহাদের পিতার সমান।

এই বচনানুসারে, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, উপার্জ্জক বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভাগদ্বয় পাইবেন। যদি এরূপ মীমাংসা করা যায়, তাহা হইলে জন্ম ও বিদ্যাদি কীর্ত্তন সর্ব্বথা নিরর্থক হইয়া উঠে। আর, এই ভাগদ্বয় সহোদরমাত্র ভ্রাতৃগণের বিভাগবিষয়ে বিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সোদর ও অসোদর বিভাগস্থলে জ্যেষ্ঠের বিংশতিতম ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

দ্বিজাতিগণের সবর্ণা স্ত্রীসমূহের গর্ভে সমুদ্ভূত পুত্রগণ জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সমান ভাগ করিয়া লইবে।

এই বচনে সবর্ণা বহুস্ত্রীর গর্ভজ পুত্রগণ উদ্ধারপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লইবে, বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভাগদ্বয় যে সোদরমাত্রগোচর, তাহা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ বহুস্ত্রীর গর্ভজাত বলিলেই, সহোদর ও অসহোদরগণ বুঝাইবে। সুতরাং উল্লিখিত ভাগদ্বয় বিধান একমাত্র সহোদর ভ্রাতৃগণপক্ষেই ঘটিয়া থাকে। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে। যেহেতু, সহোদরত্ব-প্রযুক্ত গৌরবাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

আর যদি দশটীর অধিক গোমহিষাদি না থাকে, তাহা হইলে, উদ্ধার বিধেয় নহে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন,

সকলেই তুল্যরূপগুণবিশিষ্ট হইলে, দশটী পর্য্যন্ত গবাদির উদ্ধার হইবে না। মানবর্দ্ধনের জন্য জ্যেষ্ঠকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবে। ॥৩৩॥

উক্ত প্রবন্ধ দ্বারা যেস্থলে জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতাই দুই অংশ পাইয়া থাকেন, সেখানে, যিনি জন্মদাতা, যাঁহার দানবিক্রয় ও পরিত্যাগে ক্ষমতা আছে, যিনি পিতামহধনসম্বন্ধের মূল স্বরূপ, সেই মহাগুরু পিতা স্বকীয় পিতৃধনে কেনই বা ভাগদ্বয় না পাইবেন?

পুনশ্চ, বৃহস্পতির প্রযোজিত বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যখন জন্ম, বিদ্যা ও গুণ এই সকলে জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিতার সমান, তজ্জন্য ভাগদ্বয় পাইবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ পিতাও দুইভাগ প্রাপ্ত হইবেন।

পুনশ্চ, বৃহস্পতি পূর্ব্বেই, জীবদ্বিভাগে পিতা স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন, এইরূপ বিধান পূর্ব্বক সাক্ষাত্তঃ পিতার দুই অংশ প্রাপ্য, উপদেশ করিয়াছেন।

তথাহি নারদ বলিয়াছেন,

পিতা ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার দুই অংশ রাখিয়া দিবেন। আর পতির পরলোক হইলে, জননী পুত্রগণের সমান অংশ গ্রহণ করিবেন।

এস্থলে কেহ যেন না বুঝেন, পিতা আপনার ধনবিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, দুই অংশ লইবেন। এরূপ বুঝিলে, বিষ্ণু যে বলিয়াছেন, পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহার সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়।

পুনশ্চ, পিতামহধনে পিতা পুত্রের সমান অংশ পাইবেন, এইরূপ বলিলে, পিতা যে-পরিমাণ পাইবেন, পুত্রেরাও সেই পরিমাণ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অবশ্য বলিতে হয়। পিতা দুই ভাগ পাইবেন, এরূপ বলা অসম্ভব হয় না। নতুবা, পিতার যে পরিমাণে যে ধন, পুত্রেরও সেই পরিমাণে সেই ধন, এরূপ বলিলে, পতিপত্নীর দাম্পত্যসম্বন্ধজনিত স্বত্বের ন্যায়, স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। তজ্জন্য, ঐ ধন মধ্যগ শব্দে উল্লিখিত ও তজ্জন্য বিভাগের অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ, ভ্রাতৃগণের পিতামহধনবিভাগস্থলে জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন জ্যেষ্ঠের ভাগদ্বয় যদি কল্পিত হয়, তাহা হইলে, পিতাপুত্রের তুল্য স্বামিত্ব বলিয়া, জ্যেষ্ঠের পুত্রও দুই ভাগ পাইবে। এরূপ হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত চারিভাগ পাইয়া থাকেন। অন্যান্য ভ্রাতারা এক অংশ মাত্র প্রাপ্ত হয়েন।

আবার, জ্যেষ্ঠ বহুপুত্রের পিতা হইলে, জ্যেষ্ঠকে ভাগদ্বয় প্রদান করিয়া, তাহার পুত্র-দিগকে পিতার সমানে অবশ্যই যদি ভাগদ্বয় প্রদান করা হয়, তাহা হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যৎকিঞ্চিন্মাত্রভাগী হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু মহাজনবিরুদ্ধ।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

পিতামহের উপার্জ্জিত স্থাবর ও জঙ্গম সম্পত্তিতে পিতাপুত্রের সমান অংশ।

ইহার অর্থ এই, সমান অংশিত্ব বলাতে, ভাবে বুঝিতে হইবে, পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায়, পিতামহধনে স্বেচ্ছানুসারে ন্যূনাধিক ভাগ দিতে পারেন না। নতুবা, সমান অংশ, এরূপ অর্থ নহে। অথবা, পিতা যদি ক্ষেত্রজাদিরূপে দুই পিতার পুত্র হন, তাহা হইলে, পিতামহধনে পুত্রের সহিত তাঁহার সমানাংশ হইবে, এইরূপও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্য তুল্যস্বামিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

অপিচ, যদি ঐ পিতা স্বপিতার পুন্নামনরকনিবর্ত্তক জ্যেষ্ঠ পুত্র হন, তাহা হইলে, ভ্রাতৃগণের পিতৃসম বলিয়া যখন ভাগদ্বয় পাইতে পারেন, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা বলিয়া পুত্রগণেরও নিকট তাঁহার দুই ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে। কেননা, পিতাই পৈতামহ ধনসম্বন্ধের আদি কারণ।

পুনশ্চ, যে পিতা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন, তাঁহার স্বকীয় পুত্রগণের সহিত সমান অংশ হইবে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কেননা, মধ্যমাদি পুত্রও সার্দ্ধেক ভাগ পাইবে, এইরূপ বিধি আছে। এবিধায়, পিতৃত্বসম্বন্ধমাত্রেই পিতা ভাগদ্বয় পাইবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে। অতএব বিশেষ না বুঝিয়া, পিতা পুত্র সমান অংশ পাইবেন, এইরূপ বলা কোনক্রমেই উচিত নহে।

আর, পিতা স্বোপার্জ্জিত দ্রব্যেরই অংশদ্বয় পাইবেন, এরূপ বলাও কখন শোভা পায় না। কেননা, স্বোপার্জ্জিত ধনবিভাগ পিতার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। ইচ্ছাভাগে দুই, তিন বা তাহার ন্যূন অধিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, বলিয়া, ভাগদ্বয়প্রাপ্তির বিধান বিফল হইয়া থাকে। অথবা তাহার বিশেষরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য, এরূপও বলিতে পারা যায় না। তাহা-হইলে, বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়। যথা, বিষ্ণু বলিয়াছেন,

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে তদীয় ইচ্ছাই নিয়ামিকা হইয়া থাকে। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতাপুত্রের তুল্যস্বামিত্ব।

ইহার অর্থ এই, স্বোপার্জ্জিত ধনে অর্দ্ধ ভাগ, বা দুই ভাগ অথবা তিন ভাগ, যাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তৎসমস্তই তাঁহার শাস্ত্রসম্মত। পিতামহধনে কিন্তু একপ হইবে না।

তথাচ, হারীত বলিয়াছেন,

অথবা, পিতা জীবিত অবস্থায় পুত্রদিগকে যথাযথ ভাগ করিয়া দিয়া, বন আশ্রয় বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। কিম্বা স্বল্পপ্রমাণ ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং বহুপ্রমাণ লইয়া বাস করিবেন। যদি সমুদায় ভোগ করিয়া ফেলেন, পুনরায় পুত্রগণের নিকট হইতে লইবেন।

এই বাক্যে পিতা কর্ত্তৃক স্বল্প বিভাগ ও বহুমাত্র গ্রহণ উল্লিখিত হইল ॥ ৩৬ ॥

শঙ্খ ও লিখিতও বলিয়াছেন,

পিতা যদি একপুত্র হন, তাহা হইলে, আপনার দুই ভাগ রাখিয়া দিবেন।

ইহার অর্থ এই, একের পুত্র অর্থাৎ ক্ষেত্রজাদি নহেন, ঔরস পুত্র। নতুবা, একই পুত্র যাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া, একপুত্রপদ বিনিষ্পন্ন হয় নাই। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অপেক্ষা অন্যপদার্থপ্রধান বহুব্রীহি সমাসের দুর্ব্বলত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ঐরূপ ঔরসপুত্রস্বরূপ পিতা ভাগদ্বয় পাইবেন; ক্ষেত্রজ পিতা, পিতৃত্বসত্ত্বেও ভাগদ্বয় পাইবেন না। সুতরাং, পূর্ব্বে যে পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্যস্বামিত্ব বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা এই ক্ষেত্রজ পিতাতেই বর্ত্তিবে।

ক্ষেত্রজ অর্থাৎ দুই পিতা হইতে উৎপন্ন। তথাহি বৌধায়ন বলিয়াছেন,

মৃত অথবা ক্লীব কিংবা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতিক্রমে অন্য কর্ত্তৃক তাহার স্ত্রীতে যে পুত্র প্রসূত হয়, তাহার নাম ক্ষেত্রজ। সেই পুত্র দ্বিপিতৃক ও দ্বিগোত্র হইয়া থাকে। সুতরাং, দুই পিতারই শ্রাদ্ধে ও ধনে তাহার অধিকার লক্ষিত হয়।

তথাহি নারদ বলিয়াছেন,

ক্ষেত্রিকের অনুমতিক্রমে তদীয় পত্নীতে যাহার বীজ প্রকীর্ণ হয়, তাহা হইতে যে সন্তান জন্মে, সেই বীজী ও ক্ষেত্রিক উভয়েরই পুত্র হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

অতএব, একপুত্র আপনার দুই ভাগ রাখিয়া দিবে, এইরূপ বিধিতে, কর্ত্তার বিশেষণত্ব বশতঃ একপুত্রত্বই বিবক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য, কেহ কেহ যে উদ্দেশ্য বিশেষণ বলিয়া, অবিবক্ষিতরূপে নির্দ্দেশ করেন, তাহা পরাস্ত হইল।

পুনশ্চ, মনু, গৌতম ও দক্ষাদি ধর্ম্মাচার্য্যগণ নিরতিশয়-বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট। সুতরাং, যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রযোজিত বাক্যসমূহের অবিবক্ষিত ব্যাখ্যা করে, সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজেরই অবিবক্ষা প্রকটিত করিয়া থাকে।

অধিকন্তু, পুত্রের উপার্জ্জিত ধনেও পিতার দুই অংশ বর্ত্তিয়া থাকে। কেননা, পূর্ব্বে যে, দুই অংশ এবং দুই অংশ গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ নাই।

কাত্যায়নও সুস্পষ্ট বলিয়াছেন,

পিতা পুত্রবিত্তার্জ্জন হইতে দুই অংশ বা অর্দ্ধ অংশ হরণ করিবেন। আবার, পিতার মৃত্যুতে মাতাও পুত্রগণের তুল্যাংশভাগিনী হইবেন।

এস্থলে পুত্রবিত্তার্জ্জনশব্দে পুত্রের উপার্জ্জিত সম্পত্তি। তাহা হইতে পিতা দুই ভাগ বা অর্দ্ধ ভাগ পাইবেন। নতুবা, ইহার অর্থ এইরূপ নহে, পুত্র ও বিত্ত উভয়ের অর্জ্জন হইতে পিতা দুই ভাগ পাইবেন। এবং পুত্রের অর্জন, কি না, উৎপত্তি না হইলে সমুদায় ধনের অংশ

ভাগী হইবেন। কেননা, যে ভ্রাতার পুত্র জন্মে নাই, তিনি পিতৃধনের উপার্জ্জক হইলে, ভ্রাতৃগণের সহিত বিভাগ সময়ে দুই অংশ পাইবার অধিকারী। এরূপ অবস্থায় সমুদায় ধনের অংশভাগী হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব, বিভাগ পাইতে পারে এরূপ সম্পর্কীয় পুরুষ বিদ্যমানে অর্জ্জকের দুই অংশ; এবং ঐরূপ সম্পর্কীয় পুরুষ না থাকিলে, সমুদায় অংশ হইবে; এইপ্রকার বলিলে, পিতা পুত্রের যে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা মত্তপ্রলাপ হইয়া উঠে ॥ ৩৮ ।

পুনশ্চ, যাহা দ্বারা স্বত্ব জন্মে, তাদৃশ ব্যাপারকে অর্জ্জন বলে। সুতরাং, অর্জ্জন, স্বত্বের সমুৎপাদক নহে, ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা; প্রাজ্ঞগণের এইরূপ মতবাদ লক্ষিত হয়। সর্ব্বস্বদান প্রসঙ্গে, পিতার পুত্রেতে স্বত্ব নাই, এইরূপ দেখান হইয়াছে। এই কারণে সেস্থলে অর্জ্জনশব্দ গৌণ; আর, ধনের অর্জন, বলিবার সময়, তাহার মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে. ইহা কথনই হইতে পারে না। কেননা, এক বস্তু কথন একদা দুইরূপ হইতে পারে না।

পুনশ্চ, পুত্রের উপার্জ্জিত ধনে পুত্রের দুই অংশ এবং পিতারও ভাগদ্বয় প্রাপ্য হইবে, এ কথা কাত্যায়ন না বলিলেও, পূর্ব্বোক্ত সামান্য বচন দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, সমান ভাগ প্রতিপন্ন হওয়াতে, কাত্যায়নবচনে যে পিতার অর্দ্ধভাগ বিধান করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হইয়া থাকে, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কেননা, এই বচন না থাকিলে, পুত্রধনে পিতার ভাগদ্বয়ের অপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

পুনশ্চ, পুত্রবিত্তার্জন হইতে, ইত্যাদি বচন পিতৃধনবিষয়ক, এ কথা বলিলে, পিতার ইচ্ছাতে দুই অংশ ও অর্দ্ধাংশ গ্রহণ, এইরূপ বিধিবাদ অসিদ্ধ হইয়া উঠে। কেননা, ইচ্ছার কোনরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং, ইচ্ছানুরোধে গ্রহণ বলিলে, সার্দ্ধ বা সপাদ, অথবা চতুর্থাংশ ন্যূন ইত্যাদি ক্রমে ভাগগ্রহণও সম্ভব হইয়া উঠে। এতদ্বিষয়, প্রস্তাবিত স্থলে পক্ষদ্বয় মাত্র কীর্ত্তন কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? আর, পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনেও ঐরূপ পক্ষদ্বয়মাত্রের নিয়ম বন্ধন করাও সম্ভবপর নহে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত স্থলে, পুত্রার্জ্জিত ধনের দুই অংশ গ্রহণ যেমন এই বচনের অর্থ; সেই ধনের অর্দ্ধভাগিত্বও তেমন ইহার তাৎপর্য্য। নতুবা, দুই অংশের অর্দ্ধ অর্থাৎ একাংশ তাহার গ্রহণ, এইরূপ অর্থে উক্ত বচন প্রযোজিত হয় নাই। কেননা, অর্দ্ধ আর দুই অংশ, একদেশবাচক বলিয়া, একদেশীর আকাঙ্ক্ষিত অর্থাৎ কাহার অর্দ্ধ আর কাহার দুই অংশ, কেই বা তাহা আকাঙ্ক্ষা করে? এ নিমিত্ত পুরুষের বিশেষণ ও গ্রহণক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া, সমত্ব বশতঃ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। বিত্তার্জ্জন হইতে, ইত্যাদি পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত পদের সহিত দুই অংশরূপ এক দেশের যে অন্বয় বা সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্ব্বথা নির্ব্বিবাদ। সুতরাং, অর্দ্ধপদেরও সহিত তাহার অন্বয় যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। বিত্তার্জ্জন ও অর্দ্ধপদ উভয়ের অব্যবধান প্রযুক্ত বিত্তেরই অর্দ্ধ, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। দুই অংশের অর্দ্ধ অর্থাৎ এক অংশ, এইরূপ প্রতীত হয় না। ঋষি অনায়াসেই একাংশ পদ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলে, ঐরূপে ঘুরাইয়া বলা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হয় না। কেননা, উহাতে অর্থপ্রকাশকতার অভাব হয়, স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না। সুতরাং, বিত্তেরই অর্দ্ধ, এইরূপ অর্থ যুক্তিসঙ্গত।

ইহাতে এই নিষ্কর্ষ হইল, পুত্র পিতৃদ্রব্যের উপঘাত দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, পিতা তাহার অর্দ্ধাংশভাগী। অর্জ্জক পুত্র অংশদ্বয় ও অন্যান্য পুত্রেরা এক এক অংশ পাইবে। পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না থাকিলে, পিতার দুই অংশ ও অর্জ্জকেরও দুই অংশ প্রাপ্য হইবে। অন্যান্য পুত্রেরা আদৌ অংশ পাইবে না ॥ ৪০ ॥

অথবা, পিতা বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন হইলে, অর্দ্ধাংশভাগী হইবেন। ইহার কারণ এই, বিদ্যাদি-গুণবিশিষ্ট হইলে, জ্যেষ্ঠ অধিক ভাগ পাইয়া থাকেন, ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন গুণবান্ পিতা যে অধিক পাইবেন, সে কথা বলা বাহুল্য।

পুনশ্চ, পিতা বিদ্যাদিশূন্য হইলে, কেবল জনকতাসম্বন্ধবশতঃ পুত্রার্জ্জিত ধনের দুই অংশ পাইবেন। এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক, পিতা গুণবান্ ও গুণশূন্য হইলে, পুত্রার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবেন। বহুপুত্রস্থলেই এইরূপ ব্যবস্থা খাটিবে। কিন্তু একপুত্রস্থলে গুণবান্ পিতা পুত্রার্জ্জিত ধনের দুই অংশ ও গুণহীন হইলে, অর্দ্ধাংশভাগী হইবেন।

এতাবতা স্থিরীকৃত হইল, পিতা পৈতামহ ধন অথবা পুত্রার্জ্জিত বিত্ত হইতে স্বয়ং ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবেন। ইহার অধিক ইচ্ছা করিলে, পাইবেন না। ইহাই উক্ত বচনের অর্থ।

কিন্তু স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই লইবেন। পুত্রদিগকে পিতামহধন হইতে বিংশোদ্ধার প্রদান করিয়া হউক অথবা না করিয়াই হউক, ভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে কোন পুত্রের গুণবত্তানুসারে সম্মানের নিমিত্ত, কোন পুত্রের বহুপরিবারপ্রযুক্ত ভরণের নিমিত্ত, কোন পুত্রের অযোগ্যতাবশতঃ কৃপা করিয়া এবং কোন পুত্রের বা ভক্তি নিমিত্ত প্রসন্ন হইয়া, অধিক দান করিতে ইচ্ছা করিয়া, ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দিলে, পিতা ধর্ম্মভাগী হইয়া থাকেন

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা ন্যূনাধিক বিভাগে যে ভাগ করিয়া দেন, তাহা ধর্ম্ম-সম্মত।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, পিতা যে পুত্রদিগকে সমান, ন্যূন ও অধিক ভাগ করিয়া দেন, তাহাতে পুত্রদিগকে সম্মত হইতে হইবে। না হইলে, দণ্ড পাইবে।

নারদও বলিয়াছেন, পিতাই সকলের প্রভু। অতএব তিনি যদি পুত্রদিগকে সমান, ন্যূন অথবা অধিক, যেরূপ হউক, ভাগ দিয়া, পৃথক্ করিয়া দেন, তাহাই তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত।

ইহার অর্থ এই, যদিও পিতা সর্ব্বধনের প্রভু; কিন্তু পৈতামহ ধনে তাঁহার সে প্রভুত্ব নাই। তদ্‌বিধায় পিতৃকৃত ন্যূনাধিক বিভাগ পিতৃধনবিষয়েই খাটিয়া থাকে এবং তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে, স্বোপার্জ্জিত ধনে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। পিতামহধনে পিতা পুত্র উভয়ের তুল্যস্বামিত্ব ॥৪১॥

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হইলে, ইচ্ছানুসারে ভাগ করিতে পারেন; অথবা, জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ ভাগ দিবেন। কিম্বা সকলেই তুল্যাংশ পাইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনে উদ্ধাররূপ শ্রেষ্ঠ ভাগ অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব, কিরূপে ন্যূনাধিক ভাগ হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই, পিতার পরলোকান্তে ভ্রাতারা বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের বিংশোদ্ধাররূপ শ্রেষ্ঠ ভাগ যদি সিদ্ধ হয়, তাহাতে বচনের সার্থকতা থাকে না। সুতরাং উহার অর্থ ঐরূপ নহে।

পুনশ্চ, উদ্ধার ব্যতিরেকে, পিতৃকৃত সমাংশ বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত, ইহাই বচনের প্রকৃত অর্থ, এরূপও বলা যাইতে পারে না। কেননা, বলিলে, পিতৃকৃত ন্যূন বিভাগই ধর্ম্মসঙ্গত হইয়া থাকে। তাহা হইলে, অধিক ভাগ করিয়া দিবে, এই বাক্য নিরর্থক হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, উদ্ধার ভাগের অভিপ্রায়ে সম, ন্যূন ও অধিকশব্দ বর্ণন করিলে, ইচ্ছাক্রমে ভাগ করিয়া দিবেন, ইত্যাদি চরণের সার্থক্য থাকে না। তিন চরণেই বক্তব্য বিষয় সমাহিত হইতে পারে। আমাদের মতে, ইচ্ছাক্রমে ভাগ করিবেন, এই বিধিটী পিতার স্বোপার্জ্জিতধনবিষয়ক। আর,

শ্রেষ্ঠাংশ ও সমান অংশ পিতামহধনে ব্যবস্থাপিত। এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলে, কিছুরই অর্থহানি ঘটে না ॥ ৪২ ॥

পুনশ্চ, পিতা উপরত হইলেও, বৃহস্পতির মতে দ্বিপ্রকার বিভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। যথা, দায়াদগণের দ্বিপ্রকার বিভাগ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম, বয়োজ্যেষ্ঠানুসারিক এবং দ্বিতীয় সমান অংশ কল্পনা।

এই বচনে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর দুইপ্রকার বিভাগবিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ সমাধান করিয়া লইলে, পিতৃকৃত বিভাগের বিশেষ থাকে না।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, পিতা বৃদ্ধ হইলে, স্বয়ং পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ ভাগ প্রদান করিবেন। অথবা তাঁহার যেরূপ মত, সেইরূপ করিবেন।

এইরূপে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ বলিয়া, পুনরায় যথামতি বিধানের নির্দ্দেশ থাকাতে, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত কারণে যাদৃশ ন্যূনাধিক বিভাগে পিতার কর্ত্তব্যতামতি হয়, ইহা পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করাতে, শ্রেষ্ঠ ভাগ ভিন্ন অন্যবিধ ন্যূনাধিক ভাগ, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥৪৩॥

নারদ পুনরায় বলিয়াছেন, রোগগ্রস্ত, কুপিত, বিষয়াসক্তচিত্ত ও তজ্জন্য অযথাশাস্ত্রকারী পিতার বিভাগে প্রভুত্ব নাই।

ইত্যাদি বচনানুসারে রোগে ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত, কিম্বা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধবশতঃ, অথবা সুভগাপুত্রের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত যদি পিতা অযথা শাস্ত্র বিভাগ করেন, তাহা হইলে, তাহা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হইবে না। আর, যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত কারণে, অর্থাৎ বহুপোষ্যের ভরণ-পোষণাদি হেতুবশতঃ ন্যূনাধিকক্রমে বিষম বিভাগ করেন, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত হইবে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত কারণ বিনা পিতা জীবদ্বিভাগে অধিক ভাগদানাদি দ্বারা এক পুত্রের প্রতি বিশেষ করিবেন না। আর, পাতিত্যাদি কারণ ব্যতিরেকেও, হঠাৎ এক পুত্রকেও ভাগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

এই বচনে যে বিশেষশব্দের অবগতি হইতেছে, তাহা উদ্ধাররূপ বিশেষ নহে; পিতার ইচ্ছা-কৃত বিশেষ অর্থাৎ তারতম্যভাব, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেননা, যেখানে অনেক পুত্র, তাদৃশ-স্থলেই বিভাগসময়ে উদ্ধারবিভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং, এক পুত্র হইলে কিরূপে ঘটিবে। পুনশ্চ, কারণ ব্যতিরেকে বিশেষ করার নিষেধ আছে। কিন্তু কারণ থাকিলে, করিবে না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

অপরন্তু, পিতা জীবিত থাকিতে, পুত্রেরাই যদি বিভাগ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে, পিতা বিষম বিভাগ দান করিতে পারিবেন না।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, যদি অবিভক্ত পুত্রেরা একত্র মিলিত হইয়া, পিতার নিকট ভাগ প্রার্থনায় উদ্যম করে, পিতা কোন ক্রমেই বিষম ভাগ প্রদান করিবেন না।

তবে, তিনি শাস্ত্রবিহিত উদ্ধাররূপ ধন দান করিবেন। উহাকে কখন বিষম বিভাগ বলা যায় না। আর, এই বচনে ন্যূনাধিক বিভাগেরই নিষেধ করা হইয়াছে, উদ্ধাররূপ ধনের নহে ॥ ৪৪ ॥

ইতি পিতৃকৃত বিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতৃগণের যেরূপ বিভাগ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতেছে। ঐরূপ ভ্রাতৃকৃত বিভাগ, জননীর জীবদ্দশাতেও পিতার মরণ হেতু ধনস্বামিত্ব ঘটিলেও, ভ্রাতৃগণের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত হয় না। পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হইলে, সোদরগণ পৈতৃক ধন ভাগ করিবে, ইহাই জানাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন। নতুবা, মাতার মৃত্যুর

পর মাতৃধন বিভাগ করিবে এইরূপ জানাইবার জন্য নহে। ইহার কারণ এই, পৈতৃক শব্দ প্রয়োগ থাকাতে, পিতৃধনমাত্রেরই বিভাগ বিহিত হইতেছে। একশেষ দ্বন্দ্বসমাস করিলে, পৈতৃক শব্দে পিতামাতা উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে, সত্য; কিন্তু এখানে প্রমাণাভাব বশতঃ, সেরূপ কল্পনা হইতে পারে না।

অপিচ, জননীর ঊর্দ্ধ অর্থাৎ মৃত্যুর পর বলিলে, পুনরুক্ত দোষ হয়। কেননা, মনু, জননী সংস্থিতা হইলে, ইত্যাদি বচন কল্পনা দ্বারা জননীর মৃত্যুর পর তদীয় ধনবিভাগব্যবস্থা পরে কীর্ত্তন করিবেন। সুতরাং, ঊর্দ্ধশব্দে মৃত্যু বলিলে, দুইবার কীর্ত্তন করা হয়। ইহারই নাম পুনরুক্ত দোষ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতামাতার মৃত্যু হইলে, পুত্রেরা তাঁহাদের ধন ও ঋণ সমান অংশ করিয়া লইবে। ঋণ শোধ করিয়া, মাতার যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, কন্যারা তাহা পাইবে। কন্যা না থাকিলে, পুত্রদিগকে অর্শাইবে।

এই বচনের উত্তরার্দ্ধে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কন্যা থাকিলে, মাতৃধনবিভাগে পুত্রদিগের অধিকার নাই; কন্যার অসদ্ভাবেই তাহাদের অধিকার বর্ত্তিবে। সুতরাং, পূর্ব্বার্দ্ধে যে পিতামাতার মৃত্যুর পর বলিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসেই বুঝাযায়, পিতৃধনবিভাগই তাহার উদ্দেশ্য। তাহা না হইলে, পুনরুক্তদোষ হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য, পিতামাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতারা তাঁহাদের ধন বিভাগ করিয়া লইবে, এইপ্রকার কহিয়া, উভয়ের উপরমানন্তর কালই বিভাগের প্রযোজক, এইরূপ বিধান করিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য বিবক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ পিতামাতা উভয়ের অভাবই বিভাগক্রিয়ার আবশ্যক বলা হইয়াছে।

শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, ধনই গার্হস্থ্য আশ্রমের মূল। এইজন্য পিতামাতা জীবিত সত্ত্বে পুত্রদিগের স্বাধীনতা নাই। অর্থাৎ তাহারা বিভাগে বা ব্যয়ে অধিকারী নহে। সকলে যদি স্বেচ্ছাক্রমে ব্যয় করে, তাহা হইলে, ধনক্ষয় ও তজ্জন্য গার্হস্থ্য অরক্ষিত হয়।

ব্যাস স্পষ্টই বলিয়াছেন, পিতামাতা জীবিত সত্ত্বে ভ্রাতারা একত্র বাস করিবে। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, বিভক্ত হইবে। তাহাতে তাহাদের ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সহবাসশব্দ প্রয়োগ করিয়া, পৃথগ্‌ভাব নিষেধ করিয়াছেন। এবং পিতামাতার জীবদ্দশায় বিভাগও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে উভয়ের জীবনসাহিত্য বিবক্ষিত হয় নাই। অতএব পিতামাতার মধ্যে একজন জীবিত থাকিলে, বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত হয় না। কিন্তু উভয়ের অভাবে বিভাগ করিলেই, ধর্ম্মসংঘটন হইয়া থাকে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতামাতার অভাবে পুত্রগণের বিভাগ সম্প্রদর্শিত হইল। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, পিতামাতা উভয়ের জীবিত অবস্থায় বিভাগ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

জননীর রজোনিবৃত্তি হইলে, তাঁহার জীবিত অবস্থায় বিভাগ তদীয়ধনবিষয়ক বলিয়া উপপন্ন হইতে পারে না। কেননা, তাহাতে তাঁহার নির্দ্ধনত্ব সংঘটিত হয়। এই কারণে পিতামাতা উভয়ের অভাবোক্ত বিভাগেরই প্রশস্ততা কীর্ত্তন করিয়াছেন। উভয়ের অভাবে ভ্রাতৃবিভাগ পিতৃধনবিষয়ক বলিয়াই, অবধারিত হইয়া থাকে।

এইজন্যই ব্যাস মাতার জীবিত দশাতে মাতাকেই প্রধান রূপে অবলম্বন করিয়া, বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, যে সকল পুত্র বিভিন্ন জননীর গর্ভে এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া, জাতি ও সংখ্যায় সমান হয়, তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাগই প্রশস্ত হইয়া থাকে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যদি বৈমাত্রেয় বহু ভ্রাতা এক পিতা হইতে উৎপন্ন ও জাতি সংখ্যায় সমান হয়, তাহা হইলে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃভাগানুসারে ধর্ম্মতঃ বিভাগ পাইবে।

জাতিসংখ্যার সাম্য বশতঃ পুত্রগণের বিভাগে কোনরূপ বিশেষ লক্ষিত হয় না। সুতরাং, এই বিভাগ মাতারই, পুত্রগণের নহে, এইপ্রকার উদ্দেশ করিয়া, বিভাগ করিতে হইবে। তদ্দ্বারা, অপর মাতৃধনের ন্যায়, পিতৃধনেও মাতার জীবিত অবস্থায়, পরস্পর বিভাগ করণে পুত্রগণের স্বতন্ত্রতা নাই। কিন্তু মাতার অনুমতিক্রমেই বিভাগ করিলে, ধর্ম্মসঙ্গত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

অতএব, গৌতমাদিরা যে বলিয়াছেন, বিভাগে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা মাতার মৃত্যুতে, বুঝিতে হইবে তাহাতে, যদি ভ্রাতৃগণ অবিভক্ত হইয়াই থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যোগক্ষেমশক্ত জ্যেষ্ঠই সমুদায় গ্রহণ করিবেন। অন্যান্যেরা পিতার ন্যায়, তাঁহারে আশ্রয় করিয়া, জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইবেন।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন জ্যেষ্ঠই পিতার সমস্ত ধন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য ভ্রাতারা পিতার ন্যায় তাঁহার উপজীবী হইবে।

গৌতমও বলিয়াছেন, অথবা, জ্যেষ্ঠেরই সমুদায়। তিনি পিতার ন্যায়, অন্যান্য ভ্রাতার ভরণ পোষণ করিবেন।

এখানে, অথবাশব্দ প্রয়োগ থাকায়, বুঝিতে হইবে, হয়, পৃথক্ বাস করিবে, না হয়, এক অন্নেই থাকিবে। সহবাস, সকলের ইচ্ছাধীন।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন,

সকলে যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায়, তাহাদের ভরণ করিবেন। অথবা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমর্থ হইলে, ঐরূপ করিতে পারে। কেননা, বংশের রক্ষাবিধান একমাত্র সামর্থ্য বা শক্তির উপর নির্ভর করে।

সমর্থ হইলে, কনিষ্ঠও সকলের ভরণ করিবে। ইহাতে দণ্ডাপূপন্যায়ে মধ্যমেরও ঐরূপে পরিবারপোষণ করা সিদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একেরও ইচ্ছায় বিভাগ হইয়া থাকে।

এই কারণে কাত্যায়ন বিভাগ উপক্রম করিয়া বলিতেছেন, যাহারা অপ্রাপ্তব্যবহার অর্থাৎ নাবালক এবং যাহারা প্রবাস আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের ধন ব্যয় না করিয়া, জ্ঞাতি বা মিত্রের নিকট গচ্ছিত রাখিবে।

পুনশ্চ বলিয়াছেন, বালকের ধন, যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ রক্ষা করিবে।

ইহা পুত্রসম্বন্ধী বিভাগ; সুতরাং, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র সকলেরই পক্ষে সমান বর্ত্তিবে। নতুবা, উৎপত্তিক্রমানুসারে অধিকার হইবে না। কেননা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র, তিন জনই পার্ব্বণাধিকারে সমানেই ধনীর উদ্দেশে পিণ্ড ও তাহার ভোগ্যপিণ্ডদ্বয় দানে অধিকারী হইয়া থাকে।

এইজন্যই দেবল বলিয়াছেন, পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহ ইহাঁরা, বিহঙ্গ যেমন অশ্বত্থবৃক্ষ আশ্রয় করে, সেইরূপ উৎপন্ন পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন। এবং এইরূপ আশা করেন, এই পুত্র মধু, মাংস, শাক, পায়স ও পয়ঃপ্রদান পূর্ব্বক বর্ষাকালে ও মঘাতে আমাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে।

শঙ্খ, লিখিত ও যমও বলিয়াছেন, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহাঁরা, পক্ষিগণ যেমন অশ্বত্থবৃক্ষের উপাসনা করে, সেইরূপ জাত পুত্রের নিকট প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এই পুত্র মধু, মাংস, খড়্গ, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা বর্ষাকালে ও মঘাতে আমাদের তৃপ্তি বিধান করিবে।

এখানে প্রপিতামহপদ গ্রহণ করাতে, পুত্রশব্দে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

এতাবতা প্রতীত হইতেছে, প্রপৌত্রপর্য্যন্তের শ্রাদ্ধদান দ্বারা প্রপিতামহ পর্য্যন্তের উপকার হইয়া থাকে তজ্জন্য প্রপৌত্রপর্য্যন্তের দায়াধিকার তুল্য। অতএব পার্ব্বণে অধিকার না থাকাতে স্ত্রী ৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্র পিণ্ডদানে সমর্থ নহে। সেইজন্য তাহারা দায়াধিকার পাইবে না তাহাদের পিতৃপ্রাপ্ত ভাগই তাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইবে।

পুনশ্চ, পিতামাতার মরণানন্তর ভ্রাতৃগণের বিভাগসময়ে স্ত্রী ৎকৃত বিশেষমাত্রের নিবৃত্তি হইয়া থাকে আর সকল সমান, বুঝিয়া লইবে॥ ৪৭॥

যে স্থলে একপুত্র বর্ত্তমান ও অন্য পুত্রের বহু পুত্র থাকে, সেখানে ঐ এক পুত্রের এক ভাগ প্রাপ্য। আর এক ভাগ ঐ সকল নপ্তৃগণ পাইবে। ইহার কারণ এই, পিতামহধনসম্বন্ধ স্বকীয় পিতার অধীন জন্ম হইতেই সংঘটিত হয়। সেইজন্য যে পরিমাণ ধনে পিতার স্বামিত্ব অর্জ্জিয়া থাকে, তাহাদেরও তাবৎপ্রমাণ ধনে অধিকার হইবে।

পুনশ্চ বলিয়াছেন বিভিন্ন পিতা হইতে সমদ্ভূত পৌত্রগণ পিতামহধনে স্ব স্ব পিত্রনুসারী ভাগ পাইবে, এই বচন এস্থলে ঘটিতে পারে না। ঘটাইলে, পিতৃব্যের পিতাই ঐ সকল ধন, এইরূপ সিদ্ধ হওয়াতে, একমাত্র পিতৃব্যই সমস্ত ধন অধিকার করিবেন। ভ্রাতৃপুত্রেরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, পিতৃতো ভাগকল্পনা, এই বচনের পিতাপুত্রবিভাগবৎ ভাগকল্পনা, এইরূপ অর্থ করিলে, পিতার ভাগদ্বয়প্রাপ্তি ও তজ্জন্য পিতৃব্যেরও দুই ভাগ লভ্য এবং তদীয় ভ্রাতৃপুত্রগণের এক এক ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে; ইহা কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

অতএব উক্ত বচনের অর্থ এই, যেস্থলে এক ভ্রাতার অল্প ও অপর ভ্রাতার অনেক পুত্র থাকে, সেস্থলে পিত্রনুসারে ভাগকল্পনা করিবে॥ ৪৮॥

অধুনা, বিংশোদ্ধারাদিপূর্ব্বকই হউক, আর সমানই না হউক, দুই প্রকারে ভ্রাতৃগণের সগুণ ও নির্গুণভেদে বিভাগ নিরূপণ করা যাইতেছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বেই উদ্ধারবিভাগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে সমান বিভাগসম্বন্ধে বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর সমান ধন ভাগ করিয়া লইবে।

উশনাও বলিয়াছেন, অনুলোমজাত পুত্রগণের বিভাগ প্রদর্শিত হইল। অধুনা, একজাতীয় মাতার গর্ভে সমুৎপন্ন পুত্রগণের সমান বিভাগ কীর্ত্তন করিব।

পৈঠীনসীও বলিয়াছেন, পৈতৃকধনবিভাগস্থলে সমানরূপে ভাগ করিতে হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, পুত্রেরা পিতামাতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ধন ও ঋণ সমাংশ করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা উদ্ধারসহিত বিভাগ ও সমানরূপ ভাগ, উভয়প্রকার ভাগই নিরূপিত হইল। নতুবা, কেবল সমাংশ বিভাগই শাস্ত্রীয় বলিয়া, নিত্যবৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এরূপ কর্ত্তব্য নহে। কেননা, জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তির আতিশয্যপ্রযুক্ত অন্যান্য ভ্রাতৃগণের তাঁহাকে উদ্ধারদানের অনুমতি ও সম্মতি থাকিলে, বিভাগ করা ও না করার ন্যায়, পক্ষদ্বয় সংঘটিত হয়। অতএব ইদানীন্তন সময়ে কনিষ্ঠদিগের যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ভক্তির আতিশয্য নাই, সেইরূপ উদ্ধারপ্রাপ্তির উপযুক্ত বেদবিদ্যাদিগুণবিশিষ্ট জ্যেষ্ঠও দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য সমান ভাগই হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, যে ব্যক্তি স্বয়ং ক্ষমবান্ বলিয়া, পিতৃপিতামহাদি ধন ভাগ করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহাকে কিঞ্চিৎ তণ্ডুলপ্রস্থমাত্রও প্রদান করিয়া, তদীয় পুত্রাদি পাছে কালান্তরে কোনরূপ আপত্তি করে, তাহার নিরাকরণার্থ তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিবে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন ভ্রাতা স্বয়ং ক্ষমবান্ বলিয়া, যদি পিতৃপিতামহাদি ধন প্রার্থনা না করে তাহাকে উপজীবিকাস্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া, স্বকীয় অংশ হইতে নির্ব্বিভক্ত করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, যে ভ্রাতা উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া, পিতৃধনে স্পৃহাশূন্য, তাহাকে কিছু দিয়া পৃথক্ করিবে ॥ ৪৯ ॥

পিতার পরলোকান্তে সহোদর ভ্রাতৃগণ বিভাগকরণে প্রবৃত্ত হইলে, মাতাকেও পুত্রের তুল্যাংশ প্রদান করিবে। মাতা সমান অংশ পাইবেন, ইত্যাদি বচনানুসারে মাতাশব্দে জননী বুঝিতে হইবে। সপত্নী মাতা নহে। কেননা, একমাতৃশব্দের যুগপৎ মুখ্য ও গৌণ অর্থ হইতে পারে না।

আর, মাতার যদি স্বামিপ্রভৃতি দত্ত স্ত্রীধন না থাকে, তাহা হইলে, পুত্রদের সমানে অংশ বর্ত্তিবে; স্ত্রীধন থাকিলে, অর্দ্ধাংশ প্রাপ্য হইবে।

পিতাও যদি পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, পুত্রহীন ও স্ত্রীধনবিহীন স্ত্রীদিগকে পুত্রের সমান অংশ দিবেন।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা যদি পুত্রদিগকে সমানাংশভাগী করেন, তাহা হইলে, তিনি বা শ্বশুর যাহাদিগকে স্ত্রীধন প্রদান করেন নাই, সেই স্ত্রীদিগকে সমান অংশ দিবেন।

প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীকে যদি স্ত্রীধন দেওয়া না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অভিনব বিবাহিতা স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিবেন, তাহাকেও তাহার সমান অংশ দিবেন। আর, যদি স্ত্রীধন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহার অর্দ্ধেক প্রদান করিবেন।

পুত্রহীন পিতৃপত্নীগণ সমানাংশভাগী হইবেন, পুত্রবতীরা নহেন।

তথাহি, ব্যাস বলিয়াছেন, যাহাদের সন্তান জন্মে নাই, পিতার তাদৃশ পত্নীরা সমানাংশভাগিনী হইবেন। আর, পিতামহীরা সকলেই মাতার সমান পাইবেন।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, জননীরা সকলেই পুত্রভাগানুসারে ভাগ পাইবেন। অনূঢ়া দুহিতারাও তদ্রূপ-ভাগহারিণী হইবে। অর্থাৎ বিবাহযোগ্য ধন ভাগ পাইবে।

পুত্রভাগানুসারের অর্থ এই, অসবর্ণার পাণিগ্রহণস্থলে যেমন বর্ণক্রমানুসারে চারি, তিন বা দুই ভাগ পাইয়া থাকে, পত্নীদিগেরও সেইরূপ হইবে ॥ ৫০ ॥

অবিবাহিতা দুহিতারা পুত্রভাগানুসরণক্রমে তাহাদের ভাগের চতুর্থ অংশ পাইবে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, জননীরা পুত্রের সমানাংশ ও কুমারীরা চতুর্থাংশ পাইবে। অর্থাৎ পুত্রগণের তিন ভাগ ও কুমারীগণের এক ভাগ প্রাপ্য।

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, অবিবাহিতা কন্যাগণের চতুর্থ ভাগ প্রাপ্য, আর পুত্রেরা তিন ভাগ পাইবে। স্বল্প ধনে পুত্রগণেরই স্বামিত্ব। অর্থাৎ স্বল্পধনবিভাগস্থলে পুত্রেরা স্ব স্ব অংশ হইতে কিছু কিছু আকর্ষণ করিয়া, কুমারীদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিবে।

মনুও বলিয়াছেন, ভ্রাতারা পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব অংশ হইতে কুমারীদিগকে প্রদান করিবে। তাহারা যদি স্ব স্ব অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ প্রদান করিতে অভিলাষী না হয়, তাহা হইলে, পতিত হইবে।

এই বচনে, প্রদান করিবে ও পতিত হইবে, এইরূপ ধ্বনি থাকাতে, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, কুমারীরা আপনাদিগকে প্রকৃত অধিকারিণী বোধ করিয়া, গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেননা, কোন অধিকারী ভ্রাতাকে অপর ভ্রাতারা স্ব স্ব অংশ হইতে কিছু প্রদান করে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতারা অসংস্কৃত ভ্রাতৃগণের সংস্কার সম্পাদন করিবে। এবং স্ব স্ব অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ প্রদানপূর্ব্বক অসংস্কৃত ভগিনীগণেরও সংস্কার বিধান করিবে।

এই বচনে, ভগিনীগণের সংস্কার করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলা হইল। নতুবা উহাদের অধিকার আছে, এরূপ উক্ত হয় নাই।

এইরূপ বহুতর ধনে বিবাহোচিত ধন দান করিবে; চতুর্থাংশ দানের নিয়ম নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল। যেস্থলে কন্যা ও পুত্রের সমান সংখ্যা, সেইখানেই উক্ত ব্যবস্থা খাটিবে। কিন্তু যেখানে পুত্রের সংখ্যা অপেক্ষা, কন্যার সংখ্যা অধিক, সেখানে খাটিতে পারিবে না। ইহার কারণ এই, কন্যারা সংখ্যায় অধিক বলিয়া, অধিক ধন পাইলে, পুত্র নির্ধন হইয়া পড়িবে। ঈদৃশ বিধিবিধান উচিত নহে। যেহেতু কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই প্রাধান্য ॥ ৫১ ॥

এবিষয়ের যে বাধক অর্থাৎ বিরোধী বচন ও ব্যাখ্যা উক্ত হইয়া থাকে, তাহা এই,

পৈতৃক অর্থ না থাকিলে, স্ব স্ব অংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ অবশ্য অন্যের সংস্কার সম্পন্ন করিবে।

নারদের এই বচন হইতে, কেহ কেহ মীমাংসা করেন, ভগিনীগণের সংস্কারের অবশ্য-কর্ত্তব্যতানুরোধে ভ্রাতাকে যদি নির্ধন হইতে হয়, তাহা দোষের নিমিত্ত নহে।

এই মীমাংসা কোন অংশেই সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, এই বচন দ্বারা কেবল ভ্রাতৃগণেরই সংস্কার বুঝাইয়া থাকে; ভগিনীগণের নহে। ভগিনীগণের সংস্কার বুঝাইলে, পূর্ব্বে যে, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ ভ্রাতৃগণের সংস্কার সম্পাদন করিবে, বলা হইয়াছে, তাহা অসম-কর হইয়া উঠে। পুনশ্চ, ভ্রাতৃগণের সংস্কারপ্রকরণেই এই বচনটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিশেষতঃ, ইহার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পিতা যথাক্রমে যাহাদের সংস্কার বিধান করেন নাই, ভ্রাতারা পৈতৃক ধন হইতে তাহাদের সংস্কার সমাধান করিবেন।

এখানে, যেষাং তেষাং, অর্থাৎ যাহাদের, তাহাদের, এইরূপ পুংলিঙ্গশব্দ নির্দ্দেশ আছে এবং তাহারই পরে, পৈতৃক অর্থ না থাকিলে, ইত্যাদি বচন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বিবিধ কারণে ভ্রাতৃসংস্কারই এই বচনের অর্থ, ভগিনী-সংস্কার নহে, বুঝিতে হইবে।

(দায়ভাগের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এই স্থলে ভগবৎকল্প জীমূতবাহনকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যথা, "পিতা মাতা না থাকিলে, ভগিনীদানে যখন ভ্রাতাদের অধিকার আছে, তদনুরোধে ভগিনীগণের সংস্কার করা ভ্রাতৃগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে, শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাভিধানেই বলিয়াছেন, কন্যা ঋতুমতী হইলে, দাতা ও প্রতিগৃহীতা উভয়েরই নরকলাভ হয়। এতদবস্থায় বহুতর ভ্রাতার সংস্কার করিতে যাইয়া, ভ্রাতা যদি নির্দ্ধন হইয়া পড়ে, তাহা যেমন দোষাবহ হয় না, তদ্রূপ ভগিনীদিগের সংস্কার করিতে ভ্রাতা যদি নির্দ্ধন হন, তাহাতেও কোন দোষ নাই। এ বিষয় সুধীগণই বিবেচনা করিবেন।

অনেকের মতে, এইরূপ কুটাক্ষবিক্ষেপে বিক্ষেপকর্ত্তারই গৌরবের হানি হইয়াছে। ইহার যুক্তি এই, মহাভাগ জীমূতবাহন তোমার আমার ন্যায়, যে সে লোক নহেন, যে, না বুঝিয়া ও না ভাবিয়া, যা তা বলিয়া ফেলিবেন। বলিতে কি, তিনি অলৌকিক বুদ্ধিবিদ্যা ও সর্ব্বলোকাতিশায়িনী বিমৃষ্যকারিতা লইয়া, জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং, কন্যা ঋতুমতী হইলে, যে দাতা প্রভৃতির নরক লাভ হয় এবং ভ্রাতার ন্যায়, ভগিনীরাও যে স্নেহের পাত্রী ও তজ্জন্য তাহাদের সংস্কার করিতে যাইয়া, ভ্রাতা যদি নির্দ্ধন হইয়া পড়েন; তাহা কখন দোষাবহ হয় না, এই সকল সামান্য বুদ্ধিসাধ্য ঘটনা যে তাঁহার বিশ্বতোমুখী সর্ব্বদর্শিনী ধীশক্তির অগোচর ছিল, তাহা কখনই সম্ভব হয় না। তবে যে তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন, তাহার অন্যবিধ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য, বোধ হয় এই, তিনি পূর্ব্বাপর যে ভাবে শাস্ত্রের বিচার ও মীমাংসা করিয়া আসিতেছেন, তদনুরোধে তাঁহাকে অবশ্য ঐরূপ মতবাদ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভগিনী অপেক্ষা ভ্রাতৃগণের লোকব্যবহারে প্রাধান্য আছে। তাই বলিয়া যে ভগিনীদিগকে জলে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কখন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

তাহা হইলে, তিনি কখনই এ কথা বলিতেন না, যে ইদানীন্তন সময়ে কনিষ্ঠগণের জ্যেষ্ঠভক্তি নাই। তজ্জন্য পরস্পর সমভাগেরই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ আর জ্যেষ্ঠকে ভক্তি করিয়া বা ভাল বাসিয়া, শাস্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ ভাগ দিতে সম্মত নহে। পাঠক! আপনিও হয় ত, জীমূতবাহনের এই শেষোক্ত মতবাদকেও ঐরূপ কটাক্ষবিক্ষেপে দূষিত করিতে উদ্যত হইবেন। ফলতঃ, দেশ, কাল, পাত্র ও শাস্ত্র বুঝিয়াই কথা বলা কর্ত্তব্য। জীমূতবাহন বোধ হয়, তদনুরোধেই ঐরূপ বলিয়াছেন)॥ ৫২॥

ইতি পিতৃপিতামহাদি ধনবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, স্ত্রীধনবিভাগার্থ, প্রথমে স্ত্রীধন কাহাকে বলে, তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে।

এতদুপলক্ষে বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতা, মাতা, পুত্র ও ভ্রাতা, ইহাদের প্রদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত, আধিবেদনিক, বন্ধুদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়, ইহাদের নাম স্ত্রীধন।

যথাক্রমে ইহাদের ব্যাখ্যা, যথা, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বিবাহের পর স্ত্রী ভর্ত্তৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, এবং বন্ধুকুল হইতে যাহা লাভ করে, তাহার নাম অন্বাধেয়।

পুনশ্চ, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর এবং পিতা ও মাতার নিকট হইতে তাঁহাদের প্রীতিবশতঃ যাহা প্রাপ্ত হয়, ভৃগু তাহাকে অন্বাধেয় বলিয়াছেন।

এখানে বন্ধুশব্দের অর্থ মাতাপিতা, বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই, এইরূপ অর্থ হয়, মাতাপিতার সম্পর্কে সম্পর্কীয়দিগের নিকট হইতে, পিতামাতার সকাশ হইতে এবং স্বামীর সমীপ হইতে ও শ্বশুরাদির সান্নিধ্য হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অন্বাধেয়।

বিষ্ণুবচনে, বন্ধুশব্দ মাতুলাদিপর। কেননা, তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আর বিবাহসময়ে যে যৌতুক পাওয়া যায়, সন্তান সন্ততি না থাকিলে, ব্রাহ্মাদি পাঁচ বিবাহস্থলে, সেই ধনে প্রথমে স্বামির অধিকার এবং আসুরাদি তিন বিবাহস্থলে প্রথমে মাতার ও পরে তাহাতে পিতার অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে।

মনু ও কাত্যায়ন উভয়ে স্ত্রীধনসম্বন্ধে বলিয়াছেন, অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক প্রদত্ত, ভ্রাতা মাতা ও পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন কথিত হইয়াছে।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, ভর্ত্তৃদায়, ভ্রাতৃদত্ত ও মাতাপিতার নিকট প্রাপ্ত, এই ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন॥ ৫৩॥

কাত্যায়ন এই স্ত্রীধনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা, বিবাহকালে স্ত্রীদিগকে অগ্নিসান্নিধ্যে যাহা দেওয়া যায়, সাধুগণ তাহাকেই অধ্যগ্নিকৃত স্ত্রীধন বলিয়াছেন। পুনশ্চ, শ্বশুরগৃহে লইয়া যাইবার সময় কন্যাকে পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহার নাম অধ্যাবাহনিক স্ত্রীধন। আর, ভর্ত্তৃদায়শব্দে ভর্ত্তার প্রদত্ত ধন।

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ভর্ত্তৃদায় না বলিয়া, ভর্ত্তৃদত্ত বলিয়াছেন। নারদও আবার ভর্ত্তৃদত্ত না বলিয়া, ভর্ত্তৃদায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যত্র ভর্ত্তৃদত্তস্থলে ভর্ত্তৃদায়প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

যথা, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পিতার পরলোকান্তর ইচ্ছানুসারে ভর্ত্তৃদায় যথেষ্ট ব্যবহার করিবে। কিন্তু পিতা বিদ্যমানে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। স্বয়ং রক্ষা করিতে না পারিলে, ভর্ত্তৃকুলস্থ কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিবে।

এস্থলে, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে, এই বাক্যের অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিবে না।

ভর্ত্তা স্ত্রীকে কিপরিমাণ ধন দিবেন, তাহার চূড়ান্ত সীমা জানাইবার জন্য ব্যাস বলিয়াছেন, স্ত্রীকে দুই সহস্র পর্য্যন্ত ধন দিবে। স্ত্রী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেষ্ট ব্যবহার করিবে।

এখানে বলা হইল, দুই সহস্র পর্য্যন্ত ধন দিবে, তাহার অধিক নহে। কে ঐ ধন দিবে, এই আকাঙ্ক্ষায়, পরার্দ্ধবচনে যে ভর্ত্তৃশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহারই সহিত অন্বয় করিতে হইবে। অপ্রযোজিত দেবরাদি শব্দ কল্পনা করিবে না। অর্থাৎ এখানে যখন দেবরাদি শব্দের প্রয়োগ নাই, তখন, ভর্ত্তাই দিবেন, বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, দেয় অর্থাৎ দিবে, এই দাধাতুর মুখ্যার্থতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু মৃত পতির যাবতীয় ধনে স্ত্রীর স্বামিত্ব আছে। তৎপ্রযুক্ত অন্য দুই হাজার পর্য্যন্ত প্রদান করিবে. এইরূপ বলিলে, দানশব্দযোজনা গৌণ হইয়া উঠে; ইহা কোন অংশেই ন্যায়সঙ্গত নহে।

পুনশ্চ, স্ত্রী ভর্ত্তৃদত্ত ধন ইচ্ছানুসারে ভোগ করিতে পারে। অতএব কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, নিঃসন্তান মৃত পতির ধনে স্ত্রীর দুই সহস্র পর্য্যন্ত অধিকার; তাহার অধিক নহে। ইহাও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের নিকট আদর প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অপুত্রকধনাধিকারপ্রসঙ্গে এ বিষয় সবিস্তার বলা হইবে ॥ ৫৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা ইহাদের প্রদত্ত, অধ্যগ্ন্যুপাগত, আধিবেদনিক, এই ছয়টি স্ত্রীধন।

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় স্ত্রী-বিবাহে সমুদ্যত হইয়া, পতি পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীকে পারিতোষিকস্বরূপ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম আধিবেদনিক। অধিবেদন অর্থাৎ অধিক বিবাহ, তদুপলক্ষে দত্ত, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে আধিবেদনিক পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

দেবলও বলিয়াছেন, বৃত্তি অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাদৃশ ধন, আভরণ, শুল্ক ও লাভ অর্থাৎ সুদ, এই সকল স্ত্রীধন। স্ত্রী এই সকলের ভোগাধিকারিণী। পতি আপৎ ভিন্ন অন্য স্থলে তৎসমস্ত গ্রহণ করিতে পারেন না।

ব্যাস বলিয়াছেন, বিবাহসময়ে বরকে উদ্দেশ করিয়া, যাহা কিছু দেওয়া যায়, তৎসমস্ত ধন কন্যার, অন্যে কেহই তাহার ভাগ পাইবে না।

এখানে, উদ্দেশ অর্থাৎ, এই ধন কন্যার হইবে, এইরূপ উদ্দেশ করিয়া, বরকে যাহা দান করা যায়, তাহাই কন্যার ধন, বুঝাইবে। কন্যার হইবে, এইরূপ অভিপ্রায়ে দেওয়া না হইলে, স্ত্রীধন হইবে না। এই কারণে, এস্থলে, বিবাহকাল উপলক্ষমাত্র। সকল কালেই সকল ব্যক্তির উদ্দেশে দান করিলে, সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরই উক্ত প্রদত্ত বস্তুতে স্বত্ব জন্মিবে। কেননা, দাতার অভিসন্ধিই স্বত্বের কারণ। সুতরাং, বিবাহকাল বলিয়া, কোন কথা নাই।

এতদুপলক্ষে প্রামাণিক বচন এই, দুহিতার পতিকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা সেই দুহিতাকেই অর্শিয়া থাকে। স্বামী মৃত বা জীবিত যাহাই হউন, কোনমতেই ইহার বাধক হইতে পারিবেন না। সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তদীয় ধন তাহার কন্যাপুত্রাদিরা পাইবে।

এই বচনে, বিবাহকাল বলিয়া, কোনরূপ বিশেষনির্দ্দেশ নাই। সেই দুহিতাকেই অর্শিয়া থাকে, এইরূপ বলাতেই, কন্যার উদ্দেশেই যে ঐরূপ দান করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝাইয়া থাকে। সেইজন্য, উদ্দেশ করিয়া, এই শব্দ প্রয়োগ করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

এইরূপে, পূর্ব্বোক্ত বচন সকলে স্ত্রীধনের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা যখন কীর্ত্তন করা হয় নাই, তখন মনু প্রভৃতির কথিত ছয় সংখ্যাই যে একবারে ব্যবস্থাপিত, তাহা নহে। তবে, তত্তৎ বচনসমূহ যে একমাত্র স্ত্রীধনকীর্ত্তন উদ্দেশেই বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে।

স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা ও সম্মতি ব্যতিরেকেই স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, যাহার দান, বিক্রয় ও ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম স্ত্রীধন।

কাত্যায়ন ইহাকেই কিয়ৎ পরিমাণে সংক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রী শিল্পকার্য্য করিয়া

যে ধন উপার্জ্জন করে, অথবা অন্য কেহ প্রীতিপূর্ব্বক তাহাকে যাহা প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে স্বামীর স্বামিত্ব আছে। তদ্ব্যতীত, ধনের নাম স্ত্রীধন।

এখানে অন্যশব্দে পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃকুল ব্যতিরিক্ত, বুঝিতে হইবে। এবং স্বামিত্ব-শব্দে, স্বামী আপৎ ভিন্ন অন্য সময়েও উহা গ্রহণ করিতে পারেন। অতএব, স্ত্রীর ধন, এই অর্থে স্ত্রীধন নহে। কেননা স্ত্রী সর্ব্বথা পরাধীন। পূর্ব্বোক্ত ধনদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত স্ত্রীধনেই স্ত্রীর দান বিক্রয়াদির অধিকার আছে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, উঢ়া হউক আর অনূঢ়াই হউক, স্ত্রী পতির বা পিতার গৃহে অবস্থিতিকালে পতির বা পিতামাতার নিকট যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সৌদায়িক। সৌদায়িক ধনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে। যেহেতু, তাঁহারা দয়া করিয়া, তাহারে জীবিকাস্বরূপ তাহা দান করেন। এইজন্য, সেই সৌদায়িক ধনে স্ত্রীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। উহা স্থাবর বা অস্থাবর, যাহাই হউক, স্ত্রী সেই প্রভুতাবলে, উহার ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে।

সুদায়শব্দে যাহাদের সহিত ধনাধিকারসম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, তাদৃশ আত্মীয়দিগকেই বুঝায়। তাহা হইলে, সৌদায়িক শব্দের অর্থ সুদায় হইতে প্রাপ্ত, বুঝিতে হইবে। ভর্ত্তৃদত্তমাত্র স্থাবর সৌদায়িক ধনে স্ত্রীর দান বিক্রয়ের অধিকার নাই।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, ভর্ত্তা প্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা দেন, তাঁহার মৃত্যুতে স্ত্রী ইচ্ছা-নুসারে তাহা ভোগ করিতে পারে। কেবল স্থাবর ধনে এইরূপ ইচ্ছাব্যবহার চলিবে না।

এস্থলে ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ধনের বিশেষ উল্লেখ থাকাতে, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্ন অন্যান্য স্থাবর ধনের দানবিক্রয়করণে স্ত্রীর অধিকার আছে। তাহা হইলে, উপরে যে বলা হইয়াছে, স্থাবর বা অস্থাবর যাহাই হউক, ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়॥ ৫৮॥

দুর্ভিক্ষাদি ঘটিলে, স্বামী যদি স্ত্রীধন ব্যতিরেকে জীবিকানির্ব্বাহে কোনক্রমেই সক্ষম না হন, তাহা হইলে, তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন, অন্য সময়ে নহে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ, ধর্ম্মকার্য্য, পীড়া, ঋণ আদায় করিবার জন্য উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক স্নান ভোজনাদির অবরোধ, এই সকল ঘটনায় স্বামী স্ত্রীধন গ্রহণ করিলে, তাহা আর স্ত্রীকে প্রদান না করিতে পারেন। কিন্তু তত্তৎ ঘটনা ভিন্ন অন্যান্য স্থলে স্ত্রীধনগ্রহণে তাঁহার ক্ষমতা নাই।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, স্বামীই হউক, পুত্রই হউক, পিতাই হউক, আর ভ্রাতাই হউক, স্ত্রীধনের আদান প্রদানে কাহারই প্রভুত্ব নাই। যদি ইহাদের মধ্যে একতর বলপূর্ব্বক স্ত্রীধন ভোগ করে, তাহা হইলে, বৃদ্ধির সহিত সেই স্ত্রীধন তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এবং রাজাও তাহাকে দণ্ড প্রদান করিবেন।

তবে, যদি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া, প্রীতিপূর্ব্বক ভোগ করে, তাহা হইলে, ভোগকর্ত্তা যখন ধনবান্ হইবে, তখন মূলমাত্র প্রদান করিবে, সুদ দিতে হইবে না।

পুনশ্চ, স্বামীর যদি দুই বিবাহ থাকে, তজ্জন্য তাহাকে ভাল না বাসেন, তাহা হইলে, প্রীতি-পূর্ব্বক প্রদত্ত স্ত্রীধনও বলপূর্ব্বক দেওয়াইতে হইবে। গ্রাস, আচ্ছাদন ও বাসগৃহ না থাকিলে, স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবে। আর, স্বামীর মৃত্যুর পর, স্বামিসাধারণ-ধনাধি-কারী দেবরাদির নিকট হইতেও, আপনার পত্নিযোগ্য অংশের ভাগ পাইবে।

ইহার অর্থ এই, স্বামী স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া, যদি সেই ভার্য্যাকে ত্যাগপূর্ব্বক অপর স্ত্রীর সহিত বাস ও তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে, রাজা গৃহীত ধন বলপূর্ব্বক দেওয়াইবেন।

আর, ভর্ত্তা যদি গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদান না করে, তাহা হইলে, স্ত্রী তাহাও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ৫৭ ॥

ইতি স্ত্রীধনলক্ষণ সম্পূর্ণ।

অধুনা, স্ত্রীধনবিভাগ বর্ণন করা যাইতেছে। তদুপলক্ষে মনু বলিয়াছেন, জননীর মৃত্যু হইলে, সমুদায় সহোদর ও অবিবাহিতা সহোদরা ভগিনীগণ সমানে তাঁহার ধন ভাগ করিয়া লইবে।

এখানে তাঁহার ধনশব্দে অযৌতুক ধন বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ, এই বচনে দ্বন্দ্বসমাসের সম্ভব না থাকিলেও, তাহার সমানার্থ চকার অর্থাৎ ওশব্দ দ্বারাই ভ্রাতা ও ভগিনীর পরস্পর একযোগে বিভাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, ভগিনী ও সহোদর অর্থাৎ দত্তকাদিব্যতিরিক্ত ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়া, ভাগ করিয়া লইবে; ইহাই উক্ত বচনের অর্থ। বৃহস্পতিও চকারশব্দ দ্বারা সমুচ্চয় অর্থাৎ সকলে মিলিয়া লইবে, বলিয়াছেন। যথা, স্ত্রীধনে তাহার পুত্রেরা অধিকার প্রাপ্ত ও কন্যাও তাহার অংশভাগিনী হইয়া থাকে। কন্যা অবিবাহিতা হইলে, তাহার সহিত পুত্রেরা মাতৃধনের সমান ভাগ পাইবে। বিবাহিতা কন্যা, পুত্র থাকিতে, মাতার অযৌতুক ধন প্রাপ্ত হয় না।

শঙ্খ ও লিখিত, ইহাঁরাও উভয়ে বলিয়াছেন, সমুদায় সোদর ও কুমারী ভগিনীগণ মাতৃধনের সমাংশভাগী হইয়া থাকে।

এইরূপে শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রথমে পুত্রশব্দের প্রয়োগ করিয়া, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত সকল অবস্থাতেই পুত্রগণের মাতৃধনে অধিকার নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। চশব্দের প্রয়োগও সর্ব্বত্রই লক্ষিত এবং উহা দ্বারা সমুচ্চয় পূর্ব্ববৎ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এই কারণে, নিজগুণনিপুণ ব্যক্তি যে নিম্নলিখিত দেবলবচন আশ্রয় করিয়া, বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা তাহার পরাস্তস্বরূপ জানিবে। দেবলবচন, যথা,

স্ত্রী মরিলে, তাহার পুত্র ও অনূঢ়া কন্যারা তাহার স্ত্রীধন সমানে ভাগ করিয়া লইবে। পুত্র বা কন্যা কোনরূপ সন্তান না থাকিলে, সেই ধন স্বামী, বা জননী, অথবা ভ্রাতা কিংবা পিতা প্রাপ্ত হইবেন।

এই বচনে পুত্র ও কন্যা উভয়েরই মাতৃধনে যে সমান স্বত্ব, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবল কুমারীই সমস্ত মাতৃধন অধিকার করিবে, বলিলে, বিভাগসম্বন্ধে মন্বাদিরা যৌতুকধনবিভাগ উপলক্ষে যে বিশেষ বচন বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহার কোন অর্থই থাকে না। কেননা, তাহা হইলে, কন্যা ও পুত্র বলিয়া, অধিকারসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ প্রতিপত্তি লক্ষিত হয় না ॥ ৫৮ ॥

পুনশ্চ, যে ব্যক্তি উল্লিখিত মনুবচনের এইরূপে মীমাংসা করে যে, জননীর ধনে পুত্র ও কন্যার তুল্যবৎ অধিকারিত্ব হইলেই, সমভাগবিধান যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। নতুবা, কেবল ভগিনীদিগের, তদভাবে কেবল ভ্রাতৃবর্গের অধিকার হইলে, যদি কোনরূপ বিশেষ বচন নির্দ্দেশ না থাকে, তাহা হইলে, ধনসম্বন্ধে সমান বিভাগই সিদ্ধ হয়। এইরূপ যুক্তি দ্বারাই সমান ভাগব্যবস্থা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে, সমানশব্দ প্রয়োগের কোন অর্থই লক্ষিত হয় না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ের অধিকার, বলিলেও, উক্তরূপ যুক্তিবলে ইহাই প্রতিপাদিত হয়, যে ভ্রাতা ও ভগিনী সমান ভাগ করিয়া লইবে। এবিষয়ে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হইবে না। সুতরাং, একপ স্থলে যদি সমানশব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেও, পূর্ব্ববৎ তাহার কোনরূপ অর্থই উপলব্ধি হয় না।

পুনশ্চ, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কেবল ভ্রাতৃগণের অধিকারপক্ষেও, পিতৃধনের ন্যায়,

মাতৃধনেও বিংশোদ্ধারাদিপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। তাহারই নিবারণার্থ সমানশব্দ প্রয়োগ করায়, যখন সেই নিবারণরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন কিরূপে তাহার নিরর্থকতা হইতে পারে? ইহার ভাবার্থ এই, মনু বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ পিতৃধনের শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবেন। সেইজন্য সেখানে সমানশব্দ প্রয়োগ করেন নাই। মাতৃধনে জ্যেষ্ঠের ঐরূপ শ্রেষ্ঠাংশপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। সেইজন্যই সে স্থলে, সমানশব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং, সমানশব্দপ্রয়োগ কখনই নিরর্থক বলা যাইতে পারে না।

এইরূপে, তত্তৎ বচনের প্রকৃত অর্থ গ্রহে অনভিজ্ঞতাবশতঃ, ঐরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রাজ্ঞ সমাজে কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ বলিয়া, অবশ্য অবজ্ঞাস্পদ হইবেন ॥ ৫৯ ॥

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণেই পুত্র ও কুমারী কন্যা উভয়ে যৌতুক ভিন্ন ধনে তুল্যাধিকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একতরের অভাবে, অন্যতরের ঐ ধন প্রাপ্য হইবে। উভয়ের অভাবে বিবাহিতা পুত্রবতী দুহিতা ও সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা উভয়ের ঐ ধনে তুল্যাধিকার। কেননা, উভয়েই স্ব স্ব পুত্র দ্বারা পার্ব্বণ পিণ্ডদানে অধিকারিণী। অতএব পূর্ব্বোক্ত দুহিতার অভাবে দৌহিত্রেরই মাতামহীর ধনে অধিকার। কেননা, দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায়, পার্ব্বণ পিণ্ডদান দ্বারা পরলোকে মাতামহ ও মাতামহীর উদ্ধার করিয়া থাকে। ইহা মনু বলিয়াছেন। বন্ধ্যা ও বিধবা দুহিতা মাতার অযৌতুক ধনে অধিকারিণী নহে। কেননা, তাহারা যেমন নিজে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পার্ব্বণপিণ্ড দান করিতে পারে না, আপনার পুত্রাদি দ্বারাও তদ্রূপ পিণ্ড-দান তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এই কারণেই নারদ বলিয়াছেন, অনুরূপ সন্তান দর্শনে সমর্থ হইলে, দুহিতা পুত্রের অভাবে অধিকারিণী হইয়া থাকে। আর, পৌত্র ও দৌহিত্র উভয়ের সদ্‌ভাবে পৌত্রেরই অধিকার প্রসিদ্ধ। কেননা, পরিণীত দুহিতার অধিকারসম্বন্ধে পুত্র দ্বারা বাধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং, সেই পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র সেই দুহিতার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রের অধিকারসম্বন্ধে যে বাধক হইবে, ইহা সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত।

পূর্ব্বোক্ত প্রপৌত্র হইতে দৌহিত্র পর্য্যন্ত সকলের অভাব হইলে, বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা মাতৃধনে অধিকারিণী হইবে। কেননা, তাহারা প্রজা অর্থাৎ সন্তানশব্দের বাচ্য। ইহাদের অভাবে অন্যের অধিকার হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

তবে যে কন্যামাত্রের অধিকারপ্রতিপাদনার্থ গৌতম বলিয়াছেন, অদত্তা বা দত্তা, যাহাই হউক, কন্যার স্ত্রীধনে অধিকার হইয়া থাকে;

নারদও বলিয়াছেন, মাতার ধন কন্যার প্রাপ্য, কন্যার অভাবে পুত্রের হইয়া থাকে;

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, দুহিতার অভাবে পুত্রেরা মাতৃধন পাইয়া থাকে;

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, ঋণাবশিষ্ট মাতৃধন কন্যার প্রাপ্য, কন্যার অভাবে পুত্রগামী হইয়া থাকে;

এই কয়টী বচনে, পূর্ব্বোক্ত দেবলাদিবচনের সহিত বিরোধ ঘটাতে, স্পষ্টই বুঝিতে হইবে, একমাত্র যৌতকধনবিভাগপ্রসঙ্গেই তত্তৎ বচনের অবতারণা হইয়াছে।

এইজন্যই, ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, মাতার যৌতুক ধন কুমারীরই প্রাপ্য।

যৌতুকশব্দে পরিণয় দ্বারা যে ধন লাভ করা যায়। যুধাতুর অর্থ মিশ্রণ। তাহা হইতে যুতপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যুতশব্দের অর্থ মিশ্রতা। মিশ্রিতশব্দে স্ত্রী পুরুষের একশরীরতা। বিবাহ দ্বারাই সেই একশরীরতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, বিবাহ হইলে, স্ত্রীর অস্থির সহিত পুরুষের অস্থি, মাংসের সহিত মাংস এবং স্ত্রীর ত্বকের সহিত পুরুষের ত্বক একীভূত হইয়া যায়।

অতএব, বিবাহকালে লব্ধ ধনকে যৌতুক বলে। এই কারণেই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, মাতার পারিণায্য কন্যারা ভাগ করিয়া লইবে।

পারিণায্যশব্দে পরিণয়লব্ধ ধন অর্থাৎ যৌতুক ॥ ৬১ ॥

মনু বলিয়াছেন, স্ত্রীর পিতৃদত্ত যে কোন ধন ব্রাহ্মণী কন্যা গ্রহণ করিবে, তাহার অভাবে পুত্রের অর্শিবে।

এস্থলে, পিতৃদত্ত, এইরূপ বিশেষ থাকাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে, বিবাহ ভিন্ন অন্য সময়েও পিতা কন্যাকে যাহা প্রদান করিবেন, প্রথমে তাহা কুমারী কন্যামাত্রেরই প্রাপ্য হইয়া থাকে। অন্যান্য অযৌতুক ধনের ন্যায়, পুত্র তাহার ভাগ পাইতে পারিবে না। ইহাই এই বচনের প্রতিপাদক। এবং ব্রাহ্মণীশব্দ-প্রয়োগের কোন অর্থই নাই। অথচ, উহার সার্থকতারক্ষার নিমিত্ত এইরূপ বলা যাইতে পারে, চতুর্ব্বর্ণ বিবাহপ্রসঙ্গে পতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য যে সকল পত্নী পরিগ্রহ করেন, তাহারা সন্তানহীন হইলে, তাহাদের পিতৃদত্ত ধন সপত্নীদুহিতা ব্রাহ্মণী কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। সেস্থলে, অপ্রজঃ-স্ত্রীধন ভর্ত্তার, এইরূপ বচন ঘটান যাইতে পারে না, ইহাই মনুবচনের অর্থ। তাহা না হইলে, সমুদায় বচনের অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়।

এ স্থলে, এ কথাও বলিতে পার না যে, নারদাদি দুহিতার অভাবে পুত্রগণের মাতৃলব্ধ যৌতুক ধনে অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা, অতিনিকটবর্ত্তী দুহিতাশব্দের সহিত অন্বয়শব্দের সম্বন্ধ আছে।

এইরূপ না বলিতে পারিবার কারণ এই, দুহিতাশব্দের অর্থ জন্যবিশেষস্বরূপ। এতাবতা, জনকেরই সহিত আকাঙ্ক্ষিতা আছে। পুত্রের সহিত তাহার অন্বয় হইতে পারে না। কেননা, পুত্রও দুহিতার ন্যায় জন্যান্তরমাত্র। এই কারণে উভয়ে পরস্পর সমান। সুতরাং, পরস্পরের অন্বয় কোন অংশেই সম্ভব হইতে পারে না।

পুনশ্চ, জন্য না বলিয়া, কেবল লক্ষণা দ্বারা দুহিতা ও পুত্র শব্দে স্ত্রী ও পুরুষ জাতিরূপ অর্থ করিয়া, উভয়ের অন্বয় করিব, এইরূপও বলিতে পার না। কেননা মাতার সহিত অন্বয় করিলে, ঐরূপ লক্ষণা না করিয়াই, মুখ্যার্থ সমাহিত হইয়া থাকে। মাতৃশব্দের সহিত দুহিতৃপদের অন্বয় করিলে, দুহিতৃপদের মুখ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বল, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দুহিতৃশব্দ গ্রহণ না করিয়া, তৎশব্দ দ্বারাই দুহিতৃশব্দের স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সহিত অন্বয় করিব।

ইহার উত্তর এই, তৎশব্দ সর্ব্বনামঘটিত। সুতরাং, তদ্দ্বারা অন্য স্ত্রীরূপ দুহিতাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। তাহাতে দুহিতৃশব্দের সহিত তৎশব্দের অর্থগত কোনরূপ পার্থক্যই থাকে না।

পুনশ্চ, দুহিতারা, এই পদটী প্রথমান্ত ও তাহাদের হইতে, এই পদটী পঞ্চম্যন্ত। এইজন্য ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত অন্বয়যোগ্য পুত্রবাচক অন্বয়শব্দের সঙ্গে ইহাদের অন্বয় সম্ভব নহে। সুতরাং, মাতার, এই পদটী দূরবর্ত্তী হইলেও, ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত হওয়াতে, অন্বয়পদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। এইরূপে মাতার অন্বয় অর্থাৎ পুত্র পাইবে, ইত্যাকার অর্থ প্রতিপাদিত হইলে, নারদ ও কাত্যায়নবাক্যেও মাতারই অন্বয় অর্থাৎ পুত্র, এই অর্থই ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে। কেননা, ঐরূপ অর্থ করিলে, কোনপ্রকার বিরোধই ঘটে না ॥ ৬২ ॥

পুনশ্চ, অঙ্গজ থাকিলে, ধন তদ্‌গামী হইয়া থাকে। বৌধায়নের এই বচনানুসারে বলিষ্ঠতা বশতঃ অঙ্গজ অর্থাৎ পুত্রের অধিকারই ন্যায়সঙ্গত রূপে পরিগণিত হয়; দৌহিত্র অনঙ্গজ অর্থাৎ পুত্র নহে; তাহাতে আবার দূরবর্ত্তী; এবিধায় তাহার অধিকার প্রসিদ্ধ নহে।

অতএব, পরিণয়লব্ধ ধন দুহিতারই, পুত্রগণের নহে। এতদুপলক্ষে গৌতমের ক্রমবিধায়ক বচন এই, অদত্তা ও অপ্রতিষ্ঠিতা দুহিতারা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী।

ইহার মধ্যে বিশেষ এই, প্রথম অদত্তা কন্যা পাইবে, তৎপরে বাগ্‌দত্তা, তদভাবে বিবাহিতা কন্যার তাহা প্রাপ্য হইবে। তন্মধ্যে, প্রথম পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা এবং পরে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার অধিকার, বুঝিতে হইবে। কেন না, সামান্য আকারে প্রথমে দুহিতৃশব্দ নির্দ্দেশ করিয়া, পরে যখন অপ্রদত্তা, ইত্যাদি পদপ্রয়োগ হইয়াছে, তখন, ক্রমশঃ অধিকারপ্রতিপাদনই এই বচনের তাৎপর্য্য।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ব্রাহ্মাদি বিবাহ সময়ে স্ত্রী যাহা প্রাপ্ত হয়, সে নিঃসন্তান মরিলে, তাহার স্বামী সেই ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। এবং সন্তানশালিনী হইয়া মরিলে, দুহিতারা পাইবে। তন্মধ্যে প্রথমে কন্যা, তদভাবে বাগ্‌দত্তা, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা পর্য্যন্ত বিবাহিতা সকলে ক্রমশঃ তাহার অধিকারিণী হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার কন্যার অভাবে পুত্রের তাহাতে অধিকার বর্ত্তে। আর, পুত্র বা কন্যা কেহ না থাকিলে, ভর্ত্তাই তাহা পাইবেন। বৃহস্পতির মতে অযৌতুক ধনে কুমারী ও পুত্রের অভাবে বিবাহিতারও অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,—

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, অদত্তা কন্যা থাকিলে, বিবাহিতা কন্যা প্রাপ্ত হইবে না।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, অদত্তা কন্যা না থাকিলে, দত্তা কন্যারই অধিকার হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

অধুনা, মিতাক্ষরার মত খণ্ডন করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন,—বৃহস্পতির উল্লিখিত বচন কেবল যৌতুকধনমাত্র-ধনবিভাগ বিষয়েই উপন্যস্ত হয় নাই। কিন্তু, ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর যৌতুক বা অযৌতুক, যাবতীয় ধনবিভাগ উপলক্ষে এই বচন ঘটিয়া থাকে।

এ কথা বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে, বন্ধুদত্ত, এই পদটী পদভ্রষ্ট হইয়া উঠে। এবং মনুবচনেরও সহিত বিরোধ ঘটে।

যথা, মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য এই সকল বিবাহে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্ত হয়, সে নিঃসন্তান মরিলে, ভর্ত্তারই তাহাতে অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। আর, আসুরাদি বিবাহ উপলক্ষে যে ধন প্রাপ্ত হয়, নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে, প্রথমে মাতার, পরে পিতার তাহা প্রাপ্য হইয়া থাকে।

এই দুইটী মনুবচনের মধ্যে পরবচনে, ইহাকে দেওয়া হয়, এই যে পদটী উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্ববচনের অনুষঙ্গ থাকাতে, বিবাহ উপলক্ষে যে ঐ ধন দেওয়া হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এতাবতা, উহার অর্থ যৌতুকমাত্র ধন, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়াতে, যৌতুক অযৌতুক সকল স্ত্রীধনই বলা যাইতে পারে না। কেননা,

যম বলিয়াছেন, আসুরাদি বিবাহে যাহা দেওয়া যায়।

এই বচনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইতে সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত ক্রিয়াকালের মধ্যে যে দ্রব্য দেওয়া হয়, এই কথা বলাতে, যৌতুকধনমাত্রই ইহার অর্থ, বুঝাইয়া থাকে। নতুবা, বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে স্ত্রী কর্ত্তৃক লব্ধ ধনের অধিকারস্থলে যদি সন্তানের অভাব ঘটে, তাহা হইলে, তাহার গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং, ব্রাহ্মশব্দ ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী পর্য্যন্তেই ঘটিয়া থাকে। এ কথা বলিতে পার না।

কেননা, বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে যে স্ত্রীধন লাভ হয়, তাহার যেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা পরে বলা যাইবে ॥ ৬৪ ॥

সম্প্রতি অপ্রজঃ-স্ত্রীধনবিষয়ক অধিকারব্যবস্থা কথিত হইতেছে। এতদুপলক্ষে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ব্রাহ্মাদি বিবাহচতুষ্টয়ে পরিণীতা নিঃসন্তানা পত্নীর ধনে স্বামীর অধিকার।

এস্থলে, ব্রাহ্ম হইয়াছে আদি যাহাদের, এই অর্থে ব্রাহ্মাদি, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা,

দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, ও গান্ধর্ব এই চারি বিবাহ সিদ্ধ হইল। তাহা হইলেই, ব্রাহ্মের সহিত মিলিয়া সর্ব্বসমেত পাঁচটী বিবাহ হইয়া থাকে। মনুও দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব ও প্রাজাপত্য এই কয়টী বিবাহের কথা বলিয়াছেন।

এই সকল বিবাহ উপস্থিত হইলে, স্ত্রী তৎপ্রসঙ্গে যে ধন লাভ করে, তাহার নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে, ভর্ত্তার তাহাতে অধিকার জন্মে। নতুবা, ব্রাহ্মাদি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে যাবতীয় ধন প্রাপ্ত হয়, তৎ সমস্ত তাঁহার স্বামীর হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার কারণ এই, ব্রাহ্মাদি চারি বিবাহে, ইত্যাদি বচনে ব্রাহ্মাদি শব্দের কালার্থতা প্রযুক্ত, যদি স্ত্রী ব্রাহ্মাদিশব্দ-স্বার্থপর হয়, তাহা হইলে, উভয়ের একত্বাবশতঃ ব্রাহ্মাদি পদেও একবচন ও ষষ্ঠী প্রয়োগ হইতে পারে। কেননা, প্রস্তাবিত বচনে স্ত্রীশব্দের উত্তর ঐরূপ একবচন ও ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

বিবাহকালকে লক্ষ্য করিলে, বর্ত্তমান সম্বন্ধে লক্ষণা করিতে হয়। আবার, বিবাহিতা স্ত্রীতে লক্ষণা করিলে, অতিক্রান্ত বিবাহক্রিয়াসম্বন্ধে লক্ষণা সঙ্গত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা জঘন্য; এইজন্য যুক্তিবিরুদ্ধ হইত।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মাদি শব্দ বিবাহিত-স্ত্রীবাচকও হইতে পারে না। কেননা, মন্বাদিরা তত্তৎ-লক্ষণ বিবাহবাচক রূপেই তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, ব্রাহ্ম, দৈব ইত্যাদি শব্দের অর্থ কখন স্ত্রী হইতে পারে না।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, সংক্ষেপে এই অষ্টবিধ বিবাহ শ্রবণ কর।

এইরূপ উপক্রম করিয়া, তিনি যথাক্রমে তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, ব্রাহ্ম দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ইত্যাদি।

নারদও বলিয়াছেন, বর্ণ সকলের সংস্কারার্থ অষ্টবিধ বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্ম, ইত্যাদি।

বিষ্ণুও বলিয়াছেন, বিবাহ অষ্টবিধ। যথা, ব্রাহ্ম, দৈব ইত্যাদি।

অতএব, বিশ্বরূপনামক পণ্ডিত যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মাদি বচন বিবাহকাললব্ধ-স্ত্রীধন-বিষয়ক; অন্যান্য স্ত্রীধনে ইহার সম্পর্ক নাই, তাহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য ॥ ৬৬ ॥

আসুরাদি বিবাহসময়ে লব্ধ স্ত্রীধন, মাতা জীবিত সত্ত্বেও, মাতা গ্রহণ করিবেন, তদভাবে পিতার অর্শিবে। যেহেতু, মাতাপিতা তাহা পাইবেন, ইত্যাদি বচনে ক্রমাগত অর্থাৎ প্রথমে মাতা ও পরে পিতা, এইরূপ ক্রমাগত বিভাগই প্রতীত হয়। মাতাপিতার এককালীন অধিকার বুঝাইলে, মাতাপিতা শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, কেবল মাতা পিতা উভয় শব্দের বাচক পিতৃশব্দ প্রয়োগ করা হইত। তথাহি, কন্যাধনে মাতার অভাবে পিতার অধিকার-শ্রুতের ন্যায়, এখানেও তদ্রূপ হওয়া বিধেয়।

তথাচ, বৌধায়ন বলিয়াছেন, সোদরেরা স্বয়ং মৃতকন্যার ধন গ্রহণ করিবে। তদভাবে মাতার হইবে, তদভাবে পিতা পাইবেন। ইহার দ্বারা কন্যার ধন ব্যাখ্যা করা হইল।

আচ্ছা, কন্যার ধনে যেমন অগ্রে ভ্রাতৃদের অধিকার, সেইরূপ যৌতুক ধনও ভ্রাতারা অগ্রে পাইবে, পরে মাতা প্রভৃতির অর্শিবে, এইরূপ বলি না কেন?

ইহার উত্তর এই, এ বিষয়ের কোনরূপ প্রমাণবচন নাই। মাতাপিতাই উহাতে অধিকারী অধিকার শ্রুত হওয়া যায়। তাহারই প্রমাণবচনও আছে। তজ্জন্য, ঐরূপ বলিতে পার না ॥ ৬৭ ॥

পুনশ্চ, বিবাহের পর স্ত্রী পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভর্তৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, সেই ধন ভ্রাতৃগামী হইয়া থাকে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বন্ধুদত্ত, শুল্ক, অন্বাধেয়, এই সকল ধনে, স্ত্রী নিঃসন্তান মরিলে পর, বান্ধবেরা প্রাপ্ত হয়।

এখানে বন্ধুদত্তশব্দে মাতাপিতা যাহা দেন, উহাকে বুঝাইয়া থাকে। অতএব বান্ধব শব্দে এখানে বন্ধুর পুত্র কিনা, বন্ধুশব্দবাচ্য মাতাপিতার অপত্য; তাহা হইলেই, ভ্রাতৃগণ, এই অর্থ হইল।

বৃদ্ধ কাত্যায়নও বলিয়াছেন, মাতাপিতা কন্যাকে যে স্থাবর সম্পত্তি দান করেন, কন্যা নিঃসন্তান মরিলে, তাহা সর্ব্বদা ভ্রাতৃগামী হইয়া থাকে। এস্থলে, সন্তানহীনতামাত্র উপলক্ষ করিয়া ভ্রাতার অধিকার অবগত হওয়া যাইতেছে। তন্নিবন্ধন সর্ব্বদাশব্দে ব্রাহ্ম হইতে পৈশাচপর্য্যন্ত বিবাহে বিবাহিতা নিঃসন্তান স্ত্রীর ধন ভ্রাতৃগামীই হইয়া থাকে, বিশ্বরূপ যে এই কথা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য। আর স্থাবরশব্দে, দণ্ডাপূপন্যায়ে অন্যান্য ধনও সিদ্ধ হইয়া থাকে। পুনশ্চ বন্ধুদত্তশব্দে কন্যাবস্থায় পিতামাতা যাহা দেন, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। কেননা, বিবাহের পর লব্ধ ধনকে অন্বাধেয় বলে। তাহাতে ভ্রাতার অধিকার প্রতিপাদন হইয়াছে। আর বিবাহকালীন প্রাপ্ত ধনে স্বামী বা পিতামাতার অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি পঞ্চবিধ বিবাহে লব্ধ যৌতুক ধনে প্রথমে ভর্ত্তার এবং আসুরাদি ত্রিবিধ বিবাহে যে যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রথমে মাতার ও পরে পিতার অধিকার হয়॥ ৬৮॥

কাত্যায়ন অন্বাধেয়শব্দের অর্থ করিয়াছেন। যথা, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামিকুল ও বন্ধুকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অন্বাধেয়।

এখানে স্বামিকুলশব্দে শ্বশুরাদি ও বন্ধুকুলশব্দে পিতৃমাতৃকুল বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর এবং পিতামাতার নিকট হইতে প্রীতিপুরঃসর যাহা প্রাপ্ত হয়, ভৃগু তাহাকে অন্বাধেয় বলিয়াছেন।

শুল্কশব্দের অর্থ যথা, গৃহকর্ম্মী অর্থাৎ ঘরামী ও মিস্ত্রী, উপস্করকর্ম্মী অর্থাৎ ঝাড়ুদার, বাহকর্ম্মী অর্থাৎ বলদে, দোহী অর্থাৎ গোয়াল, আভরণকর্ম্মী অর্থাৎ স্বর্ণকার, ইহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করিবার জন্য, ইহাদের স্ত্রীদিগকে যে উৎকোচ প্রদান করা যায়, তাহার নাম শুল্ক। উহা দ্বারা তাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এইজন্য উহার নাম মূল্য বলা যায়।

ব্যাস আর একপ্রকার শুল্কের কথা বলিয়াছেন। যথা, স্ত্রীকে স্বামিগৃহে লইয়া যাইবার উদ্দেশে যে উৎকোচাদি দেওয়া যায়, তাহাকে শুল্ক বলে।

ব্রাহ্মাদি সকল বিবাহেই উহা একরূপ। ভগিনী নিঃসন্তান মরিলে, তাহার ঐ স্ত্রীধন ভ্রাতারা ভাগ করিয়া লইবে। নতুবা, আসুরাদি বিবাহে কন্যাকে যে পণ দেওয়া যায়, তাহাকেই এখানে শুল্কশব্দে বলা হইয়াছে, তাহা নহে। কেননা, পণ দিবার বিধি কেবল আসুর বিবাহেই আছে; অন্যান্য বিবাহে নাই।

যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পণ দিয়া যে বিবাহ করা যায় তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। যুদ্ধ দ্বারা কন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ করা হয়, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ। আর কন্যাকে নিদ্রাদি অবস্থায় দূষিত করিয়া, বিবাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ॥ ৬৯॥

অতএব রাক্ষসাদি বিবাহে শুল্কের অভাব বশতঃ সেই শুল্ক শব্দযোগে আসুরাদি বিবাহে যে ধন দেওয়া হয়, তাহাই কেবল ভ্রাতৃগামী হয় থাকে, এইরূপ বিধিবিধানে সর্ব্বথা গ্রাহ্য। পুনশ্চ, আসুরাদি বিবাহে যে পণ প্রদত্ত হয়, তাহা স্ত্রীধন নহে। কেননা পিত্রাদি কর্ত্তৃক গৃহীত পণকেই শুল্ক বলিয়া থাকে।

* তথাহি, মনু বলিয়াছেন, বিদ্বান্ পিতা কন্যার কিঞ্চিন্মাত্র শুল্ক অর্থাৎ পণ গ্রহণ করিবেন না। লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে, অপত্যবিক্রয়ী হইতে হয়। *

এখানে পিতাপদ উপলক্ষমাত্র। অতএব ভ্রাতা প্রভৃতিরাও পণ গ্রহণ করিলে, শুল্কগ্রাহী হইয়া থাকেন। এতাবতা স্থির হইল, পিত্রাদি কর্তৃক গৃহীত পণই শুল্ক।

অতএব কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, আসুরাদি বিবাহেই কেবল শুল্করূপ স্ত্রীধন সম্ভাবিত হইয়া থাকে। একবচনের মধ্যে সেই আসুরশব্দের সহিত বন্ধুদত্ত ও অন্বাধেয় পদ লিখিত আছে। সুতরাং, তাহাতে ভ্রাতার অধিকার হইয়া থাকে। এই মত খণ্ডিত হইল। কিন্তু উক্ত শুল্করূপ স্ত্রীধন সকল বিবাহেই সম্ভবত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বত্রই ভ্রাতার অধিকার। উক্ত বচনে এতৎসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ নাই।

তথাহি, কাত্যায়নবচনের সহিত গৌতমবচনের অর্থগত সাম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, ভগিনীর শুল্কে প্রথমে ভ্রাতার অধিকার, তাহার পর মাতার ও তদনন্তর পিতার। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভ্রাতার পর পিতার ও তদনন্তর মাতার অধিকার বর্ত্তে ॥ ৭০ ॥

অতএব প্রথমে সোদর ভ্রাতার, তদভাবে মাতার, মাতার অভাবে পিতার এবং এই সকলের অভাবে ভর্ত্তার উক্ত ধন অর্শিয়া থাকে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বন্ধুদত্ত ধন প্রথমে বন্ধুগণের, ও তাহাদের অভাবে ভর্তৃগামী হইয়া থাকে। এস্থলে, বন্ধুগণের অভাবপক্ষে ভ্রাতার অভাব বুঝিতে হইবে। ভ্রাতার অভাবে পিতা মাতার অধিকার দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যেস্থলে ভর্ত্তারও পর্য্যন্ত অভাব ঘটে, সেখানে বৃহস্পতি এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, মাতৃষ্বসা অর্থাৎ মাসি, মাতুলানী অর্থাৎ মামী, পিতৃব্যপত্নী অর্থাৎ খুড়ী ও জেঠাই, পিতৃষ্বসা অর্থাৎ পিসী, শ্বশ্রূ অর্থাৎ শাশুড়ী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী, ইহাঁরা সকলে মাতার তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যদি ইহাঁদের ঔরস পুত্র কিম্বা সুত, অথবা দৌহিত্র কিম্বা তৎপুত্র না থাকে, তাহা হইলে, ভাগিনীর পুত্র প্রভৃতিরা সেই স্ত্রীধন পাইবে।

এখানে ঔরসপদে পুত্র কন্যা, বুঝিতে হইবে। কেননা, তাহারা সকলের প্রধান। এবং সুতপদে সপত্নীর পুত্র বুঝাইবে।

কেননা, মনু বলিয়াছেন, সমুদায় পত্নীগণের মধ্যে যদি এক স্ত্রীর পুত্র জন্মে, তাহা হইলে, সকল স্ত্রীই সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবতী হইয়া থাকে।

সুতরাং, ঔরসবিশেষণযুক্ত করিলে, সুতপদের কোন অর্থই হয় না। বিশেষতঃ, তাহাতে, সপত্নীপুত্র সত্ত্বেও ভগিনীপুত্রাদির অধিকারপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঔরস পুত্র কন্যা ও সপত্নী-পুত্রের অভাবে দৌহিত্র অধিকারী হয়।

এখানে পুত্রপদে স্বকীয় পুত্র ও সপত্নীপুত্রের পুত্র অর্থাৎ আপনার পৌত্র ও সপত্নীপৌত্র উভয়কে বুঝিতে হইবে। কেননা পৌত্রগণের পিণ্ডদানে অধিকার। তদ্বিধায়, দৌহিত্রপুত্র, এইরূপ অর্থ হইবে না। তাহার পিণ্ডদানে অধিকার নাই ॥ ৭১ ॥

অতএব পুত্র হইতে দুহিতা পর্য্যন্ত এবং ভ্রাতা হইতে ভর্ত্তা পর্য্যন্ত, ইহাদের অভাবে, শ্বশুর ও ভ্রাতৃশ্বশুরাদি সপিণ্ডগণ সত্ত্বেও, অগত্যা ভগিনীপুত্রাদির অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে, বলিতে হইবে। কেননা, মাসী প্রভৃতিকে যখন মাতৃতুল্য বলা হইয়াছে, তখন ভগিনীপুত্রাদিরা অবশ্য পুত্রতুল্য বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই, তাহারা যে পিণ্ডাধিকারী হইয়া থাকে, তাহাও প্রকাশ করা হইল। দায়ভাগপ্রকরণে একমাত্র ধনাধিকারজ্ঞাপনার্থই পিণ্ডদাতৃত্বের সূচনা করা হইয়াছে। তদ্বিধায়, ভগিনীর পুত্র, স্বামির ভাগিনেয়, দেবরের ও ভাসুরের পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা ও দেবর ইহারা আপনাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পরপরের

অধিকারী হইয়া থাকে। তদ্বিধায় সর্ব্বশেষে দেবরেরই অধিকার সিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহা কিন্তু মহাজনবিরুদ্ধ। অতএব উপকারকস্বরূপ বস্তুবল আশ্রয় করিয়া, বলা যাইতেছে॥ ৭২॥

যথা, মনু বলিয়াছেন, তিন পুরুষের জলদান করিবে। এবং তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডদান ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে।

দায়প্রকরণে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

পুনশ্চ, যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে পিণ্ডদাতাই অংশভাগী হইবে।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পিণ্ডদান দ্বারাই ধনাধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিণ্ডদাতা এবং নরক হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। সুতরাং, প্রধানতঃ তাহারই অধিকার প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, বেদবিদ্‌গণ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, মাতুল ভাগিনেয়ের, ভাগিনেয় মাতুলের শ্বশুরের, গুরুর, সখার, মাতামহের, ইহাদের স্ত্রীসকলের, মাতৃস্বসা ও পিতৃস্বসার পিণ্ডদান করিবে।

বৃদ্ধ শাতাতপের এই বচনানুসারে এই সকলের পিণ্ডদাতৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এই পিণ্ডদানের বিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক অধিকারক্রম বর্ণন করা যাইতেছে।

তন্মধ্যে প্রথম দেবর তাহার পিণ্ড, তাহার ভর্ত্তৃপিণ্ড ও তাহার ভর্ত্তার দেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের পিণ্ডদাতৃত্ব ও সপিণ্ডত্ববশতঃ ভ্রাতৃভার্য্যার ধনে অধিকারী হইয়া থাকে।

তাহার অভাবে ভাসুর ও দেবরের পুত্র তৎপিণ্ড, তদ্‌ভর্ত্তৃপিণ্ড ও তৎভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের পিণ্ডদাতৃত্ব ও সপিণ্ডত্বপ্রযুক্ত পিতৃব্যের স্ত্রীধনে অধিকারী হয়।

তাহার অভাবে ভগিনীপুত্র অসপিণ্ড হইলেও, তৎপিণ্ড, তৎপুত্রদেয় তৎপিত্রাদি পিণ্ডদানের দাতৃত্ববশতঃ মাতৃস্বসার ধনে অধিকারী হয়।

তাহার অভাবে স্বভর্ত্তৃভাগিনেয়পুত্র তৎভর্ত্তৃদেয় পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের, তাহার ও ভর্ত্তার পিণ্ডদান প্রযুক্ত মাতুলানীধনে অধিকারী হয়।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ভগিনীপুত্র যেরূপ পিত্রাদিত্রয়ের পিণ্ডদান করে, ভর্ত্তৃভাগিনেয়েরও তদ্রূপ শ্বশুরাদি ত্রয়ের পিণ্ডদানাধিকার লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে, স্বীয় ভগিনীপুত্র কিরূপে ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের পূর্ব্বে অধিকারী হইয়া থাকে?

ইহার উত্তর এই, ভগিনীপুত্র পুত্রদেয় পিণ্ডত্রয় দানে অধিকারী বলিয়া পুত্রস্থানীয় হইয়া থাকে। আর ভর্ত্তৃভাগিনেয় ভর্ত্তৃদেয় পিণ্ডত্রয়ের দানাধিকার বশতঃ ভর্ত্তৃস্থানীয় বলিয়া, পরিগণিত হয়। অতএব, ধনাধিকারসম্বন্ধে পুত্র অপেক্ষা ভর্ত্তা দুর্ব্বল হওয়াতে, ভর্ত্তৃভাগিনেয়ও ভগিনীপুত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এইরূপেই উভয়ের বলাবল চিন্তা করা ন্যায়সঙ্গত।

ভর্ত্তৃভাগিনেয়ের অভাবে ভ্রাতৃপুত্র পিসীর এবং তদীয় পিতৃপিতামহ উভয়েরই পিণ্ডদান প্রযুক্ত পিতৃস্বসার ধনে অধিকারী হয়।

তাহার অভাবে জামাতা শ্বশুর ও শাশুড়ীর পিণ্ডদাতা বলিয়া, শাশুড়ীর ধনে অধিকারী হয়।

এইরূপ ক্রমই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। স্বস্ত্রীয়াদ্য, ইত্যাদি বচন ক্রমজ্ঞাপক নহে। অধিকারীমাত্র জ্ঞাপনার্থই উহার অবতারণা হইয়াছে।

পুনশ্চ, এই ছয় জনের অভাবে শ্বশুর ও ভাসুর প্রভৃতির সপিণ্ডত্বের আনন্তর্য্য অবলম্বন করিয়া, ধনাধিকার, বুঝিতে হইবে॥ ৭৩॥

যদি বল, যেখানে কোনরূপ সপিণ্ড না থাকে, সেইস্থলেই বৃহস্পতির এই বচন খাটিবে।

ইহার উত্তর এই, এ কথা বলিতে পার না। কেননা, পূর্ব্বোক্ত অধিকারীশৃঙ্খলায় দেবর, দেবরপুত্র ও ভাশুরপুত্রের অধিকার প্রতিপাদিত ও অতিনিকটসম্পর্কীয় শ্বশুরাদিকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। অতএব, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যবচনের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহে সমর্থ না হইয়া,

স্বস্ত্রীয়াদ্যা, ইত্যাদি বচনানুসারে যে অধিকারবিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে, প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতগণের পক্ষে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭৪ ।

ইতি অতীব দুরূহ অপ্রজঃস্ত্রীধনাধিকার সম্পূর্ণ।

অধুনা, সংক্ষেপে স্ত্রীধনাধিকারক্রম লিখিত হইতেছে। যথা, অদত্তা কন্যার ধনে প্রথমে
ভ্রাতার, তদভাবে মাতার ও তদভাবে পিতার অধিকার হইয়া থাকে। বরদত্তাতিরিক্ত বাগ্-
দত্তার ধনেও ঐরূপ ব্যবস্থা। তবে বিশেষ এই, বরদত্ত ধন ব্যয় করিয়া যাহা থাকিবে, তাহা
বরেরই প্রাপ্য হইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীর যৌতুক ধনে প্রথম অদত্তা কন্যার, তদভাবে বাগ্দত্তার, তদভাবে পুত্রবতী
বিবাহিতা তনয়ার ও সম্ভাবিতপুত্রার, সমান অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। ইহাদের উভয়ের মধ্যে
একের অভাবে একের, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার সমানে অধিকার হয়। তন্মধ্যে এক
থাকিলে, একেরই অধিকার হইয়া থাকে। সমুদায় কন্যার অভাবে মাতার যৌতুক ধন
পুত্রগামী হয়। তদভাবে সপত্নীপুত্র, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র,
তদভাবে সপত্নীপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপ্রপৌত্র, যথাক্রমে উহা প্রাপ্ত হয়।
ইহাদের সকলের অভাবে ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহে লব্ধ যৌতুক ধন প্রথমে ভর্ত্তার প্রাপ্য হয়।
তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা, প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর আসুরাদি
বিবাহত্রয়ে লব্ধ যৌতুক ধন প্রথম মাতার, পরে পিতার, পরে ভ্রাতার, পরে ভর্ত্তার অধিকারগত
হয়। তদভাবে দেবরগামী হইয়া থাকে। দেবরের অভাবে দেবরপুত্র ও ভাসুরপুত্রের সমান
রূপ অধিকারে আইসে। তদভাবে ভগিনীপুত্র, তদভাবে ভর্ত্তার ভাগিনেয়, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র,
তদভাবে জামাতা, তদভাবে শ্বশুর, তদভাবে ভাসুর, তদভাবে নিকট সপিণ্ড, তদভাবে সকুল্য
এবং তদভাবে সমানোদক ক্রমে উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যৌতুক ভিন্ন পিতৃদত্ত স্ত্রীধন প্রথমে কুমারীর, পরে পুত্রের, পরে পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-
পুত্রা এই উভয়ের সমানে, পরে পৌত্রের, পরে সপত্নীপুত্রের, পরে দৌহিত্রের, তদভাবে
প্রপৌত্রের, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা উভয়ের সমানে অধিকৃত হইয়া থাকে। তদভাবে পূর্ব্ব-
কথিত যৌতুক ধনের ন্যায়, ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহের পূর্ব্বে বা পরেই হউক, যথাক্রমে স্বামী, ভ্রাতা,
মাতা ও পিতার অধিকারে আইসে। এইরূপ, আসুরাদি বিবাহত্রয়ের পূর্ব্বে বা পরে ঐ পিতৃ-
দত্ত স্ত্রীধন যথাক্রমে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভর্ত্তার এবং তদভাবে পূর্ব্বের ন্যায়, দেবরাদির
প্রাপ্য হয়।

পুনশ্চ, বন্ধুদত্ত, শুল্ক, অন্বাধেয়, পুত্রদত্ত, বিবাহের পূর্ব্বে লব্ধ, অথবা বিবাহের পর, সম্পর্কীয়
বা আত্মীয় ভিন্ন অন্যের প্রদত্ত, অথবা শিল্প দ্বারা লব্ধ ইত্যাদি পিতৃদত্তাতিরিক্ত যাবতীয়
অযৌতুক ধনে পুত্র ও কুমারীর তুল্যরূপে অধিকার লাভ হইয়া থাকে। এক থাকিলে, একে-
রই অধিকার হয়। তদভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা উভয়ের তুল্যরূপ প্রাপ্য হইয়া থাকে।
তদভাবে যথাক্রমে পৌত্রের, সপত্নীপুত্রের ও দৌহিত্রের অধিকারলাভ হয়। তদভাবে প্রপৌত্রের,
সপত্নীপৌত্রের ও সপত্নীপ্রপৌত্রের অধিকারে আইসে। তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবার তুল্যাধিকার;
তদভাবে ভ্রাতার, তদভাবে মাতার, তদভাবে পিতার, তদভাবে ভর্ত্তার, তদভাবে দেবরাদি
সমানোদক পর্য্যন্তের পূর্ব্ববৎ নৈকট্যানুসারে প্রাপ্য হইয়া থাকে।

ইতি স্ত্রীধনাধিকারক্রমসংক্ষেপ সম্পূর্ণ।

অনধিকারীর নিরসন দ্বারা প্রকৃত অধিকারী জানা যায়। সেইজন্য, বিভাগের অনধিকারী অর্থাৎ যাহারা ভাগ পাইবার যোগ্য নহে, তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

এতদুপলক্ষে আপস্তম্ব বলিয়াছেন ধর্ম্মযুক্ত অংশীমাত্রেই ধনের ভাগ পাইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে ধনের বিনিয়োগ করে, জ্যেষ্ঠ হইলেও, তাহাকে ভাগ দিবে না।

বালনামক পণ্ডিত এই বচনটী ধ্যাকুলিত করিয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ যদি ধর্ম্মপথে দ্রব্য বিনিয়োগ করেন তাঁহাকে পিতার সমান ভাগ দিবে। সেইরূপ, অপপাত্রিত অর্থাৎ প্রাতিলোমাদিবর্ণসঙ্কর যাহার জলগ্রহণ পর্যন্ত রহিত হইয়াছে, তাহার ধনাধিকার ও পিণ্ডোদকদান নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

তথাহি বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সবর্ণার পুত্রও গুণহীন হইলে, পৈতৃকধনে অধিকার প্রাপ্ত হয় না। ধনীর পিণ্ডদাতা ধার্ম্মিক পুত্রেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যাদি ঋণ হইতে পিতাকে ত্রাণ করে। সুতরাং, এই সকলের বিপরীত পুত্রে প্রয়োজন নাই।

বৎস প্রসব করে না ও গর্ভিণী হয় না, এতাদৃশ গাভীতে প্রয়োজন কি? সেইরূপ, যে পুত্র বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিক নহে, তাহার জন্মিবাই বা ফল কি?

যাহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, শৌর্য্য নাই, তপশ্চরণ নাই এবং বিজ্ঞান ও আচার নাই, তাদৃশ পুত্র মল মূত্রের সমান।

আপস্তম্বের উক্ত এই বচনের অর্থ এইরূপ, পুত্র উপনয়নবিহীন হইলেও শ্রেষ্ঠ; তথাপি অপর বেদপরায়ণ হইলেও, শ্রেষ্ঠ নহে। পুনশ্চ পুত্র পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে। ইত্যাদি বচনানুসারে পিত্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য পুত্র কর্ত্তৃক বিহিত হইলে, মহাফল প্রদান করে, এইরূপ প্রামাণ্য হওয়াতে, পুত্র যে পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া থাকে, ধনাধিকার তাহার বেতনস্বরূপ। অতএব শ্রাদ্ধাদি না করিলে, কিরূপে বেতন পাইতে পারে?

এইজন্যই মনু বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে অধিকার না থাকিলে, কোন ভ্রাতাই ধনাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ, ক্লীব ও পতিত এবং জন্মান্ধ ও জন্মবধির ইহারাও অংশ পায় না। পুনশ্চ, জড়, মূক, উন্মত্ত ও ইন্দ্রিয়বিকল অন্যান্য পুত্রাদিরও ধনে অধিকার নাই ॥ ৭৫ ॥

কাত্যায়ন ক্লীবশব্দের অর্থ করিয়াছেন। যথা, যাহার মূত্রে ফেণা নাই, যাহার বিষ্ঠা জলে মগ্ন হয়, যাহার শিশ্ন উত্থানশক্তিশূন্য ও শুক্রহীন, তাহাকেই ক্লীব বলিয়া থাকে।

এখানে মূকশব্দের অর্থ বর্ণোচ্চারণে ক্ষমতাহীন এবং জড়শব্দে বেদগ্রহণে অসমর্থ।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন পতিত, পতিতের পুত্র, ক্লীব, পঙ্গু, উন্মাদগ্রস্ত, জড়, অন্ধ, অচিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত, এই সকল পুত্র ধনের অংশ পায় না। কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে। তবে বিশেষ এই, ঔষধাদি দ্বারা অচিকিৎস্য রোগের শান্তি হইলে, ভাগ পাইবে।

এখানে পঙ্গুশব্দে পদদ্বয়ে গমন করিতে পারে না। অংশ না পাইলেও, ঐ সকলকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে হইবে। কেবল পতিত ও পতিতের পুত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে না।

তথাহি, দেবল বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইলে, ক্লীব, কুষ্ঠরোগী, উন্মত্ত, জড়, অন্ধ, পতিত, পতিতের অপত্য ও লিঙ্গী ইহারা ধনাংশভাগী হইবে না। তাহাদের মধ্যে পতিতকে পরিত্যাগ করিয়া, আর সকলকেই অন্নবস্ত্র প্রদান করিবে। তাহাদের পুত্রেরা যদি দোষবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে, পিতৃদায়াংশ প্রাপ্ত হইবে।

লিঙ্গী শব্দে সন্ন্যাসী ও যতি প্রভৃতি। পতিতশব্দ উপলক্ষমাত্র, তাহার পুত্রকেও বুঝিতে হইবে। কেননা, পতিত হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহারও পাতিত্যসংঘটন হইয়া থাকে।

তথাহি, বৌধায়ন বলিয়াছেন, অন্ধ, বধির, জড় ও ক্লগ্ন প্রভৃতি কর্ম্মের বহির্ভূত ব্যক্তি-

দিগকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক পরিপালন করিবে। কেবল পতিত ও তাহার পুত্রের ভরণ করিবে না।

মাঝরও বলিয়াছেন, পিতার বিপক্ষ, পতিত, ক্লীব ও উপপাতকগ্রস্ত, ইহারা ঔরস হইলেও, যখন অংশ পাইতে পারে না, তখন ক্ষেত্রজ পুত্রেরা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে?

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, অক্রমোঢ়া স্ত্রীর গর্ভে সগোত্র হইতে সমুৎপন্ন এবং সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ধনাধিকারী হয় না। ৭৬॥

প্রথমে হীনবর্ণীয়া স্ত্রী বিবাহ করিয়া, পরে উত্তমবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাহাদের উত্তরকেই অক্রমোঢ়া বলে। তাহাদের উভয়ের গর্ভে, নিযুক্ত সগোত্র হইতে সমুৎপন্ন ক্ষেত্রজ পুত্র ধনের অংশভাগী হয় না। কিন্তু অক্রমোঢ়া স্ত্রীতে সবর্ণ পতি কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত ঔরস পুত্রও ধনাধিকারী হইয়া থাকে। আবার, ক্রমোঢ়ার গর্ভে অসবর্ণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত অনুলোমজ পুত্রের অধিকার সিদ্ধ হয়।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, অক্রমোঢ়ার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পিতার সবর্ণ হইলে, ধনাধিকারী হয়। এবং ক্রমোঢ়ার গর্ভে অসবর্ণ-প্রসূত হইলেও, ধনের অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিলোম অর্থাৎ হীনবর্ণ হইতে উত্তমবর্ণীয়ার গর্ভে সমুৎপন্ন পুত্র ধনে অধিকারী হয় না। তদীয় পিতৃধনগ্রাহী পিতৃব্য প্রভৃতি বন্ধুরা তাহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রদান করিবে। বন্ধুগণের অভাবে, প্রতিলোমজ পুত্রও ধনাধিকারী হইয়া থাকে। পুনশ্চ, তদীয় বান্ধবেরা পিতৃধন প্রাপ্ত না হইলে, রাজা তাহাদিগকে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করাইতে পারিবেন না।

আর ক্লীবাদিরাও দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তথাহি, শাস্ত্রে বলিয়াছেন, ক্লীবাদির যদি দারপরিগ্রহ করিতে কথঞ্চিৎ অভিলাষ হয়, তাহা হইলে, তাহাদের উৎপন্ন অপত্যগণও ধনের অধিকারী হইবে।

সত্য বটে, ক্লীবদের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা নাই এবং অধ্যয়নাভাবে বোবা প্রভৃতিরও উপনয়নাভাব ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহারা পতিত। এই কারণে ক্লীবের দারপরিগ্রহের সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি, ক্লীবের পত্নীতে অন্য কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। পুনশ্চ, উপনয়নের অযোগ্য ব্যক্তিরই উপনয়ন হয় না। সুতরাং, সে শূদ্রের ন্যায়, পতিত নহে। উপনয়নযোগ্যের যদি উপনয়ন না হয়, তাহা হইলেই, তাহার পাতিত্য জন্মিয়া থাকে। উক্ত কারণে ক্লীবাদির যথাসম্ভব ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরা ক্লীবত্বাদিশূন্য হইলে, স্ব স্ব পিতার অংশানুসারে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ উহাদের দুহিতাদের ভরণ করিবে। উহাদের পুত্রহীনা স্ত্রী ব্যভিচারিণী না হইলে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ক্লীব প্রভৃতির ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে, ভাগ পাইবে। উহাদের দুহিতাদিগকে, যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ ভরণ করিবে। আর উহাদের পত্নীরা পুত্রহীনা ও সাধুচারিণী হইলে, যথাবিধ গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। ব্যভিচারিণী ও প্রতিকূলকারিণী হইলে, নির্ব্বাসিত করিবে, গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে না॥ ৭৭॥

এক্ষণে বিভাজ্য অর্থাৎ যাহা ভাগের উপযুক্ত ও অবিভাজ্য অর্থাৎ যাহার ভাগ হইতে পারে না, তদ্রূপ দ্বিবিধ দায়প্রকরণ বর্ণন করা যাইতেছে। এইরূপ বিষয়কে ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন, পিতামহের ধন, পিতার ধন, সাধারণের ধন ও স্বোপার্জ্জিত ধন, এই সকল ধনই দায়াদগণের বিভাগে বিভাজ্য হইয়া থাকে॥ ৭৮॥

মনু ও বিষ্ণু পিতার উপঘাত ব্যতিরেকে উপার্জ্জিত ধন অবিভাজ্য বলিয়াছেন। যথা, পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না করিয়া, স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার নাম স্বোপার্জ্জিত, তাহার ইচ্ছা না হইলে, অন্যকে সেই ধন দিবে না।

এখানে পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না থাকাতে, অন্যের তাহাতে স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে না। পুনশ্চ স্বচেষ্টায় লব্ধ বলিয়া, অপর সাধারণের ও শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় নাই। এই কারণে অর্জকই কেবল নিজে সেই ধন পাইবে; অপরের তাহাতে কোন স্বত্ব ঘটিতে পারে না। কেননা, ঐ ধন স্বকীয় চেষ্টা অর্থাৎ নিজের শ্রম দ্বারাই তাহার লব্ধ হইয়াছে।

তথাহি, ব্যাস বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্য আশ্রয় না করিয়া, স্বীয় শক্তিসহায়ে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, দায়াদদিগকে তাহা প্রদান করিবে না। এইরূপ, তাহার বিদ্যালব্ধ ধনও দায়াদেরা পাইবে না।

স্বীয় শক্তি সহায়ে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সামান্যতঃ এইরূপ বলাতে এবংবিধ যাবতীয় দ্রব্যই আপনার অসাধারণ বুঝিতে হইবে, অন্যের তাহাতে স্বত্ব বর্ত্তিবে না।

পুনশ্চ, স্বীয় শক্তি দ্বারা লব্ধ বিদ্যাধনও আপনার সমান ও আপনার অপেক্ষা অধিক বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অংশগত হইয়া থাকে। এইজন্য আপনার অপেক্ষা ন্যূনবিদ্যা-সম্পন্ন ও একবারেই বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিগণ তাহার ভাগ পাইবে না। ইহাই জানাইবার জন্য বিদ্যালব্ধপদ প্রযোজিত হইয়াছে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্যের আশ্রয় না লইয়া, স্বয়ং যাহা অর্জ্জন করা যায়, তাহা মিত্র বা বিবাহ, যাহা হইতেই প্রাপ্ত হউক, দায়াদগণের তাহাতে অধিকার নাই।

এখানে মিত্রাদিশব্দ উপলক্ষ মাত্র। কেননা, যেখানেই এইরূপ অনুপঘাত সম্ভব, সেই-খানেই প্রায় ঐরূপ ঘটিবে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, যাহার যে বিদ্যাধন, তাহা তাহারই হইবে। এইরূপ, মিত্র হইতে বিবাহ হইতে ও ঋত্বিকতা হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও নিজস্ব হইয়া থাকে। অন্যের তাহাতে অংশ নাই।

ব্যাস বলিয়াছেন, বিদ্যালব্ধ, শৌর্য্যলব্ধ ও সৌদায়িক ধন বিভাগসময়ে দায়াদেরা কোন-রূপে তাহার অভিলাষ করিবে না।

সৌদায়িক শব্দে পিতা ও পিতৃব্যাদি সুদায় সম্বন্ধিগণের নিকট হইতে তাহাদের অনুগ্রহাদি সহায়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে।

নারদও বলিয়াছেন, শৌর্য্যলব্ধ ও বিদ্যালব্ধ ধন এবং ভার্য্যাধন, এই ত্রিবিধ ধন অবিভাজ্য। সেইরূপ, পিতৃপ্রসাদলব্ধ ধনও ভাগ করিয়া লইতে পারা যায় না। অতএব ইহাদের পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য ধনের ভাগ করিবে।

ভার্য্যাপ্রাপ্তিকালে যে ধন লাভ করা যায়, তাহার নাম ভার্য্যাধন। ইহার অপর নাম ঔদ্বাহিক। এই সকল বর্জ্জন করিয়া, অন্য ধনের বিভাগ করিবে, ইহা অন্য বচন হইতে অনুবৃত্ত হইতেছে ॥ ৭৯ ॥

ইহা দ্বারা, শৌর্য্যাদিলব্ধ ধন হইলেই যে অবিভাজ্য হইবে, তাহাও বলা যায় না। কেননা, শৌর্য্যাদি দ্বারা অর্জ্জিত ধনেরও বিভাগ শুনিতে পাওয়া যায়।

তথাহি, ব্যাস বলিয়াছেন, সাধারণের স্বত্বাস্পদীভূত বাহনাদি যাহা কিছু আশ্রয় করিয়া শৌর্য্যাদি প্রকাশ পুরঃসর যে ধন লাভ করা যায়, অন্যান্য ভ্রাতারা তাহার ভাগ পাইয়া থাকে। তবে বিশেষ এই, তাহাকে ভাগদ্বয় দিয়া যাহা থাকিবে, অন্যান্য ভ্রাতারা সকলে তাহারই অংশ করিয়া লইবে।

নারদও সাধারণের দ্রব্যে অর্জ্জিত ধনের বিভাগ বিধান করিয়াছেন। যথা, ভ্রাতা বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে, অপর ভ্রাতা যদি তাহার পোষ্যবর্গের পোষণ করে, তাহা হইলে, সেই পোষণকর্তা ভ্রাতা বিদ্যাহীন হইলেও, প্রথমোক্ত ভ্রাতার বিদ্যার্জ্জিত ধনের ভাগ পাইবে।

এখানে পোষণ করে, এইরূপ এক বচন নির্দেশ থাকাতে, বুঝিতে হইবে, অপর ভ্রাতা যদি স্বকীয় ধন ব্যয় ও শরীরায়াস স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত ভ্রাতার কুটুম্বপোষণ করে, তাহা হইলে, তাহার বিদ্যোপার্জ্জিত ধনে তাহারও অধিকার হইবে, ইহাই বচনের অর্থ।

তথাহি, বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ভ্রাতা যদি গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত অন্যবিধ পিত্র্যদ্রব্য আশ্রয় না করিয়া, ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে, যদি ইচ্ছা না থাকে, অবিদ্বান্ ভ্রাতাকে সেই স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ প্রদান করিবে না।

এখানে পিত্র্যশব্দ,* সাধারণধনবিষয়ক, বুঝিতে হইবে। উহার আশ্রয় ব্যতিরেকে উপার্জ্জিত ধন বিদ্বান্ ভ্রাতা অনিচ্ছায় কখন অবিদ্বান্ ভ্রাতাকে দিবে না। কিন্তু সাধারণের উপঘাত ব্যতিরেকেও উপার্জ্জিত ধনের ভাগ অপর বিদ্বান্ ভ্রাতাকে প্রদান করিতে হইবে।

তথাহি, গৌতম বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ভ্রাতা ইচ্ছা না থাকিলে, স্বয়মর্জ্জিত ধন অবিদ্বান্ ভ্রাতাকে দিবে না।

এখানে, স্বয়মর্জ্জিতশব্দে সাধারণের ধন আশ্রয় না করিয়া, স্বকীয় পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহাই, বুঝিতে হইবে। এইরূপ ধন অবিদ্বান্‌দিগকে দিতে ইচ্ছা না থাকিলে, দিবে না; কিন্তু বিদ্বান্‌দিগকে দিতে হইবে। ইহাই বচনের অর্থ। এইরূপ বিধান কেবল বিদ্যাধন-মাত্রবিষয়েই প্রযোজিত হইবে।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ভ্রাতা কখন অবিদ্বান ভ্রাতাদিগকে বিদ্যাধন দিবে না। কিন্তু আপনার সমান ও অধিক বিদ্যা বিশিষ্ট ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিবে।

এই বচনে বিদ্যাশব্দের যখন, সম ও অধিক, এই পদের সহিত সম্বন্ধ লক্ষিত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, সমান ও অধিক বিদ্যা বিশিষ্ট ভ্রাতা উহাদিগকে বিদ্যাধনের ভাগ অবশ্য প্রদান করিবে; কিন্তু ন্যূনবিদ্যাবিশিষ্ট ও বিদ্যাহীনদিগকে দিবে না ॥ ৮৩ ॥

এইরূপে উল্লিখিত বচনপরম্পরা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, বিদ্যালব্ধ ও শৌর্য্যাদিলব্ধ ধনেও, সাধারণের উপঘাত ও অনুপঘাত অনুসারে যথাক্রমে বিভাগ ও অবিভাগ বিহিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সেই উপঘাতই প্রযোজক বলিয়া, তদ্বিশিষ্ট শ্রুতি কল্পনা করা যাইতে পারে। যথা, উপঘাতার্জ্জিত ধন বিভাগ করিবে। পরন্তু শৌর্য্যাদিপদবিশিষ্ট শ্রুতি কল্পনায় প্রয়োজন নাই। অবশ্যকল্পনীয় সামান্য শ্রুতির কল্পনা দ্বারাই তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং হোলাকাধিকরণে যাদৃশ ন্যায়ে শ্রুতি কল্পনা করা হয়, প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে। অথবা, যুক্তি দ্বারা এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, যে যাহা উপার্জ্জন করে, কোনরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে, সে জীবিত সত্বে, তাহা তাহারই হইয়া থাকে। পুনশ্চ, যে স্থলে সাধারণ ধনমাত্রের উপঘাত করিয়া একের, এবং ধন ও শরীর উভয়ের উপঘাত করিয়া, অপরের, ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হয়, সেখানে একের এক ভাগ ও অপরের ভাগদ্বয় প্রাপ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই ইহা যুক্তিবলে জানা গিয়াছে।

ইহা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল, সাধারণ ধনের উপঘাত থাকিলে, যাহার স্বল্প বা মহৎ, যাবৎপ্রমাণ অংশের উপঘাত, তাহার তদনুসারেই ভাগ কল্পনা করিতে হইবে ॥ ৮১ ॥

কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পিতৃধন হইতে বিভক্ত হইয়া, পুনরায় এক অন্নে বাস করত, পরে ধন বিভাগ করিবার সময়ে, যাহা হইতে উন্নতি অর্থাৎ ধনের বৃদ্ধি হইবে, সে দুই অংশ পাইবে।

শ্রীকরনায়ক পণ্ডিত ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এক অন্নে থাকিয়া, যে ব্যক্তি সাধারণের ধন আশ্রয় করিয়া, যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহার দুই ভাগ ও অন্যান্য ভ্রাতাদের এক এক ভাগ প্রাপ্য হইয়া থাকে। এই কারণে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সাধারণ

ধনের উপঘাত বিনা যাহা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা অর্জ্জকেরই হইবে। এক অন্নে থাকিলেও, সেই ধন সাধারণের হইবে না। ইহাই কাত্যায়ন ও ব্যাখ্যাকর্ত্তা উভয়েরই অভিপ্রেত। কেননা, উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধনে কোনরূপ ভাগবিশেষ নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহার দ্বারা জানা গেল, সংসৃষ্টের ন্যায়, অবিভক্তের পক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা। অবিভক্ত অবস্থায় বিভাগের প্রাগভাব ও সংসৃষ্ট অবস্থায় তাহার প্রধ্বংস হওয়াতে, যে কারণে একত্র অবস্থিতি, তাহার কোন বিশেষ থাকে না। তজ্জন্য, সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের ভাগদ্বয়, এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইলেই, বচনের উপপত্তি হইয়া থাকে। নতুবা, এই বচন কেবল সংসৃষ্টবিষয়ক, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই, যেমন, হোলাকানুষ্ঠানার্থ, হোলাকা কর্ত্তব্য, এইরূপ শ্রুতি কল্পিত হইয়া থাকে, উহাতে আর বিশেষ করিয়া, পশ্চিমদেশীয়দের, এইরূপ শব্দ যোগ করিতে হয় না, সেইরূপ এখানেও, সাধারণ ধনের উপঘাত দ্বারা অর্জ্জিত ধন অর্জ্জক দুই অংশ লইবে, সামান্যতঃ এইরূপ শ্রুতি কল্পনা করা যাইতে পারে; তজ্জন্য সংসৃষ্টপদ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয় না ॥ ৮২ ॥

এইরূপে সাধারণের উপঘাত দ্বারা অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই অংশ, ইহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইল।

তথাহি, সাধারণের স্বত্বাস্পদীভূত বাহন বা আয়ুধ, যাহা কিছু আশ্রয় করিয়া, শৌর্য্যাদি দ্বারা যে ধন সংগ্রহ হয়, ভ্রাতৃগণ সকলেই তাহার ভাগ পাইবে। বিশেষ এই, অর্জ্জককে ভাগদ্বয় দিতে হইবে; অবশিষ্টেরা সমান অংশ করিয়া লইবে।

ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, উপঘাতস্থলেই ভাগদ্বয় বিহিত হইয়াছে। এই কারণে সাধারণের ধন ও শরীরব্যাপার ব্যতিরেকে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের ভাগদ্বয়প্রাপ্তি কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু অধিক দিতে হইবে। এই অধিক শব্দের অর্থ সমুদায় ধন কিংবা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম? তন্মধ্যে মুনিগণ বা নিবন্ধকারগণ কেহই কিঞ্চিৎ ন্যূনের ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। সাধারণ ধনের নিয়োগস্থলে অন্য ভ্রাতার যখন ভাগদর্শন করা যাইতেছে, তখন উপঘাতের অভাবে বিভাগেরও অভাব, অর্থাৎ যে স্থলে ঐরূপ উপঘাতে অর্জ্জিত হয় নাই, সেখানে তাহার ভাগ হইবে না; এইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত। দুই ভাগ অর্জ্জকের, এই বচনের ন্যায়মূলকত্ব যুক্তিযুক্ত। কেননা, একের কেবল ধনমাত্রের উপঘাত, আর অর্জ্জককে ধন ও শরীর উভয় আশ্রয় করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য, অর্জ্জকের দুই ভাগ প্রাপ্তি ব্যবস্থা সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত। ঐরূপ ব্যবস্থা না করিয়া, শ্রুতি কল্পনা করিলে, পিতা স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি মূল শ্রুতিতে অর্জ্জকত্ববিশেষণ প্রবেশ করিয়া থাকে। এইরূপে অর্জ্জক পিতা দুই অংশ লইবেন, ইত্যাদি শ্রুতি কল্পনা করিলে, অনর্জ্জক পিতার দুই অংশ প্রাপ্তি অসিদ্ধ হইয়া উঠে। অথবা পিতৃত্বাদিনিরপেক্ষ পৃথক অর্জ্জককেই অধিকারীরূপে কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং, সাধারণের উপঘাত ব্যতিরেকে যাহা অর্জ্জিত হয়, তাহা অর্জ্জকেরই; অন্যের নহে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৮৩ ॥

পুনশ্চ, অবিভক্ত অবস্থায় অর্জ্জিত ধন সকল ভ্রাতা ভাগ করিয়া লইবে, সামান্যতঃ এইরূপ বচন কল্পনা করা যাইতে পারে না। করিলে, সাধারণ ধনের উপঘাত ব্যতিরেকে শৌর্য্যাদি দ্বারা লব্ধ ধনে অন্যের ভাগপ্রাপ্তি নিরাকৃত হয়।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, যাহার যে বিদ্যালব্ধ ধন, তাহা তাহারই হইবে। এইরূপে মৈত্র অর্থাৎ মিত্র হইতে লব্ধ, ঔদ্বাহিক অর্থাৎ বিবাহ হইতে লব্ধ এবং মাধুপর্কিক অর্থাৎ পৌরহিত্য হইতে লব্ধ ধন কেবল উপার্জ্জকের হইবে।

পুনশ্চ, মনু ও বিষ্ণু উভয়ে বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না করিয়া নিজের শরীরায়াসে যাহা উপার্জ্জিত হইবে, সেই স্বোপার্জ্জিত ধন, ইচ্ছা না থাকিলে, অন্যকে দিবে না।

সাধারণের উপঘাত না থাকিলে, বিদ্যাদিধনেও অন্যে ভাগ পাইবে না। কেননা, উপঘাতস্থলে বিভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্যের অবিরোধে অর্থাৎ উপঘাত না করিয়া, স্বয়ং যাহা অর্জ্জন করা যায়, দায়াদগণ তাহারই ভাগ পাইবে না। এইরূপ, মৈত্র ও ঔদ্বাহিক ধনও দায়াদগণের প্রাপ্য নহে। পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত ধন অন্যে হরণ করিয়া লইলে, যে ভ্রাতা তাহার উদ্ধার করে, সে দায়াদদিগকে তাহার অংশ দিবে না। এইরূপ বিদ্যালব্ধ ধনও অবিভাজ্য হইয়া থাকে।

নারদও বলিয়াছেন, শৌর্য্যলব্ধ ধন, বিবাহলব্ধ ধন, বিদ্যালব্ধ ধন এবং পিতৃপ্রসাদলব্ধ ধন অন্যের ভাগাধিকারে আসিবে না। এই সকল ব্যতীত, অন্যবিধ ধনের বিভাগ হইয়া থাকে।

ব্যাসও বলিয়াছেন, বিদ্যাপ্রাপ্ত ধন, শৌর্য্যপ্রাপ্ত ধন, এবং সৌদায়িক অর্থাৎ পিতৃব্যাদি হইতে প্রাপ্ত ধন বিভাগকালে দায়াদগণ অন্বেষণ করিবে না।

পিতামহ বা পিতা প্রীতিপূর্ব্বক যাহা দেন অথবা মাতা যাহা প্রদান করেন, তাহারও কেহ ভাগ পাইবে না। পিতৃদ্রব্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বকীয় শক্তি নিয়োগপূর্ব্বক যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিদ্যা দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, দায়াদদিগকে তাহা দিবে না॥ ৮৪॥

এইরূপে, উল্লিখিত বচনসমূহ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ, অম্বষ্ঠ ও করণাদি বর্ণান্তরাল এবং রথকারাদি সংকীর্ণ ইত্যাদি সকলজাতীয় ব্যক্তিগণেরই কি বিদ্যালব্ধ, কি সুদায়লব্ধ, কি স্বজনলব্ধ, কি মিত্রলব্ধ, কি বিবাহলব্ধ, কি পৌরহিত্যলব্ধ, কি শৌর্য্য ও যুদ্ধাদি লব্ধ, কি কৃষি সেবা ও বাণিজ্যাদিলব্ধ, কি শ্রমলব্ধ, অথবা কি অনুপঘাতে স্বীয় শক্তিমাত্রলব্ধ, কোনপ্রকার ধনেরই বিভাগ হইবে না, বলাতে, সমস্ত ধনবিভাগই পর্য্যুদস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ন্যায়প্রাপ্ত অপর বিষয়ের অভাব বশতঃ, বিধি নির্বিষয় অর্থাৎ, কোনরূপ বিধি করিবারই আর আবশ্যকতা হয় না। আর যদি কোনরূপে এক বা দুইটী বিষয় অর্থাৎ বিধি বিধান করিবার স্থল পাওয়া যায়, তাহা হইলে, স্বপদ দ্বারা তাহার উল্লেখ করা মুনিগণের কর্ত্তব্য। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন অবিভক্ত অবস্থায় অর্জ্জিত অমুক ধন বিভাগ করিবে। ইহারই নাম স্বপদ দ্বারা উল্লেখ। ইহাতে যেমন লাঘব অর্থাৎ অল্পেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ শীঘ্র বুঝিতে পারা যায়। নতুবা, শৌর্য্যাদিলব্ধ ধন ভিন্ন অন্যধনের ভাগ করিবে, ইত্যাদি বিধানে বহুতর পদ যোজনা করিলে, বাহুল্য হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, তত্তৎ বিভাজ্য ধনের পর্য্যুদাস করিতে হইলে, সকল মুনিরই সর্ব্ববিধ অবিভাজ্য ধনের যথাযথ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, যে যে ধনের বিভাগ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। এই কারণে, মুনিগণ যে অবিভাজ্য ধন সকলের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও বালকের প্রলাপবৎ হইয়া থাকে। পুনশ্চ, উপঘাত বিনা উপার্জ্জিত ধনের ভাগ হয় না। ঐ সকল বচনে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুতরাং কেহ কেহ যে অনাস্থাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, এরূপ স্থলে সকলের কীর্ত্তন না করিলে, দোষ হয় না। এই কারণে, সাধারণ ধনের উপঘাত দ্বারা অর্জ্জিত ধন ভাগ করিবে, এইরূপ বিধি করা বিধেয়। বাক্যমধ্যে শৌর্য্যাদিপদ প্রদর্শনার্থ। অতএব অবিভক্ত অবস্থায় উপার্জ্জিত ধনের সাধারণ নাম কল্পনা করা কোন মতেই প্রমাণসঙ্গত নহে॥ ৮৫॥

পুনশ্চ, পিতাপিতামহাদি ক্রমে প্রাপ্ত ধন কেহ অপহরণ করিলে যে তাহার উদ্ধার করে, সে তাহা এবং বিদ্যালব্ধ ধনও দায়াদদিগকে দিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন আপনারও অনুমোদিত। অতএব পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধ সত্ত্বেও, উদ্ধারকারকত্বাংশে অবিভক্তগণের সম্বন্ধ নিরাস করিয়া, পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধলেশশূন্যত্ব আশ্রয়পূর্ব্বক ঋষি স্বোপার্জ্জিত ধনে অন্যের সম্বন্ধ সুদূরে নিরস্ত করিয়াছেন।

শ্রীকর বলিয়াছেন, যদি পিতৃদ্রব্যের অনুপঘাতে অর্জ্জিত দ্রব্য অর্জ্জকেরই হয়, তাহা হইলে, প্রতিগ্রহ দ্বারা উপার্জ্জিত ধনও কদাচিৎ অন্য ভ্রাতার হইতে পারে না। কেননা, পিতৃদ্রব্যের কোনরূপে বিনাশ করিয়া, প্রতিগ্রহ সম্ভবিত হয় না। একমাত্র দাতার সন্তোষ দ্বারাই প্রতিগ্রহ ধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। উহাতে পিতৃদ্রব্যের উপঘাতসম্ভাবনা নাই।

তথাহি, সোমলতারস ক্রয় করিতে হইলে, একবৎসরবয়স্ক গবী প্রভৃতি মূল্যস্বরূপ প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞে দুগ্ধপানাদি শরীরধারণের হেতু বলিয়া, যাগকর্ত্তাকে অবশ্য দুগ্ধাদি পান করিতে হয়। প্রতিগ্রহস্থলে সেরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা, দাতা যাহাকে যাহা দেন একমাত্র ধর্ম্ম উদ্দেশেই তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং, দ্রব্যান্তর প্রদান করিয়া, তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করিতে হয় না। পুনশ্চ, প্রতিগ্রহব্যাপার অল্পকাল মধ্যেই সমাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং, স্বর্গকাম ব্যক্তির যেমন দীর্ঘকালসাধ্য জ্যোতিষ্টোম যাগে শরীরধারণোপযোগী ভোজন আবশ্যক হইয়া থাকে, প্রতিগ্রহে সেরূপ করিতে হয় না। দাতার সন্তোষ হইলে, তৎক্ষণাৎ তিনি স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, দান করেন। তজ্জন্য, তাহার দ্রব্যান্তরপ্রত্যাশার সম্ভাবনা কোথায়। এতাবতা, প্রতিগ্রহস্থলে কোনরূপে সাধারণ দ্রব্যের উপঘাত করিতে হয় না।

শ্রীকরের এই মতবাদ সঙ্গত নহে। কেননা, প্রতিগ্রহ দেওয়াইবার জন্য উপহারপ্রদানাদি দ্বারা ধনের যে উপঘাত করিতে হয়, তাহার বহুল দৃষ্টান্ত লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ, কলিযুগে প্রতিগ্রহ সেবাধনের সমান। এইজন্যই স্মৃতিতে বলিয়াছেন, সত্যযুগে গৃহে আসিয়া দান করে; ত্রেতায় আহ্বানপূর্ব্বক, দ্বাপরে যাচ্ঞা করিলে এবং কলিযুগে উপসর্পণাদি করিলে, দান করিয়া থাকে॥ ৮৬॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দাতার সান্নিধ্যে বহুকাল অবস্থিতি করিলেও, তদীয় সন্তোষ ব্যতিরেকেও প্রতিগ্রহলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং, প্রতিগ্রহের প্রতি দাতার সন্তোষ কারণ নহে। এতদবস্থায়, দাতার সন্তোষ দ্বারা দ্রব্যের প্রতিগ্রহত্ব সিদ্ধ হয় না। এইরূপ মতবাদও নিতান্ত মন্দ। কেননা, সন্তোষ দ্বারাই বহুকাল অবস্থিতি প্রভৃতি প্রতিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দাতার নিকট বহুকাল বাস করিলেই, প্রতিগ্রহ পাওয়া যায় না। তাঁহার সন্তোষ সমুৎপাদন আবশ্যক হইয়া থাকে। সকলের স্বভাব একরূপ নহে। তজ্জন্য, কাহাকে কিছু দান করিয়া, কাহারও নিকট বহুকাল অবস্থানাদি করিয়া এবং কাহারও বা গুণানুসন্ধান মাত্র করিয়া, তদীয় সন্তোষলাভ করিতে পারা যায়। সহকারী অভাবে কার্য্যের উৎপত্তি না হইলে, কারণের ব্যাঘাত হয় না। এখানে দাতার স্বভাব সহকারী। সেইজন্যই বলিয়াছেন, বিবিধ উপায়ে পুরুষের সন্তোষসাধন করা যায়॥ ৮৭॥

দাতার নিকট অবস্থিতি না করিলে, প্রতিগ্রহপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু না খাইয়া না পরিয়া, কোনক্রমেই অবস্থিতি করিতে পারা যায় না। সুতরাং, যাবৎ প্রতিগ্রহপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ দাতার সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতে হইলে, ধন ব্যয় করিয়া পরম্পরাক্রমে প্রতিগ্রহপ্রাপ্তি সংঘটিত করে। যদি এইরূপ বল, তাহার উত্তর এই, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের পূর্ব্বেও যে ভোজন করা যায়, তাহাও যাগসময়ে শরীরধারণের উপযোগী হইয়া থাকে। কেননা, পূর্ব্বকৃত

ভোজন ব্যতিরেকে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের সম্ভাবনা নাই। এতাবতা, পরম্পরাক্রমে সমুদায় ভোজনব্যাপারই জ্যোতিষ্টোমার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং, তত্তৎ ভোজনমাত্রেই একমাত্র যজ্ঞোদ্দেশেই বলিতে হয়; পুরুষের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। পুনশ্চ, ভোজনব্যাপার যজ্ঞার্থ হইলে, ভোজনের সাধন অন্নাদি দ্রব্যও একমাত্র যজ্ঞোদ্দেশ্যেই বিহিত হয়। আবার, সেই অন্নাদির অর্জ্জনোপায়ও যজ্ঞার্থক হইয়া থাকে। এইরূপে দ্রব্যের অর্জ্জন, দ্রব্য ও ভোজন কিছুতেই পুরুষের সম্পর্ক থাকে না।

শ্রীকর পণ্ডিতের এই মতবাদও অতিমাত্র মন্দ। কেননা, ভোজনব্যাপার পরম্পরাক্রমে জ্যোতিষ্টোমের উপকারক হইলেও, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তৃপ্তির হেতুবশতঃ পুরুষেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়া থাকে। ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞের উপকারক হইলেই যে ক্রতুর উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়া থাকে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। কেননা, উপকারকত্বের তাদর্থ্যব্যভিচার হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, অন্যের অবলোকনার্থ আনীত দীপাদি দ্বারা অন্যেরও অবলোকন হইয়া থাকে। অতএব, দ্রব্যার্জ্জন, দ্রব্য ও ভোজন, ইহাদের ক্রত্বর্থতা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে? এই কারণে উক্তরূপ দোষোক্ত বনের কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই।

যদি প্রাক্‌কালীন ভোজন দ্বারা দ্রব্যের প্রতিগ্রহোপকারকত্ব বাঞ্ছা করা যায়, তাহা হইলে, জন্মপ্রভৃতি বিনা ভোজনে শরীরধারণ অসম্ভব হওয়াতে, অর্জ্জনব্যাপার ঘটিয়া উঠে না। কেননা, পিতৃদ্রব্যের উপঘাতেই সকলপ্রকার ধনোপায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব, পিতৃদ্রব্যের উপঘাত না করিয়া, ইত্যাদি বিশেষ নির্দ্দেশও নিরর্থক হয়। তজ্জন্য, ভক্ষণাদি উপভোগের উপযুক্ত ধনোপঘাত এস্থলে গ্রহণীয় হইতে পারে না। অবিভক্ত ধনের উপঘাতই বচনের একমাত্র প্রতিপাদ্য ॥ ৮৮ ॥

পুনশ্চ, ভক্ষণাদি উপভোগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ধনের উপঘাত, গৃহে থাকিলেও, অবশ্য করিতে হয়। তজ্জন্য, ধনার্জ্জনই উপঘাতের উদ্দেশ্য নহে। অর্জ্জনের উদ্দেশে সাধারণধনের ব্যয়কেই উপঘাত বলে। ইহাতে কোন দোষও ঘটে না।

এইজন্যই বিশ্বরূপ বলিয়াছেন, পিতৃদ্রব্য দান করিয়া, যদি ধন উপার্জ্জন করা হইয়া না থাকে, তাহা হইলে, বিবাহলব্ধ ধনের ন্যায়, তাহা সাধারণের ভাগার্হ হইবে না। উহা তাহার নিজেরই হইবে। উহা মাতার স্তনদুগ্ধপানাদির তুল্য। অতএব পিতা আনন্দিত ও ব্যয়শীল হইয়া, পুত্রের উপনয়ন ও বিবাহ প্রসঙ্গে বহুতর ধন ব্যয় করিলেও, ব্রহ্মচর্য্যার অনুসরণক্রমে ভিক্ষা বা রাজপ্রসাদ দ্বারা যে ধন লাভ করা যায়, এবং বিবাহসময়ে শ্বশুরাদির নিকট যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সাধারণের হইবে না। কেননা, ধনলাভের আশয়ে উক্তরূপ ধন ব্যয় করা হয় নাই। এই কারণে ধনার্জ্জন উদ্দেশেই সাধারণ ধনের উপঘাত করিয়া, যে ধন অর্জ্জিত হয়, তাহাই সাধারণের হইবে। উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধন সাধারণের হইবে না, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৮৯ ॥

জিতেন্দ্রনামক পণ্ডিতও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে বিস্তার ক্রমে যে সকল বচন বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপতঃ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, যে কিছু ধন অসাধারণ উপায়ে অর্জ্জিত, তাহা অসাধারণ অর্থাৎ নিজস্ব হইবে। ইহা সুস্পষ্ট বুঝাইবার জন্য, যাহার যে বিদ্যাধন, ইত্যাদি বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা অমুক অমুক ধন, অসাধারণ বলিয়া, অবিভাজ্য, এবং অমুক অমুক ধন সাধারণ উপায়ে অর্জ্জিত বলিয়া, সাধারণের হইবে। ইহাই অনায়াসে হৃৎপ্রতীতি করিবার জন্য মুনিগণ কোথাও ধনের সাধারণ্য, কোথাও শ্রমের সাধারণ্য, কোথাও সম্বন্ধের সাধারণ্য অর্থাৎ তুল্যতা অবলম্বন করিয়া, অধিকারের ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন।

[illegible] নিবন্ধকারও নির্দেশ করিয়াছেন, কোনরূপ প্রমাণ না থাকাতে, এক ভ্রাতার বিদ্যাদি দ্বারা লব্ধ ধনে অন্য ভ্রাতার অধিকার সম্ভব নহে ॥ ৯০ ॥

তবে যে, শিল্পপরম্পরার উপঘাত ব্যতীত প্রতিগ্রহোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ দৃষ্ট হয়, সে কেবল ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ অথবা, নিজের পুরুষার্থপ্রদর্শনার্থ স্বেচ্ছানুসারে সম্ভবিত হইয়া থাকে। অথবা, প্রতিগ্রহ দ্বারা লব্ধ ধন বিদ্যাধনের অন্তর্ভূত। বিদ্যাধন সাধারণধনের অনুপঘাতে অর্জ্জিত হইলেও, সমবিদ্য ও অধিকবিদ্যগণের তাহাতে ভাগপ্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে। এইরূপে তাহার বিভাগদর্শন করিয়া, ঐ বিভাগ যে বিদ্যাবিশেষজনিত, তাহা জানিতে না পারিয়া, লোকে ভ্রমক্রমে মনে করে, অবিভক্ত অবস্থায় অর্জ্জিত হওয়াতেই, ঐরূপে উহার ভাগ হইল। এই-প্রকার ভ্রমবশে স্বয়ংও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার দেখাদেখি অন্যান্যেরাও যে ঐরূপ করিবে, তাহাতে আর অনৌচিত্য কি ? ॥ ৯১ ॥

পুনশ্চ, মনু বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ যে কিছু ধন অর্জ্জন করে, কনষ্ঠেরা বিদ্যানুপালী হইলে, তাহার ভাগ পাইতে পারে।

ইহার অর্থ এই, পিতা যেমন পুত্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেমন কনিষ্ঠদিগকে পালন করিবে। কনিষ্ঠেরাও ধর্ম্মতঃ পুত্রের ন্যায়, জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হইবে।

এই বচনে পিতাপুত্রবৎ অবস্থান প্রযুক্ত, পিত্রর্জ্জিতের ন্যায়, অনুপঘাতে অর্জ্জিত জ্যেষ্ঠ-ধনেও কনিষ্ঠগণের অধিকার হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে বিশেষ এই, পিতার অর্জ্জিত ধনে, বিদ্বান্ না হইলেও, অধিকার পাওয়া যায় ; জ্যেষ্ঠের অর্জ্জিত ধনে, বিদ্যা-সম্পন্ন হইলেই, অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। উল্লিখিত বচনে, পিতার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের ও বিদ্যানুপালী ইত্যাদি যে যে পদ প্রযোজিত হইয়াছে, তাহারই সার্থকতাসিদ্ধির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল ॥ ৯২ ॥

তন্মধ্যে, বিদ্যাধন কাহাকে বলে, নির্ণয় করা যাইতেছে। যথা, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পণপূর্ব্বক প্রদত্ত প্রস্তাবে বিদ্যা দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহার নাম বিদ্যাধন। তাহা বিভাগে নিয়োগ করিবে না।

এইরূপ, শিষ্য হইতে, আর্ত্বিজ্য হইতে, প্রশ্ন হইতে, সন্দিগ্ধ প্রশ্নের নির্ণয় হইতে, স্বজ্ঞান-প্রখ্যাপন হইতে, বাদ ও প্রাধ্যয়ন হইতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহাকেও বিদ্যাধন বলিয়া থাকে। তাহারও বিভাগে নিয়োগ নাই।

তথাহি, শিল্পকার্য্যে মূল্য অপেক্ষা যে কিছু অধিক পাওয়া যায়, এবং দ্যূতাদিস্থলে নিজের বিদ্যা সাধ্যে পরকে পরাস্ত করিয়া, যাহা লাভ হয়, তাহার নাম বিদ্যাধন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, উহার বিভাগ নাই, জানিবে।

এই সকল বচনের অর্থ এই, যদি তুমি অমুক বিষয়ের উত্তমরূপ মীমাংসা বা সমাধান করিতে পার, তাহা হইলে, তোমাকে এত দিব, এইরূপ পণ করিয়া, কেহ কোন প্রস্তাব করিলে, তাহার সমাধান করিয়া দিয়া, যাহা লাভ করা যায়, তাহার বিভাগ হইবে না।

শিষ্য হইতে অর্থাৎ শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়া আর্ত্বিজ্য হইতে অর্থাৎ যজমানের নিকট দক্ষিণাদি দ্বারা, যাহা লাভ করা যায়। দক্ষিণা কখন প্রতিগ্রহ হইতে পারে না। কেননা, উহা যাগকার্য্যের বেতন স্বরূপ।

এইরূপ, প্রশ্ন হইতে অর্থাৎ বিদ্যাসম্বন্ধে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়া, পণ না থাকিলেও, পারিতোষিক স্বরূপ কেহ যাহা দান করে, তাহারও ভাগ হইবে না।

সন্দিগ্ধ প্রশ্নের নির্ণয় হইতে অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রস্তাবিত শাস্ত্রার্থে আমার সংশয় অপনোদন করিবে, তাহাকে এই সুবর্ণ দান করিব, ইত্যাদি নিয়মে উপস্থিত ব্যক্তির সংশয় অপনীত করিয়া,

যাহা লাভ করা যায়, তাহারও ভাগ হইবে না। অথবা, উভয়ে পরস্পর বাদী হইয়া, সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা জন্য সমাগত হইলে, তাহার সম্যক্ নিরূপণ করিয়া দিয়া যে বস্ত্রাংশাদি লাভ করা যায়, তাহারও ভাগ হইবে না।

স্বজ্ঞানপ্রখ্যাপন অর্থাৎ শাস্ত্রাদিবিষয়ে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিভাবিত করিয়া, প্রতিগ্রহাদি দ্বারা যাহা লাভ হয়, তাহারও ভাগ হইবে না।

বাদ অর্থাৎ উভয় ব্যক্তির শাস্ত্রবিজ্ঞানঘটিত বিবাদে অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হউক, পরস্পরের জ্ঞানবিষয়ক বিবাদস্থলে প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিয়া, যাহা লব্ধ হয়, তাহারও ভাগ হইবে না।

প্রাধ্যয়ন অর্থাৎ বহু ব্যক্তির এক বিষয়ে প্রতিযোগিতাস্থলে প্রকৃষ্টরূপ অধ্যয়ন করিয়া, যাহা লাভ করা যায়, তাহারও ভাগ হইবে না।

এইরূপ, শিল্পাদি বিদ্যা দ্বারা চিত্রকর ও স্বর্ণকারাদিরা যাহা প্রাপ্ত হয় এবং দ্যূতক্রীড়া দ্বারা অন্যকে পরাস্ত করত, যে কিছু লাভ করা যায়, তাহারও নাম বিদ্যাধন। অন্যে তাহার ভাগ পাইবে না ॥ ৯৩ ॥

ইত্যাদি বচন সকলের ফলিতার্থ এই, যে কোন বিদ্যা দ্বারা যাহা কিছু লাভ হইয়া থাকে, তাহা অর্জ্জকের হইবে, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। ইহাই প্রদর্শন করিয়া, শ্রীকরাদি পণ্ডিতগণের ভ্রমনিরাস করিবার আশয়ে মহর্ষি কাত্যায়ন বিস্তারক্রমে বলিয়াছেন। অতএব, স্বজ্ঞানপ্রখ্যাপনাদি দ্বারা প্রতিগ্রহবলে যাহা কিছু লাভ করা যায়, তাহাও বিদ্যাধন। কেননা, বিদ্যা দেখিয়াই, বিদ্বান্‌কে ঐরূপ প্রতিগ্রহ দেওয়া হইয়া থাকে।

তথাহি, যম বলিয়াছেন, বিদ্যাশীল, নিত্যনৈমিত্তিকাদি-স্বধর্ম্মচারী, স্বল্প লাভেই সন্তুষ্ট, ক্ষমাপরায়ণ অর্থাৎ কেহ পীড়ন করিলে, ক্ষমতা সত্ত্বেও তদীয় পীড়নে পরাঙ্মুখ, ইন্দ্রিয়াদি-দমনশীল, সত্যবাদী, প্রত্যুপকারে যত্নপরায়ণ, বৃত্তিহীন অথবা শিলোঞ্ছাদি বৃত্তিবিশিষ্ট, গোগণের গ্রাস আহরণে নিযুক্ত ও ব্যাঘ্রাদি হইতে তাহাদের পরিত্রাণকারক এবং যাগশীল ব্রাহ্মণই দানের প্রকৃত পাত্র।

ব্রতহীন, মন্ত্রহীন, জাতিমাত্রোপজীবী, ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে না; শিলা কখন শিলাকে পার করিতে পারে না।

এইরূপে, বিদ্যাবত্তা দ্বারাই পাত্রত্ব এবং অবিদ্বানগণের অপাত্রত্ব স্থিরীকৃত হওয়াতে, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, বিদ্যাধ্যাপননিমিত্ত যাহা লব্ধ হয়, তাহাই বিদ্যাধন নামে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহা তাহারা পূর্ব্বোক্ত কাত্যায়নবচন না দেখিয়াই বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা কোন মতেই গ্রাহ্য নহে। বিদধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাহা হইতে বিদ্যাশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যাশব্দে সকলপ্রকার জ্ঞান, বুঝাইয়া থাকে। এতাবতা, শিল্পজ্ঞান, দ্যূতজ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ ধনমাত্রেই বিদ্যাধন সিদ্ধ হইল ॥ ৯৪ ॥

পুনশ্চ, শ্রীকরাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রতিগ্রহলব্ধ ধনকে যদি বিদ্যাধন বলা যায়, তাহা হইলে, যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের অভেদ দোষ সংঘটিত হয়। শ্রীকরের এই মতবাদও নিতান্ত মন্দ। কেননা, বিদ্যাধন সামান্যতঃ, যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহাদি নানা ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রেণীতে সম্বদ্ধ হইলেও, তত্তৎ ব্যক্তির কখন সংকীর্ণতা অর্থাৎ অভেদদোষ সংঘটিত হয় না। ইহার কারণ এই, যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, ইহারা চিরকালই পৃথক্। তজ্জন্য, যাজন ও অধ্যাপন কখন প্রতিগ্রহ হইতে পারে না।

ইহার দৃষ্টান্ত যেমন, গো সামান্যতঃ একরূপ হইলেও, নীল, কপিল ও কাপোতিক অর্থাৎ কপোতবর্ণাদি তত্তৎ শ্রেণীগত কোনরূপ সংকীর্ণতা অর্থাৎ অভেদ নির্দ্দেশ হয় না, ইহা সর্ব্বথা

নির্বিবাদ। অতএব, শিষ্য হইতে ও ঋত্বিক্তা হইতে প্রাপ্ত ধনকে বিদ্যাধন স্মরণ করিয়া কাত্যায়ন মহর্ষি যাজন ও অধ্যয়ন উভয় ব্যাপারের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত কিছুমাত্র ভীত হন নাই। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, শ্রীকরাচার্য্য, পূর্ব্বপক্ষমাত্র আশ্রয় করিয়া, ঐরূপ সংকীর্ণতাদোষের আরোপ করিয়াছেন। সুতরাং, উহা গ্রাহ্য নহে। ৯৫।

কাত্যায়ন শৌর্য্যাদি ধনের লক্ষণ করিয়াছেন। যথা, প্রাণসংশয় স্বীকার করিয়া, বলপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, প্রভু পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাতে যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তদুপলক্ষে যে কিছু ধন লাভ হইয়া থাকে, তাহাকে শৌর্য্যধন বলে। তাহার ভাগ হইবে না। সেইরূপ; ধ্বজাহৃত ধনও অবিভাজ্য হইয়া থাকে। শত্রুসৈন্য জয় করিয়া, স্বামীর জন্য প্রাণাম্ভ স্বীকার পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যাহা আহরণ করা যায়, তাহার নাম ধ্বজাহৃত ধন। ইহাও অন্যতর শৌর্য্যধন।

ভার্য্যার সহিত আগত অর্থাৎ ভার্য্যাপ্রাপ্তির সময়ে লব্ধ ধনের নাম বৈবাহিক ধন। তাহারও কেহ ভাগ পাইতে পারে না।

মনু ও বিষ্ণু উভয়ে অন্যান্য অবিভাজ্য ধনের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন, বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, কৃতান্ন, উদক, স্ত্রী, এবং যোগক্ষেম প্রচার এই সকল অবিভাজ্য।

এখানে বস্ত্রশব্দে অঙ্গযোজিত পংক্তিপরিচ্ছদার্থ বসন, পত্রশব্দে অশ্বাদি বাহন, অলঙ্কার অর্থাৎ অঙ্গুরীয়াদি আভরণ, কৃতান্ন অর্থাৎ লড্ডুকাদি, উদক অর্থাৎ কূপবাপীস্থ ব্যবহারযোগ্য জল, স্ত্রী অর্থাৎ দাসীব্যতীত স্ত্রী, যোগক্ষেমপ্রচার অর্থাৎ শয্যা, আসন, ভোজন ও আচমনাদির উপযুক্ত পাত্রাদি।

ব্যাসও বলিয়াছেন, যাজ্য, ক্ষেত্র, পত্র, কৃতান্ন, উদক ও স্ত্রী, এই সকল বস্তু, সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত অবিভাজ্য হইয়া থাকে।

যাজ্য অর্থাৎ যাগস্থান বা দেবতা; নতুবা যাজনলব্ধ ধন নহে। কেননা, তাহা বিদ্যাধনেরই অন্তর্গত। তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, গোগণের প্রচরণস্থান, রথ্যা বা পথ, অঙ্গযোজিত বস্ত্র, প্রাযোজ্য এবং শিল্পার্থ, এই সকল বস্তু বৃহস্পতির মতে অবিভাজ্য। প্রযোজ্যশব্দে যাহাতে যাহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন, পণ্ডিতের পুস্তকাদি। মূর্খের তাহাতে অধিকার নাই। শিল্পার্থ অর্থাৎ শিল্পের উপযুক্ত, উহাতে শিল্পীগণেরই প্রয়োজন, যাহারা শিল্পজ্ঞানশূন্য, তাহাদের প্রয়োজন নাই।

শঙ্খ ও লিখিতও বলিয়াছেন, প্রজাপতির মতে, বাস্তুর বিভাগ হয় না, উদকেরও ভাগ নাই, পাত্র ও অলঙ্কারও অবিভাজ্য এবং যাহার যাহা উপযুক্ত নহে, যেমন মূর্খের সম্বন্ধে পুস্তকাদি, তাহারও কেহ ভাগ পাইবে না। এইরূপ, স্ত্রী, অঙ্গযোজিত বস্ত্র, জল, প্রচার অর্থাৎ জলপ্রণালী অথবা যোগক্ষেমপ্রচার, রথ্যা, এই সকলও অবিভাজ্য। ৯৬।

পিতা বর্ত্তমানে যে বাস্তুভূমিতে যে ব্যক্তি গৃহ ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ করে, তাহা তাহার অবিভাজ্য হইয়া থাকে। কেননা, পিতা নিষেধ না করাতে, তাহা তাহার অনুমোদিত বলিতে হইবে।

এইরূপ পিতামহের যে দ্রব্য বহুকাল অক্ষমতা বশতঃ নষ্ট হইয়াছে অথবা প্রতীকারপরাঙ্মুখতাবশতঃ অন্যান্যেরা তাহার প্রতীকার করে নাই, পিতা আপনার ধন ব্যয় ও শরীরায়াস স্বীকার করিয়া তাহার প্রতীকার করিলে তাহা পিতারই হইয়া থাকে, সাধারণের নহে।

যথা, মনু বলিয়াছেন, পিতা পুত্র কর্ত্তৃক অনবাপ্ত অর্থাৎ অনুদ্ধৃত যে পিতামহধনের উদ্ধার করেন, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে, পুত্রেরা সে ধনের ভাগ পাইবে না।

এই বচনে, অনবাপ্তস্থলে যে অনবাপ্যং অথবা অনবাপ্য পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বথা অসঙ্গত।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতামহের যে হৃত দ্রব্য পিতা স্বশক্তি দ্বারা উপার্জ্জন করেন, এবং বিদ্যা ও শৌর্য্যাদি দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতে, পিতার স্বামিত্ব। সুতরাং, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে তাহার দান বা ভোগ করিবেন। তাঁহার পরলোক হইলে, পুত্রেরা তাহার সমান অংশ করিয়া লইবে।

এখানে স্বশক্তিপদে অসাধারণ ধন ও শরীরব্যাপার দর্শন করান হইয়াছে। উল্লিখিত দুই বচনেই পিতৃপদ উপলক্ষ মাত্র। যে ব্যক্তি উদ্ধার করিবে, তাহা তাহারই হইবে, ইহাই প্রতিপাদনজন্য স্বোপার্জ্জিতপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ, স্বোপার্জ্জিত অক্রমাগত দ্রব্যের ন্যায় ক্রমাগত অর্থাৎ পিতাদি হইতে প্রাপ্ত ধন উদ্ধৃত হইলেও, উক্তরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। কেবল, ভূসম্পত্তিতে এই বিধি বর্ত্তিবে না।

ভূমিসম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, শঙ্খ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একাকীই পূর্ব্ববিনষ্ট ভূমি শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক উদ্ধার করে, অন্যান্যেরা তাহারে তাহার চতুর্থ অংশ প্রদান করিয়া, যথাযথ ভাগ করিয়া লইবে।

যদিও এখানে, এবকার অর্থাৎ ইশব্দ প্রয়োগ করাতে, অসাধারণ ধন ও শরীরব্যাপার বুঝাইয়া থাকে, তথাপি, উদ্ধারকর্ত্তার তাহাতে অসাধারণ্য নাই। উদ্ধৃত ভূমির চতুর্থাংশ অধিক তাহাকে দিতে হইবে॥ ৭৭॥

ইতি বিভাজ্য ও অবিভাজ্য নিরূপণ সম্পূর্ণ।

সম্প্রতি বিভাগের পর যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তাহার যেরূপ বিভাগপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতেছে। মনু ও নারদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বিভাগের পর জন্ম গ্রহণ করিলে, পিতারই ধন পাওয়া যায়। এবং পিতার সহিত যাহারা সংসৃষ্ট থাকে, তাহাদের সহিত ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইহার অর্থ এই, যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগী করিয়া দিয়া, স্বয়ং শাস্ত্রমত ভাগ গ্রহণ করিয়া, পুত্রের সহিত বিভক্ত অবস্থায় পরলোকগামী হন, তাহা হইলে, বিভাগের পর সমুদ্ভূত পুত্র পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে; উহাই তাহার ভাগ।

পুনশ্চ, যদি পিতা কোন পুত্রের সহিত অবিভক্ত থাকিয়া, পরলোক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে আপনার ভাগ গ্রহণ করিবে।

যথা, গৌতম বলিয়াছেন, বিভক্তজ পুত্র পিতৃধনই প্রাপ্ত হয়। বিভাগের পর যাহার গর্ভাধান হয়, তাহার নাম বিভক্তজ, অর্থাৎ বিভক্ত অবস্থায় পিতা কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত। গর্ভাধান ব্যতিরেকে জনকের জননব্যাপার সম্ভব নহে। অতএব স্ত্রী অজ্ঞাতগর্ভা থাকিতে, যদি পুত্রেরা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে, বিভাগের পর প্রসূত পুত্র তাহাদের নিকট হইতে ভাগ গ্রহণ করিবে; কেবল একমাত্র পুত্র নহে, বহু পুত্র, বিভক্ত হইবার পর জন্মিলেও, পৈতৃক ধনের অংশ লইবে। এস্থলে বিশেষ এই, পিতা যদি বিভাগের পূর্ব্বে পত্নীকে অন্তর্বত্নী জানিয়া, গর্ভস্থের ভাগ রাখিয়া বিভাগ করেন, তাহা হইলে, বিভক্তজ পুত্রের অভাবে অন্যান্য পুত্রেরা সেই ভাগের অংশ করিয়া লইবে। আর, যদি পিতা পত্নীকে নিশ্চয়ই গর্ভবতী জানিয়াও, স্বাধীনতা বশতঃ সমস্ত ধন পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, বিভক্ত পুত্রগণের সেই ভাগে স্বামিত্ব সংঘটিত হওয়াতে, গর্ভস্থ পুত্র তাহার ভাগ পাইবে না, পিতার প্রাপ্ত ধনেরই ভাগাধিকারী হইবে। পুনরায় অন্য বিভক্তজ পুত্র জন্মিলে, তাহার প্রথমোক্ত বিভক্তজের তুল্যাংশ হইবে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সহোদর বা বৈমাত্রেয় যে কেহ ভ্রাতা পিতার সহিত বিভক্ত হইলে, তাহাদের অনন্তরজাত ভ্রাতৃগণ কেবল পিতৃভাগেরই অধিকারী হইবে। কেননা, পূর্ব্বজাত পুত্রেরা যেমন পিতৃভাগে অনীশ অর্থাৎ স্বামিত্বহীন, বিভক্তজ পুত্রেরাও তেমন ভ্রাতৃভাগে প্রভুত্বশূন্য ॥ ৭৮ ॥

বিভাগের পূর্ব্বজাত পুত্র পৈতৃক ধনের অধিকার প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ বিভক্তজ পুত্রও ভ্রাতৃভাগের অধিকারী হয় না।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পুত্রগণের সহিত বিভক্ত হইয়া, পিতা স্বয়ং যাহা অর্জ্জন করেন, বিভক্তজ পুত্র তৎ সমস্ত গ্রহণ করিবে, পূর্ব্বজ পুত্রগণের তাহাতে স্বামিত্ব নাই। ধনে যেমন স্বামিত্ব নাই, ঋণ, দান, বন্ধক ও ক্রয় সম্বন্ধেও সেইরূপ স্বামিত্বাভাব।

এখানে সমস্তশব্দপ্রয়োগ করাতে, ইহাই প্রদর্শিত হইল, পিতার অর্জ্জিত বহুতর ধনও বিভক্তজ পুত্র গ্রহণ করিবে।

পুনশ্চ, পিতা যাহা স্বয়ং অর্জ্জন করেন, ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ংশব্দ প্রয়োগ থাকাতে ইহাও বুঝিতে হইবে, বিভাগের পর পিতা সংসৃষ্ট থাকিয়াও, আপনার ধন ও পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করেন, একমাত্র বিভক্তজ পুত্রই তাহা পাইবে, সংসৃষ্ট ভ্রাতারা পাইবে না।

বিভাগের পর পিতা যে ঋণ করেন, বিভক্তজ পুত্রই তাহার শোধ করিবে, অন্যান্য ভ্রাতারা নহে। পুনশ্চ পিতা যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, অথবা যাহা বন্ধক দিয়াছেন; কিংবা কোন বস্তু ক্রয় করিয়া যদি মূল্য দিয়া না থাকেন, বিভক্তজ পুত্রই তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিবে।

অশৌচ ও উদকক্রিয়া ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে উক্ত ভ্রাতৃগণের পরস্পরের প্রভুত্ব নাই।

এই বচনে অশৌচ ও উদকক্রিয়া মাত্র প্রদর্শন করিয়া, ধনাধিকারসম্বন্ধে পরস্পরের প্রভুত্ব সুদূরে নিরাকৃত করিলেন। এই ব্যবস্থা কেবল পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনমাত্রেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পিতা যদি পিতামহের ভূম্যাদি ধন ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, গ্রহণ করিবে। কেননা, মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে, তাহার ভাগ হইতে পারে না।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতৃকর্তৃক বিভক্ত পুত্রেরা বিভাগের পর সমুৎপন্ন ভ্রাতাকে বিভাগ প্রদান করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বিভক্ত হইবার পর, সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র জন্মে, সে পূর্ব্বজাত ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে ব্যয়াবশিষ্ট দৃশ্য ভূমি প্রভৃতির বিভাগ প্রাপ্ত হইবে।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লিখিত ব্যবস্থা পিতামহধনেই ঘটিয়া থাকে। তাহা না হইলে, বিভক্তজ পুত্র কেবল পিতার ধনই পাইবে, এই বচনের সহিত বিরোধ ঘটে এবং মাতার রজোনিবৃত্তিবিষয়ক যুক্তিও নিরর্থক হইয়া উঠে ॥ ৭৯ ॥

অধুনা, বিভাগের পর আগত ব্যক্তির ভাগব্যবস্থা কীর্ত্তন করা যাইতেছে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বিভাগ হউক বা না হউক, সাধারণ ধনের অংশী দৃষ্ট হইলে, তাহাকে ভাগ দিতে হইবে।

পিতামহের যে কিছু ঋণ, ক্ষেত্র বা গৃহ লেখ্য অর্থাৎ দলিলে লেখা থাকে, বহুকাল প্রবাসের পর আগমন করিয়া, তাহার ভাগ পাওয়া যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি গোত্রসাধারণ ধন ত্যাগ করিয়া, অন্য দেশে বাস করে, তাহার বংশের কেহ আগমন করিলে, তাহাকে ভাগ দিতে হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।

তৃতীয়, বা পঞ্চম অথবা সপ্তম পুরুষ হইলেও, যদি তাহার জন্ম ও নাম জানা যায়, তাহা হইলে, সে পিতামহধনের অংশ পাইবে।

বংশপরম্পরাক্রমে তদ্দেশবাসী ও প্রতিবাসীরা যাহাকে প্রবাসী বলিয়া, অবগত থাকে, তাহার বংশীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, জ্ঞাতিগণ তাহাকে ভূসম্পত্তির অংশ প্রদান করিবে।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, চিরপ্রবাসী ব্যক্তির বংশীয় যে কেহ উপস্থিত হইয়া, বংশপরম্পরাক্রমে তদ্দেশবাসী ও প্রতিবাসীগণের সাহায্যে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া, ভাগ গ্রহণ করিবে। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাগ পাইবে। অষ্টমাদি পুরুষেরা প্রাপ্ত হইবে না ॥ ১০০ ॥

ইতি বিভাগানন্তরাগতবিভাগ সম্পূর্ণ।

সম্প্রতি এক পিতার ঔরসে সবর্ণা ও ভিন্নবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রগণের বিভাগবিধি কথিত হইতেছে।

সবর্ণার পাণিগ্রহণের পর ভিন্নবর্ণার পাণিগ্রহণ প্রচলিত আছে। তথাহি, মনু বলিয়াছেন, দ্বিজাতিগণ বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমে সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন; ইহাই প্রশস্ত কল্প। কামতঃ প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমশঃ বক্ষ্যমাণ বিধানে নিম্নজাতীয়া স্ত্রী পরিগ্রহ করিবে। শূদ্র কেবল শূদ্রারই পাণিপীড়নে প্রবৃত্ত হইবে; বৈশ্য শূদ্র ও সজাতীয় কন্যার বিবাহ করিবে; রাজা শূদ্র ও বৈশ্যজাতীয়া এবং সবর্ণা পত্নীর পরিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন। আর, ব্রাহ্মণ চারি বর্ণেরই পাণিপীড়ন করিবেন।

ইহাতে স্পষ্ট বলা হইল, নিম্নজাতীয় পুরুষ উৎকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীর পাণিপীড়নে প্রবৃত্ত হইবে না। উহা তাহার পক্ষে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। আর, কামতঃশব্দপ্রয়োগ থাকাতে, দোষের অল্পত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে; নতুবা দোষাভাব নহে।

যথা, শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, সকলেই সজাতীয়া ভার্য্যা পরিগ্রহ করিবে। উহাতে তাহাদের শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে। ইহাই প্রথমকল্প আর ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই ও শূদ্রের এক বিবাহ অনুকল্প। সুতরাং, প্রথম কল্প ত্যাগ করিয়া অনুকল্পের আশ্রয় করিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহাও জানান হইল। অনুকল্প বিবাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। উপরে যে চারি তিন ইত্যাদি বলা হইল, তাহা জাতিগত বুঝিতে হইবে। সুতরাং, ব্রাহ্মণ পাঁচ ছয়টী ব্রাহ্মণী কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার দোষ হইবে না ॥ ১০১ ॥

ক্ষত্রিয়াদি এই সকল কন্যা পরিণীতা হইলেই, ভার্য্যারূপে গণ্য হইবে।

তথাহি, পৈঠীনসি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের চারিটী পরিণীতা পত্নী, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের বিবাহিতা একমাত্র স্ত্রী।

অনুলোমবিধানেও ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যার পাণিপীড়ন করিলে, বহুলদোষগ্রস্ত হইয়া থাকেন। যথা, মনু ও বিষ্ণু বলিয়াছেন, দ্বিজাতিরা মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রী পরিগ্রহ করিলে, সন্তানের সহিত স্বীয় বংশের শূদ্রতা আশু সমুদ্ভাবন করেন।

অত্রি ও গৌতম বলিয়াছেন, শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিলে, পতিত হইতে হয়।

শৌনক বলিয়াছেন, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলেই, পতিত হইতে হয়।

ভৃগু বলেন, সেই পুত্রের পুত্র হইলে, পতিত হইতে হয়।

শূদ্রাকে নিজ শয্যায় আরোপিত করিলেই, ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। এবং তাহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলেই, ব্রাহ্মণের হানি হইয়া থাকে।

এই সকল ব্যবস্থা ক্রমোঢ়াবিষয়ক। আর, হারীত যাহা বলিয়াছেন, মন্বাদি বাক্যের সহিত তাহার ঐক্য থাকাতে, শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণস্থলেই তাহা ঘটিয়া থাকে।

যথা, হারীত বলিয়াছেন, আর কেহই ব্রহ্মহত্যাকারী নহে, শূদ্রার পতিই ব্রহ্মহত্যাকারী-পদবাচ্য। কেননা, যে ব্যক্তি শূদ্রাতে গর্ভাধান করে, সেই ব্রাহ্মণহত্যা করিয়া থাকে।

এইজন্য, শঙ্খ শূদ্রা ত্যাগ করিয়া, দ্বিজাতিভার্য্যাপরিগ্রহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, ব্রাহ্মণের এই তিন ভার্য্যা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আর, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং বৈশ্যের বৈশ্যা ও শূদ্রের শূদ্রাই ভার্য্যা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অতএব, স্বয়ং অনূঢ়া অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে অপত্য উৎপাদন করিলে, ঐ সকল দোষ হয় না; কিন্তু স্বল্পমাত্র দোষ হইয়া থাকে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও সামান্য। পরে ইহা বলিবেন ॥১০২॥

মনু চাতুর্ব্বর্ণ্য পুত্রের এইরূপ বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, ব্রাহ্মণীর গর্ভজ পুত্র পিতৃধনের তিন অংশ, ক্ষত্রিয়পুত্র অংশদ্বয়, বৈশ্যাপুত্র সার্দ্ধৈক ভাগ ও শূদ্রাপুত্র একভাগ লইবে।

অথবা সমুদায় ধন দশ ভাগ করিয়া, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ বিধানে ধর্ম্মসঙ্গত বিভাগ করিয়া দিবেন। যথা, ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ লইবেন, ক্ষত্রিয়পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যপুত্র দুই ভাগ ও শূদ্রপুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে।

কিঞ্চিৎ গুণবত্তানুসারে উক্তরূপ বিভাগপ্রকারদ্বয় কথিত হইয়াছে। তথাহি বিষ্ণু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের যদি চারি স্ত্রীতে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়, এই অবধি, উল্লিখিত ক্রমানুসারে অন্যত্রও অংশ কল্পনা করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত, উল্লেখ করিয়া, যে বিষ্ণুসূত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ যথা,

ব্রাহ্মণের চারি পত্নীতেই পুত্র জন্মিলে, সমুদায় ধন দশ ভাগ করিয়া, ব্রাহ্মণীপুত্রকে চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্রকে তিন ভাগ, বৈশ্যাপুত্রকে দুই ভাগ ও শূদ্রাপুত্রকে এক ভাগ দিবে।

শূদ্রা ব্যতীত অন্য তিন স্ত্রীর পুত্র জন্মিলে, নয় ভাগ করিয়া, যথাক্রমে চারি, তিন ও দুই ভাগ লইবে।

ক্ষত্রিয়াপুত্র না থাকিলে, সাত ভাগ করিয়া চারি, দুই ও এক ভাগ ক্রমে গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণীর পুত্র যদি না থাকে, ছয় ভাগ করিয়া তিন, দুই ও এক ভাগ ক্রমে লইতে হইবে।

ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত পুত্রেরাও এইরূপে ছয় ভাগ করিয়া, গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজ পুত্রেরা সাত ভাগ করিয়া, যথাক্রমে চারি ও তিন ভাগ লইবে।

ব্রাহ্মণী ও বৈশ্যাপুত্রেরা ছয় ভাগ করিয়া, চারি ও দুই ভাগ ক্রমে গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণী ও শূদ্রার পুত্রেরা পাঁচ ভাগ করিয়া, যথাক্রমে চারি ও এক অংশ লইবে।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যপুত্র থাকিলে, পাঁচ ভাগ করিয়া, তিন ও দুই ক্রমে গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণের অথবা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও শূদ্রা পুত্রেরা চারি ভাগ করিয়া, যথাক্রমে তিন ও এক ভাগ লইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজ পুত্রেরা দুই ও এক ভাগক্রমে তিন ভাগ করিয়া, গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণীর পুত্রদ্বয় ও এক শূদ্রাপুত্র থাকিলে, সমুদায় বিষয় নয় অংশ করিয়া, ব্রাহ্মণীপুত্রদ্বয় ভাটিয়া ও অবশিষ্ট অংশ শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিবে।

শূদ্রের দুই পুত্র ও ব্রাহ্মণীর এক পুত্র থাকিলে, ছয় ভাগ করিয়া, ব্রাহ্মণীপুত্র চারিভাগ ও শূদ্রাপুত্র দুই ভাগ লইবে।

ব্রাহ্মণীর এক পুত্র ও ক্ষত্রিয়ের দুই পুত্র থাকিলে, চারি ও ছয় ভাগ ক্রমে দশ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে॥ ১০৩॥

ব্রাহ্মণজাত ক্ষত্রিয়াপুত্র যদি জন্ম দ্বারা সকলের জ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণীপুত্রের সমান অংশ পাইবে। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জাত বৈশ্যপুত্র যদি ঐরূপ সকলের জ্যেষ্ঠ ও গুণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, তদনুরূপে তুল্যাংশভাগী হইবে।

যথা, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বিপ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র জন্মজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হইলে, ব্রাহ্মণীপুত্রের সমান অংশ পাইবে। ক্ষত্রিয়াজাত বৈশ্যপুত্র ঐরূপ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবিশিষ্ট হইলে, ক্ষত্রিয়াপুত্রের তুল্য অংশ প্রাপ্ত হইবে।

বৌধায়ন বলিয়াছেন, সবর্ণার পুত্র ও অনন্তরার পুত্র, উভয়ের মধ্যে অনন্তরাপুত্র গুণবান্ ও জ্যেষ্ঠ হইলে, জ্যেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবে। কেননা, গুণবান্ অবশিষ্টগণের ভরণপোষণ করিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইল, জ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ হইলে, শূদ্রার পুত্রও বৈশ্যাপুত্রের তুল্যাংশ লইবে।

তবে, বিশেষ এই, পিতা প্রতিগ্রহ দ্বারা যে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন, তাহা ব্রাহ্মণীপুত্রেরই অর্হিয়া থাকে, ক্ষত্রিয়াদির নহে। আর, পুরুষানুক্রমিক গৃহ ও ক্ষেত্র দ্বিজাতিপুত্রেরাই পাইবে; শূদ্রপুত্র নহে।

তথাহি, বৃহন্মনু বলিয়াছেন, ব্রহ্মদায়াগতা অর্থাৎ প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমি ব্রাহ্মণীপুত্রেরই প্রাপ্য হইয়া থাকে। আর, ক্রমাগত গৃহ ও ক্ষেত্র দ্বিজপুত্রগণের অধিকারগত হইবে।

এখানে ক্রমাগতশব্দে পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতির গৃহীত; উহাতে সকল দ্বিজাতিপুত্রেরই সম্বন্ধ। কেননা, কোনরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ নাই।

প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমিতে ক্ষত্রিয়াদি পুত্রগণের অধিকার নিষেধ করিয়া, তদীয় নপ্তা প্রভৃতিরও অধিকারাভাব জানান হইল।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমি ক্ষত্রিয়াদির পুত্রকে প্রদান করিবে না। যদিও ইহার পিতা দান করেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণীপুত্র তাহা লইবেন।

এতাবতা, প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমিকেই ব্রহ্মদায়াগত বলিয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মশব্দে বেদ। তাহার অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞানবত্তা দ্বারাই প্রতিগ্রহপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। নতুবা, মনুর কথিত অর্চ্চনা দ্বারা লব্ধ ভূমিকে ব্রহ্মদায়াগতা বলে না।

যথা, মনু বলিয়াছেন, যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুকুল হইতে বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন, রাজা তাঁহাদের পূজা করিবেন। নৃপগণের পক্ষে ইহা অক্ষয় ব্রাহ্মবিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

পূজাশব্দে পারিতোষার্থক ক্রিয়া। এই বচনে সেই পূজার বিধি আছে। অতএব, তৎপ্রসঙ্গে যে দান করা হয়, তাহা পরিতোষের নিমিত্ত, অদৃষ্টার্থক নহে। অদৃষ্টনিমিত্ত যে দ্রব্য ত্যাগ করা যায়, তাহার স্বীকার করার নাম প্রতিগ্রহ। অথবা, মনু অর্চ্চনা দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির অধিকার প্রতিষেধ করিয়াছেন,; আর, বৃহস্পতি প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমির অধিকারের ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। এতাবতা প্রতীত হইল, একমাত্র ব্রাহ্মণীপুত্রই এই দ্বিবিধ ভূসম্পত্তির অধিকারী; অন্যান্যেরা নহে॥ ১০৪॥

ব্রাহ্মণের ভূমিমাত্রই যে ব্রাহ্মদায়শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। দ্বিজাতিপুত্রগণের ক্রমাগত গৃহ ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে বাচনিকতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অর্থাৎ,

প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য ভূমিতে ক্ষত্রিয়াদির গর্ভজাত অন্যান্য পুত্রের যখন অধিকার বলিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, কেবল প্রতিগ্রহপ্রাপ্ত ভূমিই ব্রহ্মদায়পদবাচ্য। পুনশ্চ, কেবল শূদ্রাপুত্রেরই ঐরূপ গৃহ ও ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষেধ করিয়াছেন।

যথা, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, দ্বিজাতিগণ কর্তৃক শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র ভূসম্পত্তির ভাগ পাইবে না। সজাতীয় গর্ভজাত অর্থাৎ শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা।

এখানে, ভূমিমাত্রের অধিকার শূদ্রাপুত্রে প্রতিষিদ্ধ করিয়া, স্পষ্টই প্রতিপাদন করিলেন, দ্বিজাতিগণ ক্রয় ও প্রদানাদি দ্বারা যে ভূমি সংগ্রহ করেন, তাহাতেও শূদ্রাপুত্রের অধিকার নাই।

ব্রাহ্মণের যদি একমাত্র শূদ্রপুত্র থাকে, তাহা হইলে, সে তৃতীয় ভাগ অধিকার করিবে এবং ভাগদ্বয় সপিণ্ডেরা পাইবেন। সপিণ্ডাভাবে সকুল্যগণে বর্ত্তিবে এবং তদভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পাইবে।

যথা, দেবল বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের একমাত্র নিষাদ পুত্র থাকিলে, তৃতীয় ভাগ পাইবে; আর, সপিণ্ড ভাগদ্বয় গ্রহণ করিবে; তদভাবে সকুল্য ও তদভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পাইবে।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রার গর্ভে সমুৎপন্ন পুত্রকে নিষাদ বলিয়া থাকে। সপিণ্ড ও সকুল্য উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা পরে বলিবেন ॥ ১০৫ ॥

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়ের যদি একমাত্র শূদ্রপুত্রই থাকে, তাহা হইলে, সে ধনের অর্দ্ধাংশ পাইবে। আর অর্দ্ধ বক্ষ্যমাণ অপুত্র ধনাধিকারিগণ গ্রহণ করিবে।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়ের একমাত্র শূদ্রপুত্র অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে। আর অপুত্রক ধনের যেরূপ গতি হয়, অপর অর্দ্ধের সেইরূপই হইবে। বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন হইলেই, শূদ্রাপুত্র ঐরূপ তৃতীয় ও অর্দ্ধাংশভাগী হইয়া থাকে জানিবে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, অন্য পুত্র থাকুক আর নাই থাকুক, শূদ্রপুত্রকে ধর্ম্মতঃ দশম অংশের অধিক দিবে না।

এস্থলে, দ্বিজপুত্রের অভাবেও দশমাংশের অধিক দান নিষেধ করাতে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, পূর্ব্ব বচনে যে তৃতীয় ও অর্দ্ধাংশ দান বিহিত হইয়াছে, তাহা কেবল বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন শূদ্রপুত্রেই ঘটিবে।

তবে যে মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহাদের শূদ্রাপুত্র ধনের ভাগ পাইবে না। পিতা ইহাকে যাহা দিবেন, তাহাই ইহার ধন হইবে।

এই বচনে, শূদ্রাপুত্রের কেবল ধনভাগিত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। নতুবা শূদ্রাপুত্র পিতৃপ্রসাদ-লব্ধ ধনের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ বিধির কোন বাধাই দৃষ্ট হয় না।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, অন্য অপত্য না থাকিলে, যদি শূদ্রাপুত্র পিতার সেবায় নিযুক্ত ও গুণবান্ হয়, তাহা হইলে, জীবিকার্থ ধন পাইবে; অবশিষ্ট, সপিণ্ডগণের হইবে।

ইহার অর্থ এই, শূদ্রাপুত্রকে তাহার জীবনযাত্রার উপযোগী কৃষ্যাদির জন্য কিছু ধন দিতে হইবে। নির্গুণ হইলে কেবল পাদসেবার জন্য ছাত্রের ন্যায় অন্নাচ্ছাদন নির্ব্বাহের উপযোগী কিছু প্রদান করিবে ॥ ১০৬ ॥

পুনশ্চ, মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ কামবশতঃ শূদ্রার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেন, সে পারণ অর্থাৎ জীবিতসত্বেও শব; এইজন্য তাহার নাম পারশব।

মনুর এই বচন অপরিণীতা শূদ্রাপুত্রবিষয়ক। কেননা, পরিণীতা শূদ্রাপত্নীতে একবার ঋতু-কাল গমনের বিধি বিহিত হইয়াছে। সেই একবার গমনেই গর্ভাধান হইয়া থাকে, দ্বিতীয়াদি গমনে নহে।

যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ভ্রাতা নিঃসন্তান মরিলে, নিয়োগবিধির অনুসরণক্রমে ঋতুকালে একবার তাহাতে উপগমন করিবে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, শুক্লবস্ত্রপরিধানা ও নিয়মপরায়ণা স্ত্রীতে যথাবিধি উপগমন করিয়া, যতদিন না গর্ভ হয়, তাবৎ প্রত্যেক ঋতুতে এক এক বার সঙ্গত হইবে।

প্রথম উপগমনমাত্রেই গর্ভাধান হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে, এক একবার, এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ দৃষ্টার্থ; অন্যথা, ইহার অদৃষ্টার্থত্ব কল্পনা করিতে হয়। অর্থাৎ পুত্রোৎপাদনার্থ প্রাথমিক অভিগমনই শাস্ত্রার্থ; দ্বিতীয়াদি অভিগমন পুত্রজননরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন নিমিত্ত। এইজন্য, লোকব্যবহারেও, প্রথম অভিগমনের দিবস অবলম্বন করিয়া, মঙ্গলাচরণার্থ তত্তৎ মাস বিহিত পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি সংস্কার সম্পাদন জন্য মাসগণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে, কামবশতঃ পুত্র উৎপাদন করে, ইত্যাদি বচন অবিবাহিতা শূদ্রপত্নীতেই ঘটিয়া থাকে॥ ১০৭॥

কিন্তু, শূদ্রের অপরিণীতা দাসী প্রভৃতি শূদ্রাপুত্র পিতার অনুমতিক্রমে পুত্রান্তরের তুল্যাংশভাগী হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, দাসী বা দাসের দাসী, ইহাদের গর্ভে শূদ্রের যে পুত্র জন্মে, সে পিতার অনুজ্ঞাক্রমে অংশ পাইয়া থাকে, ইহা ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা। অনুমতি না থাকিলে, অর্দ্ধাংশ পাইবে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, শূদ্রকর্ত্তৃক দাসীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পিতার ইচ্ছাক্রমে সমান অংশ প্রাপ্ত হয়। পিতার পরলোক হইলে, অর্দ্ধাংশভাগী হইয়া থাকে।

পরিণীতা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র না থাকিলে, সেই শূদ্রাদাসীপুত্র সমস্ত ধনের অধিকারী হয়। দৌহিত্র না থাকিলে, ঐরূপ ব্যবস্থা। থাকিলে, সমগ্র ধন পাইবে না।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ভ্রাতৃশূন্য শূদ্রা দাসীপুত্র, দৌহিত্র না থাকিলে, শূদ্রাপত্নির সমস্ত ধনে অধিকারী হয়।

দৌহিত্র থাকিলে, সমান ভাগ পাইবে। কেননা, এসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ বিধি নাই। তথাহি, অপরিণীতার গর্ভজাত হইলেও, উহার পুত্রত্বসম্বন্ধ আছে। অপরের বিবাহিতা গর্ভজাত হইলেও, দৌহিত্রসম্বন্ধ সংঘটনবশতঃ শূদ্রদাসীপুত্র ও দৌহিত্র উভয়ের তুল্যাংশ প্রাপ্তি যুক্তিসিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১০৮॥

ইতি অনুলোমজ পুত্রবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, পুত্রিকাকরণের পর ঔরসপুত্র জন্মিলে. উভয়ের যেরূপ বিভাগ বিহিত, তাহা বর্ণন করা হইতেছে।

পুত্রিকা ও ঔরসপুত্র উভয়ে তুল্য ভাগ পাইবে। কিন্তু পুত্রিকা জ্যেষ্ঠ বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিংশোদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে না।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পুত্রিকাকরণের পর যদি পুত্র জন্মে, তাহা হইলে সমান ভাগ হইবে। স্ত্রীর কখন জ্যেষ্ঠতা ধর্ত্তব্য নহে।

ইহার যুক্তি এই, পুত্রিকা স্বয়ং জ্যেষ্ঠ পুত্রের কার্য্য করিতে পারে না। স্বপুত্র দ্বারাই পিণ্ড দান করিয়া থাকে, এই কারণে পুত্রিকার জ্যেষ্ঠত্ব নাই।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পুত্রহীন ব্যক্তি এইরূপ বিধানে কন্যাকে পুত্রিকা করিবে যে, ইহার গর্ভে যে অপত্য জন্মিবে, সে আমার শ্রাদ্ধকারী হইবে।

পুনশ্চ, পুত্রিকার গর্ভে প্রথমে পুত্র জন্মিলে, যদি তাহার পর ঔরস পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা

হইলেও পুত্রিকাপুত্রের জ্যেষ্ঠতা সিদ্ধ হইবে। কেনন', পুত্রিকার পুত্র পৌত্র বলিয়া, শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, পুত্রিকা করা হউক, আর নাই হউক, পুত্রী অনুরূপ পতির ঔরসে যে পুত্র লাভ করে, সেই পুত্র দ্বারা মাতামহ পৌত্রী অর্থাৎ পৌত্রযুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব সে তাহার পিণ্ড দিয়া, ধন গ্রহণ করিবে।

ফলতঃ, পুত্রিকাই প্রকৃত পুত্র। এই কারণে তাহার পুত্র পৌত্র হইয়া থাকে। তদ্বিশিষ্টকে পৌত্রী বলে। জ্যেষ্ঠ বলিয়া, পৌত্রের অধিক ভাগপ্রাপ্তি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না ॥১০৯॥

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, আমি এই ভ্রাতৃহীনা দুহিতাকে অলঙ্কৃতা করিয়া, তোমারে সম্প্রদান করিতেছি। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার পুত্র হইবে।

এই বচনে পুত্রিকাপুত্রেরই পুত্রত্ব বলিয়াছেন। এই কারণে পুত্রিকা ও তৎপুত্রের পুত্রত্ব ঘটাতে, মনুবচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পিণ্ডদানমাত্রযোগপ্রযুক্ত ইহার পুত্রত্ব গৌণ। পুত্র দ্বারা পুত্রিকার পিণ্ডদাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, পুত্রিকাপুত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং পুত্রিকা পরে ক্সম্বন্ধে পিণ্ডদানে অধিকারবিশিষ্ট। তথাপি, পুত্রিকার অঙ্গজ বলিয়', তাঁহারই প্রাধান্য, বুঝিতে হইবে।

পুত্রিকা ও ঔরস পুত্র সবর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিভাগ অর্থাৎ পরস্পর সমান ভাগ পাইবে। আর অসবর্ণ হইলে, অসবর্ণ ও ঔরস পুত্র যেরূপ তিন, দুই ও এক ভাগ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই পাইবে। পুত্রিকা ও ঔরস পুত্র পরস্পর সমান। পুত্রিকা করিলেও, যদি সে পুত্রবতী না হইতেই বিধবা হয়, অথবা বন্ধ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে পিতৃধনে অধিকার পাইবে না। কেননা, শ্রাদ্ধকারী পুত্রের নিমিত্তই পুত্রিকা করা হইয়াছে। সেই পুত্রের অভাব হইলে সেই পুত্রিকা অগত্যা অন্য দুহিতার সমান হইবে। অর্থাৎ পুত্রিকা ভিন্ন অন্যান্য কন্যা যেমন পুত্রহীনা, পতিহীনা ও বন্ধ্যা হইলে, অনন্তরাধিকারীরা তদীয় পিতৃধন পাইয়া থাকে, প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ বিধি অবলম্বিত হইবে ॥ ১১০ ॥

ঔরস পুত্রের সহিত ক্ষেত্রজপ্রমুখ পুত্রগণের বিভাগপ্রসঙ্গে, যাহারা পিতার সবর্ণ এবং ঔরস অপেক্ষা উত্তমবর্ণ অথবা তাহার সমানবর্ণ, তাহারা ঔরসপুত্রভাগের তৃতীয়াংশভাগী হইবে। উত্তম ও সমান বর্ণ ভেদে ঐ সকল পুত্রের নাম যথা, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়জ, অপবিদ্ধ, সহোঢ়, পৌনর্ভব, দত্তক, স্বয়মুপাগত, কৃতক ও ক্রীত।

দেবল এই দ্বাদশ পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছেন, বংশরক্ষার্থ এই দ্বাদশ পুত্র কথিত হইল। ইহাদের মধ্যে ঔরস, পৌনর্ভব ও পুত্রিকা, এই তিনটী আত্মজ, ক্ষেত্রজপুত্র পরজ অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত, আর, দত্ত, ক্রীত, সহোঢ়, কানীন, কৃতক এই পাঁচটী লব্ধ এবং অপবিদ্ধ, স্বয়মুপাগত ও গূঢ়জ এই তিন পুত্র যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ বিনা যত্নে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয় পুত্র সপিণ্ডাদির ধনাধিকারী হইয়া থাকে, অপর ছয় জন পিতারই ধন প্রাপ্ত হয়।

অধুনা, আনুপূর্ব্ব্যক্রমে ইহাদের মধ্যে বিশেষ বলা যাইতেছে। যথা, ঔরস পুত্রের অভাবে, সকল পুত্রই পিতার ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে, ইহাদের মধ্যে কাহারই আর জ্যেষ্ঠত্ব থাকে না। ইহাদের মধ্যে সবর্ণ পুত্রেরা ঔরস সত্ত্বেও, তাহার তৃতীয়াংশ ধন প্রাপ্ত হয়। আর, হীনবর্ণ হইলে, গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে।

এই বচনের ফলিতার্থ এই, ঔরসাদি প্রথম ছয় পুত্র কেবল পিতার ধন পায়, এমন নহে; সপিণ্ডাদিরও ধনভাগী হয়। ক্ষেত্রজাদি পরভূত পুত্রেরা পিতারই ধন পায়; সপিণ্ডাদির ধনে তাহাদের অধিকার নাই। পুত্রিকাও সাক্ষাৎ ঔরসসদৃশ। তজ্জন্য তাহারও এইরূপ

ভাগক্রম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পিতা অপেক্ষা হীনবর্ণ; কিন্তু ঔরস পুত্রের সমবর্ণ বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টবর্ণ, তাহারা যথাক্রমে গুণবত্তা ও গুণহীনতা অনুসারে ঔরস পুত্রের পঞ্চম বা ষষ্ঠ অংশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ গুণবান্ হইলে, পঞ্চম অংশ; আর গুণহীন হইলে ষষ্ঠ অংশ প্রাপ্ত হয়।

যথা, মনু বলিয়াছেন, ঔরস পুত্র পিতৃধনবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই ধন হইতে সগুণ ক্ষেত্রজাদিকে পঞ্চম অংশ এবং নিগুর্ণদিগকে ষষ্ঠ অংশ প্রদান করিবে।

দেবলের মতে সমুদায় পুত্র ক্ষেত্রজতুল্য কথিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই মনুবচনে উল্লিখিত ক্ষেত্রজশব্দ উপলক্ষণ মাত্র, বুঝিতে হইবে.॥ ১১১

যাহারা পিতা ও ঔরস ভ্রাতা উভয়েরই অপেক্ষা হীনবর্ণ, তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, একমাত্র ঔরস পুত্রই পিতৃধনের প্রভু। অবশিষ্ট পুত্রদিগকে দয়া করিয়া, জীবিকা প্রদান করিবে।

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে, সবর্ণ পুত্রেরা তৃতীয়াংশ পাইবে। আর অসবর্ণ পুত্রেরা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইয়া থাকে।

মনুবচনে অবশিষ্টশব্দ এবং কাত্যায়নবচনে অসবর্ণশব্দ হীনবর্ণবিষয়ক। যেহেতু, দেবলবচনে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

যদি কেহ নিয়োগ ব্যতীত, শুল্ক দিয়া, পরেরক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে, সেই ক্ষেত্রজ, বীজীর ঔরসের প্রাপ্য হইতে তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবে এবং ঔরসের অভাবে বীজীর সমস্ত ধনই লইবে।

তথাহি, নিয়োগব্যতীত উৎপন্ন ক্ষেত্রজ পুত্র ঔরস পুত্রের সহিত যেরূপ ভাগ পায়, মনু তাহা বলিয়াছেন। যথা, ঔরস ও ক্ষেত্রজ উভয়ে একের ধনে বিবাদী হইলে, যে যাহার বীজ হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ধনগ্রহণ করিবে, অপর অর্থাৎ অন্যের বীজজাত পুত্র প্রাপ্ত হইবে না।

অতএব নারদ বলিয়াছেন, এক স্ত্রীর গর্ভে দুই জন হইতে সমুৎপন্ন দুই পুত্র মাতৃধনে বিবাদী হইলে, তাহাদের মধ্যে যাহার যাহা পৈতৃক অর্থাৎ যাহার পিতা স্ত্রীধন রূপে যাহা দিয়াছে, সে তাহা গ্রহণ করিবে, অপরে নহে।

ফলতঃ, ক্ষেত্রী ঔরসপুত্র উৎপাদন করিয়া মরিলে, সেই ক্ষেত্রেই অন্য কর্তৃক শুল্কদান দ্বারা উৎপাদিত পুত্র ঔরসের সহিত বিভাগ প্রাপ্ত হইবে। আর, শুল্ক না দিয়া, অন্য ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিলে, সেই পুত্র ক্ষেত্রীরই হইবে; বীজীর পুত্র হইবে না। সেইজন্যই, বীজীর ধনে তাহার অধিকার সম্ভব নহে। কিন্তু ক্ষেত্রীর ধনেই ঔরসের তৃতীয়াংশ লইবে ॥ ১১২ ॥

কোন ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র না রাখিয়া, পরলোক গমন করিলে, তাহার ধনে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন দর্শন করিয়া, ব্যাখ্যাকর্ত্তারা বিবাদ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন, স্ত্রী ভ্রাতৃপ্রভৃতির অগ্রে ধনাধিকারিণী হইবে; কেহ বলেন, ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা পত্নীর পূর্ব্বেই পাইবে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, লোকাচার সর্ব্বত্রই পণ্ডিতেরা পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গ ও পাপপুণ্যের সমাংশভাগিনী বলিয়া, কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যে ব্যক্তির পত্নীবিয়োগ ঘটে নাই, তাহার দেহার্দ্ধ জীবিত থাকে। এইরূপে, অর্দ্ধদেহ জীবিত থাকিলে, অন্যে তাহার ধন কিরূপে লইতে পারে?

পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও সকুল্যগণ জীবিত থাকিলেও, পত্নীই অপুত্রক মৃত পতির ধন গ্রহণ করিবে।

পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জীবিত অবস্থায় মন্ত্রসংযুক্ত অগ্নিহোত্রের অধিকারিণী হয় এবং স্বামী মরিলে, তাঁহার ধন গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই সনাতন ধর্ম।

এখানে সাধ্বী ও পতিব্রতা শব্দ প্রয়োগ থাকাতে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ব্যভিচারিণী পতিধনের অধিকারিণী হইবে না।

যে যাহা হউক, স্ত্রী স্থাবর, জঙ্গম, সুবর্ণ, কুপ্য অর্থাৎ লৌহাদি, রস ও বস্ত্র, এই সকল পতিধন লইয়া, স্বামির শ্রাদ্ধ এবং মাসিক ও বাৎসরিকাদি প্রদান করিবে।

স্ত্রীর যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, ইহা দ্বারা তাহা জানা গেল।

পুনশ্চ, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, স্ত্রী স্বামি। পিতৃব্য, গুরু, দৌহিত্র, ভগিনীপুত্র, মাতুল, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও অন্নাদি দ্বারা পূজা এবং বৃদ্ধ, অনাথ, অতিথি ও অনাশ্রয়া স্ত্রী সকলকে সাধ্যানুসারে পরিতৃপ্ত করিবে।

তদীয় সপিণ্ড অথবা বান্ধবগণ যদি সেই স্ত্রীর বিপক্ষতা করিয়া, তত্তৎ ধন বিনষ্ট করে, রাজা তাহাদিগকে চৌরদণ্ডে শাসন করিবেন ॥ ১৩ ॥

উল্লিখিত সাতটি বচন দ্বারা অপুত্রক মৃত ব্যক্তির যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম ও স্বর্ণাদি সম্পত্তি, তাহার সোদর, পিতৃব্য, ও দৌহিত্রাদি সত্ত্বেও কেবল পত্নীই গ্রহণ করিবে এবং যাহারা এ বিষয়ে তাহার প্রতিপক্ষ হইবে, অথবা স্বয়ং গ্রহণ করিবে, তাহারা চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া, বৃহস্পতি পত্নীসম্বন্ধে পিতৃভ্রাতৃপ্রভৃতির ধনাধিকার সুদূরে পরাহত করিলেন।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পত্নী, দুহিতা, পিতামাতা, ভ্রাতা, তাহার পুত্র, গোত্রজ, বন্ধু, শিষ্য, ব্রহ্মচারী, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলে, পরপর ব্যক্তি অপুত্রক মৃত ধনীর ধন গ্রহণ করিবে। সকল বর্ণেই এই নিয়ম ঘটিবে।

এই বচনে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পরপরের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, সকলের অগ্রে পত্নীরই ধনাধিকার ব্যবস্থাপিত করিলেন।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, অপুত্রকের ধন পত্নীগামী হইয়া থাকে। পত্নীর অভাবে দুহিতার প্রাপ্য হয়। তদভাবে পিতৃগামী, তদভাবে মাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী, তদভাবে সকুল্যগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তদভাবে শিষ্যগামী, তদভাবে সহাধ্যায়গামী এবং তদভাবে, ব্রাহ্মণধন বর্জ্জন করিয়া, রাজগামী হইয়া থাকে।

এখানেও ক্রমবিধান দ্বারা প্রথমে পত্নীরই ধনাধিকার নিরূপণ করা হইয়াছে ॥ ১১৪ ॥

জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত ধনমাত্রের অধিকারপ্রতিপাদনার্থই এই পত্নীবচনের অবতারণা নহে। কেননা, একমাত্র ধনশব্দ পত্নীর সম্বন্ধে জীবিকামাত্রনির্ব্বাহবোধক, আর ভ্রাতৃপ্রভৃতির সম্বন্ধে সমগ্রতাবাচক হইলে, তাৎপর্য্যভেদের অন্যায্যতা দোষ ঘটে। এই কারণে পতির সমস্ত ধনেই স্ত্রীর অধিকার, বলিতে হইবে।

তথাহি, বৃহন্মনু বলিয়াছেন, সন্তানহীনা স্ত্রীই সর্ব্বথা অব্যভিচারিণী ও মৃত স্বামীর পারলৌকিক উপকারব্যাপারে নিযুক্তা থাকিয়া, তৎ অর্থাৎ স্বামীর পিণ্ডদান ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিবে।

এখানে তৎপিণ্ডশব্দপ্রয়োগ থাকাতে, অংশপদেরও সহিত তাহার অনুষঙ্গ লক্ষিত হইতেছে। কেননা, এই তৎশব্দ স্বামীর বাচক। সুতরাং, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পত্নী সমগ্র অংশ লাভ করিবে। নতুবা, আপনার প্রাপ্য সমগ্র অংশ লইবে, এইরূপ অর্থ নহে। কেননা, আপনার সমগ্র অংশের উদ্দেশে লইবে, এরূপ বিধান হইতে পারে না। পুনশ্চ, স্বামিভাবজ্ঞাপন জন্যই এই বচনের অবতারণা। এরূপ অবস্থায়, স্বকীয় অংশে স্বামিত্ব লাভ করিবে, এইপ্রকার অর্থপ্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য নহে। যেহেতু, নিজের অংশ, এইরূপ বলিলেই,

স্বামিত্বের জ্ঞান হয়। অতএব অপ্রাপ্তপূর্ব্ব অংশের গ্রহণ ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য, স্বাংশগ্রহণবিধানার্থও বলিতে পারা যায় না। আবার, স্বকীয় অংশে অবশ্যই গ্রহণ করিবে, এইরূপ নিয়ম উদ্দেশেই এই বচন, তাহাও বলিতে পার না। কেননা, তাহা হইলে, অংশপালনে অদৃষ্টের কল্পনা বিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে দৃষ্টফল বিদ্যমান, সেখানে অদৃষ্ট কল্পনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। পুনশ্চ, উক্তরূপ নিয়ম কল্পনা করিলে, প্রত্যবায়পরিহারার্থ ফলকামনাসম্পন্ন নিয়োজ্য অর্থাৎ কর্ত্তা ও নিয়মিত কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়সংঘটন, এই উভয়ের কল্পনা করিতে হয়। উহাতে গৌরবদোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কিন্তু, কেহ কেহ বলেন, অন্ধাদি ব্যতীত পুত্র সমস্ত অংশের অধিকারী, এইরূপ বলিলে, যেমন পিতার সমগ্র অংশ না বুঝাইয়া, তাহার নিজেরই সমগ্র অংশের প্রতীতি হয়, সেইরূপ এখানেও পতির সমগ্র অংশ না বুঝাইয়া, স্ত্রীর নিজেরই সমগ্র অংশ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার উত্তর এই, অন্ধাদি ভিন্ন পুত্র সমগ্র অংশের অধিকারী, এরূপ বচন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এবং ইহার দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথবা, ঐরূপ বচন আছে, স্বীকার করা গেল। তথাপি, পূর্ব্বোক্ত হেতু বশতঃ, আপনার অংশ লইবে, এইরূপ বিধিই হইতে পারে না। সুতরাং, স্বাংশ না বুঝাইয়া, পিতারই অংশ বুঝাইবে। অতএব. পিতার অংশ লইবে, এইরূপ বর্ণন করাই সঙ্গত। এই কারণে, মুনিগণ সর্ব্বত্রই অন্যের ধনে অন্যের স্বত্বসম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন, পিতৃধনে পুত্রগণের ও অপুত্রের ধনে পত্নী প্রভৃতির বর্ত্তিয়া থাকে। কিন্তু, তাহারা আপনার অংশ লইবে, এইরূপ প্রেরণা করেন না ॥ ১১৬ ॥

কেহ কেহ বলেন, সম্বন্ধিশব্দ দ্বারা স্বকীয় সম্বন্ধিরই উপস্থাপনা হইয়া থাকে। যেমন, মাতা বলিলে, পরমাতার জ্ঞান হয় না। আপনার মাকেই বুঝায়।

এই মতবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার কারণ এই, কোন সম্পর্কীয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ না থাকিলে, ঐরূপ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু অমুকের মাতাকে আনয়ন কর, এইরূপ বলিলে, যাহাকে তজ্জন্য পাঠান যায়, তাহার মাতাকে বুঝায় না। অথবা, যে ব্যক্তি পাঠায়, তাহার মাতারও প্রতীতি হয় না। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ, অর্থাৎ তাহার পিণ্ডদান করিবে, এই বচনে, তাহার শব্দে ভর্ত্তার উল্লেখ থাকাতে, ভর্ত্তারই অংশ বুঝাইবে, পত্নীর নিজের অংশ নহে। পুনশ্চ, পত্নীর অংশ বলিলে, বিধিরও উপপত্তি হয় না। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এতাবতা বৃদ্ধমনুর বচনে জানিতে পারা গেল, সমগ্র অংশ পত্নীরই প্রাপ্য।

তথাহি, শঙ্খ, লিখিত, পৈঠীনসি ও যম ইহাঁরা পত্নীর অধিকারের বিরুদ্ধ বাক্য সকল বিন্যস্ত করিয়াছেন। যথা. কেহ নিঃসন্তান মরিলে, তাহার ধন ভ্রাতৃগামী হইয়া থাকে। ভ্রাতার অভাবে পিতৃমাতৃগামী, তদভাবে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী, সগোত্র, শিষ্য ও সতীর্থ ইহাদের যথাক্রমে প্রাপ্য হয়।

এস্থলে ভ্রাতার অভাবে পিতামাতার ও পিতামাতার অভাবে পত্নীর অধিকার, এইরূপ বলাতে, বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তথাহি, দেবল বলিয়াছেন, অনন্তর সহোদরগণ অপুত্রক ব্যক্তির ধন ভাগ করিয়া লইবে। কিম্বা সবর্ণা দুহিতা, পিতা, সবর্ণ ভ্রাতা, মাতা, ভার্য্যা, ইহারা যথাক্রমে গ্রহণ করিবে। ইহাদের অভাবে একগ্রামবাসীরা ভাগ করিয়া লইবে।

এস্থলে, প্রথমে ভ্রাতার অধিকার ও সর্ব্বশেষে পত্নীর, বলাতে বিরোধঘটনা হইল ॥ ১১৭ ॥

এতদুপলক্ষে কেহ কেহ বলেন, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট অবস্থায় প্রথমে অপুত্রক মাতৃধন ভ্রাতৃগামী হইবে এবং বিভক্ত ও অসংসৃষ্টস্থলে প্রথমে স্ত্রীর অধিকারে আসিবে।

এইরূপ সমাধান বা মীমাংসা বৃহস্পতির মতবিরুদ্ধ। যেহেতু, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে

সকল ভ্রাতা বিভক্ত হইয়া, প্রীতিবশতঃ একত্র অবস্থিতি করে, পুনর্ব্বার বিভাগ করিবার সময় তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতাবশতঃ বিংশোদ্ধারাদি ঘটিবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ পরলোকগত অথবা সন্ন্যাসী হইলে, তাহার ভাগের লোপ হইবে না; সহোদর ভ্রাতা তাহা পাইবে। আর, অবিবাহিতা ভগিনী থাকিলে, সে সেই ধন হইতে বিবাহযোগ্য ব্যয় প্রাপ্ত হইবে।

যাহার পুত্র নাই, পৌত্র নাই, অথবা প্রপৌত্র নাই এবং স্ত্রী, কন্যা ও পিতামাতা নাই, তাহারই ধনে ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে।

সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে কেহ বিদ্যা ও শৌর্য্যাদি দ্বারা ধন সংগ্রহ করিবে, তাহারে দুই অংশ দিয়া, অবশিষ্টেরা সমাংশ করিয়া লইবে।

এখানে উপক্রম ও উপসংহার উভয় স্থলেই সংসৃষ্টত্ব কীর্ত্তন করাতে, তৎসন্দংশপতিত, তাহার ভাগের লোপ হইবে না, সহোদর ভ্রাতা তাহা পাইবে, ইত্যাদি বচন, সংসৃষ্টবিষয়ক বলিতে হইবে, বিভক্তবিষয়ক নহে। পুনশ্চ, এখানে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, স্ত্রী ও পিতামাতার অভাবে যখন সোদর ভ্রাতার অধিকার বুঝাইতেছে, তখন কিরূপে ভ্রাতা পত্নীর অধিকারের বাধক হইতে পারে?

পুনশ্চ, তাহার ভাগের লোপ হইবে না, ইত্যাদি বচনানুসারে অবিভক্ত ও অসংসৃষ্ট অবস্থার অন্য ভ্রাতার দ্রব্যের সহিত সংমিলিত দ্রব্যের পৃথক আকারে প্রতীতি না হওয়াতে, লোপের আশঙ্কা থাকে। যেখানে লোপের আশঙ্কা, সেই খানেই লোপ হয় না, এই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিভক্ত ও অসংসৃষ্টের ধনে বিভক্তত্ব প্রতীত হওয়াতে, তাহার আবার লোপের আশঙ্কা কি? সুতরাং, উক্ত বচন সমস্ত, সংসৃষ্ট-বিষয়ক, বুঝিতে হইবে॥ ১১৮॥

পুনশ্চ, পত্নী প্রভৃতির অগ্রে ভ্রাতার অধিকার হইয়া থাকে, ইহা জানাইবার জন্য শঙ্খ যে উল্লিখিত বচনপরম্পরা বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা সংসৃষ্টভ্রাতৃবিষয়ক, এইরূপ বলিলে, ইহাই জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে, কেবল বচন দেখিয়াই কি এই কথা বলিতেছ, না, যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছ? কেননা, কেবল বচন দেখিয়াই ঐরূপ বলিতে পার না। যেহেতু, তাদৃশ বিশেষ কোন বচন নাই। তবে, যে, সংসৃষ্টের ধন সংসৃষ্টের প্রাপ্য হইয়া থাকে, এইরূপ বচন আছে, তাহা ভ্রাতার অধিকারাবসরে বিশেষ জ্ঞাপন অর্থাৎ সংসৃষ্টী ও অসংসৃষ্টী এই দ্বিবিধ ভ্রাতার মধ্যে সংসৃষ্টী ভ্রাতা প্রথমে অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাই জানাইবার জন্য প্রযোজিত হইয়াছে। ভ্রাতার অধিকারমাত্রবিষয়কত্ব কখনই উহাতে উপপন্ন হয় না। অনন্তরোপন্যস্ত বৃহস্পতিবচন সকল সংসৃষ্টবিষয়ক এবং উহা দ্বারা পুত্র, দুহিতা ও পিতৃপর্য্যন্তের অভাবে সোদর ভ্রাতার অধিকার বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বৃহস্পতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটাতে, শঙ্খাদির লিখিত বচনসমূহ অসংসৃষ্টের বিষয়েই খাটিয়া থাকে। উহাই যুক্তিসঙ্গত। সংসৃষ্টি বিষয়ে কখন খাটিতে পারে না। ১১৯।

আর, যদি ন্যায়ানুসারে ভ্রাতার অধিকার হইবে, বলা যায়, তাহা হইলে, এইরূপ যুক্তি আশ্রয় করিতে হইবে। যথা, সংসৃষ্ট অবস্থায় এক ভ্রাতার ধন অপর ভ্রাতার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একের মরণে স্বত্বনাশ হইলেও, জীবিত ভ্রাতার সেই স্বত্বে স্বামিত্বের অভাব হয় না। সুতরাং, তাহারই তাহা হইয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যু হইলে, পত্নীর দাম্পত্যনিবন্ধন স্বত্বের নাশ হয়। সুতরাং, যেমন পুত্রাদি থাকিলেও, পতির ধনে পত্নীর অধিকার হয় না, সংসৃষ্ট পতির মৃত্যু হইলেও, তদ্রূপ ব্যবস্থা হইবে, এইরূপ যুক্তিও সঙ্গত নহে। কেননা, সংসৃষ্ট অবস্থায় একের ধন অন্যের হইয়া থাকে, সত্য, কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে কাহার কোন্ অংশে স্বত্ব জন্মিয়াছে, ইহাই কেবল জানা যায় না। নতুবা, সকলেরই একেকালীন সমস্ত ধনে স্বত্ব

জন্মে না। কেননা, ঐরূপ সমগ্রস্বকল্পনার কোনপ্রকার প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১২০ ॥

পরিণয়োৎপন্ন ভর্তৃধনে পত্নীর যে স্বামিত্ব জন্মে, তাহা পতির মৃত্যু হইলে, বিনষ্ট হয়, এইরূপ ব্যবস্থারও কোনপ্রকার প্রমাণ লক্ষিত হয় না। কিন্তু পুত্র থাকিলে, তাহার অধিকার-জ্ঞাপক শাস্ত্র দ্বারাই পত্নীর স্বত্বনাশ অবগত হওয়া যায়। এখানেও সেইরূপ সংসৃষ্ট ভ্রাতার অধিকারশাস্ত্র দ্বারাই পত্নীর স্বত্বনাশ বিদিত হওয়া যাইতেছে। এ কথাও বলিতে পার না। কেননা, ভ্রাতার অধিকারজ্ঞাপক শাস্ত্র সংসৃষ্ট-ভ্রাতৃগোচর বলিয়া কুত্রাপি প্রতিপন্ন হয় না। আর, কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে, ভ্রাতৃসংসৃষ্ট ভর্ত্তার মরণে পত্নীর স্বামিত্ব-বিনাশ বশতঃ, ভ্রাতার অধিকারজ্ঞাপক শাস্ত্র সংসৃষ্টপ্রতিপাদক হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতি-পাদকতা দ্বারা পত্নীস্বত্বনাশ প্রতীত হওয়াতে, অন্যোন্যাশ্রয়দোষ সংঘটিত হয় ॥ ১২১ ॥

পুনশ্চ, শঙ্খ ও লিখিতাদি মুনিগণের বচন সমস্ত অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট বিষয়ক হইলে, অবি-ভক্ত ও সংসৃষ্টের ধন তদীয় ভ্রাতৃগামী, তদভাবে পিতৃমাতৃগামী হইয়া থাকে, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। তাহা হইলেই এইপ্রকার বিচার করিতে হয়, বিভক্ত ও অসংসৃষ্ট পিতা মাতা কি ঐ ধন গ্রহণ করিবে? অথবা, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট অবস্থায় তাহাদের প্রাপ্য হইবে?

এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষ কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেননা, পত্নী ও দুহিতরো, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য বিভক্ত ও অসংসৃষ্ট পিতামাতার বাধক হইয়া থাকে। সুতরাং, পত্নীর পূর্ব্বে তাঁহারা কিরূপে পাইতে পারেন?

দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কেননা, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট ভ্রাতা বিদ্যমানেও, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট পিতা নির্ব্বিবাদে ঐ ধন অধিকার করিতে পারেন। ইহার কারণ এই, পিতা পুত্রের জন্মদাতা, আর আত্মাই পুত্ররূপে জন্মে, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে পিতাই ধন ও শরীর উভয়ের প্রভু। আবার, পিতা যে পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ডদ্বয় প্রদান করে, মৃত ব্যক্তি সপিণ্ডীকরণের পর তাহা ভোজন করিয়া থাকে, এবং পিতা জীবিত থাকিতে, পুত্রগণ পার্ব্বণ পিণ্ডদানে কোন মতেই সমর্থ নহে। ইত্যাদি হেতু যোগ বশতঃ, পিতা ও ভ্রাতার সহিত পৃথক্ অথচ অসংসৃষ্ট মৃত ব্যক্তির ধনে পিতা যেমন ভ্রাতার পূর্ব্বেই অধিকার প্রাপ্ত হন, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট ধনেও তেমন পিতারই প্রথমতঃ অধিকার হওয়া যুক্তিসঙ্গত। পুনশ্চ, অবিভাগ ও অসংসৃষ্টি উভয় স্থলে কোনরূপ বিশেষ না থাকাতে, পিতা ও ভ্রাতা উভয়েরই তুল্যবৎ অধি-কার যুক্তিযুক্ত; নতুবা ভ্রাতার অভাবে পিতার অধিকার, এইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ১২২ ॥

অপিচ, অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট পিতামাতা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ বিবচনও কখনই উপপন্ন হয় না। কেননা, মাতার সহিত বিভাগ বা অবিভাগ কখনই লক্ষিত হয় না। এই কারণে সংসৃষ্টিরও অভাব হইয়া থাকে।

তথাচ, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিভক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার প্রীতিপূর্ব্বক পিতা, ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যের সহিত একত্র অবস্থিতি করে, তাহাকে সংসৃষ্ট বলে।

এই বচন দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে, পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদি যে সকল ব্যক্তির পিতৃপিতামহের অর্জ্জিত দ্রব্যের সহিত জন্ম হইতেই বিভক্ত হওয়া সম্ভব নহে, তাহারা যদি বিভক্ত হইয়া, পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত বিভাগ ধ্বংস করিয়া, তোমার যে ধন, আমার সে ধন, আমার যে ধন, তোমার সে ধন, এইরূপ নিয়ম বন্ধন পূর্ব্বক এক গৃহে এক গৃহী রূপে পুনরায় মিলিত হইয়া, অবস্থিতি করে, তাহা হইলে, তাহাদিগকে সংসৃষ্ট বলা যায়। নতুবা, ঐরূপ নিয়মবন্ধন না থাকিলে, কেবল দ্রব্যসংসর্গমাত্রেই সমূহকারী অর্থাৎ একত্র

ব্যবসায়প্রবৃত্ত বণিকদিগকেও সংসৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। অতএব, মাতার সহিত সংসৃষ্টত্ব ও অবিভক্তত্ব এই উভয়ের সম্ভব না থাকাতে, মাতা ও ভ্রাতা এই উভয়ের মধ্যে কাহার অগ্রে অধিকার হইবে, তাহা কিরূপে মীমাংসা করা যাইতে পারে? ১২৩ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ইহার এইরূপে মীমাংসা করিয়া থাকেন, যথা, বিষ্ণু প্রভৃতির বচন হইতে স্পষ্টই জানা যায়, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরও অভাবে পত্নীর অধিকার; আর ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, মৃতের ধন প্রথমে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরই হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু ও বিষ্ণু বলিয়াছেন, পুন্নামনরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে, এইজন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভু ইহাকে পুত্র বলিয়াছেন।

তথা, হারীত বলিয়াছেন, পুৎ ও ছিন্নতন্তু, এই দুই নামে দুইটী নরক আছে। তাহা হইতে ত্রাণ করে, এই কারণে পুত্রনাম হইয়াছে।

শঙ্খ ও লিখিতও বলিয়াছেন, পিতা জীবদ্দশায় পুত্রমুখ দর্শন করিলে, পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। এবং সেই পুত্রে পিতৃঋণ সংন্যস্ত করিয়া, স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ সমুদায়, তাহার ষোড়শাংশেরও ফলসমুৎপাদনে সমর্থ হয় না।

তথাহি, মনু, শঙ্খ, লিখিত, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ ও হারীত ইঁহারাও বলিয়াছেন, পুত্র দ্বারা স্বর্গাদি লোক সকল লাভ হয়, পৌত্র দ্বারা সেই লোক সকল অক্ষয় হইয়া থাকে এবং পুত্রের পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন, পুত্র, পৌত্র, ও প্রপৌত্র দ্বারা যথাক্রমে স্বর্গ, অক্ষয় স্বর্গ ও বিশিষ্ট স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২৪ ॥

এইরূপে পুত্রাদি দ্বারা জন্ম হইতেই পিতার পরলোকোচিত মহোপকার নিষ্পন্ন ও পার্ব্বণ বিধানে পিণ্ডদান সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতাবতা, পুত্রাদি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাতে মৃত ব্যক্তিরই উপকার সম্পাদিত হয়। তজ্জন্য, পিতৃধনে পুত্রাদির স্বামিত্ব সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত।

মনুও ঐরূপ উপকারকত্ব ধরিয়াই, ধনসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, জ্যেষ্ঠের জন্মমাত্রেই লোকে পুত্রী হইয়া থাকে এবং পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। সেইজন্য, জ্যেষ্ঠ পিতার ধন প্রাপ্ত হইতে পারে।

এখানে, সেইজন্য, এইরূপ হেতু বিন্যস্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দায়ভাগপ্রকরণে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারা নানা প্রকারে পিতা প্রভৃতির যে উপকার করিয়া থাকে, তাহার কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সেই কীর্ত্তনের অন্যাবিধ প্রয়োজন নাই। এইরূপ উপকারকতারূপতঃই মনুর মতে ধনসম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, ইহা জানা যাইতেছে। অতএব পুত্রশব্দে প্রপৌত্রপর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। প্রপৌত্রপর্য্যন্তই পার্ব্বণ বিধানে পিণ্ডদানরূপ উপকার করিয়া থাকে। এ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। নতুবা, পুত্রপদের স্বার্থত্যাগ অনুপপন্ন হইয়া উঠে। পৌত্রের অধিকারজ্ঞাপক বচন যদিও কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রপৌত্রের অধিকারসম্বন্ধে ঐরূপ পৃথক্ বচন নাই। সেইজন্য পিণ্ডদানরূপ উপকারকতা দ্বারা পৌত্রের অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং পুত্রশব্দ এখানে উপলক্ষণমাত্র। তদ্দ্বারা প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

এইজন্য, বৌধায়ন বলিয়াছেন, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, আপনি, সোদর ভ্রাতা, সবর্ণার গর্ভজাত পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহাদিগকে অবিভক্ত-দায়াদ-পদবাচ্য সপিণ্ড বলে। আর বিভক্ত দায়াদদিগকে সকুল্য বলিয়া থাকে। তাহাদের অঙ্গজ থাকিলে, তাহারই ধন প্রাপ্য হয়। সপিণ্ডের অভাবে সকুল্য ও সকুল্যের অভাবে আচার্য্য অথবা শিষ্য, কিম্বা ঋত্বিক ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। তদভাবে রাজার প্রাপ্য হয়।

ইহার অর্থ এই, পিত্রাদির ভোগ্য পিণ্ডত্রয়ে সপিণ্ডন দ্বারা পুত্রাদির ভোক্তৃত্ব সংঘটিত হয়। কেননা, শাস্ত্রে বিধি আছে, পুত্রাদিত্রয় তৎপিণ্ডত্রয় প্রদান করিবে। এতাবতা, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় যাহার পিণ্ডদান করে, সে মরিলে, সপিণ্ডীকরণের পর সেই পিণ্ডের ভোক্তা হইয়া থাকে। এই কারণে, মধ্যস্থিত যে পুরুষ জীবিত থাকিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডদাতা ছিলেন, তিনি মৃত হইলে, সেই পিণ্ডের ভোক্তা হইয়া থাকেন এবং পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারা জীবিত অবস্থায় তাহারে পিণ্ডপ্রদান করে, এই কারণে তাহারা মরিলে, তাহাদের সহিত আপনার দৌহিত্র প্রভৃতির দত্ত পিণ্ড ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব ইনি যাহাদের পিণ্ডদাতা অথবা যাহারা ইহাঁর পিণ্ডপ্রদানকর্ত্তা, তাহারা অবিভক্ত পিণ্ডরূপ দায় অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করিয়া থাকে, এইজন্য তাহাদের নাম অবিভক্ত দায়াদ সপিণ্ড।

পূর্ব্বতন পঞ্চম অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিণ্ডদানে নিম্নতন পঞ্চম অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্রের অধিকার নাই। তজ্জন্য সে তাহার পিণ্ডভোক্তা নহে। এইরূপ অধস্তন পঞ্চমও মধ্যস্থিত পঞ্চমের পিণ্ডদাতা নহে; এই কারণে তাহার পিণ্ডভোজনেও অধিকারী হয় না। এইজন্য বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে পূর্ব্বতন পুরুষত্রয় এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রভৃতি নিম্নতন পুরুষত্রিতয় এক পিণ্ডভোক্তা নহে বলিয়া, বিভক্তদায়াদশব্দবাচ্য সকুল্য শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥

ধনাধিকার নিমিত্তই উক্তরূপ সপিণ্ডত্ব ও সকুল্যত্ব কথিত হইয়াছে। অতএব মনুও বলিয়াছেন, ভ্রাতা বা পিতামাতা কেহই পিতার ধন প্রাপ্ত হয় না, কেবল পুত্রই পাইয়া থাকে।

এইরূপ মতবাদ উপন্যস্ত করিয়া, তিনি তাহার কারণনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিয়াছেন, তিন পুরুষের উদ্দেশে জল দান করিবে এবং তিন পুরুষে পিণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পরন্তু পিণ্ডলেপভোজী বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতির অশৌচাদিনিমিত্তক সপিণ্ডতা মার্কণ্ডেয়পুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, প্রপিতামহের পিতামহ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি অপর তিন পুরুষ পিণ্ডলেপভোজন করিয়া থাকেন। এইরূপে, মুনিগণ অশৌচ নিমিত্ত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ অর্থাৎ সপিণ্ডত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইজন্য, মনুও অশৌচপ্রকরণে বলিয়াছেন, সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিঃশেষিত হইয়া থাকে। এবং জন্ম ও নামের অপরিজ্ঞাত অবস্থাতে সমানোদকতা প্রবৃত্ত হয়।

এই সপ্তপুরুষ সম্বন্ধ অশৌচাদিনিমিত্তক, নতুবা ধনাধিকারবিষয়ক নহে। অন্যথা, তিন পুরুষের জল দান করিবে, ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে, বিধবা অবস্থা হইতে ব্রতাদি দ্বারা ভর্ত্তার পরলোকহিতানুষ্ঠান করাতে, জায়া অববি উপকারকর্ত্তা পুত্রাদি অপেক্ষা পত্নী নিকৃষ্টা। এতদ্বিধায়, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে পতির ধনে পত্নীর অধিকার হইয়া থাকে।

তথাহি, ব্যাস বলিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিন স্নান করত, পতির উদ্দেশে স্নাতশাঞ্জলি প্রদান করিবে, ভক্তিসহকারে অনুদিন দেবগণের পূজা করিবে; নিত্য উপবাস করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, পুণ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দান করিবে; এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানে সতত উপবাস করিবে। এইরূপ নিত্যধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণা স্ত্রী পরলোকস্থ ভর্ত্তাকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

উল্লিখিত বচনসমূহ দ্বারা পত্নীরও নরকনিস্তারকত্ব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, ধন না থাকিলে, যদি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে, পুণ্য পাপের সমফলত্ব বশতঃ ভর্ত্তাকেও পতিত করিয়া থাকে। এই কারণে পতির ধন স্ত্রী প্রাপ্ত হইলে, তদ্দ্বারা সেই পতিরই উপকার সম্পাদিত হয়, বলিয়া স্বামিধনে পত্নীর স্বামিত্ব সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত ॥ ১২৬ ॥

এইজন্য, ব্যাসাদিবচনে ব্যবহিত যোজনা অর্থাৎ বিপরীতক্রমে অন্বয় করা কর্ত্তব্য। যথা,

অপুত্র মৃতের ধন জ্যেষ্ঠা পত্নী গ্রহণ করিবে, তদভাবে পিতামাতা লইবেন, তদভাবে ইহা ভ্রাতৃগামী হইবে।

এস্থলে, তদভাবে, এই মধ্যপতিত শব্দটী পূর্ব্বস্থিত ভ্রাতৃগামী, এই পদের সহিত এবং পরস্থিত পিতামাতা, এই পদের সঙ্গে অন্বিত হওয়াতে, কোন বিরোধই থাকে না। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশিষ্টরূপ উপকারকত্বও ন্যায় বা যুক্তি রূপে গণ্য হইয়া থাকে। নচেৎ, কোনরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব বিভক্ত ও সংসৃষ্টগোচরত্ব কল্পনা করা উচিত নহে। অতএব, জিতেন্দ্রিয়নামক পণ্ডিত যে বলিয়াছেন, উক্ত বচনে বিভক্তত্ব প্রভৃতির কোনপ্রকার বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকাতে, বিভক্তত্বাদির অপেক্ষা না করিয়াই, অপুত্র ভর্ত্তার সমস্ত ধনে পত্নীর অধিকার হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য ॥ ১২৭ ॥

এই বচনে জ্যেষ্ঠাপত্নীশব্দের উল্লেখ থাকাতে, বর্ণক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠত্বসংঘটন প্রযুক্ত, উত্তমবর্ণীয়া স্ত্রীই প্রথম পত্নী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে বর্ণক্রমানুসারেই জ্যেষ্ঠত্ব, পূজা ও গৃহাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এতাবতা, জানা যাইতেছে, বিবাহানুসারে অথবা বয়সে জ্যেষ্ঠা হইলেই, জ্যেষ্ঠা হইবে না। সুতরাং, বিবাহানুসারে কনিষ্ঠা হইলেও, সবর্ণা স্ত্রী জ্যেষ্ঠা হইয়া থাকে। কেননা, তাহারই যজ্ঞাদিতে ব্যাপারাধিকারত্ববশতঃ পত্নীত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তথাচ, মনু বলিয়াছেন, সকল বর্ণের সজাতীয়া স্ত্রীই স্বামীর শরীরসেবা ও নিত্য ধর্ম্মকার্য্যের সম্পাদন করিবে। বিজাতীয়া স্ত্রীর তাহাতে কোনরূপ অধিকার নাই। যে ব্যক্তি, সজাতীয়া স্ত্রী থাকিতে, বিজাতীয়া দ্বারা ঐ সকল কার্য্য মোহ বশতঃ করাইয়া লয়, সে পূর্ব্বদৃষ্ট ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু সজাতীয়া না থাকিলে, অনন্তরবর্ণাই পত্নীশব্দে বাচ্য হইয়া থাকে।

যথা, বিষ্ণু বলিয়াছেন, সবর্ণার অভাবে অনন্তরবর্ণা দ্বারা আপৎকালে তত্তৎ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া লইবে। কিন্তু শূদ্রজাতীয়া দ্বারা নহে।

এই কারণে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীই পত্নী হইয়া থাকেন। তদভাবে আপৎকালে ক্ষত্রিয়াও পত্নীপদ পরিগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহিতা হইলেও, কখন পত্নীস্থানীয়া হইবে না। এইরূপ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াই পত্নী হইবে, তদভাবে অনন্তরবর্ণত্ব প্রযুক্ত বৈশ্যাও পত্নী হইতে পারে; কিন্তু শূদ্রা পত্নী হইবে না। বৈশ্যের বৈশ্যাই একমাত্র পত্নী। কেননা, দ্বিজমাত্রেরই শূদ্রা দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যকরণে প্রতিষেধ আছে। তন্নিবন্ধন শূদ্রার পত্নীপদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ পত্নীভাবক্রমেই ধনাধিকারিতা সিদ্ধ হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।

এ বিষয়ের নিষ্কর্ষে সমাধান এই, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী স্ত্রীই অপুত্রক ধনের অধিকারিণী হইবে, ব্রাহ্মণীর অভাবে আপৎকালে ক্ষত্রিয়া পত্নী ঐ ধনগ্রহণ করিবে। টীকাকার বলেন, অত্যন্ত আপৎসময়ে বৈশ্যাপত্নীও, ক্ষত্রিয়পত্নীর অভাবে, ব্রাহ্মণপতির ধনে অধিকারিণী হইয়া থাকে। এইরূপ, ক্ষত্রিয়াপত্নীই অপুত্রকধনাধিকারিণী হইবে; তদভাবে বৈশ্যাপত্নী লইবে। বৈশ্যাপত্নীই বৈশ্যপতির ধন গ্রহণ করিবে; অনন্তরবর্ণা হইলেও শূদ্রাপত্নীর তাহাতে অধিকার নাই। কেননা, উক্তবচনে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে, শূদ্রাপত্নী ধর্ম্মকার্য্যে অনধিকারিণী; এইজন্য তাহার পত্নীত্ব নিষিদ্ধ হওয়াতে, সে অপুত্রক দ্বিজত্রয়ের ধনাধিকারিণী হইতে পারে না ॥ ১২৮ ॥

অতএব, শূদ্রা বিবাহিতা হইলেও, পত্নী হইতে পারে না। বক্ষ্যমাণ বারবচন অনুসারেই প্রযোজিত হইয়াছে। যথা, ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন ভ্রাতা পুত্রাদিবাতৃপত্নীরহিত হইয়া,

পরলোক গমন অথবা সন্ন্যাস আশ্রয় করিলে, অবশিষ্ট ভ্রাতারা তাহার ধন ভাগ করিয়া লইবে, কেবল পত্নীর স্ত্রীধন রাখিয়া দিবে। আর ঐ স্ত্রী স্বামীর শয্যা রক্ষা করিলে, অর্থাৎ ব্যভিচারিণী না হইলে, মরণ পর্য্যন্ত তাহার ভরণপোষণ করিবে; ব্যভিচারিণী হইলে, স্ত্রীধন কাড়িয়া লইবে।

পুনশ্চ, নারদ বলিয়াছেন, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের ধন গ্রহণ ও তাহাদের স্ত্রী সকলের জীবিকা সম্পাদন করিবেন; ইহারই নাম দায়বিধি।

এই বচনে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাহাদের যে সকল স্ত্রীর পত্নীত্ব নিষিদ্ধ তাহাদেরই জীবিকার্থ ধনদান করিবে। আর, পত্নীপদাবিষ্ঠিতা স্ত্রীগণের সমগ্র ধনে অধিকার বর্ত্তিবে। এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই।

এইজন্য বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে সকল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নিঃসন্তান হইয়া, এবং পত্নী ও ভ্রাতা না রাখিয়া, পরলোক গমন করে, রাজা তাহাদের ধন গ্রহণ করিবেন। কেননা, তিনি সকলের অধিপতি।

এই বচনে, পত্নীর অভাবে রাজার ধনসম্বন্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

পরন্তু, নারদ বলিয়াছেন, তদীয় স্ত্রীদিগের জীবিকা প্রদান করিবেন।

এই বচনে জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত ধন দিয়া, রাজা অবশিষ্ট সমুদায় ধন গ্রহণ করিবেন, এইরূপ উক্ত হওয়াতে, যে বিরোধ ঘটিয়া থাকে, পত্নী ও অপত্নী স্ত্রী এই উভয়ের প্রভেদ সহায়ে সেই বিরোধের সমাধান করিতে হইবে। অতএব, স্মৃতির অধিকারবাচক তত্তৎ বচনে পত্নীপদেরই অনুসরণ এবং জীবিকার্থপ্রতিপাদক বচনসমূহে স্ত্রী ও নারী প্রভৃতি অপত্নীপদ সকলের প্রয়োগ করা হইয়াছে॥ ১২৯॥

দেবল বলিয়াছেন, সহোদর ভ্রাতারা অপুত্রক ভ্রাতার ধন ভাগ করিয়া লইবে। অথবা তুল্যা দুহিতা, অপিবা, পাতিত্যাদিদোষরহিত পিতা, বা সবর্ণ ভ্রাতা, মাতা, ভার্য্যা ইহারা যথাক্রমে গ্রহণ করিবে। ইহাদের অভাবে সহবাসিরা পাইবে।

এখানে তুল্যাশব্দে সবর্ণা দুহিতা। আর, সবর্ণ ভ্রাতা শব্দে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বুঝিতে হইবে। কেননা, সোদর ভ্রাতার স্বশব্দ দ্বারাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য, সবর্ণ এইরূপ বিশেষণ অনুপপন্ন হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, এই বচনে সহোদর হইতে ভার্য্যা পর্য্যন্তের লিখনক্রম, অধিকারক্রমজ্ঞাপক নহে। অধিকারক্রমজ্ঞাপক বলিলে, বিষ্ণু প্রভৃতির প্রযোজিত বচনের সহিত বিরোধ সংঘটিত হয়। কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতির লিখনক্রমেই অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। ইহাই জানাইবার জন্য মহর্ষি দেবল লিখনক্রমে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, অথবা দুহিতা, অপিবা, পিতা ইত্যাদি বিধানে বাশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং অন্যত্র অনুষঙ্গ বা অন্বয় হইতে পারিবে, এই আশয়ে সহোদর বা দুহিতা বা পিতা বা ইত্যাদি ক্রমে কীর্ত্তনক্রমে অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে॥ ১৩০॥

বালকনামক নিবন্ধকার বলিয়াছেন, শঙ্খাদির লিখিত বচন, হয়, অসবর্ণবিষয়ক, না হয়, কর্কশা-যুবতী-স্ত্রী-বিষয়ক, অথবা অবিভক্ত ও সংসৃষ্ট বিষয় লইয়াই প্রযোজিত হইয়াছে।

এইরূপ অব্যবস্থিত-শাস্ত্রার্থ-কথন দ্বারা বালক নিজেরই বালকত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কেননা, ঐরূপ বিবিধ মতকল্পনায় সন্দেহের উৎপত্তি বশতঃ কোন্ পক্ষের অনুষ্ঠান করা যাইবে, তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। আর, জীবিকা প্রদান করিবার জন্য যে বচন বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যদিও অনূঢ়া অবরুদ্ধা অর্থাৎ দাসী বিষয়ক বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাও, ধর্ম্মপত্নীগণের অনুগ্রহার্থ, এইরূপ বলাতে, কোন মতেই ইহা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। কেননা, যে যে স্ত্রীকে জীবিকা প্রদান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলতঃ,

দাসী কখন ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না। এবং অবরুদ্ধা দাসীকে জীবিকা প্রদান করিবার ব্যবস্থাও কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ১৩১ ॥

পুনশ্চ, সবর্ণা ও অসবর্ণা বলিয়া, পত্নীকৃত বিশেষ থাকিলেও, অর্থাৎ সবর্ণা পত্নী প্রথম অধিকার পাইবে, এবং অসবর্ণা পত্নী ভ্রাতাদির পর অধিকারিণী হইবে, এইরূপ বিশেষ আশ্রয় পূর্ব্বক বিরোধ ভঞ্জন করিলেও, পিতা ও মাতা এবং ভ্রাতৃগণ, ইহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য আশ্রয় করিয়া, অধিকারগত বিরোধ নিরাকৃত করা দুঃসাধ্য। সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট অবলম্বন করিয়া, বিরোধ ভঞ্জন করিব, বলিলে, তৎকৃত বিশেষ সর্ব্বত্রই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পত্নীর অধিকারস্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা বলিয়া, বিশেষ কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ?

পূর্ব্বেই সবিশেষ বিচার করিয়া, উক্তরূপ বিশেষ দূষিত করা হইয়াছে। আর, বৃহস্পতি সোদর ও অসোদরগত বিশেষ পরাহত করিয়াছেন।

তথাহি, বলিয়াছেন, পিতা, মাতা ও সনাভি সকুল্যগণ বিদ্যমান থাকিলেও, অপুত্রকস্থলে পত্নী তদ্ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এখানে সনাভিশব্দে সহোদর। তাহারা সত্ত্বেও পত্নীর ধনসম্বন্ধ তদ্‌ভাগশব্দ দ্বারা বুঝিতে পারা গেল। তদ্‌ভাগ অর্থাৎ ভর্ত্তৃধনের সমগ্র ভাগ এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। নতুবা, কিয়দংশ অর্থাৎ জীবিকামাত্রের উপযুক্ত ধন, এইরূপ বুঝাইবে না। অতএব, আমাদের প্রদর্শিত ব্যবস্থাই শাস্ত্রসঙ্গত ॥ ১৩২ ॥

পত্নী স্বামীর ধন কেবল ভোগই করিবে ; নতুবা, দান, বন্ধক ও বিক্রয়ে তাহার অধিকার নাই।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, পুত্রহীনা পত্নী পাতিব্রত্য অবলম্বন ও পতিগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পরিমিত আহার দ্বারা ক্ষীণভাবাপন্না হইয়া, মরণ পর্য্যন্ত স্বামিধন ভোগ করিবে। তাহার মৃত্যু হইলে, দায়াদগণ সেই ধন গ্রহণ করিবে। ইহার অর্থ এই, যাবজ্জীবন স্বামিধন ভোগ করিবে ; স্ত্রীধনের ন্যায়, ইচ্ছানুসারে দান, বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিবে না। তাহার মৃত্যু হইলে, পত্নীর অভাবে মৃতের ধনে যে দুহিতা প্রভৃতির অধিকার হয়, তাহারাই সেই ধন গ্রহণ করিবে ; জ্ঞাতিরা পাইবে না। কেননা, জ্ঞাতিরা দুহিত্রাদি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ; সুতরাং, দুহিত্রাদির বাধক হইতে পারে না। পত্নীই দুহিতার বাধিকা হইয়া থাকে। সুতরাং, পত্নীর অধিকারের একবারেই অভাব বা মরণ নিমিত্ত ধ্বংস হইলে, বাধকাভাবের অবিশেষ অর্থাৎ উভয় স্থলেই বাধকের অভাব ঘটিয়া থাকে। তৎপ্রযুক্ত দুহিত্রাদির অধিকার অব্যাহত অবস্থিতি করে। পুনশ্চ, পত্নীর মৃত্যু হইলে, যদি দুহিতা ও দৌহিত্র না থাকে, তাহা হইলে, ভ্রাতা প্রভৃতি স্ত্রীধনাধিকারীরা উক্ত ধন গ্রহণ করিতে পারিবে। কেননা, স্ত্রীধনেই তাহাদের অধিকার প্রসিদ্ধ। কাত্যায়ন অন্য বচন দ্বারা এই অধিকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং, এস্থলেও স্ত্রীধনাধিকার উক্ত হইলে, পুনরুক্ত দোষ হয়। তজ্জন্য, ইহা স্ত্রীধন নহে, বুঝিতে হইবে ॥ ১৩৩ ॥

অতএব, পত্নী ও দুহিতারা ইত্যাদি বচনে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে যে পরপর অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা যেমন পত্নীর অধিকারের অভাবেও গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেইরূপ পত্নী অধিকার প্রাপ্ত হইয়া মরিলে, তাহার অধিকারের প্রধ্বংসে ভোগাবশিষ্ট ধন লইতে পারিবে। কেননা, তৎকালে দুহিতা প্রভৃতিরই অন্য অপেক্ষা মৃতের উপকারকত্ব বশতঃ ধনাধিকার সঙ্গত হইয়া থাকে।

তথাহি, মহাভারতীয় দানধর্ম্মপ্রস্তাবে বলিয়াছেন, স্বকীয় পতিধন স্ত্রী কেবল উপভোগ করিবে, কোনরূপে তাহা হইতে অপহার করিবে না।

উপভোগও আবার সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানাদি দ্বারা হইতে পারিবে না। কিন্তু স্বকীয় শরীর

ধারণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদিবিধানপূর্ব্বক পতির উপকার করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে দেহধারণের উপযোগী উপভোগমাত্রের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ, স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি নিষ্পাদনার্থ দানাদিরও অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী অপহার করিবে না, ইহার অর্থ এই, ধনস্বামীর যাহাতে কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ কার্য্যে ব্যয় অর্থাৎ অপব্যয় করিবে না। অতএব উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় সংকুলান না হইলে, বন্ধক দিবারও অনুমতি করিয়াছেন। তাহাতেও ব্যয় নির্ব্বাহ না হইলে, বিক্রয় করিতে পারিবে। কেননা, তদ্দ্বারা শরীরধারণ হইতে পারিবে বলিয়া, ন্যায়তঃ কোনরূপ হানি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আর, ভর্ত্তার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য স্ত্রী ভর্ত্তার পিতৃব্যাদিকে যথাযোগ্য দান করিবে।

তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পিতৃব্য, গুরু, দৌহিত্র, ভর্ত্তার ভাগিনেয়, মাতুল, বৃদ্ধ, অনাথ অতিথি ও নিরুপায়া স্ত্রী, ইহাদিগকে কব্যপূর্ত্ত দ্বারা যথাযোগ্য সম্মানিত করিবে।

এখানে পিতৃব্যশব্দে ভর্ত্তার সপিণ্ড, দৌহিত্রশব্দে ভর্ত্তার দুহিতৃজাত সন্তান, এবং মাতুলশব্দে ভর্ত্তার মাতুলকুল বুঝিতে হইবে। ইহাদিগকে দান করিবে। নতুবা, ইহারা থাকিতে, আপনার পিতৃকুলকে প্রদান করিবে না। ঐরূপ বিধি বিধান করিলে, পিতৃব্যাদিশব্দ নিরর্থক হইয়া উঠে। তবে, তাহাদের অনুমতি লইয়া, আপনার পিতৃমাতৃকুলকে দান করিতে পারিবে।

তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পতিপক্ষই পুত্রহীনা পত্নীর প্রভু হইয়া থাকে; এবং পতিপক্ষই কর্তৃত্বাধীনে তাহার অর্থের বিনিয়োগ ও রক্ষা এবং ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে।

পতিকুল ক্ষয়প্রাপ্ত, মনুষ্যশূন্য ও আশ্রয়হীন হইলে এবং তাহার সপিণ্ডেরও অভাব হইলে পিতৃপক্ষই স্ত্রীর প্রভু হইবে।

এখানে, বিনিয়োগশব্দে দানাদি বুঝিতে হইবে। পতি পুত্রের অভাবে স্ত্রীর ভর্তৃকুলপরতন্ত্রতাই বচনের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এইরূপ, দুহিতা ও অধিকারিণী হইয়া মরিলে তদভাবে অর্থাৎ তাহার কন্যা না থাকিলে, যে সকল পিতৃধনাধিকারীরা প্রাপ্ত হইত, তাহারাই ঐ ধন প্রাপ্ত হইবে। নতুবা, কন্যার স্ত্রীধনাধিকারীরা প্রাপ্ত হইবে না। পত্নী ভর্ত্তৃধন হইতে কন্যাকে বিবাহার্থ চতুর্থ অংশ প্রদান করিবে। ইহার কারণ এই, পুত্রগণও ঐরূপ দান করিবে এইরূপ বিধি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতাবতা পত্নী প্রভৃতি কন্যাকে বিবাহার্থ দান করিবে, ইহা দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

ইতি পত্ন্যধিকার সম্পূর্ণ।

পত্নীর অভাবে দুহিতার অধিকার হয়। তথাহি, মনু ও নারদ বলিয়াছেন, যেমন আত্মা, সেইরূপ পুত্র। পুত্র ও আত্মায় প্রভেদ নাই। আর, দুহিতা পুত্রের সমান। এই কারণে আত্মস্বরূপ। সুতরাং, সেই আত্মরূপিণী কন্যা বর্ত্তমানে অন্যে কিরূপে ধন অধিকার করিবে?

নারদ দুহিতার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, পুত্রের অভাবে দুহিতা অনুরূপ আত্মজ উৎপাদন করিয়া, ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে। কেননা পুত্র ও দুহিতা উভয়েই পিতার বংশপ্রবর্তক।

দুহিতার অধিকারস্থলে সন্তান উৎপাদনকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ সন্তান

পিণ্ডদাতা বলিয়া অভিমত; বুঝিতে হইবে। অপিণ্ডদাতা, ধনীর উপকার করিতে পারে না, এতাবতা, অন্যের সন্তান ও ঘটপটাদির সহিত তাহার বিশেষ নাই। দৌহিত্র মাতামহের পিণ্ডদাতা। দৌহিত্রের পুত্র বা দৌহিত্রীও পিণ্ডদান করিতে পারে না। তৎপর্য্যন্ত পিণ্ড-বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। এই কারণে, পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা উভয়েই ধনাধিকারিণী; তদ্‌-ব্যতীত, বন্ধ্যা পুত্রহীনা বিধবা এবং কেবল কন্যাপ্রসবকারিণী দুহিতা, ইহাদের ধনে অধিকার নাই। দীক্ষিতের এই মত সর্ব্বথা গ্রাহ্য।

তন্মধ্যে প্রথমে একা কন্যাই পিতৃধনের অধিকারিণী হইয়া থাকে। তথাহি, পরাশর বলিয়াছেন, কুমারী অপুত্রক মৃতের ধন গ্রহণ করিবে, তৎপরে বিবাহিতার অধিকার হইবে।

এখানে বিবাহিতাশব্দে বিবাহিতা কন্যা পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা হইলে, অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

তথাহি, দেবল বলিয়াছেন, কুমারীদিগকে পিতৃধন হইতে বিবাহনির্ব্বাহার্থক ব্যয় প্রদান করিবে। অপুত্রিক অর্থাৎ পুত্র ও পুত্রিকাপুত্রহীন ব্যক্তির ঔরসোৎপন্ন সজাতীয়া কন্যাই পুত্রের ন্যায়, ধন গ্রহণ করিবে ॥ ১৩৫ ॥

এই ব্যবস্থা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, ধনব্যতিরেকে বিবাহ না হইলে, কন্যার ঋতুদর্শন জন্য পিত্রাদির নরকগতি শুনিতে পাওয়া যায়।

তথাহি, বিষ্ণু বলিয়াছেন, অনুরূপ বর বিবাহার্থ যাহাকে প্রার্থনা করেন এবং যাহার নিজে-রও বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে, সেই কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, ততবার তাহার পিতামাতা কণীর গর্ভ বিনষ্ট করিয়া থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পৈঠীনসিও বলিয়াছেন, স্তন উদ্ভিন্ন না হইতেই, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবে। যদি সে ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই নরকগতি হইয়া থাকে। এবং পিতৃ-পিতামহ ও প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্য, নগ্নিকা অর্থাৎ ঋতুমতী না হইতেই, দান করিবে।

অতএব বিবাহের উপযুক্ত অবস্থায় বিবাহ দিলে, পিতাদির নরক নিস্তার করিয়া থাকে এবং পরিণীতার পুত্র দ্বারাও বিশিষ্টরূপ উপকার হয়। এজন্য, কুমারী যে ধন প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা ধন স্বামীরই উপকার বিহিত হইয়া থাকে। এতাবতা, পত্নীর অভাবে অদত্তা কন্যার ধনাধিকারিত্ব সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত। কুমারীর অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার অধিকার হইয়া থাকে। তথাহি, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সদৃশ পাত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা সদৃশী কন্যা যদি স্বামিসেবায় সংসক্তা থাকে, তাহা হইলে, সে পুত্রিকারূপে গৃহীত হউক বা না হউক, অপুত্র পিতার ধনাধিকারিণী হইবে।

এখানে সদৃশীশব্দে পিতার সবর্ণা, আর, সদৃশ পাত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা বলাতে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, উত্তমবর্ণ ও অধমবর্ণ পাত্রের সহিত বিবাহে ধনাধিকার প্রসিদ্ধ নহে, উত্তম ও অধমবর্ণ কর্ত্তৃক পরিণীতা দুহিতার গর্ভজ পুত্র অধম ও উত্তমবর্ণ মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। সবর্ণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা সবর্ণা দুহিতাই পুত্র দ্বারা পিতার উপকার করিয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥

পুত্রিকাপুত্র, পুত্রের ন্যায়, অতিমাত্র উপকার করিয়া থাকে। তজ্জন্য, পুত্রিকা, পুত্রের সমান। এতাবতা, পুত্রিকা ও ঔরস পুত্র উভয়েরই তুল্যাধিকার। পুত্রিকা ব্যতীত, পরিণীতা কন্যার পুত্রাদি অপেক্ষা ন্যূনোপকারক স্বকীয় পুত্র দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। এইজন্য, কুমারীপর্য্যন্তের অভাবেই পিতৃধনাধিকার সঙ্গত হইয়া থাকে।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, উপকারকতাই যদি ধনাধিকারের হেতুভূত হয়, তাহা হইলে,

প্রথমে পুত্রবতী দুহিতার অধিকার হউক না কেন; তদভাবে সম্ভাবিতপুত্রা অধিকারিণী হইবে।

ইহার উত্তর এই, এ কথা বলিতে পার না। কেননা, সম্ভাবিতপুত্রার পরে পুত্র জন্মিলে, তাহার অধিকার প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। তাহা কিন্তু উচিত নহে। যেহেতু, উভয়েই দৌহিত্র। সুতরাং, উভয়েই সমান উপকারক। আর স্বামিসেবার সংসক্তা, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা অবৈধব্য প্রদর্শন করিয়া, পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা প্রতিপাদন করিলেন।

সেই, এই শব্দ দ্বারা পূর্ব্ববচনপ্রাপ্ত দুহিতারই এখানে উপলব্ধি হইতেছে। তাহা হইলেই, সদৃশ পাত্র কর্ত্তৃক পরিণীতা সদৃশী ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা দুহিতামাত্রেরই পিতৃধনে অধিকার হয় না, দেখান হইল। অন্যথা,

পুত্রের ন্যায়, দুহিতাও অঙ্গাঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং, কে তাহার পিতৃধন গ্রহণ করিতে পারে?

ইত্যাদি বচনে সামান্যাকারে দুহিতার অধিকার কথিত হওয়াতে, সদৃশ কর্ত্তৃক পরিণীতা সদৃশী ইত্যাদি নির্দ্দেশ পুনরুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য, প্রথমে সামান্য আকারে দুহিতার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, পরে বিশেষ করিয়া বলাতে, পুনরুক্তদোষ সংঘটিত হইল না॥ ১৩৭॥

যেহেতু, স্বপুত্র দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া, দুহিতার পিতৃধনে অধিকার হয়, সেইহেতু, পুত্রিকারও পিতার মরণান্তর ধনসম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরে সে বন্ধ্যা হইলে, অথবা তদীয় ভর্ত্তা পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে, যদি তাহার পুত্র না জন্মে, তাহা হইলে, তাহার মৃত্যুতে সে ধন তাহার স্বামীর প্রাপ্য হইবে না।

তথাহি, শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, পুত্রিকা অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে, তাহার ভর্ত্তার ধনাধিকার হইবে না।

পৈঠীনসিও বলিয়াছেন, পুত্রিকা নিঃসন্তান মরিলে, তদীয় স্বামী ধনাধিকারী হইবে না। তাহার কুমারী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা অন্য ভগিনী সে ধন পাইবে। অতএব স্ত্রীর অধিকারস্থলে স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীধনাধিকারিগণের অধিকার ব্যাবৃত্ত হইল।

ইহার বিরুদ্ধে মনুবচন যথা, অপুত্রক অবস্থায় পুত্রিকার মৃত্যু হইলে, তদীয় ভর্ত্তাই তাহার ধন অধিকার করিবে; ইহাতে কোন বিচারই করিবে না।

এই বচনের তাৎপর্য্য এই, উৎপন্নমৃতপুত্রা পুত্রিকার মরণেই ঐরূপ ব্যবস্থা প্রযোজিত হইবে। ১৩৮॥

কন্যা ও দৌহিত্র উভয়েই এক পিণ্ডদানরূপ উপকার দ্বারা ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

এসম্বন্ধে বৃহস্পতিবচন যথা, বন্ধুগণ সত্ত্বে পিতৃধনে কন্যার যথা স্বামিত্ব, তৎপুত্র তথা মাতৃ মাতামহধনে অধিকারী হইয়া থাকে।

ইহার অর্থ এই, দৌহিত্রদের পিণ্ড দ্বারা দুহিতা পিতৃধনে অধিকারিণী হয়। সেই পিণ্ডদান দ্বারাই দুহিতার পুত্রও, পিত্রাদি বন্ধুগণ সত্ত্বে, মাতামহধনে অধিকারলাভ করে। পুত্রিকাপুত্রের অধিকারস্থাপনাভিপ্রায়ে এই বচন নহে। কেননা, কৃতাই হউক, আর, অকৃতাই অপুত্রক পিতার ধনে অধিকারিণী হইয়া থাকে, এই বচনে প্রাপ্ত কৃতা ও অকৃতা দ্বিবিধ দুহিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, বৃহস্পতির বচনে তদ্‌শব্দের প্রয়োগ থাকাতে, উক্তানুরূপ দুইপ্রকার দুহিতারই প্রতিপত্তি হয়। পুনশ্চ, নৈকট্যবশতঃ এই বচনে অকৃতা দুহিতারই অগ্রে প্রতীতি হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রতীতি যুক্তিসঙ্গতও বটে। এতাবতা, কোনক্রমেই তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না।

এই কারণেই মনু বলিয়াছেন, দৌহিত্রই অপুত্রক মাতামহের সমগ্র ধনে অধিকারী হইবে।

এবং স্বকীয় পিতা ও মাতামহের উদ্দেশে পিণ্ডদ্বয় প্রদান করিবে। লোকে পৌত্র ও দৌহিত্র এই উভয়ে ধর্ম্মতঃ বিশেষ নাই। কেননা, তাহাদের মাতা ও পিতা তাহার দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

মনুর এই বচনে, মাতামহের দেহ হইতে দুহিতার জন্ম হইয়াছে। সেই জন্মকেই দৌহিত্রের মাতামহধনাধিকারের হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। পুত্রিকাকরণকে তাহার হেতু বলিলেন না। পুত্রিকাকরণ হেতু হইলে, তাহারই নির্দ্দেশ করিতেন।

তথাহি, সেই মনুই সুস্পষ্ট বলিয়াছেন, অকৃতা বা কৃতা, সদৃশ স্বামী হইতে যে পুত্র লাভ করে, মাতামহ সেই পুত্র দ্বারা পৌত্রী অর্থাৎ পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পুত্রই মাতামহের পিণ্ডদান ও ধন আদান করিবে।

এই বচনে অকৃতা দুহিতার পুত্রেরও অধিকার নির্দ্দেশ করিলেন॥ ১৩৯॥

পুনশ্চ, স্মৃতিশাস্ত্রে দৌহিত্রকে অপুত্রিকা দুহিতারই পুত্র বলিয়া নিয়ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা, বৌধায়নবচন, পুত্রিকারূপে স্বীকার করিয়া, দান করিলে, সেই কন্যাতে যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম পুত্রিকাপুত্র; তদ্ব্যতীত, দৌহিত্র বলিয়া অবগত হইবে।

এইজন্য, ভোজদেবও, কৃতা ও অকৃতা দুহিতার অধিকার উপলক্ষে বৃহস্পতির বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এইরূপ, গোবিন্দরাজও মনুর টীকায় লিখিয়াছেন, পুত্র ও পৌত্রহীন সংসারে দৌহিত্রই ধন পায়। কেননা, পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধকরণে পৌত্র ও দৌহিত্র উভয়ে সমান। গোবিন্দরাজ বিষ্ণুর এই বচনবলে বিবাহিতা দুহিতার পূর্ব্বেই দৌহিত্রের অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমাদের মতবিরুদ্ধ। কেননা, পূর্ব্বে যে সদৃশ কর্তৃক বিবাহিতা সদৃশী ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, গোবিন্দরাজের এই মতবাদ তাহার বিরোধী হইয়া পড়ে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা না থাকিলেই, পিত্রাদিসত্ত্বেও দৌহিত্রের অধিকার হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই, তথৈব, এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া, কন্যার সহিত দৌহিত্রের সাম্যভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুনশ্চ, তাহার পুত্রও অধিকার পাইবে, ইত্যাদি বচনে ওশব্দ নির্দ্দেশ আছে। তদ্বিধায়, দুহিতা অপেক্ষা যে দৌহিত্র নিকৃষ্ট, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বলিতে কি, উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষভাব চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। এই কারণে, দুহিতার অধিকারপ্রাপ্তির পরই দৌহিত্রের অধিকার হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা॥ ১৪০॥

বন্ধুগণ থাকিলেও, ইত্যাদি বচন দ্বারা পিতামাতার অধিকার পত্নীর অভাবে যদিও ন্যায়সঙ্গত হয়; তথাপি, দুহিতা ও দৌহিত্র দ্বারা ঐ অধিকার বাধিত হইয়া থাকে। এতাবতা দুহিতা ও দৌহিত্র এরূপ বাধকের অভাবে পিতামাতার অধিকার সূচিত হইল।

এইজন্য, বৃহস্পতি আর বিশেষ কিছু না বলিয়া, পিতৃধনে স্বাম্য, এইপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াই, পরে বলিয়াছেন, তদভাবে ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপুত্র, সনাভি, সকুল্য, বান্ধব, শিষ্য, শ্রোত্রিয়, ইহারা ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

এখানে তদ্‌শব্দ দ্বারা দৌহিত্র এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানে সূচিত পিতা ও মাতা, ইহাদের উপস্থিতি হইয়া থাকে। এই কারণে, ইহাদের অভাবে ভ্রাতা প্রভৃতির অধিকার বিনিষ্পন্ন হয়।

বালকনামক গ্রন্থকার বলিয়াছেন, পত্নী, দুহিতা সকল, পিতামাতা ও ভ্রাতা ইত্যাদি বচনে ক্রমবন্ধনবশতঃ নির্দ্দিষ্ট অধিকারিগণের শেষেই দৌহিত্র অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

বৃহস্পতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটাতে, বালকের এই বচন, প্রকৃত বালকেরই বচন হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই, উক্ত বচনে বহুবচনান্ত দুহিতাশব্দ প্রযোজিত হইয়াছে। তদ্বিধায়, কুমারী, বিবাহিতা ও দৌহিত্র ইহাদেরই নির্দ্দেশ থাকাতে, ক্রমবিরোধ নিরাকৃত হইল।

পুনশ্চ, অপুত্রস্য মৃতস্য, ইত্যাদি বচনে যেমন পিণ্ডদাতৃত্বের সাম্যবশতঃ পুত্রপদে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে, দৌহিত্রেরও তেমন পিণ্ডদানে অধিকার থাকাতে, দুহিতৃপদ দ্বারা দৌহিত্র পর্য্যন্তের উপস্থিতি হয়। অথবা, যেমন পুত্রের অভাবে দুহিতা অনুরূপ সন্তান সমুৎপাদন করিয়া, ইত্যাদি বচনে পুত্রশব্দে পৌত্র পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে, এখানেও তেমন দুহিতৃশব্দে দৌহিত্র পর্য্যন্তের অনুষঙ্গ বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে, বহুবচনান্ত দুহিতৃশব্দেরও সার্থক্য থাকে না। তজ্জন্য, পত্নী ও তৎসুত, ইত্যাদি বচনের ন্যায়, উক্ত বচনে এক বচনই প্রয়োগ করা হইত। ভ্রাতৃশব্দে যে বহুবচন প্রযোজিত হইয়াছে, তাহার যে সার্থকতা আছে, তাহা পরে বলা যাইবে।

বালকের প্রণীত মীমাংসার আরও দোষ এই, যাজ্ঞবল্ক্য পিতা হইতে রাজা পর্য্যন্ত যে ক্রম নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উপলক্ষমাত্র। যদি উপলক্ষমাত্র স্বীকার না কর, তাহা হইলে, রাজার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার বলিতে হইবে। কিন্তু রাজার অভাবঘটনার সম্ভাবনা নাই। এতাবতা দৌহিত্রের অনধিকারই বলিতে হয়। এই কারণে, বিশ্বরূপ, জিতেন্দ্রিয়, ভোজদেব ও গোবিন্দরাজ ইহাঁরা যে মীমাংসা করিয়াছেন, দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার হইবে, তাহাই সর্ব্বথা গ্রাহ্য ॥ ১৪১ ॥

কন্যা যদি পিতৃধনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ বিবাহিতা অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহার ধন অনুৎপন্নাধিকারা কন্যার অভাবে যে সকল বিবাহিতা কন্যার প্রাপ্য হইত, উৎপন্নাধিকারা হইয়া মরিলেও, তাহারাই সেই ধন প্রাপ্ত হইবে। তাহার ভর্ত্তা প্রভৃতির প্রাপ্য হইবে না। কেননা, স্ত্রীধনেই ভর্ত্তাদির অধিকার।

পুনশ্চ, মরণ পর্য্যন্ত ক্ষীণদেহা হইয়া ভোগ করিবে, ইত্যাদি বচনে, জাতাধিকারা পত্নীর অভাবে অনুৎপন্নাধিকারা পত্নীর অভাবস্থলে যে কন্যা প্রভৃতিরা পূর্ব্বস্বামীর ধনগ্রহণ করিত, বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারাই ধনের অধিকারী হইবে, এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে পত্নী অপেক্ষা নিকৃষ্ট দুহিতা ও দৌহিত্র উভয়ের অধিকারস্থলেও ঐরূপ অর্থ, অর্থাৎ পূর্ব্বস্বামির উত্তরাধিকারী তত্তৎ কন্যা প্রভৃতির অধিকার, দণ্ডাপূপন্যায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা, উক্ত বচনে পত্নীশব্দ উপলক্ষণমাত্র। অর্থাৎ স্ত্রীমাত্রেরই অধিকারস্থলে ঐরূপে পূর্ব্বস্বামিধনাধিকারিগণই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৪২ ॥

ইতি দুহিতা ও দৌহিত্রের অধিকারনির্ণয় সম্পূর্ণ।

পৌত্রের অভাবে পিতার অধিকার, মাতার নহে, অথবা পিতামাতা উভয়ের একযোগে নহে। কেননা, তাহা হইলে, তদভাবে পিতৃগামী ও তদভাবে মাতৃগামী হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ ঘটে।

মনু বলিয়াছেন, মাতাই পুত্রহীন পুত্রধন প্রাপ্ত হন। মাতার মৃত্যু হইলে, পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী তাহার অধিকার করিবেন।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, ভার্য্যা ও পুত্রবিরহিত হইয়া, পুত্রের মৃত্যু হইলে, মাতা তাঁহার ধন পাইবেন। অথবা, ভ্রাতা মাতার আজ্ঞা লইয়া, তাহা গ্রহণ করিবেন।

মনু ও বৃহস্পতির এই বচন, পিতৃপর্য্যন্তের অভাবে বুঝিতে হইবে ॥ ১৪৩ ॥

দৌহিত্রের পরে ও মাতার পূর্ব্বে পিতা অধিকারী হইয়া থাকেন, এই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গতও বটে। কেননা, দৌহিত্র মৃতের পিণ্ড ও মৃতের ভোগ্য অপর পিণ্ডদ্বয় প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু পিতা কেবল মৃতের ভোগ্য অপর পিণ্ডদ্বয় প্রদান করেন। এই কারণে তিনি দৌহিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া, দৌহিত্রের পর অধিকার প্রাপ্ত হন। আর, মাতা মৃতের ভোগ্য অন্য

পিণ্ডত্রয় দান করিতে পারেন না। এবং মনু বলিয়াছেন, বীজ ও যোনি উভয়ের মধ্যে বীজই উৎকৃষ্ট। এই কারণে মাতা অপেক্ষা পিতার উৎকর্ষ ও তৎপ্রযুক্ত বলবত্তা বিধায়, মাতার পূর্ব্বেই পিতার অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আর, যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যে পিতৃশব্দ প্রযোজিত হইয়াছে, তাহাতেও পিতৃক্রমই পরিজ্ঞাত হয়। কেননা, প্রাতিপদিক পিতৃশব্দ হইতে প্রথমে পিতারই পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। পরে দ্বিবচন-বলে একশেষ দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়া, মাতার জ্ঞান হয়। এতাবতা, পিতার পরে মাতার অধিকার, এইরূপ ক্রমনিয়ম প্রতীত হইল। সুতরাং, কেহ কেহ যে নির্দ্দেশ করেন, ক্রমজ্ঞান ক্রমাভিধানের ব্যাপ্য। সুতরাং, ক্রম নির্দ্দেশ না থাকিলে, ক্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমানের আশ্রয়ে পিতামাতার একযোগে অধিকার সিদ্ধ হয়। ইহা কখনই প্রমাণসঙ্গত হইতে পারে না। ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যভাব সাধ্য হয় না। প্রস্তাবিত স্থলে ক্রমাভিধানরূপ ব্যাপকের অভাব স্বরূপতঃ সিদ্ধ না হইলে, সাধ্য সুগম সিদ্ধ হয় না। এবং বিষ্ণুবচনের সহিতও বিরোধ ঘটিয়া উঠে ॥ ১৪৪ ॥

ইতি পিতার অধিকার সম্পূর্ণ।

পিতার অভাবে মাতার অধিকার হইয়া থাকে। কেননা, বিষ্ণু বলিয়াছেন, পিতার অধিকারের পর, তদভাবে মাতৃগামী হইয়া থাকে।

ইহা যুক্তিসিদ্ধও বটে। কেননা, গর্ভধারণ ও পোষণ জন্য জননী যে উপকার করেন, তাহার পরিশোধ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পুনশ্চ, পুত্রভোগ্য অন্ন পিণ্ডদাতা ভ্রাতার উৎপাদন করিয়াও মাতা উপকার করেন। এই কারণে ভ্রাতা প্রভৃতির পূর্ব্বেই মাতার অধিকার সর্ব্বথা ন্যায়সঙ্গত। অতএব, পিতার অপেক্ষা গৌরবাতিশয্য শ্রুত হওয়া যায়, বলিয়া, পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেননা, গৌরবাতিশয্যই যদি ধনসম্বন্ধের হেতু বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, পিতা ও বেদোপদেষ্টা, এই উভয়ের মধ্যে বেদোপদেষ্টারূপ পিতাই সমধিক-গৌরবসম্পন্ন। এই বচন প্রমাণে পিতার পূর্ব্বেই আচার্য্য অর্থাৎ বেদোপদেষ্টা গুরুরই অধিকার উপপন্ন হইয়া থাকে। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্র বিদ্যমানেও, পিতৃব্য প্রভৃতির ঐরূপ গৌরবাতিশয্য বশতঃ অগ্রেই অধিকার সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। এই কারণে, পিতার পরেই মাতার অধিকার মীমাংসিত হইল।

এইরূপ, মৃতের পিতৃসন্তানের পূর্ব্বে ও পিতার পরে মাতার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, স্পষ্টই সূচনা করিলেন, পিতামহসন্তানের পূর্ব্বে ও পিতামহের পরে পিতামহী ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, পিতা, ভ্রাতা, ইত্যাদি ক্রমোক্তির সহিত বিরোধ ঘটে।

এই কারণেই মনু বলিয়াছেন, সসন্তানা জননীর মৃত্যুতে পিতার মাতাও তাঁহার ধন গ্রহণ করিবেন।

এখানে, মাতাও এই শব্দের অন্তর্গত ওকার দ্বারা সূচিত হইলে, ভ্রাতা হইতে পিতামহ পর্য্যন্তেরা ধন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে, এইরূপ অর্থ হইল, মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানের পরেও স্বসন্তানের পূর্ব্বে উক্তক্রমে পিতা মাতার অধিকার হইয়া থাকে। অতএব পিতামহ ও পিতামহী স্বকীয় সন্তানের পূর্ব্বে ধনের অধিকারী হন, ইহা প্রদর্শন করা হইল। এই কারণে, যাজ্ঞবল্ক্যও মাতার অধিকারপ্রদর্শন দ্বারাই পিতৃব্যাদির পূর্ব্বে পিতামহ ও পিতামহীর অধিকারও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভাবিয়া, পৃথক আকারে আর তাহার উল্লেখ করেন নাই ॥ ১৪৬ ॥

ইতি মাতার অধিকার সম্পূর্ণ।

মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার হইয়া থাকে। তথাহি বিষ্ণু বলিয়াছেন, মাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃগামী হয়। *

এখানে, তদভাবশব্দে মাতার অভাব বুঝিতে হইবে। কেননা, পিতামাতা, ভ্রাতৃ ইত্যাদি বচনেও পিতামাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার অবগত হওয়া যায়। ভ্রাতা ও তৎপুত্র, ইত্যাদি বচনে যেমন ভ্রাতারা অধিকারী, সেইরূপ ভ্রাতৃপুত্রও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র এককালীন অধিকারী হউক না কেন? এইরূপ বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে, ভ্রাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

এখানে তদভাবে, এই পদের অন্তর্গত তদ্‌শব্দে ভ্রাতাকে বুঝাইয়া থাকে। ইহা ন্যায়সঙ্গতও বটে। কেন না, ভ্রাতা মৃত ধনীর ভোগ্য পিত্রাদিত্রয়পিণ্ডদান দ্বারা উপকার করে এবং মৃতদেয় মাতামহাদিপিণ্ডত্রয়দান দ্বারা ধনীর স্থানীয় হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র কখন এরূপ পারে না। সুতরাং, তাহা অপেক্ষা ভ্রাতা বলবান্। কিন্তু জননী এবম্বিধ ভ্রাতার উদ্ভবক্ষেত্র। তজ্জন্য, মাতা অপেক্ষা ভ্রাতা নিকৃষ্ট। এই কারণে মাতার পরেই ভ্রাতার অধিকার ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে ॥ ১৪৭ ॥

অপিচ, তথাশব্দের সহিত ভ্রাতৃপুত্রের অন্বয় করিয়া, যেমন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের এককালীন অধিকারের আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছে, ভ্রাতার সহিত সেই তথাশব্দের সেইরূপ অন্বয় হইবে না কেন? তাহা হইলে, পিতা মাতা যেমন অধিকার প্রাপ্ত হন, ভ্রাতারও তেমন অধিকারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে পিতামাতা ও ভ্রাতা সকলেরই তুল্যাধিকারিত্ব সিদ্ধ হয়। এরূপ হইলে, বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ ঘটে। এতাবতা, ঐ আপত্তি যদি খণ্ডন করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের একযোগে অধিকারস্থলেও উক্তরূপ মীমাংসা সমান হইয়া থাকে।

তথাহি; মনু বলিয়াছেন, পিতা অথবা ভ্রাতারাই অপুত্র মৃতের ধন গ্রহণ করিবেন।

এই বচনে, ভ্রাতারাই, এই শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া বলা হইল, ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী হয় না।

কিন্তু, পিতা জীবিত সত্ত্বে, ভ্রাতৃপুত্র কেন অধিকারী হয় না, এইরূপ প্রশ্নের অন্য কোনরূপ হেতু নাই। তবে, পিতা জীবিত থাকিতে, পিণ্ডদানাভাবে উপকারাভাবই পুত্রের অধিকারাভাবের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, ভ্রাতৃপুত্র মৃতপিতৃক হইলেও, ভ্রাতার তুল্য উপকারকত্বাভাবপ্রযুক্ত কিরূপে তুল্যবৎ অধিকারী হইতে পারে?

এই কারণেই, দেবল মুনি বলিয়াছেন, অনন্তর অপুত্রের ধন সহোদরেরা, অথবা সবর্ণা দুহিতারা, অথবা পাতিত্যাদিদোষবর্জ্জিত পিতা অথবা সবর্ণ ভ্রাতৃগণ, মাতা, ভার্য্যা, ইহারা যথাক্রমে ভাগ করিয়া লইবে।

তিনি এই বচন দ্বারা ভার্য্যা, সবর্ণা দুহিতা, পিতা, মাতা সহোদর ভ্রাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্য্যন্ত অধিকারিশৃঙ্খলায়, ভ্রাতৃপুত্রের উল্লেখ না করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্য্যন্তের অভাবেই ভ্রাতৃপুত্রগণের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥

সমুদায় ভ্রাতার মধ্যে এক জন পুত্রবান্ হইলে, অবশিষ্ট ভ্রাতারা তদ্দ্বারা পুত্রবান্ হইয়া থাকে, এই যে বচন প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই, সেই এক ভ্রাতার পুত্র সকলেরই পিণ্ডদান ও তদভ্রাতার অভাবে ধনগ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা, বিষ্ণুবচনের সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। পুনশ্চ, যদি এরূপ অর্থ স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে, ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতার পূর্ব্বেই কিহেতু অধিকারী না হইবে? এই কারণে ভ্রাতারই অধিকার হইবে। তন্মধ্যে

প্রথমে সোদর ভ্রাতা ধন অধিকার করিবে। তাহার প্রমাণ এই, সহোদরের ধন সহোদরেরই প্রাপ্য। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত বচনপ্রমাণে প্রাপ্ত ভ্রাতার অধিকারাবসরে প্রথমে সোদর প্রাপ্ত হইবে. এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। সোদর ভ্রাতার অভাবে বৈমাত্রেয় লইবে। কেননা, এক পিতার ঔরসজাত বলিয়া, বৈমাত্রেয়কেও ভ্রাতা বলা যায়।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন. কোন সংসৃষ্টীর বা সহোদরের পুত্র জন্মিলে, অন্যান্য সংসৃষ্টী ও সহোদরগণ তাহার ধন তাহার সেই পুত্রকে দিবে। এবং তাহার মৃত্যু হইলে, আপনারা লইবে

এই বচনে সোদর ও অসোদর উভয়ের ভ্রাতৃশব্দবাচ্যতা লক্ষিত হইতেছে। অন্যথা, সোদর ভ্রাতৃমাত্র অর্থ হইলে, সোদরের ধন সোদর, এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা হইত না। কেননা, ভ্রাতৃশব্দ দ্বারাই সহোদরের অবগতি হইয়া থাকে। সেইজন্য, পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি বচন দ্বারা সোদর ও বৈমাত্রেয় এই উভয়েরই অধিকার সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে সোদরের ধন সোদর ইত্যাদি বচনে বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, সোদর ভ্রাতার অগ্রে অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পুনশ্চ, সোদর ভ্রাতা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ষাট্পৌরুষিক পিণ্ডদানে অধিকারী এবং বৈমাত্রেয় মৃতের ভোগ্যমাত্র পিত্রাদিপিণ্ডত্রয় দান করিয়া থাকে। একারণে সোদর অপেক্ষা বৈমাত্রেয় নিকৃষ্ট। পুনশ্চ, ভ্রাতৃপুত্র মৃতভোগ্য পিণ্ডদ্বয়মাত্র দান করিতে পারে। কিন্তু বৈমাত্রেয় পিণ্ডত্রয় দান করিয়া থাকে। এইরূপ উপকারাতিরেক বশতঃ বৈমাত্রেয়ের ভ্রাতৃপুত্র অপেক্ষা বলবত্ত্ব লক্ষিত হয়। এই কারণে শ্রীকর ও বিশ্বরূপ ইহাঁরা উভয়ে, সহোদর ও ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যস্থলেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে বলিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই আদরণীয় ॥ ১৪৯ ॥

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংসৃষ্টী থাকিলেও, সোদর অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে কি না?

এতদুপলক্ষে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বৈমাত্রেয় সংসৃষ্ট হইলে, ধন পাইবে; সংসৃষ্ট না হইলে পাইবে না। সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও, প্রাপ্ত হইবে। আর সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় পাইবে না।

ইহার অর্থ এই বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টী হইলে, প্রথমে পাইবে; নতুবা বৈমাত্রেয় হইলেই পাইবে না; তাহার সংসৃষ্টী হওয়া আবশ্যক।

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় যেমন অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়ের বাধা উৎপাদন করিয়া, ধন অধিকার করে. সহোদরকেও সেইরূপ ব্যাহত করিয়া অধিকারী হইবে, কি, সহোদরের সহিত একত্রে তুল্যাধিকার লাভ করিবে?

ইহার উত্তর জন্য পরার্দ্ধবচনে বলিলেন, সহোদর সংসৃষ্টী না হইলেও, প্রাপ্ত হইবে। এখানে পূর্ব্ববচনস্থ সোদরপদের অনুবৃত্তি হইতেছে। অথবা সংসৃষ্টশব্দই সহোদরবাচক। সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয়ই কেবল প্রাপ্ত হইবে না।

অতএব, বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যের লিখিত. সোদর, অন্যমাতৃজ নহে, ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া, জিতেন্দ্রিয়নামক নিবন্ধকার যে স্বকীয় গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বার্দ্ধে বিন্যস্ত সংসৃষ্টিপদের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায়, অন্যোদর্য্য সংসৃষ্ট হইলেও, লইবে না। কিন্তু সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও, গ্রহণ করিবে। এইরূপে, অসংসৃষ্টী সহোদর ও সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় দুই জনে ভাগ করিয়া লইবে; ইহাই বচনের অর্থ। এইজন্যই, অপিচশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১৫০ ॥

শ্রীকরমিশ্র বলিয়াছেন, সংসৃষ্টী সংসৃষ্টীর ধনগ্রহণ করিবে। ইত্যাদি বচন, অসংসৃষ্টী সহোদর না থাকিলে, কেবল সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় বিষয়েই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; তাহাতে আর অন্য-

বিধির আবশ্যকতা হয় না। এইরূপ সোদরের ধন সোদর পাইবে, এই বচনটীও অসংসৃষ্টী সোদরমাত্র বিষয়ক। সুতরাং, অন্যবিধিনিরপেক্ষ হইয়াই, প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যেস্থলে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ও অসংসৃষ্টী সোদরের প্রাপ্তি হইবে, সেখানে যদি দুই বিধিই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে, পরস্পরসাপেক্ষ হওয়াতে, উভয় বিধিই বিধায়ক হইয়া উঠে॥ ১৫১॥

কিন্তু এক বিধির কখন সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ভাবে বিধায়কতা হইতে পারে না। তাহা হইলে, বিধির বৈষম্যপ্রসক্তি হয়। ইহার ভাবার্থ এই, অসংসৃষ্টী সোদরের অভাবে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং লইবে; এই প্রকার একতর বিধি হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সহোদর যদি থাকে, তাহা হইলে, তাহার সহিত অপেক্ষিত ভাবে ভাগ করিয়া লইবে; এইরূপ আর এক বিধি সংঘটিত হইয়া উঠে। তাহা হইলেই, বিধির ভেদরূপ বৈষম্য ঘটে। আবার, সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয়ের অভাবে অসংসৃষ্টী সহোদর পূর্ব্বোক্ত বিধানে নিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং লইবে, এইরূপ এক বিধি, আর সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় থাকিলে, তাহার সহিত অপেক্ষিত ভাবে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে, এইরূপ আর এক বিধি; এই প্রকারে উভয় বচনেই বৈষম্য দোষ সংঘটিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, চাতুর্ম্মাস্য যাগপ্রসঙ্গে বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, শাকমেধ ও শুনাশীর্য্য নামে যাগচতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে। চারিমাসে ইহাদের সাধন করিতে হয়। এই পর্ব্বনামক যাগচতুষ্কেই উত্তরবেদিনামক অগ্নিপ্রণয়নোপযোগী পাত্রবিশেষ সম্পাদন করা বিহিত। তন্মধ্যে, বৈশ্বদেব ও শুনাশীর্য্য যাগে উত্তরবেদিবিধান নিবারিত হইয়াছে। এই নিবারণকে নিরাস না বলিয়া, নিষেধবিধি বলা বিধেয় হয় না। কেননা, নিষেধবিধি সামান্য বিধির আশ্রিত। তজ্জন্য আশ্রয়রূপ সামান্য বিধির একবারেই প্রতিষেধ বিহিত হইতে পারে না। এতাবতা, ইচ্ছা হইলে, উত্তরবেদি বিধান করিবে, না হইলে, করিবে না। এই প্রকারে বিকল্প পক্ষে নিষেধ স্থলেও স্বীকার করিতে হয়। তদ্বিধায়, বৈশ্যদেব ও শুনাশীর্য্য উভয় যাগে উত্তর বেদির বিধান বিকল্পসাপেক্ষ হইয়া থাকে। আর, বরুণপ্রঘাস ও শাকমেধ নামক অপর যাগদ্বয়ে উত্তর বেদির বিধান নিয়ত কর্ত্তব্য হওয়াতে, সর্ব্বথা নিরপেক্ষ, বলিতে হইবে। এইরূপে বৈষম্য ঘটাতে, বৈশ্যদেব ও শুনাশীর্য্য যাগে উহার প্রতিষেধ না করিয়া, পর্য্যুদাস করিবে। তাহা হইলে, বিধির একরূপতা বশতঃ, সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ভাবের নিরাকরণ ও তজ্জন্য বৈরূপ্যেরও অপাকরণ হয়। প্রস্তাবিত স্থলেও এইরূপ, অর্থাৎ বিধির নিরপেক্ষতা স্থলেই সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী লইবে এবং সোদরের ধন সোদর পাইবে, এই বচনদ্বয় প্রমাণরূপে প্রযোজিত হইতে পারে। সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ও অসংসৃষ্টী সোদর থাকিলে, সাপেক্ষতা বশতঃ উহার আর প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং, প্রমাণের অভাব ঘটাতে, ঐ ধন গ্রহণ করা কাহারই পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। ঐই অনিষ্ট আপতিত হয়। এই কারণে সংসৃষ্টির ধন সংসৃষ্টী লইবে, ইত্যাদি বচনে সংসৃষ্টির ধনে সংসৃষ্টির সামান্যতঃ ভাগপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া উঠে। সোদরের ধন সোদর লইবে, ইত্যাদি বচন তাহারই অপবাদার্থ প্রযোজিত হইয়াছে। এইরূপ হইলে, সহোদর সত্ত্বে, সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয়েরও অধিকার হইবে না। কিন্তু সহোদর সংসৃষ্ট অসংসৃষ্ট সকল অবস্থাতেই তাহা গ্রহণ করিবে॥ ১৫২॥

শ্রীকরাচার্য্যের এই মতবাদ সঙ্গত নহে। কেননা, দুই বিধি স্বতন্ত্র আকারে স্থলদ্বয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, যদি যুগপৎ একস্থলে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে বিধিবৈষম্য দোষ হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত, জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞে হবির্ধানী ও হবিষ্পবমান নামে যে দুইটী যাগগৃহ বিহিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে হবির্ধানী হইতে হবিষ্পবনে যাইবার সময় পথিমধ্যে উদ্গাতা স্খলিত হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিবে; এবং প্রতিহোতা স্খলিত হইলে, তাঁহাকে অসর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবে,

এইরূপে যে বিধিদ্বয় ব্যবস্থাপিত আছে, তাহারা পরস্পর অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং, উদ্‌গাতা ও প্রতিহর্ত্তা উভয়েই যদি এককালেই স্খলিত হন, তাহা হইলে, শ্রীকরের মতে বিধিবৈষম্য ঘটাতে, দুই শাস্ত্রের মধ্যে কোন শাস্ত্রেরই প্রবর্ত্তনা হইতে পারে না। প্রাচীন-পরম্পরা এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা করিয়াছেন, যে, ঐরূপ ঘটনাপ্রসঙ্গে প্রথমে প্রতিহর্ত্তাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া, পরে উদ্‌গাতাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে। শ্রীকরের মতানুসরণ করিলে, এই মীমাংসার মূলোচ্ছেদ করা হয়।

পুনশ্চ, পৌর্ণমাসীতে উপাংশুযাগসংক্রান্ত ইন্দ্রদৈবত দধি, আর অমাবস্যাতে অগ্নীষোম-সংক্রান্ত ইন্দ্রদৈবত দুগ্ধ চাতুর্হোত্র মন্ত্র সহায়ে স্পর্শ করিতে হইবে। এইরূপে দুই শাস্ত্র দুই স্থলে স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং, শ্রীকরের মতে বিধিবৈরূপ্য ঘটাতে, উভয়ের মধ্যে কোন শাস্ত্রেরই প্রয়োগ হইতে পারে না। তজ্জন্য, দধি দুগ্ধ স্পর্শ করিবার যে স্থিরতর মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার এককালেই মূলোচ্ছেদ হয়॥ ১৫৩॥

অতএব, কোথাও বাধকে অপেক্ষিত না করিয়া নিত্যবং বিধি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কোথাও বা অপর বিধির বাধকে অপেক্ষা করিয়া, বিধির প্রবর্ত্তনা হয়, ইহাই বৈরূপ্যের লক্ষণ। তথাহি, বৈশ্বদেবাদি যাগদ্বয়ে উত্তরবেদি করিবে না, এই নিষেধ সামান্য উত্তরবেদিবিধানের অপেক্ষা করিয়া থাকে। নিষেধ দ্বারা সামান্য বিধির পাক্ষিক বাধমাত্র সাধিত হয়। নতুবা, নিষেধ কখন বিধি হইতে পারে না। এইহেতু, নিষেধ বেদিবিধির বাধসাপেক্ষ; একবারেই উহার বাধ নহে। একবারেই বাধ বলিলে, নিষেধ বিফল হইয়া থাকে। কেননা, নিষেধ ব্যতিরেকেও বেদির অকরণপ্রাপ্তি হয়। তজ্জন্য, বৈশ্বদেব ও শুনাশীর্য্যরূপ পর্ব্বযাগদ্বয়ে সামান্যতঃ উত্তরবেদির বিধি ও নিষেধবিধির বাধ সাপেক্ষ হইয়া উঠে। পুনশ্চ অবশিষ্ট যাগ দ্বয়ে উত্তরবেদি নিয়ত প্রবর্ত্তিত থাকাতে, উক্ত সামান্য বিধি নিষেধবিধির বাধনিরপেক্ষ হয়। এইরূপে নিষেধ স্বীকার করিলে, বিধিবৈষম্যদোষ ও বিকল্প সংঘটিত হইয়া থাকে।

রাগপ্রাপ্ত কর্ম্মে নিয়ত বাধ বিহিত হয়। কেননা, উহাতে নিষেধের সার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাগপ্রাপ্ত কর্ম্মে বিকল্প কল্পনা বিধেয় নহে। ইহার কারণ এই, ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্য করা যায়, নিষেধ না করিলেও, ইচ্ছার ভঙ্গুরত্ববশতঃ সেই কর্ম্মের কদাচিৎ অকরণ হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা। পুনশ্চ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতিরাত্রনামক যাগে ষোড়শিনামক পাত্র গ্রহণ করিবে এবং করিবে না। এখানে, বিধি ও নিষেধের যুগপৎ প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। তজ্জন্য, পর্য্যুদাস না হওয়াতে, ইহাকে বিকল্প বলা যায়। এইরূপে যেখানে সামান্য ও বিশেষরূপ বিধি নিষেধের একত্র প্রবর্ত্তনা হয়, সেইখানেই বিধিবৈষম্য ঘটিয়া থাকে, এক বিশেষ বিষয়ে হইলে হইবে না। ১৫৪॥

যাহারা বলিয়া থাকে, নিষেধবিধি প্রাপ্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। অতএব, প্রাপ্তিরূপ নিজ নিমিত্তকে এককালে নিরাকৃত করিতে নিষেধবিধির ক্ষমতা নাই। এইরূপ যুক্তি অনুসারেই নিষিদ্ধ কর্ম্মে বিকল্প কল্পনা করিতে হয়। তাঁহাদের মতে পশুযাগে অঘোর আজ্য ভাগ করিতে নাই। ইত্যাদি রাগপ্রাপ্ত নিষেধস্থলেও বিকল্প কল্পনীয় হইয়া উঠে। পুনশ্চ, প্রাপ্তিরূপ নিমিত্ত যুক্ত নিষেধবিধি স্বনিমিত্তের বাধসাধনে ক্ষমবান্ নহে। এরূপ অবস্থায় পাক্ষিক বাধই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, আপনার নিমিত্তকে উন্মূলিত করাই নিষেধের স্বভাব। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে, নিষেধই বলবান হওয়াতে, দুর্ব্বল প্রাপ্তিশাস্ত্রের এককালীন মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে॥ ১৫৫॥

কেহ কেহ বলেন, ইহা, যাদৃচ্ছিক গ্রহণপ্রাপ্তির নিষেধ, বিধিপ্রাপ্তের নহে। এই মতবাদও নিতান্ত অজ্ঞানবিজৃম্ভিত কেননা, বৈধ গ্রহণ ও অবৈধগ্রহণনিষেধ, এই উভয়ের যুগপৎ

সম্ভব নহে। তজ্জন্য, বিকল্পের অভাবপ্রসক্তি হইয়া থাকে। যাগাঙ্গরূপে যাদৃচ্ছিক গ্রহণের অভাব হইলে, নিষেধ কখনই যাগাঙ্গ হয় না। সুতরাং আমাদের কথিত ন্যায়ানুসারেই বিকল্প হইয়া থাকে। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। ১৫৬॥

পুনশ্চ, শ্রীকরাচার্য্য বলিয়াছেন, সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ও অসংসৃষ্টী সহোদর থাকিলেও, সংসৃষ্টী সংসৃষ্টির ধন প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি বচনানুসারে বৈমাত্রেয়ের ধনসম্বন্ধপ্রাপ্তিস্থলে তাহার খণ্ডন জন্য, সোদরের ধন সোদর পাইবে, এইরূপ বচন প্রযোজিত হইয়াছে।

শ্রীকরের এই মতবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বিষয়েই সোদরের ধন সোদর পায়, এই বচন দ্বারা সহোদরের ধনাধিকারপ্রসঙ্গে তাহার খণ্ডনার্থ সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী পায়, এই বচন একতরপক্ষপাতিনী যুক্তিরূপ কারণের অভাবপ্রযুক্ত সম্ভব হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী পায়, এই বচনের বিবরণস্বরূপ, বৈমাত্রেয়, ইত্যাদি বচনের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা আবার নিতান্ত অযৌক্তিক। কেননা, ঐ বৈমাত্রেয়বচন দ্বারাই অভীষ্ট অর্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তজ্জন্য, সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী পায়, এই বচনের সার্থক্য থাকে না।

পুনশ্চ, অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী, ইত্যাদি বচনের অর্থ এই, বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টী হইলে, অন্যোদর্য্যের প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু অসংসৃষ্টী হইলেও, সোদর পাইয়া থাকে। কিঞ্চ, বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টী হইলেও, ধন প্রাপ্ত হয় না, এই ব্যাখ্যাও নিতান্ত অসঙ্গত। কেননা, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে এক অন্যোদর্য্যপদ পুনরুক্ত হওয়াতে, অপরার্দ্ধেও তাহার প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া উঠে। এবং অপিশব্দও এবশব্দের অর্থে প্রযোজিত হয় না। ১৫৭॥

কিঞ্চ, অসংসৃষ্টী সোদর থাকিতে, সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয়ের অধিকার খণ্ডনার্থ সোদরবচন বর্ণিত হইয়াছে। অসংসৃষ্টী সোদর ও বৈমাত্রেয়, এই উভয়ে ঐ বচন প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তজ্জন্য, উভয়ে তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে। অথবা, উভয়ের মধ্যে কাহারই অধিকার হইবে না।

যদি বল, এস্থলেও সোদরবচন প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে, এক স্থলে সংসৃষ্টি-বচন বাধসাপেক্ষ ও অন্যত্র বাধনিরপেক্ষ হওয়াতে, তোমাদেরই মতে বিধিবৈরূপ্য ঘটিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, সোমযাগে বেদিবিধান করিতে হয়। অথবা দীক্ষণীয়া ইষ্টি প্রভৃতিতে সামান্য বচন প্রবৃত্ত হইলে, দর্শপৌর্ণমাস যাগের অতিদেশ প্রাপ্ত বেদিবিধির বাধ দ্বারা ও অন্যত্র বাধ ব্যতিরেকেই প্রবৃত্ত হওয়াতে, বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য, সামান্য বেদিবিধানশাস্ত্র বাক্যান্তরপ্রাপ্ত বৈদিক ভিন্ন যাগের মধ্যে দ্রষ্টব্য হইবে॥ ১৫৮॥

কিন্তু আমাদের মতে শ্রীকরের সম্মত বিধিবৈষম্য হইতে পারে না। যেহেতু, সংসৃষ্টীবচন ও সোদরবচন, এই উভয় বচন ভিন্ন ভিন্ন স্থলে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আর, অন্যোদর্য্যবচন দ্বারা অসংসৃষ্টী সোদর ও সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় এই উভয়ের তুল্য অধিকার জ্ঞাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে, বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টী হইয়া, অসংসৃষ্টী সোদর সত্ত্বেও ধনগ্রহণ করিবে, বৈমাত্রেয় অসংসৃষ্টী হইলেও, ধন প্রাপ্ত হইবে না। ইহাই পূর্ব্বার্দ্ধবচনের অর্থ। তাহা হইলে, কি তৎকালে সোদর পাইবে না, এই অপেক্ষায় উত্তরার্দ্ধ দ্বারা উত্তর দেওয়া হইয়াছে॥ ১৫৯॥

সহোদরপদের অনুষক্তিক্রমে ইহাই বুঝাইতেছে যে, সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও, গ্রহণ করিবে; কেবল সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয়ই পাইবে না। কিন্তু তাহারা উভয়ে ভাগ করিয়া লইবে। ইহাই বচনের তাৎপর্য্য এরূপ অর্থ করিলে, আর বিধিবৈষম্য ঘটে না।

তথাহি, মনুও ঐরূপ মীমাংসা সমাধান করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা, সোদর্য্যগণ, সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণ, সোদর ভগিনীগণ ও সনাভিগণ, ইহারা সমবেত হইয়া, একত্রে ভাগ করিয়া লইবে।

এখানে সোদর্য্যশব্দে সোদরমাত্রই বুঝাইয়া থাকে। আর, সংসৃষ্টপদে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়গণের

পরস্পর একত্রে অবস্থিতির উপলব্ধি হয়। এবং, সমবেত হইয়া, একত্রে এই পদ দ্বারা উভয়ের সাহিত্যার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, এরূপ না বলিলে, কোন অর্থই পাওয়া যায় না। অতএব যাহারা বলিয়া থাকে, উভয়ের পরস্পর যোগে ভাগ্য হইবে, এইরূপ অর্থপ্রতীতি হয় না, তাহারা বচনের অর্থ একবারেই বুঝে না ॥ ১৬০ ॥

কিন্তু, এখানে, যে চেৎপদের অন্তর্গত চকারশব্দের শ্রবণপ্রযুক্ত, দ্বন্দ্বসমাসেরও শ্রবণ হইতেছে। তদ্দ্বারা ইতরেতরযোগের অশ্রবণকথন দ্বন্দ্বসমাসেরও ইতরেতরযোগার্থতার অভাব প্রতিপাদন করিতেছে। এই কারণে, সোদর ও বৈমাত্রেয়মাত্র থাকিলে, অগ্রে সোদরের অধিকার হইবে।

অতএব, বৃহন্মনু বলিয়াছেন, একোদর অর্থাৎ সহোদর জীবিত থাকিতে, বৈমাত্রেয় সেই ধন পাইবে না। স্থাবর সম্পত্তিতেও এইরূপ হইবে। সহোদর না থাকিলে, বৈমাত্রেয়ই পাইবে।

এখানে স্থাবরশব্দে বিভক্ত স্থাবর অভিপ্রেত হইয়াছে। কেননা, ইহার পরেই যম বলিয়াছেন, অবিভক্ত স্থাবরে সকলেরই অধিকার হইয়া থাকে। বিভক্ত স্থাবর বৈমাত্রেয় পাইবে না।

এখানে, সকলেরই অধিকারশব্দে সোদর ও বৈমাত্রেয় সকলেই পাইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে।

সোদরগণের মধ্যে একজন যদি সংসৃষ্ট থাকে, তাহারই সেই ধন প্রাপ্য হইবে। আর অসংসৃষ্টী সোদর ও সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় থাকিলে, দুই জনেই পাইবে। বৈমাত্রেয়মাত্র থাকিলেও, প্রথমে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় লইবে। তদভাবে অসংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় মৃতের ধন অধিকার করিবে। অতএব উক্ত ক্রমানুসারে অনেকের অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য, বহুবচনান্ত ভ্রাতৃশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। নতুবা, অনর্থক হইয়া থাকে ॥ ১৬১ ॥

পুনশ্চ, সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টী লইবে, ইত্যাদি বচন, তুল্যরূপ ধনাধিকারী সত্ত্বে সংসর্গজনিত বিশেষ প্রতিপাদন জন্যই প্রযোজিত হইয়াছে। এইজন্য, সোদর বা বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র বা পিতৃব্যাদি তুল্য সম্পর্কীয়গণ বিদ্যমান থাকিলেও, সংসৃষ্টীই প্রথমে অধিকারী হইবে। কেননা, এই বচনে কোনরূপ বিশেষনির্দ্দেশ নাই। পূর্ব্ববচনে সকলকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং, সকলের অধিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। অতএব, এই বচন ভ্রাতৃমাত্রের অধিকারপ্রতিপাদন জন্যই প্রযোজিত হইয়াছে, এই মতবাদ কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ১৬২ ॥

ইতি ভ্রাতার অধিকার সম্পূর্ণ।

ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্রের প্রাপ্য হইয়া থাকে। কেননা, বিষ্ণু, ভ্রাতৃগামী হয়, এই কথা বলিয়াই, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামী হইয়া থাকে, বলিয়াছেন। তথাপি, প্রথমে সোদর ভ্রাতৃপুত্রের প্রাপ্য হয়। তাহার অভাবে অসোদর অর্থাৎ বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী হইয়া থাকে। সোদরের ধন সোদর পায়, যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনই এ বিষয়ে প্রমাণ। সোদর ভ্রাতৃপুত্র মৃত ধনির ভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়া, স্বপিতামহীসমেত ধনির পিতার পিণ্ডদাতা, এই কারণে সোদর ভ্রাতৃপুত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া, তাহার অভাবেই ধন অধিকার করে ॥ ১৬৩ ॥

পত্নীর সহিত পিত্রাদি পিণ্ডভোগ করিয়া থাকেন। এই কারণে সপত্নী মাতা, সপত্নী পিতামহী ও সপত্নী প্রপিতামহী, ইহাদের শ্রাদ্ধে অনুপ্রবেশ সম্ভব নহে। মাতাপ্রভৃতিশব্দে প্রধানতঃ স্বজননী, পিতৃজননী ও পিতামহজননীকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহাদের শ্রাদ্ধে অনুপ্রবেশ হয়। যথা, মাতা স্বীয় স্বামীর সহিত স্বধাময় শ্রাদ্ধ ভোজন করেন। পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাঁরাও স্ব স্ব পতির সহিত ঐরূপে ভোজন করিয়া থাকেন। সপত্নীমাতা প্রভৃতির

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা, স্ত্রী বা পুরুষ অপুত্র মরিলে, তাহাদের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে না।

কিন্তু, সপত্নীক শ্রাদ্ধবিধান সর্ব্বজনসিদ্ধ বলিয়া, যেরূপ নিয়ত বিহিত হইয়া থাকে, সপত্নী মাত্রাদির সেরূপ নিত্যতা নাই। এইরূপ নিত্যানিত্য সংযোগবিরোধবশতঃ সপত্নীক শ্রাদ্ধ-বিধান মাত্রাদির সাপেক্ষ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত॥ ১৬৪॥

যদি বল, সোদর পিতৃব্য ও সোদর ভ্রাতৃপুত্রের ন্যায়, ধনিদের সপত্নীক পূর্ব্বপুরুষদ্বয়ের পিণ্ডদানে অধিকারী, তদ্‌বিধায় ধনীর পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরার্থ বলা যাইতেছে, পিতৃব্য ধনীর পিতামহ ও প্রপিতামহ উভয়ের পিণ্ডদাতা; কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র ধনির প্রধানস্বরূপ পিতাকে অবলম্বন করিয়া পুরুষদ্বয়ের পিণ্ডদান করিয়া থাকে; এইজন্য ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্য অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া পিতৃব্যের পূর্ব্বেই অধিকার পাইয়া থাকে। অতএব, ভ্রাতার নপ্তাও পিতৃধনের বাধক। কেননা, সে মৃতধনির প্রধানস্বরূপ পিতার পিণ্ডদান করিয়া থাকে। কিন্তু ভ্রাতার প্রতিনপ্তা অর্থাৎ প্রপৌত্র পিতৃসন্তান হইলেও, পিতৃব্যকর্ত্তৃক বাধিত হয়। কেননা, পঞ্চম পুরুষ বলিয়া, প্রতিনপ্তার পিণ্ডদানে অধিকার নাই।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, তিন পুরুষের জল প্রদান করিবে। তিন পুরুষে পিণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের পিণ্ডদান করিতে পারে। পঞ্চম পুরুষের তাহাতে অধিকার নাই।

এইরূপে মনুর মতে পঞ্চম পুরুষ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাব হইলে, ধনির দৌহিত্রের ন্যায়, পিতৃদৌহিত্রের অধিকার, বুঝিতে হইবে। এই রূপে, পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্ততিরও পিণ্ডদানক্ষমতার নৈকট্যবশতঃ অধিকার হইয়া থাকে, বুঝিবে। তথাহি, দৌহিত্র ও পৌত্রের ন্যায়, পরলোকে মৃত ধনীর উদ্ধার করে। এই বচনপ্রমাণে উভয়ে কোনরূপ বিশেষ নাই। কেননা, পিত্রাদির দৌহিত্রও স্বদৌহিত্রের ন্যায়, তদ্ভাবে পিণ্ডদান করিয়া, পরলোকে ঐরূপে উদ্ধার করে। এইজন্য, মনু স্বতন্ত্র আকারে ইহাদের অধিকার দর্শন করান নাই। তিন পুরুষের জলদান করিবে, এই বচনবলেই উহা বুঝিতে পারা যায়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদ্‌গোত্রজাত পিত্রাদি দৌহিত্রেরও পিণ্ডদানের আনন্তর্য্যক্রমে অধিকার প্রতিপন্ন করিবার আশয়ে ও অতদ্‌গোত্রজাত সপিণ্ড স্ত্রীদিগের অধিকার খণ্ডন করিবার নিমিত্ত গোত্রজশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এইজন্য বৌধায়ন বলিয়াছেন, নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্ধাদিরা অধিকারী হইতে পারে না। সেইরূপ, স্ত্রী সকলও অধিকারবিহীন।

কিন্তু পত্নী ও কন্যাদির অধিকার বিশেষবচনবলে বিরুদ্ধ হয় না। পুনশ্চ, যাজ্ঞবল্ক্য যে বন্ধুপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, মৃতভোগ্য পিণ্ডদাতা দৌহিত্রপর্য্যন্ত প্রপিতামহসন্ততির অভাবে মৃতদেয় মাতামহাদির পিণ্ডদান দ্বারা পিণ্ডের আনন্তর্য্য নিবন্ধন মাতুলাদির অধিকার প্রতিপাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু মনু পিণ্ডদানের আনন্তর্য্যবচন দ্বারাই ঐ উদ্দেশ্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন। মাতুল ও তৎপুত্রাদিরা মৃতদেয় মাতামহাদিপিণ্ডত্রয়ের দান করেন। এইজন্য, মৃত ধনে তাহাদের অধিকার। তন্নিবন্ধন, সেই ধন দ্বারা যে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও পিণ্ডদান বিহিত হইয়া থাকে। তথাহি, ভোগ ও দানাদিজন্য শুভ অদৃষ্ট, এই দ্বিবিধ প্রয়োজন উদ্দেশেই ধন অর্জ্জন করা হয়। তন্মধ্যে, অর্জ্জক উপরত হইলে, ধনে তাঁহার ভোগসম্ভব নহে। কিন্তু দানাদি করিয়া, শুভ অদৃষ্ট সঞ্চয় করা যাইতে পারে।

অতএব, বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সমুৎপন্ন অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ প্রাপ্ত ধন হইতে অর্দ্ধভাগ ভোগের জন্য পৃথক্ রাখিয়া দিবে। সেই ধনে মাসিক,যাণ্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রযত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে।

আপস্তম্বও বলিয়াছেন, শিষ্য বা কন্যা মৃত ধনীর উদ্দেশে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য এবং মাসিকাদি-ক্রমে তাহার ভোগ নিমিত্ত তদীয় ধন প্রযোজিত করিবে।

এখানে ধর্ম্মকার্য্য অদৃষ্টজননের হেতু। এইজন্যই বলিয়াছেন, দান ও ভোগ, এই দুইটাই ধনের সাক্ষাৎ ফল ॥ ১৬৩ ॥

এই কারণে, তদ্‌ভোগ্য পিণ্ডদাতার অভাবে তদ্দেয় পিণ্ডদাতা মাতুলাদির অধিকার ন্যায়-সঙ্গত। অতএব, তিন পুরুষের জলপ্রদান করিবে, ইত্যাদি বচনদ্বয় দ্বারা এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া, তৎপরে মনু বলিয়াছেন, ইহার পর, সকুল্য, অথবা আচার্য্য কিম্বা শিষ্য গ্রহণ করিবে।

এখানে সকুল্যশব্দে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদির সন্ততি এবং সমানোদক বুঝাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথমে সকুল্যের, পরে সমানোদকের এবং তদভাবে আচার্য্য ও শিষ্যাদির অধিকারপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। অন্যথা, কিরূপে মাতুলাদিকে মনুর বিরুদ্ধে অন্তর্ভূত করিতে পারা যায়? এই কারণে মনু পূর্ব্ববচনদ্বয়ে এই অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহাতে আর বিরোধ থাকে না। অতএব দায়ভাগপ্রকরণে

তিন পুরুষের জল প্রদান করিবে, তিন পুরুষে পিণ্ড প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত ইহাদের পিণ্ড প্রদান করিবে; পঞ্চমের উহাতে অধিকার নাই।

এইরূপ বলিয়াই, সপিণ্ডের অনন্তর ইত্যাদি বচন সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন।

পিতৃমাতৃকুলজাত একপিণ্ডসম্বন্ধী থাকিতে, একপিণ্ডসম্বন্ধবর্জ্জিত পঞ্চম পুরুষের অনধি-কারপ্রতিপাদনার্থ ঐরূপ বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। অন্যথা, সপ্তম পুরুষই সপিণ্ডতা শেষ হইয়া যায়. এই বচনে সপিণ্ডত্ব উক্ত হইয়াছে এবং সপিণ্ডের অনন্তর ইত্যাদি বচন আনন্তর্য্য অর্থাৎ নৈকট্য কেই ধনাধিকারের হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং, তিন পুরুষের জল দান করিবে, ইত্যাদি বচন নিরর্থক হইয়া উঠে। তিন পুরুষের শ্রাদ্ধবিধানার্থ এই বচন বিন্যস্ত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। ইহার কারণ এই, দায়ভাগরূপ সন্দংশ মধ্যে এই বচন উল্লিখিত আছে। এবং বচনান্তরে শ্রাদ্ধপ্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

তথাচ, মনু বলিয়াছেন, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগকে, হোম দ্বারা দেবতাদিগকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃদিগকে, অন্ন দ্বারা মনুষ্যদিগকে ও বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৬৭॥

জননক্রম দ্বারা নৈকট্যগ্রহণার্থই এই বচন; পিণ্ডপ্রদাতৃত্ব দ্বারা আনন্তর্য্যার্থ নহে; এরূপও বলিতে পারা যায় না। কেননা, এই বচন দ্বারা জননক্রমের অবগতি হয় না। কিন্তু উদকের ন্যায়, তিন পুরুষে পিণ্ডদান বিহিত হইয়া থাকে; অধস্তন চতুর্থ পুরুষই পিণ্ডদাতা, পূর্ব্বতন পঞ্চম পুরুষ পিণ্ডদানের পাত্র নহেন, অধস্তন পঞ্চম পুরুষও পিণ্ডদাতা হইতে পারে না, এইপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়া, নৈকট্য কীর্ত্তন করত মনু পিণ্ডদাতৃত্বের অনুসরণক্রমেই আনন্তর্য্য জ্ঞাপন করিতেছেন। এই কারণে যে যে ব্যক্তি তাহার কুলোৎপন্ন, অথচ ভিন্নগোত্র এবং স্বদৌহিত্র ও পিতৃদৌহিত্র হইতে ভিন্নবংশোদ্ভব মাতুলাদি মৃত ধনীর পিতৃমাতৃকুলগত তিন পুরুষের পিণ্ডদানে অধিকারী বলিয়া, একপিণ্ডসম্বন্ধ বশতঃ সপিণ্ডশব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহাদেরও অধিকারার্থ, তিন পুরুষের জলপ্রদান করিবে, এই বচন, এবং আনন্তর্য্য দ্বারা বিশেষ নির্ব্বাচনার্থ, সপিণ্ডের অনন্তর, ইত্যাদি বচন প্রযোজিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তদ্দ্বারা মৃতভোগ্য ও মৃতদেয় পিত্রাদিত্রয়ের পিণ্ডদাতা পিতৃদৌহিত্রাদির অভাবে মৃতদেয় মাতা-মহাদির পিণ্ডদাতা মাতুলাদি আনন্তর্য্যক্রমে অধিকার পাইয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে। ১৬৮ ॥

মাতুল, মাতুলপুত্র ও মাতুল পৌত্রের অভাবে সকুল্যের অধিকার হইয়া থাকে।

তথাহি, মনু বলিয়াছেন, তদভাবে সকুল্য প্রাপ্ত হয়, তাহার অভাবে আচার্য্য, আচার্য্যের অভাবে শিষ্য পাইয়া থাকে।

এখানে সকুল্যশব্দে বিভক্তপিণ্ড প্রতিপ্রণপ্তা প্রভৃতি অধস্তন পুরুষত্রয় এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির সন্ততি, বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে পিণ্ডলেপপ্রদান দ্বারা উপকারকত্ববিধায় প্রতিপ্রণপ্তা অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রভৃতি প্রথমে অধিকারী হইয়া থাকে। তাহার অভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির সন্ততি মৃতদেয়-পিণ্ডলেপভোক্তা বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির পিণ্ডদান করাতে, অধিকার প্রাপ্ত হয়। এবংবিধ সকুল্যের অভাবে সমানোদকের অধিকার হইয়া থাকে। এখানে সকুল্যশব্দেই সমানোদক বুঝিতে হইবে। তাহাদের অভাবে আচার্য্য, আচার্য্যের অভাবে শিষ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুবচন দ্বারা এই আচার্য্য ও শিষ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শিষ্যের অভাবে সব্রহ্মচারী অর্থাৎ একগুরুর নিকট অধ্যয়নকারীর অধিকারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা সব্রহ্মচারী অধিকারীর প্রতিপত্তি হইতেছে। তাহার অভাবে সমানগোত্র ও তাহার অভাবে সমানপ্রবর, অধিকারী হইয়া থাকে। মহর্ষি গৌতম এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৬৯॥

উক্তপর্য্যন্ত সকলের অভাবে ব্রাহ্মণ তাহার ধন গ্রহণ করিবেন।

তথাহি মনু বলিয়াছেন, সকলের অভাবে শুচি, দান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ রিক্থ হরণ করিবেন। ইহাতে ধর্ম্মের হানি হয় না।

ইহার অর্থ এই, ভোগ দ্বারা ধর্ম্মের ক্ষয় হইলেও, মৃত ধনির ধন ব্রাহ্মণগামী হইয়া, অপর ধর্ম্মের সমাধান করত, আপূরণ করাতে, উক্ত ধর্ম্ম কখন ক্ষীণ হইতে পারে না। এইরূপে ধর্ম্মের পূর্ণভাব সম্পাদন করিয়া, সেই ধন মৃতেরই উপকার করিয়া থাকে, ইহাই প্রতিপাদন করিলেন।

উল্লিখিতরূপ-গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অভাবে রাজা অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন হইলে, রাজা লইতে পারিবেন না। সমানগোত্র, সমানপ্রবর ও ব্রাহ্মণের অভাব সেই গ্রামেই বুঝিতে হইবে। অন্যথা রাজার অধিকার নির্ব্বিষয় হইয়া উঠে। ১৭০॥

ইহাতে, যদি, তিন পুরুষের জলপ্রদান করিবে, ইত্যাদি বচন দ্বারা পিতৃদৌহিত্র ও মাতুলাদির অধিকার অভিহিত না হয়, তাহা হইলে, ক্রমোক্ত সকুল্যাদির মধ্যে অনুপ্রবেশ না হওয়াতে, পিতৃদৌহিত্রাদির অধিকারই সিদ্ধ হয় না।

না হউক, ইহাও বলা যাইতে পারে না। ইহার কারণ এই, যাজ্ঞবল্ক্য তাহাদিগকে গোত্রজ ও বন্ধুপদে উল্লেখ করিয়া, তাহাদের অধিকার সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই কারণে মনুও, তিন পুরুষের, ইত্যাদি বচন দ্বারাই ঐরূপ অধিকারিত্ব দেখাইয়াছেন, বলিতে হইবে। এই কারণে, যে যে প্রকারে মৃতের ধন তাহার পারলৌকিক উপকারে আসিতে পারে, সেই সেই রূপেই অধিকারক্রমের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। অতএব পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহাদের তুল্যরূপ অধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা লোক সকল জয় হয়, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তুল্যরূপ উপকারের অবগতি হয়। এবং তৎপিণ্ডদানেরও কোনরূপ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই জীবৎপিতৃক পৌত্র ও জীবৎপিতৃক প্রপৌত্রের অনধিকার সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জীবিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া দিবে না, ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জীবিত পিতাকে অতিক্রম করিয়া, জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের পার্ব্বণ নিষিদ্ধ হওয়াতে, উপকারকত্বের অভাব হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, মৃতপিতৃকের ন্যায়, জীবৎপিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রও অধিকারী হইতে পারে। জননক্রমানুসারে সপিণ্ডের নৈকট্য হইয়া থাকে। তদনুরোধে পুত্রই অধিকারী; মৃতপিতৃক পৌত্র বা প্রপৌত্র নহে। ১৭১॥

পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃক প্রপৌত্র এই তিনের এককালীন অধিকার প্রতিপাদক বচন নাই। তথাপি, উপকারকত্বের বিশেষ না থাকাতে, তুল্যরূপ ধনসম্বন্ধ উল্লেখ করা বিধেয়। এইরূপ, সর্ব্বত্রই উক্ত রীতিক্রমে মৃত ধন যাহাতে মৃতের উপকার উদ্দেশে কল্পিত হইতে পারে, উক্ত ক্রমানুসারে তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ইহাই বুঝা গেল, যে দায়ভাগপ্রকরণে পুত্রাদির যে, উপকারাতিশয় কথিত হইয়াছে, তাহার অন্যবিধ প্রয়োজন নাই।

পুনশ্চ, পিতৃঋণ শোধ করিবে, ইত্যাদি বচন দ্বারা ঋণশোধ ধনলাভের হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায় পরলোকে উদ্ধার করে, ইত্যাদি বাক্যে পরলোকোদ্ধারণও ধনপ্রাপ্তির কারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। পুনশ্চ, এই উদ্ধারণ ভিন্ন অন্যবিধ তুল্যরূপ ধনসম্বন্ধের কারণ নাই, এবং তিন পুরুষের জল প্রদান করিবে, ইত্যাদি বচনের অনর্থকতা আপতিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, ক্লীব, পতিত ও জন্মান্ধাদিরা উপকার করিতে অক্ষম বিধায় তাহাদের অধিকার নাই, বলিয়াছেন। সেইরূপ, প্রতিসম্পর্কীয়ের অধিকারপ্রতিপাদনার্থ বচনরচনা করিলে, গৌরব সম্ভব হইয়া থাকে। এবং তৎকর্ত্তৃক অর্জ্জিত অর্থে তাহার উপকারের তারতম্য অনুসারে তদীয় অভীষ্ট সম্পন্ন হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। এই সকল কারণে একমাত্র উপকারকত্ব দ্বারাই ধনাধিকারসংঘটন সর্ব্বথা ন্যায়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা মনু প্রভৃতির অনুমোদিত, বোধ হইতেছে তদ্‌বিধায়, নির্ম্মল বিদ্যাবিকাস দ্বারা প্রকটীকৃত এই অর্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের অবশ্যই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যদি এই অর্থে তাঁহাদের পরিতোষ না জন্মে, তাহা হইলে, ইহা বাচনিকই বলিতে হইবে। তথাপি, তিন পুরুষের জলপ্রদানং ইত্যাদি বাক্যদ্বয়ের যেরূপ অর্থ পূর্ব্বে নির্ব্বাচন করিয়াছি. অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, মৃতভোগা ও মৃতদেয় পিণ্ড ও পিণ্ডলেপ প্রদাতা প্রভৃতির নৈকট্যক্রমেই ধনাধিকারক্রম সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই গ্রাহ্য। ইতি। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। ১৬২॥

রাজা ব্রাহ্মণ বর্জ্জিয়া, আর সকল বর্ণের ধনগ্রহণ করিবেন। তথাহি মনু,—

রাজারা কখন ব্রাহ্মণের ধন লইবেন না। ইহা ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা। তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য সকল বর্ণের ধন, তাহাদের কোনরূপ অধিকারী না থাকিলে, লইবেন। এখানে সকলশব্দে ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত বর্ণ বুঝিতে হইবে।

বানপ্রস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ইহাদের ধন ধর্ম্মভ্রাতা, সৎ শিষ্য ও গুরু ইহাঁরা যথাক্রমে গ্রহণ করিবেন। ইহাঁদের অভাবে একতীর্থী একাশ্রমী লইবেন।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বানপ্রস্থ, যতি ও ব্রহ্মচারীর ধন যথাক্রমে আচার্য্য, সৎ শিষ্য ধর্ম্মভ্রাতা ও একতীর্থী প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতিলোমক্রমে এই ধনাধিকার বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ধন আচার্য্য লইবেন। যতির ধন সৎ শিষ্য পাইবেন এবং বানপ্রস্থের ধন ধর্ম্মভ্রাতা গ্রহণ করিবেন। ইহাঁদের অভাবে একাশ্রমীর অধিকারে আসিবে।

এখানে ধর্ম্মভ্রাতাশব্দে ভ্রাতৃত্বে পরিগৃহীত অন্যতর বানপ্রস্থ, এবং ব্রহ্মচারী শব্দে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে। পিতাদিকে পরিত্যাগ করিয়া, যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস ও গুরুসেবানিষ্ঠা দ্বারা নৈষ্ঠিক নাম হইয়াছে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ধন পিত্রাদিরাই যথাক্রমে গ্রহণ করিবেন।

ইতি অপুত্র ধনবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, সংক্ষেপে মৃত পুরুষের ধনাধিকারক্রম কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে, প্রথমে পুত্রের অধিকার হইবে। তদভাবে পৌত্রের, তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার হইয়া থাকে। মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক প্রপৌত্র উভয়ে পুত্রের সমানে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে পত্নী প্রাপ্ত হয়। এই পত্নী ভর্ত্তৃধনে অধিকারিণী হইয়া, ভর্ত্তৃকুল, তদভাবে পিতৃকুল আশ্রয় করিয়া, শরীররক্ষার্থ ভর্ত্তৃধনভোগ এবং ভর্ত্তার উপকারার্থ কথঞ্চিৎ দানাদিও করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীধনের ন্যায়, যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পত্নীর অভাবে দুহিতা পাইবে। তন্মধ্যে প্রথমে কুমারী তদভাবে বাগ্‌দত্তা, তদভাবে বিবাহিতা পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা উভয়ে যুগপৎ অধিকারিণী হইবে। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবার অধিকার নাই।

বিবাহিতার অভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পিতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা পাইবেন। তন্মধ্যে প্রথমে সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে বৈমাত্রেয় অধিকারী হইবে।

মৃত ধনী ভ্রাতার সহিত সংসৃষ্ট থাকিলে, যদি সোদর সহিত সংসৃষ্ট থাকিত, তাহা হইলে, সংসৃষ্ট সোদর প্রথমে অধিকারী হইবে; পরে অসংসৃষ্ট থাকিলে, প্রথমে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়ের অধিকার; তদভাবে অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ও অসংসৃষ্ট সোদর উভয়ে তুল্যাধিকারী।

ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমে সোদরভ্রাতৃপুত্র প্রাপ্ত হয়। তদভাবে বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্রের অধিকারে আইসে।

সংসৃষ্ট অবস্থায় সোদরভ্রাতৃপুত্রমাত্র স্থলে, প্রথমে সংসৃষ্ট সোদরভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে অসংসৃষ্ট সোদরভ্রাতৃপুত্র প্রাপ্ত হইবে। বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্রমাত্রস্থলে প্রথমে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র গ্রহণ করিবে।

কিন্তু সোদরভ্রাতৃপুত্র অসংসৃষ্ট ও বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট থাকিলে, উভয়ের তুল্যাধিকার হইবে।

ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে ভ্রাতৃপৌত্র পাইবে। তাহাতেও সোদর ও বৈমাত্রেয়ক্রম এবং সংসর্গ ও অসংসর্গক্রম বুঝিতে হইবে।

তদভাবে পিতৃদৌহিত্র প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে সোদরভগিনীপুত্র প্রথমে গ্রহণ করিবে। তদভাবে বৈমাত্রেয়ভগিনীপুত্রের অধিকার হইবে।

তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতার সহোদর, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয়, তদভাবে পিতৃসোদরপুত্র, পিতৃবৈমাত্রেয়পুত্র, পিতৃসোদরপৌত্র ও পিতৃবৈমাত্রেয়-পৌত্র যথাক্রমে অধিকার করিবে। তদভাবে পিতামহদৌহিত্র গ্রহণ করিবে। তন্মধ্যে প্রথমে পিতার সোদরভগিনীপুত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয়ভগিনীপুত্র প্রাপ্ত হইবে।

পিতামহদৌহিত্র না থাকিলে, প্রপিতামহ গ্রহণ করিবেন। তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে পিতামহসোদরভ্রাতা, তদভাবে পিতামহবৈমাত্রেয়ভ্রাতা, তদভাবে পিতামহসোদরভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে পিতামহবৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র তদভাবে পিতামহসোদরভ্রাতৃপৌত্র, তদভাবে পিতামহ-বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপৌত্র, তদভাবে প্রপিতামহদৌহিত্রের অধিকার হইয়া থাকে।

এতাবৎপর্য্যন্ত ধনিভোগ্য পিণ্ডদাতৃগণের অভাবে ধনিদেয়পিণ্ডদাতা মাতামহ ও মাতুল প্রভৃতির অধিকার। তন্মধ্যে প্রথমে মাতামহ পাইবেন। তদভাবে মাতুল, তদভাবে তৎপুত্র, তদভাবে তৎপৌত্র প্রাপ্ত হইবে।

ইহাদের অভাবে অধস্তন সকুল্য ও ধনিভোগ্য পিণ্ডলেপপ্রদাতা প্রতিপ্রণপ্তা প্রভৃতি পুরুষ ত্রয় অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপৌত্র, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ও অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র ইহারা যথাক্রমে গ্রহণ করিবে।

তদভাবে উর্দ্ধতন সকুল্য ধনিদেয়-পিণ্ডলেপভোজী বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার হইয়া থাকে। তদভাবে তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরা যথাক্রমে অধিকার করিবে।

তদভাবে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্তের অধিকার। অথবা, জন্মনাম-স্মৃতিপর্য্যন্ত স্বকীয় বংশোৎপন্ন গ্রহণ করিবে।

ইহাদের অভাবে গুরু অধিকারী হইয়া থাকেন। গুরুর অভাবে শিষ্য, শিষ্যের অভাবে সতীর্থ, সতীর্থের অভাবে একগ্রামস্থ সগোত্র তদভাবে একগ্রামস্থ সমানপ্রবর, গ্রহণ করিবে।

ইহাদের অভাবে রাজা, ব্রাহ্মণ বর্জ্জিয়া আর সকল বর্ণের ধন লইবেন। ত্রৈবিদ্যাদিগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ধন অধিকার করিবেন।

বানপ্রস্থের ধনে তদীয় ধর্ম্মভ্রাতার অধিকার বর্ত্তিয়া থাকে। যতির ধন সৎশিষ্য লইবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধন আচার্য্যের প্রাপ্য। এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ধন পিতাদিরা গ্রহণ করিবেন ॥ ১৭৩ ॥

ইতি সংক্ষেপ সম্পূর্ণ।

অধুনা, সংসৃষ্ট ধনবিভাগ কীর্ত্তন করা যাইতেছে। মনু ও বিষ্ণু এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, পরস্পর বিভক্ত হইয়া, পরে একত্র অবস্থান করত, পুনরায় যদি বিভাগ করে, তাহা হইলে, সমান ভাগ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ বলিয়া কোনরূপ তরতম হইতে পারিবে না।

এখানে সবর্ণ ভ্রাতৃসংসর্গ লক্ষ্য করিয়াই, সমানশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সবর্ণ ভ্রাতৃসংসৃষ্টবিষয়েই এই বচন প্রয়োজিত হইবে। নতুবা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সংসৃষ্টিপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে যেরূপ চারি, তিন, দুই ও এক ভাগ ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রকল্পিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ অন্যথা হইবে না, বুঝিবে।

ফলতঃ, পূর্ব্বে যে জ্যেষ্ঠাংশ বিহিত হইয়াছে, তাহারই নিষেধার্থ সমানশব্দের প্রয়োগ।

এইজন্যই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে সকল ভ্রাতা বিভাগের পর সম্প্রীতিসহকারে একত্র অবস্থান করিয়া, পুনরায় বিভাগবিধানে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের জ্যেষ্ঠতা হইবে না।

এই বচনে জ্যেষ্ঠাংশমাত্রেরই নিষেধ করিলেন। সমান ভাগের কোনপ্রকার ব্যবস্থাই করিলেন না।

বৃহস্পতি সংসৃষ্টীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, যে ব্যক্তি বিভক্ত হইয়া, পুনরায় পিতা, বা ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক একত্র অবস্থিতি করে, তাহাকে সংসৃষ্ট বলা যায়।

বৃহস্পতির এই উক্তলক্ষণবিশিষ্ট ভিন্ন অপর ব্যক্তির সংসৃষ্টিজনিত বিশেষ গ্রাহ্য হইবে না। তাহা হইলে, লক্ষণের সার্থক্য থাকে না। অন্যান্য বিশেষ, ভ্রাতার অধিকারপ্রকরণে বলা হইয়াছে। যথা, উপঘাতব্যতীত অর্জ্জিত ধন কেবল অর্জ্জকেরই প্রাপ্য, অন্যের নহে। এইরূপ, অনুপঘাতে সংগৃহীত বিদ্যাধনও সমান বিদ্বান্ ও অধিক বিদ্বানের প্রাপ্য হইবে। আর, সাধারণ দ্রব্যের উপঘাতে অর্জ্জিত ধন সকলে ভাগ করিয়া লইবে। ইত্যাদি ব্যবস্থা তত্তৎস্থলে অনুসন্ধান করিয়া, গ্রহণ করিবে ॥ ১৭৫ ॥

ইতি সংসৃষ্ট ধনবিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, বিভাগকালে গোপনে রক্ষিত ও পশ্চাৎ অবগত ধনের বিভাগবিধি কীর্ত্তন করা যাইতেছে। যথা,

মনু বলিয়াছেন, সমুদায় ঋণ বা ধন যথাবিধি ভাগ করা হইলে, পশ্চাৎ যদি কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমাংশ করিয়া লইবে।

পূর্ব্বে যাহার যেরূপ ভাগ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার সমানেই ভাগ করিতে হইবে। অপহর্ত্তাকে অপহরণ জন্য অল্প ভাগ দিবে অথবা একবারেই ভাগ দিবে না, এরূপ করিতে নাই। ইহাই, সমাংশ করিয়া লইবে, এইরূপ বাক্যের অর্থ। অর্থাৎ উহাই প্রতিপাদন করিবার আশয়ে সমাংশশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। নতুবা, সেই অপহৃত দ্রব্যে সকলেরই সমভাগার্থ এই বচন নহে। কেননা, বিংশোদ্ধারাদি পূর্ব্বকথিত ভাগের বাধপক্ষে কোনরূপ হেতুই লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, সকলের সমান ভাগ বলিলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ সকলের চারি, তিন ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্বে যে ভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে।

তথাহি, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বিভক্তেরা অন্যোন্যাপহৃত দ্রব্য দেখিতে পাইলে, পুনরায় তাহা সমান ভাগ করিয়া লইবে। ইহাই ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা।

এখানে, সমানভাগশব্দে যাহার যেরূপ অংশ ন্যায়ানুসারে প্রাপ্য, সেই মতে ভাগ করিয়া লইবে।

কাত্যায়নও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিভাগসময়ে যে দ্রব্য গোপন করিয়া রাখে, সে পুনরায় আগমন করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা সমানে ভাগ করিয়া লইবে। ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহারও যদি মৃত্যু হয়, তাহার পুত্রেরা পাইবে।

ভৃগু বলিয়াছেন, যে দ্রব্য অন্যোন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হয় এবং যাহার সম্যগ্‌রূপ বিভাগ হয় নাই, তাহা পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইলে, সমাংশে ভাগ করিয়া লইবে।

এই বচনে অসম্যগ্‌বিভক্ত দ্রব্যেরও পুনর্ভাগ দর্শন করাইলেন। কিন্তু, একবারই ভাগ হইয়া থাকে, এই বচন সম্যগবিভাগবিষয়েই প্রযোজিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। পশ্চাৎ প্রাপ্ত, এই বাক্যাংশ দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল, পূর্ব্বে যাহার ভাগ হইয়াছে, পুনরায় তাহার ভাগ হইবে না।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বন্ধু কর্ত্তৃক কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, রাজা বলপূর্ব্বক তাহা দেওয়াইতে পারেন না। আবার, অবিভক্ত বন্ধুরা যাহা ভোগ করে, রাজা তাহাও দেওয়াইবেন না।

বলপূর্ব্বক দেওয়াইতে পারেন না, ইহার অর্থ এই, সামাদি সহকারে প্রদান করাইবেন।

যাহা ভোগ করে, অর্থাৎ অধিক ভোগ করে, তাহাও দেওয়াইবেন না॥ ১৭৬॥

সাধারণের ধনের মধ্যে পরের ধনও আছে, সুতরাং, তাহা গোপন করিয়া রাখিলে, চুরি করা হয়, এবং পাপ স্পর্শিয়া থাকে, যাহারা এইরূপ মতবাদ নির্দ্দেশ করে; তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি, ইহা পরের, এইরূপ বিশেষ জানিয়া, স্বত্বহেতুব্যতিরেকেও পরদ্রব্যে স্বত্ব আরোপিত করে, তাহাকেই চোর বলে; ইহা লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে ইহা পরের অথবা ইহা আমার, এইরূপ বিবেচনা করা সাধ্য নহে। কেননা, দ্রব্যের তখন ভাগ হয় নাই।

এই দ্রব্য আমার, ইহা বিশেষরূপ জানিয়া, পরের স্বত্বাস্পদীভূত করিবার জন্য সেই দ্রব্য-স্বামী তাহা ত্যাগ, এবং পরও ইহা আমার হইল, এইরূপ বিশেষ অবগত হইয়া, তাহাতে স্বত্ব স্বীকার করিলে, দান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ ধনে সেইরূপ বিশেষপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা না থাকাতে, দাতা কোনরূপেই তাহা দান করিতে পারে না। পুনশ্চ, এই দ্রব্য আমার নহে,

ইহা পরের, এইরূপ জানিলেই, চুরি করা হয়। সাধারণ ধনে ঐরূপ পরকীয় বোধ না থাকাতে, চৌর্য্যদোষ হইতে পারে না ॥ ১৭৭ ॥

এই বচনে অপহারশব্দ সঙ্গোপন অর্থেই প্রযোজিত হইয়াছে। সুতরাং, সঙ্গোপনশব্দে চুরি করা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, অসঙ্গুপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ্য গ্রহণে চৌর্য্যশব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

তথাহি, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, প্রচ্ছন্নই হউক, আর প্রকাশ্যই হউক, নিশাতেই হউক, আর দিবাতেই বা হউক, পরের দ্রব্য হরণ করিলে, চৌর্য্যশব্দে বাচিত হইয়া থাকে।

এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজা বলপূর্ব্বক দেওয়াইবেন না। চুরি করিলেই, চোরকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইয়া বিবিধ যাতনা প্রদান সহকারে নিপাতিত করিবে, এই বচনানুসারে সামাদি সহায়ে প্রদান করান দূরে থাক, তাহার বিনাশ করাই কর্ত্তব্য।

মুনিগণ যখন সাধারণ ধনের অপহর্ত্তাকেও বিভাগ দান করিবে বলিয়া বিধি দিয়াছেন, তখন উল্লিখিত মীমাংসাই অনুভববলে অবধারিত হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

বিশ্বরূপনামক পণ্ডিতও এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তস্করদোষ হইতে পারে না। কেননা, অপহর্ত্তাকে ভাগ করিয়া দিবে, ইত্যাদি বচনবলে স্তেয়ধাত্বর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বিশ্বরূপের ইহাই অভিপ্রায়।

এইজন্য প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে জিতেন্দ্রিয়নামক পণ্ডিত বলিয়াছেন, যদি পরকীয় স্বর্ণ লৌহবুদ্ধিতে গ্রহণ করে অথবা যদি সুবর্ণবুদ্ধিতে পিত্তল প্রভৃতি লইয়া থাকে, অথবা যদি আত্মদ্রব্যের সদৃশ পরকীয় দ্রব্য আত্মীয় বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, তাহা হইলে, অপহার নিষ্পন্ন হয় না। কেননা, তত্তৎ স্থলে তত্তৎ দ্রব্য পরের বলিয়া জ্ঞান থাকে না। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বিভাগের পূর্ব্বে বিভাগ দ্বারা যাহার প্রকাশ হইয়া থাকে, তাদৃশ একদেশ-বিশেষগত পরকীয় স্বত্বের পরিজ্ঞান না হওয়াতে, এস্থলে তস্করত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আর, তস্করত্ব সিদ্ধ হইলেও, অপহর্ত্তাকে যখন ভাগ দিবার বচন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন চৌর্য্যদোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্যথা, সুবর্ণাদির অপহার করিলে, পতিত হইতে হয়। পতিতের ভাগপ্রাপ্তি শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। তজ্জন্য সে ভাগ পাইবে না ॥ ১৭৯ ॥

যদি বল, পাতিত্যজনক সুবর্ণাপহারেও সুবর্ণচোরকে ভাগ দিতে হইবে, এরূপ কোন বিশেষ বচন নাই। সুতরাং, উল্লিখিত ভাগ দিবার বিধিটী সুবর্ণ ভিন্ন অন্য দ্রব্য বিষয়েই প্রযোজিত হইবে।

ইহার উত্তর এই, যদি ঐরূপ বলা যায়, তাহা হইলে, সুবর্ণাদির অপহরণনিষেধটী অসাধারণ পরকীয়মাত্র দ্রব্য বিষয়েই প্রযোজিত হউক না কেন? যদি বল, এবিষয়ে প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পরদ্রব্যহরণকেই চৌর্য্য বলে।

এখানে, পরশব্দে আত্মীয় ভিন্ন পরকীয়ত্বের প্রতীতি হইতেছে। কেননা, সাধারণ ও অসাধারণ উভয়ের মধ্যে, অসাধারণেরই আশু প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, পৌর্ণমাসীকর্ত্তব্য অগ্নিষোমীয়যাগসম্বন্ধ হবিঃ দ্বিবিধ; পুরোডাশরূপ ও আজ্যরূপ। তন্মধ্যে পুরোডাশরূপ হবি অসাধারণ। কেননা, অগ্নীষোম যাগেই ব্যবহৃত হয়। আর অগ্নিষোমীয় ও উপাংশু যাগ এই উভয় যাগে ব্যবহৃত হওয়াতেই, আজ্যরূপ হবি সাধারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইষ্টিবিশেষে, ইষ্টিপূর্ব্ব এই পৌর্ণমাস হবিঃ, এইরূপ বলিলে, ইষ্টির উত্তরাংশ কর্ত্তব্যতারূপ উৎকর্ষ বিহিত হইয়া থাকে। এই উৎকর্ষ পুরোডাশেরই। কেননা উহা অসাধারণ। পৌর্ণমাসশব্দযোগে শীঘ্রই উহার প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ। তথাচ, পরমাত্রস্বত্বাশ্রয় দ্রব্য অপহরণ করিলেই শাস্ত্রে তাহাকে চুরি করা বলিয়াছেন। অসা-

ধারণ দ্রব্যের অপহরণ করিলে, চুরি করা হয় না। এই কারণে সাধারণ দ্রব্যের অপহ্নবে লোকব্যবহারে কোনরূপ বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগ নাই ॥ ১৮০ ॥

বালকনামক পণ্ডিত বলিয়াছেন, মুদ্গের অভাবে মাষকলায় তাহার প্রতিনিধি রূপে যজ্ঞে প্রয়োগ করিলে, মাষকলায় কখন যজ্ঞে দিবে না, এই বিধি অনুসারে মাষকলায় যেমন নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরদ্রব্য লইবে না, এই নিষেধবিধিটি পরকীয় ও আত্মীয় অর্থাৎ সাধারণ ও অসাধারণ সর্ব্ববিধ দ্রব্যমাত্রের অপহারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে ॥ ১৮১ ॥

বালকের এই মতবাদ সর্ব্বথা বালকেরই কথা। কেমনা, পূর্ব্বোক্ত পরকীয়মাত্রদ্রব্যাপহরণরূপ চৌর্য্যলক্ষণ সাধারণ বস্তুর অপহরণপ্রসঙ্গে কোন রূপেই প্রয়োজিত হইতে পারে না। আর, পূর্ব্বোক্ত মাষকলায়ের প্রতিনিধিকরণদৃষ্টান্তও এস্থলে প্রযোজিত হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। কেননা, মাষকলায় কখনই মুগের প্রতিনিধিই হইতে পারে না ॥ ১৮২ ॥

ইতি পরম্পরাপহৃত বিভাগ সম্পূর্ণ।

অধুনা, বস্তুবিভাগসন্দেহ অর্থাৎ বিভাগ হইয়াছে, কি, না, এইরূপ সন্দেহ হইলে, যেরূপে তাহার নির্ণয় করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

নারদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বিভাগ হইয়াছে, কি, না, দায়াদগণের এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে জ্ঞাতিগণ, ভাগলেখ্য অর্থাৎ বণ্টনের দলিল এবং পৃথক্ আকারে যজ্ঞাদি কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার নির্ণয় করিবে।

জ্ঞাতিসত্ত্বে অন্য সাক্ষী গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই এখানে জ্ঞাতিগণের কীর্ত্তন করিলেন।

এই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, বিভাগ গোপন করিলে, জ্ঞাতি, বন্ধু, অন্য সাক্ষী, লেখ্য, এবং পৃথক্ পৃথক্ গৃহ ও ক্ষেত্র দ্বারা বিভাগ নির্ণয় করিতে হইবে।

এখানে প্রথমে জ্ঞাতি অর্থাৎ সপিণ্ডী সাক্ষী, তদভাবে বন্ধু অর্থাৎ সম্পর্কীয় সাক্ষী এবং তদভাবে উদাসীনগণও সাক্ষী হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। ইহারা সকলেই সমান রূপে সাক্ষী হইবে, বলিলে, ইহাদের প্রত্যেকের নাম পৃথক্ আকারে নির্দ্দেশ করায় কোন ইষ্টাপত্তিই থাকে না; একমাত্র সাক্ষী শব্দ গ্রহণ করিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত।

এইজন্য, শঙ্খ বলিয়াছেন, দায়াদের ধনবিভাগে সন্দেহ জন্মিলে, গোত্রজেরা যদি তাহা না জানে, তাহা হইলে, কুল সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে।

এখানে গোত্রজশব্দের অর্থ জ্ঞাতি এবং কুলশব্দে বন্ধু। তদ্ভিন্ন, সম্পর্কীয় বা অনাত্মীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে না। বন্ধুরা পরিজ্ঞাত না হইলে, অন্য অর্থাৎ অসম্পর্কীয়েরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইজন্যই, নারদ জ্ঞাতিগিকে প্রধান সাক্ষীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গোত্রজশব্দের পরিবর্ত্তে, জ্ঞাতৃ, এই পাঠ সঙ্গত নহে ॥ ১৮৩ ॥

এইরূপ, বণ্টনপত্র দ্বারাও বিভাগের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই বণ্টনপত্র বা ভাগনামা সাক্ষী অপেক্ষাও বলবৎ, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

যজ্ঞাদি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাও ঐরূপ বিভাগনির্ণয় হইয়া থাকে। তথাহি, নারদ বলিয়াছেন, দান, গ্রহণ, পশু, অন্ন, গৃহ, ক্ষেত্র, দাস দাসী প্রভৃতি পরিকর, পাককার্য্য, ক্রিয়াদি ও ব্যয় এই সকল, বিভক্তগণের পৃথক্ হইয়া থাকে এবং বিভক্ত ভ্রাতারাই পরস্পরের সাক্ষী ও প্রতিভূ এবং পরস্পর আদান প্রদানে প্রবৃত্ত হয়; অবিভক্তেরা নহে। যাহারা

আপনাদের ধন হইতে এই সকল কার্য্য করে, তাহাদিগকেই বিভক্ত বলিয়া থাকে। এরূপ স্থলে বণ্টনপত্র না থাকিলেও, চলে।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, সাহস, স্থাবর সম্পত্তি, গচ্ছিত ধন, এবং পূর্ব্বকৃত বিভাগ, এই সকলের কোনরূপ পত্র অর্থাৎ লেখ্য বা সাক্ষী না থাকিলে, কেবল অনুমান দ্বারা জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে, বলবত্তাপ্রযুক্ত চেষ্টাবিশেষ, তাড়নচিহ্ন ও চোট অর্থাৎ হৃতদ্রব্য বা বমাল, এই সকল দ্বারা সাহসের অনুমান হয়। এইরূপ, পৃথক্ রূপে ভোগ দ্বারা স্বস্বামিক স্থাবর সম্পত্তির এবং পৃথক্ গৃহ ও ক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের অনুমান হইয়া থাকে। আর, যাহাদের আয় ব্যয় পরস্পর পৃথক্ এবং যাহার পরস্পর পৃথক্ রূপে কুসীদ গ্রহণ ও বাণিজ্য করিয়া থাকে, তাহারা বিভক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবার বিষয় নাই ॥ ১৮৪ ॥

এক ভ্রাতা গৃহ ও ক্ষেত্রাদি দান করে, অপর ভ্রাতা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পরস্পরের আয় ব্যয় ও স্থিতি পৃথক্ পৃথক্; তথা, এক ভ্রাতা ঋণাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে, অপরকে সাক্ষী বা প্রতিভূ করিয়া থাকে, অথবা, পরস্পর ঋণাদি ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে; এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ক্রয় করিয়া, বা পণ্যার্থ অপর ভ্রাতার নিকট তাহা বিক্রয় করে, ইত্যাদি বিধানে এক একটী কার্য্য পরস্পরবিভক্ত ভ্রাতাগণের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য দ্বারা ধীমান্ ব্যক্তিগণ বিভাগের অনুমান করিবেন।

যাহাদের এই সকল ক্রিয়া, ইত্যাদি বাক্যে, এই সকল শব্দ দ্বারা বহুসংখ্যার গ্রহণ হইলেও, সমুদায় মিলিয়াই যে অনুমানের হেতু হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেননা, ঐ সকল বচন ব্যাপ্তিমূলক। এই কারণে একৈক ব্যবহার সত্ত্বেও, ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিশেষ নাই, বলিয়া, প্রত্যেকেরই বিভাগব্যাপ্যতা বশতঃ, প্রত্যেকেই বিভাগরূপ ব্যাপকের অনুমান পক্ষে সাধন হইয়া থাকে, মিলিত রূপে নহে।

পত্র ও সাক্ষী না থাকিলে, ইত্যাদি বচন দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল, পত্র ও সাক্ষীর অভাবে অনুমানের অনুসরণ করিবে ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীকরাচার্য্য প্রভৃতির প্রতি গৌরব বশতঃ যাহারা দায়ভাগের প্রকৃত অর্থবোধে কোনমতেই সমর্থ নহে, তাহাদের মনোরঞ্জন করা আমার এই গ্রন্থের সাধ্য নহে। তবে, যাহাদের বুদ্ধি প্রমাণমাত্রের পরতন্ত্র, সেই মন্বাদি মুনিগণের প্রযোজক বচন সকলের বিরোধপরিহার জন্যই আমার এই প্রযত্ন।

প্রাচীন নিবন্ধকারগণ নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করাতে, যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার অপনোদনার্থ জীমূতবাহনের কৃত এই প্রকরণ ধ্যান করিবে।

পরিভদ্রবংশে উদ্ভূত শ্রীমান্ জীমূতবাহন বিদ্বান্‌বর্গের সন্দেহসমুচ্ছেদার্থ এই দায়ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন।
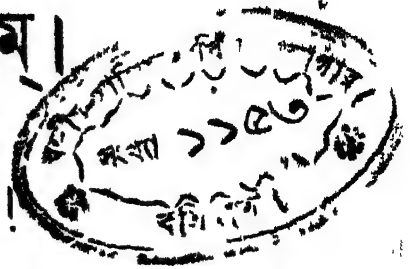
সম্পূর্ণ।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

বামনপুরাণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ও নমঃ। শ্রীগজবদনভারতীভ্যাং নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ॥ ত্রৈলোক্যরাজ্যমাচ্ছিদ্য বলেরিন্দ্রায় যো দদৌ। নমস্তস্মৈ সুরেশায় সদা বামনরূপিণে॥ ১॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ২॥ পুলস্ত্যমৃষিমাসীনমাশ্রমে বাগ্বিদাম্বরম্। নারদঃ পরিপপ্রচ্ছ পুরাণং বামনাশ্রয়ম্॥৩॥ কথং ভগবতা ব্রহ্মন্ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুণা। বামনত্বং ধৃতং পূর্ব্বং তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ॥ ৪॥ কথঞ্চ বৈষ্ণবো ভূত্বা প্রহ্লাদো দৈত্যসত্তমঃ। ত্রিদশৈর্যুযুধে সার্দ্ধমত্র মে সংশয়ো মহান্॥ ৫॥ শ্রূয়তে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দক্ষস্য দুহিতা সতী। শঙ্করস্য প্রিয়া ভার্য্যা বভূব বরবর্ণিনী॥ ৬॥ কিমর্থং সা পরিত্যজ্য স্বশরীরং বরাননা। জাতা হিমবতো গেহে গিরীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥ ৭॥ পুনশ্চ দেবদেবস্য পত্নীত্বমগমচ্ছুভা। এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি সর্ব্ববিত্ত্বং মতো হসি মে॥ ৮॥ তীর্থানাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং দানানাঞ্চৈব সত্তম। ব্রতানাং বিবিধানাঞ্চ বিধিমাচক্ষ্ব মে দ্বিজ॥ ৯॥ এবমুক্তো নারদেন পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ। প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো নারদং তপসো নিধিম্॥ ১০॥

পুলস্ত্য উবাচ। পুরাণং বামনং বক্ষ্যে ক্রমান্নিখিলমাদিতঃ। অবধানং স্থিরং কৃত্বা শৃণুষ্ব

যিনি বলির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যরাজ্য গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদান করেন, সেই নিত্য প্রবর্ত্তমান, বামনরূপী সুরেশ্বরকে নমস্কার॥ ১॥

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে॥২॥

বাগ্বিদ্বর্গের বরিষ্ঠ মহর্ষি পুলস্ত্য আশ্রমে আসীন আছেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহারে বামনাশ্রিত পুরাণ জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩॥ ব্রহ্মন্! সকলের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বে কিরূপে বামনবপু পরিগ্রহ করেন, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, কীর্ত্তন করুন॥ ৪॥ দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদই বা বিষ্ণুভক্ত হইয়া, কিরূপে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবিষয়েও আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে॥ ৫॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শুনিতে পাওয়া যায়, দক্ষের দুহিতা বরবর্ণিনী সতী শঙ্করের পরমসৌভাগ্যভাগিনী-পত্নী-পদ অলঙ্কৃত করেন॥ ৬॥ সেই বরাননা কিজন্য কলেবর পরিহার করিয়া, সকল পর্ব্বতের অধিরাজ মহাত্মা হিমাচলের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৭॥ এবং পুনর্ব্বার দেবদেব মহাদেবের পত্নীপদ পরিগ্রহ করেন॥ ৮॥ আপনি সর্ব্বজ্ঞ। তজ্জন্য, আমার বিশেষ বহুমানভাজন। আমার এই সংশয় ছেদন করুন॥ ৯॥ হে দ্বিজ! হে সত্তম! তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য, দান সকলের মহিমা এবং বিবিধ ব্রতের অনুষ্ঠানক্রম, এই সমস্তও বর্ণন করুন॥ ১০॥

তপোনিধি নারদ এইরূপ বচন বিন্যাস করিলে, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মুনিসত্তম পুলস্ত্য তাঁহারে

মুনিসত্তম ॥১১॥ পুরা হৈমবতী দেবী মন্দরস্থং মহেশ্বরম্। উবাচ বচনং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মকালমুপস্থিতম্ ॥১২॥ গ্রীষ্মঃ প্রবৃত্তো দেবেশ ন চ মে বিদ্যতে গৃহম্। যত্র বাতাতপৌ ভীমৌ স্থিতয়োনৌ গমিষ্যতঃ ॥১৩॥ এবমুক্তো ভবান্যা তু শঙ্করো বাক্যমব্রবীৎ। নিরাশ্রয়োঽহং সুদতি সদারণ্যচরঃ শুভে ॥১৪॥ ইত্যুক্তা শঙ্করেণাথ বৃক্ষচ্ছায়াসু নারদ। নিদাঘকালমনয়ৎ সমং শর্ব্বেণ সা সতী ॥১৫॥ নিদাঘান্তে সমুদ্ভূতো নির্জ্জনাচরিতোঽদ্ভুতঃ। ঘনান্ধকারিতাশো বৈ প্রাবৃট্কালোঽতিরাগবান্ ॥১৬॥ তং দৃষ্ট্বা দক্ষতনয়া প্রাবৃট্কালমুপস্থিতম্। প্রোবাচ বাক্যং দেবেশং সতী সপ্রণয়ং তদা ॥ ১৭ ॥

সত্যুবাচ। বিবান্তি বাতা হৃদয়াবদারণা গর্জ্জন্ত্যমী তোয়ধরা মহেশ। স্ফুরন্তি নীলাভ্রগণেষু বিদ্যুতো বাশন্তি কেকারবমেব বর্হিণঃ ॥১৮॥ পতন্তি ধারা গগনাৎ পরিচ্যুতা বকা বলাকাশ্চ ভজন্তি তোয়দান্। কদম্বসর্জার্জ্জুনকেতকীনাং পুষ্পাণি মুঞ্চন্তি চ মারুতাঃ সদা ॥১৯॥ শ্রুত্বৈব মেঘস্য দৃঢ়ন্তু গর্জ্জিতং ত্যজন্তি হংসাশ্চ সরাংসি তৎক্ষণাৎ। নীচোন্নতান্ সৎপুরুষা যথাশ্রয়ান্ প্রবৃদ্ধমূলানপি সংত্যজন্তি ॥ ২০ ॥ ইমানি যূথানি তথা মৃগাণাং চরন্তি ধাবন্তি রমন্তি শম্ভো। ধাবন্তি হৃষ্টানি বনস্থলীষু সর্ব্বা স্রবন্ত্যোয়দসংপ্রবৃদ্ধ্যা ॥ রাজ[illegible] শ[illegible]পাবৃতশস্যযুক্তাস্তথাচিরাভাঃ সুংশ্যাং স্ফুরন্তি। রম্যেষু নীলেষু ঘনেষু দেব ন্যূনং সমৃদ্ধিং [illegible]গনস্য দৃষ্ট্বা ॥ চরন্তি পূরাস্তরণোদ্ধামেষু উদ্ধ ভবেগাঃ

সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! আমি আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, যথাক্রমে নিখিল বামন পুরাণ বর্ণন করিব; আপনি অবিচলিত অবধান সহকারে শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বে হিমালয়নন্দিনী দেবী মহেশ্বরী নিদাঘসময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া, মন্দরভূধরে অধিষ্ঠিত মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে দেবেশ! গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আমার এরূপ গৃহ নাই, যাহাতে অবস্থিতি করিয়া, উভয়ে অতীব ভয়ঙ্কর বাতাতপ আতযাপন করিব ॥১৩॥

ভবানী এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, শঙ্কর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি সুদতি! আমি নিরাশ্রয় ও সর্ব্বদা অরণ্যচর ॥ ১৪ ॥

হে নারদ! সতী পার্ব্বতী শঙ্কর কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া, গ্রীষ্মকাল অতিবাহন করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর নিদাঘ পর্য্যবসিত হইলে, প্রাবৃট্সময় সমুপস্থিত হইল। তৎসহকারে লোক সকলের ইতস্ততঃ গমনাগমন স্থগিত হইয়া গেল। পযোদপটলীর প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আবৃত হইল। এবং মেঘ সকল ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

দক্ষদুহিতা সতী প্রাবৃট্কাল সমাগত দর্শন করিয়া, প্রণয়প্রকাশসহকারে মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে মহেশ্বর! বর্ষাকালের সমাগমে বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; মেঘ সকল হৃদয়বিদারণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুন্মণ্ডলী নীলিমসমলঙ্কৃত নীরদমণ্ডলীর ক্রোড়দেশে প্রস্ফুরিত হইতেছে এবং ময়ূর সকল কেকারবসহকারে শব্দ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ গগনমণ্ডল হইতে অনবরত বারিধারা বিনির্গলিত হইতেছে; বক ও বলাকা সকল পয়োদটলীর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, ও কেতকীবৃক্ষ হইতে কুসুম সকল বায়ুবেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে ॥১৯॥ নীচ ও উন্নত আশ্রয়দাতা ব্যক্তিগণ সর্ব্বথা বর্দ্ধিতমূল হইলেও, সৎপুরুষগণ তাহাদিগকে যেমন ত্যাগ করিয়া থাকেন, মেঘের গভীর গর্জ্জন আকর্ণন করিয়া, হংসগণ তেমন তৎক্ষণমাত্রে সরোবর পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ২০ ॥

হে শম্ভো! এই মৃগযূথ বর্ষাসলিলসম্পর্কে মলরাশির পরিহার হওয়াতে, সাতিশয় পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, এবং অতিমাত্র আমোদ ও হর্ষোদ্ভবসহকারে দ্রুতপদসঞ্চারে বনস্থলীসমূহে ধাবমান হইতেছে। মেঘ সকল সাতিশয় বর্দ্ধিত হওয়াতে, সমুদায় ভূবিভাগ শষ্প, আবৃত ও শস্যে সংছাদিত হইয়া, অতিমাত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। সৌদামিনীমণ্ডল পরমমনোহারিণী

সহসৈব নিম্নগাঃ। জাতাঃ শশাঙ্কাঙ্কিতচারুমৌলে কিমত্র চিত্রং যদনুত্তমং জমম্ ॥ ২১ ॥ শ্রয়ন্তি নীচানুগতা হি যোষিতো নীলেষু মেঘেষু সমাশ্রিতং নভঃ। পুষ্পেষু সর্জ্জা মুকুলেষু নীপাঃ ফলেষু চ শ্রীশ্চ পয়ঃস্বথাপগাঃ ॥ ২২ ॥ পত্রেষু পদ্মেষু মহাসরাংসি সুদুস্তরঃ সম্প্রতি বর্ষকালঃ। ইত্থীদৃশে শঙ্কর দুঃসহেঽদ্ভুতে কালে সুরৌদ্রে ন স্ম তে ব্রবীমি ॥ ২৩ ॥ গৃহং কুরুষাত্র মহাচলোত্তমে সুনির্বৃতা যেন ভবামি শম্ভো। ইত্থং ত্রিনেত্রঃ শ্রুতিরামণীয়কং শ্রুত্বা বচো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ২৪ ॥ ন মেঽস্তি বিত্তং গৃহসঞ্চয়ার্থে মৃগারিচর্মাবৃতদেহিনঃ প্রিয়ে। মমোপবীতং ভুজগেশ্বরঃ ফণী কর্ণেঽপি পদ্মশ্চ তথৈব পিঙ্গলঃ ॥ ২৫ ॥ কেয়ূরমেকং মম কম্বলস্ত্বহির্দ্বিতীয়মন্যো ভুজগো ধনঞ্জয়ঃ। নাগস্তথৈবাশ্বতরো হি কঙ্কণং সব্যেতরে তক্ষক উত্তরং তথা ॥ নীলোঽপি নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণঃ শ্রোণীতটে রাজতি সুপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ২৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইতি বচনমথোগ্রং শঙ্করাৎ সা মৃড়ানী শ্রুতমপি তদসত্যং শ্রীমদাকর্ণ্য ভীতা। অবনিতলমবেক্ষ্য স্বামিনো বাসকৃচ্ছ্রাৎ পরিবদতি সরোষং লজ্জয়োচ্ছ্বস্য চোষ্ণম্ ॥ ২৭ ॥

দেব্যুবাচ। কিমেবং সংশ্রিতায়াস্তু প্রাবৃট্কালো গমিষ্যতি। বৃক্ষমূলে স্থিতায়াস্তু সুনয়েন বদাব্যয় ॥ ২৮ ॥

ও নীলিমশালিনী কাদম্বিনীর ক্রোড়দেশে সাতিশয় প্রস্ফুরিত হইতেছে। হে দেব! শূর সকল দুর্জ্জনের সমৃদ্ধিসন্দর্শনপূর্ব্বক তাহার অপহরণ উদ্দেশে যেমন বিচরণ করেন, নদী সকল নৌকাদির যাতায়াতে সহসা অতিমাত্র বেগাবিষ্কার পুরঃসর তদ্রূপ প্রবাহিত হইতেছে। অথবা, হে শশাঙ্কমৌলে! স্বভাবতঃ নীচানুগতা ললনা যদি আত্মানুরূপ দুর্বৃত্ত পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ঐ দেখুন, আকাশমণ্ডল নীলবর্ণ মেঘমালায় অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সালতরু সকল পুষ্পভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। কদম্ব সকল মুকুলকুলে সমাকুল হইয়াছে। ফল সকল সাতিশয় সুষমা ধারণ করিয়াছে। নদী সকল সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ সুবিশাল সরোবর সকল পত্র ও পদ্মখণ্ডে বমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা এই বর্ষাকাল অতিমাত্র দুস্তর ভাব ধারণ করিয়াছে। এই রূপে পরমবিস্ময়াবহ এই প্রাবৃট্‌সময় যেরূপ দুর্নিবহ, সেইরূপ অতিমাত্র ভয়াবহ। সেইজন্তই তোমারে বলিতেছি। নতুবা বলিতাম না ॥ ২৩ ॥ এই মন্দরভূধর যাবতীয় গিরীন্দ্রবর্গের বরিষ্ঠ। শম্ভো! ইহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করুন; তাহা হইলে, সর্ব্বথা স্বস্তিলাভে সমর্থ হইব।

ত্রিলোচন ত্রিনয়নীর এবংবিধ শ্রবণমনোহর বচন শ্রবণগোচর করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ প্রিয়ে! গৃহ নির্ম্মাণ করি, আমার এরূপ ধন নাই। দেখ, বস্ত্রের অভাবে মদীয় কলেবর ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, সূত্রের অভাবে ভুজগরাজ বাসুকি আমার যজ্ঞোপবীত, পদ্ম ও পিঙ্গল নামক অনন্তর ভুজঙ্গযুগল আমার কর্ণের কুণ্ডল ॥ ২৫ ॥ কম্বল ও ধনঞ্জয় নামক অহিদ্বিতয় আমার হস্তের কেয়ূর, ফণী অশ্বতর ও তক্ষক ইহারা যথাক্রমে আমার বাম ও দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ, এবং নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণবিশিষ্ট ভুজঙ্গম নীল মদীয় শ্রোণিতটে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, বিরাজমান হইতেছে ॥ ২৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাদেব পরিহাসপ্রসঙ্গে এইরূপ অপ্রিয়, অসত্য ও পরিণামপ্রীতিজনক বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভবানী তাহা আকর্ণন করিয়া, যুগপৎ ভয়, লজ্জা ও ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া, অবনীতল অবেক্ষণ ও উষ্ণ নিশ্বাসত্যাগ পরিহার পুরঃসর তাঁহারে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে অবিনাশিস্বরূপিন্! এইরূপে বৃক্ষমূল আশ্রয় ও অবস্থিতি করিয়াই কি প্রাবৃট্‌কাল অতিবাহন করিতে হইবে, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ২৮ ॥

শঙ্কর উবাচ। ঘনাবস্থিতদেহায়াঃ প্রাবৃট্‌কালঃ প্রয়াস্যতি। যথাম্বুধারা ন তব নিপতিষ্যন্তি বিগ্রহে॥ ২৯॥

পুলস্ত্য উবাচ। ততো হরস্তদ্‌ঘনখণ্ডমুন্নতমারুহ্য তস্থৌ সহ দক্ষকন্যয়া। ততোঽভবন্নাম মহেশ্বরস্য জীমূতকেতুস্বিতি বিশ্রুতং দিবি॥ ৩০॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিতে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততস্ত্রিনেত্রস্য গতঃ প্রাবৃট্‌কালো ঘনোপরি। লোকানন্দকরী রম্যা শরৎ সমভবন্মুনে॥ ১॥ ত্যজন্তি নীলা ম্বুধরা নভস্তলং বৃক্ষাংশ্চ কঙ্কাঃ সরিতস্তটানি। পদ্মানি গন্ধং নিলয়ানি বায়সা রুরুর্বিষাণং কলুষং জলাশয়াঃ॥ ২॥ বিকাসমায়ান্তি চ পঙ্কজানি চন্দ্রাংশবো ভান্তি লতাঃ সুপুষ্পাঃ। নন্দন্তি হৃষ্টাস্ত্বপি গোকুলানি সন্তশ্চ সন্তোষমনুব্রজন্তি॥৩॥ সরঃসু পদ্মং গগনে চ তারকা জলাশয়েষেব তথা পয়াংসি। সতাঞ্চ চিত্তং হি দিশাং মুখৈঃ সমং বৈমল্যমায়ান্তি শশাঙ্ককান্তয়ঃ॥৪॥ এতাদৃশে হরঃ কালে মেঘপৃষ্ঠাধিবাসিনীম্। সতীমাদায় শৈলেন্দ্রং মন্দরং সমুপাযযৌ॥৫॥ ততো মন্দরপৃষ্ঠেঽসৌ স্থিতঃ সমশিলাতলে। রেমে শম্ভুর্ভগবান্ সত্যা সহ মহাদ্যুতিঃ॥৬॥ ততো গতায়াং শরদি প্রবুদ্ধে চৈব কেশবে। দক্ষঃ প্রজাপতিশ্রেষ্ঠো যষ্টুমারভত ক্রতুম্॥৭॥ দ্বাদ-

---

শঙ্কর কহিলেন, প্রিয়ে! মেঘমণ্ডলীর উপরিদেশে শরীর সন্নিবিষ্ট করিয়া, তুমি বর্ষাকাল যাপন করিবে। তাহা হইলে, সলিলধারা ত্বদীয় কলেবরে পতিত হইবে না॥ ২৯॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর হর দক্ষকন্যার সহিত উন্নত ঘনখণ্ড আরোহণ করিয়া, অবস্থিতি করিলেন। তন্নিবন্ধন, তাঁহার নাম স্বর্গে জীমূতকেতু বলিয়া বিখ্যাত হইল॥ ৩০॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিতে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

অনন্তর মেঘের উপরি অবস্থিতি করিয়া, উমাপতি বর্ষাসময় অতিবাহিত করিলে, সকল লোকের আনন্দজননী পরমমনোহারিণী শরৎ সমাগত হইল॥ ১॥ তৎসহকারে, মেঘমণ্ডলী গগনমণ্ডল হইতে অন্তর্দ্ধান করিল; কঙ্ক সকল বৃক্ষ ও নদীর তট পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল; পদ্মের গন্ধ দূর হইল; বিহঙ্গম সকল নিলয় পরিহার করিল; রুরুগণের শৃঙ্গ স্খলিত হইল; জলাশয় সকল নির্ম্মল হইয়া উঠিল॥ ২॥ পঙ্কজ সকল বিকশিত হইল; চন্দ্রের কিরণ সুন্দর ভাতি ধারণ করিল; লতা সকল সুশোভন কুসুমস্তবকে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল; গো সকল হর্ষাবিষ্ট হইয়া, শব্দ করিতে লাগিল; সৎপুরুষ সকল সন্তোষ অবলম্বন করিলেন॥ ৩॥ সরোবরে পদ্ম সকল, গগনমণ্ডলে তারকাস্তবক, জলাশয়ে সলিলরাশি, সাধুগণের চিত্তবৃত্তি, এবং দিঙ্মুখ ও চন্দ্রকান্তি, সমানে নির্ম্মল হইয়া উঠিল॥ ৪॥ মহাদেব এতাদৃশ মনোহর সময়ে মেঘপৃষ্ঠাধিবাসিনী পর্ব্বতনন্দিনীরে সমভিব্যাহারে গ্রহণ করিয়া, মন্দরভূধরে সমাগত হইলেন॥ ৫॥ অনন্তর পরমজ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি ভগবান্ ভূতপতি সেই মন্দরপৃষ্ঠে সমতল শিলাপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া, সতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

অনন্তর শরৎ ঋতুর পর্য্যবসান হইলে, ভগবান্ কেশব নিদ্রা হইতে সমুত্থিত হইলেন। ঐ সময়ে প্রজাপতিপ্রবর দক্ষ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া॥ ৭॥ দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্রপ্রমুখ প্রধান

শৈব স চাদিত্যান্ শক্রাদীংশ্চ সুরোত্তমান্। সকশ্যপান্ সমামন্ত্র্য সদস্যান্সমচীকরৎ ॥ ৮ ॥ অরুন্ধত্যাসহিতং বশিষ্ঠং শংসিতব্রতম্। সহানসূয়য়াত্রিং চ সহ ধৃত্যা চ কৌশিকম্ ॥ ৯ ॥ অহল্যয়া গৌতমং চ ভরদ্বাজমমায়য়া। চন্দ্রয়া সহিতং ব্রহ্মন্ ঋষিমঙ্গিরসং তথা ॥১০॥ আমন্ত্র্য কৃতবান্ দক্ষঃ সদস্যান্ যজ্ঞকর্ম্মণি। বিদ্বান্ গুণসম্পন্নান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১১ ॥ ধর্ম্মঞ্চ স সমাহূয় ভার্য্যয়াহিংসয়া সহ। নিমন্ত্র্য যজ্ঞবাটস্য দ্বারপালার্থমাদিশৎ ॥১২॥ অরিষ্টনেমিনং চক্রে ইধ্মাহরণকারিণং। চন্দ্রয়া সহিতং ব্রহ্মন্ ঋষিমঙ্গিরসং তথা ॥ ১৩ ॥ মৃষ্টান্নপানসংস্কারে সম্যক্ দক্ষঃ প্রযুক্তবান্। ভৃগুঞ্চ মন্ত্রসংস্কারে সম্যক্ দক্ষঃ প্রযুক্তবান্ ॥ ১৪ ॥ তথা চন্দ্রমসন্দেবং রোহিণ্যা সহিতং শুচিম্। ধনানামাধিপত্যে স যুক্তবান্ হি প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥ জামাতৄন্ দুহিতৄংশ্চৈব দৌহিত্রাংশ্চ প্রজাপতিঃ। সশঙ্করাং সুতীং মুক্ত্বা মখে সর্ব্বান্ নামন্ত্রয়ৎ ॥ ১৬ ॥

নারদ উবাচ। কিমর্থং লোকপতিনা ধনাধ্যক্ষো মহেশ্বরঃ। জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠোঽপি আদ্যোঽপি ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠোঽপি আদ্যোঽপি ভগবান্ শিবঃ। কপালীতি বিদিত্বেশো দক্ষেণ ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

নারদ উবাচ। কিমর্থং দেবতাশ্রেষ্ঠঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ। কপালী ভগবান্ জাতঃ কর্ম্মণা কেন শঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা কথামেতাং পুরাতনীম্। প্রোক্তাং হ্যাদিপুরাণেষু ব্রহ্মণাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥ ২০ ॥ পুরা ত্বেকার্ণবে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। নষ্টচন্দ্রার্কনক্ষত্রে প্রনষ্টপবনানলে ॥ ২১ ॥ অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ভাবাভাববিবর্জ্জিতং। নিমগ্নবীরুৎসতৃণং তমোভূতং সুদু-

---

প্রধান অমরবর্গ ও কশ্যপকে সমামন্ত্রণ করিয়া, সদস্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর তিনি অরুন্ধতীর সহিত সংশিতব্রত বশিষ্ঠকে, অনসূয়ার সহিত অত্রিকে, ধৃতির সহিত কৌশিককে ॥ ৯ ॥ অহল্যার সহিত গৌতমকে, মায়ার সহিত ভরদ্বাজকে, চন্দ্রার সহিত মহর্ষি অঙ্গিরাকে ॥ ১০ ॥ আমন্ত্রণ করিয়া, যজ্ঞব্যাপারে সদস্যরূপে নিয়োগ করিলেন। ইঁহারা সকলেই গুণগ্রামে ভূষিত ও বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী ॥১১॥ তদনন্তর, তিনি ধর্ম্মকে তদীয় পত্নী অহিংসার সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া, যজ্ঞবাটের দ্বারপালার্থ আদেশ ॥১২॥ অরিষ্টনেমিকে কাষ্ঠ আহরণে নিয়োগ, চন্দ্রার সহিত অঙ্গিরাকে ॥ ১৩ ॥ মিষ্টান্নপানসংস্করণে সম্যক্ রূপে ব্যাপৃত, ভৃগুকে যজ্ঞসংস্কারব্যাপারে প্রযোজিত ॥১৪॥ এবং রোহিণীর সহিত ভগবান্ চন্দ্রমাকে ধনাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ১৫ ॥ এইরূপে সেই প্রজাপতি দক্ষ সমুদায় জামাতা, দুহিতা ও দৌহিত্রবর্গকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিলেন; কেবল মহাদেব ও পার্ব্বতীর আমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন ॥ ১৬ ॥

নারদ কহিলেন, ধনাধ্যক্ষ মহাদেব জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও সকলের আদি হইলেও, প্রজাপতি দক্ষ কিজন্য তাঁহারে নিমন্ত্রণ করিলেন না? ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সকলের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ ভগবান্ ধূর্জ্জটী জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও সকলের আদি হইলেও, কপালী জানিয়া, দক্ষ তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন ॥ ১৮ ॥

নারদ কহিলেন, সকল লোকের পরমমঙ্গলদায়ক ভগবান্ শূলপাণি ত্রিলোচন সকল দেবতার মধ্যে প্রধান। কিজন্য কোন্ কর্ম্মবশে তিনি কপালী হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আপনি অবহিত হইয়া, এই পুরাতনী কথা শ্রবণ করুন। স্বয়ং অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মা আদিপুরাণ সকলে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ পূর্ব্বে সমুদায় লোক একার্ণব হওয়াতে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বিনষ্ট হইলে, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল অন্তর্হিত হইলে, অনিল ও অনল প্রণষ্ট হইলে ॥ ২১ ॥ অন্ধকারমাত্রে পরিণত অতিমাত্র দুর্দিন প্রাদুর্ভূত

তিমিরম্ ॥ ২২ ॥ তস্মিন্ স শেতে ভগবান্ নিশাং বর্ষসহস্রিকীম্। রাত্র্যন্তে সৃজতে লোকান্ রাজসং রূপমাস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ রাজসঃ পঞ্চবদনো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। স্রষ্টা চরাচরস্যাস্য জগতোঽদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ২৪ ॥ তমোময়স্তথৈবান্যঃ সমুদ্ভূতস্ত্রিলোচনঃ। শূলপাণিঃ কপর্দ্দী চ অক্ষমালাঞ্চ দর্শয়ন্ ॥ ২৫ ॥ ততো মহাত্মা হ্যসৃজদহঙ্কারং সুদারুণং। যেনাক্রান্তাবুভৌ দেবৌ তাবেব ব্রহ্মশঙ্করৌ ॥২৬॥ অহঙ্কারাবৃতো রুদ্রঃ প্রত্যুবাচ পিতামহম্। কো ভবানিহ সংপ্রাপ্তঃ কেন সৃষ্টোঽসি মাং বদ ॥ ২৭ ॥ পিতামহোঽপ্যহঙ্কারী প্রত্যুবাচাথ কো ভবান্। ভবতো জনকঃ কোঽত্র জননী বা তদুচ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥ ইত্যন্যোন্যং পুরা তাভ্যাং ব্রহ্মেশাভ্যাং কিল প্রিয়ঃ। পরিবাদোঽভবত্তত্র উৎপত্তির্ভবতোঽভবৎ ॥ ২৯ ॥ ভবানপ্যন্তরিক্ষং হি জাতমাত্রস্তদোৎপতৎ। ধারয়ন্নতুলাং বীণাং কুর্ব্বন্ কিলকিলাধ্বনিম্ ॥ ৩০ ॥ ততো বিনির্জ্জিতঃ শম্ভুর্মানিনা ব্রহ্মযোনিনা। তস্থাবধোমুখো দীনো গ্রহাক্রান্তো যথা শশী ॥ ৩১ ॥ পরাজিতে লোকপতৌ দেবেন পরমেষ্ঠিনা। ক্রোধান্ধকারিতং রুদ্রং পঞ্চমং মুখমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ অহং তে প্রতিজানামি তমোমূর্ত্তে ত্রিলোচন। দিগ্বাসা বৃষভারূঢ়ো লোকক্ষয়করো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃ ক্রুদ্ধো ব্রহ্মাণং ঘোরচক্ষুষা। নির্দ্দগ্ধুকামস্ত্বনিশন্দদর্শ ভগবানজঃ ॥ ৩৪ ॥ ততস্ত্রিনেত্রস্য সমুদ্ভবন্তি বক্ত্রাণি পঞ্চাথ সুদুর্দ্দর্শানি।

হইল। তাহাতে তৃণ ও লতা সকল এক বারেই মগ্ন হইয়া গেল। ভাবাভাব সমুদায়ই তিরোহিত হইল। তন্নিবন্ধন, সমুদায়ই জ্ঞানের অতীত ও তর্কের অবিষয়ীভূত হইয়া উঠিল ॥ ২২ ॥

ভগবান্ সেই একার্ণবে বর্ষসহস্রকী রজনী শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর রজনীর অবসানে রাজস রূপ আশ্রয় করিয়া, লোক সকলের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ সেই রাজস রূপের আশ্রয়ে সমুদায়বেদবেদাঙ্গপারগ পঞ্চবদনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পরম শোভা বিস্তার করিলেন। ঐ অদ্ভুতদর্শন পঞ্চবদনই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ॥ ২৪ ॥ অনন্তর তিনি তমোময়ী অন্যতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, শূলপাণি কপর্দ্দী ত্রিলোচন প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে অক্ষমালা ॥ ২৫ ॥

অনন্তর সেই মহাত্মা ভগবান অতিদারুণ অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। ঐ অহঙ্কার ব্রহ্মা ও মহেশ্বর উভয় দেবতাকেই আক্রমণ করিল ॥ ২৬ ॥ রুদ্র অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া, পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এখানে আগমন করিলেন, কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার সৃষ্টি করিল, বলুন ॥ ২৭ ॥

তখন পিতামহও অহঙ্কারে আবৃত হইয়া, প্রতিবচনপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, আপনি কে. আপনার জনক জননীই বা কে, বর্ণন করুন ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বতন সময়ে পিতামহ ও পশুপতি উভয়ে এইরূপ প্রিয় পরিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সেই অবসরে আপনার জন্ম হইল ॥ ২৯ ॥ আপনি জাতমাত্র এই অতুল বীণা ধারণ ও কিলকিলা ধ্বনি করত, তৎক্ষণাৎ অন্তরিক্ষে উৎপতিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ *

অনন্তর পশুপতি মানী ব্রহ্মযোনি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, গ্রহগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, দীন-ভাবাপন্ন অধোমুখে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩১ ॥ এইরূপে লোকপতি পশুপতি ভগবান্ পরমেষ্ঠী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, ক্রোধে অন্ধকারিত হইলে, পঞ্চম মুখ তাঁহাকে কহিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ হে তমোমূর্ত্তি ত্রিলোচন! আমি তোমারে বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি দিগ্বসন ও বৃষভবাহন এবং লোক সকলের সংহরণ করিয়া থাক ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ অজ শঙ্কর এইরূপ অভিহিত ও জাতক্রোধ হইয়া, ঘোর লোচনে ব্রহ্মারে নিঃশেষে দগ্ধ করিবার আশয়ে অনিশ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ ঐ সময়ে তাঁহার

সিতঞ্চ রক্তং কনকাবদাতং নীলং তথা পিঞ্জরকং চ রৌদ্রম্ ॥ ৩৫ ॥ বক্ত্রাণি দৃষ্টার্কসমানি সদ্যঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ রুদ্রম্। সমাহতস্যাথ জলস্য বুদ্বুদা ভবন্তি কিং তেষু পরাক্রমোঽস্তি ॥৩৬॥ তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধযুক্তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা। নখাগ্রেণ শিরশ্ছিন্নং ব্রাহ্মং পরুষবাদিনম্ ॥ ৩৭ ॥ তচ্ছিন্নং শঙ্করস্যৈব সব্যে করতলেঽপতৎ। পততে ন কদাচিচ্চ তদা করতলাচ্ছিরঃ ॥ ৩৮ ॥ অথ ক্রোধাবৃতেনাথ ব্রহ্মণাদ্ভুতকর্ম্মণা। সৃষ্টস্তু পুরুষো ধীমান্ কবচী কুণ্ডলী শরী ॥ ৩৯ ॥ ধনুষ্পাণি-র্মহাবাহুর্ব্বাণশক্তিধরোঽব্যয়ঃ। চতুর্ভুজো মহাতূণী চাদিত্যসমদর্শনঃ ॥ ৪০ ॥ স ত্বাহং গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে মা ত্বাং শূলিন্নিপাতয়ে। ভবান্ পাপসমাযুক্তঃ পাপিষ্ঠং কো জিঘাংসতি ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তঃ শঙ্করস্তেন পুরুষেণ মহাত্মনা। প্রিয়াযুক্তো জগামাথ রুদ্রো বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৪২ ॥ নরনারায়ণ-স্থানং পর্ব্বতে হি হিমালয়ে। সরস্বতী যত্র পুণ্যা স্যন্দতে সরিতাম্বরা ॥ ৪৩ ॥ তত্র গত্বা চ তং দৃষ্ট্বা নারায়ণমুবাচ হ। শিক্ষাং প্রযচ্ছ ভগবন্ মহাকারুণিকোঽসি ভোঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তো ধর্ম্মপুত্রস্তু রুদ্রং বচনমব্রবীৎ। সব্যং ভুজং তাড়য়স্ব ত্রিশূলেন মহেশ্বর ॥ ৪৫ ॥ নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা ত্রিশূলেন মহেশ্বরঃ। সব্যং নারায়ণভুজং তাড়য়ামাস বেগবান্ ॥ ৪৬ ॥ ত্রিশূলাভিহতাম্মার্গাৎ তিস্রো ধারা বিনির্যযুঃ। একা গগনমাশ্রিত্য স্থিতা তারাভিমণ্ডিতম্ ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়াস্তপতদ্ভূমৌ তাং

অতিমাত্র দুর্নিরীক্ষ্য পঞ্চ বদন প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা যথাক্রমে সিত, রক্ত, কনকের ন্যায় বিশুদ্ধ, নীল ও পিঙ্গল বর্ণ এবং যারপর নাই ভয়ঙ্কর ভাবাপন্ন ॥ ৩৫ ॥

পিতামহ ভাস্করসদৃশ এই বদনপরম্পরা পরিদর্শনপূর্ব্বক মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন, জল সমাহত হইলেই, বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া থাকে। তাহাদের কি আর কোনরূপ পরাক্রম আছে ॥ ৩৬ ॥

মহাত্মা শঙ্কর পিতামহের ঈদৃশ বচন শ্রবণগোচর করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, নখাগ্র প্রহারে তাঁহার সেই পরুষবাদপ্রবৃত্ত পঞ্চম বদন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥ ঐ শির ছিন্ন হইবামাত্র শঙ্করের বাম করতলে পতিত হইল। কিন্তু ঐ করতল হইতে আর কদাচিৎ স্খলিত হইল না ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর অদ্ভুতকর্ম্মা ব্রহ্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কবচ, কুণ্ডল ও শরধারী, পরমধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৯ ॥ উহার হস্তে শরাসন, কক্ষদেশে সুবৃহৎ তূণ, এবং উহার বাহুযুগল অতীব বিশাল। সেই অবিনাশী, চতুর্ভুজ, আদিত্যসমদর্শন, বাণ ও শক্তিধর, পুরুষ ॥ ৪০ ॥ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিল, রে দুর্ব্বুদ্ধে! এখান হইতে গমন কর। আমি তোমারে নিপাতিত করিব না। তুমি অতিমাত্র পাপী। কোন্ ব্যক্তি পাপি-ষ্ঠের সংহার করিয়া থাকে? ॥ ৪১ ॥

মহানুভব সেই পুরুষ এইপ্রকার বাক্য বিন্যস্ত করিলে, মহাদেব প্রিয়ার সমভিব্যাহারে বদরিকাশ্রমে সমাগত হইলেন ॥ ৪২ ॥ এই আশ্রম নরনারায়ণের অধিষ্ঠানক্ষেত্র এবং হিমালয়ে প্রতিষ্ঠিত। সরিদ্বরা পুণ্যসলিলা সরস্বতী যেখানে প্রবাহিতা হইতেছেন ॥ ৪৩ ॥ মহাদেব তথায় গমন ও ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি পরম করুণাশীল। আমারে বিশিষ্টরূপ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৪৪ ॥

ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, হে মহেশ্বর! আপনি ত্রিশূল সহায়ে আমার বাম ভুজে আঘাত করুন ॥ ৪৫ ॥

মহেশ্বর নারায়ণের কথা কর্ণগোচর করিয়া, ত্রিশূল দ্বারা সবেগে তদীয় বাম বাহুতে আঘাত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন সেই ত্রিশূলাভিহত প্রদেশ হইতে ধারাত্রয় বিনির্গত হইল। তন্মধ্যে একতর ধারা তারকাস্তবক-সমলঙ্কৃত গগনপদবী আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিল ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়

জগ্রাহ তপোধনঃ। অত্রিস্তস্মাৎ সমুদ্ভূতো দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করাংশতঃ ॥ ৪৮ ॥ তৃতীয়া ন্যপতদ্ধারা কপালে রৌদ্রদর্শনে। তস্মাত্তস্যাঃ সমভবৎ সন্নদ্ধঃ কবচী যুবা ॥ ৪৯ ॥ শ্যামাবদাতঃ শরচাপপাণি-র্গর্জন্ যথা প্রাবৃষি তোয়দোঽসৌ। ইত্থং ব্রুবন্ কস্য বিনাশয়ামি স্কন্ধাচ্ছিরস্তালফলং যথৈব ॥৫০॥ তং শঙ্করোঽভ্যেত্য বচো বভাষে নরং হি নারায়ণবাহুজাতং। নিপাতয়ৈনং খলু দুষ্টবাক্যং ব্রহ্মাত্মজং সূর্য্যশতপ্রকাশম্ ॥ ৫১ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ স তু শঙ্করেণ* আদ্যং ধনুস্ত্বাজগবং প্রসিদ্ধং। জগ্রাহ তূণানি তথাক্ষয়াণি যুদ্ধায় বীরঃ স মতিঞ্চকার ॥৫২॥ ততঃ প্রযুদ্ধৌ সুভৃশং মহাবলৌ ব্রহ্মাত্মজো বাহুভবশ্চ শার্ব্বঃ। দিব্যং সহস্রং পরিবৎসরাণাং ততো হরেণাপি বিরিঞ্চিরূচে ॥ ৫৩ ॥ জিতস্ত্বদীয়ঃ পুরুষঃ পিতামহ নরেণ দিব্যাদ্ভুতকর্ম্মণা বলী। মহাপৃষৎকৈরভিপত্য তাড়িত-স্তদদ্ভুতঞ্চেহ দিশো দশৈব ॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মা তমীশং বচনং বভাষে নেহাস্য জন্মান্যজিতস্য শম্ভো। পরাজিতশ্চেষ্যতেঽসৌ ত্বদীয়ো নরো মদীয়ঃ পুরুষো মহাত্মা ॥ ৫৫ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ত্রিনেত্রং চিক্ষেপ সূর্য্যে পুরুষং বিরিঞ্চিঃ। নরং নরস্যৈব তদা স বিগ্রহে চিক্ষেপ ধর্ম্মপ্রভবস্য দেব ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিতে নরোৎপত্তিপ্রলয়ো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ধারা ভূমিতলে পতিত হইলে, তপোধন অত্রি তাহা গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে মহাদেবের অংশে দুর্ব্বাসা সমুদ্ভূত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ তৃতীয় ধারা ভয়ঙ্করদর্শন কপালে নিপতিত হইল। তখন তাহা হইতে কবচধারী, দৃঢ়বদ্ধদেহ যুবা পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর সেই বিশুদ্ধশ্যামবর্ণ, ধনুষ্পাণি, শরধারী পুরুষ প্রাবৃটসময়প্রাদুর্ভূত পয়োধরের ন্যায় গর্জ্জনবিসর্জ্জনপুরঃসর বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিল, আমি কাহার মস্তক স্কন্ধদেশ হইতে তালফলের ন্যায়, আচ্ছিন্ন করিয়া, বিনাশ করিব, আদেশ করুন ॥ ৫০ ॥

তখন মহাদেব সমাগত হইয়া, নারায়ণের বাহু হইতে প্রাদুর্ভূত সেই নরকে কহিলেন, তুমি সূর্য্যশতসন্নিভ, দুষ্টভাষী ব্রহ্মনন্দনকে নিপাতিত কর ॥ ৫১ ॥ শঙ্কর এইপ্রকার আদেশ করিলে, সেই নর সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ আজগব ধনু ও অক্ষয় তূণীরসমূহ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মাত্মজ সেই পুরুষ ও বাহুসমুদ্ভূত নর, উভয়েই অতিমাত্র বলশালী এবং উভয়েই নিরতিশয় উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া, দিব্য সহস্র পরিবৎসর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন হর বিরিঞ্চিকে কহিলেন ॥ ৫৩ ॥ পিতামহ! দিব্য ও অদ্ভুতকর্ম্মা নর, অভিপতিত হইয়া, সুবিশাল শরপরম্পরা প্রয়োগ পুরঃসর, নিরতিবলবিশিষ্ট ত্বদীয় পুরুষকে পরাজিত করিয়াছেন। দশ দিকে এই ব্যাপার অতিমাত্র বিস্ময়াবহরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥ তখন পিতামহ মহেশ্বরকে বলিলেন, হে শম্ভো! মদীয় পুরুষ অতিমাত্র মহাপ্রাণ ও নিরতিশয়প্রভাববিশিষ্ট। তিনি কখন পরাজিত হন না। এবং তাঁহার জন্মও ইহলোকে নহে, যে, ত্বদীয় পুরুষ নর মনে করিলেই, তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন ॥ ৫৫ ॥ বিরিঞ্চি মহাদেবকে এইপ্রকার কহিয়া, সেই আত্মজ পুরুষকে সূর্য্যে এবং নরকে ধর্ম্মনন্দন নারায়ণের কলেবরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

ইতি বামনপুরাণে নরোৎপত্তিপ্রলয়নামক দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ করতলে রুদ্রঃ কপালে দারুণে স্থিতে। সন্তাপমগমদ্‌ব্রহ্মন্ চিন্তয়াকুলি-তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥ ততঃ সমাগতা রৌদ্রা নীলাঞ্জনচয়প্রভা। সরক্তমূর্দ্ধজা ভীমা ব্রহ্মহত্যা হরা-ন্তিকম্ ॥ ২ ॥ তামাগতাং হরো দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বিকরালিনীম্। কাসি ত্বমাগতা রৌদ্রে কেনাপ্যর্থেন তদ্বদ ॥ ৩ ॥ কপালিনমথোবাচ ব্রহ্মহত্যা সুদারুণা। ব্রহ্মহত্যাস্মি সংপ্রাপ্তা মাং প্রতীচ্ছ ত্রিলোচন ॥ ৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মহত্যা বিবেশ তম্। ত্রিশূলপাণিনং রুদ্রং সম্প্রতাপিতবিগ্র-হম্ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মহত্যাভিভূতশ্চ শর্ব্বো বদরিকাশ্রমম্। আগচ্ছন্নো দদর্শাথ নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৬ ॥ অদৃষ্ট্বা ধর্ম্মতনয়ৌ চিন্তাশোকসমন্বিতঃ। জগাম যমুনাং স্নাতুং সাপি শুষ্কজলাভবৎ ॥ ৭ ॥ কালিন্দীং শুষ্কসলিলাং নিরীক্ষ্য বৃষকেতনঃ। প্লক্ষজাং স্নাতুমগমদন্তর্দ্ধানঞ্চ সা গতা ॥৮॥ ততোঽনু পুষ্করারণ্যং মাগধারণ্যমেব চ। সৈন্ধবারণ্যমেবাসৌ গত্বা শ্রান্তো যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥ তথৈব নৈমিষারণ্যং ধর্ম্মারণ্যং তথেশ্বরঃ। স্নাতো নৈব চ সা রৌদ্রা ব্রহ্মহত্যা ব্যমুঞ্চত ॥১০॥ সরিৎসু তীর্থেষু তথাশ্রমেষু পুণ্যেষু দেবায়তনেষু সর্ব্বতঃ। সমাপ্লুতো যোগযুতোঽপি পাপান্নাবাপ মোক্ষং বৃষভধ্বজোঽসৌ ॥১১॥ ততো জগাম নির্ব্বিণ্ণঃ শঙ্করঃ কুরুজাঙ্গলম্। তত্র গত্বা দদর্শাথ চক্রপাণিং খগাসনম্ ॥ ১২ ॥ তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং শঙ্খচক্রগদাধরম্। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা হরঃ স্তোত্রমুদীরয়ৎ ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! সেই দারুণ কপাল রুদ্রের করতল আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুলিত ও সন্তাপে সমাক্রান্ত হইল ॥ ১ ॥ ঐ সময়ে অতি-মাত্রভয়ঙ্করী, রৌদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মহত্যা তদীয় অন্তিকে আগমন করিল। তাহার কেশপাশ নিরতি-শয় রক্তবর্ণ এবং আকার নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ ॥ ২ ॥

মহাদেব সেই অতিমাত্র করালমূর্ত্তি ব্রহ্মহত্যারে সমাগত অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি রৌদ্ররূপিণি! তুমি কে, কিজন্য আগমন করিলে, বল ॥ ৩ ॥

তখন নিরতিশয়দারুণপ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা কপালশালী মহাদেবকে কহিল, ত্রিলোচন! আমি ব্রহ্মহত্যা। আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আমারে প্রতিগ্রহ করুন ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মহত্যা এবংবিধবচনবিন্যাসপুরঃসর ত্রিশূলপাণি রুদ্রে আবিষ্ট ও তজ্জন্য তদীয় দেহ সম্প্রতাপিত হইল ॥ ৫ ॥

তখন রুদ্র ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া, বদরিকাশ্রমে আগমন করিলেন। কিন্তু নরনারায়ণকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬ ॥ সেই ধর্ম্মনন্দন নরনারায়ণকে সন্দর্শন না করিয়া, তিনি চিন্তা ও শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া, স্নান করিবার অভিলাষে যমুনায় আগমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ যমুনার জল শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ৭ ॥ বৃষকেতন কালিন্দনন্দিনীরে শুষ্ক-সলিলা সন্দর্শন করিয়া, স্নানাভিলাষে প্লক্ষজাতীরে সমাগত হইলেন, প্লক্ষজাও অন্তর্দ্ধান করিল ॥৮॥ তখন তিনি যদৃচ্ছ ক্রমে ক্রমে পুষ্করারণ্যে, মগধারণ্যে ও সৈন্ধবারণ্যে গমন করিয়া, শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৯ ॥ তদবস্থায় তথা হইতে তিনি নৈমিষারণ্যে ও ধর্ম্মারণ্যে গমন করিয়া স্নান করিলেন। তথাপি, সেই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিহার করিল না ॥১০॥ তখন বৃষভধ্বজ যোগমার্গের অনুসরণপূর্ব্বক, সরিৎ সকলে, তীর্থসমূহে, আশ্রম সমস্তে ও পবিত্র দেবায়তন-সমূহে সর্ব্বতোভাবে স্নান করিয়াও, পাপ হইতে পরিহার প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১১ ॥

অনন্তর তিনি নির্ব্বেদগ্রস্ত চিত্তে কুরুজাঙ্গলে সমাগত হইলেন। তথায় গমন করিয়া, খগপতি গরুড়ের উপরি অধিষ্ঠিত চক্রপাণিকে দর্শন করিলেন ॥ ১২ ॥ সেই শঙ্খচক্রগদাধর পুণ্ডরী-কাক্ষকে অক্ষিগোচর করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ বিধানে স্তব করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

হর উবাচ। নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে গরুড়ধ্বজ। শঙ্খচক্রগদাপাণে বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥ ১৪॥ নমস্তে নির্গুণানন্ত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে। জ্ঞানাজ্ঞাননিরালম্ব সর্ব্বালম্ব নমোঽস্তু তে॥১৫॥ রজোযুক্ত নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মমূর্ত্তে সনাতন। ত্বয়া সর্ব্বমিদং নাথ জগৎ সৃষ্টং চরাচরম্॥১৬॥ সত্ত্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষ্ণুমূর্ত্তে অধোক্ষজ। প্রজাপাল মহাবাহো জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে॥ ১৭॥ তমোমূর্ত্তে অহং হ্যেষ ত্বদংশক্রোধসংভবঃ। গুণাভিযুক্তো দেবেশ সর্ব্বব্যাপিন্নমোঽস্তু তে॥ ১৮॥ ভূরিয়ং ত্বং জগন্নাথ জলাম্বরপাবকৌ। বায়ুর্ব্বুদ্ধির্মনশ্চাপি শর্ব্বরী ত্বং নমোঽস্তু তে॥ ১৯॥ ধর্ম্মো যজ্ঞস্তপঃ সত্যমহিংসা শৌচমার্জ্জবম্। ক্ষমা দানং দয়া লক্ষ্মীর্ব্রহ্মচর্য্যং ত্বমীশ্বরঃ॥২০॥ ত্বমঙ্গাশ্চ চতুর্ব্বেদাস্ত্বং বেদ্যো বেদপারগঃ। উপবেদা ভবানীশ সর্ব্বোঽসি ত্বং নমোঽস্তু তে॥২১॥ নমো নমস্তেঽচ্যুত চক্রপাণে নমোঽস্তু তে বামন মীনমূর্ত্তে। লোকে ভবান্ কারুণিকো মতো মে ত্রায়স্ব মাং কেশব পাপবন্ধাৎ॥ ২২॥ মমাশুভং নাশয় বিগ্রহস্থং যদ্ব্রহ্মহত্যাভিভবং বভূব। দগ্ধোঽস্মি নষ্টোঽস্ম্যসমীক্ষ্যকারী পুনীহি নাথোঽসি নমো নমস্তে॥ ২৩॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবং স্তুতশ্চক্রধরঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা। প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং ব্রহ্মহত্যাক্ষয়ায় হি॥ ২৪॥

হরিরুবাচ। মহেশ্বর শৃণুষ্বেমাং মম বাচং কলস্বনাং। ব্রহ্মহত্যাক্ষয়করীং শুভদাং

তুমি দেবগণেরও রক্ষাকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্খচক্রগদাপাণি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার॥ ১৪॥ তুমি গুণাতীত ও দেশকালাদির অপরিচ্ছিন্ন, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের বিধাতা। তর্ক দ্বারা তোমার স্বরূপ নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তোমারে নমস্কার। তুমি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাতীত। এবং অবলম্বনশূন্য হইলেও, সকলেরই অবলম্বনস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার॥ ১৫॥ তুমি রজোগুণপ্রধান সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। হে নাথ! তুমিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছ॥ ১৬॥ তুমি সত্ত্বগুণপ্রধান ও সকল লোকের ঈশ্বর সাক্ষাৎ অধোক্ষজ, বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন এবং তুমি প্রজাগণের পরিপালন করিয়া থাক। মহাবাহু তোমাকে নমস্কার॥ ১৭॥ তুমি তমোগুণপ্রধান। এই আমি তোমার অংশে ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি। তুমি দেবগণের ঈশ্বর ও বিষ্ণুরূপে বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছ। এবং তুমি সকল গুণের আধার। তোমাকে নমস্কার॥ ১৮॥ হে জগন্নাথ! তুমিই এই পৃথিবী, তুমিই এই সলিল, তুমিই এই অনিল, তুমিই এই আকাশ, তুমিই এই অনল এবং তুমিই বুদ্ধি, তুমিই মন, তুমিই রজনী, তোমাকে নমস্কার॥ ১৯॥ তুমিই ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও তপস্যা। তুমিই সত্য, অহিংসা, শৌচ ও ঋজুতা। তুমিই ক্ষমা, দান ও দয়া। তুমিই লক্ষ্মী, ব্রহ্মচর্য্য ও সকলের ঈশ্বর॥ ২০॥ তুমিই যাবতীয় বেদাঙ্গ ও বেদসমূহ। তুমিই বেদ্য ও বেদপারগ। হে ঈশ্বর! তুমিই সমুদায় উপবেদ এবং তুমিই সকলের স্বরূপ, তোমারে নমস্কার॥ ২১॥ তুমি অচ্যুত, তোমাকে নমস্কার। তুমি চক্রপাণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি বামন ও মৎস্যমূর্ত্তি। তোমাকে নমস্কার। তুমিই সংসারে একমাত্র করুণাগুণের আধার বলিয়া, আমার বিলক্ষণ প্রতীতি আছে। অতএব, কেশব! আমাকে এই আপতিত পাপবন্ধ হইতে পরিত্রাণ কর॥ ২২॥ আমার কলেবরে ব্রহ্মহত্যার অভিভবরূপ যে অশুভ আবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিনাশ কর। আমি দগ্ধ হইলাম, বিনষ্ট হইলাম। আমি সর্ব্বথা অতি অবিবেচনায়ই কার্য্য করিয়াছি। অধুনা, তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্তা, আমারে পবিত্র কর। তজ্জন্য তোমাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি॥ ২৩॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাত্মা শঙ্কর এইপ্রকার স্তব করিলে, ভগবান্ চক্রধর ব্রহ্মহত্যার ক্ষয়াভিলাষে তাঁহারে কহিলেন॥২৪॥ মহেশ্বর! আমার এই কলস্বনশালী পুণ্যবৃদ্ধিকর বাক্য শ্রবণ

পুণ্যবর্দ্ধনীম্ ॥ ২৫ ॥ যোঽসৌ ব্রহ্মাণ্ডকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোঽব্যয়ঃ। প্রয়াগে বসতে নিত্যং যোগশায়ীতিবিশ্রুতঃ ॥ ২৬ ॥ চরণাদ্দক্ষিণাত্তস্য বিনির্যাতা সরিদ্বরা। বিশ্রুতা বরণেত্যেবং সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ২৭ ॥ সরিদন্যা দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিশ্রুতা। তে উভে তু সরিচ্ছ্রেষ্ঠে লোকপূজ্যে বভূবতুঃ ॥ ২৮ ॥ তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ। ত্রৈলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥২৯॥ তত্তাদৃশাস্তি নগরী পুণ্যা বারাণসী শুভা। যস্যাং হি ভোগিনোঽপীশ প্রয়ান্তি ভবতো লয়ম্ ॥ ৩০ ॥ বিলাসিনীনাং রসনাস্বনেন শ্রুতিস্বরো ব্রাহ্মণপুঙ্গবানাম্। শুচিস্বরত্বং গুরবো নিশম্য হাস্যান্বিতাঃ সন্তি মুহুর্মুহুস্তাঃ ॥ ৩১ ॥ ব্রজৎসু যোষিৎসু চতুষ্পথেষু পদান্যলক্তারুণিতানি দৃষ্ট্বা। যযৌ শশী বিস্ময়মেব যস্যাং কিংস্বিৎ প্রয়াতা স্থলপদ্মিনীয়ম্ ॥ ৩২ ॥ তুঙ্গানি যস্যাং সুরমন্দিরাণি রুন্ধন্তি চন্দ্রং রজনীমুখেষু। দিবাপি সূর্য্যং পবনাপ্লুতাভির্দীর্ঘাভিরেবং সুপতাকিকাভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ভৃঙ্গাশ্চ যস্যাং শশিকান্তভিত্তৌ প্রলোভ্যমানাঃ প্রতিবিম্বিতেষু। আলক্ষ্য যোষিদ্বিমলাননাব্জেষ্বীযুর্ভ্রমেণৈব চ পুষ্পকান্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ পরিশ্রমশ্চাপি পরাজিতেষু নরেষু সংমোহনখেলনেন। যস্যাং জলক্রীড়নসক্তাস্সু ন স্ত্রীষু শম্ভো গৃহদীর্ঘিকাসু ॥ ৩৫ ॥ ন চৈব কশ্চিৎ পরমন্দিরাণি রুণদ্ধি শম্ভো সহ

করুন। ইহার দ্বারা আপনার ব্রহ্মহত্যার ক্ষয়, শুভসঞ্চয় ও পুণ্যের উপচয় সম্পাদিত হইবে ॥ ২৫ ॥ এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যিনি আমার অংশে সমুদ্ভূত, যাঁহার ক্ষয় নাই ও বিনাশ নাই; যিনি প্রয়াগে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার নাম যোগশায়ী বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ২৬ ॥ তদীয় দক্ষিণ চরণ হইতে বরণা নামে বিখ্যাতা সর্ব্বপাপবিনাশিনী পরমমঙ্গলরূপিণী সরিদ্বরা বিনির্গতা হইয়াছে। এইরূপ, অসিনামে প্রসিদ্ধা দ্বিতীয় নদীও তাঁহার দক্ষিণ চরণ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহারা উভয়েই যাবতীয় তরঙ্গিণীর প্রধান। এইজন্য, লোকে তাহাদের সবিশেষ পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ এই উভয় নদীর মধ্যস্থিত দেশই উল্লিখিত যোগশায়ী পুরুষের অধিষ্ঠানভূমি। এই কারণে ঐ স্থান ত্রৈলোক্য মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। উহার পরিচর্য্যা করিলে, সর্ব্ববিধ পাতক পরিহৃত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ তথায় তাহার অনুরূপ পুণ্যজননী পরমমঙ্গলরূপিণী বারাণসী নামে নগরী বিরাজমান আছে। সংসারলম্পট পুরুষগণও যেখানে অবস্থিতি করিলে, সংসার হইতে এককালেই বিনির্মুক্ত হইয়া থাকে; পুনরায় তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩০ ॥ তথায় ব্রাহ্মণপুঙ্গবগণের বেদপাঠধ্বনি বিলাসিনী রমণীগণের কাঞ্চীনিক্বণসহিত সংমিলিত হইয়া, প্রতিনিয়ত সমুত্থিত হইতেছে। গুরুগণ সেই পবিত্র স্বর শ্রবণ ও উল্লিখিত বিলাসশালিনী কামিনীদিগকে অবলোকন করিয়া, বারংবার হাস্য করেন ॥ ৩১ ॥ তত্রত্য চতুষ্পথসমূহে ললনাগণ গমন করিতে লাগিলে, তাহাদের অলক্তকরঞ্জিত রক্তবর্ণ চরণপরম্পরা পরিদর্শনপূর্ব্বক জঙ্গম স্থলপদ্মিনী ভ্রমে চন্দ্রমা বিস্ময়রসে আবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ তথায় অত্যুচ্চ সুরসদ্মসকল প্রতিদিন রজনীমুখে প্রভাকরকে রুদ্ধ করে। এবং দিবাভাগেও পবনপরিচালিত, সুদীর্ঘ সুন্দর পতাকাসমূহের সহায়তায় তাঁহাকে তাদৃশ অবস্থায় নিপাতিত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ তথায় চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত ভিত্তিপ্রদেশে প্রতিবিম্বিত যোষিদ্‌গণের বিমল আননপদ্ম অবলোকন করিয়া, ভৃঙ্গগণ প্রফুল্ল কুসুমভ্রমে নিতান্ত প্রলোভিত হইয়া, পুষ্পান্তরে আর গমন করে না ॥৩৪॥ হে শম্ভো! তথায় পরস্পর সংমোহনার্থ ক্রীড়া করিয়া, পরাজিত পুরুষগণ কোনক্রমে পরিশ্রম বোধ করে না। যোষিদ্‌গণ তত্রত্য গৃহদীর্ঘিকাসমূহে অনবরত জলক্রীড়া করিয়া, কোনকালেই পরিশ্রান্ত হয় না ॥ ৩৫ ॥ তথায় বায়ু ব্যতিরেকে আর কেহই পরের গৃহ রোধ করে না। এবং সুরত ব্যতিরেকে অন্য কোন রূপে অবলাগণের প্রতি বলপূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করা হয় না।

মারুতেন। ন চাবলানাং তরসা পরাক্রমং করোতি যস্যাং সুরতং হি মুক্ত্বা ॥ ৩৬ ॥ পাশগ্রন্থির্গজেন্দ্রাণাং দানচ্ছেদো মদচ্যুতৌ। যস্যাং মানমদৌ পুংসাং করিণাং যৌবনাগমে ॥ ৩৭ ॥ প্রিয়দোষাঃ সদা যেষাং কৌশিকা নেতরে জনাঃ। তারাগণেঽকুলীনত্বং মেঘে বৃত্তচ্যুতার্ক্ষতৌ ॥৩৮॥ ভূতিলুব্ধা বিলাসিন্যো ভুজঙ্গপরিবারিতাঃ। চন্দ্রভূষিতদেহাশ্চ যস্যাং ত্বমিব শঙ্কর ॥ ৩৯ ॥ ঈদৃশায়াং সুরেশান বারাণস্যাং মদাশ্রমে। বসতে ভগবান্ লোলঃ সর্ব্বপাপহরো রবিঃ ॥ ৪০ ॥ দশাশ্বমেধং যৎ প্রোক্তং মদংশো যত্র কেশবঃ। তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠ পাপমোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ৪১ ॥ ইত্যেবমুক্তো গরুড়ধ্বজেন বৃষধ্বজস্তং শিরসা প্রণম্য। জগাম বেগাদ্গরুড়ো যথাসৌ বারাণসীং পাপবিমোচনায় ॥ ৪২ ॥ গত্বা সুপুণ্যাং নগরীং সুতীর্থাং দৃষ্ট্বা চ লোলং স দশাশ্বমেধং। স্নাত্বা চ তীর্থেষু বিমুক্তপাপঃ স কেশবস্রষ্টুমুপাজগাম ॥ ৪৩ ॥ কেশবং শংকরো দৃষ্ট্বা প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ। ত্বৎপ্রসাদাদ্-

---

অর্থাৎ বায়ুই কেবল তথায় পরের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে; চোর প্রভৃতি অন্য কেহ প্রবেশ করে না। এবং স্ব স্ব পতিরাই কেবল সুরতসময়ে স্ত্রীগণের উপরি পরাক্রম প্রকাশ করে; আর কেহই সেরূপ করে না। ফলতঃ তথায় চোর ও দস্যু প্রভৃতির সম্পর্ক নাই এবং কামী বা তাদৃশ দুষ্প্রকৃতি লোকেরও সমাগম নাই ॥ ৩৬ ॥ তথায় গজেন্দ্রগণেরই পাশগ্রন্থি ও মদচ্যুতি সময়ে দানচ্ছেদ লক্ষিত হয়। অর্থাৎ, মত্ত-গজ সকলকে বন্ধন করিবার জন্যই পাশগ্রন্থির আবশ্যকতা হইয়া থাকে; চৌরাদিকে বন্ধন করিবার জন্য নহে। কেন না, তথায় চৌরাদি দুষ্ট পুরুষের সম্পর্ক নাই। এইরূপ, হস্তীগণের মদক্ষয় হইলে, দানচ্ছেদ অর্থাৎ মদের বিনাশ হয়। অন্য কোনরূপে দানচ্ছেদ নাই। কেন না, তথায় অনবরত দানাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পুনশ্চ, তথায় পুরুষ ও হস্তী সকলের যৌবনাবেশবশেই মান ও মদের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ তত্রত্য অধিবাসিগণ অভিমান ও গর্ব্ব বিবর্জ্জিত ॥ ৩৭ ॥ তথায় পেচক সকলই প্রিয়দোষ, অন্যান্য ব্যক্তিগণ নহে। অর্থাৎ পেচকেরা দিবসে অন্ধ হয়; রাত্রিতে বিলক্ষণ দেখিতে পায়। এইজন্য রাত্রি ভাল বাসে। (দোষাশব্দে রাত্রি। দোষা অর্থাৎ রাত্রি যাহার প্রিয়, তাহার নাম প্রিয়দোষ। অন্যপক্ষে দোষশব্দে অভিমান ও মদ প্রভৃতি। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে কেহই প্রিয়দোষ নহে, অর্থাৎ অভিমানাদির বশ নহে, ইহাই ভাবার্থ।) হে বিভো! তথায় তারাগণই অকুলীন; অর্থাৎ অত্যুচ্চ আকাশে অবস্থিত; কু অর্থাৎ পৃথিবীতে লীন নহে। তথাকার অধিবাসীমাত্রেই সুশীলকুলবিশিষ্ট। তথায় মেঘেই বৃত্তচ্যুতি হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, অধিবাসীগণে বৃত্তচ্যুতি অর্থাৎ সদাচারধ কোনপ্রকার ব্যভিচার নাই। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুসারী ॥ ৩৮ ॥ হে শঙ্কর! তুমি যেমন ভূতলুব্ধ অর্থাৎ ভস্মপ্রিয়, ভুজঙ্গে পরিবেষ্টিত ও চন্দ্র-ভূষিত-কলেবর-বিশিষ্ট; তত্রত্য বারবিলাসিনীরাও তদ্রূপ ভূতিলুব্ধ অর্থাৎ ঐশ্বর্য কামনার বশবর্ত্তিনী; ভুজঙ্গে অর্থাৎ বিটগণে পরিবৃত এবং চন্দ্রভূষিত অর্থাৎ চন্দ্র-কান্ত-মণিমণ্ডিত-দেহ শালিনী ॥ ৩৯ ॥ হে সুরেশান! এবংবিধগুণবিভববিশিষ্ট বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত মদীয় আশ্রমে ভগবান্ লোলনামক রবি সর্বদা বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ তথায় যাহাকে দশাশ্বমেধ বলে, তৎপ্রদেশে মদীয় অংশ কেশব অধিষ্ঠান করিতেছেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তথায় গমন করিলে, তুমি পাপমোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪১ ॥

গরুড়ধ্বজ এইপ্রকার কহিলে, বৃষভধ্বজ মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, পাপমোচনাভিলাষে গরুড়ের ন্যায়, সবেগে বারাণসীতে সমাগত হইলেন ॥ ৪২ ॥ সেই পরমপুণ্যশালিনী ও সুপ্রশস্ততীর্থশোভিনী বারাণসীতে গমন, ভগবান্ লোল ও দশাশ্বমেধ দর্শন এবং তীর্থ সকলে অবগাহন করিয়া, পাপবিমুক্ত হইয়া, ভগবান্ কেশবের সন্দর্শনমানসে, উক্তপ্রদেশে সমাগত হই-

হৃষীকেশ ব্রহ্মহত্যা ক্ষয়ং গতা ॥ ৪৪ ॥ নেদং কপালং দেবেশ মদ্ধস্তং পরিমুঞ্চতি। কারণং বেদ্মি নৈবৈতত্তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৪৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। মহাদেববচঃ শ্রুত্বা কেশবো বাক্যমব্রবীৎ। বিদ্যতে কারণং বৎস তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে ॥ ৪৬ ॥ যোঽসৌ মমাগ্রতো দিব্যো হ্রদঃ পদ্মোৎপলৈর্য্যুতঃ। এষ তীর্থবরঃ পুণ্যো দেবগন্ধর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৪৭ ॥ এতস্মিন্ প্রবরে পুণ্যে স্নানং শোভনমাচর। স্নাতমাত্রস্য চাদ্যৈব কপালং পরিমোক্ষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ ততঃ কপালী লোকে চ খ্যাতো রুদ্র ভবিষ্যসি। কপালমোচনেত্যেবং তীর্থঞ্চেদং ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তঃ সুরেশেন কেশবেন মহেশ্বরঃ। কপালমোচনে সম্যৌ বেদোক্তবিধিনা মুনে ॥ ৫০ ॥ স্নাতস্য তীর্থে ত্রিপুরান্তকস্য পরিচ্যুতং হস্ততলাৎ কপালম্। নাম্না ভুবনাথ কপালমোচনন্তত্তীর্থবর্য্যং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসংবাদে হরললিতো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। এবং কপালী সঞ্জাতো দেবর্ষে ভগবান্ হরঃ। অনেন কারণেনাসৌ দক্ষেণ ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবীং দ্রষ্টুং গৌতমনন্দিনী। জয়া জগাম শৈলেন্দ্রং মন্দরং চারুকন্দরম্ ॥ ২ ॥ তামাগতাং সতীং দৃষ্ট্বা জয়ামেকামুবাচ হ। কিমর্থং বিজয়া নাগাজ্জয়ন্তী চাপরা-

---

লেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর শঙ্কর কেশবকে দর্শন করিয়া, প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিলেন, হে হৃষীকেশ। আপনার প্রসাদে ব্রহ্মহত্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥ কিন্তু এই কপাল আমার হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে না। হে দেবেশ। ইহার কারণ কি, অবগত নহি। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৪৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ কেশব ভূতভাবন ভবানী-পতির বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস! ইহার যে কিছু কারণ আছে, তৎসমস্ত তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪৬ ॥ আমার সম্মুখে ঐ যে পদ্ম ও উৎপলখণ্ডে মণ্ডিত দিব্য হ্রদ লক্ষিত হইতেছে, ইহা সমুদয় তীর্থের অগ্রগণ্য এবং পরম পবিত্র। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সকলেই ইহার পূজা করে ॥ ৪৭ ॥ তুমি এই পরমপবিত্র তীর্থপ্রবরে সুষ্ঠু বিধানে স্নান সমাচরণ কর। স্নান করিবামাত্র অদ্যই এই কপাল তোমার হস্ত হইতে স্খলিত হইবে ॥ ৪৮ ॥ তাহা হইলে, হে রুদ্র! তুমি কপালী বলিয়া সকল লোকে বিখ্যাত হইবে। এবং এই তীর্থও কপালমোচন নাম পরিগ্রহ করিবে ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সুরেশ্বর কেশব এইপ্রকার কহিলে, মহেশ্বর তদীয় আদিষ্ট প্রদেশে বেদোক্ত বিধানে স্নান করিলেন ॥ ৫০ ॥ স্নান করিবামাত্র ত্রিপুরান্তকের করতল হইতে কপাল পরিচ্যুত হইল। তদবধি ভগবানের প্রসাদে সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ কপালমোচন নাম পরিগ্রহ করিল ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসংবাদে হরললিত নাম তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে দেবর্ষে! এইরূপে ভগবান ভব কপালী হইয়াছিলেন। দক্ষ উল্লিখিত কারণেই তাঁহারে নিমন্ত্রণ করিলেন না ॥ ১ ॥ এই অবসরে গৌতমনন্দিনী জয়া সতীর সন্দর্শন-মানসে সুন্দরকন্দরমণ্ডিত শৈলেন্দ্র মন্দরে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ সতী তাঁহাকে একাকিনী সমাগতা অবলোকন করিয়া কহিলেন, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা, ইঁহারা কিজন্য আসি-

ন্ত্রিতা ॥ ৩ ॥ সা দেব্যা বচনং শ্রুত্বা উবাচ পরমেশ্বরী। গতা নিমন্ত্রিতাঃ সর্ব্বা মখে মাতামহস্য তাঃ ॥ ৪ ॥ সমং পিত্রা গৌতমেন মাত্রা চৈবাপ্যহল্যয়া। অহং সমাগতা দ্রষ্টুং ত্বাং তত্র গমনোৎসুকা ॥ ৫ ॥ কিং ত্বং ন ব্রজসে তত্র তথা দেবো মহেশ্বরঃ। নামন্ত্রিতাসি তাতেন উতাহোস্বিদ্‌ব্রজিষ্যসি ॥ ৬ ॥ গতাস্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে ঋষিপত্ন্যস্তথা সুরাঃ। মাতৃস্বস্রঃ শশাঙ্কশ্চ সপত্নীকো গতঃ ক্রতুম্ ॥ ৭ ॥ চতুর্দ্দশসু লোকেষু জন্তবো যে চরাচরাঃ। নিমন্ত্রিতাঃ ক্রতৌ সর্ব্বে কিং বা ত্বং ন নিমন্ত্রিতা ॥ ৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। জয়ায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং সতী। মন্যুনাভিপ্লুতা ব্রহ্মন্ পঞ্চত্বমগমত্তদা ॥ ৯ ॥ জয়া মৃতাং সতীং দৃষ্ট্বা ক্রোধশোকপরিপ্লুতা। মুঞ্চতী বারি নেত্রাভ্যাং সুস্বরং বিললাপ হ ॥ ১০ ॥ আক্রন্দিতধ্বনিং শ্রুত্বা শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ। আঃ কিমেতদিতীত্যুক্ত্বা জয়াভ্যাসমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥ আগতো দদৃশে দেবীং লতামিব বনস্পতেঃ। কৃত্তাং পরশুনা ভূমৌ শ্লথাঙ্গীং পতিতাং সতীম্ ॥ ১২ ॥ দেবীং নিপাতিতাং দৃষ্ট্বা জয়াম্পপ্রচ্ছ শঙ্করঃ। কিমিয়ং পতিতা ভূমৌ নিকৃত্তেব লতা সতী ॥ ১৩ ॥ সা শঙ্করবচঃ শ্রুত্বা জয়া বচনমব্রবীৎ। শ্রুত্বা মখে চ স্বাবজ্ঞাং ভগিন্যঃ পতিভিঃ সহ ॥ ১৪ ॥ আদিত্যাদিষু লোকেষু সমং শক্রাদিভিঃ সুরৈঃ। মাতৃস্বসা বিপন্নেয়মন্তর্দুঃখেন দহ্যতী ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তচ্ছ্রুত্বাথ বচো রৌদ্রং রুদ্রঃ ক্রোধাপ্লুতো বভৌ। ক্রুদ্ধস্য সর্ব্বগাত্রেভ্যো নিশ্চেরুঃ পাবকার্চ্চিষঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ ক্রোধাত্ত্রিনেত্রস্য গাত্ররোমোদ্ভবাম্মুনে। গণা সিংহমুখা

লেন না? ॥ ৩ ॥ পরমেশ্বরী জয়া দেবীর এই বচন শ্রবণগোচর করিয়া, প্রতিবচনপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রিতা হইয়া, মাতামহের যজ্ঞে পিতা গৌতম ও জননী অহল্যার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন। আমিও তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া, আপনারে দেখিতে আসিলাম ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ আপনি ও ভগবান্ মহেশ্বর, উভয়ে কি তথায় গমন করিবেন না? পিতা আপনাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। অতএব আপনি কি তথায় গমন করিবেন? ॥৬॥ সমুদায় ঋষিগণ, ঋষিপত্নীগণ, দেবগণ স্বদীয় মাতৃস্বস্গণ ও সপত্নীক শশাঙ্ক তথায় গমন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের সকলেই সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছে। তবে, কিজন্য আপনারে নিমন্ত্রণ করা হইল না ॥ ৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, জয়ার প্রমুখাৎ এই বজ্রপাতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি ক্রোধে অভিপ্লুতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্! জয়া সতীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, ক্রোধে ও শোকে পরিপ্লুত হইয়া, নেত্রসলিলবর্ষণসহকারে সুস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ শূলপাণি ত্রিলোচন ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া, আঃ, এ কি হইল, বলিয়া, জয়ার সকাশে সমাগত হইলেন ॥ ১১ ॥ এবং সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, দেবী সতী, কুঠারচ্ছিন্ন লতার ন্যায়, ভূমিতলে শ্লথ দেহে পতিত রহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ শঙ্কর দেবীকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া, জয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সতী কিজন্য ছিন্নলতার ন্যায়, ভূমিতল আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ জয়া শঙ্করের বচন আকর্ণন করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, যজ্ঞে পিতা ইঁহারে নিমন্ত্রণ না করিয়া, যে অবজ্ঞা করিয়াছেন, ইনি তাহা শ্রবণ এবং স্ব স্ব পতির সহিত ভগিনীগণ ॥১৪॥ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণের সহিত আদিত্যগণ এবং মাতৃস্বসা, সকলে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া, গমন করিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া, মনের দুঃখে দহ্যমানা হইয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, রুদ্র এই ভয়ঙ্কর কথা কর্ণগোচর করিয়া, ক্রোধে পরিপ্লুত হইয়া উঠিলেন। তদবস্থায় তদীয় সমুদায় শরীর হইতে পাবকশিখা সকল সমুদ্গত হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন ক্রোধবশতঃ ত্রিলোচনের গাত্রলোম হইতে সিংহের ন্যায়, বদনবিশিষ্ট গণ সকল প্রাদুর্ভূত হইল।

জাতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ গণৈঃ পরিবৃতস্তস্মাম্মন্দরাদ্ধিমসাহ্বয়ম্। ততঃ কনখলং তস্মাদযত্র দক্ষোঽযজৎ ক্রতুম্ ॥ ১৮ ॥ ততো গণানামধিপো বীরভদ্রো মহাবলঃ। দিশি প্রত্যু-ত্তরায়াঞ্চ তস্থৌ শূলধরো মুনে ॥ ১৯ ॥ জয়া ক্রোধাদগদাং গৃহ্য পূর্ব্বদক্ষিণতঃ স্থিতা। মধ্যে ত্রিশূল-ভৃচ্ছর্ব্বস্তস্থৌ ক্রুদ্ধো মহাক্রতৌ ॥ ২০ ॥ মৃগারিবদনং দৃষ্ট্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ কিমিদম্বিত্য চন্তয়ন্ ॥ ২১ ॥ ততস্তু ধনুরাদায় শরানাশীবিষোপমান্। দ্বারপাল-স্তদা ধর্ম্মো বীরভদ্রমুপাদ্রবৎ ॥ ২২ ॥ তমাপতন্তং সহসা ধর্ম্মং দৃষ্ট্বা গণেশ্বরঃ। করেণৈকেন জগ্রাহ ত্রিশূলং বজ্রসন্নিভম্ ॥ ২৩ ॥ কার্ম্মুকঞ্চ দ্বিতীয়েন তৃতীয়েনাথ মার্গণান্। চতুর্থেন গদাং গৃহ্য ধর্ম্মমভ্যদ্রবদগণঃ ॥ ২৪ ॥ ততশ্চতুর্ভুজং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজো গণেশ্বরম্। তস্থাবষ্টভুজো ভূত্বা নানায়ুধধরোঽব্যয়ঃ ॥ ২৫ ॥ খড়্গাচর্ম্মগদাপ্রাসপরশ্বধবরাঙ্কুশৈঃ। চাপমার্গণভৃৎ তস্থৌ হন্তুকামো গণেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ গণেশ্বরোঽপি সংক্রুদ্ধো হন্তুং ধর্ম্মং সনাতনম্। ববর্ষ মার্গণাংস্তীক্ষ্ণান্ যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ ॥ ২৭ ॥ তাবন্যোন্যং মহাত্মানৌ শরচাপধরৌ মুনে। রুধিরারুণসিক্তাঙ্গৌ কিংশু-কাবিব রেজতুঃ ॥ ২৮ ॥ যুধে বরাস্ত্রৈর্গণনায়কেন জিতঃ সধর্ম্মস্তরসা প্রসহ্য। পরাঙ্‌মুখোঽভূদ্বি-মনা মুনীন্দ্র স বীরভদ্রঃ প্রবিবেশ যজ্ঞম্ ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞবাটং প্রবিষ্টং তু বীরভদ্রং গণেশ্বরম্। দৃষ্ট্বা তু সহসা দেবা উত্তস্থুঃ সায়ুধা মুনে ॥ ৩০ ॥ বসবোঽষ্টৌ মহাভাগা নবগ্রহাঃ সুদারুণাঃ। ইন্দ্রা-দ্যা দ্বাদশাদিত্যাঃ রুদ্রাস্ত্বেকাদশৈব হি ॥ ৩১ ॥ বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ সিদ্ধগন্ধর্ব্বপন্নগাঃ। যক্ষাঃ কিংপুরুষা ভূতাঃ খগাশ্চক্রধরাস্তথা ॥ ৩২ ॥ নৃপা বৈবস্বতাদ্বংশাদ্বিবিধা যে চ বিশ্রুতাঃ। সোম-

---

বীরভদ্র তাহাদের সকলের অগ্রণী ॥ ১৭ ॥ তখন তিনি সেই গণসমূহে পরিবৃত হইয়া, মন্দরাদ্রি হইতে হিমালয়ে ও তথা হইতে কনখলে, যেখানে দক্ষ যজ্ঞ করিতেছিলেন, গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর গণাধিপতি মহাবল বীরভদ্র শূলহস্তে পশ্চিম-উত্তরদিকে প্রস্থান করিল ॥ ১৯ ॥ এদিকে, জয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। মহাদেব ত্রিশূল হস্তে সেই মহাক্রতুর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২০ ॥ ঐ সময়ে ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ মৃগারিবদন বীরভদ্রকে বিলোকন করিয়া, ইহা কি, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগি-লেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর দ্বারপাল ধর্ম্ম আশীবিষসদৃশ শর সকল ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বীরভদ্রের সমীপস্থ হইলেন ॥ ২২ ॥ গণপতি বীরভদ্র ধর্ম্মকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া, একতর হস্তে বজ্রপ্রতিম ত্রিশূল ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ এবং দ্বিতীয় হস্তে কার্ম্মুক, তৃতীয় হস্তে শরনিকর ও চতুর্থ হস্তে গদা গ্রহণ করিয়া, তাহার অভিমুখীন হইল ॥ ২৪ ॥ ধর্ম্মরাজ সেই ভুজচতুষ্টয়বিশিষ্ট গণপতি বীরভদ্রকে দর্শন করিয়া, বিবিধ-আয়ুধধর, অবিনাশী অষ্টভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে তিনি খড়্গ, গদা, চর্ম্ম, প্রাস, পরশ্বধ, উৎকৃষ্ট অঙ্কুশ, ধনু ও শর ধারণ করিয়া, বীরভদ্রের সংহারবাসনায় অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন গণেশ্বর বীরভদ্রও অতিমাত্র রোষাবিষ্ট ও সনাতন ধর্ম্মের বিনাশবাসনাবশংবদ হইয়া, প্রাবৃটসময়প্রাদুর্ভূত পয়োধরের ন্যায়, সুশাণিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ মুনে! তাঁহারা উভয়েই মহাপ্রভাব ও মহাপ্রাণ, উভয়েই শরচাপ ধারণ করিয়াছেন। এবং উভয়েই পরস্পরের বাণাঘাতে রুধিরারুণাক্ত কলেবরে কিংশুকবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায়, শোভমান হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর গণনায়ক বীরভদ্র যুদ্ধে যুগপৎ বল ও বেগপ্রকাশপুরঃসর উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল প্রয়োগ করিয়া, ধর্ম্মকে পরাভূত করিলে, তিনি বিষণ্ণচিত্তে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন বীরভদ্র যজ্ঞে প্রবেশ করিল ॥ ২৯ ॥ গণেশ্বর বীরভদ্রকে যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দেবগণ আয়ুধ উদ্যত করিয়া, তৎক্ষণাৎ অভ্যুত্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ অষ্টবসু, অতি দারুণ নবগ্রহ, ইন্দ্রপ্রমুখ দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ॥ ৩১ ॥ বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ,

বংশোদ্ভবাশ্চাত্তে ভোজকীর্ত্তিমহীভুজঃ ॥ ৩৩ ॥ দিতিজা দানবাশ্চান্যে যেঽন্যে তত্র সমাগতাঃ। তে সর্ব্বেঽপ্যদ্রবন্ রৌদ্রং বীরভদ্রমুদায়ুধাঃ ॥ ৩৪ ॥ তানাপতত এবাশু বীরশ্চাপধরো গণঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন সর্ব্বানেব শরোৎকরৈঃ ॥ ৩৫ ॥ তে শস্ত্রবর্ষমতুলং গণেশায় সমুৎসৃজন্। গণেশোঽপি বরাস্ত্রৈস্তাংশ্চিচ্ছেদ চ বিভেদ চ ॥ ৩৬ ॥ শরৈঃ শস্ত্রৈশ্চ সততং বধ্যমানা মহাত্মনা। বীরভদ্রেণ দেবাদ্যাস্তবহারমরোচয়ন্ ॥ ৩৭ ॥ ততো বিবেশ গণপো যজ্ঞমধ্যং সুবিস্তৃতম্। জুহ্বানা ঋষয়ো যত্র হবীংষি প্রতিবদ্ধতে ॥ ৩৮ ॥ ততো মহর্ষয়ো দৃষ্ট্বা মৃগেন্দ্রবদনং গণম্। ভীতা হোত্রং পরিত্যজ্য জগ্মুঃ শরণমচ্যুতম্ ॥ ৩৯ ॥ তানার্ত্তাংশ্চক্রভৃদ্ দৃষ্ট্বা মহর্ষীংস্ত্রস্তমানসান্। ন ভেতব্যমিতীত্যুক্ত্বা সমুত্তস্থৌ বরায়ুধঃ ॥ ৪০ ॥ সমানম্য ততঃ শার্ঙ্গং শরানাশীবিষোপমান্। মুমোচ বীরভদ্রায় কায়াবরণদারণান্ ॥ ৪১ ॥ তে তস্য কায়মাসাদ্য অমোঘা বৈ হরেঃ শরাঃ নিপেতুর্ভুবি ভগ্নাশা নাস্তিকাদিব যাচকাঃ ॥ ৪২ ॥ শরাংস্ত্বমোঘান্ মোঘত্বমাপন্নান্ বীক্ষ্য কেশবঃ। দিব্যৈরস্ত্রৈর্বীরভদ্রং প্রচ্ছাদয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৪৩ ॥ তানস্ত্রান্ বাসুদেবেন প্রক্ষিপ্তান্ গণনায়কঃ। বারয়ামাস শূলেন গদয়া মার্গণৈস্তথা ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্ট্বা বিপন্নাণ্যস্ত্রাণি গদাং চিক্ষেপ মাধবঃ। ত্রিশূলেন সমাহত্য পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৫ ॥ তাং গদাং বিফলাং দৃষ্ট্বা লাঙ্গলং প্রাক্ষিপদ্ধরিঃ। লাঙ্গলঞ্চ গণেশোঽপি গদয়া প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৪৬ ॥ মুসলং বীরভদ্রায় সঙ্কিক্ষেপ হলায়ুধঃ। মুসলং সংহতং

গন্ধর্ব্বগণ, পন্নগগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষগণ, ভূতগণ, বিহঙ্গমগণ, চক্রধরগণ ॥৩২॥ বৈবস্বতবংশে জাত প্রসিদ্ধ নৃপগণ, সোমবংশোদ্ভব নরপতিগণ, ভোজকীর্ত্তিনামক অন্যান্য মহীপগণ ॥৩৩॥ দিতিজ ও দানবগণ এবং অন্যান্য যাহারা তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই উদ্যতায়ুধ হইয়া, অতীব উগ্রপ্রকৃতি বীরভদ্রের অভিমুখে ধাববান হইল ॥ ৩৪ ॥ তাহারা আপতিত হইবামাত্র, শরচাপধর বীরভদ্র সবেগে শরসমূহ সন্ধান করিয়া, তাহাদের সকলকেই আক্রমণ করিল ॥ ৩৫ ॥ তাহারাও সকলে তাহার উদ্দেশে অতুল শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন গণপতি বীরভদ্র বরাস্ত্রবর্ষণ সহকারে তাহাদের সকলকেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে মহাপ্রাণ ও মহাপ্রভাব বীরভদ্র নিরন্তর শর ও অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিয়া, প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ তখন গণনায়ক বীরভদ্র সুবিস্তৃত যজ্ঞমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঋষিগণ যেখানে অগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন, তাহা প্রতিবদ্ধ করিল ॥ ৩৮ ॥ মহর্ষিগণ সেই মৃগেন্দ্রবদন গণপতিকে সন্দর্শন করিয়া, ভয়বশতঃ হোত্রপরিহারপূর্ব্বক অচ্যুতের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩৯ ॥ অচ্যুত ঋষিদিগকে আর্ত্ত অভিভূত ও ভীতচিত্ত দর্শন করিয়া, ভয় নাই, বলিয়া, বরায়ুধ গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উত্থান করিলেন ॥ ৪০ ॥ এবং শার্ঙ্গধনু আনমিত করিয়া, বীরভদ্রের উদ্দেশে শরীরাবরণবিদারণ আশীবিষদর্শন মার্গণগণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ হরির প্রযোজিত সেই অমোঘ শরপংক্তি, নাস্তিকের নিকট যাচক যেমন ভগ্নাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বীরভদ্রের শরীরে সংলগ্ন হইবামাত্র, ভূমিতল আশ্রয় করিল ॥ ৪২ ॥ কেশব অব্যর্থ শর সকলকে ব্যর্থ হইতে অবলোকন করিয়া, বীরভদ্রকে দিব্য অস্ত্রপ্রয়োগে প্রচ্ছাদিত করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ বীরভদ্র গদা, শূল ও শর সকল দ্বারা কেশবের প্রক্ষিপ্ত তত্তৎ অস্ত্র নিরাকৃত করিল ॥ ৪৪ ॥ মাধব অস্ত্র সকলকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া, গদাপ্রয়োগ করিলেন। বীরভদ্র শূলের আঘাতে সেই গদা ভূতলে নিপাতিত করিল ॥ ৪৫ ॥ হরি, সেই গদা ব্যর্থ হইল, দেখিয়া, লাঙ্গল প্রক্ষেপ করিলে, গণেশ্বর বীরভদ্র গদার আঘাতে তাহাও খণ্ডিত করিয়া ফেলিল ॥ ৪৬ ॥ তখন হলায়ুধ তাহার উদ্দেশে মুসল প্রয়োগ করিলে, বীরভদ্র শূলাঘাতে পূর্ব্ববৎ তাহাও সংহার করিল।

এইরূপে মুসল সংহত ও লাঙ্গল নিবারিত হইল, দর্শন করিয়া, গরুড়ধ্বজ হরি ক্রোধাবিষ্ট

দৃষ্ট্বা লাঙ্গলিনং নিবারয়িতুম্। বীরভদ্রায় চিক্ষেপ চক্রং ক্রোধাৎ খগধ্বজঃ॥ ৪৭॥ তথাপতন্তং শতসূর্য্যকল্পং সুদর্শনং প্রেক্ষ্য গণেশ্বরস্তু। শূলং পরিত্যজ্য জগার চক্রং যথা মধুং মীনবপুঃ সুরেন্দ্রঃ॥৪৮॥ চক্রে নিগীর্ণে গণনায়কেন ক্রোধাতিরক্তোঽসিতচারুনেত্রঃ। মুরারিরভ্যেত্য গণাধিপেন্দ্রমুৎক্ষিপ্য বেগাদ্ভুবি নিষ্পিপেষ॥ ৪৯॥ হরিবাহূরুবেগেন বিনিষ্পিষ্টস্য ভূতলে। সহিতং রুধিরোদ্গারৈর্মুখাচ্চক্রং বিনির্গতম্॥ ৫০॥ ততো নিঃসৃতমালোক্য চক্রং কৈটভনাশনঃ। সমাদায় হৃষীকেশো বীরভদ্রং মুমোচ হ॥ ৫১॥ হৃষীকেশেন মুক্তস্তু বীরভদ্রো জটাধরম্। গত্বা নিবেদয়ামাস বাসুদেবাৎ পরাজয়ম্॥ ৫২॥ ততো জটাধরো দৃষ্ট্বা গণেশং শোণিতাপ্লুতম্। নিশ্বসন্তং যথা নাগং ক্রোধং চক্রে তদাব্যয়ঃ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন বীরভদ্রোঽথ শম্ভুনা। পূর্ব্বোদ্দিষ্টে তদা স্থানে সায়ুধস্তু নিবেশিতঃ॥ ৫৩॥ বীরভদ্রমথাদিশ্য ভদ্রকালীং চ শঙ্করঃ। বিবেশ ক্রোধতাম্রাক্ষো যজ্ঞবাটং ত্রিশূলভৃৎ॥ ৫৪॥ ততস্তু দেবপ্রবরে জটাধরে ত্রিশূলপাণৌ ত্রিপুরান্তকারিণি। দক্ষস্য যজ্ঞং বিশতি ক্ষয়ঙ্করে জাতো মুনীনাং প্রবরো হি সাধ্বসঃ॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসম্বাদে হরললিতো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। জটাধরং হরির্দৃষ্ট্বা ক্রোধাদারক্তলোচনম্। তস্মাৎ স্থানাদপাক্রম্য কুব্জাম্রেঽন্তর্হিতঃ স্থিতঃ॥ ১॥ বসবোঽষ্টৌ হরং দৃষ্ট্বা সুস্রুবুর্বেগতো মুনে। সা তু জাতা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সীতা নাম সরস্বতী॥ ২॥ একাদশ তথা রুদ্রাস্ত্রিনেত্রা বৃষকেতনাঃ। কান্দিশীকা লয়ং

হইয়া, বীরভদ্রের অভিলক্ষ্যে চক্র প্রযোজিত করিলেন॥ ৪৭॥ তখন সেই শতসূর্য্যসন্নিভ সুদর্শন আপতিত হইলে, তাহা দর্শন করিয়া, গণেশ্বর শূলপ্রয়োগসহকারে, সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু যেমন মীনবপুঃ পরিগ্রহ করিয়া, মধুনামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই চক্র নিগীর্ণ করিল॥ ৪৮॥ চক্র পরাহত হইলে, অসিতচারুনেত্র মুরারি ক্রোধবেগবশে অতিমাত্র রক্তবর্ণ হইয়া, অভিমুখে গমন ও সবেগে বীরভদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ভূমণ্ডলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥ হরিবাহুর গুরু বেগে ভূমিতলে বিনিষ্পিষ্ট হইলে, বীরভদ্রের মুখ হইতে শোণিতোদ্গার সহকারে চক্র বিনির্গত হইল॥ ৫০॥ কৈটভনাশন সেই বিনিঃসৃত চক্র দর্শন করিয়া, তাহা গ্রহণ করত বীরভদ্রকে ছাড়িয়া দিলেন॥ ৫১॥ তখন বীরভদ্র জটাধর মহাদেবের সমীপস্থ হইয়া, বাসুদেবকৃত এই পরাজয়বার্ত্তা তদীয় গোচরে নিবেদন করিল॥ ৫২॥ জটাধর শম্ভু বীরভদ্রকে শোণিতাপ্লুত দর্শন এবং সর্পের ন্যায়, নিশ্বাসভাবপরিহারে প্রবৃত্ত পর্য্যবলোকন করিয়া জাতক্রোধ হইলেন॥ ৫৩॥ অনন্তর তিনি রোষে অভিভূত হইয়া, বীরভদ্রকে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট প্রদেশে আয়ুধ সমভিব্যাহারে সন্নিবেশিত করিলেন। এবং ভদ্রকালীকেও তদ্বৎ আদেশ করিয়া, স্বয়ং রোষকষায়িত লোচনে ত্রিশূল হস্তে যজ্ঞবাটে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৫৪॥ এইরূপে, ত্রিপুরান্তকারী, ত্রিশূলধারী, সর্ব্বলোকসংহারী, দেবপ্রবর জটাধর দক্ষের যজ্ঞে প্রবেশ করিলে, মুনিগণ সকলেই অতিমাত্র ভীত হইলেন॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসম্বাদে হরললিত নাম চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হরি ত্রিনেত্রকে রোষকষায়িতনেত্র দর্শন করিয়া, তথা হইতে অপক্রান্ত ও কুব্জাম্রে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন॥ ১॥ মুনে! অষ্টবসু তাঁহাকে দর্শন করিয়া, সবেগে অপসর্পণপূর্ব্বক সীতানামে প্রসিদ্ধা, স্রোতস্বতীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন॥ ২॥ বৃষবাহন

অগ্নিঃ সমভ্যেত্যাথ শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ বিশ্বেদেবাশ্বিনৌ চ সাধ্যাশ্চ মরুতোঽনলভাস্করাঃ। সমাসাদ্য পুরোডাশং ভক্ষয়ন্তো মহামুনে ॥ ৪ ॥ চন্দ্রঃ সমং ঋক্ষগণৈঃ শিবং সমুপদর্শয়ন্। উৎপত্যারুহ্য গগনং স্বমধিষ্ঠানমাশ্রিতঃ ॥ ৫ ॥ কশ্যপাদ্যাশ্চ ঋষয়ো জপন্তঃ শতরুদ্রিয়ম্। পুষ্পাঞ্জলিপুটা ভূত্বা প্রণতাঃ সংস্থিতা মুনে ॥ ৬ ॥ অসকৃদ্দক্ষদয়িতা দৃষ্ট্বা রুদ্রং বলাধিকং। শক্রাদীনাং সুরেশানাং কৃপণং বিললাপ হ ॥ ৭ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন শঙ্করেণ মহাত্মনা। তলপ্রহারৈরমরা বহবো বিনিপাতিতাঃ ॥ ৮ ॥ পাদপ্রহারৈরপরে ত্রিশূলেন পরে মুনে। দৃষ্ট্যাগ্নিনা তথৈবান্যে দেবাদ্যাঃ প্রলয়ঙ্গতাঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ পূষা হরং বীক্ষ্য বিনিঘ্নন্তং সুরাসুরান্। ক্রোধাদ্বাহূ প্রসার্য্যাথ প্রদুদ্রাব মহেশ্বরম্ ॥ ১০ ॥ তমাপতন্তং ভগবান্ সংনিরীক্ষ্য ত্রিলোচনঃ। বাহুভ্যাং প্রতিজগ্রাহ করেণৈকেন শঙ্করঃ ॥ ১১ ॥ করাভ্যাং প্রগৃহীতস্য শম্ভুনাংশুমতোঽপি হি। করাঙ্গুলিভ্যো নিশ্চেরুরসৃগ্ধারাঃ সমন্ততঃ ॥ ১২ ॥ ততো বেগেন মহতা অংশুমন্তং দিবাকরম্। ভ্রাময়ামাস সততং সিংহো মৃগশিশুং যথা ॥ ১৩ ॥ ভ্রামিতস্যাতিবেগেন নারদাংশুমতোঽপি হি। ভুজৌ হ্রস্বত্বমাপন্নৌ ত্রুটিতস্নায়ুবন্ধনৌ ॥ ১৪ ॥ রুধিরাপ্লুতসর্ব্বাঙ্গমংশুমন্তং মহেশ্বরঃ। সন্নিরীক্ষ্যোৎসসর্জ্জৈনমন্ততোঽভিজগাম হ ॥ ১৫ ॥ ততস্তু পূষা বিহসন্ দশনানি বিদর্শয়ন্। প্রোবাচৈহ্যেহি কপালিন্ পুনঃপুনরপীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন পূষ্ণো বেগেন শম্ভুনা। মুষ্টিনাহত্য দশনাঃ পাতিতা ধরণীতলে ॥ ১৭ ॥ ভগ্নদন্তস্তথা পূষা রুধিরাভিপ্লুতাননঃ। পপাত ভুবি নিঃসংজ্ঞো বজ্রা-

---

ত্রিনয়ন একাদশ রুদ্র শঙ্করকে সন্দর্শন করিয়া, পলায়নপূর্ব্বক লুকাইয়া রহিলেন ॥ ৩ ॥ অশ্বিনীকুমারসহিত বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, অনল ও আদিত্যগণ, ইহাঁরা বৃষকেতনকে বিলোকন করিয়া, পুরোডাশ ভক্ষণ করত, পলায়নপরায়ণ হইলেন ॥ ৪ ॥ চন্দ্র চন্দ্রশেখরকে নয়নগোচর করিয়া, ঋক্ষগণের সহিত উৎপতন ও আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক স্বকীয় স্থান আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ৫ ॥ কশ্যপপ্রমুখ ঋষিগণ শতরুদ্রিয়নামক সূক্ত জপ করিতে করিতে, পুষ্পাঞ্জলিপুটে প্রণামপরায়ণ হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিলেন ॥ ৬ ॥ দক্ষদয়িতা শক্রাদি সুরেশ্বর সমুদায় অপেক্ষা রুদ্রকে সমধিক বীর্য্যশালী দর্শন করিয়া, বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর মহাত্মা শঙ্কর ক্রোধে অভিভূত হইয়া, তলপ্রহারপুরঃসর বহুসংখ্য দেবতাকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৮ ॥ এবং অন্যান্যদিগকে পাদের আঘাত ও অপরাপর দেবগণকে শূলপ্রহারে তদবস্থায় অবস্থাপিত করিলে, অবশিষ্ট অমরাদি অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ অগ্নির সহিত তাঁহার দর্শনমাত্রেই প্রলয়প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

মহেশ্বর এইরূপে সুরাসুর সকলের সংহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, অংশুমালী ভাস্কর ক্রোধবশে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া, তাঁহারে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবান্ ত্রিলোচন তাঁহারে আপতনোন্মুখ অবলোকন করিয়া, এক হস্তেই তাঁহার দুই বাহু গ্রহণ করিলেন ॥ ১১ ॥ এইরূপে বাহুদ্বয়ে গৃহীত হইলে, দিবাকরের করাঙ্গুলি হইতে সমন্ততঃ শোণিতধারা বিনির্গলিত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ অনন্তর পশুপতি গুরুতর বেগাবিষ্কার পুরঃসর, অংশুমান্ দিবাকরকে, মৃগেন্দ্র মৃগশিশুর ন্যায়, অনবরত ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ হে নারদ! অতিবেগে ঘুরাইতে লাগিলে, দিবাকরের ভুজযুগল খর্ব্বীভাবাপন্ন ও তদীয় স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ১৪ ॥ তখন মহেশ্বর দিবাকরকে রুধিরাক্তকলেবর নেত্রগোচর করিয়া, পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অভিগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ তদ্দর্শনে দিবাকর দশনবিকাসপুরঃসর হাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি কপালিন্! আগমন কর, আগমন কর। তিনি বারংবার এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলে ॥ ১৬ ॥ শম্ভু ক্রোধে অভিভূত হইয়া, সবেগে মুষ্টিপ্রহারপুরঃসর, তদীয় দশন সমুদায় ধরাতলে পাতিত করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন পূষা ভগ্নদন্ত হইয়া,

হত ইবাচলঃ ॥ ১৮ ॥ ভগোঽপি বীক্ষ্য পতিতং পূর্বাংশং রুধিরোক্ষিতম্। নেত্রাভ্যাং ঘোররূপাভ্যাং বৃষধ্বজমৈক্ষত ॥ ১৯ ॥ ত্রিপুরঘ্নস্ততঃ ক্রুদ্ধস্তলেনাহত্য চক্ষুষী। নিপাতয়ামাস ভুবি ক্ষোভয়ন্ সর্বদেবতাঃ ॥ ২০ ॥ ততো দিবাকরাঃ সর্বে পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্। মরুদ্ভিশ্চ হুতাশৈশ্চ ভয়াজ্জগ্মু-র্দিশো দশ ॥ ২১ ॥ প্রতিযাতেষু দেবেষু প্রহ্লাদাদ্যা দিতীশ্বরাঃ। নমস্কৃত্য ততঃ সর্বে তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ো মুনে ॥ ২২ ॥ ততস্তং যজ্ঞবাটং স শঙ্করো ঘোরচক্ষুষা। দদর্শ দগ্ধুং কোপেন সর্বাংশ্চৈব সুরাসুরান্ ॥ ২৩ ॥ ততো নিলিল্যিরে বীরাঃ প্রণেমুর্দুদ্রুবুস্তথা। ভয়াদন্যে হরং দৃষ্ট্বা গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ২৪ ॥ ততোঽগ্নয়স্ত্রিভির্নেত্রৈস্ত্র্যহং সমং সমবৈক্ষত। দৃষ্টমাত্রাস্ত্রিনেত্রেণ ভস্মীভূতাভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ২৫ ॥ অগ্নৌ প্রণষ্টে যজ্ঞোঽপি ভূত্বা দিব্যবপুর্মৃগঃ। দুদ্রাব বিক্লবগতির্দক্ষিণাসহিতোঽম্বরে ॥ ২৬ ॥ তমেবানুসসারেশশ্চাপমানম্য বেগবান্। শরং পাশুপতং ধৃত্বা কালরূপী মহেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥ অর্দ্ধেন যজ্ঞবাটান্তে জটাধর ইতি শ্রুতঃ। অর্দ্ধেন গগনে শর্বঃ কালরূপী চ কথ্যতে ॥ ২৮ ॥

নারদ উবাচ। কালরূপী ত্বয়াখ্যাতঃ শম্ভুর্গগনগোচরঃ। লক্ষণঞ্চ স্বরূপঞ্চ সর্বং ব্যাখ্যাতু-মর্হসি ॥২৯॥

পুলস্ত্য উবাচ। স্বরূপং ত্রিপুরঘ্নস্য বদিষ্যে কালরূপিণঃ। যেনাম্বরং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাপ্তং লোকহিতেপ্সুনা ॥ ৩০ ॥ যত্রাশ্বিনী চ ভরণী কৃত্তিকায়াস্তথাংশকঃ। মেষো রাশিঃ কুজক্ষেত্রং তচ্ছিরঃ

বজ্রবিপাটিত পর্বতের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল রুধিরপ্রবাহে পরিপ্লুত ও চেতনাও অপহৃত হইল ॥ ১৮ ॥ তখন ভগ দিবাকরকে রুধিরাক্ত মুখমণ্ডলে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিয়া, ভয়ঙ্কর নেত্রযুগল দ্বারা মহাদেবকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর ত্রিপুরারি রোষভরে তলপ্রহার করিয়া, তদীয় নেত্রযুগল পৃথিবীতে পাতিত করিলে, সমুদায় দেবতা সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন আদিত্যগণ সকলে শতক্রতুকে পুরস্কৃত করিয়া, অনল ও মরুদ্গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ভয়ে দশ দিকে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

দেবগণ সকলে প্রস্থান করিলে, প্রহ্লাদপ্রমুখ দিতীশ্বরগণ মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২২ ॥ ঐ সময় শঙ্কর ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর লোচনবিস্তারণ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞবাটে সমাগত সুরাসুর সকলকেই নিঃশেষে দগ্ধ করিবার জন্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩॥ তদবস্থ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, বীরগণের মধ্যে কেহ ভয়বশতঃ লুক্কায়িত হইল, কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পলায়নপরায়ণ হইল এবং কেহ কেহ বা যমসদনের আতিথ্যগ্রহণ করিল ॥ ২৪ ॥ তৎকালে ত্রিনেত্রের দর্শনমাত্র যজ্ঞস্থ অগ্নি সকল তৎক্ষণে ভস্মীভূত হইল ॥ ২৫ ॥ অগ্নি প্রনষ্ট হইলে, যজ্ঞও দিব্যদেহ মৃগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দক্ষিণার সমভিব্যাহারে, বিক্লব-গমনে অম্বরে অভিগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ তখন কালরূপী মহেশ্বর শরাসন আনমন ও পাশুপত শর গ্রহণ করিয়া, বেগাবিষ্করণ সহকারে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ তৎকালে তিনি নিজদেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, অর্দ্ধাংশ দ্বারা যজ্ঞবাটে অবস্থিতি করিলেন। ঐ দেহার্দ্ধের নাম জটাধর বলিয়া বিখ্যাত হইল। অপর অর্দ্ধ দ্বারা গগনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া রহিলেন। উঁহার নাম কালরূপী, বলিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি শম্ভুর গগনমণ্ডলবিহারী দেহার্দ্ধকে কালরূপী নামে ব্যাখ্যা করিলেন। উঁহার স্বরূপ ও লক্ষণ সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করুন ॥ ২৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আমি কালরূপী মহেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তিনি লোক সকলের হিতকামনাবশংবদ হইয়া, এই কালরূপী মূর্ত্তিতে অম্বরতল ব্যাপ্ত করিয়াছেন ॥৩০॥ যাহাতে অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার অংশ সন্নিবিষ্ট আছে, সেই মঙ্গলের অধিষ্ঠানক্ষেত্র মেষরাশি

স্থলরূপিণঃ ॥ ৩১ ॥ আগ্নেয়াংশাস্রয়ো ব্রহ্মন্ প্রাজাপত্যং কবের্গৃহং। সৌম্যার্দ্ধং বৃষনামেদং বদনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২ ॥ মৃগার্দ্ধমার্দ্রাদিত্যাংশাস্রয়ঃ সৌম্যগৃহন্ত্বিদম্। মিথুনং ভুজয়োস্তস্য গগনস্থস্য শূলিনঃ ॥ ৩৩ ॥ আদিত্যাংশশ্চ পুষ্যঞ্চ অশ্লেষা শশিনো গৃহম্। রাশিঃ কর্কটকো নাম পার্শ্বে মখবিনাশিনঃ ॥ ৩৪ ॥ পিত্র্যর্ক্ষ ভগদৈবত্যমুত্তরাংশশ্চ কেশরী। সূর্য্যক্ষেত্রং বিভোর্ব্রহ্মন্ হৃদয়ং পরিগীয়তে ॥ ৩৫ ॥ উত্তরাংশাস্রয়ঃ পাণিশ্চিত্রার্দ্ধং কন্যকা ত্বিদং। সোমপুত্রস্য সদ্মৈতদ্দ্বিতীয়ং জঠরং বিভোঃ ॥ ৩৬ ॥ চিত্রাংশদ্বিতয়ং স্বাতির্বিশাখায়াংশকত্রয়ং। দ্বিতীয়ং শুক্রসদনং তুলা নাভিরুদাহৃতা ॥ ৩৭ ॥ বিশাখাংশমনুরাধা জ্যেষ্ঠা ভৌমগৃহন্ত্বিদম্। দ্বিতীয়ং বৃশ্চিকো রাশির্মেঢ্রং কালস্বরূপিণঃ ॥ ৩৮ ॥ মূলং পূর্ব্বোত্তরাংশশ্চ দেবাচার্য্যগৃহং ধনুঃ। ঊর্ব্বোর্যুগলমীশস্য অপরার্দ্ধং প্রগীয়তে ॥ ৩৯ ॥ উত্তরাংশাস্রয়শ্চার্ক্ষং শ্রবণং মকরো মুনে। ধনিষ্ঠার্দ্ধং শনিক্ষেত্রং জানুনী পরিকীর্ত্তিতে ॥ ৪০ ॥ ধনিষ্ঠার্দ্ধং শতভিষা প্রোষ্ঠপাদাংশকত্রয়ং। সৌরেঃ সদ্মাপরমিদং কুম্ভো জঙ্ঘে চ বিশ্রুতে ॥ ৪১ ॥ প্রোষ্ঠপাদাংশমেকন্তু উত্তরা রেবতী তথা। দ্বিতীয়ং জীবসদনং মীনস্তৌ চরণাবুভৌ ॥ ৪২ ॥ এবং কৃত্বা কালরূপং ত্রিনেত্রো যজ্ঞং ক্রোধান্মার্গণৈরাজঘান। বিদ্ধস্তাসৌ বেদনাবুদ্ধিযুক্তঃ খে সন্তস্থৌ তারকাভিশ্চিতাঙ্গঃ ॥ ৪৩ ॥

নারদ উবাচ। রাশয়ঃ কথিতা ব্রহ্মংস্ত্বয়া দ্বাদশ বৈ মম। তেষাং বিস্তরতো ব্রূহি লক্ষণানি স্বরূপতঃ ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। স্বরূপন্তব বক্ষ্যামি রাশীনাং শৃণু নারদ। যাদৃশা যত্র সঞ্চারা যস্মিন্ স্থানে

ঐ কালরূপীর মস্তক ॥ ৩১ ॥ এইরূপ, কৃত্তিকার পাদত্রয়, রোহিণী ও মৃগশিরার পূর্ব্বার্দ্ধ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই বৃষরাশি শুক্রাচার্য্যের গৃহ। উহাই কালরূপীর বদন ॥ ৩২ ॥ মৃগশিরার পূর্ব্বার্দ্ধ, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর তিন পাদ লইয়া মিথুন রাশি চন্দ্রাত্মজের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। উহাই কালরূপীর বাহুযুগল ॥ ৩৩ ॥ পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা এই তিন নক্ষত্রে উপলক্ষিত কর্কটরাশি চন্দ্রের গৃহ। উহাই তাঁহার পার্শ্বদ্বয় ॥ ৩৪ ॥ মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীর একপাদ সমেত সিংহরাশি, যাহা সূর্য্যের গৃহ, উহাই শঙ্করের হৃদয় ॥ ৩৫ ॥ হে ব্রহ্মন্! উত্তরফল্গুনীর পাদদ্বয়, হস্তা, চিত্রার পূর্ব্বার্দ্ধ কন্যারাশি নামে বিখ্যাত এবং সোমাত্মজের দ্বিতীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র, উহাই কালরূপী মহেশ্বরের জঠর ॥৩৬॥ চিত্রার অপরার্দ্ধ, স্বাতী ও বিশাখার অংশত্রয় দ্বিতীয় শুক্রসদন তুলারাশি নামে বিখ্যাত। উহাই কালরূপী মহাদেবের নাভি ॥ ৩৭ ॥ বিশাখার একপাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গলের দ্বিতীয় গৃহরূপী সেই বৃশ্চিকরাশি কালরূপী মহাদেবের মেঢ্র ॥৩৮॥ মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার এক পাদ সম্পন্ন, বৃহস্পতির ক্ষেত্ররূপী ধনুরাশি মহেশ্বরের ঊরুযুগল ॥ ৩৯ ॥ উত্তরাষাঢ়ার অংশত্রয়, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্ব্বার্দ্ধ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই শনিক্ষেত্র মকররাশি উহাঁর জানুদ্বয় ॥ ৪০ ॥ ধনিষ্ঠার অপরার্দ্ধ, শতভিষা, প্রোষ্ঠপাদার পাদত্রয় যাহাতে সন্নিবদ্ধ, শনির দ্বিতীয় ক্ষেত্র সেই কুম্ভরাশি কালরূপী মহেশ্বরের জঙ্ঘা ॥ ৪১ ॥ প্রোষ্ঠপাদার এক পাদ, উত্তরা ও রেবতী এই সকলে সন্নিবদ্ধ, বৃহস্পতির দ্বিতীয় ক্ষেত্র মীনরাশি তাঁহার চরণযুগল ॥ ৪২ ॥ ত্রিনেত্র এইরূপে কালরূপ ধারণ করিয়া, ক্রোধভরে শরনিকর প্রয়োগ সহকারে যজ্ঞকে আহত করিলেন। তখন যজ্ঞ বাণবিদ্ধ ও বেদনাবুদ্ধিযুক্ত এবং তারকাগণে ছন্নদেহ হইয়া, আকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে আমার নিকট দ্বাদশরাশি কীর্ত্তন করিলেন, তাহাদের লক্ষণ ও স্বরূপ সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ! রাশিগণের স্বরূপ আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

বসন্তি চ ॥ ৪৫ ॥ সঞ্চরস্থানমেবাস্তি ধাতুরত্নাকরাদিষু । নবশাদ্বলসংছন্নবসুধায়াং চ সর্বশঃ ॥ ৪৬ ॥ নিত্যং চরন্তি কুঞ্জেষু সরসাং পুলিনেষু চ । মেষঃ সমানমূর্ত্তিশ্চ অজাবিকধনাদিষু ॥ ৪৭ ॥ বৃষঃ সদৃশরূপেষু চরতে গোকুলাদিষু । তস্যাধিবাসভূমিশ্চ কৃষীবলধরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ স্ত্রীপুংসয়োঃ সমং রূপং শয্যাসনপরিগ্রহম্ । বীণাবাদ্যধরঃ মিথুনং গীতনর্ত্তনশিল্পিষু ॥ ৪৯ ॥ স্থিতং ক্রীড়ারতির্নিত্যং বিহারো বনিতাসু চ । মিথুনং নাম বিখ্যাতং রাশির্দ্বৈধাত্মকঃ শিবঃ ॥ ৫০ ॥ কর্কিঃ কুলীরেণ সমঃ সলিলস্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ । কেদারবাপীপুলিনবিবিক্তাবনিরেব চ ॥ ৫১ ॥ সিংহস্তু পর্বতারণ্য-দুর্গকন্দরভূমিষু । বসতে ব্যাধপল্লীষু গহ্বরেষু গুহাসু চ ॥ ৫২ ॥ ব্রীহিপ্রদীপিককরা ভাবারূঢ়া চ কন্যকা । চরতে স্ত্রীরতিস্থানে বসতে নড়লেষু চ ॥ ৫৩ ॥ তুলাপাণিশ্চ পুরুষো বীথ্যাপণ-বিচারকঃ । নগরাধ্বনি শালাসু বসতে তত্র নারদ ॥ ৫৪ ॥ শ্বভ্রবল্মীকসঞ্চারী বৃশ্চিকো বৃশ্চিকা-কৃতিঃ । বিষগোময়কীটাদিপাষাণাদিষু সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥ ধনুস্তুরগজঘনো দীপ্য-মানো ধনুর্দ্ধরঃ । বাজিশূরাস্ত্রবিদ্বীরঃ স্থায়ী গজরথাদিষু ॥ ৫৬ ॥ মৃগাস্যো মকরো নাম বৃষস্কন্ধে-ক্ষণো গজঃ । মকরোঽসৌ নদীচারী বসতে চ মহোদধৌ ॥ ৫৭ ॥ রিক্তকুম্ভশ্চ পুরুষঃ স্কন্ধচারী জলাপ্লুতঃ । দ্যূতশালাচরঃ কুম্ভঃ স্থায়ী শৌণ্ডিকসদ্মসু ॥ ৫৮ ॥ মীনদ্বয়মথাসক্তং মীনস্তীর্থাব্ধি-সঞ্চরঃ । বসতে পুণ্যদেশেষু দেবব্রাহ্মণসদ্মসু ॥ ৫৯ ॥ লক্ষণা গদিতাস্তভ্যং মেষাদীনাং মহামুনে । ন কস্যচিৎ ত্বয়াখ্যেয়ং গুহ্যমেতৎ পুরাতনম্ ॥ ৬০ ॥ এতন্ময়া তে

তাহারা যেরূপে যে স্থানে সঞ্চরণ ও যেখানে বাস করে, তৎসমস্ত বর্ণন করিব ॥ ৪৫ ॥ ধাতু ও রত্নাদির আকরসমূহ ও নবশাদ্বলসংছন্ন বসুধা, এই সকল স্থানে রাশি সঞ্চরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে মেষরাশি মেষের সদৃশ মূর্ত্তিবিশিষ্ট। এবং প্রফুল্ল সরোবরপুলিন ও অজাবিক ধনাদিতে নিত্য সঞ্চরণ করে ॥ ৪৭ ॥ বৃষ আপনার সদৃশরূপ গোকুলাদিতে সর্বদা সঞ্চরমাণ হইয়া থাকে। কৃষীবলভূমিই তাহার অধিবাসভূমি ॥ ৪৮ ॥ মিথুনরাশি স্ত্রী পুরুষের সমান মূর্ত্তিবিশিষ্ট। ইহার হস্তে বীণাবাদ্য। এবং শয্যা ও আসন ইহার পরিগ্রহ। সর্বদা গীত, নৃত্য ও শিল্পিগণে ইহার ॥ ৪৯ ॥ অবস্থিতি। নিত্য ক্রীড়াতেই ইহার রতি এবং বনিতা-গণেই ইহার বিহার। এই রাশি দ্বৈধাত্মক। এইজন্য মিথুন নামে বিখ্যাত। ইহা যারপরনাই শুভপ্রদ ॥ ৫০ ॥ কর্কটরাশি কুলীরের সমানাকৃতি এবং সর্বদাই সলিলে সঞ্চরণ করে। তদ্ভিন্ন, কেদার, বাপী, পুলিন ও বিবিক্ত প্রদেশেও অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ সিংহরাশি পর্বত, অরণ্য, দুর্গ, কন্দরভূমি, ব্যাধপল্লী, গহ্বর ও গুহাদি প্রদেশসমূহে সঞ্চরণ করে ॥ ৫২ ॥ কন্যা-রাশি ব্রীহি ও প্রদীপহস্তে ভাবভরে স্ত্রীগণের রতিস্থানে সঞ্চরণ ও নড়লসমূহে অবস্থিতি করে। ইহার আকৃতি কন্যার ন্যায় ॥ ৫৩ ॥ হে নারদ! তুলা তুলাপানি পুরুষরূপে বীথী ও আপণে বিচরণ এবং নগরাধ্ব ও শালাসমূহে অবস্থিতি করে ॥ ৫৪ ॥ বৃশ্চিকাকৃতি বৃশ্চিক বিষ, গোময়, কীটাদি ও পাষাণাদিতে বাস করে ॥ ৫৫ ॥ ধনুর জঘন, তুরঙ্গের ন্যায়, হস্তে ধনু, কলেবর দীপ্য-মান; অশ্ব ও শস্ত্রে জ্ঞান অতিশয়; দেহে বলবিক্রমও অতিমাত্র এবং গজ ও রথাদিতে অবস্থিতি ॥ ৫৬ ॥ মকরের বদন মৃগের ন্যায়, স্কন্ধ বৃষের সদৃশ ও লোচন হস্তির তুল্য এবং ইহার সঞ্চরণ নদীসমূহে ও অবস্থিতি মহোদধিতে ॥ ৫৭ ॥ কুম্ভরাশি রিক্তকুম্ভ, পুরুষরূপী, স্কন্ধচারী, জলাপ্লুত এবং দ্যূতশালাসমূহে বিচরণ ও শৌণ্ডিকগৃহে অবস্থিতি করে ॥ ৫৮ ॥ মীনরাশি মীনদ্বয়ে সংসক্ত, তীর্থাব্ধি ইহার বিচরণস্থান। দেব ও ব্রাহ্মণগণের গৃহ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র সকল ইহার অধিষ্ঠানভূমি ॥ ৫৯ ॥ হে মহামুনে! আপনার নিকট মেষাদি রাশিগণের লক্ষণ সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। এই প্রাচীন আখ্যান গোপনে রাখিতে হয়। আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না ॥ ৬০ ॥ হে দেবর্ষে! ত্রিলোচন যেরূপে যজ্ঞের ধ্বংস করিয়াছিলেন,

কৃষ্ণিতং স্মরর্ষে যথা ত্রিনেত্রঃ প্রমমাথ যজ্ঞম্। পুণ্যং পুরাণং পরমং পবিত্রমাখ্যাতবান্ পাপহরং শিবঞ্চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিতো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। বহ্বৃচো ব্রাহ্মণো যোঽসৌ ধর্ম্মো দিব্যবপুঃ সদা। তস্য ভার্য্যা হ্যহিংসা চ তস্যামজনয়ৎ সুতান্ ॥ ১ ॥ হরিং কৃষ্ণঞ্চ দেবর্ষে নরনারায়ণৌ তথা। যোগাভ্যাসরতৌ নিত্যং হরিকৃষ্ণৌ বভূবতুঃ ॥ ২ নরনারায়ণৌ চৈব জগতো হিতকাম্যয়া। তপ্যেতাঞ্চ তপঃ সৌম্যৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥ ৩ ॥ প্রালেয়াদ্রিং সমাগম্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে। গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্মন্ গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥ ৪॥ নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ জগদেতচ্চরাচরম্। তাপিতং তপসা ব্রহ্মন্ সংক্ষোভং পরমং যযৌ ॥ ৫ ॥ সংক্ষুব্ধস্তপসা তাভ্যাং ক্ষোভণায় শতক্রতুঃ। রম্ভামপ্সরসাং শ্রেষ্ঠাং প্রেষয়ৎ স মহাশ্রমম্ ॥ ৬ ॥ কন্দর্পশ্চ সুদুর্দ্ধর্ষশ্চূতাংকুরমহাযুধঃ। সমং সহচরেণৈব বসন্তেনাশু সঙ্গতঃ ॥৭॥ ততো মাধবকন্দর্পৌ সা চৈবাপ্সরসাম্বরা। বদর্য্যাশ্রমমাগম বিচিক্রীড়ুর্যথেচ্ছয়া ॥ ৮ ॥ ততো বসন্তে সংপ্রাপ্তে কিংশুকা জ্বলনপ্রভাঃ। নিষ্পত্রাঃ সততং রেজুঃ শোভয়ন্তো ধরাতলম্ ॥ ৯॥ শিশিরং নাম মাতঙ্গং বিদার্য্য নখরৈরিব। বসন্তঃ কেসরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে ॥ ১০ ॥ ময়া তুষারৈশ্চ করী নির্জ্জিতঃ স্বেন তেজসা। তমেবমহসল্লোধ্রৈর্ব্বসন্তঃ কুন্দকুড্মলৈঃ ॥ ১১ ॥ বনানি

আপনার নিকট তাহা বলিলাম। এই আখ্যান পরম পবিত্র ও অতিমাত্র প্রাচীন। ইহা যেরূপ পুণ্য ও শিবস্বরূপ, সেইরূপ পাপ হরণ করিয়া থাকে। আমি কীর্ত্তন করিলাম। ৬১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিত নাম পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

যিনি বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ, সেই দিব্যদেহ ধর্ম্ম স্বকীয় ভার্য্যা অহিংসার গর্ভে পুত্র সকল সমুৎপাদন করেন ॥ ১ ॥ দেবর্ষে! তাঁহাদের নাম হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ উভয়েই সর্ব্বদা যোগচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। আর, নর ও নারায়ণ জগতের হিতকামনাবশংবদ হইয়া, তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা উভয়েই সৌম্যমূর্ত্তি এবং উভয়েই প্রাচীন ঋষি-সত্তম ॥ ২ ॥ ৩ ॥ তাঁহারা উভয়ে হিমালয়ে গমন ও বদরিকাশ্রমতীর্থে ভাগীরথীর পবিত্র পুলিন আশ্রয় করিয়া, তপশ্চরণপ্রসঙ্গে পরব্রহ্মের স্তবগান আরম্ভ করিলেন ॥ ৪॥ ব্রহ্মন্! তাঁহাদের উভয়ের তপস্যায় এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ সন্তপ্ত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥ শতক্রতুও তৎপ্রসঙ্গে অতিমাত্র ক্ষোভপরায়ণ হইয়া, তাঁহাদের ক্ষোভসম্পাদনকামনায় অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠা রম্ভারে সেই মহাশ্রমে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬ ॥ অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ কন্দর্প চূতাঙ্কুররূপ মহা আয়ুধ সহায় ও সহচর বসন্তের সহিত সংমিলিত হইয়া, আশু সেই রম্ভার সহিত উপস্থিত কার্য্য সাধনার্থ যোগদান করিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর বসন্ত, কন্দর্প ও রম্ভা, ইহারা বদরিকাশ্রমে আগমন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ ঐ সময়ে বসন্তের সমাগমে পাবকপ্রতিম কিংশুক বৃক্ষ সকল পত্রবিহীন হইয়া, ধরাতলের শোভা সমুৎপাদন করিয়া, বিরাজমান হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥ হে মুনে! বসন্তরূপী কেশরী পলাস-কুসুমরূপ নখর প্রহারে শিশিররূপ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া, তথায় প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১০ ॥ আমি তুষাররূপ হস্তীকে স্বকীয় তেজে জয় করিয়াছি। এই বলিয়া, বসন্ত লোধ্র ও কুন্দমুকুলচ্ছলে হাস্য করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ কর্ণিকারকুসুমের

কর্ণিকারাণাং পুষ্পিতানি বিরেজিরে। নৃপাণামিব রূপাণি কনকাভরণানি বৈ॥ ১২॥ তেষামনু তথা নীপাঃ কিঙ্করা ইব রেজিরে। স্বামিসংলব্ধসংমানা ভৃত্যা রাজসুতা ইব॥ ১৩॥ রক্তাশোক-বনা ভান্তি পুষ্পিতাঃ সহসোজ্জ্বলাঃ। ভৃত্যা বসন্তনৃপতেঃ সংগ্রামাসৃক্‌কৃতা ইব॥ ১৪॥ ভৃঙ্গ-বৃন্দা পিঞ্জরিতা রাজন্তে গহনে বনে। পুলকাভিবৃতা যদ্বৎ সজ্জনাঃ সুহৃদাগমে॥ ১৫॥ মঞ্জরীভি-র্বিরাজন্তে নদীকূলেষু বেতসাং। বক্তুকামা ইবাঙ্গুল্যা কোঽস্মাকং সদৃশো নগঃ॥ ১৬॥ রক্তাশোক-করা তন্বী দেবর্ষে কিংশুকাংঘ্রিকা। নীলাশোককচা শ্যামা বিকাশিকমলাননা॥ ১৭॥ নীলেন্দী-বরনেত্রা চ ব্রহ্মন্ বিল্বফলস্তনী। প্রোৎফুল্লকুন্দদশনা মঞ্জরীকরশোভিতা॥ ১৮॥ বন্ধুজীবা-ধরা শুভ্রসিন্দুবারনখাঙ্কুরা। পুংস্কোকিলস্বনা দিব্যা কঙ্কোলবসনা শুভা॥ ১৯॥ বর্হিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বরনূপুরা। প্রাগ্বংশরসনা ব্রহ্মন্ মত্তহংসগতিস্তথা॥ ২০॥ পুত্রজীবাং-শুকাসঙ্গরোমরাজিবিরাজিতা। বসন্তলক্ষ্মীঃ সংপ্রাপ্তা তস্মিন্ বদরিকাশ্রমে॥ ২১॥ ততো নারায়ণো দৃষ্ট্বা আশ্রমস্যানবদ্যতাম্। সমীক্ষ্য স দিশঃ সর্বাস্ততোঽনঙ্গম-পশ্যত॥ ২২॥

নারদ উবাচ। কোঽসাবনঙ্গো ব্রহ্মর্ষে তস্মিন্ বদরিকাশ্রমে। যং দদর্শ জগন্নাথো দেবো নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥ ২৩॥

পুলস্ত্য উবাচ। কন্দর্পো হর্ষতনয়ো যোঽসৌ কামো নিগদ্যতে। স শঙ্করেণ সন্দগ্ধোঽ-নঙ্গত্বমুপাগতঃ॥ ২৪॥

বনপরম্পরা বিকসিত পুষ্পস্তবকে অলঙ্কৃত হইয়া, অতিমাত্র শোভা ধারণ করিল। তদ্দর্শনে বোধ হইল, নৃপতিগণের গজাদি বাহন সমস্ত ও আভরণ সমুদায় যেন শোভা পাইতেছে॥ ১২॥ তাহাদের পশ্চাতে নীপ সকল, কিংকরের ন্যায়, অথবা স্বামী কর্তৃক সম্মানিত ভৃত্যের ন্যায়, কিংবা রাজপুত্রের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিল॥ ১৩॥ রক্তাশোকের বনসমূহও সহসা কুসুমিত ও বিদ্যোতিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বোধ হইল, বসন্ত রাজার ভৃত্য সকল যেন সংগ্রাম করিয়া, শোণিতধারায় পরিপ্লুত হইয়াছে॥ ১৪॥ ভ্রমরনিকর পিঞ্জরিত কলেবরে গহন বনে সুহৃদ্‌সমাগমে পুলকিতদেহ সজ্জনগণের ন্যায়, বিরাজমান হইল॥ ১৫॥ নদীপুলিন-সমূহে বেতসলতা সকল মঞ্জরীজাল বিস্তার করিয়া শোভমান হইলে, বোধ হইল, তাহারা যেন অঙ্গুলি প্রদর্শন সহকারে ইহাই বলিতে উৎসুক হইয়াছে, কোন্ বৃক্ষই বা আমাদের সমান॥ ১৬॥ হে দেবর্ষে! এইরূপে, রক্তাশোকরূপ কর, কিংশুকরূপ পদ, নীলাশোকরূপ কেশকলাপ, বিকসিত কমলরূপ বদন॥ ১৭॥ নীল ইন্দীবররূপ নেত্র, বিল্বফলরূপ স্তন, প্রোৎফুল্ল কুন্দরূপ দশন, মঞ্জরীরূপ কর॥ ১৮॥ বন্ধুজীবরূপ অধর, শুভ্র সিন্দুবাররূপ নখাঙ্কুর, পুংস্কোকিলের স্বররূপ স্বর, কংকোলরূপ বসন॥ ১৯॥ ময়ূররূপ ভূষণ, সারসের স্বররূপ নূপুর, প্রাগ্বংশরূপ রসনা, মত্তহংসরূপ গমন॥ ২০॥ এই সকলে অলঙ্কৃত ও বন্ধুজীবরূপ রোমরাজি বিরাজিত বসন্তলক্ষ্মী সেই বদরিকাশ্রমে আবির্ভূতা হইলেন॥ ২১॥ ঐ সময়ে নারায়ণ আশ্রমের রমণীয়তা সন্দর্শন ও সমুদায় দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণপূর্ব্বক অনঙ্গকে অব-লোকন করিলেন॥ ২২॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবিনাশীস্বরূপ, দেব, জগন্নাথ নারায়ণ যাহাকে বদরিকাশ্রমে অবলোকন করিলেন, সেই অনঙ্গ কে?॥ ২৩॥

পুলস্ত্য কহিলেন, কন্দর্প হর্ষের তনয়। উঁহাকেই কাম বলিয়া থাকে। এই কন্দর্পই শঙ্করের লোচনানলে দগ্ধ হইয়া, অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ২৪॥

নারদ উবাচ। কিমর্থং কামদেবোসৌ দেবদেবেন শম্ভুনা। দগ্ধশ্চ কারণে কস্মিন্নেতদ্-ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। যদা দক্ষসুতা ব্রহ্মন্ সতী যাতা যমক্ষয়ং। বিনাশ্য দক্ষযজ্ঞং তং বিচচার ত্রিলোচনঃ॥ ২৬ ॥ ততো বৃষধ্বজং দৃষ্ট্বা কন্দর্পঃ কুসুমায়ুধঃ। অপত্নীকং তদাস্ত্রেণ উন্মাদেনাভ্যতাড়য়ৎ॥ ২৭॥ ততো হরঃ শরেণাথ উন্মাদেনাশু তাড়িতঃ। বিচচার ততোন্মত্তঃ কাননানি সরাংসি চ॥ ২৮॥ স্মরন্‌সতীং মহাদেবস্তথোন্মাদেন তাড়িতঃ। ন শর্ম লেভে দেবর্ষে বাণবিদ্ধ ইব দ্বিপঃ॥ ২৯॥ ততঃ পপাত দেবেশঃ কালিন্দীসরিতং মুনে। নিমগ্নে শঙ্করে চাপো দগ্ধাঃ কৃষ্ণত্বমাগতাঃ॥ ৩০॥ তদা প্রভৃতি কালিন্দ্যা ভৃঙ্গাঞ্জননিভং জলং। আস্যন্দৎ পুণ্যতীর্থা সা কেশপাশ ইবাবনেঃ॥ ৩১॥ ততো নদীষু পুণ্যাসু সরঃসু চ সরিৎসু চ। পুলিনেষু চ রম্যেষু বাপীষু নলিনীষু চ॥ ৩২॥ পর্ব্বতেষু চ রম্যেষু কাননেষু চ সানুষু। বিচরন্ স্বেচ্ছয়া নৈব শর্ম্ম লেভে মহেশ্বরঃ॥ ৩৩॥ ক্ষণং গায়তি দেবর্ষে ক্ষণং রোদিতি শঙ্করঃ। ক্ষণং ধ্যায়তি তন্বঙ্গীং দক্ষকন্যাং মনোরমাং॥ ৩৪॥ ধ্যাত্বা ক্ষণং স্বপিতি চ ক্ষণং স্বপ্নায়তে হরঃ। স্বপ্নে তথেদং গদতি দৃষ্ট্বা দক্ষস্য কন্যকাং॥ ৩৫॥ নির্ঘৃণে তিষ্ঠ কিং মূঢ়ে ত্যজসে মামনিন্দিতে। মুগ্ধে ত্বয়া বিরহিতো দগ্ধোস্মি মদনাগ্নিনা॥ ৩৬॥ সত্যং প্রকুপিতা দেবি মা কোপং কুরু সুন্দরি। পাদপ্রণামাবনতমভিভাষিতুমর্হসি॥ ৩৭॥ শ্রূয়সে দৃশ্যসে নিত্যং স্পৃশ্যসে বন্দ্যসে প্রিয়ে। আলিঙ্গ্যসে চ সততং কিমর্থং নাভি-

---

নারদ কহিলেন, দেবদেব শম্ভু কি উদ্দেশে কিকারণে উঁহাকে দগ্ধ করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন॥২৫॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! দক্ষদুহিতা সতী প্রাণত্যাগ করিলে, মহাদেব দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৬॥ কুসুমায়ুধ কন্দর্প তদ্দর্শনে উন্মাদনামক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, পত্নীহীন সেই বৃষধ্বজকে অভিহত করিল॥ ২৭॥ মহাদেব উন্মাদশরের অভিঘাতপ্রযুক্ত আশু উন্মত্ত হইয়া, কানন ও সরোবর সকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৮॥ তদবস্থায় সেই সতীমূর্ত্তি স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে, তিনি বাণবিদ্ধ হস্তীর ন্যায়, কোন মতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না॥ ২৯॥ মুনে! অনন্তর দেবেশ শঙ্কর কালিন্দীনদীতে পতিত হইলেন। তিনি তাহাতে নিমগ্ন হইলে, তাহার জল, কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল॥ ৩০॥ সেই অবধি কালিন্দীর সলিল ভৃঙ্গ ও অঞ্জন সদৃশ হইয়াছে॥ ৩১॥ তন্নিবন্ধন, সেই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী পৃথিবীর কেশপাশের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকে॥ ৩২॥ অনন্তর মহেশ্বর পবিত্র নদী সকলে, সরোবর ও সরিৎসমূহে, রমণীয় পুলিন ও বাপী সকলে, নলিনী ও পর্ব্বতসমূহে এবং মনোহর কানন ও সানু সকলে স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না॥ ৩৩॥ হে দেবর্ষে! তিনি তদবস্থায় ক্ষণক গান করেন, ক্ষণক রোদন করেন, ক্ষণক সেই মনোহারিণী তন্বঙ্গী দাক্ষায়ণীর ধ্যান করেন॥ ৩৪॥ ধ্যান করিয়া, ক্ষণকাল শয়ন করেন, ক্ষণকাল বা স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। তৎকালে স্বপ্নাবস্থায় দক্ষদুহিতারে দর্শন করিয়া, বলিয়া থাকেন॥ ৩৫॥ অয়ি নির্দ্দয়ে! আমার নিকট অবস্থিতি কর। অয়ি মূঢ়ে! কিজন্য আমায় ত্যাগ করিতেছ? অয়ি অনিন্দিতে! অয়ি মুগ্ধে! তোমার বিরহে আমি মদনানলে দগ্ধ হইয়াছি॥ ৩৬॥ দেবি! তুমি কি সত্যই, আমার প্রতি প্রকুপিতা হইয়াছ? অয়ি সুন্দরি! এরূপে আর রুষ্টা হইও না। আমি তোমার চরণে প্রণামাবনত হইতেছি। আমারে সন্তুষ্ট কর॥ ৩৭॥ অয়ি প্রিয়ে! আমি সর্ব্বদা তোমায় দেখিতেছি, শুনিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি এবং সতত তোমার বন্দনা ও আলিঙ্গন করিতেছি; তথাপি তুমি কিজন্য আমায়

ভাষসে ॥ ৩৮ ॥ বিলপন্তং জনং দৃষ্ট্বা কৃপা কস্য ন জায়তে। বিশেষতঃ পতিং বালে ননু ত্বমতি-নির্ঘৃণা ॥ ৩৯ ॥ ত্বয়োক্তানি বচাংস্যেবং পূর্ব্বং মম কৃশোদরি। ত্বয়া বিনা ন জীবেয়ং তদসত্যং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৪০ ॥ এহ্যেহি কামসন্তপ্তং পরিষ্বজ সুলোচনে। নান্যথা নশ্যতে তাপঃ সত্যেনাপি শপে প্রিয়ে ॥ ৪১ ॥ ইত্থং বিলপ্য স্বপ্নান্তে প্রতিবুদ্ধস্তু তৎক্ষণাৎ। উৎকূজতি তথারণ্যে মুক্তকণ্ঠং পুনঃ-পুনঃ ॥ ৪২ ॥ তং কূজমানং বিলপন্তমারাৎ সমীক্ষ্য কামো বৃষকেতনং হি। বিব্যাধ চাপং তরসা বিনাম্য সন্তাপনাম্না সুশরেণ ভূয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ সন্তাপনাস্ত্রেণ তদা স বিদ্ধো ভূয়ঃ স সন্তপ্ততরো বভূব। সন্তাপয়ংশ্চাপি জগৎ সমস্তং ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য বিকাশতেঽব্দ ॥ ৪৪ ॥ তং চাপি ভূয়ো মদনো জঘান বিজৃম্ভণাস্ত্রেণ ততো বিজৃম্ভে। ততো ভৃশং কামশরৈর্বিতুন্নো বিজৃম্ভমাণঃ পরিতো ভ্রমংশ্চ ॥ ৪৫ ॥ দদর্শ যক্ষাধিপতেস্তনূজং পাঞ্চালিকং নাম জগৎপ্রধানম্। দৃষ্ট্বা ত্রিনেত্রো ধনদস্য পুত্রং পার্শ্বং সমভ্যেত্য বচো বভাষে। ভ্রাতৃব্য বক্ষ্যামি বচো যদদ্য তত্ত্বং কুরুষ্বামিতবিক্রমোঽসি ॥ ৪৬ ॥

পাঞ্চালিক উবাচ। যন্নাথ মাং বক্ষ্যসি তৎ করিষ্যে সুদুষ্করং যদ্যপি দেবসঙ্ঘৈঃ। আজ্ঞাপয়-স্বাতুলবীর্য্য শম্ভো দাসোঽস্মি তে ভক্তিযুতস্তথেশ ॥ ৪৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ। নাশং গতায়াং বরদাম্বিকায়াং কামাগ্নিনা প্লুষ্টসুবিগ্রহোঽস্মি। বিজৃম্ভণোন্মা-দশরৈর্বিভিন্নো ধৃতিং ন বিন্দামি রতিং সুখঞ্চ ॥ ৪৮ ॥ বিজৃম্ভণং পুত্র তথৈব

অভিভাষণ করিতেছ না ? ॥ ৩৮ ॥ বিলপমান ব্যক্তিকে বিলোকন করিয়া, কাহার না করুণার সঞ্চার হয় ? অয়ি বালে ! বিশেষতঃ, আমি তোমার পতি। অনবরত বিলাপ করিতেছি, দেখিয়াও তোমার দয়া হইতেছে না। বুঝিলাম, তুমি নিশ্চয়ই অতিমাত্র দয়াহীনা ॥ ৩৯ ॥ অয়ি কৃশোদরি ! তুমি পূর্ব্বে আমারে বলিয়াছিলে যে, তোমা ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না। এতদিনে সেই কথা অসত্য করিলে ॥ ৪০ ॥ অয়ি সুলোচনে ! আইস, আইস, আমি কামানলে সন্তপ্ত হইয়াছি, আমারে আলিঙ্গন কর ॥ ৪১ ॥ এইরূপে তিনি বিলাপ করিয়া, স্বপ্নশেষে তৎক্ষণাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া, অরণ্য মধ্যে সেইরূপে মুক্তকণ্ঠে বারংবার উচ্চৈস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ কাম দূর হইতে বৃষকেতনকে বিলপমান ও রোদনপরায়ণ দর্শন করিয়া, শরাসন সবেগে অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় সংতাপননামক মার্গণ দ্বারা আশুবিদ্ধ করিল ॥ ৪৩ ॥ তিনি সন্তাপনসায়কে বিদ্ধ হইয়া, পুনরায় সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং সমস্ত সংসার সন্তাপিত করিয়া, বারংবার ফুৎকার পরিহার সহকারে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ মদন পুনরায় তাঁহাকে বিজৃম্ভণনামক অস্ত্র দ্বারা আহত করিলে, তিনি বিজৃম্ভিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে কামশরে অতিমাত্র বিতুন্ন ও বিজৃম্ভমাণ হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ তদবস্থায় যক্ষপতির আত্মজ জগৎপ্রধান পাঞ্চালিককে অব-লোকন করিলেন। ত্রিলোচন ধনদের পুত্রকে লোচনগোচর করিয়া, তদীয় পার্শ্বে অভ্যাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন, অয়ি ভ্রাতৃব্য ! তোমার বিক্রমের সীমা নাই। অদ্য যাহা বলিতেছি, তাহা তোমায় করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

পাঞ্চালিক কহিল, আপনি আমাদের সকলের রক্ষাকর্ত্তা। যাহা বলিবেন, দেবগণ কর্ত্তৃক দুষ্কর হইলেও, করিব। হে অতুলবীর্য্য শম্ভো ! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। আমি আপনার দাস ও সর্ব্বথা আপনার প্রতি ভক্তিমান্ ॥ ৪৭ ॥

মহেশ্বর কহিলেন, সকল লোকের বরদায়িনী অম্বিকা বিনষ্ট হওয়াতে, মদীয় দেহ মদনদহনে অতিমাত্র দগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর কামের বিজৃম্ভণ ও উন্মাদনামক শরে বিদ্ধ হওয়াতে, কোন মতেই ধৈর্য্য ধারণ, মনঃপ্রীতি অনুভব ও সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ পুত্র ! একমাত্র তুমি ভিন্ন, অন্য কোন পুরুষই কামের প্রযোজিত বিজৃম্ভণ,

তাপনমুন্মাদমুগ্রং মদনপ্রণুন্নং। নান্যঃ পুমান্ ধারয়িতুং হি শক্তো মুক্ত্বা ভবন্তং হি ততঃ প্রতীচ্ছ ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তো বৃষভধ্বজেন যক্ষঃ প্রতীচ্ছন্ স বিজৃম্ভণাদীন্। তোষং জগামাশু ততস্ত্রিশূলী তুষ্টস্তদেবং বচনং বভাষে॥ ৫০ ॥

হর উবাচ। যস্মাৎ ত্বয়া পুত্র সুদুর্ধরাণি বিজৃম্ভণাদীনি প্রতীচ্ছিতানি। তস্মাদ্বরং ত্বাং প্রতিপূজনায় দাস্যামি লোকস্য চ দাস্যকারী ॥ ৫১ ॥ যস্ত্বাং যদা পশ্যতি চৈত্রমাসে স্পৃশেন্নরো বার্চ্চয়তে চ ভক্ত্যা। বৃদ্ধোঽথ বালোঽথ যুবাথ যোষিৎ সর্ব্বে তদোন্মাদধরা ভবন্তি ॥ ৫২ ॥ গায়ন্তি নৃত্যন্তি রমন্তি যক্ষ বাদ্যানি যত্নাদপি বাদয়ন্তি। তবাগ্রতো হাস্যবচোঽভিরক্তা ভবন্তি তে যোগযুতাস্তু তে স্যুঃ ॥ ৫৩ ॥ মমৈব নাম্না ভবিতাসি পূজ্যঃ পাঞ্চালিকেশঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্। মম প্রসাদাদ্বরদো নরাণাং ভবিষ্যসে পূজ্যতমোঽভিগচ্ছ ॥৫৪॥ ইত্যেবমুক্তো বিভুনা স যক্ষো জগাম দেশান্ সহসৈব সর্ব্বান্। কালংজরস্যোত্তরতঃ সুপুণ্যো দেশো হিমাদ্রেরপি দক্ষিণস্থঃ ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন্ সুপুণ্যে বিষয়ে নিবিষ্টো রুদ্রপ্রসাদাদপি পূজ্যতেঽসৌ। তস্মিন্ প্রয়াতে ভগবাংস্ত্রিনেত্রো দেবোঽপি বিন্ধ্যং গিরিমভ্যগচ্ছৎ ॥ ৫৬ ॥ তত্রাপি মদনো গত্বা দদর্শ বৃষকেতনম্। দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তুকামশ্চ ততঃ প্রাদ্রুদ্রুবে হরঃ ॥ ৫৭ ॥ ততো দারুবনং ঘোরং মদনাভিদ্রুতো হরঃ। বিবেশ ঋষয়ো যত্র সপত্নীকা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ তে চাপি ঋষয়ঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্না নতাভবন্। ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্ ভিক্ষা মে প্রতিদীয়তাম্ ॥ ৫৯ ॥ ততস্তে মৌনিনস্তস্থুঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ। তদাশ্রমাণি পুণ্যানি

সন্তাপন ও উন্মাদনামক উগ্র অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি ঐ সকল অস্ত্র প্রতিগ্রহ কর ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বৃষভধ্বজ এইপ্রকার বলিলে, পঞ্চালিক বিজৃম্ভণাদি সমুদায় অস্ত্র তৎক্ষণাৎ প্রতিগ্রহ করিল। তখন আশুতোষ আশু সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ বৎস! যেহেতু, তুমি সুদুর্দ্ধর বিজৃম্ভণাদি অস্ত্র সকল প্রতিগ্রহ করিলে, সেই হেতু, তোমাকে প্রতিপূজনার্থ বর প্রদান করিব। যাহা দ্বারা সকল লোক তোমার দাসত্ব করিবে ॥ ৫১ ॥ চৈত্র মাসে যে সময়ে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তোমারে দর্শন বা স্পর্শন অথবা অর্চ্চন করিবে, বৃদ্ধই হউক, বালকই হউক, যুবাই হউক, আর স্ত্রীই বা হউক, তাহারা সকলেই তৎক্ষণে উন্মাদধর হইবে ॥ ৫২ ॥ এবং যত্ন সংকারে তোমার সম্মুখে গান করিবে, নৃত্য করিবে, আমোদ করিবে ও নানাপ্রকার বাদ্য বাদন করিবে। এবং হাস্যবাক্যে অভিরক্ত ও যোগযুক্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥ তুমি আমারই নামে পূজিত এবং পাঞ্চালিকেশ বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইবে। অধিক কি, মদীয় প্রসাদে তুমি সকলকেই বরদান করিবে ও সকলেরই পূজ্যাতিপূজ্য হইবে। এক্ষণে যথেচ্ছ গমন কর ॥ ৫৪ ॥ সেই যক্ষ বিভু মহেশ্বর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করিল। কালঞ্জরের উত্তরে হিমালয়ের দক্ষিণে যে পরম পবিত্র দেশ আছে ॥ ৫৫ ॥ সেই নিরতিশয় পুণ্যস্বরূপ স্থানে সে অধিষ্ঠিত হইল। মহাদেবের প্রসাদে সকলেই তাহার পূজা করিতে লাগিল। যক্ষ প্রয়াণ করিলে, ভগবান্ দেব ত্রিলোচনও বিন্ধ্যপর্ব্বতে অভ্যাগত হইলেন ॥ ৫৬ ॥ মদনও তথায় গমন করিয়া, তাঁহারে দর্শন করিল। দর্শন করিয়া, প্রহার করিবার জন্য অভিলাষী হইল। তখন মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মদন তাঁহার অভিসরণ করিল। তদ্দর্শনে বৃষকেতন ভয়ঙ্কর দারুবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত তথায় অধিষ্ঠিত আছেন ॥৫৮॥ তাঁহারা মহাদেবকে দর্শন করিয়া, মস্তক দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিলেন। দেবদেব বৃষকেতন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫৯ ॥ মহর্ষিরা সকলেই মৌনী হইয়া

পরিচক্রাম নারদ ॥ ৬০ ॥ তং প্রবিষ্টং তদা দৃষ্ট্বা ভার্গবাত্রেয়যষিতঃ । প্রক্ষোভমগমন্ সর্ব্বা-হীনসত্ত্বাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬১ ঋতে ত্বরুন্ধতীমেকামনসূয়াং চ ভামিনীম্ । এতয়োর্ভর্ত্তৃপূজাসু তচ্চিন্তা-সুস্থিতং মনঃ ॥ ৬২ ॥ ততঃ সংক্ষোভিতাঃ সর্ব্বা যত্রায়াতি মহেশ্বরঃ । তত্র প্রয়ান্তি কামার্ত্তা মদ-বিহ্বলিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬৩ ॥ ত্যক্ত্বাশ্রমাণি শূন্যানি স্বানি তা মুনিযোষিতঃ ॥ অনুজগ্মুর্যথা মত্তং করিণ্য ইব কুঞ্জরম্ ॥ ৬৪ ॥ ততস্তু ঋষয়ো দৃষ্ট্বা ভার্গবাঙ্গিরসো মুনে । ক্রোধান্বিতাব্রুবন্ সর্ব্বে লিঙ্গমাপততা ভুবি ॥ ৬৫ ॥ ততঃ পপাত দেবস্য লিঙ্গং পৃথ্বীং বিদারয়ৎ । অন্তর্দ্ধানং জগামাথ ত্রিশূলী নীললোহিতঃ ॥ ৬৬ ॥ ততস্তৎ পতিতং লিঙ্গং বিভেদ্য বসুধাতলম্ । রসাতলং বিবেশাথ ব্রহ্মাণ্ডে চোর্দ্ধতোঽভিনৎ ॥ ৬৭ ॥ ততশ্চচাল পৃথিবী গিরয়ঃ সরিতো নগাঃ । পাতালভুবনাঃ সর্ব্বে জঙ্গমাজঙ্গমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ সংক্ষুব্ধান্ ভুবনান্ দৃষ্ট্বা ভূর্লোকাদীন্ পিতামহঃ । জগাম মাধবং দ্রষ্টুং ক্ষীরোদং নাম সাগরম্ ॥ ৬৯ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা হৃষীকেশং প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ । উবাচ দেব ভুবনাঃ কিমর্থং ক্ষুভিতা বিভো ॥ ৭০ ॥ অথোবাচ হরির্ব্রহ্মন্ শার্ব্বো লিঙ্গো মহর্ষিভিঃ । পাতিতস্তস্য ভারার্ত্তা সঞ্চচাল বসুন্ধরা ॥ ৭১ ॥ ততস্তদদ্ভুততমং শ্রুত্বা দেবঃ পিতামহঃ । তত্র গচ্ছাম দেবেশ এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২ ॥ ততঃ পিতামহো দেবঃ কেশবশ্চ জগৎপতিঃ । আজগ্মতুস্তমুদ্দেশং যত্র লিঙ্গস্তবস্য তৎ ॥ ৭৩ ॥ ততোঽনন্তং হরির্লিঙ্গং দৃষ্ট্বারুহ্য খগেশ্বরম্ ।

রহিলেন । অনন্তর মহাদেব পবিত্র আশ্রম সকলে পরিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ ভার্গব ও আত্রেয়ের যোষিদ্‌বর্গ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সকলেই অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ও সর্ব্বতো-ভাবে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন ॥ ৬১ ॥ ভামিনী অরুন্ধতী ও অনসূয়া এই দুই জনই কেবল প্রকৃতিস্থ রহিলেন । ইঁহারা উভয়েই তদ্‌গতচিত্তে স্ব স্ব স্বামীর সেবা করিয়া থাকেন । তৎপ্রভাবে তাঁহা-দের মন কিছুতেই বিচলিত হয় না ॥ ৬২ ॥ সে যাহা হউক, ঐ সকল রমণী এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, যে, মহাদেব যেখানে গমন করেন, সেইখানেই কামার্ত্ত হইয়া, মদবিহ্বলচিত্তে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ এইরূপে তাঁহারা আশ্রম ত্যাগ ও শূন্য করিয়া, মত্ত মাতঙ্গের অনু-গামিনী করিণীযূথের ন্যায়, মহাদেবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ ভার্গব ও আঙ্গিরস ঋষিগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ক্রোধান্বিত হইয়া, সকলেই বলিতে লাগিলেন, মহা-দেবের লিঙ্গ ভূমিতে পতিত হউক ॥ ৬৫ ॥ তখন মহাদেবের লিঙ্গ পতিত হইয়া, পৃথিবী বিদা-রিত করিল । ঐ সময়ে নীললোহিত ত্রিশূলী অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর সেই লিঙ্গ পতিত হইয়া, বসুধাতল বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল । তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ঊর্দ্ধদিকে বিদীর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৬৭ ॥ সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইল । পর্ব্বত সকল প্রকম্পিত হইতে লাগিল । এবং সরিৎ সকল, পাদপসমূহ ও সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পাতালভুবনও তদবস্থায় অবস্থিত হইল ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ ভূর্লোকপ্রমুখ সমুদায় ভুবন সংক্ষুব্ধ সন্দর্শন করিয়া, ভগবান্ কেশবের সাক্ষাৎকারবাসনায় ক্ষীরোদনামক সাগরে সমাগত হইলেন ॥ ৬৯ ॥ তথায় হৃষীকেশকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে দেব ! হে বিভো ! কিজন্য সমুদায় ভুবন ক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭০ ॥

হরি কহিলেন, মহর্ষিগণ শম্ভুর লিঙ্গ নিপাতিত করিয়াছেন । তাহাতেই সমুদায় বসুধা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭১ ॥ পিতামহ এই অদ্ভুততম ব্যাপার শ্রবণগোচর করিয়া, বারংবার বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ ! আমরা তথায় গমন করিব ॥ ৭২ ॥ অনন্তর দেব পিতামহ ও জগৎপতি জনার্দ্দন উভয়ে যেখানে শম্ভুর লিঙ্গ পতিত হইয়াছিল, তথায় সমাগত হই-লেন ॥ ৭৩ ॥ তদনন্তর বিষ্ণু কেশব সেই অন্তরহিত লিঙ্গ অবলোকন করিয়া, খগেশ্বরে অধিরূঢ়

পাতালং প্রবিবেশাথ বিস্ময়াবিষ্টো বিষ্ণুঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্মা পদ্মবিমানেন ঊর্দ্ধমাক্রম্য সর্ব্বতঃ। নৈবান্তমলভদ্ব্রহ্মা বিস্মিতঃ পুনরাগতঃ ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণুর্গত্বাথ পাতালান্ সপ্তলোকপরায়ণঃ। চক্রপাণির্বিনিষ্ক্রান্তো লেভেঽন্তং ন মহামুনে ॥ ৭৬ ॥ বিষ্ণুঃ পিতামহশ্চোভৌ হরলিঙ্গং সমেত্য চ। কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভূত্বা স্তোত্রং দেবৌ প্রচক্রতুঃ ॥ ৭৭ ॥

হরিব্রহ্মাণাবূচতুঃ। নমোঽস্তু তে শূলপাণে নমোঽস্তু বৃষভধ্বজ। জীমূতবাহন কবে শর্ব্ব ত্র্যম্বক শঙ্কর ॥ ৭৮ ॥ মহেশ্বর মহেশান সুবর্ণাক্ষ বৃষাকপে। দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর কালরূপ নমোঽস্তুতে ॥ ৭৯ ॥ ত্বমাদিরস্য জগতস্ত্বং মধ্যং পরমেশ্বর। ভবানন্তশ্চ ভগবান্ সর্ব্বগস্ত্বং নমোঽস্তুতে ॥ ৮০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবং সংস্তূয়মানস্তু তস্মিন্ দারুবনে হরঃ। স্বরূপী তাবিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৮১ ॥

হর উবাচ। কিমর্থং দেবতানাথৌ পরিভূতক্রমন্বিহ। মাং স্তুবাতে ভৃশাস্বস্থং কামতাপিত-বিগ্রহম্ ॥ ৮২ ॥

দেবাবুচতুঃ। ভবতঃ পাতিতং লিঙ্গং যদেতদ্ভুবি শঙ্কর। এতৎ প্রগৃহ্যতাং ভূয়ঃ অতো দেব বদাবহে ॥ ৮৩ ॥

হর উবাচ। যদার্চ্চয়ন্তি ত্রিদশা মমলিঙ্গং সুরোত্তমৌ। তদেতৎ প্রতিগৃহ্লীয়াং নান্যথেতি কথঞ্চন ॥৮৪॥ ততঃ প্রোবাচ ভগবানেবমস্ত্বিতি কেশবঃ। ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ জগ্রাহ লিঙ্গং কনকপিঙ্গলম্ ॥৮৫॥ ততশ্চকার ভগবাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং হরার্চ্চনে। শাস্ত্রাণি চৈবাং মুখ্যানি নানোক্তবিদিতানি চ ॥ ৮৬ ॥

ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, পাতালে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ তখন ব্রহ্মা পদ্মবিমান সহায়ে সমুদায় ঊর্দ্ধদেশ আক্রমণ করিয়া, সেই লিঙ্গের অন্তলাভে অসমর্থ ও তন্নিবন্ধন বিস্ময়যুক্ত হইয়া, প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৭৫ ॥ এ দিকে বিষ্ণুও পাতালে প্রবেশ ও তত্রত্য সপ্ত ভুবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক, অন্ত না পাইয়া, বিনিক্রান্ত হইলেন ॥ ৭৬ ॥ হে মহামুনে! বিষ্ণু ও পিতামহ উভয়ে হরলিঙ্গের সমীপস্থ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥ হে শূলপাণে! তোমারে নমস্কার। হে বৃষভধ্বজ! তোমারে নমস্কার। হে জীমূতবাহন! হে সর্ব্ব! হে ত্র্যম্বক! তোমারে নমস্কার ॥ ৭৮ ॥ হে মহেশ্বর! হে মহেশান! হে সুবর্ণাক্ষ! হে বৃষাকপে! হে দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর! হে কালরূপ! তোমারে নমস্কার ॥ ৭৯ ॥ হে পরমেশ্বর! তুমি এই জগতের আদি; এবং তুমিই ইহার অন্ত ও মধ্য। তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বগ। তোমারে নমস্কার ॥ ৮০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সেই দারুবনে এইরূপ সংস্তূয়মান হইয়া, ভগবান্ ভব স্বরূপপরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥৮১॥ হে দেবগণের নাথদ্বিতয়! তোমরা কিজন্য এখানে আসিয়া, আমার স্তব করিতেছ। কামানলে আমার দেহ দহ্যমান হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন আমি অতি-মাত্র অস্বস্থ ও মর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মা ও কেশব কহিলেন, হে শঙ্কর! আপনার এই যে লিঙ্গ ভূপতিত হইয়াছে, পুনরায় আপনি ইহা গ্রহণ করুন। এইজন্যই আপনার স্তব করিতেছি ॥ ৮৩ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে সুরোত্তমযুগল! যদি দেবগণ আমার এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে, আমি ইহা প্রতিগ্রহ করিতে পারি; নতুবা, কোনমতেই নহে ॥ ৮৪ ॥

তখন ভগবান কেশব বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা সেই কনকবৎ পিঙ্গলবর্ণ লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া ॥ ৮৫ ॥ মহাদেবের অর্চনার্থ চাতুর্ব্বর্ণ বিধান এবং তদুপযোগী মুখ্য শাস্ত্র সকলও প্রণয়ন করিলেন। ঐ সকল শাস্ত্র বিবিধ উক্তিতে পরিজ্ঞাত ॥ ৮৬ ॥

আদ্যং শৈবং পরিখ্যাতমন্যৎ পাশুপতং মুনে। তৃতীয়ং কালদমনং চতুর্থং চ কপালিকম্॥ ৮৭॥
শিব আসীৎ স্বয়ং শক্তির্বশিষ্ঠস্য প্রিয়ঃ সুতঃ। তস্য শিষ্যো বভূবাথ গোপায়ন ইতি শ্রুতঃ॥ ৮৮॥
মহাপাশুপতশ্চাসীদ্ভরদ্বাজস্তপোধনঃ। তস্য শিষ্যোঽভবদ্রাজা ঋষভঃ সোমকেশ্বরঃ॥ ৮৯॥
কালাস্যো ভগবানাসীদাপস্তম্বস্তপোধনঃ। তস্য শিষ্যো বভূবাথ নাম্না ক্রাথেশ্বরো মুনে॥ ৯০॥
মহাব্রতী চ ধনদস্তস্য শিষ্যশ্চ বীর্য্যবান্। অর্ণোদর ইতি খ্যাতো জাত্যা শূদ্রো মহাতপাঃ॥ ৯১॥
এবং স ভগবান্ ব্রহ্মা পূজনায় শিবস্য তু। কৃত্বা তু চাতুরাশ্রম্যং স্বমেব ভুবনং গতঃ॥ ৯২॥
গতে ব্রহ্মণি শর্ব্বোঽপি উপসংহৃত্য তত্তদা। লিঙ্গং চিত্রবনে সূক্ষ্মং প্রতিষ্ঠাপ্য চচার হ॥ ৯৩॥
বিচরন্তং তদা ভূয়ো মহেশং কুসুমায়ুধঃ। আরাৎ স্থিত্বাগ্রতো ধন্বী সন্তাপয়িতুমুদ্যতঃ॥ ৯৪॥
ততস্তমগ্রতো দৃষ্ট্বা ক্রোধাধ্মাতদৃশা হরঃ। স্মরমালোকয়ামাস শিখাগ্রাচ্চরণান্তিকম্॥ ৯৫॥
আলোকিতস্ত্রিনেত্রেণ মদনো দ্যুতিমানপি। প্রাদহ্যত তদা ব্রহ্মন্ পাদাদারভ্য কক্ষবৎ॥ ৯৬॥
প্রদহ্যমানৌ চরণৌ দৃষ্ট্বাসৌ কুসুমায়ুধঃ। উৎসসর্জ্জ ধনুঃশ্রেষ্ঠং তজ্জগামাথ পঞ্চধা॥ ৯৭॥
যদাসীন্মুষ্টিবন্ধে তু রুক্মপৃষ্ঠং মহাপ্রভম্। স চম্পকতরুর্জাতঃ সুগন্ধাঢ্যো মহাদ্যুতিঃ॥ ৯৮॥
নাভিস্থানং শুভাকারং যদাসীদ্বজ্রভূষিতম্। তজ্জাতকেসরারণ্যং বকুলং নামতো মুনে॥ ৯৯॥
যা চ কোটী শুভা হ্যাসীদিন্দ্রনীলবিভূষিতা। জাতা সা পাটলা রম্যা ভৃঙ্গরাজিবিভূষিতা॥ ১০০॥
নাহোপরি তথা মুষ্টৌ স্থানং চন্দ্রমণিপ্রভম্। পঞ্চগুল্মাভবজ্জাতী শশাঙ্ককিরণোজ্জ্বলা॥ ১০১॥
ঊর্দ্ধং মুষ্ট্যা অধঃ কোট্যোঃ স্থানং বিদ্রুমভূষিতম্। তস্মাদ্বহুপটা মল্লী সঞ্জাতা বিবিধা মুনে॥ ১০২॥ পুষ্পোপগানি রম্যাণি সুরভীণি চ নারদ। জাতিযুক্তানি দেবেন স্বয়মাচ-

---

ঐ চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে প্রথম শৈব, দ্বিতীয় পাশুপত, তৃতীয় কালবদন ও চতুর্থ কপালিক বলিয়া বিখ্যাত॥ ৮৭॥ তন্মধ্যে বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র শক্তি স্বয়ং শৈব এবং তাঁহার শিষ্য গোপায়ন নামে প্রসিদ্ধ॥ ৮৮॥ এইরূপ, তপোধন ভরদ্বাজ মহাপাশুপত এবং রাজা সোমকেশ্বর তাঁহার শিষ্য হইলেন॥ ৮৯॥ তপোধন আপস্তম্ব কালবদন এবং ক্রাথেশ্বর তাঁহার শিষ্য হইলেন॥ ৯০॥ আর, ধনদ কপালিক এবং তাঁহার শিষ্য মহাবীর্য্য মহাতপা অর্ণোদর জাতিতে শূদ্র ছিলেন॥ ৯১॥ এইরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবের পূজনার্থ চাতুরাশ্রম্য বিধান করিয়া, স্বকীয় ভুবনে প্রত্যাগত হইলেন॥ ৯২॥ ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, মহাদেবও নিজ লিঙ্গ উপসংহৃত ও চিত্রবনে সেই সূক্ষ্মাকৃতি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৯৩॥ তিনি বিচরণে প্রবৃত্ত হইলে, কুসুমশর কাম পুনরায় দূরে অবস্থিতি করিয়া, ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক তাঁহারে সন্তাপিত করিতে সমুদ্যত হইল॥ ৯৪॥ মহাদেব তাহারে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া, ক্রোধাধ্মাত দৃষ্টি বিসারণপূর্ব্বক তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিলেন॥ ৯৫॥ ব্রহ্মন্! ধূর্জ্জটির দৃষ্টিপথে পতিতমাত্র দ্যুতিমান্ মদন তৎক্ষণাৎ আপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, তৃণের ন্যায়, একবারেই দগ্ধ হইয়া গেল॥ ৯৬॥ হে মুনে! কুসুমায়ুধ স্বীয় চরণদ্বয় দহ্যমান দর্শন করিয়া, ধনুঃশ্রেষ্ঠ পরিহার করিলে, উহা পঞ্চধা গমন করিল॥ ৯৭॥ উহার মুষ্টিবন্ধে যে পরম প্রভাবিশিষ্ট রুক্মপৃষ্ঠ ছিল, তাহা সুগন্ধিসম্পন্ন পরম দ্যুতিমান চম্পক বৃক্ষ হইল॥ ৯৮॥ এইরূপ, উহার বজ্রভূষিত সুন্দরাকৃতি নাভিস্থান বকুলবৃক্ষরূপে পরিণত হইল॥ ৯৯॥ উহার ইন্দ্রনীলবিভূষিত সুশোভন কটীভাগ ভৃঙ্গরাজিবিরাজিত পাটল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল॥১০০॥ উহার চন্দ্রকান্তমণিসন্নিভ অধোমুষ্টিস্থান শশাঙ্ককিরণের ন্যায় উজ্জ্বল পঞ্চগুল্মজাতীরূপে প্রাদুর্ভূত হইল॥ ১০১॥ উহার মুষ্টির ঊর্দ্ধ ও কটির অধস্থ বিদ্রুমভূষিত স্থান বিবিধজাতীয় বহুপটা মল্লীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল॥ ১০২॥ এবং তদ্ব্যতীত, তাহা হইতে, স্বয়ং মহাদেব যাহার ব্যবহার

স্রিতানি চ ॥ ১০৩ ॥ মুমোচ মার্গণান্ রম্যান্ শরীরে দহ্যতি স্মরঃ। ফলোপগানি বৃক্ষাণি সম্ভূতানি সহস্রশঃ ॥ ১০৪ ॥ চূতাদীনি সুগন্ধীনি স্বাদূনি বিবিধানিচ। হরপ্রসাদাজ্জাতানি ভোজ্যান্যপি সুরোত্তমৈঃ ॥ ১০৫ ॥ এবং দগ্ধ্বা স্মরং রুদ্রঃ সংযম্য স্বতনুং বিভুঃ। পুণ্যার্থী শিশিরাদ্রিং স জগাম তপসেঽব্যয়ঃ ॥ ১০৬ ॥ এবং পুরা দেববরেণ শম্ভুনা কামস্ত দগ্ধঃ সশরঃ সচাপঃ। ততস্ত্বনঙ্গেতি মহাধনুর্দ্ধরো দেবৈস্তুতো দেববরৈশ্চ পূজিতঃ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসংবাদে বামনপ্রাদুর্ভাবে কামদাহো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততোঽনঙ্গং বিভুর্দৃষ্ট্বা ব্রহ্মন্নারায়ণো মুনিঃ। বিহস্যৈবমুবাচ প্রাহ কন্দর্প ইহ আস্যতাং ॥ ১ ॥ তদক্ষুব্ধত্বমীক্ষ্যাস্য কামো বিস্ময়মাগতঃ। বসন্তোপি মহাচিন্তাং জগামাশু মহামুনে ॥ ২ ॥ ততশ্চাপ্সরসো দৃষ্ট্বা স্বাগতেনাভিপূজ্যচ। বসন্তমাহ ভগবানেহ্যেহি স্থীয়তামিতঃ ॥ ৩ ॥ ততো বিহস্য ভগবান্ মঞ্জরীং কুসুমাবৃতাম্। আদায় প্রাক্ সুবর্ণাঙ্গীমূর্ব্বোর্ব্বালাং বিনির্ম্মমে ॥ ৪ ॥ উরূদ্ভবাং স কন্দর্পো দৃষ্ট্বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ অমন্যত তদানংগঃ কিমিয়ং সা প্রিয়া রতিঃ ॥ ৫ ॥ তদেব বচনং চারুবক্ত্রভ্রূকুটিলালকম্। সুনাসাবংশাধরোষ্ঠমালোকনপরায়ণম্ ॥ ৬ ॥ তাবেবচাপ্যবিরলৌ পীবরৌ মগ্নচূচুকৌ। রাজেতেস্যাঃ কুচৌ পীনৌ সজ্জনাবিব সংহতৌ ॥ ৭ ॥ তদেব তনুমধ্যার্দ্ধঙ্গা বলিত্রয়বিভূষিতম্। উদরং রাজতে শ্লক্ষ্ণং রোমাবলিবিভূ-

---

করেন, তাদৃশ জাতিযুক্ত, সুগন্ধসম্পন্ন, পরম মনোহর কুসুম বৃক্ষ সকল প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১০৩ ॥ অনন্তর কলেবর দহ্যমান হইলে, কাম মনোহর শরনিকর পরিহার করিল। তৎসমস্ত সহস্র সহস্র ফলবৃক্ষরূপে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১০৪ ॥ তদ্ব্যতীত, তাহা হইতে মহাদেবের প্রসাদে সুরশ্রেষ্ঠগণও যাহা ভোগ করিয়া থাকেন, সেই চূতাদি, সুগন্ধি ও স্বাদু, নানাজাতীয় পাদপ জন্ম গ্রহণ করিল ॥ ১০৫ ॥ এইরূপে বিভু ভব স্মরকে সংদগ্ধ করিয়া, স্বকীয় শরীরসংযমসহকারে পুণ্যলাভকামনায় তপশ্চরণার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন ॥ ১০৬ ॥ পূর্ব্বকালে দেবদেব মহাদেব এই প্রকারে সশর শরাসনের সহিত কামকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতেই সেই মহাধনুর্দ্ধর কাম অনঙ্গ হইয়াছে। দেবগণ তাহার স্তব ও দেবশ্রেষ্ঠগণও তাহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কামদাহ নাম ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

অনন্তর বিভু নারায়ণ অনঙ্গকে অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কন্দর্প! এই স্থানে উপবেশন কর ॥ ১ ॥ কাম তাঁহার অক্ষুব্ধচিত্ততা দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবেগের বশবর্ত্তী হইল। হে মহামুনে! বসন্তেরও অন্তঃকরণে ঐকান্তিক চিন্তা পদগ্রহণ করিল ॥ ২ ॥ অনন্তর ভগবান নারায়ণ স্বাগতবাদসহকারে অপ্সরোগণকে অবলোকন পূর্ব্বক সবিশেষ অভ্যর্থনাদি করিয়া, বসন্তকে কহিলেন, আইস, আইস, এখানে অবস্থিতি কর ॥ ৩ ॥ তৎপরে সেই ভগবান্ নারায়ণ কুসুমাবৃত মঞ্জরী গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সুবর্ণসদৃশাঙ্গী উরুবালারে নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪ ॥ কন্দর্প সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী উরুবালারে দর্শন করিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই বালাকি আমার প্রিয়া রতি ॥ ৫ ॥ কেননা, রতিরই ন্যায়, ইহার সুমিষ্ট বাক্য, সুশোভন লোচন, সুন্দর ভ্রূকুটি, সুরম্য ললাট, সুচারু নাসাবংশ, সুন্দর অধর, সুদৃশ্য ওষ্ঠ এবং সুমধুর দৃষ্টি। ইহার কুচযুগলও, তাহারই ন্যায়, অবিরল, পীবর, মগ্নচূচুক, পীন ও সজ্জনের ন্যায় সংহত তথা বন্ধন পরম সুষমাময় ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ তাহারই ন্যায়, এই চার্ব্বঙ্গীর উদর বলি-

বিতম্ ॥ ৮ ॥ রোমাবলী চ জঘনাদ্যাতি স্তনতটদ্বয়ম্। রাজতে ভৃঙ্গমালেব পুলিনাৎ কমলাকরম্ ॥ ৯ ॥ জঘনস্তত্ত্ববিস্তীর্ণং ভাত্যস্যা রসনাবৃতং। ক্ষীরোদমথনে নদ্ধভুজগেনেব মন্দরম্ ॥ ১০ ॥ কদলীস্তম্ভসদৃশৈনারূধ্ব মূলৈস্তথোরুভিঃ। বিভাতি সা সুচার্বঙ্গী পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভা ॥ ১১ ॥ জানুনী গূঢ়গুল্ফে চ শুভে জঙ্ঘে স্বলোমকে। বিভাত্যস্যাস্তথা পাদাবলক্তকসমত্বিষৌ ॥ ১২ ॥ ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কামস্তামনিন্দিতলোচনাং। কামাতুরোঽসৌ সঞ্জাতঃ কিমুতান্যো জনো মুনে ॥ ১৩ ॥ মাধবোঽপ্যুর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা সঞ্চিন্তয়তি নারদ। কিং স্বিৎকাম নরেন্দ্রস্য রাজধানী স্বয়ং স্থিতা ॥ ১৪ ॥ অজ্ঞাতা শশিনো নূনমিয়ং কান্তির্নিশাক্ষয়ে। রবিরশ্মিপ্রতাপার্ত্তিভীতা শরণমাগতা ॥ ১৫ ॥ ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্নেব অবষ্টভ্যাপ্সরোগণম্। তস্থৌ মুনিরিব ধ্যানমাস্থিতঃ স তু মাধবঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ স বিস্মিতান্ সর্ব্বান্ কন্দর্পাদীন্ মহামুনে। দৃষ্ট্বা প্রোবাচ বচনং স্মিতং কৃত্বা শুভব্রতঃ ॥ ১৭ ॥ ইয়ং মমোরুসম্ভূতা কামাপ্সরসমাধবী। নীয়তাং সুরলোকায় দীয়তাং বাসবায় চ ॥ ১৮ ॥ ইত্যুক্তাঃ কম্পমানাস্তে জগ্মুর্গৃহ্যোর্ব্বশীং দিবম্। সহস্রাক্ষায় তে প্রোচূরূপযৌবনশালিনীং ॥ ১৯ ॥ আচক্ষুশ্চরিতং তাভ্যাং ধর্ম্মজাভ্যাং মহামুনে। দেবরাজায় কামাদ্যাস্ততোঽভূদ্বিস্ময়ঃ পরং ॥ ২০ ॥ এতাদৃশং হি চরিতং খ্যাতিমগ্র্যাং জগাম হ। পাতালেষু তথা মর্ত্ত্যে দিক্ষষ্টাসু জগাম চ ॥ ২১ ॥ একদা নিহতে রৌদ্রে হিরণ্যকশিপৌ মুনে। অভি-

---

বিভূষিত, রোমরাজিতে বিরাজিত, শ্লক্ষ্ণ ও তনুভাবাপন্ন ॥ ৮ ॥ তাহারই ন্যায় এই রোমাবলী জঘন হইতে স্তনতটদ্বয়ে গমন করিয়া, পুলিন হইতে কমলাকরে গমমান ভৃঙ্গমালার ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে ॥ ৯ ॥ তাঁহারই ন্যায়, ইঁহার জঘনবিভাগ অতি বিস্তীর্ণ ও রসনাদামে অলঙ্কৃত। তন্নিবন্ধন, ক্ষীরোদমথনে ভুজঙ্গমনদ্ধ মন্দরাদ্রির ন্যায়, প্রতিভাত হইতেছে ॥ ১০ ॥ তাহারই ন্যায় এই পদ্মপরাগপ্রতিমা সুচার্বঙ্গী কদলীস্তম্ভসদৃশ ঊর্দ্ধমূল ঊরুযুগসহায়ে পরম শোভা বিস্তার করিয়াছে ॥ ১১ ॥ তাহারই ন্যায় ইহাঁর জানু; তাহারই ন্যায় ইহার জংঘা রোমহীন ও পরম সুন্দর, তাহারই ন্যায় ইহার গুল্ফদ্বয় গূঢ়ভাবাপন্ন। এবং তাহারই ন্যায়, ইহার পদযুগল অলক্তক সদৃশ দ্যুতিবিশিষ্ট ॥ ১২ ॥ কাম সেই অনিন্দিতলোচনারে এইরূপে চিন্তা করিয়া, স্বয়ং কামাতুর হইয়া উঠিলেন; অন্যের কথা আর কি বলিব ॥ ১৩ ॥ নারদ! বসন্তও উর্ব্বশীরে অবলোকন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিল, কামরাজার রাজধানীই কি স্বয়ং সাক্ষাৎকারে এখানে অবস্থিতি হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ অথবা, নিশার অবসানে শশির কান্তি রবিরশ্মির প্রতাপার্ত্তিভয়ে অতর্কিতরূপে ইহার শরণ গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১৫ ॥ বসন্ত এই-প্রকার চিন্তার অনুসরণক্রমে অপ্সরোগণকে অবষ্টব্ধ করিয়া, মুনির ন্যায়, ধ্যানপরায়ণ হইয়া, তথায় দণ্ডায়মান হইল ॥ ১৬ ॥ হে মহামুনে! মহামুনি নারায়ণ কাম প্রভৃতি সকলকেই অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া, ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে কাম! হে অপ্সরোগণ! হে বসন্ত! তোমরা আমার ঊরুসমুদ্ভব এই বালারে সুরলোকে লইয়া, দেবরাজের হস্তে সম্প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

তাহারা এইরূপ অভিহিত হইয়া, কম্পমান কলেবরে উর্ব্বশীরে গ্রহণ করিয়া, সুরলোকে সমাগত হইয়া, সহস্রাক্ষের গোচরে রূপযৌবনশালিনী সেই ঊরুবালারে নিবেদন ॥ ১৯ ॥ এবং তৎসহকারে ধর্ম্মজ নর নারায়ণের চরিতও বিজ্ঞাপিত করিল। হে মহামুনে! তাহাতে সকলেরই পরম বিস্ময় উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥ অনন্তর, নর নারায়ণের এতাদৃশ চরিত সমুদায় পাতালে, মর্ত্ত্যে ও অষ্টদিগ্‌বিভাগে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইয়া উঠিল ॥ ২১ ॥

হে মুনে! কোন সময়ে রৌদ্রপ্রকৃতি হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে, প্রহ্লাদ নামে দানব

দ্বিজস্তদা রাজ্যে প্রহ্লাদো নাম দানবঃ ॥ ২২ ॥ অস্মিন্ শাসতি দৈত্যেন্দ্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে। মখান্ ভূম্যাং নৃপতয়ো যজন্তে বিধিবত্তদা ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্মং তীর্থযাত্রাশ্চ কুর্ব্বতে। বৈশ্যাশ্চ পশুবৃত্তিস্থাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ২৪ ॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ততস্তস্থাবাশ্রমে ধর্ম্মকর্ম্মণি। অবর্ত্তত ততো দেবা বৃত্ত্যা যুক্তাভবন্মুনে ॥২৫॥ ততস্তু চ্যবনো নাম ভার্গবেন্দ্রো মহাতপাঃ। জগাম নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ নাকুলেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা মহাদেবং নদীং স্নাতুমবাতরৎ। অবতীর্ণং প্রজগ্রাহ নাগঃ কেকরলোহিতঃ ॥ ২৭ ॥ গৃহীতস্তেন নাগেন সস্মার মনসা হরিম্। সংস্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ব্বিষোঽভূন্মহোরগঃ ॥২৮॥ নীতস্তেনাতিরৌদ্রেণ পন্নগেন রসাতলম্। নির্ব্বিষশ্চাপি তত্যাজ চ্যবনং ভুজগোত্তমঃ ॥৩৯॥ সন্ত্যক্তমাত্রো নাগেন চ্যবনো ভার্গবোত্তমঃ। চচার নাগকন্যাভিঃ পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥৩০॥ বিচরন্ প্রবিবেশাথ দানবানাং মহৎ পুরম্। সংপূজ্যমানো দৈত্যেন্দ্রৈঃ প্রহ্লাদোঽথ দদর্শ তম্॥৩১॥ ভৃগুপুত্রো মহাতেজাঃ পূজাঞ্চক্রে যথার্হতঃ। সংপূজিতোপবিষ্টশ্চ পৃষ্টশ্চানাময়ং প্রতি ॥ ৩২ ॥ স চোবাচ মহাতেজা মহাতীর্থে মহাফলং। স্নাতুমেবাগতোঽস্ম্যদ্য দ্রষ্টুং বৈ নাকুলেশ্বরং ॥ ৩৩ ॥ নদ্যামেবাবতীর্ণোঽস্মি গৃহীতশ্চাহিনা বলাৎ। সমানীতোঽস্মি পাতালে দৃষ্টশ্চাত্র ভবানপি ॥৩৪॥ এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং চ্যবনস্য দিগীশ্বরঃ। প্রোবাচ ধর্ম্মসংযুক্তং স বাক্যং বাক্যকোবিদঃ ॥৩৫॥

প্রহ্লাদ উবাচ। ভগবন্ কানি তীর্থানি পৃথিব্যাং কানি চাম্বরে। রসাতলে চ কানি স্যুরেতদ্বক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৩৬ ॥

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২২ ॥ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ স্বয়ং দেব ও দ্বিজাতিগণের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিকারে নৃপতিগণ পৃথিবীতে যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণগণ যথোক্ত রীতিক্রমে তপস্যা, ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৈশ্যগণ পশুবৃত্তির অনুসরণ করিল। শূদ্রেরা সেবাপরায়ণ হইল ॥ ২৪ ॥ এইরূপে চারি বর্ণই স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণও বৃত্তিযুক্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৫ ॥ ঐ সময়ে মহাতপা ভার্গবশ্রেষ্ঠ চ্যবন নকুলেশ্বরাধিদৈবত নর্ম্মদাতীরে স্নান করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ তথায় মহাদেবকে দর্শন করিয়া, স্নানার্থ নদীতে অবতীর্ণ হইলেন। অবতরণ করিবামাত্র কেকরলোহিত নাগ তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তদবস্থায় তিনি মনে মনে হরির স্মরণ করিবামাত্র ঐ মহোরগ বিষহীন হইল ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ তখন সেই ভয়ঙ্করপন্নগ তাঁহাকে রসাতলে লইয়া গেল। অনন্তর সেই বিষহীন ভুজগোত্তম ভার্গবকে পরিত্যাগ করিল ॥ ২৯ ॥ ভার্গবোত্তম চ্যবন নাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তমাত্র তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। নাগকন্যারা চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া, তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ অনন্তর তিনি বিচরণ করিতে করিতে দৈত্যেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বিশিষ্ট বিধানে পূজ্যমান হইয়া, দানবগণের মহাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহারে দর্শন করিয়া ॥ ৩১ ॥ যথাযোগ্য বিধানে সেই মহাতেজা ভৃগুপুত্রের পূজাবিধি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর পূজান্তে তিনি উপবেশন করিলে, তাঁহারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩২ ॥ তখন তিনি মহাতীর্থের মহাফল কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, আমি অদ্য নকুলেশ্বর তীর্থে স্নান ও তাহা দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ নদীতে অবতীর্ণ হইলে, সর্প আমারে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। অনন্তর পাতালে তৎকর্ত্তৃক আনীত হইলে, তোমারে অবলোকন করিলাম ॥ ৩৪ ॥

দিক্‌পতি প্রহ্লাদ চ্যবনের এই বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ ভগবন্! ধরাতলে, গগনমণ্ডলে ও পাতালেই বা কোন্ কোন্ তীর্থ আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ৩৬ ॥

চ্যবন উবাচ। পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরিক্ষে চ পুষ্করম্। চক্রতীর্থং মহাবাহো রসাতলতলে বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রুত্বা তদ্ভার্গববচো দৈত্যরাজো মহামুনে। নৈমিষে গন্তুকামস্তু দানবানিদমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। উত্তিষ্ঠধ্বং গমিষ্যামঃ স্নাতুং তীর্থং হি নৈমিষং। দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতং ॥ ৩৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তা দানবেন্দ্রেণ সর্ব্বে বৈ দৈত্যদানবাঃ। চক্রুরুদ্যোগমতুলং নির্জগ্মুশ্চ রসাতলাৎ ॥ ৪০ ॥ তে সমভ্যেত্য দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ। নৈমিষারণ্যমাগম্য স্নানং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥ ততো দিতীশ্বরঃ শ্রীমান্ মৃগব্যাং স চচার হ। চরন্ সরস্বতীং পুণ্যাং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪২ ॥ তস্যা দূরে মহাশাখং শালবৃক্ষং শরৈশ্চিতম্। দদর্শ বাণানপরান্ মুখে লগ্নান্ পরস্পরম্ ॥ ৪৩ ॥ ততস্তানদ্ভুতাকারান্ বাণান্নাগোপবীতকান্। দৃষ্ট্বাতুলং তদা চক্রে ক্রোধং দৈত্যেশ্বরঃ কিল ॥ ৪৪ ॥ স দদর্শ ততো দূরাৎ কৃষ্ণাজিনধরৌ মুনী। সমুন্নতজটাভারৌ তপস্যাসক্তমানসৌ ॥ ৪৫ ॥ তয়োশ্চ পার্শ্বয়োর্দিব্যে ধনুষী লক্ষণান্বিতে। শার্ঙ্গমাজগবং চৈব অক্ষয্যৌ চ মহেষুধী ॥ ৪৬ ॥ তৌ দৃষ্ট্বামন্যত তদা দাম্ভিকাবিতি দানবঃ। ততঃ প্রোবাচ বচনং তাবুভৌ পুরুষোত্তমৌ ॥ ৪৭ ॥ কিং ভবদ্ভ্যাং সমারব্ধো দম্ভো ধর্ম্মবিনাশনঃ। ক্ব তপঃ ক্ব জটাভারঃ ক্ব চেমৌ প্রবরায়ুধৌ ॥ ৪৮ ॥ অথোবাচ নরো দৈত্যং কা তে চিন্তা দিতীশ্বর। সামর্থ্যে সতি যৎ কার্য্যং তৎ সম্পদ্যেত তস্য হি ॥ ৪৯ ॥ অথোবাচ দিতীশস্তৌ কা শক্তির্যুবয়োরিহ। ময়ি তিষ্ঠতি

চ্যবন কহিলেন, হে মহাবাহো! পৃথিবীতে নৈমিষ, অন্তরিক্ষে পুষ্কর এবং রসাতলে চক্রতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহামুনে! ভার্গবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ নৈমিষতীর্থে গমন করিতে উদ্যত হইয়া, দৈত্যদিগকে বলিলেন ॥ ৩৮ ॥ সকলে উত্থিত হও; নৈমিষ তীর্থে স্নান করিতে যাইব। তথায় পীতবসন, অচ্যুত পুণ্ডরীককে দর্শন করিব ॥ ৩৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেন্দ্র এইপ্রকার কহিলে, দৈত্যদানব সকলেই অতুল উদ্যোগে প্রবৃত্ত ও রসাতল হইতে বিনির্গত হইল ॥ ৪০ ॥ তাহারা সকলেই মহাবল। নৈমিষারণ্যে আগমন করিয়া হর্ষভরে স্নান করিল ॥ ৪১ ॥ অনন্তর দিতীশ্বর শ্রীমান্ প্রহ্লাদ মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে নির্ম্মলজলশালিনী পরম পবিত্র সরস্বতীরে অবলোকন করিলেন ॥ ৪২ ॥ তাহার অদূরে শরপরম্পরায় পরিবৃত প্রকাণ্ড শাখাবেষ্টিত শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। পরস্পর মুখে সংলগ্ন অন্যান্য বাণ সকলও তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইল ॥ ৪৩ ॥ তিনি সেই অদ্ভুতাকৃতি, নাগোপবীতক শর সকল সন্দর্শন করিয়া, অতুল ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর তিনি দূর হইতে কৃষ্ণাজিনপরিবীত মুনিদ্বয়কে দর্শন করিলেন। তাঁহাদের জটাভার সমুন্নত, মন তপোনুষ্ঠানে সন্নিহিত ॥ ৪৫ ॥ তাহাদের পার্শ্বদ্বয়ে শার্ঙ্গ ও আজগব নামে সুলক্ষণলক্ষিত দিব্য ধনুর্দ্বয় ও অক্ষয় তূণীরদ্বিতয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া, উভয়কেই দাম্ভিক বলিয়া প্রহ্লাদের প্রতীতি জন্মিল। তখন, তিনি সেই পুরুষোত্তম নর ও নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ তোমরা কি উভয়ে ধর্ম্মবিনাশন দম্ভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? কেননা, তপস্যা কোথায়, জটাভার কোথায়? আর এই উৎকৃষ্ট আয়ুধদ্বয়ই বা কোথায়? ॥ ৪৮ ॥

নর কহিলেন, দিতীশ্বর! তোমার চিন্তার বিষয় কি? সামর্থ্য থাকিলে, যাহা করা যায়, তাহাই তাহার সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

দৈত্যেন্দ্রে ধর্মসেতুপ্রবর্ত্তকে ॥ ৫০ ॥ নরস্তং প্রত্যুবাচাথ আবাং কৃতশক্তিকৌ । ন কশ্চিচ্ছ-ক্নুয়াজ্জেতুং নরনারায়ণৌ যুধি ॥ ৫১ ॥ দৈত্যেশ্বরস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রতিজ্ঞামারুরোহ চ । যথা কথঞ্চিজ্জেষ্যামি নরনারায়ণৌ রণে ॥ ৫২ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা দিতীশ্বরঃ স্থাপ্য বলং বনান্তে । বিতত্য চাপং গুণমাবিকৃত্য তলধ্বনিং ঘোরতরং চকার ॥ ৫৩ ॥ ততো নরস্ত্বাজগবং চাপমানম্য বাণান্ সুবহূন্ শিতাগ্রান্ । মুমোচ তানপ্রতিমৈঃ পৃষৎকৈশ্চিচ্ছেদ দৈত্যস্তপনীয়পুঙ্খৈঃ ॥৫৪॥ ছিন্নান্ সমীক্ষ্যাথ নরঃ পৃষৎকান্ দৈত্যেশ্বরেণাপ্রতিমেন সংযুগে । ক্রুদ্ধঃ সমানম্য মহাধনুস্ততো মুমোচ চান্যান্ বিবিধান্ পৃষৎকান্ ॥ ৫৫ ॥ একং নরো দ্বৌ দিতিজেশ্বরশ্চ ত্রীন্ ধর্মসূনুশ্চতুরো দিতীশঃ । নরস্তু বাণান্ প্রমুমোচ পঞ্চ ষড় দৈত্যনাথো নিশিতান্ পৃষৎকান্ ॥ ৫৬ ॥ স চ ঋষিমুখ্যো বিচ্ছেদ দৈত্যো নরস্তু ষট্ত্রিংশতি চ দৈত্যমুখ্যঃ । ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ নব ষট্ নরেণ দ্বিসপ্ততিং দৈত্যপতিঃ সসর্জ ॥ ৫৭ ॥ শতং নরস্ত্রীণি শতানি দৈত্যঃ ষট্ ধর্মপুত্রো দশ দৈত্যরাজঃ । ততোহসংখ্যেয়-তরান্ হি বাণান্ মুমোচতুস্তৌ সুভৃশং হি কোপাৎ ॥৫৮॥ ততো নরো বাণগণৈরসংখ্যৈরবাস্তরদ্ভূমি-মথো দিশঃ খং । স চাপি দৈত্যপ্রবরঃ পৃষৎকৈশ্চিচ্ছেদ বেগাত্তপনীয়পুঙ্খৈঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ পত্রিভির্বীরৌ সুভৃশং নরদানবৌ । তদা যুযুধাতে ঘোররূপৈঃ পরস্পরম্ ॥ ৬০ ॥ ততস্তু দৈত্যেন বরাস্ত্রপাণিনা চাপে নিযুক্তং পিতামহাস্ত্রং । নরস্তু চাপে পরমায়ুধে পুনর্যুযোজ নারায়ণ-মস্ত্রমুগ্রম্ ॥ ৬১ ॥ মহেশ্বরাস্ত্রং পুরুষোত্তমেন সমং সমাহত্য নিপেততুস্তৌ ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মাস্ত্রে তু

তখন প্রহ্লাদ তাঁহাদের উভয়কেই কহিলেন, ধর্ম্মসেতুপ্রবর্ত্তক দৈত্যেন্দ্র আমি বিদ্যমান থাকিতে, তোমাদের আবার সামর্থ্য কি ॥ ৫০ ॥

নর তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমরা উভয়েই প্রচণ্ডশক্তিবিশিষ্ট। কোন ব্যক্তিই যুদ্ধে আমাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে ॥ ৫১ ॥ তখন দৈত্যেশ্বর জাতক্রোধ হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোনরূপে হউক, নরনারায়ণকে যুদ্ধে জয় করিব ॥ ৫২ ॥ এইপ্রকার বচনবিন্যাস পুরঃসর মহাত্মা ক্ষিতীশ্বর বনান্তে সৈন্য সকলকে ব্যূহিত, শরাসন বিতত ও গুণ আবিষ্কৃত করিয়া, ঘোরতর তলধ্বনি করিলে ॥ ৫৩ ॥ নর আজগব ধনু আনমিত করিয়া, ভূরি ভূরি সিতাগ্র শর মোচন করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি রুক্মপুঙ্খ অপ্রতিম বাণ সকল প্রয়োগ করিয়া, তৎসমস্ত ছেদন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ যুদ্ধে অপ্রতিম দৈত্যপতি শর সকল ছিন্ন করিলে, তাহা দর্শন করিয়া, নর ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাধনু আনমিত করত, অন্যতর বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ তিনি একতর শর প্রয়োগ করিলে, প্রহ্লাদ শরদ্বয় মোচন করেন। এইরূপ তিনি শরত্রয় মোচন করিলে, প্রহ্লাদ শরচতুষ্টয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পুনশ্চ, তিনি পঞ্চ শর প্রক্ষেপ করিলে, প্রহ্লাদ সুশাণিত ছয় শর নিয়োগ করেন। পুনরায় সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ছয় শর প্রয়োগ করিলে, দৈত্যশ্রেষ্ঠ তাঁহার উদ্দেশে নয় শর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। নর পুনরপি ষট্ত্রিংশ শর মোচন করিলে, দৈত্যপতি দ্বিসপ্ততি বাণ প্রয়োগ করেন ॥৫৬॥৫৭॥ এবং নর একশত শর মোচন করিলে, দৈত্যেশ্বর তিনশত ও নর ছয়শত প্রয়োগ করিলে, দৈত্যপতি দশশত বিসর্জ্জন করেন। অনন্তর উভয়ে অতিমাত্র রোষভরে অসংখ্যেয়তর শর মোচন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ঐ সময়ে নর অসংখ্যেয় শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল, সমুদায় আচ্ছন্ন করিলে, দৈত্যপতি বেগভরে তপনীয়পুঙ্খ শরসমূহ সন্ধান করিয়া তৎসমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৯ ॥ তাঁহারা উভয়েই অতিমাত্র বীর্য্যশালী। উভয়ে ঘোররূপ শর ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রপ্রয়োগ সহকারে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর বরাস্ত্রপাণি দৈত্যপতি শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোজিত করিলে, নরও পরমায়ুধ ধনুতে উগ্র নারায়ণাস্ত্র সন্নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৬১ ॥ সেই পুরুষোত্তম কর্তৃক মহেশ্বরাস্ত্র প্রয়োজিত হইলে, উভয় অস্ত্র সমাহত হইয়া, যুগপৎ পতিত হইল ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মাস্ত্র

প্রশমিতে প্রহ্লাদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ । গদাং প্রগৃহ্য তরসা প্রচস্কন্দ রথোত্তমাৎ ॥ ৬৩ ॥ গদাপাণিং সমায়ান্তং দৈত্যং নারায়ণস্তদা । দৃষ্ট্বা তৎপৃষ্ঠতশ্চক্রে নরং যোদ্ধুমনাঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৪ ॥ ততো দিতীশঃ সগদঃ সমাদ্রবৎ বরাঙ্গবীর্য্যং তপসাং নিধানম্ । খ্যাতং পুরাণর্ষিমুদারবিক্রমং নারায়ণং নারদ লোকপালম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদযুদ্ধে নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । শার্ঙ্গপাণিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বাগ্রে দানবেশ্বরঃ । পরিভ্রাম্য গদাং বেগান্মূর্দ্ধি সাধ্যমতাড়য়ৎ ॥ ১ ॥ তাড়িতস্যাথ গদয়া ধর্ম্মপুত্রস্য নারদ । নেত্রাভ্যামপতদ্বারি বহ্নিবর্ষনিভং ভুবি ॥ ২ ॥ মূর্দ্ধ্নি নারায়ণস্যাপি সা গদা দানবার্পিতা । জগাম শতধা ব্রহ্মন্ শৈলশৃঙ্গে যথাশনিঃ ॥ ৩ ॥ ততো নিবৃত্য দৈত্যেন্দ্রঃ সমাস্থায় রথং দ্রুতম্ । আদায় কার্ম্মুকং বীরস্তূণাদ্বাণং সমাদদে ॥ ৪ ॥ আনম্য চাপং বেগেন গার্দ্ধপত্রান্ শিলীমুখান্ । মুমোচ সাধ্যায় তদা ক্রোধান্ধীকৃতমানসঃ ॥ ৫ ॥ তানাপতত এবাশু বাণাংশ্চন্দ্রার্দ্ধসন্নিভান্ । চিচ্ছেদ বাণৈরপরৈর্নির্বিভেদ চ দানবম্ ॥ ৬ ॥ ততো নারায়ণং দৈত্যো দৈত্যং নারায়ণঃ শরৈঃ । আবিধ্যেতাং তদান্যোন্যং মর্ম্মভিদ্ভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৭ ॥ ততোঽম্বরে সংনিপাতো দেবানামভবন্মুনে । দিদৃক্ষূণাং তদা যুদ্ধং লঘু চিত্রঞ্চ সুষ্ঠু চ ॥ ৮ ॥ ততঃ সুরাণাং দুন্দুভ্যঃ অবাদ্যন্ত মহাস্বনাঃ । পুষ্পবর্ষমনৌপম্যং

ব্যর্থ হইলে, প্রহ্লাদ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, গদা গ্রহণ করিয়া, সবেগে রথ হইতে প্রস্কন্দিত হইলেন ॥ ৬৩ ॥ নারায়ণ প্রহ্লাদকে গদাহস্তে আগমন করিতে দেখিয়া, স্বয়ং যোদ্ধুকাম হইয়া, নরকে তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে করিলেন ॥ ৬৪ ॥ হে নারদ ! তখন দৈত্যপতি গদাহস্তে শার্ঙ্গবাণপাণি, তপোনিধি, উদারবিক্রম, লোকপতি ও পুরাণ ঋষিনামে বিখ্যাত নারায়ণের অভিমুখে সবেগে সমাগত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদযুদ্ধ নামক সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

দানবেশ্বর শার্ঙ্গপাণি নারায়ণকে সম্মুখে সমাগত দর্শন করিয়া, সবেগে গদাঘূর্ণনপূর্ব্বক তদীয় মস্তকে আঘাত করিল। হে নারদ ! গদা দ্বারা তাড়িত হওয়াতে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অগ্নিবৃষ্টির সদৃশ সলিল নিপতিত হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মন্ ! শৈলশৃঙ্গে অশনি যেমন, নারায়ণের মস্তকে দানবেন্দ্রের গদা তেমন, অর্পিত মাত্র শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল ॥ ৩ ॥ তদ্দর্শনে দৈত্যেন্দ্র নিবৃত্ত ও সত্বরে রথে অধিরূঢ় হইয়া, কার্ম্মুকগ্রহণ ও তূণীর হইতে শর উদ্ধরণ করিলেন ॥ ৪ ॥ এবং শরাশন আনমন করিয়া, বেগাবিষ্করণপুরঃসর ক্রোধান্ধীকৃত মানসে গার্দ্ধপত্র শর সকল তাঁহার উদ্দেশে মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ নারায়ণ আপতনসময়েই সেই গার্দ্ধপত্র শরসমূহ আশু ছেদন ও অপর বাণসমূহে দৈত্যপতিকে নির্ভিন্ন করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর দৈত্য নারায়ণকে ও নারায়ণ দৈত্যকে, এইরূপে উভয়ে উভয়কে মর্ম্মভেদী শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ ঐ সময়ে তাঁহাদের সেই লঘু, চিত্র ও সুষ্ঠুভাবাপন্ন যুদ্ধ দর্শন করিবার অভিলাষে অম্বরপ্রদেশে, অমরগণ সমবেত হইলেন ॥ ৮ ॥ এবং মহাস্বন দুন্দুভি সকল সম্যক্‌রূপে নিনাদিত করিয়া, নারায়ণ ও দৈত্যের উদ্দেশে অনুপম পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিতে

[illegible] সাধ্যদৈত্যয়োঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ খস্থেষু দৈত্যেষু গগনস্থেষু তাবুভৌ। অযুধ্যেতাং মহেষ্বাসৌ প্রেক্ষকপ্রীতিবর্দ্ধনং ॥ ১০ ॥ ববর্ষতুস্তদাকাশং তাবুভৌ শরবৃষ্টিভিঃ। দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ছাদয়েতাং শরোৎকরৈঃ ॥ ১১ ॥ ততো নারায়ণশ্চাপং সমাকৃষ্য মহামুনে। বিভেদ মার্গণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রহ্লাদং সর্ব্বমর্ম্মসু ॥ ১২ ॥ তদা দৈত্যেশ্বরঃ ক্রুদ্ধশ্চাপমানম্য বেগবান্। বিভেদ হৃদয়ে বাহ্বোর্বদনে চ নরোত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ ততোঽস্যতো দৈত্যপতেঃ কার্ম্মুকং মুষ্টিবন্ধনাৎ। চিচ্ছেদৈকেন বাণেন চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসা ॥ ১৪ ॥ অপাস্য তদ্ধনুশ্ছিন্নং চাপমাদায় চাপরম্। অধিজ্যং লাঘবাৎ কৃত্বা ববর্ষ নিশিতান্ শরান্ ॥ ১৫ ॥ তানপ্যস্য শরান্ সাধ্যশ্ছিত্বা বাণৈরবাকিরৎ। কার্ম্মুকং চ ক্ষুরপ্রেণ চিচ্ছেদ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ ছিন্নং ছিন্নং ধনুর্দৈত্যস্তত্তদন্যৎ সমাদদে। সমাদত্তং তদা সাধ্যো মুনে চিচ্ছেদ লাঘবাৎ ॥ ১৭ ॥ সংছিন্নেষথ চাপেষু জগ্রাহ দিতিজেশ্বরঃ। পরিঘং দারুণং দীর্ঘং সর্ব্বলৌহময়ং দৃঢ়ং ॥ ১৮ ॥ পরিগৃহ্যাথ পরিঘং ভ্রাময়ামাস দানবঃ। ভ্রাম্যমাণং স চিচ্ছেদ নারাচেন মহামুনে ॥১৯॥ ছিন্নে তু পরিঘে শ্রীমান্ প্রহ্লাদো দানবেশ্বরঃ। মুদ্গরং ভ্রাম্য বেগেন প্রচিক্ষেপ নরোত্তমে ॥ ২০ ॥ তমাপতন্তং বলবান্মার্গণৈর্দশভির্মুনে। চিচ্ছেদ দশধা সাধ্যঃ স ছিন্নো ন্যপতদ্ভুবি ॥ ২১ ॥ মুদ্গরে বিতথে জাতে প্রাসমাদায় বেগবান্। প্রচিক্ষেপ নরাগ্র্যায় তঞ্চ চিচ্ছেদ ধর্ম্মজঃ ॥ ২২ ॥ প্রাসে ছিন্নে ততো দৈত্যঃ শক্তিমাদায় চিক্ষিপ। তাঞ্চ চিচ্ছেদ বলবান্ ক্ষুরপ্রেণ মহাতপাঃ ॥ ২৩ ॥ ছিন্নেষু

লাগিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর দৈত্যগণও আকাশ আশ্রয় করিয়া এই ব্যাপার অবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নারায়ণ ও প্রহ্লাদ উভয়েই মহাধনু ধারণ করিয়া দর্শকগণের প্রীতিবর্দ্ধন পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥ এবং শরবৃষ্টি সহকারে আকাশ রুদ্ধ এবং দিক ও বিদিক্‌সমূহ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥ হে মহামুনে! ঐ সময়ে নারায়ণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া, তীক্ষ্ণমার্গণবিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রহ্লাদের সমুদায় মর্ম্মপ্রদেশ বিদারিত করিলেন ॥ ১২ ॥ তখন সেই দৈত্যপতিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সবেগে শরাসন আনত করিয়া, নরোত্তমের হৃদয়, বদন ও দুই বাহু বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩ ॥ নারায়ণ বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত দৈত্যপতির কার্ম্মুকের মুষ্টিবন্ধ অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক শর দ্বারা ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রহ্লাদ তদবস্থ ধনু দর্শন করিয়া, তৎক্ষণমাত্রে অপর শরাসন গ্রহণ ও লঘুহস্ততা প্রদর্শন সহকারে তাহাতে জ্যাযোজনপূর্ব্বক নিশিত শরসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ নারায়ণ সেই শর সকলও ছেদন করিয়া, অনবরত বাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন ও ক্ষুরপ্রপ্রহারপুরঃসর তাঁহার সেই কার্ম্মুকও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬ ॥ এইরূপে তিনি বারংবার শরাসন ছেদন করিলে, দৈত্যপতিও পুনঃ পুনঃ অন্য ধনু গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! প্রহ্লাদ যতবারই ধনু গ্রহণ করিলেন, নারায়ণ ততবারই হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে সমুদায় শরাসন ছিন্ন হইলে, দিতিজেশ্বর সর্ব্বলৌহময়, দীর্ঘ, দারুণ, দৃঢ় পরিঘ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ সেই পরিঘ গ্রহণ করিয়া যেমন ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন, সেই সময়ে নারায়ণ নারাচ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯ ॥ হে মহামুনে! পরিঘ ছিন্ন হইলে, দৈত্যেশ্বর শ্রীমান্ প্রহ্লাদ বেগভরে মুদ্গর ভ্রামিত করিয়া, নারায়ণের উদ্দেশে প্রয়োগ করিলেন ॥ ২০ ॥ মুনে! মহাবল নারায়ণ সেই আপতমান মুদ্গর নেত্রগোচর করিয়া, দশ বাণে দশ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মুদ্গর ছিন্ন হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল ॥ ২১ ॥ মুদ্গর ব্যর্থ হইলে, প্রাস গ্রহণ করিয়া নারায়ণের উপরি প্রক্ষেপ ও সেই ধর্ম্মনন্দন নারায়ণও তাহা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন ॥ ২২ ॥ প্রাস ছিন্ন হইলে, দৈত্যপতি শক্তি গ্রহণ করিয়া, নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল মহাতপাঃ নারায়ণ ক্ষুরপ্র-প্রয়োগে তাহাও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩ ॥ ঐ সকল শর ছিন্ন হইলে, দৈত্যপতি অন্যতর

তেষু শস্ত্রেষু দানবোঽস্ত্রবরঃ। সন্দধার ততো বাণানেকতত্ত্বার নারদ ॥ ২৪ ॥ ততো নারায়ণো দেবো দৈত্যনাথং জগদগুরুঃ। নারাচেনার্কবর্ণেন বক্ষস্যেহস্মরতাপনঃ ॥ ২৫ ॥ স ভিন্নহৃদয়ো ব্রহ্মন্ দেবেনাদ্ভুতকর্ম্মণা। নিপপাত রথোপস্থে তমপোবাহ সারথিঃ ॥ ২৬ ॥ স সংজ্ঞামচিরেণৈব প্রতিলভ্য দিতীশ্বরঃ। সুদৃঢ়ং চাপমাদায় ভূয়ো যোদ্ধুমুপাগতঃ ॥ ২৭ ॥ তমাগতং সমিরীক্ষ্য প্রত্যুবাচ নরাগ্রজঃ। গচ্ছ দৈত্যেন্দ্র যোৎস্যামঃ প্রাতরাহ্নিকমাচর ॥ ২৮ ॥ এবমুক্তো দিতীশস্তু সাধ্যেনাদ্ভুতকর্ম্মণা। জগাম নৈমিষারণ্যং ক্রিয়াং চক্রে তদাহ্নিকীম্ ॥ ২৯ ॥ এবং যুধ্যতি দেবে চ প্রহ্লাদোঽপ্যস্মরন্মুনে। রাত্রৌ চিন্তয়তে যুদ্ধে কথং জেষ্যামি দাম্ভিকম্ ॥ ৩০ ॥ এবং নারায়ণেনাসৌ সহাযুধ্যত নারদ। দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু দৈত্যো দেবং ন চাজয়ৎ ॥ ৩১ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে হ্যজিতে পুরুষোত্তমে। পীতবাসসমভ্যেত্য দানবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ কিমর্থং দেবদেবেশ সাধ্যং নারায়ণং হরিম্। বিজেতুং নাদ্য শক্নোমি এতন্মে কারণং বদ ॥ ৩৩ ॥

পীতবাসা উবাচ। দুর্জ্জয়োঽসৌ মহাবাহুস্ত্বয় প্রহ্লাদ ধর্ম্মজঃ। সাধ্যো বিপ্রবরো ধীমান্ মৃধে দেবাসুরৈরপি ॥ ৩৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। যদ্যসৌ দুর্জ্জয়ো দেব ময়া সাধ্যো রণাজিরে। তৎ কথং যৎ প্রতিজ্ঞাতং তদসত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ হীনপ্রতিজ্ঞো দেবেশ কথং জীবেত মাদৃশঃ। তস্মাৎ তবাগ্রতো বিষ্ণো করিষ্যে কায়শোষণম্ ॥ ৩৬ ॥

মহাধনু গ্রহণ করিয়া, শরপরম্পরাপ্রয়োগপূর্ব্বক নারায়ণকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন ॥ ২৪ ॥ নারদ ! তখন জগন্নাথ ভগবান্ নারায়ণ নারাচ নিক্ষেপ করিয়া,তদীয় হৃদয় আহত করিলেন ॥২৫॥ ব্রহ্মন্ ! এইরূপে অদ্ভুতকর্ম্মা নারায়ণ হৃদয় বিদারিত করিলে, দৈত্যপতি রথোপস্থে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সারথি তাঁহারে রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর দিতিজেশ্বর অচিরকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া, সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন ॥ ২৭ ॥

নারায়ণ তাঁহারে যুদ্ধার্থ উপাগত অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, দৈত্যেন্দ্র ! প্রাতঃকাল উপস্থিত। অতএব গমন করিয়া, আহ্নিক সমাধান কর। পরে যুদ্ধ করা যাইবে ॥ ২৮ ॥ বিচিত্র-কর্ম্মা নারায়ণ এইপ্রকার বচন প্রয়োগ করিলে, দৈত্যপতি নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া, আহ্নিক-কৃত্য সংবিধান করিলেন ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! নারায়ণ ঐরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, দৈত্যপতি চিন্তাপরায়ণ হইলেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে, তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ ভাবনার সঞ্চার হইল, কিরূপে দাম্ভিককে জয় করিব ॥ ৩০ ॥ নারদ। এইরূপে, নারায়ণের সহিত দিব্যবর্ষসহস্র যুদ্ধ করিয়াও, দৈত্যপতি কোনমতেই জয়লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর বর্ষসহস্রপর্য্যবসানেও নারায়ণ পরাজিত না হওয়াতে, দানবরাজ ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপস্থ হইয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ হে দেবদেবেশ ! আমি কিকারণে আজিও নারায়ণকে জয় করিতে পারিলাম না, বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৩৩ ॥

পীতবাসা কহিলেন, প্রহ্লাদ ! ধর্ম্মনন্দন মহাবাহু নারায়ণকে জয় করা তোমার কার্য্য নহে। দেবাসুরগণও যুদ্ধে সেই শ্রীমান্ দ্বিজাগ্রগণ্য নারায়ণকে জয় করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৩৪ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, দেব ! যদি রণাঙ্গনে সেই নারায়ণকে জয় করা আমার সাধ্য না হয়, তাহা হইলে, আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কিরূপে মিথ্যা হইবে ॥ ৩৫ ॥ হে দেবেশ ! প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে, মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে প্রাণধারণে সমর্থ হইবে। এই কারণে, হে বিষ্ণো ! আপনার সমক্ষে আমি শরীর শোষণ করিব ॥ ৩৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং দেবাগ্রে দানবেশ্বরঃ। শিরঃস্নাতকদা তস্থৌ গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥ ততো দৈত্যপতিং বিষ্ণুঃ পীতবাসাব্রবীদ্বচঃ। গচ্ছ জেষ্যসি ভক্ত্যা ত্বং ন যুদ্ধেন কদাচন ॥ ৩৮ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। অন্যো যদ্যজয়ো দেব ত্রৈলোক্যেঽপি সুব্রত। ন স্থাতুং ত্বৎপ্রসাদেন শক্যং কিমুত রোষতঃ ॥ ৩৯ ॥ ময়াজিতং দেবদেব ত্রৈলোক্যমপি সুব্রত। জিতোঽয়ং ত্বৎপ্রসাদেন শক্রঃ কিমুত ধর্ম্মজঃ ॥ ৪০ ॥

পীতবাসা উবাচ। সোঽহং দানবশার্দ্দূল লোকানামনুকম্পয়া। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থায় তপশ্চর্য্যাং সমাস্থিতঃ ॥ ৪১ ॥ তস্মাদ্যদীচ্ছসি জয়ং তমারাধয় দানব। তং পরাজেষ্যসে ভক্ত্যা তস্মাচ্ছুশ্রূষ ধর্ম্মজম্ ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তঃ পীতবস্ত্রেণ দানবেন্দ্রো মহাত্মনা। অব্রবীদ্বচনং হৃষ্টঃ সমাহূয়ান্ধকং মুনে ॥ ৪৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব পরিপাল্যাস্ত্বয়ান্ধক। ময়োৎসৃষ্টমিদং রাজ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং মহীভুজ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যেবমুক্তো জগ্রাহ রাজ্যং হৈরণ্যলোচনঃ। প্রহ্লাদোঽপি তদা গচ্ছন্ পুণ্যং বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৪৫ ॥ দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং নরঞ্চ দিতিজেশ্বরঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ববন্দে চরণৌ তয়োঃ ॥ ৪৬ ॥ তমুবাচ মহাতেজা বাক্যং নারায়ণোঽব্যয়ঃ। কিমর্থং প্রণতোঽসীহ মামজিত্বা মহাসুর ॥ ৪৭ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। কস্ত্বাং জেতুং প্রভো শক্তঃ কস্ত্বত্তঃ পুরুষোঽধিকঃ। ত্বং হি নারায়ণোঽনন্তঃ

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈত্যপতি প্রহ্লাদ বিষ্ণুর সমক্ষে এইপ্রকার বাক্য বিন্যাস করিয়া, তৎক্ষণাৎ শিরস্নানপূর্ব্বক সনাতনব্রহ্মজপসহকারে দণ্ডায়মান হইলেন ।। ৩৭ ।। তদ্দর্শনে পীতবসন বিষ্ণু দৈত্যপতিকে কহিলেন, যাও, ভক্তি দ্বারা তাঁহারে জয় করিবে ; যুদ্ধ করিয়া, কখন জয় করিতে পারিবে না ।। ৩৮ ।।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব ! ত্রিভুবনে কেহই যদিও তাঁহারে জয় করিতে সমর্থ নহে, তথাপি তোমার রোষের কথা কি, তোমার প্রসাদেও তিনি আমার সমক্ষে কখনই অবস্থিতি করিতে পারিবেন না ।। ৩৯ ।। দেখুন, আমি ভবদীয় অনুগ্রহে ত্রিভুবন ও ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছি। অতএব ধর্ম্মনন্দন যতই কেন সামর্থ্য সম্পন্ন হউন না, অবশ্যই তাঁহাকে জয় করিব ।। ৪০ ।।

পীতবাসা কহিলেন, হে দানবশার্দ্দূল ! আমিই সেই নারায়ণরূপে লোক সকলের প্রতি করুণা-প্রকাশপুরঃসর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনার্থ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৪১ ॥ অতএব, হে দানব ! যদি জয় প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, তাঁহার আরাধনা কর। ভক্তি দ্বারা অবশ্যই তাঁহারে জয় করিতে পারিবে। অতএব তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও ।। ৪২ ।।

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাত্মা পীতবাসা এইরূপ কহিলে, দানবেন্দ্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, অন্ধককে আহ্বান করিয়া, বলিলেন ।। ৪৩ ।। হে অন্ধক ! আপনি দৈত্য ও দানবগণের পরিপালন করুন। আমি এই রাজ্য উৎসর্গ করিলাম। হে মহীপতে ! আপনি ইহা প্রতিগ্রহ করুন ।। ৪৪ ।। হিরণ্যাক্ষতনয় অন্ধক, এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, রাজ্যগ্রহণ করিলে, প্রহ্লাদ পরমপবিত্র বদরিকাশ্রমে গমন ।। ৪৫ ।। এবং দেব নারায়ণ ও নর উভয়কে অবলোকন করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে উভয়েরই চরণ বন্দন করিলেন ।। ৪৬ ।।

তদ্দর্শনে অবিনাশী মহাত্মা নারায়ণ তাঁহারে কহিলেন, হে মহাসুর ! আমাকে জয় না করিয়া কিজন্য প্রণাম করিতেছ ? ।। ৪৭ ।।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে প্রভো ! কোন্ ব্যক্তি আপনারে জয় করিতে পারে ? কোন্ ব্যক্তিই

পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৮ ॥ ত্বং দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্ত্বং বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গচাপধৃক্। ত্বমব্যয়ো মহেশানঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি চার্চ্চয়ন্তি মনীষিণঃ। জপন্তি স্নাতকাস্ত্বাং চ যজন্তি ত্বাং চ যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বমচ্যুতো হৃষীকেশশ্চক্রপাণির্ধরাধরঃ। মহামীনো হয়শিরাস্ত্বমেব বরকচ্ছপঃ ॥ ৫১ ॥ হিরণ্যাক্ষরিপুঃ শ্রীমান্ ভগবান্ কার্য্যশূকরঃ। মৎপিতুর্নাশকরো ভগবানপি কেশরী ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মা ত্রিনেত্রোঽমররাড়্‌হুতাশঃ প্রেতাধিপো নীরপতিঃ সমীরঃ। সূর্য্যো মৃগাঙ্কোঽচলজঙ্গমাদ্যো ভবান্ বিভো নাথ খগেন্দ্রকেতো ॥ ৫৩ ॥ ত্বং পৃথ্বী জ্যোতিরাকাশ-জলভূত্বা সহস্রশঃ। ত্বয়া ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং কস্ত্বাং জেষ্যতি মানব ॥ ৫৪ ॥ ভক্ত্যা যদি হৃষীকেশ তোষমেতি জগদ্গুরো। নান্যথা ত্বং প্রশক্যোঽসি জেতুং সর্ব্বগতোব্যয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ভগবানুবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি তে দৈত্য স্তবেনানেন সুব্রত। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া চাহং ত্বয়া দৈত্য পরাজিতঃ ॥ ৫৬ ॥ পরাজিতশ্চ পুরুষো দৈত্যান্দণ্ডং প্রযচ্ছতি। দণ্ডার্থং তে প্রদাস্যামি বরং বৃণু যদিচ্ছসি ॥ ৫৭ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। নারায়ণ বরং যাচে যত্ত্বং মে দাতুমর্হসি। তন্মে পাপং লয়ং যাতু শারীরং মানসং তথা ॥৫৮॥ বাচিকঞ্চ জগন্নাথ যত্ত্বয়া সহ যুধ্যতঃ। নরেণ যদাপ্যভবদ্বরমেনং প্রযচ্ছ মে ॥৫৯॥

নারায়ণ উবাচ। এবং ভবতু দৈত্যেন্দ্র পাপন্তে যাতু সংক্ষয়ং। দ্বিতীয়ং প্রার্থয় বরন্তং দদামি তবাসুর ॥ ৬০ ॥

বা আপনার অপেক্ষা উৎকর্ষসম্পন্ন? আপনি অনন্তরূপী নারায়ণ। আপনি পীতবাসা জনার্দ্দন ॥৪৮॥ আপনি দেব পুণ্ডরীকাক্ষ, আপনি শার্ঙ্গচাপধর বিষ্ণু। আপনি অবিনাশী মহেশ্বর। আপনি নিত্য বর্ত্তমান পুরুষোত্তম ॥ ৪৯ ॥ যোগিগণ আপনার ধ্যান করেন; মনীষিগণ আপনার অর্চ্চনা করেন; স্নাতকগণ আপনার জপ করেন। এবং যাজ্ঞিকগণ আপনার যাজন করেন ॥৫০॥ আপনি অচ্যুত, হৃষীকেশ, চক্রপাণি ও ধরাধর। আপনি মহামৎস্য, মহাকচ্ছপ ও হয়শিরা ॥ ৫১ ॥ আপনি হিরণ্যাক্ষরিপু শ্রীমান্ ভগবান্ কার্য্যশূকর। আপনি আমার পিতার বিনাশকারী ভগবান্ নৃকেশরী ॥ ৫২ ॥ হে বিভো! হে নাথ! হে খগেন্দ্রকেতো! আপনি ব্রহ্মা। আপনি মহাদেব। আপনি ইন্দ্র ও অগ্নি। আপনি যম, বরুণ ও বায়ু। আপনি সূর্য্য ও চন্দ্র এবং আপনি স্থাবর ও জঙ্গমাদ্য ॥ ৫৩ ॥ আপনি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম। আপনি সহস্র সহস্র মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, বিরাজ করিতেছেন। কোন্ ব্যক্তি আপনারে জয় করিতে পারে? ॥ ৫৪ ॥ আপনি হৃষীকেশ ও জগদ্‌গুরু। ভক্তি দ্বারা যদি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলেই, আপনারে জয় করিতে পারি। অন্যথা, আপনারে জয় করা কোনমতেই সাধ্য নহে। আপনি সর্ব্বগত ও বিনাশরহিত ॥ ৫৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে সুব্রত! তোমার এই স্তব দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে দৈত্য! তুমি এই অনন্য ভক্তি দ্বারা আমারে জয় করিলে ॥ ৫৬ ॥ পরাজিত হইলে, তাহাকে দণ্ড প্রদান করিতে হয়। এই কারণে আমি দণ্ডার্থ তোমারে বর প্রদান করিব। যাহা অভিলাষ, প্রার্থনা কর ॥ ৫৭ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি যে বর প্রার্থনা করিতেছি, হে নারায়ণ! আমাকে তাহা দিতে হইবে। হে জগন্নাথ! আপনার সহিত ও নরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, আমার যে শারীর, মানস ও বাচিক পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার যেন লয় হয়। আমারে এই বর প্রদান করুন ॥৫৮॥৫৯॥

নারায়ণ কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র! যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা সিদ্ধ হইবে। তোমার পাপের ক্ষয় হইবে। হে অসুর! অধুনা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। তাহাও তোমারে প্রদান করিব ॥ ৬০ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। যা যা জায়েত মে বুদ্ধিঃ সা সা বিষ্ণো ত্বদাশ্রিতা। দেবার্চ্চনে চ নিরতা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা॥ ৬১॥

নারায়ণ উবাচ। এবং ভবত্বসুর বরমন্যং যথেচ্ছসি। তং প্রদাস্যামি মহাবাহো [illegible]-বিচারয়ন্॥ ৬২॥

প্রহ্লাদ উবাচ। সর্ব্বমেব ময়া লব্ধং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ। ত্বৎপাদপঙ্কজাভ্যাং হি খ্যাতিরস্তু সদা মম॥ ৬৩॥

নারায়ণ উবাচ। এবমস্ত্বপরঞ্চাস্তু নিত্যমেবাক্ষয়োব্যয়ঃ। অজরশ্চামরশ্চাপি মৎপ্রসাদা-দ্ভবিষ্যসি॥ ৬৪॥ গচ্ছ ত্বং দৈত্যশার্দ্দূল স্বমাবাসং ক্রিয়ারতঃ। ন কর্ম্মবন্ধো ভবতো মচ্চিত্তস্য ভবিষ্যতি॥ ৬৫॥ প্রশাসয় দনূন্ দৈত্যান্ রাজ্যং পালয় শাশ্বতং। স্বজাতিসদৃশং দৈত্য কুরু ধর্ম্ম-মনুত্তমম্॥ ৬৬॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তো লোকনাথেন প্রহ্লাদো দেবমব্রবীৎ। কথং রাজ্যং সমাদাস্যে পরিত্যক্তং জগদ্গুরো॥ ৬৭॥ তমুবাচ জগৎস্বামী গচ্ছ ত্বং নিজমাশ্রমম্। হিতোপদেষ্টা দৈত্যানাং দানবানাং তথা ভব॥ ৬৮॥ নারায়ণেনৈবমুক্তঃ স তদা দৈত্যনায়কঃ। প্রণিপত্য বিভুং তুষ্টো জগাম নগরং নিজম্॥ ৬৯॥ দৃষ্টঃ সভাজিতশ্চাপি দানবৈরন্ধকেন চ। নিমন্ত্রিতশ্চ রাজ্যায় ন প্রত্যৈচ্ছৎ স নারদ॥ ৭০॥ রাজ্যং পরিত্যজ্য মহাসুরেন্দ্রো হ্যযোজয়ৎ সৎপথি দান-বেন্দ্রান্। ধ্যায়ন্ স্মরন্ কেশবমপ্রমেয়স্তস্থৌ তদা যোগবিশুদ্ধদেহঃ॥ ৭১॥ এবং পুরা নারদ

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিষ্ণো! আমার যে যে বুদ্ধির উদয় হইবে, সেই সেই বুদ্ধিই যেন তোমার আশ্রিত হয়, যেন দেবার্চ্চনে নিরত হয়। এবং যেন ত্বচ্চিত্তা ও ত্বৎপরায়ণ হয়॥ ৬১॥

নারায়ণ কহিলেন, অসুর! তাহাই হইবে। পুনরায় ইচ্ছানুসারে অন্য বর প্রার্থনা কর। হে মহাবাহো! আমি কোনরূপ বিচার না করিয়াই, তাহা প্রদান করিব॥ ৬২॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে অধোক্ষজ! আপনার প্রসাদে আমার সমুদায়ই লব্ধ হইয়াছে। আপনার পদারবিন্দের আরাধনা করিয়াই যেন আমি সর্ব্বদা প্রতিপন্ন হই॥ ৬৩॥

নারায়ণ কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। তদ্‌ব্যতীত, আরও হইবে। আমার প্রসাদে তুমি নিত্য অক্ষয়, অব্যয়, অজর ও অমর হইবে॥ ৬৪॥ অধুনা, হে দৈত্যেশ্বর! স্বকীয় নিলয়ে গমন করিয়া, ক্রিয়ারত হও। আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে, তোমার কর্ম্মবন্ধসংঘটন হইবে না॥ ৬৫॥ অধুনা এই সকল দৈত্যের শাসন কর; শাশ্বত রাজ্য পালন কর; এবং স্বজাতি-সদৃশ অনুত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর॥ ৬৬।

পুলস্ত্য কহিলেন, লোকনাথ নারায়ণ এইরূপ কহিলে, প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, হে জগদ্-গুরো! আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি। কিরূপে তাহা সমাদান করিব?॥ ৬৭॥ জগৎস্বামী তাঁহারে কহিলেন, তুমি নিজ আশ্রমে গমন কর। এবং দৈত্য ও দানবগণের হিতোপদেষ্টা হও॥ ৬৮॥

নারায়ণ এইপ্রকার কহিলে, দৈত্যনায়ক তাঁহারে প্রণাম করিয়া, তুষ্ট হইয়া, নিজ নগরে গমন করিলেন॥ ৬৯॥ অন্ধক ও দানবগণ তাঁহারে অবলোকন করিয়া, সভাজনপুরঃসর রাজ্য-গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিল। তিনি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলেন॥ ৭০॥ এইরূপে সেই মহাসুরেন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দানবেন্দ্রদিগকে সৎপথে নিয়োজিত এবং সর্ব্বদা অপ্রমেয়স্বরূপ কেশ-বের স্মরণ ও মননে নিযুক্ত ও যোগবলে বিশুদ্ধদেহ হইয়া, অবস্থিতি করিলেন॥ ৭১॥ নারদ!

দানবেন্দ্রো নারায়ণেনোত্তমপুরুষেণ। পরাজিতশ্চাপি বিমুচ্য রাজ্যং তস্থৌ মনো ধাতরি সন্নিবেশ্য ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদবরপ্রদানো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। নেত্রহীনঃ কথং রাজ্যে প্রহ্লাদেনান্ধকো মুনে। অভিষিক্তো জানতাপি রাজধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। লব্ধচক্ষুরসৌ ভূয়ো হিরণ্যাক্ষেঽপি জীবতি। ততোঽভিষিক্তো দৈত্যেন প্রহ্লাদেন নিজে পদে ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ। স চ রাজ্যেঽভিষিক্তস্তু কিমাচরত সুব্রত। দেবাদিভিঃ সহ কথং সমাস্তে তদ্বদাশু মে ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। রাজ্যেঽভিষিক্তো দৈত্যেন্দ্রো হৈরণ্যাক্ষস্তদান্ধকঃ। তপসারাধ্য দেবেশং শূলপাণিং ত্রিলোচনম্ ॥ ৪ ॥ অজেয়ত্বমবধ্যত্বং সুরসিদ্ধর্ষিপন্নগৈঃ। অদাহ্যত্বং হুতাশেন অক্লেদ্যত্বং জলেন চ ॥ ৫ ॥ এবং স বরলব্ধস্তু দৈত্যো রাজ্যমপালয়ৎ। শুক্রং পুরোহিতং কৃত্বা সমাধ্যাস্তে ততোঽন্ধকঃ ॥ ৬ ॥ ততশ্চক্রে সমুদ্যোগং দেবানামন্ধকোঽসুরঃ। আক্রম্য বসুধাং সর্ব্বান্ মনুজেন্দ্রান্ পরাজয়ৎ ॥ ৭ ॥ পরাজিত্য মহীপালান্ সহায়ার্থং নিযোজ্য চ। ততস্তু মেরুশিখরং জগামাদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৮ ॥ শক্রোঽপি সুরসৈন্যানি সমুদ্যোজ্য মহাগজম্। সমারুহ্যা-মরাবত্যাং গুপ্তিং কৃত্বা পুনর্যযৌ ॥ ৯ ॥ শক্রস্যানু তথৈবান্যে লোকপালা মহৌজসঃ।

পূর্ব্বকালে পুরুষোত্তম নারায়ণ দানবরাজ প্রহ্লাদকে এই প্রকারে পরাজিত করিলে, তিনি রাজ্যত্যাগানন্তর সকলের বিধাতা সেই নারায়ণেই ন্যস্তচিত্ত হইয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাবরপ্রদাননামক অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, প্রহ্লাদ সনাতন রাজধর্ম্ম সবিশেষ বিদিত ছিলেন। তথাপি কিরূপে নেত্রহীন অন্ধককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হিরণ্যাক্ষের জীবিত অবস্থায় সে চক্ষু লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য প্রহ্লাদ তাহাকে স্বকীয় পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২ ॥

নারদ কহিলেন, হে সুব্রত! অন্ধক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়া-ছিল? দেবাদির সহিতই বা সে কিরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, আশু আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র অন্ধক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, তপশ্চরণ সহকারে দেবগণেরও ঈশ্বর, শূলপাণি ত্রিলোচনের আরাধনা করিয়া ॥ ৪ ॥ সুর, সিদ্ধ, ঋষি ও পন্নগগণ কর্ত্তৃক অজেয়ত্ব ও অবধ্যত্ব, হুতাশন কর্ত্তৃক অদাহ্যত্ব ও সলিল কর্ত্তৃক অক্লেদ্যত্ব ॥ ৫ ॥ রূপ বর লাভ করত, রাজ্য-পালন এবং শুক্রকে পৌরহিত্যে নিয়োজিত করিয়া, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ অনন্তর সে দেবগণের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, বসুধা আক্রমণ করিয়া, সমুদায় রাজারে পরাজিত করিল ॥ ৭ ॥ রাজাদিগকে পরাজিত ও সহায়ার্থ নিয়োজিত করিয়া, বিচিত্রদর্শন মেরুশিখরে সমাগত হইল ॥ ৮ ॥ এদিকে ইন্দ্রও সুরসৈন্য সকলকে সমুদযোজিত ও ঐরাবতে আরোহণ ও অমরাবতীর গুপ্তিবিধান করিয়া, তথায় গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ অন্যান্য মহাতেজস্বী লোকপাল

আরুহ্য বাহনং স্বং স্বং স্বায়ুধানি বভুর্দ্বিজঃ ॥ ১০ ॥ দেবসেনাপি চ সমং শক্রেণাদ্ভুতকর্মণা । নির্জগামাতিবেগেন গজবাজিরথাদিভিঃ ॥ ১১ ॥ অগ্রতো দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃষ্ঠতশ্চ ত্রিলোচনঃ । মধ্যেঽষ্টৌ বসবো বিশ্বে সাধ্যাশ্বিমরুতাং গণৈঃ । যক্ষবিদ্যাধরাদ্যাশ্চ স্বং স্বং বাহনমাস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ । রুদ্রাদীনাং বদস্বেহ বাহনানি চ সর্বশঃ । একৈকস্যাপি ধর্মজ্ঞ পরং কৌতূহলং মম ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণুষ্ব কথয়িষ্যামি সর্বেষামপি নারদ । বাহনানি সমাসেন একৈকস্যানুপূর্বশঃ ॥ ১৪ ॥ দক্ষহস্ততলোৎপন্নং মহাসত্ত্বং মহাগজম্ । শ্বেতবর্ণং মহাবীর্য্যং দেবরাজস্য বাহনম্ ॥ ১৫ ॥ রুদ্রৌজঃসম্ভবং ভীমং কৃষ্ণবর্ণং মনোজবম্ । পৌণ্ড্রকং নাম মহিষং ধর্মরাজস্য নারদ ॥ ১৬ ॥ রুদ্রকর্ণমলোদ্ভূতং শ্যামং জলধিসংজ্ঞকম্ । শিশুমারং দিব্যগতিং বাহনং বরুণস্য চ ॥ ১৭ ॥ রৌদ্রং শকটচক্রাক্ষং শৈলাকারং নরোত্তমম্ । অম্বিকাপাদসম্ভূতং বাহনং ধনদস্য তু ॥ ১৮ ॥ একাদশানাং রুদ্রাণাং বাহনানি মহামুনে ॥ ১৯ ॥ শ্বেতানি সৌরভেয়াণি বৃষাণ্যুগ্রজবানি চ ॥ ১৯ ॥ রথং চন্দ্রমসশ্চার্দ্ধসহস্রং হংসবাহনম্ । হয়োষ্ট্ররথবাহাশ্চ আদিত্যা মুনিসত্তম ॥ ২০ ॥ কুঞ্জরস্থাশ্চ বসবো যক্ষাশ্চ নরবাহনাঃ । কিন্নরা ভুজগারূঢ়া হয়ারূঢ়ৌ তথাশ্বিনৌ ॥ ২১ ॥ সারঙ্গাধিষ্ঠিতা ব্রহ্মন্মরুতো ঘোরদর্শনাঃ । শুকারূঢ়াশ্চ কবয়ো গন্ধর্বাশ্চ পদাতিনঃ ॥ ২২ ॥ আরুহ্য বাহনান্যেবং স্বানি স্বান্যমরোত্তমাঃ । সন্নাহ্য নির্যযুর্হৃষ্টা যুদ্ধায় সুমহৌজসঃ ॥ ২৩ ॥

সকল স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া, আয়ুধগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাতে বহির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর গজ, বাজী ও রথাদি সমেত দেবসৈন্য বিচিত্রকর্ম্মা ইন্দ্রের সমভিব্যাহারে অতীব বেগভরে নির্গমন করিল ॥ ১১ ॥ তাহাদের অগ্রে দ্বাদশ আদিত্য, পৃষ্ঠে ত্রিলোচন, মধ্যভাগে অষ্টবসু, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, অশ্বী ও মরুদ্গণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাধরাদি অন্যান্য অমরগণ, সকলে স্ব স্ব বাহনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! রুদ্রাদির বাহন সকলের সবিস্তার বর্ণন করুন । একৈকক্রমে শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ ! শ্রবণ কর, আমি সকলেরই একৈকক্রমে আনুপূর্ব্বিক বিধানে সংক্ষেপে বাহন সমস্ত বর্ণন করিব ॥ ১৪ ॥ দেবরাজের বাহন মহাগজ ঐরাবত । ঐ ঐরাবত মহাবীর্য্য ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন, দক্ষের হস্ততল হইতে সমুৎপন্ন এবং শ্বেতবর্ণসম্পন্ন ॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মরাজের বাহন পৌণ্ড্রকনামক মহিষ । ঐ মহিষ রুদ্রের তেজোংশে সমুদ্ভূত, অতীব ভয়ঙ্কর, মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ ॥ ১৬ ॥ বরুণের বাহন দিব্যগতি, শ্যামবর্ণ শিশুমার । রুদ্রের কর্ণমল হইতে উহার উদ্ভব হইয়াছে । উহার নাম জলধি ॥ ১৭ ॥ ধনদের বাহন অম্বিকার পাদসমুদ্ভূত নরোত্তম । উহার আকৃতি শৈলের ন্যায় এবং উহার লোচন শকটচক্রের ন্যায় । উহার প্রকৃতিও অতীব ভয়ঙ্কর ॥ ১৮ ॥ মহামুনে ! একাদশ রুদ্রের বাহন সমস্ত সুরভির অংশে সমুৎপন্ন বৃষ সকল । ইহারা শ্বেতবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর বেগবিশিষ্ট ॥ ১৯ ॥ চন্দ্রমার রথ অর্দ্ধ সহস্র । উহার বাহন হংস । মুনিসত্তম ! অশ্ব, উষ্ট্র, ও রথ সকল আদিত্যগণের বাহন ॥ ২০ ॥ বসুগণের বাহন কুঞ্জর, যক্ষগণের বাহন নর, কিন্নরগণের বাহন সর্প, এবং অশ্বিনীকুমারের বাহন তুরঙ্গম ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মন্ ! মরুদ্গণের বাহন সারঙ্গ । কবিগণের বাহন শুক এবং গন্ধর্ব্বেরা পদাতিক ॥ ২২ ॥ সুমহাতেজাঃ অমরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া, বর্ম্মপরিধানপূর্ব্বক হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন ॥ ২৩ ॥

নারদ উবাচ। গদিতানি সুরাদীনাং বাহনানি ত্বয়া মুনে। দৈত্যানাং বাহনাস্তেব যথাবক্তুমর্হসি ॥ ২৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্ব দানবাদীনাং বাহনানি দ্বিজোত্তম। কথয়িষ্যামি তত্ত্বেন যথাবচ্ছ্রোতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥ অন্ধকস্য রথো দিব্যো যুক্তঃ পরমবাজিভিঃ। কৃষ্ণবর্ণঃ সহস্রারস্ত্রিনল্বপরিমাণবান্ ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদস্য রথো দিব্যশ্চন্দ্রবর্ণৈর্হয়োত্তমৈঃ। উহ্যমানস্তথাষ্টাভিঃ শ্বেতরুক্মময়ঃ শুভঃ ॥ ২৭ ॥ বিরোচনস্য চ গজঃ কুজম্ভস্য তুরঙ্গমঃ। জম্ভস্য তু রথো দিব্যো হয়ৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ ॥ ২৮ ॥ শঙ্কুকর্ণস্য তুরগো হয়গ্রীবস্য কুঞ্জরঃ। রথো ময়স্য বিখ্যাতো দুন্দুভেশ্চ মহোরগঃ ॥ ২৯ ॥ শম্বরস্য বিমানোঽভূদয়ঃশঙ্কোর্মৃগাধিপঃ। বলিবৃত্রৌ চ বলিনৌ গদামুসলধারিণৌ ॥ ৩০ ॥ পদ্ভ্যাং দৈবতসৈন্যানি অভিদ্রবিতুমুদ্যতৌ। ততো রণোত্তুমুলঃ সঙ্কুলোঽতিভয়ঙ্করঃ ॥ ৩১ ॥ রজসা সংবৃতো লোকো পিঙ্গবর্ণেন নারদ। নাজ্ঞাসীচ্চ পিতা পুত্রং ন পুত্রঃ পিতরং তথা ॥ ৩২ ॥ স্বানেবান্যে নিজঘ্নুর্বৈ পরানন্যে চ সুব্রত। অভিদ্রুতো মহাবেগো রথোপরি রথস্তদা ॥ ৩৩ ॥ গজো মত্তগজেন্দ্রং চ সাদী সাদিনমভ্যগাৎ। পদাতিরপি সংক্রুদ্ধঃ পদাতিনমথোল্বণম ॥ ৩৪ ॥ পরস্পরং চ প্রত্যঘ্নন্তে বিজয়কাঙ্ক্ষিণঃ। ততস্তু সংকুলে তস্মিন্ যুদ্ধে দৈবাসুরে মুনে ॥ ৩৫ ॥ প্রাবর্ত্তত নদী ঘোরা শময়ন্তী রণে রজঃ। অসৃক্তোয়া রথাবর্ত্তা যোধসংঘট্টবাহিনী ॥ ৩৬ ॥ গজকুম্ভমহাকূর্ম্মা শরমীনা দুরত্যয়া। তীব্রাগ্রপ্রাসমকরা মহাসিগ্রাহবাহিনী ॥ ৩৭ ॥ অন্ত্রশৈবালসঙ্কীর্ণা পতাকাফেনমালিনী। গৃধ্রকঙ্কমহাহংসা শ্যেনচক্রাহ্বমণ্ডিতা ॥ ৩৮ ॥

নারদ কহিলেন, মুনে! আপনি সুরাদির বাহন সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে দৈত্যগণের বাহন সকল যথাবৎ বর্ণন করুন ॥ ২৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! দানবাদির বাহন সমস্ত শ্রবণ কর। আমি তত্ত্বতঃ যথাবৎ কীর্ত্তন করিব ॥ ২৫ ॥ অন্ধকের রথ অলৌকিকস্বরূপ ও উৎকৃষ্ট অশ্বগণে পরিচালিত; কৃষ্ণবর্ণ ও সহস্র অরসম্পন্ন এবং উহার পরিমাণ ত্রিনল্ব ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদের দিব্য রথ চন্দ্রবর্ণ, অষ্টসংখ্যক হয়োত্তম কর্ত্তৃক উহ্যমান, শ্বেতবর্ণ, রুক্মময় ও পরম সুন্দর ॥ ২৭ ॥ বিরোচনের বাহন গজ, কুজম্ভের বাহন অশ্ব, জম্ভের বাহন রথ, উহার অশ্ব সকল কনকবর্ণ ॥ ২৮ ॥ শঙ্কুকর্ণের বাহন তুরগ, হয়গ্রীবের বাহন মাতঙ্গ, ময়ের বাহন বিখ্যাত রথ, দুন্দুভির বাহন মহোরগ ॥ ২৯ ॥ শম্বরের বাহন বিমান, অয়ঃশঙ্কুর বাহন মৃগাধিপ এবং মহাবল বলি ও বৃত্র ইহারা গদা ও মুসলধারী ॥ ৩০ ॥ ইহারা পদব্রজেই গমন করিয়া দেবসেনার অভিদ্রবে উদ্যত হইল।

অনন্তর অতীব ভয়ঙ্কর, তুমুল ও সংকুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ॥ ৩১ ॥ পিঙ্গবর্ণ ধূলিপটলে সমুদায় লোক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তৎপ্রভাবে পিতা পুত্রকে ও পুত্রও পিতাকে চিনিতে পারিল না ॥ ৩২ ॥ হে সুব্রত! অন্যান্যেরাও স্বপক্ষীয়দিগকেই নিহত করিতে লাগিল। অপরেরা পরপক্ষীয় সকলের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইল। রথোপরি রথ মহাবেগে অভিদ্রুত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ ঐ সময়ে গজ গজেন্দ্রের ও সাদী সাদীর অনুগমন করিলে, পদাতিও ক্রুদ্ধ হইয়া রণোৎকট পদাতিরে আক্রমণ করিল ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে সকলে পরস্পর জয়াভিলাষপরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল। হে মুনে! তখন সেই দেবাসুরযুদ্ধ সঙ্কুল হইয়া উঠিলে, ভয়ঙ্কর নদী সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলিপটল নিরাকৃত করিয়া প্রবাহিত হইল। শোণিত উহার জল ও রথ সকল উহার আবর্ত্ত, যোধ সকল উহাতে ভাসমান হইল ॥৩৫॥৩৬॥ গজকুম্ভ উহার মহাকূর্ম্ম, শর সকল উহার মৎস্য; উহা পার হওয়া দুঃসাধ্য। তীব্রাগ্র প্রাস উহার মকর ও মহাখড়্গ উহার গ্রাহরূপে অবস্থিত হইল ॥৩৭॥ ঐ নদী অন্ত্ররূপ শৈবালে সমাচ্ছন্ন, পতাকারূপ ফেনমালিতে পরিপূর্ণ, গৃধ্র ও কঙ্করূপ মহাহংসে সমন্বিত, শ্যেনরূপ চক্রবাকে মণ্ডিত ॥৩৮॥

...বায়সকাদম্বা গোমায়ুশ্বাপদাকুলা। পিশাচমুনিসঙ্কীর্ণা দুস্তরা প্রাকৃতৈর্জনৈঃ ॥ ৩৯ ॥ রথপ্লবৈঃ সন্তরন্তঃ শূরাস্তাং প্রজগাহিরে। আগুল্ফাদবমজ্জন্তঃ সূদয়ন্তঃ পরস্পরম্। সমুত্তরন্তো বেগেন যোধা জয়ধনেপ্সবঃ ॥ ৪০ ॥ ততস্তু রৌদ্রে সুরদৈত্যসাদনে মহাহবে ভীরুভয়ঙ্করেঽথ। রক্ষাংসি যক্ষাশ্চ সুসংপ্রহৃষ্টাঃ পিশাচযূথাস্ত্বভিরেমিরে চ ॥ ৪১ ॥ পিবন্ত্যসৃগ্‌গাঢ়তরং ভটানামালিঙ্গ্য মাংসানি চ ভক্ষয়ন্তি। বসাবিলুম্পন্তি চ বিস্ফুরন্তি গর্জন্ত্যথান্যোন্যমথো বয়াংসি ॥ ৪২ ॥ মুঞ্চন্তি ফেৎকাররবান্ শিবাশ্চ ক্রন্দন্তি যোধা ভুবি বেদনার্ত্তাঃ। শস্ত্রক্ষতস্থানি পিবন্তি চান্যে যুদ্ধং শ্মশানপ্রতিমং বভূব ॥ ৪৩ ॥ তস্মিন্ শিবাঘোরতরে প্রবৃত্তে সুরাসুরাণাং সুভয়ঙ্করে হি। যুদ্ধে বভৌ প্রাণপণোপবিদ্ধঃ দ্বন্দ্বেতিপাত্রক্ষণদ্যূতোদয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ হিরণ্যচক্ষোস্তনয়ো রণোৎকটো রথে স্থিতো বাজিসহস্রযোজিতে। মত্তেভপৃষ্ঠস্থিতমুগ্রতেজসং সমেয়িবান্ দেবপতিং শতক্রতুম্ ॥ ৪৫ ॥ ক্ষমাপতস্তং মহিষাধিরূঢ়ং যমং প্রতিচ্ছন্ বলবান্দ্বিতীয়ঃ। প্রহ্লাদনামা তুরগাষ্টযুক্তং রথং সমাস্থায় সমুদ্যতাস্ত্রঃ ॥ ৪৬ ॥ বিরোচনশ্চাপি জলেশ্বরস্তথা জম্ভস্তথা কাঞ্চনদম্বলাঢ্যম্। রাম্বুং সমভ্যাজহতশঙ্করেঽথ ময়ো হুতাশং যুযুধে মুনীন্দ্র ॥ ৪৭ ॥ অন্যা হয়গ্রীবমুখা মহারথা দিতেস্তনূজা দনুপুঙ্গবাশ্চ। সুরান্ হুতাশার্কবসুরগেশ্বরান্ দ্বন্দ্বং সমাসাদ্য মহাবলান্বিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ গর্জন্ত্যথান্যোন্যমুপেত্য যুদ্ধে চাপানি কর্ষন্ত্যতিবেগিতাশ্চ। মুঞ্চন্তি নারাচগণান্ সহস্রশ আগচ্ছ হে তিষ্ঠসি কিন্বিভেষি ॥ ৪৯ ॥ শরৈস্তু তীক্ষ্ণৈরভিতাপয়ন্তো মন্দাকিনীবেগনিভাং বহন্তীং। প্রাব-

---

বায়সরূপ কাদম্ব ও গোমায়ুরূপ শ্বাপদপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত, ও পিশাচগণে পরিবেষ্টিত। সামান্য লোকে উহা উত্তরণ করিতে সমর্থ নহে। ৩৯ ॥ শূর সকল রথরূপ ভেলা সহায়ে সন্তরণ করিয়া, উহা পার হইতে লাগিল। তাহারা আগুল্ফ মগ্ন হইয়া গেল। তদবস্থায় পরস্পরকে নিপাতিত করিতে লাগিল। যোধগণ জয়রূপ-ধনসংগ্রহ বাসনায় সবেগে উহার সমুত্তরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪০ ॥ এইরূপে ভীরুগণের ভয়জনন, সুরদৈত্যবিনাশন, অতীব ভীষণ মহাযুদ্ধ প্রবর্তিত হইলে, রাক্ষসগণ ও যক্ষগণ অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট এবং পিশাচগণ নিরতিশয় আমোদবিশিষ্ট হইল ॥ ৪১ ॥ মাংসাশী বায়সগণ যোধগণের শোণিত গাঢ়তর পান, আলিঙ্গন করিয়া মাংস ভক্ষণ, বসাবিলুম্পন এবং পরস্পর গর্জ্জন ও বিস্ফুরণ করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ শিবা সকল ফেৎকারশব্দ বিসর্জ্জন এবং যোধগণ ভূপতিত ও বেদনায় অতিমাত্র অভিভূত হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, সেই যুদ্ধভূমি শ্মশানভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিল ॥ ৪৩ ॥ শিবাগণের সান্নিধ্যবশতঃ অতিমাত্র ঘোরভাবাপন্ন ও নিরতিশয় ভয়ঙ্কর সেই দেবাসুরযুদ্ধে দ্বন্দ্বরূপ-শাস্ত্রজ্ঞ বীরগণ পরস্পর প্রাণরূপ পণ রাখিয়া, দ্বন্দ্বযুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৪ ॥ তখন হিরণ্যাক্ষের আত্মজ অন্ধক বাজিসহস্রযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, মত্ত মাতঙ্গের পৃষ্ঠাধিরূঢ়, তীব্রতেজা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিল ॥ ৪৫ ॥ এদিকে ধর্ম্মরাজ যম মহিষে আরোহণ করিয়া, সমাপতিত হইলে, দ্বিতীয় মহাবল প্রহ্লাদ তুরগাষ্টযুক্ত রথে অধিরূঢ় ও সম্যগ্‌বিধানে উদ্যতায়ুধ হইয়া, তাঁহারে যুদ্ধার্থ প্রতিগ্রহ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন বিরোচন বরুণের, জম্ভ মহাবল কুবেরের, শম্বর বায়ুর, এবং ময় অগ্নির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥ হয়গ্রীবপ্রমুখ অন্যান্য মহাবল দৈত্য ও দনুপুঙ্গবগণ অনল, সূর্য্য, অষ্ট বসু, ও উরগেশ্বরদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ৪৮ ॥ তাহারা পরস্পর সমুপেত হইয়া, গর্জ্জন, অতিমাত্র বেগভরে শরাসন আকর্ষণ, নারাচ সকল মোচন এবং আগমন কর, কিজন্য অবস্থিতি করিতেছ, তোমার কি ভয় হইতেছে, এইপ্রকার বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ এবং সুতীক্ষ্ণ শরপরম্পরায় সন্তাপিত ও অপর অস্ত্রসমূহে অভিতাড়িত করিয়া, মন্দাকিনীর ন্যায় সবেগে প্রবহমান ভয়ঙ্কর

র্ত্তয়ন্তো ভয়দাং নদীঞ্চ হৃষ্টেরঘোষৈর্ব্বিজিত্য ভূয়ঃ ॥ ৫০ ।　ত্রৈলোক্যমাকাঙ্ক্ষিভিরুগ্রবেগৈঃ সুরাসুরৈর্নারদ সংপ্রবৃদ্ধৈঃ । পিশাচরক্ষোগণপুষ্টিবর্দ্ধনী মুত্তর্ত্তুমিচ্ছদ্ভিরসৃঙ্ নদী বভৌ ॥ ৫১ ॥ বাদ্যাদি তূর্য্যাণি সুরাসুরাণাঃ পশ্যন্তি হৃষ্টা মুনিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ । নয়ন্তি তানপ্সরসো যথাগ্রাৎ হতা রণে যেহভিমুখাস্তু শূরাঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবাসুরযুদ্ধং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ প্রবৃত্তে সংগ্রামে ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনে । সহস্রাক্ষো মহাচাপমাদায় ব্যসৃজচ্ছরান্ ॥ ১ ॥ অন্ধকোঽপি মহাবেগং ধনুরাকৃষ্য ভাস্বরম্ । পুরন্দরায় চিক্ষেপ শরান্ বর্হিণবাসসঃ ॥ ২ ॥ তাবন্যোন্যং সুতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ । রুক্মপুঙ্খৈর্মহাবেগৈরাজঘ্নতুরুভাবপি ॥ ৩ ॥ ততঃ ক্রুদ্ধঃ শতমখঃ কুলিশং ভ্রাম্য পাণিনা । চিক্ষেপ দৈত্যরাজায় তং দদর্শ তথান্ধকঃ ॥ ৪ ॥ আজঘান চ বাণৌঘৈরস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈঃ স নারদ । তান্ ভস্মসাত্তদা চক্রে নগানিব হুতাশনঃ ॥ ৫ ॥ ততোঽতিবেগিনং বজ্রং দৃষ্ট্বা বলবতাম্বরঃ সমাপ্লুত্য রথাত্তস্থৌ ভুবি বাহুসহায়বান্ ॥ ৬ ॥ রথঞ্চ সারথিনা সার্দ্ধং সাশ্বধ্বজসকূবরম্ । ভস্ম কৃত্বাথ কুলিশমন্ধকং সমুপাযযৌ ॥ ৭ ॥ তমাপতন্তং বেগেন মুষ্টিনাহত্য ভূতলে । পাতয়ামাস বলবান্ জগর্জ্জ চ তদান্ধকঃ ॥ ৮ ॥ তং গর্জ্জমানং বীক্ষ্যাথ বাসবঃ সায়কৈর্দৃঢ়ম্ । ববর্ষ তং বারয়িতুমভ্যায়ান্তং শতক্রতুম্ ॥ ৯ ॥

নদী প্রবর্ত্তিত করিল ॥ ৫০ ॥ হে নারদ! উগ্রবেগবিশিষ্ট সুর ও অসুরগণ ত্রৈলোক্যলাভের অভিলাষে অতিমাত্র উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া, পিশাচ ও রাক্ষসগণের পুষ্টিবর্দ্ধনী শোণিতস্রোতস্বিনী উত্তরণে উদ্যত হইলে, তাহার পরমশোভা প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৫১ ॥ ঐ সময়ে তাহাদের বাদিত্র সকল নিনাদিত হইলে, মুনি ও সিদ্ধসমূহ হৃষ্টচিত্তে তাহা দেখিতে লাগিলেন। যে সকল শূর সম্মুখসংগ্রামে নিহত হইল, অপ্সরোগণ তাহাদিগকে রণাগ্র হইতে স্বর্গে লইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবাসুরযুদ্ধনামক নবম অধ্যায় ॥৯॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন সংগ্রাম সংপ্রবৃত্ত হইলে, সহস্রাক্ষ সুবিশাল শরাসন গ্রহণ করিয়া, শরসমূহ সমুৎসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ তদ্দর্শনে অন্ধক ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করিয়া, মহাবেগে বর্হিপত্র বাণ সকল ইন্দ্রের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল ॥ ২ ॥ তাঁহারা উভয়ে উভয়কেই সন্নতপর্ব্ব, সুতীক্ষ্ণাগ্র, স্বর্ণপুঙ্খসম্পন্ন, সাতিশয়বেগবিশিষ্ট শর সকল দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ তখন শতক্রতু সংক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত দ্বারা বজ্র ভ্রামিত করিয়া, তাহার প্রতি প্রয়োগ করিলেন। অন্ধক তাহা অবলোকন করিয়া, ॥ ৪ ॥ ভয়ঙ্কর অস্ত্র, শস্ত্র ও শর সকল সন্ধানপূর্ব্বক তাহার উপরি আঘাত করিলে, পাবক যেমন পাদপপরম্পরা পরিদগ্ধ করে, তদ্রূপ সেই বজ্র তৎসমস্ত ভস্মসাৎ করিল ॥ ৫ ॥ বলবদ্বরিষ্ঠ অন্ধক অতিবেগবান্ বজ্রাস্ত্র বিলোকন করিয়া, রথ হইতে সমাপ্লুত হইয়া, পৃথিবীতে বাহুসহায়ে দণ্ডায়মান হইল ॥ ৬ ॥ তখন সেই বজ্র অশ্ব, ধ্বজ, কূবর ও সারথির সহিত তদীয় রথ ভস্মীভূত করিয়া, তাহার সমীপে গমন করিল ॥ ৭ ॥ অন্ধক প্রবলবেগে আপতমান বজ্রকে মুষ্টিপ্রহারে ভূতলশায়ী করিয়া, গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ দেবরাজ তাহাকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া, সে যেমন তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য অভিমুখীন হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহার উপরি দৃঢ়রূপে সায়ক সকল বর্ষণ করিলেন ॥৯॥

প্রস্থানে তলেনেভং কুম্ভমধ্যে তথা করম্। জানুনা চ সমাহত্য বিষাণং প্রবভঞ্জ চ ॥ ১০॥ বাম-
পার্শ্বে তথা পার্ষ্ণিং সমাহত্যান্ধকস্ত্বরন্। গজেন্দ্রং পাতয়ামাস প্রহারৈর্জর্জরীকৃতম্ ॥ ১১ ॥ গজেন্দ্রা-
ৎ পতমানাচ্চ শক্রস্ত্বরন্ শতক্রতুঃ। পাণিনা বজ্রমাদায় প্রবিবেশামরাবতীম্ ॥ ১২ ॥ পরাঙ্-
মুখে সহস্রাক্ষে তদ্দৈবতবলং মহৎ। পাতয়ামাস দৈত্যেন্দ্রঃ পাদমুষ্টিতলাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥ ততো
বৈবস্বতো দণ্ডং পরিভ্রাম্য দ্বিজোত্তম। সমভ্যধাবৎ প্রহ্লাদং হন্তুকামঃ জয়োদ্যতঃ ॥ ১৪ ॥
তমাপতন্তং বাণৌঘৈর্ববর্ষ বিনদন্ মুহুঃ। হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রশ্চাপমানম্য বেগবান্ ॥ ১৫ ॥
তাং বাণবৃষ্টিমতুলাং দণ্ডেনাহত্য ভাস্করিঃ। শাতয়িত্বা প্রচিক্ষেপ দণ্ডং লোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১৬ ॥
স বায়ুপথমাস্থায় ধর্মরাজকরে স্থিতঃ। জজ্বাল কালাগ্নিনিভো যথা দগ্ধুং জগত্রয়ম্ ॥ ১৭ ॥ জাজ্বল্য-
মানমায়ান্তং দণ্ডং দৃষ্ট্বা দিতেঃ সুতাঃ। প্রাক্রোশন্ত হতঃ কষ্টং প্রহ্লাদোহয়ং যমেন হি ॥ ১৮ ॥
তমাক্রন্দিতমাকর্ণ্য হিরণ্যাক্ষসুতোহন্ধকঃ। প্রোবাচ মা ভৈষ্ট ময়ি স্থিতে কোহয়ং সুরাধমঃ ॥ ১৯ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং বেগেনাভিসসার চ। জগ্রাহ পাণিনা দণ্ডং সব্যহস্তেন নারদ ॥ ২০ ॥ তমা-
দায় ততো বেগাদ্ভ্রাময়ামাস চান্ধকঃ। জগর্জ চ মহানাদং যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ ॥ ২১ ॥ প্রহ্লাদং
রক্ষিতং দৃষ্ট্বা দণ্ডাদ্দৈত্যেশ্বরেণ হি। সাধুবাদং তদা চক্রুর্দৈত্যদানবযূথপাঃ ॥ ২২ ॥ ভ্রাময়ন্তং
মহাদণ্ডং দৃষ্ট্বা ভানুসুতো মুনে। দুঃসহং দুর্দ্ধরং মত্বা অন্তর্দ্ধানমগাদ্যমঃ ॥ ২৩ ॥ অন্তর্হিতে
ধর্মরাজে প্রহ্লাদোহপি মহামুনে। দারয়ামাস বলবান্ দেবসৈন্যং সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥ বরুণঃ
শিশুমারস্থো বদ্ধা পাশৈর্মহাসুরান্। গদয়া দারয়ামাস তমভ্যাগাদ্বিরোচনঃ ॥ ২৫ ॥ তোমরৈ-

---

তখন অন্ধক তল দ্বারা ঐরাবতকে কুম্ভমধ্যে আহত ও জানু দ্বারা তদীয় কর সমাহত করিয়া, তদীয়
সুবিশাল দন্ত ভগ্ন করিয়া দিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর ত্বরাসহকারে তাহার বামপার্শ্বে আঘাত করিয়া,
বারংবার প্রহারপুরঃসর তাহারে জর্জ্জরীকৃত ও ভূমিতলে নিপাতিত করিল ॥ ১১ ॥ ঐরাবত
পতমান হইলে, তাহা হইতে শতক্রতু অবপ্লবনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা বজ্র গ্রহণ করিয়া,
অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১২ ॥ সহস্রাক্ষ পরাঙ্মুখ হইলে, দৈত্যপতি অন্ধক পাদ
মুষ্টি ও তলাদি প্রহারে সুবিশাল দেবসৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥
হে দ্বিজোত্তম! তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ যম দণ্ড পরিভ্রামিত করিয়া, প্রহ্লাদের বধবাসনায় সবেগে
ধাবমান হইলেন ॥ ১৪ ॥ হিরণ্যকশিপুর পুত্র বেগবান প্রহ্লাদ শরাসন আনমন করিয়া, আপ-
তনোন্মুখ ধর্ম্মরাজের উপরি বারম্বার বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ভাস্করনন্দন
যম দণ্ড দ্বারা সেই অতুল বাণবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া, সেই সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দণ্ড প্রহ্লাদের প্রতি
নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মরাজের করস্থিত সেই দণ্ড বায়ুপথ আশ্রয় করিয়া, কালাগ্নির
ন্যায়, ত্রিভুবন দহন করিবার জন্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৭ ॥ তদবস্থায় ঐ দণ্ডকে আগ-
মন করিতে দেখিয়া, অসুরগণ এই বলিয়া, চীৎকার করিতে লাগিল, হায়, কি কষ্ট, প্রহ্লাদ
যম কর্ত্তৃক নিহত হইলেন ॥ ১৮ ॥ হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক এইরূপ আক্রন্দন আকর্ণন করিয়া,
বলিতে লাগিলেন, ভয় নাই। আমি থাকিতে, এই সুরাধম কিছুই করিতে পারিবে না ॥ ১৯ ॥
এই বলিয়া সে বেগভরে অভিসরণ ও সব্যহস্তে উল্লিখিত দণ্ড গ্রহণ করিল ॥ ২০ ॥ গ্রহণ করি-
য়াই, সবেগে ভ্রমণ করাইয়া, প্রাবৃটকালীন পয়োধরের ন্যায়, গভীরস্বরে গর্জ্জন করিয়া
উঠিল ॥ ২১ ॥ দৈত্য ও দানবযূথপ সকল তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ হে মুনে!
ভানুনন্দন যম দণ্ডকে ভ্রমণ করাইতে দেখিয়া, অন্ধককে দুঃসহ ও দুর্জ্জয় জ্ঞান করিয়া, তৎক্ষণাৎ
অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মরাজ অন্তর্হিত হইলে, মহাবল প্রহ্লাদ দেবসৈন্য হনন করিতে
লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ তদ্দর্শনে বরুণ, শিশুমারে আরোহণ করিয়া, মহাসুর সকলকে গদাঘাতে
বিদারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিরোচন তাঁহার প্রতিমুখীন হইল ॥ ২৫ ॥ এবং বরুণের প্রতি

বজ্রসংস্পর্শৈঃ শক্তিভির্মার্গণৈরপি । জলেশং তাড়য়ামাস মুদ্গরৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ ॥ ২৬ ॥ তং ততো গদয়াভ্যেত্য পাতয়িত্বা ধরাতলে । অভিদ্রুত্য ববন্ধাশু পাশৈর্মত্তগজং বলী ॥ ২৭ ॥ তান্ পাশান্ শতধা চক্রে বেগাচ্চ দনুজেশ্বরঃ । বরুণঞ্চ সমভ্যেত্য মধ্যে জগ্রাহ নারদ ॥ ২৮ ॥ ততো দন্তী চ দন্তাভ্যাং প্রচিক্ষেপ তথাব্যয়ঃ । মমর্দ্দ চ তথা পদ্ভ্যাং সগদং সলিলেশ্বরম্ ॥ ২৯ ॥ তং বধ্যমানং বীক্ষ্যাথ শশাঙ্কঃ শিশিরাংশুমান্ । অভ্যেত্য তাড়য়ামাস মার্গণৈঃ কায়দারণৈঃ ॥ ৩০ ॥ সংমর্দ্দ্যমানঃ শিশিরাংশুজালৈরবাপ পীড়াং পরমাং গজেন্দ্রঃ । ক্লিষ্টশ্চ বেগাৎ পরমামর্ষীণং মুহুর্মুহুঃ পাদতলৈর্মমর্দ্দ ॥ ৩১ ॥ সংমর্দ্দ্যমানো বরুণো গজেন্দ্রং পদ্ভ্যাং সুগাঢ়ং জগৃহে মহর্ষে । পাদেষু ভূমিং করয়োঃ স্পৃশংশ্চ মূর্দ্ধানমুল্লাপ্য বলান্মহাত্মা ॥ ৩২ ॥ গৃহ্যাঙ্গুলীভিশ্চ গজস্য পুচ্ছং কৃত্বেহ বন্ধং ভুজগেশ্বরেণ । উৎপাট্য চিক্ষেপ বিরোচনং হি সকুঞ্জরং খে সনিয়ন্তৃবাহম্ ॥ ৩৩ ॥ ক্ষিপ্তো জলেশেন বিরোচনস্তু সকুঞ্জরো ভূমিতলে পপাত । স্বর্গাৎ সযন্ত্রার্গলহর্ম্ম্যভূমি পুরং সুকেশেরিব ভাস্করেণ ॥ ৩৪ ॥ ততো জলেশঃ সগদঃ সপাশঃ সমভ্যধাবদ্দিতিজন্নিহন্তুম্ । ততঃ সমাক্রন্দমহৎস্বনং হি মুক্তং দি দৈত্যৈর্ঘনরাবতুল্যং ॥ ৩৫ ॥ হাহা হতোঽসৌ বরুণেন বীরো বিরোচনো দানবসৈন্যপালঃ । প্রহ্লাদ হে জম্ভকুজম্ভকাদ্যা রক্ষধ্বমভ্যেত্য সহান্ধকেন ॥ ৩৬ ॥ অহো মহাত্মা বলবাঞ্জলেশঃ সঞ্চূর্ণয়ন্দৈত্যভটান্ সবাহনান্ । পাশেন বদ্ধা গদয়া নিহন্তি যথা পশূন্ বাজিমখে মহেন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥ শ্রুত্বাথ শব্দং দিতিজৈঃ সমীরিতং জম্ভপ্রধানা দিতিজেশ্বরাস্ততঃ । সমভ্যধাবংস্ত্বরিতা জলেশ্বরং যথা পতঙ্গা জ্বলিতং হুতাশনম্ ॥ ৩৮ ॥ তানাগতান্ বৈ প্রসমীক্ষ্য দেবঃ

বিশিষ্ট তোমর, শক্তি, বাণ ও অশনি সদৃশ মুদ্গরনিকর প্রহারপুরঃসর তাঁহারে তাড়না করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর সেই মহাত্মা বরুণ অভিপতিত হইয়া, গদাঘাতে তাহারে ভূতলে পাতিত করিয়া, অভিদ্রবণপূর্ব্বক পাশ দ্বারা আশু তদীয় বাহন মত্ত গজকে বন্ধন করিলেন ॥ ২৭ ॥ দনুজেশ্বর বেগাবিষ্কারপুরঃসর সেই সমস্ত পাশ শতখণ্ড ও সত্বরে সম্মুখীন হইয়া, বরুণের কটিদেশ ধারণ করিল ॥ ২৮ ॥ তখন তদীয় হস্তীও দন্তযুগল সহায়ে গদা সহিত বরুণকে প্রক্ষিপ্ত ও পাদদ্বিতয় প্রহারে মর্দ্দন করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ শিশিরাংশুমান্ শশাঙ্ক বরুণকে বধ্যমান অবলোকন করিয়া, অভ্যাগত হইয়া শরীরবিদারণ মার্গণগণ দ্বারা তাঁহারে তাড়না করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥ সেই গজেন্দ্র তদীয় শিশিরাংশুজালে সংমর্দ্দিত হইয়া, পরম পীড়া অনুভব ও ক্লেশ উপলব্ধি করত, বেগভরে বারম্বার পদতলপ্রহারে তাঁহারে বিদলিত করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ হে মহর্ষে ! বরুণ অতিমাত্র মর্দ্দিত হইয়া, গজেন্দ্রের পাদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন । অনন্তর পদ ও হস্তে ভূমি স্পর্শ ও সবেগে মস্তক উন্নাসিত করিয়া ॥ ৩২ ॥ অঙ্গুলি দ্বারা গজের পুচ্ছ গ্রহণ ও পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাহারে উৎপাটিত এবং তৎসহকারে বিরোচনকে নিয়ন্তা, বাহন ও হস্তীর সহিত আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন বিরোচন বরুণ কর্ত্তৃক উৎপাতিত হইয়া, ভাস্করকর্ত্তৃক সুকেশির পুর যেমন যন্ত্র, অর্গল ও হর্ম্ম্যের সহিত ধরাতল আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ কুঞ্জরের সহিত ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ৩৪ ॥ তদ্দর্শনে জলেশ্বর গদা ও পাশ হস্তে তাহাকে সংহার করিবার জন্য সবেগে ধাবমান হইলে, দৈত্যগণ মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে অতিমাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৫ ॥ এবং হাহাকার সহকারে বলিতে লাগিল, দানবসৈন্যপতি বীর বিরোচন বরুণ কর্ত্তৃক হত হইলেন । অতএব হে প্রহ্লাদ ! হে জম্ভ ! হে কুজম্ভপ্রমুখ অসুরগণ ! তোমরা সকলে অন্ধকের সহিত অভ্যাগত হইয়া, উঁহাকে রক্ষা কর ॥ ৩৬ ॥ হায়, মহাত্মা বলবান্ বরুণ বাহনসহিত দৈত্যসৈন্য চূর্ণিত করিয়া, পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক, অশ্বমেধযজ্ঞে ইন্দ্র পশুর ন্যায়, সংহার করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ জম্ভপ্রধানাদি দৈত্যপতিগণ দৈত্যগণের সমীরিত উচ্চৈঃস্বর আক্রন্দনশব্দ কর্ণগোচরীকৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ ত্বরিতগমনে, প্রজ্বলিত পাবকে পতমান পতঙ্গপ্রচয়ের ন্যায়, জলেশ্বরের সম্মুখে ধাবমান হইল ॥ ৩৮

অস্ত্রাদিমুৎসৃজ্য বিরোচনং পাশম্ । গদাং সমুদ্ভ্রাম্য জলেশ্বরস্তু দুদ্রাব তাং জম্ভমুখানরাতীন্ ॥৩৯॥ জম্ভঞ্চ পাশেন তথা বিহত্য তারন্তলেনাশনিসন্নিভেন । পাদেন বৃত্রং তরসা কুজম্ভং নিপাতয়ামাস বলঞ্চ মুষ্ট্যা ॥ ৪০ ॥ তেনার্দ্দিতা দেববরেণ দৈত্যাঃ সম্প্রাদ্রবন দিক্ষু বিমুক্তশস্ত্রাঃ । ততোঽন্ধকঃ সুদূরিতোঽভ্যাপেষাক্রণায় যোদ্ধুং জলনায়কেন ॥ ৪১ ॥ তমাপতন্তং গদয়া জঘান পাশেন বদ্ধ্বা বরুণোঽসুরেশম্ । তং পাশমাবিদ্ধ্য গদাং প্রগৃহ্য চিক্ষেপ দৈত্যঃ স জলেশ্বরায় ॥ ৪২ ॥ তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য পাশং গদাঞ্চ দাক্ষায়ণিনন্দনস্তু । বিবেশ বেগাৎ পয়সাং নিধানং ততোঽন্ধকো দেববলং মমর্দ্দ ॥ ৪৩ ॥ ততো হুতাশঃ সুরশত্রুসৈন্যং দদাহ রোষাৎ পবনাবধূতঃ । তমভ্যাগাদ্দানববিশ্বকর্ম্মা ময়ো মহাবাহুরুদগ্রবীর্য্যঃ ॥ ৪৪ ॥ তমাপতন্তং সহ শংবরেণ সমীক্ষ্য বহ্নিঃ পবনেন সার্দ্ধম্ । শক্ত্যা ময়ং শম্বরমেত্য কণ্ঠে সন্তাড্য জগ্রাহ বলান্মহর্ষে ॥ ৪৫ ॥ শক্ত্যা সকোপপ্রবরে বিদারিতে সংখিন্নদেহো ন্যপতৎ পৃথিব্যাম্ । ময়ঃ প্রজ্বাল চ শম্বরোঽপি কণ্ঠে বিলগ্নে জ্বলনে প্রদীপ্তে ॥ ৪৬ ॥ স দহ্যমানো দিতিজোঽগ্নিনাথ সুবিস্তরং ঘোররবং ররাব । সিংহাভিপন্নো বিপিনে যথৈব মত্তো গজঃ ক্রন্দতি বেদনার্ত্তঃ ॥৪৭ ॥ তং শব্দমাকর্ণ্য চ শম্বরস্য দৈত্যেশ্বরঃ ক্রোধবিরক্তদৃষ্টিঃ । আঃ কিমিমেতন্নু কেন যুদ্ধে জিতো ময়ঃ শম্বরদানবশ্চ ॥ ৪৮ ॥ তত্তোঽব্রুবন দৈত্যভটা দিতীশং প্রদহ্যতেনেন হুতাশনেন । রক্ষস্ব চাভ্যেত্য ন শক্যতে ভো হুতাশনো বারয়িতুং রণাগ্রে ॥ ৪৯ ॥ ইত্থং স দৈত্যৈরভিনোদিতস্তু হিরণ্যচক্ষোস্তনয়ো মহর্ষে । উদ্যম্য বেগাৎ

দেব বরুণ তাহাদিগকে আপতিত অবলোকন করিয়া বিরোচনকে বিসর্জ্জন ও পাশ বিতনন পূর্ব্বক, গদাঘূর্ণন সহকারে সেই সকল শত্রুর উদ্দেশে অভিদ্রুত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ এবং পাশ দ্বারা জম্ভকে আহত, বজ্রসদৃশ তলপ্রহারে তারকে প্রতিহত, সবেগে পদাঘাতপূর্ব্বক বৃত্রকে নিপাতিত ও সবলে মুষ্ট্যাঘাতপুরঃসর কুজম্ভকে ধরাশায়িত করিলেন ॥ ৪০ ॥ দৈত্যগণ দেবপ্রবর বরুণ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া, শস্ত্রপরিহারপুরঃসর দশদিকে পলায়মান হইল। তদ্দর্শনে অন্ধক অতিমাত্র ত্বরা সহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অভ্যাগমন করিল ॥ ৪১ ॥ বরুণ অসুরেশ্বর অন্ধককে আপতিত অবলোকন ও পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া, গদা দ্বারা আহত করিলেন। অসুরপতি তদীয় পাশ আবিদ্ধ ও গদা গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিল ॥ ৪২ ॥ দাক্ষায়ণীনন্দন বরুণ গদা ও পাশকে আপতিত অবলোকন করিয়া, সবেগে সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অন্ধক অমরসৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তদ্দর্শনে হুতাশন পবন সহায়ে পরিচালিত হইয়া, অসুরসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, দানবগণের বিশ্বকর্ম্মা, উদগ্রবীর্য্য, মহাবাহু ময় তাঁহার অভিমুখীন হইল ॥ ৪৪ ॥ শম্বরের সহিত সংমিলিত হইয়া, তাহাকে আসিতে দেখিয়া, বহ্নি বায়ুর সহিত সমবেত হইয়া, শক্তিপ্রহারপুরঃসর তাহাদের উভয়ের কণ্ঠ আহত করিয়া, উভয়কেই সবলে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ সকোপে প্রযোজিত শক্তি দ্বারা বর্ম্ম বিদারিত হইলে, ময় নির্ভিন্ন কলেবরে ধরাতলে পতিত হইল। কণ্ঠে প্রদীপ্ত পাবক সংলগ্ন হওয়াতে, ময় ও শম্বর, উভয়েই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬ ॥ দিতিজ ময় হুতাশন কর্ত্তৃক সবেগে দহ্যমান হইয়া, অরণ্যমধ্যে কেশরী কর্ত্তৃক অভিপন্ন বেদনার্ত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, সুবিস্তর ঘোররবে শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥ শম্বরের সেই আক্রন্দিত শ্রবণ করিয়া, দৈত্যপতি অন্ধক ক্রোধবিরক্ত লোচনে বলিতে লাগিল, আঃ কি কারণে এরূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধে ময় ও শম্বরকে পরাজয় করিল ॥ ৪৮ ॥ তখন দৈত্যযোধগণ তাঁহারে বলিতে লাগিল, হুতাশন উভয়কে দগ্ধ করিতেছে। আপনি অভিপতিত হইয়া, উঁহাদের রক্ষা করুন। কেহই রণাগ্রে হুতাশনকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না ॥ ৪৯ ॥ মহর্ষে! হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক তাহাদের এবংবিধ

পরিঘং হুতাশং সমাদ্রবত্তিষ্ঠ ইতি ব্রুবন্ হি ॥ ৫০ ॥ তস্যান্ধকস্যাপি বচো ব্যয়াত্মা সংক্রুদ্ধচিত্ত-স্ফুরিতোঽপি দৈত্যম্ । উৎপাট্য ভূম্যাঞ্চ বিনিষ্পিপেষ ততোঽন্ধকঃ পাবকমাসসাদ ॥ ৫১ ॥ সমাজঘানাথ হুতাশনং স বৈ বরায়ুধেনাথ বরাঙ্গমধ্যে । সমাহতোঽগ্নিঃ পরিমুচ্য শম্বরং তথান্ধকং সমভিতোঽভ্যধাবৎ ॥ ৫২ ॥ তমাপতন্তং পরিঘেণ ভূয়ঃ সমাহনন্মূর্দ্ধি তদান্ধকোঽপি । স তাড়িতো-ঽগ্নির্বিকৃতিক্রমেণ ভয়াৎ প্রদুদ্রাব রণাজিরাদ্ধি ॥ ৫৩ ॥ ততোঽন্ধকো মারুতচন্দ্রভাস্করান্ সাধ্যান্ সরুদ্রাশ্বিবসূন্মহোরগান্ । যান্ যাংশ্চ শরৈঃ স্পৃশতে পরাক্রমী পরাঙ্মুখাংস্তান্ কৃতবান্ রণা-জিরাৎ ॥ ৫৪ ॥ ততো বিজিত্যামরসৈন্যমুগ্রং সেন্দ্রং সরুদ্রং সযমং সসোমম্ । সংপূজ্যমানো দনুপুঙ্গবৈস্তু তদান্ধকো ভূমিমুপাজগাম ॥ ৫৫ ॥ আসাদ্য ভূমিঞ্চ নরাধিপেন্দ্রান্ কৃত্বা বশে স্থাপ্য চরাচরঞ্চ । জগৎ সমস্তং প্রবিবেশ ধীমান্ পাতালমগ্র্যং পুরমশ্মকাহ্বম্ ॥ ৫৬ ॥ তত্র স্থিতস্যাপি মহাসুরস্য গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ । সহাপ্সরোভিঃ পরিচারণায় পাতালমভ্যেত্য সমাবসন্ স্ম ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকবিজয়ো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং সুকেশিপুরমম্বরাৎ । পাতিতং ভুবি সূর্য্যেণ তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম ॥ ১ ॥ সুকেশীতি চ কশ্চাসৌ কেন দত্তবরশ্চ সঃ । কিমর্থং পাতিতো ভূম্যামাকাশাত্তো-ঽস্করেণ হি ॥ ২ ॥

প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, সবেগে পরিঘ উদ্যত করিয়া, তিষ্ঠ, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ সহকারে হুতাশনের আক্রমণার্থ গমন করিল ॥ ৫০ ॥ অব্যয়াত্মা হুতাশন তদীয় বচন আকর্ণন করিয়া, অতিমাত্র রোষাবিষ্টচিত্তে হবাপ্রদর্শনপূর্ব্বক দৈত্যকে উৎপাটিত ও ভূমিতলে বিনিষ্পেষিত করিলেন। তখন অন্ধক পাবককে আক্রমণ পূর্ব্বক ॥ ৫১ ॥ বরায়ুধ দ্বারা তদীয় বরাঙ্গ মধ্যে গুরুতর আঘাত করিল। হুতাশন আহত হইয়া, শম্বরকে বিসর্জ্জন করিয়া, সত্বরে অন্ধকের অভিমুখে ধাবমান হইলেন ॥ ৫২ ॥ অন্ধক তাঁহাকে অভিধাবনে উদ্যত দেখিয়া, পুনরায় তদীয় মস্তকে পরিঘের আঘাত করিলে, তিনি তৎকর্ত্তৃক ঐরূপে তাড়িত হইয়া, ভয়বশতঃ রণাঙ্গন হইতে বহির্দ্দেশে প্রদ্রবমান হইলেন ॥ ৫৩ ॥ তখন অন্ধক মারুত, চন্দ্র, ভাস্কর, সাধ্য, বসু ও মহোরগ সমস্ত এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইহাঁদের মধ্যে যে যে ব্যক্তিকে পরাক্রমপ্রকাশপুরঃসর শরসমূহ সহায়ে স্পর্শ করিতে লাগিল, তাহাঁদের সকলকেই রণাজির হইতে পরাঙ্মুখ করিল ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর ইন্দ্র, রুদ্র, যম, সোম, ইহাঁদের সহিত সমুদায় উৎকটবীর্য্য সুরসৈন্য পর্য্যুদস্ত করিয়া, যাবতীয় অসুরগণ কর্ত্তৃক সংপূজ্যমান হইয়া, ভূমিতলে সমাগত হইল ॥ ৫৫ ॥ তথায় গমন করিয়া, নরপতিদিগকে করদীকৃত ও চরাচর বিশ্ব স্ববশে সংস্থাপিত করত, আপনার অশ্মকনামক অত্যুৎ-কৃষ্ট পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫৬ ॥ সেই পুরে অবস্থিতি করিলে, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধ-সংঘ অপ্সরোগণের সহিত তদীয় পরিচারণার্থ পাতালে অভ্যাগত হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকবিজয় নামক দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজবর্য্য ! আপনি বলিলেন, ভগবান্ ভাস্কর সুকেশীর নগরীকে অম্বর হইতে পৃথিবীতে পাতিত করিয়াছিলেন। তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ সুকেশী কে, কে তাহাকে বর প্রদান করেন ; ভাস্করই বা কিজন্য আকাশ হইতে তদীয় পুরী পৃথিবীতে পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা কথামেতাং পুরাতনীম্ । যথা শ্রুতাং ময়া পূর্ব্বং কথ্যমানাং মহামুনে ॥ ৩ ॥ আসীন্নিশাচরপতির্বিদ্যুৎকেশীতি বিশ্রুতঃ । তস্য পুত্রো গুণজ্যেষ্ঠঃ সুকেশিরভবন্মুনে ॥ ৪ ॥ তস্য তুষ্টস্তথেশানঃ পুরমাকাশচারি বৈ । প্রাদাদজেয়ত্বমপি শত্রুভিশ্চাপ্যবধ্যতাম্ ॥ ৫ ॥ স চাপি শঙ্করাৎ প্রাপ্য বরং গগনগং পুরং । রেমে নিশাচরৈঃ সার্দ্ধং সদা ধর্ম্মপথি স্থিতঃ ॥ ৬ ॥ স কদাচিদ্গতোঽরণ্যং মাগধং রাক্ষসেশ্বরঃ । তত্রাশ্রমাংস্তু দদৃশে ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৭ ॥ মহর্ষীন্ স তদা দৃষ্ট্বা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ । প্রত্যুবাচ ঋষীন্ সর্ব্বান্ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

সুকেশিরুবাচ । প্রষ্টুমিচ্ছামি ভবতঃ সংশয়োঽয়ং হৃদি স্থিতঃ । কথয়ন্তু ভবন্তো মে ন চৈবাজ্ঞাপয়াম্যহম্ ॥ ৯ ॥ কিং স্বিচ্ছ্রেয়ঃ পরে লোকে কিমু চেহ দ্বিজোত্তমাঃ । কেন পূজ্যস্তথা সৎসু কেনাসৌ সুখমেধতে ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্থং সুকেশিবচনং নিশম্য পরমর্ষয়ঃ । প্রোচুর্ব্বিমৃশ্য শ্রেয়োঽর্থমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১১ ॥

ঋষয় ঊচুঃ । শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামস্তব রাক্ষসপুঙ্গব । যদ্ধি শ্রেয়ো ভবেদ্বীর ইহ চামুত্র চাব্যয় ॥ ১২ ॥ শ্রেয়ো ধর্ম্মঃ পরে লোকে ইহ চ ক্ষণদাচর । তস্মিন্ সমাশ্রিতে সৎসু পূজ্যস্তেন সুখী ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

সুকেশিরুবাচ । কিংলক্ষণো ভবেদ্ধর্ম্মঃ কিমাচরণসৎক্রিয়ঃ । যমাশ্রিত্য ন সীদন্তি দেবাদ্যাস্তু তদুচ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

ঋষয় ঊচুঃ । দেবানাং পরমো ধর্ম্মঃ সদা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । স্বাধ্যায়তত্ত্ববেদিত্বং বিষ্ণু-

---

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহামুনে ! আমি পূর্ব্বে এই পুরাতনী কথা কীর্ত্তনসময়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, বলিতেছি, অবধান সহকারে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ নিশাচরগণের বিদ্যুৎকেশীনামে যে অধিপতি ছিল, সুকেশী তাহার গুণজ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ ভগবান্ ঈশান তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, বিমানচারিণী নগরী এবং শত্রুগণ কর্ত্তৃক অজেয়ত্ব ও অবধ্যত্ব প্রদান করেন ॥ ৫ ॥ সুকেশী শঙ্করের প্রসাদে আকাশগামী পুর প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে অবস্থান পূর্ব্বক নিশাচরগণের সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ একদা সে মগধারণ্যে গমন করিয়া, তথায় ভাবিতাত্মা ঋষিগণের আশ্রমসমূহ সন্দর্শন করিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর মহর্ষিদিগকে দর্শন ও প্রণিপাত পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া, আসনপরিগ্রহানন্তর তাঁহাদের সকাশে নিবেদন করিল ॥ ৮ ॥ আমার হৃদয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনারা বলুন। আমি জ্ঞাপন করিতেছি ॥ ৯ ॥ হে দ্বিজোত্তমবর্গ ! পরলোকে ও ইহলোকে শ্রেয়ঃ কি ? সাধুগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা পূজনীয় ? কোন্ ব্যক্তিই বা সুখে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ? ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সুকেশির এবংবিধ বচনরচনা শ্রবণগোচর করিয়া, মহর্ষিরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়োবিষয় সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১১ ॥ হে বীর ! হে অব্যয় ! হে রাক্ষসকেশরিন্ ! ইহলোকে ও পরলোকে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা তোমারে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ হে ক্ষণদাচর ! পরলোকে ও ইহলোকে উভয়ত্র একমাত্র ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ । এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই, সাধুসমাজে পূজনীয় ও সুখে সংবর্দ্ধিত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

সুকেশি কহিল, ধর্ম্মের লক্ষণ কি ? কিরূপ সৎক্রিয়াকেই বা ধর্ম্ম বলে ? যাহার আশ্রয় করিলে, দেবাদিরা অবসন্ন হন না, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৪ ॥ ঋষিগণ কহিলেন, সর্ব্বদা যজ্ঞাদিক্রিয়াই দেবগণের পরম ধর্ম্ম । তদ্ব্যতীত, স্বাধ্যায়তত্ত্ববেদিত্ব ও বিষ্ণুপূজাদি [illegible]

পূজ্যা ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১৫ ॥ দৈত্যানাং বাহুশালিত্বং মাৎসর্য্যং যুদ্ধসৎক্রিয়াঃ। বেদনং নীতিশাস্ত্রাণাং হরভক্তিরুদাহৃতা ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধানামুদিতো ধর্ম্মো যোগসিদ্ধিরনুত্তমা। স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মবিজ্ঞানং ভক্তির্দ্বাভ্যাং হরে তথা ॥ ১৭ ॥ উৎকৃষ্টোপাসনং জ্ঞেয়ং নৃত্যবাদ্যেষু বেদিতা। সরস্বত্যাং স্থিরা ভক্তির্গান্ধর্ব্বো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ১৮ ॥ বিদ্যাধারিত্বমতুলং বিজ্ঞানং পৌরুষে মতিঃ। বিদ্যাধরাণাং ধর্ম্মোঽয়ং ভবান্যাং ভক্তিরেব চ ॥ ১৯ ॥ গান্ধর্ব্ববিদ্যাবেদিত্বং ভক্তির্ভানৌ তথা স্থিরা। কৌশল্যং সর্ব্বশিল্পানাং ধর্ম্মঃ কিংপুরুষৈঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মচর্য্যমমানিত্বং যোগাভ্যাসরতির্দৃঢ়া। সর্ব্বত্র কামচারিত্বং ধর্ম্মোঽয়ং পৈত্রিকঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং সদা সত্যং জপ্যং জ্ঞানং চ রাক্ষস। নিয়মো ধর্ম্মবেদিত্বমার্ষো ধর্ম্মঃ প্রচক্ষতে ॥ ২২ ॥ স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচর্য্যং চ দানং যজনমেব চ। অকার্পণ্যমনায়াসো দয়াহিংসাক্ষমাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচং চ মাঙ্গল্যং ভক্তিরচ্যুতে। শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোঽয়ং মানবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥ ধনাধিপত্যং ভোগাশ্চ স্বাধ্যায়ঃ শঙ্করার্চ্চনম্। অহঙ্কারমশৌণ্ডীর্য্যং ধর্ম্মোঽয়ং গুহ্যকেষ্বিতি ॥ ২৫ ॥ পরদারাবমর্শিত্বং পারক্যার্থে চ লোলুপাঃ। স্বাধ্যায়স্ত্র্যম্বকে ভক্তির্ধর্ম্মোঽয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥ অবিবেকস্তথাজ্ঞানং শৌচহানিরসত্যতা। পিশাচানাময়ং ধর্ম্মঃ সদা চামিষগৃধ্নুতা ॥ ২৭ ॥ যোনয়ো দ্বাদশৈবৈতাস্তাসু ধর্ম্মাশ্চ রাক্ষস। ব্রহ্মণা কথিতাঃ পুণ্যা দ্বাদশৈব গতিপ্রদাঃ ॥ ২৮ ॥

সুকেশিরুবাচ। ভবদ্ভিরুক্তা যে ধর্ম্মাঃ শাশ্বতা দ্বাদশাব্যয়াঃ। তত্র যে মানবা ধর্ম্মাস্তান্ ভূয়ো বক্তুমর্হথ ॥ ২৯ ॥

ঋষয় ঊচুঃ। শৃণুষ্ব মনুজাদীনাং ধর্ম্মাংস্তু ক্ষণদাচর। যে বসন্তি মহীপৃষ্ঠে নরা দ্বীপেষু সপ্তসু ॥ ৩০ ॥ যোজনানাং প্রমাণেন পঞ্চাশৎকোটিরায়তা। জলোপরি মহীয়ং হি নৌরিবাস্তে

ধর্ম্ম বলিয়া, শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ দৈত্যগণের ধর্ম্ম বাহুশালিত্ব, মাৎসর্য্য, যুদ্ধসৎক্রিয়া, নীতিশাস্ত্রের পরিচর্য্যা ও হরভক্তি ॥ ১৬ ॥ অনুত্তম যোগসিদ্ধি, স্বাধ্যায, ব্রহ্মবিজ্ঞান, বিষ্ণু ও হর উভয়ের প্রতি ভক্তি, এই সকল সিদ্ধগণের ধর্ম্ম বলিয়া, উদাহৃত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ গন্ধর্ব্বগণের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট উপাসন, নৃত্যবাদ্যবেদিতা ও সরস্বতীর প্রতি অচলা ভক্তি ॥ ১৮ ॥ বিদ্যা-বিষয়ে তুলনারাহিত্য, বিজ্ঞান, পৌরুষবুদ্ধি ও ভবানীর প্রতি ভক্তি, এই সকল বিদ্যাধরগণের ধর্ম্ম ॥ ১৯ ॥ গন্ধর্ব্ববিদ্যাবেদিতা, ভাস্করে অবিচলিত ভক্তি, সর্ব্ববিধ শিল্পে কুশলিতা, এই কয়টী কিংপুরুষগণের ধর্ম্ম ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মচর্য্য, অনভিমান, যোগাভ্যাসে অবিচলিত আসক্তি, সর্ব্বত্র কামচারিতা, এই কয়টী পিতৃগণের ধর্ম্ম ॥ ২১ ॥ হে রাক্ষস! সর্ব্বদা ব্রহ্মচারিত্ব, সত্য, জপ্য, জ্ঞান, নিয়ম ও ধর্ম্মবেদিতা, এই সকল ঋষিগণের ধর্ম্ম ॥ ২২ ॥ স্বাধ্যায, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজন, অকার্পণ্য, অনায়াস, দয়া, অহিংসা ও ক্ষমাদি ॥ ২৩ ॥ জিতেন্দ্রিয়ত্ব, শৌচ, মাঙ্গল্য, শঙ্কর ভাস্কর ও দেবীর প্রতি ভক্তি, এই সকল মানবগণের ধর্ম্ম ॥ ২৪ ॥ ধনাধিপত্য, ভোগ, স্বাধ্যায়, শঙ্করের উপাসনা, অহঙ্কার ও অশৌণ্ডীর্য্য, এই কয়টী গুহ্যকগণের ধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥ পরদারমর্ষণ, পরকীয় অর্থে গৃধ্নুতা, স্বাধ্যায় ও শিবভক্তি রাক্ষসগণের ধর্ম্ম ॥ ২৬ ॥ অবিবেক, অজ্ঞান, শৌচহানি, সত্য-পরিহার ও সর্ব্বদা আমিষগৃধ্নুতা পিশাচগণের ধর্ম্ম ॥ ২৭ ॥ হে নিশাচর! পিতামহ ব্রহ্মা এই দ্বাদশ যোনির পরমপবিত্রতাসাধক ও গতিপ্রদ দ্বাদশপ্রকার ধর্ম্ম উক্তরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সুকেশি কহিল, আপনারা যে দ্বাদশবিধ শাশ্বত ও সনাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, তন্মধ্যে মনুষ্যগণের ধর্ম্ম পুনরায় বর্ণন করুন ॥ ২৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে ক্ষণদাচর! যাহারা সপ্তদ্বীপে মহীপৃষ্ঠে বাস করে, সেই মনুষ্যাদির ধর্ম্ম শ্রবণ কর ॥ ৩০ ॥ নদীর জলে নৌকা যেমন, এই পৃথিবীও তেমন জলোপরি অবস্থিতি করি,

সরিজ্জলে। তস্যোপরি চ দেবেশো ব্রহ্মা শৈলেন্দ্রমুত্তমং ॥ ৩১ ॥ কর্ণিকাকারমত্যুচ্চং স্থাপয়ামাস সত্তম। স চেমাং নির্ম্মমে পুণ্যাং প্রজাং দেবশ্চতুর্দ্দিশং ॥ ৩২ ॥ স্থানানি দ্বীপসংজ্ঞানি কৃতবাংশ্চ প্রজাপতিঃ। তত্র মধ্যে চ কৃতবান্ জম্বূদ্বীপমিতি শ্রুতং ॥ ৩৩ ॥ তল্লক্ষং যোজনানাংচ প্রমাণেন নিগদ্যতে। ততো জলনিধিঃ ক্ষারো বাহ্যতো দ্বিগুণঃ স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্যাপি দ্বিগুণঃ প্লক্ষো বাহ্যতঃ সংপ্রতিষ্ঠিতঃ। ততস্ত্বিক্ষুরসোদশ্চ বাহ্যতো বলয়াকৃতিঃ ॥ ৩৫ ॥ দ্বিগুণঃ শাল্মলিদ্বীপো দ্বিগুণোঽস্য মহোদধিঃ। সুরোদো দ্বিগুণস্তস্য তস্মাচ্চ দ্বিগুণঃ কুশঃ ॥ ৩৬ ॥ ঘৃতোদো দ্বিগুণশ্চৈব কুশদ্বীপাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ। ঘৃতোদাদ্দ্বিগুণঃ ক্রৌঞ্চো দধ্যোদো দ্বিগুণস্ততঃ ॥ ৩৭ ॥ সমুদ্রাদ্দ্বিগুণঃ শাকঃ শাকাদ্দুগ্ধাব্ধিরুত্তমঃ। দ্বিগুণঃ সংস্থিতো যত্র শেষপর্য্যঙ্কগো হরিঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্মাচ্চ পুষ্করদ্বীপঃ স্বাদূদস্তদনন্তরং। এতে চ দ্বিগুণাঃ সর্ব্বে পরস্পরমবস্থিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ চত্বারিংশদিমাঃ কোট্যো লক্ষাশ্চ নবতিঃ স্মৃতাঃ। যোজনানাং রাক্ষসেন্দ্র পঞ্চ চাতিসুবিস্তৃতাঃ ॥ ৪০ ॥ জম্বূদ্বীপাৎ সমারভ্য যাবৎক্ষীরাব্ধিরন্ততঃ। কোট্যশ্চতস্রো লক্ষাণাং দ্বৈপঞ্চাশচ্চ রাক্ষস ॥ ৪১ ॥ পুষ্করদ্বীপমানোঽয়ন্তাবানংতে মহোদধিঃ। লক্ষমণ্ডকটাহেন সমন্তাদভিপূরিতং ॥ ৪২ ॥ এবং দ্বীপাস্ত্বিমে সপ্ত পৃথগ্ধর্ম্মাঃ পৃথক্ক্রিয়াঃ। গদিষ্যামস্তব বয়ং শৃণুষ ত্বং নিশাচর ॥ ৪৩ ॥ প্লক্ষাদিষু নরা বীর যে বসন্তি সনাতনাঃ। শাকান্তেষু ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা কথঞ্চন ॥ ৪৪ ॥ মোদন্তে দেববত্তেষাং ধর্ম্মো দিব্য উদাহৃতঃ। কল্পান্তে প্রলয়স্তেষাং নিগদ্যেত মহাভুজ ॥ ৪৫ ॥ যে জনাঃ পুষ্করদ্বীপে বসন্তে রৌদ্রদর্শনে। পৈশাচমাশ্রিতা ধর্ম্মং কর্ম্মান্তে তে বিনাশিনঃ ॥ ৪৬ ॥

তেছে। ইহার আয়তন পঞ্চাশৎকোটীযোজন ॥ ৩১ ॥ দেবগণের নিয়ন্তা ব্রহ্মা ইহার উপরিবিভাগে অত্যুচ্চ শৈলেন্দ্রকে কর্ণিকাকারে স্থাপন ॥ ৩২ ॥ এবং দ্বীপসংজ্ঞক স্থান সকল কল্পনা করিয়াছেন। ঐ সকল দ্বীপের মধ্যভাগে জম্বূদ্বীপ নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ ইহার প্রমাণ লক্ষযোজন, এইরূপ উল্লিখিত আছে। ইহার বাহ্যভাগে ক্ষারসাগর, পরিমাণে ইহার দ্বিগুণ ॥ ৩৪ ॥ তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ পরিমাণ প্লক্ষদ্বীপ বাহ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বাহ্যভাগে বলয়াকৃতি ইক্ষুরস-সাগর ॥ ৩৫ ॥ শাল্মলিদ্বীপ ইহার দ্বিগুণ। আপন অপেক্ষা দ্বিগুণ মহাসাগরে বেষ্টিত হইয়া আছে। ঐ মহোদধির নাম সুরোদ অর্থাৎ সুরাসাগর। কুশদ্বীপ ইহার দ্বিগুণায়ত ॥ ৩৬ ॥ আপন অপেক্ষা দ্বিগুণপ্রমাণ ঘৃতসাগরে বেষ্টিত হইয়া আছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ ঘৃতসাগরের দ্বিগুণ এবং আপন অপেক্ষা দ্বিগুণপ্রমাণ দধিসাগরে পরিবৃত আছে ॥ ৩৭ ॥ শাকদ্বীপ ইহার দ্বিগুণ এবং দ্বিগুণপ্রমাণ দুগ্ধসাগর ইহার বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দুগ্ধ সাগরেই শেষপর্য্যঙ্কশয়ান ভগবান্ হরি বিরাজমান হইতেছেন ॥ ৩৮ ॥ ইহার পর দ্বিগুণপ্রমাণ পুষ্করদ্বীপ। স্বাদুসাগর উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। ইহারা সকলেই পরস্পরের দ্বিগুণ ॥ ৩৯ ॥ এবং ইহাদের পরিমাণ সাকল্যে চল্লিশকোটি নব্বই লক্ষ পঞ্চ যোজন ॥ ৪০ ॥ হে রাক্ষসেন্দ্র! জম্বূদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্ষীরসাগরের অন্ত পর্য্যন্ত চারিকোটি এক লক্ষ যোজন পরিমিত ॥ ৪১ ॥ উহাই কুশদ্বীপের পরিমাণ। ইহার পর্য্যন্ত-সীমাস্থিত মহোদধিও তাবৎপরিমাণসম্পন্ন। চতুর্দ্দিকে অণ্ডকটাহে লক্ষ যোজন পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ এইরূপে সন্নিবিষ্ট সপ্ত দ্বীপের ধর্ম্ম যেমন পৃথক্, ক্রিয়াকলাপও তদ্রূপ বিভিন্নভাবাপন্ন। হে নিশাচর! শ্রবণ কর, তব তাত বর্ণন করিতেছি ॥ ৪৩ ॥ হে বীর! প্লক্ষ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সকল লোক বাস করে, তাহাদের যেমন বিনাশ নাই, সেইরূপ যুগাবস্থাও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না ॥ ৪৪ ॥ তাহারা দেবতার ন্যায় আমোদ ভোগ করিয়া থাকে এবং দেবগণের যে ধর্ম্ম, তাহাদেরও সেই ধর্ম্ম, উল্লিখিত হইয়াছে। হে মহাবাহু! কল্পান্তেই তাহাদের প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ যাহারা রৌদ্রদর্শন পুষ্করদ্বীপে বাস করে, তাহারা পৈশাচধর্ম্মের আশ্রিত এবং কর্ম্মান্তে বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

সুকেশিরুবাচ। কিমর্থং পুষ্করদ্বীপো ভবদ্ভিঃ সমুদাহৃতঃ। দুর্দর্শঃ শৌচরহিতো ঘোরঃ কর্ম্মার্থনাশকৃৎ ॥ ৪৭ ॥

ঋষয় উচুঃ। তস্মিন্নিশাচর দ্বীপে নরকাঃ সন্তি দারুণাঃ। রৌরবাদ্যাস্ততো রৌদ্রঃ পুষ্করো ঘোরদর্শনঃ ॥ ৪৮ ॥

সুকেশিরুবাচ। কিয়ন্ত্যেতানি রৌদ্রাণি নরকাণি তপোধনাঃ। কিয়ন্মাত্রাণি মার্গেণ কা চ তেষু স্বরূপতা ॥ ৪৯ ॥

ঋষয় উচুঃ। শৃণুষ্ব রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রমাণং লক্ষণং তথা। সর্ব্বেষাং রৌরবাদীনাং সংখ্যয়া ত্বেকবিংশতিঃ ॥ ৫০ ॥ দ্বে সহস্রে যোজনানাং জ্বলিতাঙ্গারবিস্তৃতে। রৌরবো নাম নরকঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫১ ॥ তপ্ততাম্রময়ী ভূমিরধস্তাদ্বহ্নিতাপিতা। দ্বিতীয়ো দ্বিগুণস্তস্মান্মহারৌরব উচ্যতে ॥ ৫২ ॥ ততোঽপি বিস্তৃতশ্চান্যস্তামিস্রো নরকঃ স্মৃতঃ। অন্ধতামিস্রকো নাম চতুর্থো দ্বিগুণঃ পরঃ ॥ ৫৩ ॥ ততস্তু কালসূত্রেতি পঞ্চমঃ পরিগীয়তে। অপ্রতিষ্ঠঞ্চ নরকং ঘটীযন্ত্রঞ্চ সপ্তমং ॥ ৫৪ ॥ অসিপত্রবনঞ্চান্যৎ সহস্রাণি দ্বিসপ্ততিঃ। যোজনানাং পরিখ্যাতমষ্টমং নরকোত্তমং ॥ ৫৫ ॥ নবমং তপ্তকুম্ভঞ্চ দশমং কূটশাল্মলিঃ। করপত্রস্তথৈবোক্তস্তথান্যঃ শ্বানভোজনঃ ॥৫৬॥ সন্দংশো লোহপিণ্ডশ্চ করম্ভসিকতা তথা। ঘোরা ক্ষারনদী চান্যা তথান্যা কৃমিভোজনা ॥ তথাষ্টাদশমী প্রোক্তা ঘোরা বৈতরণী নদী ॥ ৫৭ ॥ তথাপরঃ শোণিতপূযভোজনঃ ক্ষুরাগ্রধারো নিশিতশ্চ চক্রকঃ। সংশোষণো নাম তথাপি চান্তে প্রোক্তাস্তবৈতে নরকাঃ সুকেশিন্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুষ্করদ্বীপবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সুকেশি কহিল, আপনারা কিজন্য পুষ্করদ্বীপকে দুর্দ্দর্শ, শৌচবিহিত ও ঘোরভাবাপন্ন এবং কর্ম্মার্থবিনাশকৃৎ বলিলেন ॥ ৪৭ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে নিশাচর! এই পুষ্করদ্বীপে রৌরবপ্রমুখ দারুণ নরক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। সেইজন্য উহাকে ঘোরদর্শন ও রৌদ্র বলিয়া, বর্ণন করা হইল ॥ ৪৮ ॥

সুকেশি কহিল, হে তপোধনবর্গ! এই দারুণ নরক সকলের সংখ্যা কত? তাহাদের পরিমাণই বা কত পথ? এবং তাহাদের স্বরূপই বা কীদৃশ ॥ ৪৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাক্ষসপ্রবর! তাহাদের লক্ষণ ও প্রমাণ শ্রবণ কর। এই রৌরবাদি নরক সকলের সংখ্যা সমুদায়ে একবিংশতি ॥ ৫০ ॥ তন্মধ্যে, রৌরবনামক প্রথম নরক। উহা দ্বিসহস্রযোজন জ্বলিতাঙ্গারবিস্তৃত ভূভাগে সন্নিবদ্ধ ॥ ৫১ ॥ উহার অধস্থ ভূমি তপ্ততাম্রময়ী ও সর্ব্বদা বহ্নি দ্বারা সংতাপিত। দ্বিতীয় নরক মহারৌরব রৌরবের দ্বিগুণ ॥ ৫২ ॥ তামিস্র নামে বিখ্যাত নরক তাহা অপেক্ষাও বিস্তৃত। চতুর্থ নরক অন্ধতামিস্র ইহার দ্বিগুণ ॥ ৫৩ ॥ ইহার পর পঞ্চম নরক কালসূত্রনামে নির্দ্দিষ্ট। তদনন্তর অপ্রতিষ্ঠ ও অপ্রতিষ্ঠের পর সপ্তম নরক ঘটীযন্ত্র ॥ ৫৪ ॥ ইহার পর অসিপত্র নরক দ্বিসপ্ততিসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহা সংখ্যায় অষ্টম ॥ ৫৫ ॥ নবম তপ্তকুম্ভ, দশম কূট শাল্মলি, একাদশ করপত্র ও দ্বাদশ নরক শ্বানভোজননামে প্রসিদ্ধ ॥ ৫৬ ॥ ইহার পর যথাক্রমে সংদংশ, লোহপিণ্ড, করম্ভসিকতা, ভয়ঙ্কর ক্ষারনদী, কৃমিভোজন এবং ঘোরা বৈতরণী নদী অষ্টাদশ নরক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ৫৭ ॥ ইহার পর শোণিতপূযভোজন, ক্ষুরাগ্রধার ও নিশিতচক্রক এবং সংশোষণনামক নরক। হে সুকেশিন্! তোমার নিকট নরক সকল কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুষ্করদ্বীপ বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সুকেশিরুবাচ। কর্ম্মণা নরকানেতান্ কেন গচ্ছন্তি বৈ কথং। এতদ্বদত বিপ্রেন্দ্রাঃ পরং কৌতূহলং মম ॥ ১ ॥

ঋষয় উচুঃ। কর্ম্মণা যেন যেনেহ যান্তি শালকটংকটং। স্বকর্ম্মফলভোগার্থং নরকান্মে শৃণুষ্ব তান্ ॥ ২ ॥ দেববেদদ্বিজাতীনাং যৈর্নিন্দা সততং কৃতা। যে পুরাণেতিহাসার্থান্নাভিনন্দন্তি পাপিনঃ ॥৩॥ গুরুনিন্দাকরা যে চ মখবিঘ্নকরাশ্চ যে। দাতুর্নিবারকা যে চ তেষু তে নিপতন্তি হি ॥৪॥ সুহৃদ্দম্পতিসৌদর্য্যস্বামিভৃত্যপিতাসুতৈঃ। যাজ্যাধ্যাপকয়োশ্চৈব কৃতো ভেদোঽধমৈর্মিথঃ ॥ ৫ ॥ কন্যামেকস্য দত্ত্বা চ দদত্যন্যস্য যেঽধমাঃ। করপত্রেণ পাট্যন্তে তে দ্বিধা যমকিংকরৈঃ ॥ ৬ ॥ পরোপতাপজনকা চন্দনোশীরহারিণঃ। বালব্যজনহর্ত্তারঃ করম্ভসিকতাশ্রিতাঃ ॥ ৭ ॥ নিমন্ত্রিতোঽন্যতো ভুঙ্‌ক্তে শ্রাদ্ধে দৈবেঽথ পৈতৃকে। স দ্বিধাকৃষ্যতে মর্ত্ত্যস্তীক্ষ্ণতুণ্ডৈঃ খগোত্তমৈঃ ॥ ৮ ॥ মর্ম্মাণি যস্তু সাধূনাস্তুদন্ বাগ্‌ভির্নিকৃন্ততি। তস্যোপরি তুদন্তস্তু তুণ্ডৈস্তিষ্ঠন্তি পত্রিণঃ ॥ ৯ ॥ যঃ করোতি চ পৈশুন্যং সাধূনামন্যথামতঃ। বজ্রতুণ্ডনিভা জিহ্বামাকর্ষন্তেঽস্য বায়সাঃ ॥ ১০ ॥ পিতৃমাতৃগুরূণাঞ্চ যেঽবজ্ঞাং চক্রুরুদ্ধতাঃ। মজ্জন্তি পূযবিণ্মূত্রে ত্বপ্রতিষ্ঠে হ্যধোমুখাঃ ॥ ১১ ॥ দেবতাতিথিভৃত্যেষু ভুক্তেষ্বভ্যাগতেষু চ। অভুক্তবৎসু যেঽশ্নন্তি বালপিত্রগ্নিমাতৃষু ॥ ১২ ॥ দুষ্টাসৃক্‌পূযনির্য্যাসভুঞ্জতে ত্বধমাইমে। সূচীমুখাশ্চ জায়ন্তে তৃষার্ত্তা গিরিবিগ্রহাঃ ॥ ১৩ ॥ একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং বিষমং ভোজয়ন্তি যে। বিড়্‌ভোজনং রাক্ষসেন্দ্র নরকং তে ব্রজন্তি চ ॥ ১৪ ॥ একসার্থ-

---

সুকেশি কহিল, হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! কি কর্ম্ম করিলে, কিরূপে এই সকল নরকে গমন করিতে হয়, কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি ॥ ১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, যে যে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফলভোগার্থ এই সকল নরকলাভ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ যে সকল পাপাত্মা দেবদেব ও দ্বিজাতিগণের নিরন্তর নিন্দা করে, পুরাণ ও ইতিহাসার্থের অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করে ॥ ৩ ॥ গুরুগণের নিন্দা করে, যজ্ঞ সকলের বিঘ্ন করে, এবং দাতার প্রতিষেধ করে, তাহারাই এই সমস্ত নরকে নিপতিত হয়। যাহারা সুহৃৎ, পতি, সোদর, প্রভু, ভৃত্য, পিতা, পুত্র, যাজ্য ও অধ্যাপক, ইহাদের কোনরূপ প্রভেদ করে না ॥ ৪।৫ ॥ যে সকল অধম পুরুষ দত্ত কন্যাকে পুনরায় অন্যদীয় হস্তে সম্প্রদান করে, যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে করপত্রে দ্বিধা পাটিত করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ পরের সন্তাপ উৎপাদন, চন্দন ও উশীর হরণ এবং বালব্যজন আত্মসাৎ করিলে, করম্ভসিকতানরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৭ ॥ দৈব অথবা পৈতৃকশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, অন্যত্র ভোজন করিলে, তীক্ষ্ণতুণ্ড বিহঙ্গম সকল তাহাকে দ্বিধা আকর্ষিত করে ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি সাধুগণের মর্ম্মভেদী বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগের হৃদয়-ব্যথা সমুদ্ভাবন করে, পক্ষী সকল তুণ্ড দ্বারা তোদনপূর্ব্বক তাহার উপরি অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি অন্যথামতি হইয়া, সাধুগণের প্রতি পিশুন ব্যবহার করে, বজ্রবৎ দৃঢ়তুণ্ড বায়সগণ তাহার জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যাহারা উদ্ধত হইয়া, পিতা, মাতা ও গুরুজনবর্গের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে, তাহারা অপ্রতিষ্ঠে অধোমুখে পূয, বিষ্ঠা ও মূত্র মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, অভ্যাগত ব্যক্তি সমূহ এবং বালক, পিতা, অগ্নি ও মাতা অভুক্ত থাকিতে, ভোজন করিলে ॥ ১২ ॥ দূষিত রক্ত ও পূয ভক্ষণ করিতে হয়; অধিকন্তু, তাহারা সূচীমুখ ও পর্ব্বতাকৃতি হইয়া, জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ক্ষুধায় অতিমাত্র ক্লেশ অনুভব করে ॥ ১৩ ॥ যাহারা এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিষম ভোজন করায়, তাহারা বিট্‌ভোজননামক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ যাহারা

প্রয়াতাশ্চ পঞ্চভক্ষ্যার্থিনং নরাঃ। অসংবিভজ্য ভুঞ্জন্তি তে যান্তি শ্লেষ্মভোজনং॥ ১৫॥ গো-
ব্রাহ্মণাগ্নয়ঃ স্পৃষ্টা বৈরুচ্ছিষ্টৈশ্চ কামতঃ। ক্ষিপ্যন্তে হি করাস্তেষাং তপ্তকুম্ভে সুদারুণে॥ ১৬॥
সূর্য্যেন্দুতারকা দৃষ্টা বৈরুচ্ছিষ্টৈশ্চ কামতঃ। তেষাং নেত্রগতো বহ্নির্ধম্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥ ১৭॥
মিত্রজায়াথ জননী জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা স্বসা। জাময়ো গুরবো বৃদ্ধা যৈঃ সংস্পৃষ্টাঃ পদা নৃভিঃ॥১৮॥
বদ্ধাংঘ্রয়স্তে নিগড়ৈর্লৌহৈর্বহ্নিপ্রতাপিতৈঃ। ক্ষিপ্যন্তে রৌরবে ঘোরে হ্যাজানুপরিদাহিনঃ॥১৯॥
পায়সং কৃশরং মাংসং বৃথা ভুক্তানি যৈর্নরৈঃ। তেষাময়োগুড়াস্তপ্তাঃ ক্ষিপ্যন্তে বদনেহদ্ভুতাঃ॥২০॥
গুরুদেবদ্বিজাতীনাং বেদানাঞ্চ নরাধমৈঃ। নিন্দা নিশং শ্রুতা যৈস্তু পাপানামভিকুর্ব্বতাং॥ ২১॥
তেষাং লোহময়াঃ কীলা বহ্নিবর্ণাঃ পুনঃ পুনঃ। শ্রবণেষু নিখন্যন্তে ধর্ম্মরাজস্য কিঙ্করৈঃ॥ ২২॥
প্রপাদেবকুলারামবিপ্রবেশ্মসভামঠান্। বাপীকূপতড়াগাংশ্চ ভংক্ত্বা বিধ্বংসয়ন্তি যে॥ ২৩॥
তেষাং বিলপতাঞ্চর্ম্ম দেহতঃ ক্রিয়তে পৃথক্। কর্ত্তরীভিঃ সুতীক্ষ্ণাভিঃ সুরৌদ্রৈর্যমকিঙ্করৈঃ॥ ২৪॥
গোব্রাহ্মণার্কমগ্নিঞ্চ যে হি মেহন্তি মানবাঃ। তেষাং গুদেভ্যশ্চান্ত্রাণি বিনিকৃন্তন্তি বায়সাঃ॥ ২৫॥
স্বপোষণপরো যস্তু পরিত্যজতি মানবঃ। পুত্রভৃত্যকলত্রাণি বন্ধুবর্গমকিঞ্চনম্॥ দুর্ভিক্ষে
সম্ভ্রমে চাপি স শ্বযোনৌ নিপাত্যতে॥ ২৬॥ শরণাগতং যে ত্যজন্তি যে চ বন্ধনপালকাঃ। পতন্তি
যন্ত্রপীঠে তে তাড্যমানাস্তু কিঙ্করৈঃ॥ ২৭॥ ক্লেশয়ন্তি হি বিপ্রাদীন্ যাজ্যকর্ম্মসু পাপিনঃ। তে
পেষ্যন্তে শিলায়াং বৈ শোষ্যন্তেহপি চ শোষকৈঃ॥ ২৮॥ ন্যাসাপহারিণঃ পাপা বধ্যন্তে নিগড়ৈ-
রপি। ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কতাল্বোষ্ঠাঃ পাত্যন্তে বৃশ্চিকাশনে॥ ২৯॥ পর্ব্বমৈথুনিনঃ পাপাঃ পরদার-

---

একসার্থ প্রস্থানপূর্ব্বক পরস্পর ভাগ না করিয়া, ভোগ করে, তাহারা শ্লেষ্মভোজন নরকে নিপা-
তিত হয়॥ ১৫॥ যাহারা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া, গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করে, সুদারুণ
তপ্তকুম্ভে তাহাদের হস্ত ন্যস্ত করা হইয়া থাকে॥ ১৬॥ যাহারা ইচ্ছা করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায়
সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা সন্দর্শন করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদের নেত্রমধ্যে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক তাহা
প্রজ্বলিত করিয়া থাকে॥ ১৭॥ যাহারা মিত্রজায়া, জননী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা, স্বসা, জামি,
গুরু ও বৃদ্ধবর্গ ইহাদিগকে পদ দ্বারা স্পর্শ করে॥১৮॥ অগ্নিতে অতিমাত্র সন্তাপিত লৌহনিগড় দ্বারা
তাহাদের পদ বদ্ধ করিয়া, ভয়ঙ্কর নরকে নিক্ষেপ করিলে, তাহাদের জানু পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া
থাকে॥১৯॥ যাহারা পায়স, কৃশর ও মাংস বৃথা ভোজন করে, তাহাদের বদনমধ্যে বিচিত্রাকৃতি,
তপ্ত লৌহগুড় সকল নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে॥২০॥ যাহারা সর্ব্বদা গুরু, দেব, দ্বিজাতি ও বেদ সকলের
নিন্দা শ্রবণ করে, সেই পাপকর্ম্মা নরাধমদিগের॥ ২১॥ কর্ণমধ্যে ধর্ম্মরাজের কিঙ্করগণ অগ্নিবর্ণ
লৌহময় কীলক সমস্ত বারম্বার নিখনিত করিয়া থাকে॥ ২২॥ যাহারা প্রপা, দেবকুলারাম,
বিপ্রবেশ্ম, সভামঠ, বাপী, কূপ, তড়াগ এই সকল ভগ্ন করিয়া, নষ্ট করে॥ ২৩॥ অতীব ভয়ঙ্কর
যমকিঙ্কর সকল সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী দ্বারা তাহাদের দেহ হইতে চর্ম্ম পৃথক ও তন্নিবন্ধন তাহারা
বিলাপ করিয়া থাকে॥ ২৪॥ যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও অর্ক, ইহাদের অভিমুখে মূত্র ত্যাগ
করে, বায়স সকল তাহাদের গুহ্যদ্বার দিয়া, অন্ত্র বাহির করিয়া থাকে॥ ২৫॥ যে ব্যক্তি আত্ম-
পোষণপরায়ণ হইয়া, অকিঞ্চন পুত্র, ভৃত্য, কলত্র ও বন্ধুবর্গকে দুর্ভিক্ষ ও সংভ্রমসময়ে পরিহার
করে, তাহারা কুক্কুরযোনিতে নিপাতিত হয়॥ ২৬॥ যাহারা শরণাগতের পরিত্যাগ ও বন্ধন
পালন করে, তাহারা যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, যন্ত্রপীঠে নিপতিত হয়॥ ২৭॥ যে সকল
পাপী, ব্রাহ্মণাদিকে যাজ্যকর্ম্মে ক্লেশ প্রদান করে তাহাদিগকে শিলায় নিষ্পিষ্ট ও শোষক দ্বারা
শোষিত করা হয়॥ ২৮॥ ন্যাসাপহরণ করিলে, নিগড় দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে; এবং ক্ষুধায়
অতিমাত্র কৃশ, শুষ্কতালু ও শুষ্কওষ্ঠে বৃশ্চিকাশনে নিপাতিত হয়॥ ২৯॥ যাহারা পর্ব্বসময়ে

রতাশ্চ যে। তে বহ্নিতপ্তাং কূটাগ্রামালিঙ্গন্তে চ শাল্মলিং ॥ ৩০ ॥ উপাধ্যায়মধঃকৃত্য যৈরধীতং দ্বিজাধমৈঃ। তেষামধ্যাপকো যশ্চ স শিলাং শিরসা বহেৎ ॥ ৩১ ॥ মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টানি বারিণি। তে পাত্যন্তে চ বিণ্মূত্রে দুর্গন্ধে পূয়পূরিতে ॥ ৩২ ॥ শ্রাদ্ধাতিথেয়মন্যোন্যং যৈর্ভুক্তং ভুবি মানবৈঃ। পরস্পরং ভক্ষয়ন্তি তে স্বমাংসানি বালিশাঃ ॥৩৩॥ দেববহ্নিগুরুত্যাগী মাতাপিত্রোস্তথৈবচ। গিরিশৃঙ্গাদধঃপাতং পাত্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৩৪ ॥ পুনর্ভূপতয়ো যে চ কন্যাবিধ্বংসকাশ্চ যে। তদ্গর্ভশ্রাদ্ধভুগ্যশ্চ কৃমীন্ ভক্ষেৎ পিপীলিকাঃ ॥ ৩৫ ॥ চণ্ডালাদন্ত্যজাদ্বাপি প্রতিগৃহ্নাতি দক্ষিণাং। যাজকো যজমানশ্চ স স্যাদশ্মনি কীটকঃ ॥ ৩৬ ॥ পৃষ্ঠমাংসাশিনো মূঢ়াস্তথৈবোৎকোচজীবিনঃ। ক্ষিপ্যন্তে বৃকভক্ষে তে নরকে রজনীচর ॥ ৩৭ ॥ স্বর্ণস্তেয়ী চ ব্রহ্মহা সুরাপো গুরুতল্পগঃ। তথা গোভূমিহর্ত্তারো গোস্ত্রীবালহতাশ্চ যে ॥ ৩৮ ॥ এতে নরা দ্বিজা যে চ গোষু বিক্রয়িণস্তথা। সোমবিক্রয়িণো যে চ বেদবিক্রয়িণস্তথা ॥ ৩৯ ॥ কূটসত্যাস্ত্বশৌচাশ্চ নিত্যনৈমিত্তনাশকাঃ। কূটসাক্ষিপ্রদা যে চ তে মহারৌরবে স্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি তাবত্তামিস্রকে স্থিতাঃ। তাবচ্চৈবান্ধতামিস্রে অসিপত্রবনে ততঃ ॥ ৪১ ॥ তাবচ্চৈব ঘটীযন্ত্রে তপ্তকুম্ভে ততঃ পরং। প্রপাতো ভবতে তেষাং যৈরিদং দুষ্কৃতং কৃতং ॥৪২॥ যস্ত্বেতে নরকা রৌদ্রা রৌরবাদ্যাস্তবোদিতাঃ। তে সর্ব্বে ক্রমশঃ প্রোক্তাঃ কৃতঘ্নে লোকনিন্দিতে ॥ ৪৩ ॥ যথা সুরাণাং প্রবরো জনার্দ্দনো যথা গিরীণামপি শৈশিরাদ্রিঃ। যথায়ুধানাং প্রবরং সুদর্শনং যথা খগানাং বিনতাতনুজঃ। মহোরগাণাং প্রবরোপ্যনন্তো যথা চ ভূতেষু মহী প্রধানা ॥ ৪৪ ॥ নদীষু গঙ্গা

স্ত্রীসক্ত হয়, যাহারা পরদার মর্শন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বহ্নিতপ্ত কূটাগ্র শাল্মলি আলিঙ্গন করিতে হয় ॥ ৩০ ॥ যাহারা উপাধ্যায়কে অধঃকৃত করিয়া, অধ্যয়ন করে এবং যে ব্যক্তি তাহাদের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে মস্তকে শিলা বহন করাইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ যাহারা জলমধ্যে মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ উৎসর্জ্জন করে, তাহারা পূযপূরিত দুর্গন্ধ বিষ্ঠামূত্রে নিপতিত হয় ॥ ৩২ ॥ যাহারা শ্রাদ্ধে পরস্পর আতিথ্যবিধানে ভোজন করে না, সেই মূঢ়গণ পরস্পর স্বমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদ, বহ্নি ও গুরু ত্যাগী হইলে; এবং মাতা পিতাকেও ত্যাগ করিলে, যমকিঙ্করেরা সেই পাপাত্মাকে গিরিশৃঙ্গ হইতে অধঃপাতিত করে ॥ ৩৪ ॥ যাহারা পুনর্ভূর পতি, যাহারা কন্যাবিধ্বংসক এবং যে ব্যক্তি তদ্গর্ভজাতের শ্রাদ্ধভোজী, তাহারা কৃমি ও পিপীলিকা ভক্ষণ করে ॥ ৩৫ ॥ চণ্ডাল ও অন্ত্যজের নিকট দক্ষিণা প্রতিগ্রহ করিলে, যাজক ও যজমান উভয়েই অশ্মকীট হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ যাহারা পশুগণের পৃষ্ঠমাংস ভোজন করে, এবং যাহারা পৃষ্ঠমাংস বিক্রয় করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, হে রজনীচর! তাহাদিগকে বৃকভক্ষ নরকে নিপাতিত করা হয় ॥ ৩৭ ॥ যে ব্যক্তি স্বর্ণ চুরি করে, ব্রহ্মহত্যা করে, সুরা পান করে, গুরুপত্নী গমন করে, গো ও ভূমি হরণ করে, গো স্ত্রী ও বালক বধ করে ॥ ৩৮ ॥ যে সকল দ্বিজাতি গো বিক্রয়, সোম বিক্রয় ও বেদ বিক্রয় করে ॥ ৩৯ ॥ কূটসত্য প্রয়োগ করে, শৌচ পরিহার করে, নিত্যনৈমিত্তিক বিনাশ করে ও কূট সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহারা রৌরব নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ দশবর্ষ সহস্র ঐরূপে নরকে অবস্থিত করিয়া পুনরায় তাবৎ সংখ্যক বৎসর তামিস্র নরকে বাস করে। তথা হইতে তাবৎসহস্র বৎসর যথাক্রমে অন্ধতামিস্রে, অসিপত্রবনে ॥ ৪১ ॥ ঘটীযন্ত্রে ও তদনন্তর তপ্তকুম্ভে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ তোমার নিকট এই যে রৌরবাদি ভয়ঙ্কর নরক সকল কীর্ত্তন করিলাম, লোকনিন্দিত কৃতঘ্ন ব্যক্তি যথা-ক্রমে সেই সকল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

জনার্দ্দন যেমন সুরগণের মধ্যে প্রধান, হিমালয় যেমন পর্ব্বতগণের বরিষ্ঠ, সুদর্শন যেমন আয়ুধগণের শ্রেষ্ঠ, গরুড় যেমন পক্ষিগণের প্রবর, অনন্ত যেমন মহোরগগণের অগ্রগণ্য, পৃথিবী

জলজেষু পদ্মং সুরারিমুখ্যেষু হরাঙ্ঘ্রিভক্তঃ । ক্ষেত্রেষু যদ্বৎ কুরুজাঙ্গলম্বরং তীর্থেষু যদ্বৎ প্রবরং পৃথূদকং ॥ ৪৫ ॥ সরস্ত চৈবোত্তরমানসং যথা বনেষু পুণ্যেষু হি নন্দনং যথা । লোকেষু যদ্বৎ সদনং বিরিঞ্চেঃ সত্যং যথা ধর্ম্মবিধিক্রিয়াসু ॥ ৪৬ ॥ যথাশ্বমেধঃ প্রবরঃ ক্রতূনাং পুত্রো যথা স্পর্শবতাম্বরিষ্ঠঃ । তপোধনানামপি কুম্ভযোনিঃ শ্রুতির্বরা যদ্বদিহাগমেষু ॥ ৪৭ ॥ মুখ্যং পুরাণেষু যথৈব মৎস্যং স্বায়ম্ভুবোক্তিস্বপি সংহিতাসু । মনুঃ স্মৃতীনাং প্রবরো যথৈব তিথীষু দর্শো বিবুধেষু বাসবঃ ॥ ৪৮ ॥ তেজস্বিনাঞ্চ প্রবরোঽর্ক উক্ত ঋক্ষেষু চন্দ্রো জলধির্হ্রদেষু । ভবান্ যথা রাক্ষসসত্তমেষু পাশেষু নাগস্তিমিতেষু বন্ধঃ ॥ ৪৯ ॥ ধান্যেষু শালির্দ্বিপদেষু বিপ্রশ্চতুষ্পদে গৌশ্চ যথা মৃগেন্দ্রঃ । পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভাশ্রমিণাং গৃহস্থঃ ॥ ৫০ ॥ কুশস্থলী শ্রেষ্ঠতমা পুরেষু সর্ব্বেষু চ মধ্যদেশঃ । ফলেষু চূতো মুকুলেষ্বশোকঃ সর্ব্বৌষধীনাং প্রবরা চ পথ্যা ॥ ৫১ ॥ মূলেষু কন্দঃ প্রবরো যথোক্তো ব্যাধিষ্বজীর্ণং ক্ষণদাচরেন্দ্র । শ্বেতেষু দুগ্ধং প্রবরা যথৈব কার্পাসিকং প্রাবরণে হি যদ্বৎ ॥ ৫২ ॥ কলাসু মুখ্যা গণিতজ্ঞতা চ বিজ্ঞানমুখ্যংতু যথেন্দ্রজালং । শাকেষু মুখ্যা ত্বপি কাচমাচী রসেষু মুখ্যং লবণং যথৈব ॥ ৫৩ ॥ ফলেষু তালো নলিনীষু পম্পা বনৌকসেষ্বেব চ ঋক্ষরাজঃ । মহীরুহেষ্বেব যথা বটশ্চ যথা হরো জ্ঞানবতাম্বরিষ্ঠঃ ॥ ৫৪ ॥ যথা সতীনাং হিমবৎসুতা হি যথার্জ্জুনীনাং কপিলা বরিষ্ঠা । যথা বৃষাণামপি নীলবর্ণস্তথৈব সর্ব্বেষ্বপি দুঃসহেষু ॥ ৫৫ ॥ দুর্গেষু রৌদ্রেষু নিশাচরেশ যথা নদী বৈতরণীপ্রধানা । পাপীয়সাং যদ্বদিহ কৃতঘ্নঃ সর্ব্বেষু পাপেষু নিশাচরেন্দ্র ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মঘ্নগোঘ্নাদিষু নিষ্কৃতির্হি

যেমন পঞ্চভূতের মধ্যে প্রধান ॥ ৪৪ ॥ অথবা, নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা; জলজ সকলের মধ্যে পদ্ম ও দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে হরচরণভক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ ; অথবা ক্ষেত্রের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, তীর্থের মধ্যে পৃথূদক ॥ ৪৫ ॥ সরোবরের মধ্যে উত্তর মানস, পুণ্যারণ্যের মধ্যে নন্দন, ভুবনের মধ্যে বিরিঞ্চিসদন ও ধর্ম্মবিধিক্রিয়ার মধ্যে সত্য যেমন প্রধান ॥ ৪৬ ॥ অথবা, যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ, স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র, তপোধনের মধ্যে অগস্ত্য ও আগমের মধ্যে শ্রুতি যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭ ॥ অথবা পুরাণের মধ্যে মৎস্যপুরাণ, সংহিতার মধ্যে স্বায়ম্ভুবোক্তি, স্মৃতির মধ্যে মনু, তিথির মধ্যে অমাবস্যা ও দেবতার মধ্যে ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥ অথবা সূর্য্য যেমন তেজস্বিগণের প্রধান, চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণের অগ্রগণ্য, জলধি যেমন হ্রদ সকলের বরিষ্ঠ, তুমি যেমন রাক্ষসসত্তমগণের প্রবরভাবাপন্ন, নাগপাশ যেমন পাশ সকলের প্রধান ও বন্ধ যেমন স্তিমিতের অগ্রগণ্য ॥ ৪৯ ॥ অথবা ধান্যের মধ্যে শালি, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চতুষ্পদের মধ্যে গো ও সিংহ, পুষ্পের মধ্যে জাতী, নগরীর মধ্যে কাঞ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা, আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থ যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৫০ ॥ অথবা পুরের মধ্যে কুশস্থলী, দেশের মধ্যে মধ্যদেশ, ফলের মধ্যে চূত, মুকুলের মধ্যে অশোক ও ওষধিগণের মধ্যে পথ্যা যেমন বরিষ্ঠ ॥ ৫১ ॥ অথবা মূলের মধ্যে কন্দ, ব্যাধির মধ্যে অজীর্ণ ব্যাধি, শ্বেতের মধ্যে দুগ্ধ ও প্রাবরণের মধ্যে কার্পাসিক যেমন প্রধান ॥ ৫২ ॥ অথবা কলার মধ্যে গণিতজ্ঞতা যেমন শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রজাল যেমন বিজ্ঞানের মধ্যে মুখ্য, শাকের মধ্যে কাকমাচী যেমন প্রধান, রসের মধ্যে লবণ যেমন বরিষ্ঠ ॥ ৫৩ ॥ অথবা, ফলের মধ্যে তাল, নলিনীর মধ্যে পম্পা, বনবাসীর মধ্যে ঋক্ষরাজ, মহীরুহের মধ্যে বট ও জ্ঞানবান্‌গণের মধ্যে হর যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৪ ॥ অথবা হিমালয়নন্দিনী যেমন সতীর প্রধান, কপিলা যেমন অর্জ্জুনীর অগ্রগণ্য ও নীলবর্ণ বৃষ যেমন বৃষভগণের প্রধান, দুঃসহ ॥ ৫৫ ॥ দুর্গম ও রৌদ্র বস্তু সমুদায়ের মধ্যে বৈতরণী নদী যেমন মুখ্যভাবাপন্ন । হে নিশাচরেন্দ্র ! সমুদায় পাপ ও পাপীয়ানের মধ্যে কৃতঘ্নও তেমন অগ্রগণ্য ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মঘ্ন ও গোঘ্নাদির বরং নিষ্কৃতি

বিদ্যেত নৈবাস্য তু দুষ্টচারিণঃ। ন নিষ্কৃতিশ্চাপি কৃতঘ্নবৃত্তেঃ সুহৃৎকৃতং নাশয়তোঽব্দকোটিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কর্ম্মবিপাকো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সুকেশিরুবাচ। ভবদ্ভিরুদিতা ঘোরা পুষ্করদ্বীপসংস্থিতিঃ। জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং কথয়ন্তু মহর্ষয়ঃ ॥ ১ ॥

ঋষয় ঊচুঃ। জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং কথ্যমানং নিশাময়। নবভেদং সুবিস্তীর্ণং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদং ॥ ২ ॥ মধ্যে ত্বিলাবৃতো বর্ষো ভদ্রাশ্বঃ পূর্ব্বতো রুতঃ। পূর্ব্বদক্ষিণতো বর্ষো হিরণ্বান্ রাক্ষসেশ্বর ॥ ৩ ॥ ভারতো দক্ষিণে প্রোক্তো হরির্দক্ষিণপশ্চিমে। পশ্চিমে কেতুমালশ্চ চম্পকঃ পশ্চিমোত্তরে ॥ ৪ ॥ উত্তরেণ কুরোর্ব্বর্ষঃ কল্পবৃক্ষসমাবৃতঃ। পূর্ব্বমুত্তরতো রম্যো বর্ষঃ কিংপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৫॥ পুণ্যা রম্যা নবৈবৈতে বর্ষাঃ শালকটংকট। ইলাবৃতাদ্যাশ্চৈবাষ্টবর্ষং মুক্ত্বৈব ভারতং ॥৬॥ ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা জরামৃত্যুভয়ং ন চ। তেষাং স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ ॥ ৭ ॥ বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি নোত্তমাধমমধ্যমাঃ। যদেতদ্ভারতং বর্ষং নবদ্বীপং নিশাচর ॥ ৮ ॥ সাগরান্তরিতাঃ সর্ব্বে অগম্যাশ্চ পরস্পরং। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ৯ ॥ নাগদ্বীপঃ কটাহশ্চ সিংহলো বারুণস্তথা। অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ১০ ॥ কুমারাখ্যঃ পরিখ্যাতো দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ। পূর্ব্বে কিরাতা যস্যাংন্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥ অন্ধ্রা দক্ষিণতো বীর তুরুষ্কাস্ত্বপি চোত্তরে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তরবাসিনঃ ॥ ১২ ॥

আছে, সেই দুষ্টচারীর কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই। বলিতে কি, অব্দকোটিতেও সুহৃৎকৃতবিনাশকারী কৃতঘ্ন বৃত্তির মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কর্ম্মবিপাক নামক দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২ ॥

সুকেশি কহিল, আপনারা ভয়ঙ্কর পুষ্করদ্বীপসংস্থিতি বর্ণন করিলেন। অধুনা, জম্বুদ্বীপের সংস্থান কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

ঋষিরা কহিলেন, জম্বুদ্বীপের সংস্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই দ্বীপ নয় ভাগে বিচ্ছিন্ন, অতীব বিস্তীর্ণ এবং স্বর্গ ও অপবর্গ ফল প্রদান করে ॥ ২ ॥ উহার মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ, পূর্ব্বে পরম বিচিত্র ভদ্রাশ্যবর্ষ, হে রাক্ষসেশ্বর! পূর্ব্ব দক্ষিণে হিরণ্ময়বর্ষ ॥ ৩ ॥ দক্ষিণে ভারতবর্ষ, দক্ষিণপশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, পশ্চিমোত্তরে চম্পকবর্ষ ॥ ৪ ॥ উত্তরে কল্পপাদপে পরিবৃত কুরুবর্ষ, পূর্ব্বোত্তরে রমণীয় কিংপুরুষবর্ষ ॥ ৫ ॥ এই নয় বর্ষই পরম পবিত্র ও মনোহর। ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে ইলাবৃতাদি অষ্টবর্ষে ॥ ৬ ॥ যুগাবস্থা এবং জরা ও মৃত্যুভয় নাই। স্বভাবতই বিনাযত্নে সুখপ্রায় সিদ্ধিসংঘটন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ তথায় কোনরূপ বিপর্য্যয় নাই এবং উত্তম, ও অধমেরও সম্পর্ক নাই। সকলেই তথায় সমান। হে নিশাচর! এই ভারতবর্ষ নয়টী দ্বীপে বিচ্ছিন্ন ॥ ৮ ॥ এই সকল দ্বীপ পরস্পর সাগরান্তরিত ও অগম্য। ইহাদের নাম যথা, ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্ ॥ ৯ ॥ নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল, বারুণ ও অয়ুক্ত ॥ ১০ ॥ কুমার নামে বিখ্যাত দ্বীপ ইহার দক্ষিণোত্তরবিভাগে প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্বে কিরাত, পশ্চিমে যবন ॥ ১১ ॥ দক্ষিণে অন্ধক ও উত্তরে তুরুষ্ক রাজ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল ইহার

ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতপাবনাঃ । তেষাং সংব্যবহারশ্চ এভিঃ কর্ম্মভিরিষ্যতে ॥ ১৩ ॥ স্বর্গাপবর্গপ্রাপ্তিশ্চ পুণ্যং পাপং তথৈব চ । মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ ॥ ১৪ ॥ বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ । তথান্যে শতসাহস্রা ভূধরা মধ্যবাসিনঃ ॥ ১৫ ॥ বিস্তারোচ্ছ্রায়িণো রম্যা বিপুলাঃ শুভসানবঃ । কোলাহলশ্চ বৈভ্রাজো মন্দরো দুর্দ্দরাচলঃ ॥ ১৬ ॥ বাতধূমো বৈদ্যুতশ্চ মৈনাকঃ সরসস্তথা । তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরিস্তথা গোবর্দ্ধনাচলঃ ॥ ১৭ ॥ উজ্জয়ন্তঃ পুষ্পগিরিরর্ব্বুদো রৈবতস্তথা । ঋষ্যমূকঃ সগোমন্তশ্চিত্রকূটঃ কৃতস্মরঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীপর্ব্বতঃ কোকণকঃ শতশোঽন্যেঽপি পর্ব্বতাঃ । তৈর্বিমিশ্রা জনপদা ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ ভাগশঃ ॥১৯॥ তৈঃ পীয়ন্তে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যাঃ সম্যক্ তা নিশাময় । সরস্বতী পঞ্চরূপা কালিন্দী চ হিরণ্বতী ॥ ২০ ॥ শতদ্রুশ্চন্দ্রিকা নীলা বিতস্তৈরাবতী কুহূঃ । মধুরা হাররাবী চ উশীরা ধাতুকী রসা ॥২১॥ গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা সা দৃষদ্বতী । নিঃস্বরা গণ্ডকী চিত্রা কৌশিকী চ বধূসরা ॥ ২২ ॥ সরয়ূশ্চ সলোহিত্যা হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ । বেদস্মৃতির্বেদসিনী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেবচ ॥ ২৩ ॥ পর্ণাশা নন্দিনী চৈব পাবনী চ মহী তথা । শরা চর্ম্মণ্বতী লূপী বিদিশা বেণুমত্যপি ॥২৪ ॥ চিত্রা হ্যোঘবতী রম্যা পারিযাত্রোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ । শোণো মহানদী চৈব নর্ম্মদা সুরসা ক্রিয়া ॥ ২৫ ॥ মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটাহিদেবিকা । চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া পিশাচিকা ॥ ২৬ ॥ তথান্যা পিপ্পলশ্রেণী বিপাশা বঞ্জুলাবতী । সৎসন্তজা শুক্তিমতী চক্রিণী ত্রিদিবা বসুঃ ॥ ২৭ ॥ ঋক্ষপাদপ্রসূতা চ তথান্যা বলবাহিনী । শিবা পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা তাপী সনিষধাবতী ॥ ২৮ ॥ বেণা বৈতরণী চৈব সিনী বাহুঃ কুমুদ্বতী । তোয়া রেবা মহাগৌরী দুর্গন্ধা বাশিলা তথা ॥২৯ ॥ বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ

অভ্যন্তরে বাস করিয়া থাকে ॥১২॥ যজ্ঞ, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি কর্ম্মপরম্পরা দ্বারাই ইহাদের সংব্যবহার সম্পন্ন হয় ॥১৩॥ এবং স্বর্গ, অপবর্গ ও পাপপুণ্যও সংসাধিত হইয়া থাকে । মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ ॥ ১৪ ॥ বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই কয়টী ইহার কুলপর্ব্বত । তদ্ব্যতীত, অন্য শত সহস্র পর্ব্বত ইহার মধ্য অংশে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৫ ॥ তাহারা সকলেই বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, রমণীয়, বিপুল ও সুন্দর সানুবিশিষ্ট । কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দুর্দ্দর ॥ ১৬ ॥ বাতধূম, বৈদ্যুত, মৈনাক, সরস তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, গোবর্দ্ধন ॥ ১৭ ॥ উজ্জয়ন্ত, পুষ্পগিরি, অর্ব্বুদ, রৈবত, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, চিত্রকূট, কৃতস্মর ॥ ১৮ ॥ শ্রীপর্ব্বত, কোকণক এবং অন্যান্য শতসহস্র পর্ব্বত ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে । আর্য্য ও ম্লেচ্ছদেশ সকল ইহাদের সহিত বিভাগক্রমে মিলিত হইয়া আছে ॥১৯॥ অত্রত্য অধিবাসীরা যে সকল সরিদ্বরার সলিল পান করে, সম্যগ্রূপে তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । সরস্বতী, পঞ্চরূপা, কালিন্দী, হিরণ্বতী ॥ ২০ ॥ শতদ্রু, চন্দ্রিকা, নীলা, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহূ, মধুরা, হাররাবী, উশীরা, ধাতুকী, রসা ॥ ২১ ॥ গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, নিঃস্বরা, গণ্ডকী, চিত্রা, কৌশিকী, বধূসরা ॥ ২২ ॥ সরয়ূ ও লোহিত্যা, এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে । বেদস্মৃতি, বেদসিনী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু ॥ ২৩ ॥ পর্ণা, নন্দিনী, পাবনী, মহী, শরা, চর্ম্মণ্বতী, লূপী, বিদিশা, বেণুমতী ॥ ২৪ ॥ চিত্রা ওঘবতী এই সকল নদী পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে । শোণ, মহানদী, নর্ম্মদা, সুরসা, ক্রিয়া ॥২৫॥ মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, অহিদেবিকা, চিত্রোৎপলা, তমসা, করতোয়া, পিশাচিকা ॥ ২৬ ॥ পিপ্পলশ্রেণী, বিপাশা, বঞ্জুলাবতী, সৎসংতজা, শুক্তিমতী, চক্রিণী, ত্রিদিবা, বসু ॥ ২৭ ॥ বলবাহিনী এই সকল নদী ঋক্ষপাদপ্রাদুর্ভূত বলিয়া প্রথিত আছে । শিবা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী ॥ ২৮ ॥ বেণা, বৈতরণী, সিনীবাহু, কুমুদ্বতী, তোয়া, রেবা, মহাগৌরী, দুর্গন্ধা, বাশিলা ॥ ২৯ ॥ এই সকল নদী বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশপ্রসূত । ইহাদের জল পরমপবিত্র

শুভাঃ। গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যা সরিদ্বতী ॥৩০॥ বিশমন্দ্রী সুপ্রযোগা বাহ্যা কাবেরিরেব চ ॥ দুগ্ধোদা নলিনী চৈব বারিসেনা কলস্বনা ॥৩১॥ এতাশ্চাপি মহানদ্যঃ সহ্যপাদবিনির্গতাঃ ॥ কৃতমালা তাম্রপর্ণী বঞ্জুলা চোৎপলাবতী ॥৩২॥ শুনী চৈব সুদামা চ শক্তিমৎপ্রভবাস্ত্বিমাঃ। সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যঃ পাপপ্রশমনাস্তথা ॥৩৩॥ জগতো মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ সাগরযোষিতঃ। অন্যাঃ সহস্রশশ্চাত্র ক্ষুদ্রনদ্যো হি রাক্ষস ॥৩৪॥ সদাকালবহাশ্চান্যাঃ প্রাবৃট্কালবহাস্তথা। উদঙ্মধ্যোদ্ভবা দেশাঃ পিবন্তি স্বেচ্ছয়া শুভাঃ ॥৩৫॥ মৎস্যাঃ কুশূদ্রঃ কিলকুণ্ডলাশ্চ পাঞ্চালকাশ্চ সহ কৌশিকৈশ্চ। বৃকাঃ শাকা বর্ব্বরকৌরবাশ্চ কলিঙ্গবঙ্গাঙ্গজনাস্তথৈবতে ॥৩৬॥ মর্ম্মকা মধ্যদেশ্যা বা অভীরাঃ শাঠ্যধানকাঃ। বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ অভীরাঃ কালতোয়দাঃ ॥৩৭॥ অপরান্তাস্তথা শূদ্রাঃ পহ্লবাশ্চ সখেটকাঃ। গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ ॥৩৮॥ শাতদ্রবা ললিত্থাশ্চ পারাবতসমূষকাঃ। মাঠরোদকধারাশ্চ কৈকেয়া দশমাস্তথা ॥৩৯॥ ক্ষত্রিয়াঃ প্রাতিবৈশ্যাশ্চ তথা শূদ্রকুলানি চ। কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাশ্চাঙ্গলৌকিকাঃ ॥৪০॥ বেণাশ্চৈব তুষারাশ্চ বহুধা বাহ্যতোদরাঃ। আত্রেয়াঃ সভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ দশেরকাঃ ॥৪১॥ লম্পকাস্তারকারামাশ্চূড়িকাস্তঙ্গণৈঃ সহ। অলসাশ্চালিভদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ ॥৪২॥ তামসাঃ কর্ম্মমার্গাশ্চ সুপার্শ্বা গণকাস্তথা। কুলূতাঃ কুহিকাশ্চূর্ণাস্তূর্ণপাদাঃ সকুক্কুটাঃ ॥৪৩॥ মাণ্ডব্যাঃ পাণবীয়াশ্চ উত্তরাপথবাসিনঃ। অঙ্গা বঙ্গা মদগুরবাঃ অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ ॥৪৪॥ তথা প্রবঙ্গা বাঙ্গেয়া মাংসাদা বলদন্তিকাঃ। ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রাবিজয়া ভার্গবাঙ্গেয়মর্ষকাঃ ॥৪৫॥ প্রাগ্জ্যোতিষাঃ পৃষত্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ। মালা মগধমানন্দাঃ প্রাচ্যা জনপদা স্তমে ॥৪৬॥ পুণ্ড্রাশ্চ কেরলাশ্চৈব চৌড়াঃ কুল্যাশ্চ রাক্ষস। জানুকা মূষিকাদাশ্চ কুমারাদা মহাশকাঃ ॥৪৭॥ মহারাষ্ট্রা

ও প্রশস্তভাবাপন্ন। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণ্বা, সরিদ্বতী ॥৩০॥ বিশমন্দ্রী, সুপ্রয়োগা, বাহ্যা, কাবেরী, দুগ্ধোদা, নলিনী, বারিসেনা, কলস্বনা ॥৩১॥ এই সকল মহানদী সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়াছে। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, বঞ্জুলা, উৎপলাবতী ॥৩২॥ শুনী, সুদামা, এই সকল নদী শক্তিমৎপ্রসূত বলিয়া প্রথিত আছে। ইহারা সকলেই পরমপবিত্র সকলেই পাপ প্রশমন করিয়া থাকে ॥৩৩॥ সকলেই জগতের জননী ও সকলেই সাগরের বনিতা। হে রাক্ষস! এতদ্ব্যতীত, সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী ইহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥৩৪॥ ইহাদের মধ্যে কেহ সদাকালপ্রবাহিত, কেহবা বর্ষাকালেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেশোদ্ভব ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছানুসারে এই সকল পবিত্র নদীর জল পান করে ॥৩৫॥

মধ্যদেশে বক্ষ্যমাণ জাতি সকল বাস করে। যথা, কুশূদ্র, কুণ্ডলা, পঞ্চাল, কৌশিক, বৃক, শক, বর্ব্বর, কৌরব, কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, মর্ম্মক, অভীর, শাঠ্যধানক, বাহ্লীক, বাটধান ও কালতোয়দ ॥৩৬॥৩৭॥ অপরান্তে শূদ্র, পহ্লব খেটক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শাতদ্রব, ললিত্থ, পারাবত,মূষক, মাঠর, উদকধারি, কৈকেয় ॥৩৮॥৩৯॥ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বিবিধ শূদ্রকুল, কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, অঙ্গলৌকিক ॥৪০॥ বেণ, তুষার, দর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, প্রস্থল ও দশেরক বাহ্যপ্রদেশে বাস করে ॥৪১॥ লম্পক, তারকারাম, চূড়িকা, তঙ্গণ, অলস, আলিভদ্র, কিরাত ॥৪২॥ তামস, কর্ম্মমার্গ, সুপার্শ্ব, গণক, কুলূত, কুহিক, চূর্ণ, তূর্ণপাদ, কুক্কুট ॥৪৩॥ মাণ্ডব্য ও পাণবীয় ইহারা উত্তরাপথনিবাসী। অঙ্গ, বঙ্গ, মদগুরব, ইহারা অন্তর্গিরি ও বহির্গিরিতে বাস করে ॥৪৪॥

প্রবঙ্গ, বাঙ্গেয়, মাংসাদি, বলদন্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রাবিজয়, ভার্গব, আঙ্গেয়, মর্ষক ॥৪৫॥ প্রাগ্জ্যোতিষ, পৃষত্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মাল, মগধ, মানন্দ ইহারা প্রাচ্য জনপদে বাস করে ॥৪৬॥ পুণ্ড্র, কেরল, চৌড়, কুল্য, জানুক, মূষিকাদ, কুমার, মহাশ, শক ॥৪৭॥ মহারাষ্ট্র,

মাহিষিকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ। আভীরাঃ সহবৈসক্যা আরণ্যাঃ শবরাশ্চ যে ॥ ৪৮ ॥ পুলিন্দা বিন্ধ্যশৌলেয়া বেদভোদগুকৈঃ সহ। পৌরিকাঃ সারিকাশ্চৈব অনকা ভোগবর্দ্ধনাঃ ॥ ৪৯ ॥ নৈমিক্যঃ কুন্দলা আন্ধ্রাঃ উচ্ছিদা নলকারকাঃ। দাক্ষিণাত্যা জনপদাস্ত্বিমে শালকট্কট ॥ ৫০ ॥ শূর্পারকা বারিধানা দুর্গাশ্চালীকটৈঃ সহ। পুলীয়াশ্চাসিনীলাশ্চ তাপসাস্তামসাস্তথা। ৫১ ॥ কারস্করাশ্চ ভমিনো নাসিকান্তাঃ স্বনর্ম্মদাঃ। দারুকচ্ছাঃ সুমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈরপি ॥ ৫২ ॥ বাৎ-সীয়াশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চার্ব্বুদৈঃ সহ। ইত্যেতে পশ্চিমামাশাং স্থিতা জানপদা জনাঃ ॥ ৫৩ ॥ কারুষাশ্চৈকলব্যাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ। উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ গোপ্তাঃ কিকরবৈঃ সহ ॥ ৫৪ ॥ তোশলাঃ শোকলাশ্চৈব ত্রৈপুরাঃ খেল্লিশাস্তথা। তুরগাস্তুম্বরাশ্চৈব বহেলা নৈষধৈঃ সহ ॥ ৫৫ ॥ অনুপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রাস্ত্ববন্তয়ঃ। সুকেশে বিন্ধ্যমূলস্থাস্ত্বিমে জনপদাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৬॥ আদ্যা দেশান্ প্রবক্ষ্যামঃ পর্ব্বতাশ্রয়িণস্তয়ে। নিরাহারং হংসমার্গা কুপথাস্তঙ্গণাঃ খশাঃ ॥ ৫৭ ॥ কুথ প্রাবরণাশ্চৈব উর্ণা প্রুষ্টাঃ সুহূহুকাঃ। ত্রিগর্ত্তাশ্চ কিরাতাশ্চ তোমরাঃ শশিখাদ্রিকাঃ ॥ ৫৮ ॥ ইম-তবোক্তা বিবরাঃ সুবিস্তরাদ্দ্বীপে কুমারে রজনীচরেশ। এতেষু দেশেষু চ দেশধর্ম্মান্ সংকীর্ত্ত্য-মানান্ শৃণু তত্ত্বতো হি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভুবনকোশবর্ণনে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং দানং ক্ষান্তির্দমঃ শমঃ। অকার্পণ্যঞ্চ শৌচঞ্চ তপশ্চ রজনীচর ॥ ১ ॥ দশাংগো রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোঽসৌ সার্ব্ববর্ণিকঃ। ব্রাহ্মণস্যাপি বিহিতা চাতুরা-শ্রম্যকল্পনা ॥ ২ ॥

মাহিষিক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈসক্য, আরণ্য, শবর ॥ ৪৮ ॥ পুলিন্দ, বিন্ধ্যশৈলেয়, বেদভোদগুক পৌরিক, সারিক, অনমক, ভোগবর্দ্ধন ॥ ৪৯ ॥ নৈমিক, কুন্দল, আন্ধ্র, উচ্ছিদ, নলকারক ইহারা দাক্ষিণাত্য জনপদে বাস করে ॥ ৫০ ॥

শূর্পারক, বারিধান, দুর্গ, আলীকট, পুলীয়, আসিনীল, তাপস, তামস ॥ ৫১ ॥ কারস্কর, ভমিন, নাসিকান্ত, সুনর্ম্মদ, দারুকচ্ছ, সুমাহেয, সারস্বত ॥ ৫২ ॥ বাৎসীয, সুরাষ্ট্র, আবন্ত্য, আর্ব্বুদ ইহারা পশ্চিমদিকে বাস করে ॥ ৫৩ ॥

কারুষ, ঐকলব্য, মেকল, উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, গোপ্ত, কিকরব ॥ ৫৪ ॥ তোশল, শোকল, ত্রৈপুর, খেল্লিশ, তুরগ, তুম্বর, বহেল, নৈষেধ ॥ ৫৫ ॥ অনুপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র, অবন্তী ইহারা বিন্ধ্যমূলস্থ জনপদ সকলে বাস করে ॥ ৫৬ ॥

অধুনা পর্ব্বতাশ্রিত আদ্য দেশ সকল কীর্ত্তন করিব। যথা, নিরাহার, হংসমার্গ, কুপথ, তঙ্গণ, কুল ॥ ৫৭ ॥ কুথপ্রাবরণ, উর্ণাপ্রুষ্ট, সুহূহুক, ত্রিগর্ত্ত, কিরাত, তোমর, শশিখাদ্রিক ॥ ৫৮ ॥ হে রজনীচরেশ ! কুমারদ্বীপস্থ এই সকল দেশও তোমার নিকট সুবিস্তররূপে বর্ণন করিলাম। এই সকল দেশে যে সকল দেশধর্ম্ম প্রচলিত, তাহাও তত্ত্বতঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভুবনকোশবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

ঋষি কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, দান, ক্ষমা, দম, শম, অকার্পণ্য, শৌচ, তপস্যা ॥ ১ ॥ এই দশাঙ্গ ধর্ম্ম, সকল বর্ণেরই অনুষ্ঠেয়। ব্রাহ্মণের চাতুরাশ্রম্যকল্পনা বিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

সুকেশিরুবাচ। বিপ্রাণাং চাতুরাশ্রম্যং বিস্তরান্মে তপোধনাঃ। আচক্ষধ্বং ন মে তৃপ্তিঃ শৃণ্বতঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩ ॥

ঋষয় উচুঃ। কৃতোপনয়নঃ সম্যগ্‌ব্রহ্মচারী গুরৌ বসেৎ। তত্র ধর্ম্মোঽস্য যস্তং ত্বং কথ্যমানং নিশাময় ॥ ৪ ॥ স্বাধ্যায়োঽথাগ্নিশুশ্রূষা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা। গুরোর্নিবেদ্য তচ্চাদ্যমনুজ্ঞাতেন সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥ গুরোঃ কর্ম্মণি সোদ্যোগঃ সম্যক্‌প্রীত্যুপপাদনং। তেনাহূতঃ পঠেচ্চৈব তৎপরো নান্যমানসঃ ॥ ৬ ॥ একং দ্বৌ সকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য গুরোর্মুখাৎ। অনুজ্ঞাতো বরং দত্ত্বা গুরবে দক্ষিণাং ততঃ ॥ ৭ ॥ গৃহস্থাশ্রমকামস্তু গার্হস্থ্যাশ্রমমাবসেৎ। বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থং স্বেচ্ছয়াত্মনঃ ॥ ৮ ॥ তত্রৈব চ গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ। গুরোরভাবে তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে তৎসুতাং বিনা ॥ ৯ ॥ শুশ্রূষন্নিরভীমানো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং বসেৎ। এবং জয়তি মৃত্যুং স দ্বিজঃ পালকটঙ্কট ॥ ১০ ॥ উপাবৃত্তস্ততস্তস্মাদ্গৃহস্থাশ্রমকাম্যয়া। অসমানার্ষকুলজাং কন্যামুদ্বাহ্য নিশাচর ॥ ১১ ॥ স্বকর্ম্মণা ধনং লব্ধা পিতৃদেবাতিথীনপি। সম্যক্সংপ্রীণয়েদ্ভক্ত্যা সদাচাররতো দ্বিজঃ ॥ ১২ ॥

সুকেশিরুবাচ। সদাচারেতি গদিতং যুষ্মাভির্মম সুব্রতাঃ। লক্ষণং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বমতদদ্য মে ॥ ১৩ ॥

ঋষয় উচুঃ। সদাচারো নিগদিতস্তব যোঽস্মাভিরাদরাৎ। লক্ষণং তস্য বক্ষ্যামস্তচ্ছৃণুষ নিশাচর ॥ ১৪ ॥ গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনং। ন হ্যাচারবিহীনস্য ভদ্রমত্র পরত্র চ ॥ ১৫ ॥

সুকেশি কহিল, হে তপোধনবর্গ। ব্রাহ্মণের চাতুরাশ্রম্য বিস্তারক্রমে বর্ণন করুন। শ্রবণ করিয়া কোন মতেই আমার তৃপ্তির সঞ্চার হইতেছে না ॥ ৩ ॥

ঋষিরা কহিলেন, ব্রাহ্মণ উপনয়নসংস্কার সমাধানান্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, গুরুকুলে বাস করিবেন। তথায় তাঁহার যেপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ স্বাধ্যায়, অগ্নিশুশ্রূষা, স্নান, ভিক্ষার্থ পর্য্যটন ও গুরুকে নিবেদন করিয়া, তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বথা অনুজ্ঞাত হইয়া, তাহা ভোজন করিবে ॥ ৫ ॥ গুরুর কার্য্যে উদ্যোগপরায়ণ হইবে। সম্যক্‌রূপে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিবে। তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া পাঠ করিবে। তৎপর হইয়া অনন্য মানসে অবস্থিতি করিবে ॥৬॥ এক, দুই অথবা সমুদায় বেদ গুরুর প্রমুখাৎ প্রাপ্ত ও তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, তাঁহারে উৎকৃষ্ট দক্ষিণা দান করিয়া ॥ ৭ ॥ গৃহস্থাশ্রমকামনায় গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস করিবে। অথবা, আপনার ইচ্ছানুসারে বানপ্রস্থ কিংবা চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ৮ ॥ সেই গুরুগৃহে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে। গুরুর অভাবে তৎপুত্রে ও পুত্রের অভাবে তদীয় শিষ্যে ॥৯॥ শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া, অভিমানবর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিবে। হে রাক্ষস! এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, মৃত্যুজয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ অনন্তর গুরুকুল হইতে উপাবৃত্ত হইয়া, গার্হস্থ্যাশ্রমকামনায় অসমানা আর্যকুলজাতা কন্যা উদ্বহন করিয়া ॥ ১১ ॥ হে নিশাচর! স্বকর্ম্মসহায়ে ধনসংগ্রহপূর্ব্বক ভক্তি ও সদাচারনিরত হইয়া, সম্যক্ রূপে পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের প্রীতি সংবিধান করিবে ॥ ১২ ॥

সুকেশি কহিল, হে সুব্রত তপোধনবর্গ। আপনারা আমার নিকট যে সদাচারের নাম করিলেন, তাহার লক্ষণ শ্রবণ করিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এখনই তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৩ ॥

ঋষিরা কহিলেন, আমরা আদরসহকারে তোমার নিকট যে সদাচারের নির্দ্দেশ করিলাম, হে নিশাচর! তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ গৃহস্থ সর্ব্বদা আচার পরিপালন করিবেন। কেননা, আচারভ্রষ্টের ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি ভদ্রস্থতা নাই ॥ ১৫ ॥

যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবন্তি যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য সদাচারং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥ দুরাচারো হি পুরুষো নেহ নামুত্র নন্দতে। কার্য্যো যত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণং ॥ ১৭ ॥ তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামঃ সদাচারস্য রাক্ষস। শৃণুষ্বৈকমনাস্তচ্চ যদি শ্রেয়ো হি বাঞ্ছসি ॥ ১৮ ॥ ধর্ম্মোহস্য মূলং ধনমস্য শাখাঃ পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ। অসৌ সদাচারতরুঃ সুকেশিন্ সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে প্রথমং বিবুদ্ধোহনুস্মরেদ্দেববরান্ মহর্ষীন্। প্রাভাতিকং মঙ্গলমেব বাচ্যং যদুক্তবান্ দেবপতিস্ত্রিনেত্রঃ ॥ ২০ ॥

সুকেশিরুবাচ। কিং তদুক্তং সুপ্রভাতং শঙ্করেণ মহাত্মনা। প্রভাতে যৎ পঠন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে পাপবন্ধনাৎ ॥ ২১ ॥

ঋষয় ঊচুঃ। শ্রূয়তাং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুপ্রভাতং হরোদিতং। শ্রুত্বা স্মৃত্বা পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ সহ ভানুজেন কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥ ২৩ ॥ ভৃগুর্ব্বশিষ্ঠঃ ক্রতুরঙ্গিরাশ্চ মুনিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ সগৌতমঃ। রৈভ্যো মরীচিশ্চ্যবনো ঋভুশ্চ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥ ২৪ ॥ সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ সনাতনোহপ্যাসুরিপিঙ্গলৌ চ। সপ্তস্বরাঃ সপ্তরসাতলাশ্চ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥ ২৫ ॥ পৃথ্বী সগন্ধা সরসাস্তথাপঃ সস্পর্শবায়ুর্জ্বলনং সুতেজাঃ। নভঃ সশব্দং মহতা সহৈব যচ্ছন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥ ২৬ ॥ সপ্তার্ণবাঃ সপ্তকুলাচলাশ্চ সপ্তর্ষয়ো দ্বীপবরাশ্চ সপ্ত। ভূরাদয়ঃ সপ্ত তথৈব লোকা যচ্ছন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥ ২৭ ॥ ইত্থং প্রভাতে পরমপবিত্রং পঠেৎ

ব্যক্তি সদাচার সমুল্লঙ্ঘন করিয়া, সংসারযাত্রানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সেই পুরুষের মঙ্গলসম্পাদনে সমর্থ হয় না ॥ ১৬ ॥ দুরাচার পুরুষ ইহলোক পরলোক কুত্রাপি সুখী হয় না। অতএব সদাচারে যত্নপরায়ণ হইবে। কেননা. আচার অলক্ষণ বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ হে নিশাচর! সেই সদাচারের লক্ষণ কীর্ত্তন করিব। যদি শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে একমনে শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥ ধর্ম্ম এই সদাচারের মূল, ধন ইহার শাখা, কাম ইহার পুষ্প, মোক্ষ ইহার ফল। হে সুকেশিন্! এই সদাচাররূপ বৃক্ষ যে ব্যক্তি সেবা করে, সেই পুণ্যভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া, প্রথমে প্রধান প্রধান দেবতা ও ঋষিগণের ধ্যান করিবে। পরে দেবপতি ত্রিলোচন যাহা বলিয়াছেন, সেই প্রাভাতিক মঙ্গল পাঠ করিবে ॥ ২০ ॥

সুকেশি কহিল, মহাত্মা শঙ্কর যে সুপ্রভাত কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা প্রভাতে পাঠ করিলে, লোকের পাপবন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহা কীদৃশ? ॥ ২১ ॥

ঋষিরা কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মহাদেবের কথিত সুপ্রভাত শ্রবণ কর। উহা শুনিলে, স্মরিলে ও পাঠ করিলে, সমুদায় পাপমোচন হয় ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা, মুরারি, ত্রিপুরান্তকারী, ভানু, শশী, ভূমিসুত, বুধ, গুরু, শুক্র, ভানুজ সকলে আমার সুপ্রভাত বিধান করুন ॥ ২৩ ॥ ভৃগু, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, গৌতম, রৈভ্য, মরীচি, চ্যবন, ঋভু, ইঁহারা সকলে সুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৪ ॥ সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, পিঙ্গল, সপ্ত স্বর, সপ্ত রসাতল, সকলে আমার সুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৫ ॥ গন্ধসহিত পৃথিবী, রসসহিত জল, স্পর্শসহিত বায়ু, তেজ সহিত অগ্নি, শব্দসহিত আকাশ ও মহত্তত্ত্ব, সকলে আমার সুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৬ ॥ সপ্ত সাগর, সপ্ত কুলপর্ব্বত, সপ্ত ঋষি, সপ্ত দ্বীপশ্রেষ্ঠ, ভূরাদি সপ্ত লোক, সকলে আমার সুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৭ ॥ এইরূপে প্রভাতে এই পরমপবিত্র

[illegible]। শৃণুয়াচ্চ ভক্ত্যা। দুঃস্বপ্ননাশোনঘ সুপ্রভাতং ভবেচ্চ সত্যং ভগবৎপ্রসাদাৎ॥ ২৮॥ ততঃ সমুত্থায় বিচিন্তয়েত ধর্মং তথার্থঞ্চ বিহায় শয্যাং। উত্থায় পশ্চাদ্ধরিরিত্যুদীর্য্য গচ্ছেত্তদোৎসর্গবিধিং হি কর্ত্তুং॥ ২৯॥ ন দেবগোব্রাহ্মণবহ্নিমার্গে ন রাজমার্গে ন চতুষ্পথে চ। কুর্য্যাদথোৎসর্গমপীহ গোষ্ঠে পূর্ব্বাপরাঞ্চৈব সমাশ্রিতোগাং॥ ৩০॥ ততস্তু শৌচার্থমুপাহরেন্মৃদং গুদে ত্রয়ং পাণিতলে দশৈব। তথোভয়োঃ সপ্ত তথৈব পাদয়োঃ লিঙ্গে তথৈকাং মৃদমাহরেত॥ ৩১॥ নান্তর্জলাদ্রাক্ষস মূষকস্থ বিলাচ্চ শৌচাচরণাগতাচ্চৈঃ। বল্মীকমৃচ্চৈব হি শুদ্ধয়ে সদা গ্রাহ্যা সদাচারবিদা নরেণ॥ ৩২॥ উদঙ্মুখঃ প্রাগ্বদনোপি বিদ্বান্ প্রক্ষাল্য পাদৌ ভুবি সন্নিবিষ্টঃ। সমাচমেদম্ভিরফেনিলাভির্মুখং ত্রিরাদৌ পরিমৃজ্য চ দ্বিঃ॥ ৩৩॥ ততঃ স্পৃশেৎ খানি শিরঃ করেণ সন্ধ্যামুপাসীত ততঃ ক্রমেণ। কেশাংশ্চ সংশোধ্য চ দন্তধাবনং কৃত্বা তথা দর্পণদর্শনঞ্চ॥ ৩৪॥ কৃত্বা শিরঃস্নানমথাঙ্গিকং বা সংপূজ্য তোয়েন পিতৄন্ সদেবান্। হোমঞ্চ কৃত্বালভনং শুভানাং কৃত্বা বহির্নির্গমনং প্রশস্তং॥ ৩৫॥ দূর্ব্বাদধিসর্পিরথোদকুম্ভং ধেনুং সবৎসাং বৃষভং সুবর্ণং॥৩৬॥ অশ্বত্থবৃক্ষঞ্চ সমালভেত ততস্তু কার্য্যো নিজজাতিধর্ম্মঃ॥ ৩৭॥ দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং স্বগোত্রধর্ম্মং নহি সংত্যজেত। তেনার্থসিদ্ধিং সমুপাচরেত নাসৎপ্রলাপঞ্চ সত্যহীনং॥ ৩৮॥ ন নিষ্ঠুরং নাগমশাস্ত্রহীনং বাক্যং বদেৎ সাধুজনেন যেন। নিন্দ্যো ভবেন্নৈব চ ধর্মভেদী সঙ্গং ন চাসৎসু নরেষু কুর্য্যাৎ॥ ৩৯॥ সন্ধ্যাসু বর্জ্যং সুরতং দিবা চ সর্ব্বাসু যোনীষু পরাবলাসু। সর্ব্বাস্ত

সুপ্রভাত পাঠ করিবে, স্মরণ করিবে ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে, হে অনঘ! ভগবৎপ্রসাদে সত্যই দুঃস্বপ্ননাশ ও সুপ্রভাত সমাহিত হইবে॥ ২৮॥ অনন্তর সমুত্থিত হইয়া, শয্যা ত্যাগ করিয়া, যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তা করিবে। [illegible] উত্থান করিয়া, হরি বলিয়া, উৎসর্গবিধিবিধানার্থ গমন করিবে॥ ২৯॥ দেব, গো, ব্রাহ্মণ ও বহ্নিমার্গে, অথবা রাজপথে, কিংবা চতুষ্পথে, অথবা গোষ্ঠে, কিংবা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়া, পুরীষ ত্যাগ করিবে না॥ ৩০॥ অনন্তর শৌচার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, গুহ্যে তিনবার, বামপাণিতে দশবার, উভয় পাণিতলে ও পাদদ্বয়ে সপ্তসপ্তবার, লিঙ্গে একবার আহরণ করিবে॥ ৩১॥ হে নিশাচর! জলমধ্য হইতে, মূষিকের গর্ত্ত হইতে, শৌচাচরণার্থি অপর কর্ত্তৃক গৃহীত মৃত্তিকার অবশেষ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। সদাচারবিৎ ব্যক্তি কেবল উচ্চ বল্মীক মৃত্তিকাই শুদ্ধির জন্য গ্রহণ করিবেন॥ ৩২॥ উত্তরমুখ অথবা প্রাঙ্মুখ হইয়া, বিদ্বান্ ব্যক্তি পাদপ্রক্ষালন ও ভূমিতে উপবেশন করিয়া, ফেণরহিত সলিল দ্বারা প্রথমে দুইবার ও পরে তিনবার মুখ মার্জ্জনসহকারে সম্যক্ বিধানে আচমন করিবে॥৩৩॥ অনন্তর কর দ্বারা মস্তকস্পর্শ ও যথাক্রমে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া, কেশসংশোধনান্তে দন্তধাবন, দর্পণদর্শন॥ ৩৪॥ শিরস্নান অথবা সর্ব্বাঙ্গিক স্নান, সলিল দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের বিশিষ্টরূপে পূজা, হোম ও শুভালভনপূর্ব্বক বহির্নির্গমন করিবে॥৩৫॥ তৎকালে দূর্ব্বা, দধি, সর্পি, উদককুম্ভ, সবৎসা ধেনু, বৃষভ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা, গোময়, স্বস্তিক, অক্ষত, লাজ, মধু, ব্রাহ্মণকন্যা॥ ৩৬॥ শ্বেতবর্ণ সুন্দর পুষ্প, হুতাশন, চন্দন, অর্কবিম্ব, অশ্বত্থবৃক্ষ, এই সকল সমালভন করিয়া, নিজ জাতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে॥ ৩৭॥ দেশানুশিষ্ট কুলধর্ম্ম, ও স্বগোত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। তদ্দ্বারা অভীষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। অসৎ প্রলাপ প্রয়োগ করিবে না। সত্যহীন॥ ৩৮॥ বাক্য উচ্চারণ করিবে না। নিষ্ঠুর কথা মুখে আনয়ন করিবে না। আগমশাস্ত্রহীন বচন বদন হইতে বিনিঃসৃত করিবে না। লোকসমাজে নিন্দাসংগ্রহ করিবে না॥ ৩৯॥ সন্ধ্যাসময়ে ও দিবসে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। সকল যোনিতে ও পরকীয় রমণীতে গমন করিবে না। স্বকীয় রজস্বলা স্ত্রীতে মিথুনধর্ম্মের অনুসরণ করিবে না;

যোষিৎপরাবলাসু রজস্বলাস্বেব জলেষু বীর ॥ ৪০ ॥ বৃথাটনং বৃথা দানং বৃথা চ পশুমারণম্ । ন কর্ত্তব্যং গৃহস্থেন বৃথা দারপরিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥ বৃথাটনান্নিত্যহানির্বৃথা দানাদ্ধনক্ষয়ঃ । বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি পাতকং নরকার্ণবং ॥ ৪২ ॥ সন্তত্যা হানিরশ্লাঘ্যা বর্ণসঙ্করতো ভয়ং । ভেতব্যঞ্চ ভবেল্লোকে বৃথাদারপরিগ্রহাৎ ॥ ৪৩ ॥ পরস্বে পরদারেষু ন কার্য্যা বুদ্ধিরুত্তমৈঃ । পরস্বং নরকায়ৈব পরদারাশ্চ মৃত্যবে ॥ ৪৪ ॥ নেক্ষেৎ পরস্ত্রিয়ং নগ্নাং ন সম্ভাষেত তস্করান্ । উদক্যাদর্শনং স্পর্শং সম্ভাষং চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ নৈকাসনে তথাসীত সোদর্য্যা পরজায়য়া । তথা সাপত্নমাত্রা চ তথা স্বদুহিতৃষ্বপি ॥ ৪৬ ॥ ন চ স্নায়ীত বৈ নগ্নো ন শয়ীত কদাচন । দিগ্বাসসোঽপি ন তথা পরিভ্রমণমিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ভিন্নাংশ্চ শয্যাসনভাজনাদীন্ ভুক্তৈরতঃ সংপরিবর্জ্জয়েত্তান্ । নন্দাসু নাভ্যঙ্গমুপাচরেত ক্ষৌরঞ্চ রিক্তাসু জয়াসু মাংসং ॥ ৪৮ ॥ পূর্ণাসু যোষিৎ পরিবর্জ্জনীয়া ভদ্রাসু সর্ব্বাণি সমাচরেচ্চ । নাভ্যঙ্গমর্কেন চ ভূমিপুত্রে ক্ষৌরঞ্চ শুক্রে রবিজে চ মাংসং ॥ ৪৯ ॥ বুধেষু যোষিন্ন সমাচরেত শেষেষু সর্ব্বাণি সদৈব কুর্য্যাৎ । চিত্রাসু হস্তে শ্রবণেন তৈলং ক্ষৌরং বিশাখাস্বভিজিৎসু বর্জ্জ্যং ॥ ৫০ ॥ মূলে মৃগে ভাদ্রপদাসু মাংসং যোষিন্মঘাকৃত্তিকতোত্তরাসু । সদৈব বর্জ্জ্যং শয়নে উদক্শিরস্তথা প্রতীচ্যাং রজনীচরেশ ॥ ৫১ ॥ ভুঞ্জীত নৈবেহ চ দক্ষিণামুখো ন চ প্রতীচীমভিভোজনীয়ং । দেবালয়চৈত্যচতুষ্পথং বিদ্যাধিকঞ্চাপি গুরুং প্রদক্ষিণং ॥ ৫২ ॥ মাল্যান্নপানং বসনানি যত্নতো ধৃতানি চান্যৈর্নহি ধারয়েদ্বুধঃ । স্নায়াচ্ছিরঃস্নানতয়া চ নিত্যং

জলমধ্যে রতিক্রিয়া করিবে না ॥ ৪০ ॥ বৃথা পর্য্যটন করিবে না ; বৃথা দান করিবে না ; বৃথা পশুহত্যা করিবে না , বৃথা দার পরিগ্রহ করিবে না ॥ ৪১ ॥ বৃথা পর্য্যটন করিলে, নিত্যহানি হয় , বৃথা দান করিলে, ধনের ক্ষয় হয় , বৃথা পশুহত্যা করিলে, নরকার্থ পাতক সংগ্রহ হয় ॥ ৪২ ॥ বৃথা দারপরিগ্রহ করিলে, সন্ততির হানি ও বর্ণসঙ্কর সংঘটিত হয় । তজ্জন্য লোকের নিকট ভয়গ্রস্ত হইতে হয় ॥ ৪৩ ॥

সাধু ব্যক্তিরা পরস্ব ও পরস্ত্রীতে বুদ্ধি নিযোগ করিবেন না । কেননা, পরস্ব গ্রহণ করিলে, নরক ও পরদার মর্শন করিলে, মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ নগ্নাবস্থায় পরস্ত্রীকে দর্শন করিবে না । তস্করের সহিত সংভাষণ করিবে না । উদক্যার দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সহিত আলাপ করিবে না ॥ ৪৫ ॥ সোদর্য্যা বা পরস্ত্রীর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না । সাপত্ন মাতা ও স্বদুহিতার সহিতও একাসন আশ্রয় করিবে না ॥ ৪৬ ॥ নগ্ন হইয়া কখন স্নান করিবে না ও শয়ন করিবে না । দিগ্বস্ত্র হইয়া, কদাচ পরিভ্রমণ করিবে না ॥ ৪৭ ॥ ভগ্ন আসন, ভগ্ন শয্যা ও ভগ্ন পাত্রাদি কোন মতেই ব্যবহার করিবে না । নন্দাতে অভ্যঙ্গবিধান করিবে না । রিক্তাতে ক্ষৌরকার্য্য করিবে না । জয়াতে মাংস ভক্ষণ করিবে না ॥ ৪৮ ॥ পূর্ণিমাতে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না । ভদ্রাতেই সমুদায় কার্য্য বিধান করিবে । রবিবারে অভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিবে । মঙ্গলবারে ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিবে । শুক্রবারে ও শনিবারে মাংস ভক্ষণ পরিহার করিবে ॥ ৪৯ ॥ বুধবারে স্ত্রীসঙ্গ বিবর্জ্জন করিবে । অবশিষ্ট বার সকলে সকল কার্য্য সংবিধান করিবে । চিত্রা, হস্তা ও শ্রাবণায় তৈল ব্যবহার করিবে না । বিশাখা ও অভিজিতে ক্ষৌরকার্য্য করিবে না ॥ ৫০ ॥ মূল, মৃগ ও ভাদ্রপদাতে মাংস ভক্ষণ করিবে না । মঘা, কৃত্তিকা ও উত্তরা সকলে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না । উত্তরশিরা হইয়া কখনই শয়ন করিবে না । প্রতীচীদিকেও কদাচ শয্যা গ্রহণ করিবে না ॥ ৫১ ॥ হে রজনীচরেশ ! দক্ষিণামুখ হইয়া, ভোজন করিবে না । প্রতীচীদিকেও কখন ভক্ষণ করিবে না । দেবালয়, চৈত্যতরু, চতুষ্পথ, আপন অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ ও গুরু, ইঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না ॥ ৫২ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখন অন্যের পরিভুক্ত মাল্য, অন্ন, পান ও বসন ব্যবহার করিবে না । প্রতিদিন মস্তকাবগাহন না করিয়া স্নান করিবে না । মহা-

[illegible]ং তৈব মহানিশাসু ॥ ৫৩ ॥ গ্রহোপরাগে স্বজনাপঘাতে মুক্ত্বা চ জন্মর্ক্ষগতে শশাঙ্কে। নাভ্যঙ্গিতকায়মুপস্পৃশেচ্চ স্নাতো ন কেশান্ বিধুনীত চাপি ॥ ৫৪ ॥ গাত্রাণি নৈবাম্বরপাণিনা চ স্নাতো বিমৃজ্যাদ্রজনীচরেশ। বসেৎ সুদেশেষু সুরাজকেষু সুসংহিতেষ্বেব জনেষু নিত্যম্ ॥ ৫৫ ॥ অক্রোধনা ন্যায়পরা বিমৎসরাঃ কৃষীবলা হ্যোষধিজাতয়শ্চ। ন তেষু দেশেষু বসেত বুদ্ধিমান্ সদা নৃপো দণ্ডরুচিস্ত্বশক্তঃ ॥ ৫৬ ॥ জনোঽপি নিত্যোদ্ধতবদ্ধবৈরঃ সদাজিগীষুশ্চ নিশাচরেন্দ্র ॥ ৫৭ ॥ যচ্চ বর্জ্জ্যং মহাবাহো সদা ধর্মস্থিতৈর্নরৈঃ। যদ্ভোজ্যঞ্চ সমুদ্দিষ্টং কথয়িষ্যামহে বয়ং ॥ ৫৮ ॥ ভোজ্যমন্নং পর্য্যুষিতং স্নেহাক্তং চিরসম্ভৃতং। অস্নেহা ব্রীহয়ঃ শ্লক্ষ্ণা বিকারাঃ পয়সস্তথা ॥ ৫৯ ॥ শশকঃ শল্যকো গোধা সমেধা মৎস্যকচ্ছপৌ। দ্বিদলকাদীনি ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ মণিবজ্রপ্রবালানাং তদ্বন্মুক্তাফলস্য চ। শৈলদারুময়ানাঞ্চ তৃণমূলৌষধাস্বপি ॥ ৬১ ॥ শূর্পধান্যতৃণানাঞ্চ সংহতানাঞ্চ বাসসাং। বল্কলানামশেষাণাম্ম্বুনা শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৬২ ॥ সস্নেহানামথোষ্ণেন তিলকল্কেন চাবিকং। কার্পাসিকানাং বস্ত্রাণাং শুদ্ধিঃ স্যাদ্বহ্নিনাম্বুনা ॥ ৬৩ ॥ নাগদন্তাস্থিশৃঙ্গাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে। পুনঃপাকেন ভাণ্ডানাং মৃণ্ময়ানাঞ্চ মেধ্যতা ॥ ৬৪ ॥ শুচিভৈক্ষং কারুহস্তঃ পণ্যং যোষিন্মুখং তথা। রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গেণ যৎ কৃতং ॥ ৬৫ ॥ বাক্যপূতং চিরানীতমনেকান্তরিতং লঘু। চেষ্টিতং বালবৃদ্ধানাং বালস্য তু মুখং শুচি ॥ ৬৬ ॥ কর্মান্তাঙ্গারশালাশ্চ স্তনন্ধয়সুতা স্ত্রিয়ঃ। বাগ্বিপ্রুষো দ্বিজেন্দ্রাণাং সন্তপ্তাশ্চাম্বুবিন্দবঃ ॥ ৬৭ ॥ ভূমির্বিশুদ্ধ্যতে খাতদাহমার্জ্জনগোক্রমৈঃ। লেপাদুল্লেখনাৎ সেকাদ্বেশ্মসংমার্জ্জনার্চ্চনাৎ ॥ ৬৮ ॥

নিশা ॥ ৫৩ ॥ গ্রহোপঘাত, স্বজনাপঘাত, জন্মনক্ষত্রগত শশাংক, এই সকল ব্যতিরিক্ত নিত্য-স্নান স্নান করিবে না। অনভ্যঙ্গিত শরীর স্পর্শ করিবে না। স্নান করিয়া কেশ বিধুনিত করিবে না ॥ ৫৪ ॥ স্নান করিয়া, বস্ত্র বা হস্ত দ্বারাও গাত্র মার্জ্জন করিবে না। হে রজনীচরেশ। সুসংহিত লোক সকল অধ্যুষিত সুরাজক জনপদে নিত্য বাস করিবে ॥ ৫৫ ॥ যেখানকার অধিবাসীরা ক্রোধহীন, মৎসরহীন ও ন্যায়পরায়ণ এবং যেখানে কৃষীবল ও ঔষধজাতি লক্ষিত হয়, তাদৃশ প্রদেশে বাসস্থান সংবিধান করিবে। যেখানকার রাজা শক্তিহীন ও সর্ব্বদা দণ্ডরুচি, তাদৃশ দেশ পরিহার করিবে ॥ ৫৬ ॥ হে নিশাচরেন্দ্র! যেখানকার নিবাসীরাও নিত্য উদ্ধত ও বদ্ধবৈর এবং সর্ব্বদা জিগীষাপরতন্ত্র, তাদৃশ জনপদ বিসর্জ্জন করিবে ॥ ৫৭ ॥

হে মহাবাহো! ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা যাহা বর্জ্জন ও যাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য, বলিয়া, উদ্দিষ্ট হইয়াছে, অধুনা তাহা কীর্ত্তন করিব ॥ ৫৮ ॥ পর্য্যুষিত ও চিরসংভৃত অন্ন স্নেহাক্ত করিয়া ভোজন করিবে। স্নেহহীন ব্রীহী ও শ্লক্ষ্ণ পয়োবিকার ॥ ৫৯ ॥ শশক, শল্লক, গোধা মৎস্য ও কচ্ছপ, এবং দ্বিদলক প্রভৃতি দ্রব্য সকল ভক্ষণীয় বলিয়া মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥ মণি, বজ্র, প্রবাল, মুক্তাফল, শৈলনির্ম্মিত ও দারুনির্ম্মিত বস্তু সকল, তৃণ, মূল ও ঔষধ সমস্ত ॥ ৬১ ॥ শূর্পধান্য, তৃণ, সংহত বস্ত্র ও বল্কল এই সকল দ্রব্য জল দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ সস্নেহ পদার্থ সকল উষ্ণ করিলে, আবিক তিলকল্ক দ্বারা এবং কার্পাসের বস্ত্রমাত্রেই সলিল সংযোগে শুদ্ধি লাভ করে ॥ ৬৩ ॥ গোদন্ত, অস্থি ও শৃঙ্গ তক্ষণ করিলে এবং মৃণ্ময় ভাণ্ড সকল পুনঃ পাক করিলে, শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ ভিক্ষান্ন, কারুহস্ত, বারাঙ্গনার মুখ, রথ্যাবগত, অবিজ্ঞাত, দাসবর্গকর্ত্তৃক বিহিত ॥ ৬৫ ॥ বাক্যপূত, চিরানীত, অনেকান্তরিত, লঘু, বাল ও বৃদ্ধগণের চেষ্টিত এবং বালকের মুখ, স্বভাবতই শুদ্ধ ॥ ৬৬ ॥ কর্ম্মান্তাঙ্গারগৃহ, স্তনন্ধয় শিশু, স্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রগণের বাগ্বিপ্রুষ, সন্তপ্ত জলবিন্দু, এই সকলও স্বভাবসিদ্ধ-শুদ্ধিসম্পন্ন ॥ ৬৭ ॥ খনন, দাহন, মার্জ্জন, গোপরিক্রমণ, লেপন, উল্লেখন, সেচন, বেশ্মসংমার্জ্জন ও অর্চ্চন এই সকল উপায়ে ভূমির মেধ্যতা সম্পন্ন

কেশকীটাবপন্নেহন্নে গোঘ্রাতে মক্ষিকান্বিতে। মৃদম্বুভস্মক্ষারাণি প্রক্ষেপ্তব্যানি শুদ্ধয়ে ॥ ৬৯ ॥
ঔদুম্বরাণাং চাম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ । ভস্মাদ্ভিশ্চৈব কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ ॥ ৭০ ॥
অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈর্গন্ধাপহরণেন চ । অন্যেষামপি তদ্দ্রব্যৈঃ শুদ্ধির্গন্ধাপহারতঃ ॥ ৭১ ॥
মাতুঃ প্রস্রবণে বৎসঃ শকুনিঃ ফলপাতনে । গর্দ্দভো ভারবাহিত্বে শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৭২ ॥
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি নাবঃ পথি তৃণানি চ। মারুতেনৈব শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ৭৩ ॥
পক্কদ্রোণাঢকস্যান্নমমেধ্যাভিপ্লুতং ভবেৎ । অগ্রমুদ্ধৃত্য সংত্যাজ্যং শেষস্য প্রোক্ষণং স্মৃতং ॥ ৭৪ ॥
উপবাসং ত্রিরাত্রং বা দূষিতান্নস্য ভোজনে । অজ্ঞাতে জ্ঞাতপূর্ব্বে বা নৈব শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥
উদক্যাস্নাতনগ্নাংশ্চ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ । স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥ ৭৬ ॥
সস্নেহমস্থি সংস্পৃশ্য সবাসা জলমাবিশেৎ । আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য চ ॥ ৭৭ ॥
ন লঙ্ঘয়েন্নরং নাসৃক্ শরীরোদ্বর্ত্তনানি চ। গৃহাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রপাদাম্ভাংসি ক্ষিপেদ্বহিঃ ॥ ৭৮ ॥
পঞ্চপিণ্ডমনুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিণি । স্নায়ীত দেবখাতেষু সরঃসু চ সরিৎসু চ ॥ ৭৯ ॥ উদ্যা-
নাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন । নালপেজ্জনবিদ্বিষ্টং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ং ॥ ৮০ ॥
দেবতাপিতৃসচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসত্রাদিনিন্দকৈঃ । কৃত্বা তু স্পর্শমালাপং শুদ্ধ্যতেঽর্কবিলোকনাৎ ॥ ৮১ ॥
অভোজ্যাঃ সূতিকাঃ ষণ্ঢো মার্জ্জারাখু চ কুক্কুটাঃ । পতিতাপবিদ্ধনগ্নাশ্চ চণ্ডালাদ্যাধমাশ্চ যে ॥৮২॥

সুকেশিরুবাচ । ভবদ্ভিঃ কীর্ত্তিতা ভোজ্যা য এতে সূতিকাদয়ঃ । অমীষাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতো লক্ষণানি হি ॥ ৮৩ ॥

হয় ॥ ৬৮ ॥ কেশ ও কীটাবপন্ন, গোঘ্রাত ও মক্ষিকান্বিত অন্নে শুদ্ধির জন্য মৃত্তিকা, জল, ভস্ম ও ক্ষার প্রক্ষেপ করিবে ॥ ৬৯ ॥ অম্ল দ্বারা উডুম্বর, ক্ষার দ্বারা ত্রপু ও সীস, ভস্ম ও জল দ্বারা কাংস শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গন্ধাপহরণ করিলে, অমেধ্যাক্ত বস্তুর শুদ্ধি হয়। অন্যান্য দ্রব্যেরও ঐরূপে শুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ পথ, কর্দ্দম, জল, গো, পথিস্থ তৃণ ও পক্ক ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ বায়ু দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে ॥ ৭২ ॥ মাতার প্রস্রবণে বৎস, ফলপাতনে শকুনি, ভারবাহনে গর্দ্দভ এবং মৃগগ্রহণে কুক্কুর শুচি বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৭৩ ॥ পক্ক দ্রোণাঢকের অন্ন অমেধ্যাক্তা হইলে, তাহার অগ্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া, ত্যাগ করিবে। অনন্তর শেষাংশ ধুইয়া লইলেই, শুদ্ধ হয় ॥ ৭৪ ॥ দূষিত অন্ন ভোজন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। তাহা হইলে, শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে ভোজন করিলে, শুদ্ধিবিধান করিতে হয় না ॥ ৭৫ ॥ রজস্বলা, স্নাতনগ্ন, সূতিকা, অন্ত্যাবসায়ী ও মৃতহারী, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে, শৌচার্থ স্নান করিবে ॥ ৭৬ ॥ সস্নেহ অস্থি স্পর্শ করিলে, সবস্ত্রে জলপ্রবেশ এবং নিঃস্নেহ অস্থি স্পর্শ করিলে, আচমন ও গো আলভন করিয়া, সূর্য্যসন্দর্শন করিবে ॥ ৭৭ ॥ অসৃক্ ও শরীরোদ্বর্ত্তন লঙ্ঘন করিতে নাই। বিষ্ঠা, মূত্র ও পাদসলিল এবং উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গৃহের বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৭৮ ॥ পঞ্চপিণ্ডের উদ্ধার না করিয়া, পর-সলিলে স্নান করিবে না। দেবখাত, সরোবর ও সরিৎসমূহে স্নান করিবে ॥ ৭৯ ॥ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিকালে উদ্যানাদিতে কদাচ অবস্থিতি করিবে না। লোক সমাজে নিন্দিত ব্যক্তির সহিত আলাপ ও অবীরা স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না ॥ ৮০ ॥ যাহারা দেবগণ, পিতৃগণ, সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ ও সত্রাদির নিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে, সূর্য্যদর্শন করিয়া, শুদ্ধিসাধন করিবে ॥ ৮১ ॥ সূতিকা, ষণ্ঢ, মার্জ্জার, আখু, কুক্কুট, পতিত, অপবিদ্ধ ও চণ্ডালাদি অধমবর্গ, ইহারা অভোজ্য ॥৮২॥

সুকেশি কহিলেন, আপনারা যে সূতিকা প্রভৃতিকে অভোজ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, ইহাদের লক্ষণ কি, তত্ত্বতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮৩ ।

ঋষয় ঊচুঃ। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণশ্চৈব যাবচ্ছেষত্বমাগতৌ। তাবুভৌ সূতিকেত্যুক্তৌ তয়োরন্নং বিগর্হিতং॥ ৮৪॥ ন জুহোত্যুচিতে কালে ন স্নাতি ন দদাতি চ। পিতৃদেবার্চ্চনাদ্ধীনঃ স ষণ্ঢঃ পরিগীয়তে॥ ৮৫॥ দম্ভার্থং জপতে যশ্চ তপ্যতে পঠতে তথা। ন পরত্রার্থমুদ্যুক্তো মার্জ্জারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৮৬॥ বিভবে সতি নৈবাত্তি ন দদাতি জুহোতি ন। তমাহুরাখুং তস্যান্নং ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি॥ ৮৭॥ সভাগতানাং যঃ সভ্যঃ পক্ষপাতং সমাশ্রয়েৎ। তমাহুঃ কুক্কুটং দেবাস্তস্যাপ্যন্নং বিগর্হিতম্॥ ৮৮॥ স্বধর্ম্মং যঃ সমুৎসৃজ্য পরধর্ম্মং সমাচরেৎ। অনাপদি স বিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥ ৮৯॥ দেবত্যাগী পিতৃত্যাগী গুরুত্যাগী তথৈব চ। গোব্রাহ্মণস্ত্রীবধকৃদপবিদ্ধঃ প্রকীর্ত্ত্যতে॥ ৯০॥ যেষাং কুলে ন বেদোঽস্তি ন শাস্ত্রং নৈব চ ব্রতং। তে নগ্নাঃ কীর্ত্তিতাঃ সদ্ভিস্তেষামন্নং বিগর্হিতং॥ ৯১॥ আশার্ত্তানামদাতা চ দাতুশ্চ প্রতিষেধকঃ। শরণাগতং যস্ত্যজতি স চণ্ডালোঽধমো নরঃ॥ ৯২॥ যো বান্ধবৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভির্ব্রাহ্মণৈরপি। কুণ্ডাশী যশ্চ তস্যান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥ ৯৩॥ যো নিত্যকর্ম্মণো হানিং কুর্য্যান্নৈমিত্তিকস্য চ। ভুক্ত্বান্নং তস্য শুধ্যেত ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ॥ ৯৪॥ নিত্যস্য কর্ম্মণো হানিঃ কেবলং মৃতজন্মসু। ন তু নৈমিত্তিকোচ্ছেদঃ কর্ত্তব্যো হি কথঞ্চন॥ ৯৫॥ জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচৈলন্তু বিধীয়তে। মৃতে চ সর্ব্ববন্ধূনামিত্যাহ ভগবান্ ভৃগুঃ॥ ৯৬॥ প্রেতায় সলিলং দেয়ং বহির্দগ্ধ্বা তু গোত্রজৈঃ। প্রথমেঽহ্নি চতুর্থে বা সপ্তমে বাস্থিসঞ্চয়ঃ॥ ৯৭॥ ঊর্দ্ধং সঞ্চয়নাত্তেষামঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে। সো-

---

ঋষিরা কহিলেন, ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ শেষত্ব প্রাপ্ত হইলেই, সূতিকা নামে অভিহিত হয়। তাহাদের অন্ন অতি জুগুপ্সিত॥ ৮৪॥ যে ব্যক্তি সমুচিত সময়ে হোম করে না, স্নান করে না ও দান করে না এবং পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করে না, তাহাকে ষণ্ঢ বলে॥ ৮৫॥ যে ব্যক্তি দম্ভার্থ জপ করে, উপাসনা করে ও পাঠ করে এবং পরত্রার্থ উদ্যোগ করে না, তাহাকেই মার্জ্জার বলিয়া থাকে॥ ৮৬॥ যে ব্যক্তি বিভবসত্ত্বেও ভক্ষণ করে না, দান করে না ও হোম করে না, তাহাকেই আখু বলিয়া থাকে। তাহার অন্ন ভোজন করিলে, অতি কষ্টেই শুদ্ধিলাভ হয়॥ ৮৭॥ যে সভ্য সভাতে ব্যক্তিদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে, দেবগণ তাহাকেই কুক্কুট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার অন্নও বিগর্হিত॥ ৮৮॥ যে ব্যক্তি আপদ্ভিন্ন অন্য সময়েও স্বধর্ম্ম সমুৎসর্জ্জন করিয়া, পরধর্ম্ম আশ্রয় করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গ তাহাকেও পতিত নামে অভিহিত করেন॥ ৮৯॥ যে ব্যক্তি দেবত্যাগী, পিতৃত্যাগী ও গুরুত্যাগী এবং গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যায় প্রবৃত্ত, তাহাকেই অপবিদ্ধ বলে॥ ৯০॥ যাহাদের বংশে বেদ নাই, শাস্ত্র নাই ও ব্রত নাই, তাহাদিগকেই নগ্ন বলিয়া সাধুগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের অন্নও অতি জুগুপ্সিত॥ ৯১॥ যে ব্যক্তি আশা দিয়া দান করে না ও দাতার প্রতিষেধ করে, এবং যে ব্যক্তি শরণাগতের পরিহার করিয়া থাকে, তাহাকে চণ্ডাল ও অধম বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বান্ধবগণ, সাধুগণ ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং যে ব্যক্তি কুণ্ডাশী, তাহার অন্ন ভোজন করিয়া, চান্দ্রায়ণ বিধান করিবে॥ ৯২॥ ৯৩॥ যে ব্যক্তি নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যের হানি করে, তাহার অন্ন ভোজন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়॥ ৯৪॥ কেবল মৃত্যু ও জন্ম এই উভয় ঘটনায় নিত্য কর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। নৈমিত্তিক কর্ম্মের কোন ক্রমেই উচ্ছেদ করিবে না॥ ৯৫॥ পুত্র জন্মিলে, পিতা সবস্ত্র স্নান করিবেন। মৃত্যু হইলে, সমুদায় বান্ধবগণের এইরূপ অনুষ্ঠান করা বিধেয়। ভৃগু এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৯৬॥ গোত্রজগণ বহির্দেশে প্রেতকে দগ্ধ করিয়া, তাহার উদ্দেশে সলিল প্রদান করিবে। প্রথম, চতুর্থ বা সপ্তম দিনে অস্থিসঞ্চয়ন করিবে॥ ৯৭॥ সঞ্চয়নের পর তাহাদিগকে স্পর্শ করা যাইতে পারে। [illegible]

ষট্‌কৈব ক্রিয়া কার্য্যা সততৈরন্ত সপিণ্ডকৈঃ ॥ ৯৮ ॥ বিষোদ্বন্ধনশস্ত্রাম্বুবহ্নিপাতমৃতেষু চ । বালে প্রব্রাজিসন্ন্যাসে দেশান্তরমৃতে তথা ॥ ৯৯ ॥ সদ্যঃ শৌচং ভবেদ্বীর তচ্চাপ্যুক্তং চতুর্ব্বিধং । গর্ভস্রাবে তদেবোক্তং পূর্ণকালে ন বৈ চরেৎ ॥ ১০০ ॥ ব্রাহ্মণানামহোরাত্রং ক্ষত্রিয়াণাং দিনত্রয়ং । ষড়াত্রঞ্চৈব বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং দ্বাদশাহিকং ॥ ১০১ ॥ দশদ্বাদশমাসার্দ্ধমাসসংখ্যৈর্দ্দিনৈর্গতৈঃ । স্বাঃ স্বাঃ কর্ম্মক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বে বর্ণা যথাক্রমং ॥ ১০২ ॥ প্রেতমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং বিধানতঃ । সপিণ্ডীকরণং কার্য্যং প্রেতে আবৎসরান্নরৈঃ ॥ ১০৩ ॥ ততঃ পিতৃত্বমাপন্নে দর্শপূর্ণাদিভির্দ্দিনৈঃ । প্রীণনন্তস্য কর্ত্তব্যং যথাশ্রুতি নিদর্শনাৎ ॥ ১০৪ ॥ পিতুরর্থং সমুদ্দিশ্য ভূমিদানাদিকং স্বয়ং । কুর্য্যাদেনাস্য সুপ্রীতাঃ পিতরো যান্তি রাক্ষস ॥ ১০৫ ॥ যদ্যদিষ্টতমং কিঞ্চিদ্যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে । তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ১০৬ ॥ অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং বেদাশ্চ বিদুষা সদা । ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যঞ্চাপি শক্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥ যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি রাক্ষস । তৎ কর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥ ১০৮ ॥ এবমাচরতো লোকে পুরুষস্য গৃহে সতঃ । ধর্ম্মার্থকামসংপ্রাপ্তিঃ পরত্রেহ চ শোভনা ॥ ১০৯ ॥ এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ । বানপ্রস্থাশ্রমং ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামোঽবধার্য্যতাং ॥ ১১০ ॥ অপত্যসন্ততিং দৃষ্ট্বা প্রাজ্ঞো দেহস্য চানতিং । বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেদাত্মনঃ শুদ্ধিকারণং ॥ ১১১ ॥ তত্রারণ্যোপভোগৈশ্চ তপোভিশ্চাত্মদর্শনং । ভূমৌ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়াঃ ॥ ১১২ ॥ হোমস্ত্রিষবণস্নানং জটাবল্কলধারণং । বন্য-

---

সপিণ্ডক ও সমানোদক ব্যক্তিরা ক্রিয়া করিবে ॥ ৯৮ ॥ বিষ, উদ্বন্ধন, শস্ত্র, সলিল, অনল ও পতন এই সকলে মৃত্যু হইলে, অথবা বালক, প্রব্রজিত, সন্ন্যাসী ও দেশান্তরগত অবস্থায় পরলোক হইলে ॥৯৯॥ সদ্যই শৌচ হইয়া থাকে। হে বীর ! সেই শৌচ চতুর্ব্বিধ। গর্ভস্রাবেও ঐরূপ সদ্যঃ শৌচ কথিত হইয়াছে ॥১০০॥ অশৌচে ব্রাহ্মণগণের অহোরাত্র, ক্ষত্রিয়গণের দিনত্রয়, বৈশ্যগণের ছয় রাত্রি ও শূদ্রগণের দ্বাদশ দিনে শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ১১১ ॥ দশদিন, দ্বাদশদিন, অর্দ্ধমাস ও একমাস এইরূপ সংখ্যায় দিন গত হইলে, সমুদায় বর্ণ যথাক্রমে স্ব স্ব কর্ম্মক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০২ ॥ প্রেতের উদ্দেশে বিহিত বিধানে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এক বৎসর অতীত হইলে, সপিণ্ডীকরণে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০৩ ॥ অনন্তর সেই প্রেতের পিতৃত্বপ্রাপ্তি হইলে, দর্শ ও পূর্ণাদি দিনসমূহে শ্রুতিনিদর্শন অনুসারে তাহার প্রীতি সমুত্পাদন করিবে ॥ ১০৪ ॥ ঐরূপ পিতৃত্বপ্রাপ্ত প্রেতের উদ্দেশে স্বয়ং ভূমিদানাদি করিবে। তাহা হইলে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০৫ ॥ জীবিত অবস্থায় যে যে দ্রব্য ঐ ব্যক্তির ইষ্টতম বা পরম প্রীতির বিষয় ছিল, তাহার অক্ষয় ইচ্ছা করিয়া, গুণবান্ ব্যক্তিকে তত্তৎ দ্রব্য দান করিবে ॥১০৬॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা তিন বেদ অধ্যয়ন করিবে। ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধন অর্জ্জন ও শক্তি অনুসারে যজন করিবে ॥ ১০৭ ॥ হে নিশাচর ! যাহা করিলে, আত্মা জুগুপ্সা প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা মহাজনের নিকট লুকাইতেও হয় না, এরূপ কার্য্য অশঙ্কচিত্তে বিধান করিবে ॥ ১০৮ ॥ এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষ ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সম্যক্ রূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥ উদ্দেশতঃ, এই উৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম বর্ণন করিলাম। অধুনা, বানপ্রস্থাশ্রম কীর্ত্তন করিব, অবধারণ কর ॥ ১১০ ॥ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অপত্যসন্ততি দর্শন ও দেহের অবনতি অবলোকন করিয়া, আত্মার শুদ্ধিবিধানার্থ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ১১১ ॥ তথায় আরণ্য উপভোগ ও তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন করিবে, ভূমিতে শয়ন করিবে, ব্রহ্মচারিব্রত সমাধান করিবে; পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের ক্রিয়া করিবে ॥ ১১২ ॥ হোম করিবে,

জটাধারণমেবেতি বানপ্রস্থবিধিস্তয়ং ॥ ১১৩ ॥ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমমানিতা। জিতেন্দ্রিয়ত্ব-মাবাসে নৈকস্মিন্বসতে চিরং ॥ ১১৪ ॥ অনারম্ভস্তথাহারো ভিক্ষান্নং নাতিকোপিতা। আত্ম-জ্ঞানাববোধেচ্ছা তথাচাত্মাববোধনং ॥ ১১৫ ॥ চতুর্থে চাশ্রমে ধর্ম্মাস্তেস্মাভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। বর্ণধর্ম্মাণি চান্যানি নিশাময় নিশাচর ॥ ১১৬ ॥ গার্হস্থং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থং ত্রয়োশ্রমাঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি গদিতো য আচারো দ্বিজস্য হি ॥ ১১৭ ॥ বৈখানসত্বং গার্হস্থমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ। গার্হস্থ্যমাশ্রমং চৈকং শূদ্রস্য ক্ষণদাচর ॥ ১১৮ ॥ স্বানি বর্ণাশ্রমোক্তানি ধর্ম্মাণীহ ন হাপয়েৎ। স্বধর্ম্মক্ষপণাদস্তবিধানাদেষা দ্বিজত্রয়ীং ॥ ১১৯ ॥ সন্তাপয়ন্তি তস্যাসৌ পরিকুপ্যতি ভাস্করঃ। কুপিতঃ কুলনাশায় দেহরোগবিবৃদ্ধয়ে। ভানুর্বৈ যততে তস্য নরস্য ক্ষণদাচর ॥ ১২০ ॥ তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ন হি সংত্যজেত ন হাপয়েচ্চাপি হি চাত্মবংশং। যঃ সন্ত্যজেচ্চাপি নিজং হি ধর্ম্মং তস্মৈ প্রকুপ্যেত দিবাকরস্তু ॥ ১২১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তো মুনিনা সুকেশী প্রণম্য তান্ ব্রহ্মনিধীন্মহর্ষীন্। জগাম চোৎ-পত্য পুরং স্বকীয়ং মুহুর্মুহুর্ধর্ম্মমবেক্ষমাণঃ ॥ ১২২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সুকেশ্যনুশাসনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ সুকেশী দেবর্ষে গত্বা পুরমনুত্তমং। সমাহূয়াব্রবীৎ সর্ব্বান্ রাক্ষসান্ ধার্ম্মিকং বচঃ ॥ ১ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ। দানং দয়া চ ক্ষান্তিশ্চ ব্রহ্মচর্য্যমমা-

---

ত্রিসন্ধ্য স্নান করিবে; জটাবল্কল ধারণ করিবে, এবং ইঙ্গুদীফলজনিত তৈলাদি ব্যবহার করিবে। ইহারই নাম বানপ্রস্থবিধি ॥ ১১৩ ॥

সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, অনভিমান, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, এক আবাসে বহু কাল বাস না করা ॥ ১১৪ ॥ আরম্ভত্যাগ, ভিক্ষান্ন আহরণ, কোপবিসর্জ্জন, আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা, আত্মাব-বোধন ॥ ১১৫ ॥ এই সকল, চতুর্থ আশ্রমের ধর্ম্ম তোমার নিকট বলিলাম। নিশাচর! অধুনা, অন্যবিধ বর্ণধর্ম্ম শ্রবণ কর ॥ ১১৬ ॥ গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম ক্ষত্রিয়েরও বিহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১৭ ॥ বৈখানসত্ব ও গার্হস্থ্য এই দ্বিবিধ আশ্রম বৈশ্যের বিহিত। শূদ্রের একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমই অবলম্বনীয় ॥ ১১৮ ॥ স্বস্ববর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিবে না। যে দ্বিজ স্বধর্ম্মের ক্ষপণ করিয়া, অন্যবিধ বিধানে ত্রয়ী ॥ ১১৯ ॥ সন্তাপিত করে, ভগবান্ ভাস্কর তাহার প্রতি অতিমাত্র রোষপ্রকাশ করিয়া থাকেন। হে ক্ষণদাচর! এইরূপে তিনি কুপিত হইয়া, তাহার কুলনাশ ও দেহরোগবিবৃদ্ধির জন্য যত্নবান হন ॥ ১২০ ॥ এই কারণে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না ও আত্মবংশের ক্ষপণ করিবে না। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, দিবাকর তাহার প্রতি রোষপরবশ হন ॥ ১২১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সুকেশি এইরূপ উক্ত হইয়া, সেই ব্রহ্মনিধি মহর্ষিদিগকে প্রণাম করিয়া, উৎপতনপূর্ব্বক স্বকীয় পুরে গমন করিল। যাইবার সময় বারংবার ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে লাগিল ॥ ১২২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সুকেশ্যনুশাসননামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে দেবর্ষে! অনন্তর সুকেশি অত্যুত্তম পুরে গমন করিয়া, সমুদায় রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত বচনে বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-

প্রিয়ং তথ্যং [illegible] উক্তা সত্যা চ মধুরা বাক্ নিত্যং সৎক্রিয়ারতিঃ। সদাচারনিষেবিত্বং পরলোকপ্রদা-য়কাম্ ॥ ৩॥ ইত্যূচুর্মুনয়ো মহ্যং ধর্ম্মমাদ্যং পুরাতনং। সোঽহমাজ্ঞাপয়ে সর্ব্বান্ ক্রিয়তামবি-কল্পতঃ ॥ ৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ সুকেশিবচনাৎ সর্ব্ব এব নিশাচরাঃ। ত্রয়োদশাংশতো ধর্ম্মং চক্রু-র্মুদিতমানসাঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রবৃদ্ধিং সুতরামগচ্ছন্ত নিশাচরাঃ। পুত্রপৌত্রার্থসংযুক্তাঃ সদাচার-সমন্বিতাঃ ॥ ৬ ॥ ততস্তু তেজসা তেষাং রাক্ষসানাং মহাত্মনাং। গন্তুং নাশক্নুবৎ সূর্য্যো নক্ষ-ত্রাণি চ চন্দ্রমাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্ত্রিভুবনং ব্রহ্মন্নিশাচরপুরং বিভো। দিবা সূর্য্যস্য সদৃশং ক্ষণদায়াঞ্চ চন্দ্রবৎ ॥ ৮ ॥ ন জ্ঞায়তে গতির্ব্যোম্নি ভাস্করস্য ততোঽম্বরে। শশাঙ্কমিব তেজস্বাদমন্যন্ত পুরো-ত্তমং ॥ ৯ ॥ নূনং বিকাশং বিমুঞ্চন্তি নিশামিতি ব্যচিন্তয়ন্। কমলাকরে চ কমলা মিত্রমিত্যভি-গম্য হি ॥ রাত্রৌ বিকসিতা ব্রহ্মন্ বিভূতিং দাতুমীপ্সিতাম্ ॥ ১০ ॥ কৌশিকা রাত্রিসময়ং বুদ্ধ্বা নি-রগমন্ কিল। তান্ বায়সাস্তদা জ্ঞাত্বা দিবা নিঘ্নন্তি কৌশিকান্ ॥ ১১ ॥ স্নাতকাস্তাপগাস্বেব স্নান-জপ্যপরায়ণাঃ। আকণ্ঠমগ্নাস্তিষ্ঠন্তি রাত্রিং জ্ঞাত্বাঽথবাসরং ॥ ১২ ॥ ন ব্যযুজ্যন্ত চক্রাহ্বাস্তদা বৈ পুরদর্শনে। মন্যমানাস্তু দিবসমিদমুচ্চৈশ্চক্রুর্বদন্তি চ ॥ ১৩ ॥ নূনং কান্তাবিহীনেন কেন চিচ্চক্রপক্ষিণা। উৎসৃষ্টং জীবিতং শূন্যে ফুৎকৃত্য সরিত্তটে ॥১৪॥ ততোঽনুকম্পয়াবিষ্টো বিবস্বাং-স্তীব্ররশ্মিভিঃ। সন্তাপয়ন্ জগৎ সর্ব্বং নাস্তমেতি কথঞ্চন ॥১৫॥ অন্যে বদন্তি চক্রাহ্বা নূনং কশ্চিন্-মৃতোঽভবৎ। তৎকান্তয়া তপস্তপ্তং ভর্ত্তৃশোকার্ত্তয়া ততঃ ॥ ১৬ ॥ আরাধিতস্তু ভগবাংস্তপসা

সংযম, দান, দয়া, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য্য অনভিমান ॥ ২ ॥ প্রিয় সত্য মধুর বাক্য, নিত্য সৎকার্য্যে আসক্তি ও সদাচারনিষেবণ এই কয়টী পরলোক প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ মুনিগণ আমাকে এইরূপ আদ্য ও পুরাতন ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। এইজন্য আমি তোমাদের সকলকেই আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা কোনরূপ বিকল্প না করিয়া, উক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর সুকেশির আদেশানুসারে সমুদায় নিশাচর মুদিত মানসে উক্ত অপেক্ষা ত্রয়োদশগুণাধিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ তৎপ্রযুক্ত তাহারা নিতান্ত অভ্যুদিত হইয়া উঠিল। ঐরূপ সদাচারসমন্বিত হওয়াতে, তাহাদের পুত্রপৌত্রাদিরাও অনুরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিল ॥ ৬ ॥ চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল সেই সকল মহাত্মা রাক্ষসের তেজঃপ্রভাবে আর গমন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৭ ॥ হে ব্রহ্মন্! ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন ও নিশাচরগণের সেই নগরী দিবসে সূর্য্যসদৃশ ও রাত্রিতে চন্দ্রবৎ হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥ তন্নিবন্ধন আকাশে আর ভাস্করের জ্যোতি পরিজ্ঞাত হয় না। তেজস্বিতাপ্রযুক্ত সেই পুরোত্তম শশাঙ্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ রজনীযোগে চন্দ্রের কিরণ আর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। লোক সকল তন্নিবন্ধন নিতান্ত চিন্তাক্রান্ত হইল। কমলাকরে কমল সকল সূর্য্যবোধে চন্দ্রের অভিগমন করিয়া, রাত্রিতে অভীপ্সিত বিভূতি প্রদান করিবার জন্য বিকসিত হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ পেচক সকল দিবসে রাত্রিকাল জ্ঞান করিয়া, নির্গমনে প্রবৃত্ত হইল। বায়সগণ জানিতে পারিয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ স্নান ও জপপরায়ণ স্নাতকগণ দিবসকে রাত্রি মনে করিয়া, নদীতে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ চক্রবাক সকল সেই পুরদর্শনে আর পরস্পর বিযোজিত হইল না। দিবস মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ কোন চক্রবাক নিশ্চয়ই প্রিয়াবিয়োজিত হইয়া, সরিত্তটে ফুৎকারপুরঃসর শূন্যে প্রাণ উৎসর্জন করি-য়াছে ॥ ১৪ ॥ তদ্দর্শনে ভগবান্ বিবস্বান্ কৃপাবান্ হইয়া, প্রখরকর-নিকরবিস্তারপুরঃসর সমস্ত সংসার সন্তাপিত করিয়া, কোনমতেই অস্তগমন করিতেছেন না ॥ ১৫ ॥ অন্যান্যেরা বলিতে লাগিল, নিশ্চয়ই কোন চক্রবাক মরিয়া গিয়াছে। তদীয় কান্তা স্বামিশোকে অভিভূত হইয়া,

স্তপ্তো দিবাকরঃ। তেনাসৌ শশিনং জিত্বা নাস্তমেতি রবিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৭ ॥ যজ্বানো যোগশালাসু সর্ত্বিগ্‌ভিরথ রাত্রয়ে। প্রারব্ধবন্ত কর্ম্মাণি রাত্র্যামপি মহামুনে ॥ ১৮ ॥ মহাভাগবতাঃ পূজাং বিষ্ণোঃ কুর্ব্বন্তি ভক্তিতঃ। রবৌ শশিনি চৈবান্যে ব্রহ্মণোহন্যে হরস্য চ ॥ ১৯ ॥ কামিনশ্চাপরেহবদন্ সাধু চন্দ্রমসা কৃতং। যদিয়ং রজনী রম্যা কৃতা সততকৌমুদী ॥ ২০ ॥ অন্যেহব্রুবন্ লোকগুরুরনন্তশ্চক্র-ভৃৎ শশী। নির্ব্যাজেন মৃগাঙ্কেনার্চ্চিতঃ কুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥ ২১ ॥ সহ লক্ষ্ম্যা মহাযোগী নভস্যাদি-চতুর্ষপি। অশূন্যশয়না নাম দ্বিতীয়া সর্ব্বকামদা ॥ ২২ ॥ তেনাসৌ ভগবান্ প্রীতঃ প্রাদাদ্‌দ্যাম-মুত্তমং। অশূন্যশ্চ মহাভোগৈরনস্তমিতশেখরম ॥ ২৩ ॥ অন্যেহব্রুবন্ ধ্রুবং দেব্যা রোহিণ্যা শশিনঃ কৃতঃ। দৃষ্ট্বা তপ্তং তপো ঘোরং রুদ্রারাধনকাম্যয়া ॥ ২৪ ॥ পুণ্যাষাঢ়ামথাষ্টম্যাং বেদোক্ত-বিধিনা স্বয়ং। তুষ্টেন শম্ভুনা দত্তবরপ্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া ॥ ২৫ ॥ অন্যেহব্রুবংশ্চন্দ্রমসা ধ্রুবমারাধিতো হরিঃ। ব্রতেনেহ হ্যখণ্ডেন তেনাখণ্ডঃ শশী দিবি ॥ ২৬ ॥ অন্যেহব্রুবন শশাঙ্কেন ধ্রুবং রক্ষা কৃতাত্মনঃ। পদদ্বয়ং সমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ২৭ ॥ তেনাসৌ দীপ্তিমাংশ্চন্দ্রঃ পরিভূয় দিবাকরং। অস্মাকমানন্দকরো দিবা তপতি সূর্য্যবৎ ॥ ২৮ ॥ লক্ষ্যতে কারণৈরন্যৈর্ব্বহুভিঃ সতামেব হি। শশাঙ্কনির্জ্জিতঃ সূর্য্যো ন বিভাতি যথা পুরা ॥ ২৯ ॥ যথা পদ্মাকরাঃ রক্তা রণদ্‌ভৃঙ্গগণাকুলাঃ। বিকচাঃ প্রতিভাসন্তে জাতঃ সূর্য্যোদয়ো ধ্রুবং ॥ ৩০ ॥ যথা চাস্তে বিভাস্যন্তে বিকচাঃ কুমুদাকরাঃ।

তপশ্চরণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥ তপশ্চরণ দ্বারা ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করাতে, তিনি চন্দ্রকে জয় করিয়া, আর কোন মতেই অস্তমিত হইতেছেন না ॥ ১৭ ॥ হে মহামুনে! যাগশীল ব্যক্তিগণ যাগশালাসমূহে ঋত্বিগ্‌গণ সমভিব্যাহারে রাত্রিতেও যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ মহাভাগবত পুরুষগণ দিবস ও রাত্রি সকল সময়েই ভক্তিসহকারে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করিতে লাগিলেন। অন্যান্যেরা ব্রহ্মা ও মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৯ ॥ কামী পুরুষেরা মনে করিতে লাগিল, চন্দ্রমা সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যেহেতু, এই রজনীকে নিত্য জ্যোৎস্নাময়ী ও তজ্জন্য সকল লোকের মনোহারিণী করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ অন্যান্যেরা বলিতে লাগিল, আমরা অকপটে পবিত্র কুসুম দ্বারা নভস্যাদি চতুর্ম্মাসে লক্ষ্মীর সহিত মহাযোগী জগদ্‌গুরু জনার্দ্দনের আরাধনা করিয়াছিলাম। অশূন্যশয়না দ্বিতীয়া সর্ব্ববিধ অভিলাষ পূরণ করে। সেইজন্য ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হইয়া, এইরূপ পরমার্থিত শয়ন প্রদান করিয়াছেন। কেননা, সর্ব্বপ্রকার মহাভোগে ইহা সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ; কোনকালেই তাহার বিরাম হইতেছে না ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ অন্যান্যেরা বলিতে লাগিল, দেবী রোহিণী চন্দ্রমার ক্ষয়দশা দর্শন করিয়া, নিশ্চয়ই রুদ্রের আরাধনাকামনায় দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ তিনি পরমপবিত্র অষাঢ় অষ্টমীতিথিতে বেদোক্ত বিধানে ঐরূপ উপাসনা করাতে, ভগবান ভব প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে যদৃচ্ছাক্রমে বরদান করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ অন্যান্যেরা বলিতে লাগিল, চন্দ্রমা নিশ্চয়ই অখণ্ডিত ব্রতচর্য্যা সহকারে ভগবান হরির আরাধনা করিয়াছেন। সেইজন্য আকাশে অখণ্ডিত হইয়া উদিত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥ অন্যান্যেরা বলিতে লাগিল, শশাঙ্ক অমিততেজা বিষ্ণুর চরণদ্বয় পূজা করিয়া, নিশ্চয়ই এইরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ সেইজন্যই তিনি দীপ্তিমান হইয়া, সূর্য্যকে পরাভব ও আমাদের আনন্দ সম্পাদন পূর্ব্বক দিবসে সূর্য্যের ন্যায়, তাপ প্রদান করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ অন্যান্য বহুবিধ রমণীয় কারণেও এই ঘটনায় সত্যতা লক্ষিত হইতেছে। সূর্য্য শশাঙ্ককর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আর বিভাত হইতেছেন না। নিশ্চয়ই সূর্য্যোদয় হইয়াছে। সেইজন্য, পদ্মাকর সকল বিকসিত ও প্রতিভাত হইতেছে, এবং ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতে করিতে তাহাদিগকে আকীর্ণ করিয়াছে ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ এদিকে, কুমুদাকরনিকরও বিকসিত ও বিভাত হইতেছে। ইহাতেই জানা

অস্তো দিবাকরস্তে চন্দ্র উদিতশ্চ প্রতাপবান্ ॥ ৩১ ॥ এবং সুভাষতাং তত্র সূর্য্যো বাক্যানি বাদিনাম্। অসক্তঃ কিমেতদ্ধি লোকো বক্তি শুভাশুভং ॥ ৩২ ॥ এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ সূর্য্যো ধ্যানং সমাশ্রিতঃ। আসমন্তাজ্জগদ্গ্রস্তং ত্রৈলোক্যং রজনীচরৈঃ ॥ ৩৩ ॥ ততস্তু ভগবান্ জ্ঞাত্বা তেজসোঽপ্যসহিষ্ণুতাং। নিশাচরস্য বৃদ্ধিঞ্চ তামচিন্তয়ত যোগবিৎ ॥ ৩৪ ॥ ততো জ্ঞাত্বা চ তান্ সর্ব্বান্ সদাচাররতান্ শুচীন্। দেবব্রাহ্মণপূজাসু সংসক্তান্ ধর্ম্মসংযুতান্ ॥ ৩৫ ॥ ততস্তু রক্ষঃক্ষয়কৃত্তিমিরদ্বিপকেশরী। মহাংশুনখরঃ সূর্য্যস্তদ্বিঘাতমচিন্তয়ৎ ॥ ৩৬ ॥ জ্ঞাতবাংশ্চ ততশ্ছিদ্রং রাক্ষসানান্দিবস্পতিঃ। স্বধর্ম্মবিচ্যুতির্নাম সর্ব্বধর্ম্মবিঘাতকৃৎ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন ভানুনা রিপুভেদিনা। ভ্রষ্টং রাক্ষসপুরং তন্নষ্টঞ্চ যথেচ্ছয়া ॥ ৩৮ ॥ স ভানুনা তদা দৃষ্টঃ ক্রোধাধ্মাতেন চক্ষুষা। নিপপাতাম্বরাদ্ ভ্রষ্টঃ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥ এতদেতৎ সমালোক্য পুরং শালকটঙ্কটঃ। নমো হরায় শর্ব্বায় ইত্যুচ্চৈরুদীরয়ৎ ॥ ৪০ ॥ তদাক্রন্দিতমাকর্ণ্য চারণা গগনেচরাঃ। হাহেতি চুক্রুশুঃ সর্ব্বে হরভক্তঃ পতত্যসৌ ॥ ৪১ ॥ তচ্চারণবচঃ শর্ব্বঃ শ্রুতবান্ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ। শ্রুত্বা সঞ্চিন্তয়ামাস কেনাসৌ পাত্যতে ভুবি ॥ ৪২ ॥ জ্ঞাতবান্ দেবপতিনা সহস্রকিরণেন তৎ। পাতিতং রাক্ষসপুরং ততঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৪৩ ॥ ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ শম্ভুর্ভানুমন্তমপশ্যত। দৃষ্টমাত্রস্ত্রিনেত্রেণ নিপপাত ততোঽম্বরাৎ ॥ ৪৪ ॥ গগনাৎ স পরিভ্রষ্টঃ পথি বায়ুনিষেবিতে। যদৃচ্ছয়া নিপতিতো যন্ত্রমুক্তো যথোপলঃ ॥ ৪৫ ॥ ততো বায়ুপথান্মুক্তঃ কিংশুকোজ্জ্বলবিগ্রহঃ। নিপপাতান্তরিক্ষাৎ স বৃতঃ

যাইতেছে, চন্দ্র সপ্রতাপে সমুদিত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ নারদ। তাহারা পরস্পর এইরূপ সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলে, দিবাকর তাহাদের বচনপরম্পরা কর্ণগোচর করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, লোক সকল কিকারণে এবংবিধ শুভাশুভ সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ প্রভাকর এইপ্রকার চিন্তার অনুসরণপ্রসঙ্গে ধ্যানপরায়ণ হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জ্ঞানগোচর হইল, সমুদায় জগৎ আসমন্তাৎ নিশাকরগণে আক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর যোগবিৎ ভগবান্ ভাস্কর নিশাচরের সেই দুর্ব্বিষহ তেজ ও বৃদ্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ চিন্তাবলে জানিতে পারিলেন, সমুদায় রাক্ষসই সদাচাররত, শৌচবিশিষ্ট, দেবব্রাহ্মণপূজায় সংসক্ত ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছে ॥৩৫॥ তখন তিমিররূপ মাতঙ্গের কেশরী, মহাংশুরূপ-নখরবিশিষ্ট দিবাকর রাক্ষসগণের ক্ষয়সাধনে সমুদ্যত হইয়া, তাহাদের বিঘাত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর সকল ধর্ম্মের বিঘাতকারী স্বধর্ম্মবিচ্যুতিকেই রাক্ষসগণের ছিদ্র অবগত হইয়া ॥ ৩৭ ॥ সেই রিপুভেদকারী ভানুমান্ ক্রোধে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। তৎপ্রযুক্ত রাক্ষসগণের সেই পুর ভ্রষ্ট ও যথেচ্ছ বিনষ্ট হইল ॥৩৮॥ অনন্তর ভানুমান্ ক্রোধাধ্মাত লোচনে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সুকেশিও ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায়, অম্বরভ্রষ্ট ও নিপতিত হইল ॥ ৩৯ ॥ ঐ সময়ে সেই সুকেশি তদবস্থ নগরী দর্শন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হর ও শর্ব্বকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥ গগনবিহারী চারণগণ সেই আক্রন্দিত শ্রবণ করিয়া, এই বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, মহাদেবের ভক্ত নিপতিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বগামী অবিনাশী শম্ভু চারণগণের বচন আকর্ণন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন ব্যক্তি সুকেশিকে ভূমিতলে নিপাতিত করিতেছে ॥ ৪২ ॥ অনন্তর যখন জানিতে পারিলেন, দেবপতি সহস্রকিরণ সূর্য্য রাক্ষসপুর পাতিত করিয়াছেন, তখন ত্রিলোচন জাতক্রোধ হইলেন ॥৪৩॥ জাতক্রোধ হইয়া, ভগবান্ শম্ভু ভাস্করের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। দৃষ্টি সঞ্চালন করিবামাত্র, ভাস্কর আকাশ হইতে নিপতিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তিনি গগন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, বায়ুনিষেবিত পথিমধ্যে যন্ত্রমুক্ত উপলের ন্যায়, যদৃচ্ছাক্রমে পতিত ॥ ৪৫ ॥ ঐ সেই বায়ুপথ হইতে মুক্ত হইয়া, কিংশুকের ন্যায় উজ্জ্বল কলেবরে, অন্তরীক্ষ হইতে [illegible] আশ্রয় করিলেন।

কিন্নরচারণৈঃ ॥ ৪৬ ॥ অংশুভির্বেষ্টিতো ভানুঃ প্রতিভাত্যম্বরাৎ পতন্। অর্দ্ধং পক্বং যথা তালাৎ ফলং কপিভিরাবৃতং ॥ ৪৭ ॥ নিপতস্ব হরিক্ষেত্রে যদি শ্রেয়োঽভিবাঞ্ছসি। ততোঽব্রবীৎ পতন্নেব বিবস্বাংস্তাংস্তপোধনান্ ॥ ৪৮ ॥ কিং তৎ ক্ষেত্রং হরেঃ পুণ্যং বদধ্বং শীঘ্রমেব মে। তমূচুর্ম্মুনয়ঃ সূর্য্যং শৃণু ক্ষেত্রং মহাফলং ॥ ৪৯ ॥ সাংপ্রতং বাসুদেবস্য ভাবিতং শঙ্করস্য চ। যোগশায়িনমারভ্য যাবৎ কেশবদর্শনং। এতৎ ক্ষেত্রং হরেঃ পুণ্যং নাম্না বারাণসী পুরী ॥ ৫০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ভানুর্ভবনেত্রাভিতাপিতঃ। বরণায়াস্তথৈবাস্যাস্ত্বন্তরে নিপপাত হ ॥ ৫১ ॥ ততঃ প্রদহ্যতি ভানৌ নিমজ্জ্যাস্যাং লুলন্রবিঃ। বরণায়াং সমভ্যেত্য নিমজ্জতি যথেচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥ ভূয়োঽসীং বরণাং ভূয়ো ভূয়োঽপি বরণামসীম্। লুলংস্ত্রিনেত্রবহ্ন্যার্ত্তো ভ্রমতেঽলাতচক্রবৎ ॥ ৫৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ ঋষয়ো যক্ষরাক্ষসাঃ। নাগা বিদ্যাধরাশ্চাপি পক্ষিণোঽপ্সরসস্তথা ॥ ৫৪ ॥ যাবন্তো ভাস্কররথে ভূতপ্রেতাদয়ঃ স্থিতাঃ। তাবন্তো ব্রহ্মসদনং গতা বেদয়িতুং মুনে ॥ ৫৫ ॥ ততো ব্রহ্মা সুরপতিঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং সমভ্যয়াৎ। রম্যং মহেশ্বরাবাসং মন্দরং রবিকারণাৎ ॥ ৫৬ ॥ গত্বা দৃষ্ট্বা চ দেবেশং শঙ্করং শূলপাণিনং। প্রসাদ্য ভাস্করার্থায় বারাণস্যামুপানয়ৎ ॥ ৫৭ ॥ ততো দিবাকরং ভূয়ঃ পাণিনাদায় শঙ্করঃ। কৃত্বা নামাস্য লোলেতি রথমারোপয়ৎ পুনঃ ॥৫৮॥ আরোপিতে দিনকরে ব্রহ্মাভ্যেত্য সুকেশিনং। সবান্ধবং সনগরং পুনরারোপয়দ্দিবি ॥ ৫৯ ॥ সমারোপ্য সুকেশিঞ্চ পরিষ্বজ্য চ শঙ্করঃ। প্রণম্য কেশবং দেবং বৈরাজং স্বগৃহং গতঃ ॥ ৬০ ॥ এবং পুরা

কিন্নর ও চারণগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া রহিল ॥ ৪৬ ॥ তদবস্থায় অম্বর হইতে পতনসময়ে অংশুবেষ্টিত ভানুমান্ পরম প্রতিভা বিস্তার করিলেন। বোধ হইল, অর্দ্ধপক্ব তালফল যেন বানরগণে বেষ্টিত হইয়া, তালবৃক্ষ হইতে পতিত হইতেছে ॥৪৭॥

তৎকালে তপস্বিগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদি শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, হরিক্ষেত্রে নিপতিত হও। বিবস্বান্ পতনসময়ে সেই সকল ঋষিকে কহিলেন ॥৪৮॥ সেই পরমপবিত্র হরিক্ষেত্র কিংস্বরূপ, শীঘ্র আমারে বলুন। ঋষিগণ কহিলেন, সূর্য্য! মহাফল-জনক হরিক্ষেত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৪৯ ॥ ঐ হরিক্ষেত্র মহাদেবের পরম পূজিত ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। তথায় যোগশায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া, কেশবের পর্য্যন্ত দর্শন হইয়া থাকে। হরির এই পবিত্র ক্ষেত্রের নাম বারাণসী পুরী ॥ ৫০ ॥ ভবনেত্রাভিতাপিত ভগবান্ ভানুমান্ এই কথা শ্রবণ করিয়া, বরণা ও অসি এই উভয় নদীর অন্তরালে পতিত হইলেন ॥ ৫১ ॥ ভানুমান্ নিতান্ত দহ্যমান হইতেছিলেন। তজ্জন্য তাহাকে নিমগ্ন হইয়া, লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তিনি একবার বরণায় সমভ্যেত হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে নিমগ্ন হন; পুনরায় অসীতে ও পুনরায় বরণাতে এবং পুনরায় বরণা হইতে অসীতে ও অসী হইতে বরণাতে গমন করিয়া লুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। ত্রিনেত্রের নেত্রানলে একান্ত অভিভূত হওয়াতে, অলাতচক্রের ন্যায়, ঐরূপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২।৫৩ ॥ ব্রহ্মন্! এই অন্তরে ঋষিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, নাগগণ, বিদ্যা-ধরগণ, পক্ষিগণ, অপ্সরোগণ ॥ ৫৪ ॥ ও সূর্য্যের রথস্থিত যাবতীয় ভূতপ্রেতাদিগণ এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার মানসে ব্রহ্মসদনে গমন করিল ॥ ৫৫ ॥ তখন সুরপতি ব্রহ্মা সুরগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, সূর্য্যের জন্য মহেশ্বরের রমণীয় আবাসস্থান মন্দরপর্ব্বতে অভ্যাগত হইলেন ॥৫৬॥ তথায় গমন ও দেবদেব শূলপাণি শঙ্করকে সন্দর্শন করিয়া, প্রসন্ন করত, ভাস্করের নিমিত্ত বারাণসীতে উপস্থাপিত করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন শূলপাণি পাণি দ্বারা দিবাকরকে পুনরায় গ্রহণ ও তাঁহার লোল, এই নামকরণপূর্ব্বক, রথে আরোপিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥ দিনকর রথে আরো-পিত হইলে, ব্রহ্মা সুকেশির সমীপস্থ হইয়া, তাঁহারে বান্ধব ও নগরের সহিত আকাশে অধিষ্ঠাপিত করিলেন। এইরূপে সুকেশিকে সমারোপণ ও আলিঙ্গন করিয়া, ভগবান্ শঙ্কর বৈরাজরূপী কেশ

নারদ তাণ্ডবেন পুরং সুকেশেস্তু বি সন্নিপাতিতং। দিবাকরো ভূমিতলে ভবেন ক্ষিপ্তস্তু দৃষ্ট্বা-নলসংপ্রদগ্ধঃ ॥ ৬১ ॥ আরোপিতো ভূমিতলাদ্ভবেন ভূয়োপি ভাস্বঃ প্রতিভাসনায়। স্বয়ং-ভুবা চাপি নিশাচরেন্দ্রস্ত্বারোপিতঃ খে সপুরঃ সবন্ধুঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সুকেশিচরিতে লোলার্কজননং নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ। যানেতান্ ভগবানাহ কামিভিঃ শশিনং প্রতি। আরাধনায় দেবাভ্যাং হরীশাভ্যাং বদস্ব তান্ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্ব কামিভিঃ প্রোক্তান্ ব্রতান্ পুণ্যান্ কলিপ্রিয়। আরাধনায় শর্ব্বস্য কেশবস্য চ ধীমতঃ ॥ ২ ॥ যদাষাঢ়ীং রবিঃ প্রাপ্য ব্রজতে চোত্তরায়ণং। তদা স্বপিতি দেবেশো ভোগিভোগে শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৩ ॥ প্রতিসুপ্তে বিভৌ তস্মিন্ দেবা গন্ধর্ব্বগুহ্যকাঃ। দেবানাং মাতরশ্চাপি প্রসুপ্তাশ্চাপ্যনুক্রমাৎ ॥ ৪ ॥

নারদ উবাচ। কথয়স্ব সুরাদীনাং শয়নে বিধিমুত্তমং। সর্ব্বানমুক্রমেণৈব পুরস্কৃত্য জনার্দ্দনং॥৫॥

পুলস্ত্য উবাচ। মিথুনাভিমুখে সূর্য্যে শুক্লপক্ষে তপোধন। একাদশ্যাং জগৎস্বামী শয়নং পরিকল্পতে ॥ ৬ ॥ শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবং। কৃত্বা পবিত্রকং চৈব সম্যক সংপূজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৭ ॥ অনুজ্ঞাং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ। লব্ধ্বা পীতাম্বরধরঃ স্বস্থো নিদ্রাং সমানয়ন্ ॥ ৮ ॥ ত্রয়োদশ্যাং ততঃ কামঃ স্বপতে শয়নে শুভে। কদম্বানাং সুগন্ধানাং

কেশবকে প্রণাম করত, স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৪৯।৬০ ॥ হে নারদ! পূর্ব্বে প্রভাকর উক্ত প্রকারে সুকেশির নগরীকে পৃথিবীতে সন্নিপাতিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ শম্ভু তদ্দর্শনে তাঁহারে নেত্রানলে দগ্ধ করিয়া, ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত ॥ ৬১ ॥ এবং পুনর্বার তথা হইতে আলোকদান নিমিত্ত তাঁহারে অম্বরপ্রদেশে আরোপিত করেন। ব্রহ্মাও নিশাচরেন্দ্র সুকেশিকে পুর ও বান্ধবগণের সহিত আকাশে অবস্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সুকেশিচরিতে লোলার্কজননামক পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি যে বলিলেন, কামিগণ ভগবান্ কেশব ও মহাদেবের আরাধনার্থ শশির নিকট বিবিধ ব্রত কীর্ত্তন করিয়াছিল, তৎসমস্ত বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কলিপ্রিয়! কামিগণ মহাদেবের ও বাসুদেবের উপাসনার্থ যে সকল পরমপবিত্র ব্রত কীর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ ভাস্কর আষাঢ়ীতে সংক্রমণপূর্ব্বক উত্তরায়ণ গমন করিলে, দেবদেব বাসুদেব ভোগিভোগে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ তিনি প্রতিসুপ্ত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ এবং দেবগণের মাতৃগণ, সকলে অনুক্রমে প্রসুপ্ত হন ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, জনার্দ্দনপ্রমুখ সুরাদির শয়নবিধি অনুক্রমে যথাযথ কীর্ত্তন করুন ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে তপোধন! সূর্য্য শুক্লপক্ষে মিথুনাভিমুখ হইলে, জগৎস্বামী জনার্দ্দন একাদশীতে শয়ন পরিকল্পনা করেন ॥ ৬ ॥ তৎকালে, অনন্তের ফণাফণ পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ ও কেশবের সম্যক্রূপে পূজা করিয়া, পবিত্রকবিধানানন্তর যথাবিধানে দ্বিজগণের অর্চনা করিবে ॥ ৭ ॥ দ্বাদশীতে প্রযত ও শুচি হইয়া, ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, পীতাম্বরপরিধানপূর্ব্বক স্বস্থচিত্তে নিদ্রা যাইবে ॥ ৮ ॥ অনন্তর কাম ত্রয়োদশীতিথিতে সুগন্ধি কদম্বকুসুমে পরিকল্পিত শয়নে

স্বস্তৃতৈঃ পরিকল্পিতে ॥ ৯ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং ততো যক্ষাঃ স্বপন্তি সুখশীতলে। সৌবর্ণপঙ্কজকৃতে সুখাস্তীর্ণোপধানকে ॥ ১০ ॥ পৌর্ণমাস্যামুমানাথঃ স্বপতে চর্ম্মসংস্তরে। বৈয়াঘ্রে চ জটাভারং সমুদ্গ্রথ্যান্যচর্ম্মণা ॥ ১১ ॥ ততো দিবাকরো রাশিং সংপ্রযাতি চ কর্কটম্। ততোঽমরাণাং রজনী ভবতে দক্ষিণায়নম্ ॥১২॥ ব্রহ্মা তথা প্রতিপদি নীলোৎপলময়েঽনঘ। তল্পে স্বপিতি লোকানাং দর্শয়ন্ মার্গমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মা দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং গিরেঃ সুতা। বিনায়কশ্চতুর্থ্যাং তু পঞ্চম্যামপি ধর্ম্মরাট্ ॥ ১৪ ॥ ষষ্ঠ্যাং স্কন্দঃ প্রস্বপিতি সপ্তম্যাং ভগবান্ রবিঃ। কাত্যায়নী তথাষ্টম্যাং নবম্যাং কমলালয়া ॥ ১৫ ॥ দশম্যাং ভুজগেন্দ্রাশ্চ স্বপন্তে বায়ুভোজনাঃ। একাদশ্যাং তু কৃষ্ণায়াং সাধ্যাং ব্রহ্মন্ স্বপন্তি চ ॥ ১৬ ॥ এষ ক্রমস্তে গদিতো নভাদৌ স্বপতাং মুনে। স্বপৎসু তত্র দেবেষু প্রাবৃট্‌কালঃ সমাযযৌ ॥ ১৭ ॥ বকাঃ সমং বলাকাভিরারোহন্তি নগোত্তমান্। বায়সাশ্চাপি কুর্ব্বন্তি নীড়ানি ঋষিপুঙ্গব ॥ ১৮ ॥ বায়সাশ্চ স্বপন্ত্যেষমৃতৌ গর্ভভরালসাঃ। যস্যাং তিথৌ প্রস্বপিতি বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥ ১৯ ॥ দ্বিতীয়া সা শুভা পুণ্যা সুপুণ্যা শয়নোদিতা। তস্যাস্তিথাবর্চ্চয়িত্বা শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্ভুজং ॥ ২০ ॥ পর্য্যঙ্কস্থং সমং লক্ষ্ম্যা গন্ধপুষ্পাদিভির্মুনে। ততো দেবায় শয্যায়াং ফলানি প্রক্ষিপেৎ সুধীঃ ॥ সুরভীণি নিবেদ্যেত্থং বিজ্ঞাপ্যো মধুসূদনঃ ॥ ২১ ॥ যথা হি লক্ষ্ম্যা ন বিযুজ্যসে ত্বং ত্রিবিক্রমানন্ত জগন্নিবাস। তথা ত্বশূন্যং শয়নং সদৈব অস্মাকমেবেহ তব প্রসাদাৎ ॥ ২২ ॥ যথা ত্বশূন্যং তব দেবতল্পং সমং হি লক্ষ্ম্যা বরদ সুরেশ। সত্যেন তেনামিতবীর্য্য বিষ্ণো গার্হস্থ্যনাশো ন মমাস্তু দেব ॥২৩॥

শয্যায় শয়ন করে ॥ ৯ ॥ যক্ষগণ চতুর্দ্দশীতে সৌবর্ণপদ্মবিনির্ম্মিত, সুখাস্তীর্ণ উপধানবিশিষ্ট, সুখশীতল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ পৌর্ণমাসীতে উমাপতি মহেশ্বর অন্য চর্ম্ম দ্বারা জটাভার গ্রথিত করিয়া, ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত সংস্তর আশ্রয় করত শয়ন করেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর দিবাকর কর্কটরাশিতে সংপ্রয়াণ করিলে, অমরগণের রাত্রিস্বরূপ দক্ষিণায়ন প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ১২ ॥ হে অনঘ ব্রহ্মা প্রতিপৎতিথিতে লোক সকলকে উৎকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করত, নীলোৎপলময় শয্যায় শয়ন করেন ॥ ১৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মা দ্বিতীয়াতে ও গিরিনন্দিনী তৃতীয়াতিথিতে এবং বিনায়ক চতুর্থীতে ও ধর্ম্মরাজ পঞ্চমীতে ॥ ১৪ ॥ স্কন্দ ষষ্ঠীতে ও ভগবান্ ভানুমান্ সপ্তমীতে শয়ন করিয়া থাকেন। কাত্যায়নী অষ্টমীতে, কমলালয়া নবমীতে ॥ ১৫ ॥ এবং বায়ুভোজী ভুজগেন্দ্রেরা দশমীতে শয়ন করে। হে ব্রহ্মন্! সাধ্যগণ কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ হে মুনে! নভাদিতে উক্তরূপ ক্রমানুসারে তত্তৎ দেবতা যেরূপে শয়ন করেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। তাহারা শয়ন করিলে, প্রাবৃট সময় সমুপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥ তখন বলাকা সহিত বক সকল নগোত্তমসমূহে আরোহণ ও বায়স সকলও কুলায় নির্ম্মাণ করে ॥ ১৮ ॥ তাহারা এই ঋতুতে গর্ভভারে অলসভাবাপন্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা যে তিথিতে শয়ন করেন ॥ ১৯ ॥ তাহার নাম দ্বিতীয়া। ঐ তিথি অতিমাত্রপবিত্রভাবাপন্ন, পরম পুণ্যজনক ও নিরতিশয় মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর সহিত পর্য্যঙ্কে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৎসাঙ্ক চতুর্ভুজ নারায়ণকে গন্ধপুষ্পাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে শয্যায় ফল সকল প্রক্ষেপ করিবে। তৎকালে সুরভি ফল সকল নিবেদন করিয়া, মধুসূদনের নিকট এইরূপে পরিজ্ঞাপন করিবে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ হে ত্রিবিক্রম! হে অনন্ত! হে জগন্নিবাস! লক্ষ্মীর সহিত তুমি যেমন কখনই বিয়োজিত হও না, সেইরূপ তোমার প্রসাদে আমাদের এই শয়নও যেন কোনকালে শূন্য না হয় ॥ ২২ ॥ হে দেব! হে সুরেশ! লক্ষ্মীর সহিত তোমার শয়ন যেমন শূন্য হয় না, হে অমিতবীর্য্য! হে বিষ্ণো! সেই সত্যবলে আমাদের গার্হস্থ্য যেন বিনষ্ট

ইত্যুচ্চার্য্য চ দেবেশং প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ। নক্তং ভুঞ্জীত দেবর্ষে তৈলক্ষারবিবর্জ্জিতং ॥ ২৪ ॥ দ্বিতীয়েহ্নি দ্বিজাগ্র্যায় ফলং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। লক্ষ্মীধরঃ প্রীয়তাং মে ইত্যুচ্চার্য্য নিবেদয়েৎ ॥২৫॥ অনেন তু বিধানেন চাতুর্মাস্যং ব্রতঞ্চরেৎ। যাবদ্বৃশ্চিকরাশিস্থঃ প্রতিভাতি দিবাকরঃ ॥ ২৬ ॥ ততো বিবুধ্যন্তি সুরাঃ ক্রমশঃ ক্রমশো মুনে। তুলাস্থে তু হরিঃ পূর্ব্বং কামঃ পশ্চাদ্বিবুধ্যতে ॥ ২৭ ॥ তত্র দানং দ্বিতীয়ায়াং মূর্ত্তির্লক্ষ্মীধরস্য চ। শয্যা চাস্তরণোপেতা যথাবিভবমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥ এষ ব্রতস্য প্রথমঃ প্রোক্তস্তব মহামুনে। যস্মিংশ্চীর্ণে বিয়োগস্তু ন ভবেদিহ কস্য চিৎ ॥ ২৯ ॥ নভস্যে মাসি চ তথা যা সা কৃষ্ণাষ্টমী শুভা। যুক্তা মৃগশিরেণৈব সা তু কালাষ্টমী স্মৃতা ॥ ৩০ ॥ তস্যাং সর্ব্বেষু লিঙ্গেষু তিথৌ স্বপিতি শঙ্করঃ। বসতে সন্নিধানে তু তত্র পূজাক্ষয়া স্মৃতা ॥ ৩১ ॥ তত্র স্নায়ীত বৈ বিদ্বান্ গোমূত্রেণ জলেন চ। স্নাতঃ সংপূজয়েৎ পুষ্পৈর্ধুস্তূরস্য ত্রিলোচনং ॥ ৩২ ॥ ধূপং কেশরনির্য্যাসং নৈবেদ্যং মধুসর্পিষী। প্রীয়তাং মে বিরূপাক্ষস্ত্বিত্যুচ্চার্য্য চ দক্ষিণাং ॥ ৩৩ ॥ বিপ্রায় দদ্যান্নৈবেদ্যং সহিরণ্যং দ্বিজোত্তম। তদ্বদাশ্বযুজে মাসি উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ নবম্যাং গোময়স্নানং কুর্য্যাৎ পূজাস্তু পঙ্কজৈঃ। ধূপয়েৎ সর্জ্জনির্য্যাসৈর্নৈবেদ্যং মধুমোদকৈঃ ॥ ৩৫॥ কৃত্বোপবাসমষ্টম্যাং নবম্যাং স্নানমাচরেৎ। প্রীয়তাং মে হিরণ্যাক্ষো দক্ষিণা সতিলা স্মৃতা ॥ ৩৬ ॥ কার্ত্তিকে পয়সা স্নানঙ্করবীরেণ চার্চ্চনং। ধূপং শ্রীবাসনির্য্যাসং নৈবেদ্যং মধুপায়সং ॥ ৩৭ ॥ সনৈবেদ্যঞ্চ রজতং দাতব্যং দামমগ্রজে। প্রীয়তাং ভগবান্ স্থাণুরিতিবাচ্যমনিষ্ঠুরং ॥ ৩৮ ॥ কৃত্বোপবাসমষ্টম্যাং নবম্যাং স্নানমাচরেৎ। মাসি মার্গশিরে স্নানং রুদ্রার্চ্চা দধিজা স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥

না হয ।। ২৩ ।। পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনানিবেদন ও তাঁহারে প্রসন্ন করিযা, রাত্রিতে তৈল ও ক্ষার বর্জ্জিত ভোজন করিবে।। ২৪ ।। দ্বিতীয দিবসে সাধু ব্রাহ্মণকে ফল প্রদান করিবে। তৎকালে, শ্রীধর প্রীত হউন, বলিয়া, ফল নিবেদন করিতে হইবে ।। ২৫ ।। সূর্য্য যাবৎ বৃশ্চিক-রাশিতে অবস্থিতি করিয়া, প্রতিভাত না হন, তাবৎ উক্ত বিধানে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করিবে।। ২৬ ।। হে মুনে! অনন্তর উল্লিখিত দেবগণ ক্রমশঃ ক্রমশঃ জাগরিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে, রবি তুলাস্থ হইলে, হরি প্রথমে উত্থান করেন; পশ্চাৎ কাম উত্থিত হন ॥ ২৭ ।। ঐ সময়ে দ্বিতীযাতে, আপনার বিভবানুরূপে আস্তরণ সহিত শয্যা ও লক্ষ্মীধরমূর্ত্তি দান করিবে ।।২৮।। হে মহামুনে! এই প্রথম ব্রত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যাহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে কোনরূপে কোন বিষযেরই বিযোগযন্ত্রণা অনুভব করিতে হয না ।। ২৯ ।। নভস্য মাসে মৃগশিরাযুক্ত পবিত্র কৃষ্ণাষ্টমী কালাষ্টমী বলিযা পরিগণিত ।। ৩০ ।। ঐ তিথিতে ভগবান্ ভব সমুদায় লিঙ্গেই শযন এবং সন্নিহিত হইযা, অধিষ্ঠান করেন। ঐ সমযে পূজা করিলে, তাহা অক্ষয় হয় ।। ৩১ ।। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঐ তিথিতে গোমূত্রে ও জলে স্নান করিবে। স্নান করিয়া, ধর্ত্তূর পুষ্পে শঙ্করের পূজায প্রবৃত্ত হইবে ।। ৩২ ।। ধূপ, কেশরনির্য্যাস, নৈবেদ্য, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য দক্ষিণা সহিত, হে বিরূপাক্ষ! প্রীত হও ।।৩৩।। বলিযা, ব্রাহ্মণকে দান করিবে। তাহার সহিত হিরণ্যও দিবে। হে দ্বিজোত্তম! তদ্বৎ, অশ্বযুজমাসে উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ।। ৩৪ ।। নবমীতে গোময় স্নান ও পঙ্কজ দ্বারা পূজা করিবে; সর্জ্জনির্য্যাসের ধূপ দিবে, মধু ও মোদক সহিত নৈবেদ্য অর্পণ করিবে ।। ৩৫ ।। অষ্টমীতে উপবাস করিয়া, নবমীতে স্নান করিতে হইবে। তৎকালে, হে হিরণ্যাক্ষ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, বলিয়া, সতিল দক্ষিণা দিবে ।। ৩৬ ।। কার্ত্তিক মাসে পয়ঃস্নান করিয়া, করবীর কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা, শ্রীবাসনির্য্যাস ধূপ ও মধুপায়সসহিত নৈবেদ্য প্রদান করিবে ।। ৩৭ ।। অনন্তর ভগবান্ স্থাণু আমার প্রতি প্রীতিমান্ হউন, এই প্রকার অনিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নৈবেদ্য সহিত রজত ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে।। ৩৮ ।। অষ্টমীতে উপবাস করিয়া, নবমীতে স্নান করিবে। মার্গশীর্ষমাসে

ধূপং শ্রীবৃক্ষনির্য্যাসং নৈবেদ্যং মধুনৌদনং। সন্নিবেদ্যাব্রক্তশালির্দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥
নমোস্ত প্রীয়তাং শর্ব্ব ইতি বাচ্যঞ্চ পণ্ডিতৈঃ। পৌষে স্নানঞ্চ হবিষা পূজা স্যাত্তগরৈঃ শুভৈঃ ॥৪১॥
ধূপো মধুকনির্য্যাসো নৈবেদ্যং মধুসক্তুকৈঃ। সমুদ্রা দক্ষিণা প্রোক্তা প্রীণনায় জগদ্গুরোঃ ॥ ৪২ ॥
বাচ্যং নমস্তে দেবেশ ত্র্যম্বকেতি প্রকীর্ত্তয়েৎ। মাঘে কুশোদকস্নানং কুমুদেন শিবার্চ্চনং ॥ ৪৩ ॥
ধূপঃ কদম্বনির্য্যাসো নৈবেদ্যং সতিলোদনং। পত্রোভকম্ব নৈবেদ্যং সকম্বং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
প্রীয়তাং মে মহাদেব উমাপতিরিতীরয়েৎ। এবমেবমনুদ্দিষ্টং ষড়্ভির্মাসৈস্তু পারণং। পারণান্তে
ত্রিনেত্রস্য স্নাপনং কারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥ গোরোচনাযুক্তগুরুণৈব দেবং সমালভ্য চ পূজ-
য়েত। প্রীয়স্ব দীনোস্মি ভবন্তমীশং মচ্ছোকনাশং প্রকুরুষ যোগ্যং ॥ ৪৬ ॥ ততস্তু ফাল্গুনে মাসি
কৃষ্ণাষ্টম্যাং যতব্রতৈঃ। উপবাসং সমুদ্দিষ্টং কর্ত্তব্যং দ্বিজসত্তম ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়েহ্নি ততঃ স্নানং
পঞ্চগব্যেন কারয়েৎ। পূজয়েৎ কুন্দকুসুমৈর্ধূপয়েচ্চন্দনেন চ ॥ ৪৮ ॥ নৈবেদ্যং সঘৃতং দদ্যাত্তা-
ম্রপাত্রে গুড়োদনং। দক্ষিণাঞ্চ দ্বিজাতিভ্যো নৈবেদ্যে সহিতাং মুনে ॥ ৪৯ ॥ বাসোযুগং প্রীণ-
য়েচ্চ রুদ্রমুচ্চার্য্য নামতঃ। চৈত্রে চৌডুম্বরজলৈঃ স্নানং মন্দারকার্চ্চনং। ৫০ ॥ গুগ্গুলং মহি-
ষাখ্যঞ্চ ঘৃতাক্তং ধূপয়েদ্বুধঃ। সমোদকং তথা সর্পিঃ প্রীণনং বিনিবেদয়েৎ ॥ ৫১ ॥ দক্ষিণা চ
সনৈবেদ্যা মৃগাজিনমুদাহৃতং। নাগেশ্বর নমস্তেস্ত ইদমুচ্চার্য্য নারদ ॥ ৫২ ॥ প্রীণনং দেবনাথায়
কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। বৈশাখে স্নানমুদিতং সুগন্ধিকুসুমাম্ভসা ॥ ৫৩ ॥ পূজনং শঙ্করস্যোক্তঞ্চ চূত-
মঞ্জরিভির্ব্বিভোঃ। ধূপঃ সর্জ্জস্য নির্য্যাসো নৈবেদ্যং সফলং ঘৃতং ॥ ৫৪ ॥ নামজপ্যমপীশস্য

স্নান করিলে, মহাদেবের অর্চ্চনা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ শ্রীবৃক্ষ-নির্য্যাস ধূপ, নৈবেদ্য, মধু ও ওদন এবং দক্ষিণাস্বরূপ রক্তশালি সন্নিবেদন করিয়া ॥ ৪০ ॥ পণ্ডিত-গণ দ্বারা, ভগবান্ স্থাণু প্রীত হউন, এইরূপ নির্ব্বাচিত করিবে। পৌষমাসে হবিঃস্নান করিয়া, বিশুদ্ধ তগর কুসুমে পূজা করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥ মধুকনির্য্যাস ধূপ, নৈবেদ্য, মধুসক্তু ও জগদ্গুরুর প্রীণনার্থ মুদ্রাসহিত দক্ষিণা প্রদান ॥৪২ ॥ এবং হে দেবেশ! হে ত্রিলোচন, তোমারে নমস্কার, এইরূপ নির্ব্বাচন করিবে। মাঘমাসে কুশোদকে স্নান ও কুমুদকুসুমে শিবের অর্চ্চনা ॥ ৪৩ ॥ এবং কদম্বনির্য্যাস ধূপ, তিলোদন সহিত নৈবেদ্য প্রদান করিবা ॥ ৪৪ ॥ উমা-পতি মহাদেব প্রীত হউন, এইরূপ বলিতে হইবে। এইরূপ ছয মাসের পারণ সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে পারণান্তে যথাক্রমে ত্রিনেত্রের স্নানক্রিয়া সমাহিত করিবে ॥ ৪৫ ॥ গোরোচনার সহিত অগুরু দ্বারা মহাদেবের সমালভনপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে। তৎকালে এইরূপ বলিবে, আমি দীন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এবং আমার শোক বিনাশ করুন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে যতব্রতগণের আদিষ্টবিধানে উপবাস করিবে ॥ ৪৭ ॥ হে দ্বিজসত্তম! দ্বিতীয় দিবসে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া, কুন্দকুসুম দ্বারা পূজা এবং চন্দনের ধূপ ॥ ৪৮ ॥ সঘৃত নৈবেদ্য ও তাম্রপাত্রে গুড়োদন প্রদান করিতে হইবে। হে মুনে! দ্বিজাতিদিগকে নৈবেদ্য সহিত দক্ষিণা ॥ ৪৯ ॥ ও বাসযুগ্ম প্রদান করিবে। এবং রুদ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া, তদীয় প্রীতিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। চৈত্রমাসে উডুম্বরজলে স্নান করাইয়া, মন্দারকুসুমে অর্চ্চনা ॥ ৫০ ॥ মহিষনামক গুগ্গুল ঘৃতাক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা ধূপকার্য্য সমাধান, এবং প্রীণনস্বরূপ সমোদক সর্পি প্রদান করিবে ॥ ৫১ ॥ মৃগাজিন নৈবেদ্যসহিত দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেশ্বর! তোমারে নমস্কার, এইরূপ উচ্চারণপূর্ব্বক ॥ ৫২ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে দেবনাথের প্রীতি সমুৎপাদন করিবে। বৈশাখমাসে সুগন্ধিকুসুমসলিলে স্নান করাইতে হইবে ॥ ৫৩ ॥ চূতমঞ্জরী দ্বারা সেই বিভু মহাদেবের পূজা করিবে। সর্জ্জনির্য্যাসের ধূপ, ঘৃত ও ফল সহিত নৈবেদ্য করিবে ॥ ৫৪ ॥

শায়েতি বিপশ্চিতা। জলকুম্ভান্ সনৈবেদ্যান্ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ স বস্ত্রাংশ্চৈব সান্নাদ্যাংস্তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণৈঃ। জ্যৈষ্ঠে স্নানঞ্চামলকৈঃ পূজার্ককুসুমৈস্তথা ॥ ৫৬ ॥ পূজয়েরুদ্রনেত্রঞ্চ বৃষাকং তু শিবাকরং। সক্তূংশ্চ সঘৃতান্ দেবে দধ্যাক্তান্ বিনিবেদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ উপানদ্‌যুগলং ছত্রং দানং দদ্যাচ্চ ভক্তিমান্। নমস্তে ভগনেত্রঘ্ন পূষ্ণো দশননাশন ॥ ৫৮ ॥ ইদমুচ্চারয়েত্তুষ্ট্যৈ শ্রীপতার্জগৎপতেঃ। আষাঢ়ে স্নানমুদিতং শ্রীফলৈরর্চ্চনং তথা ॥ ৫৯ ॥ ধত্তূরকুসুমৈঃ শুক্লৈর্ধূপয়েৎ সল্লিকে তথা। নৈবেদ্যং সঘৃতপূপাঃ দক্ষিণা সঘৃতা যবাঃ ॥ ৬০ ॥ নমস্তে দক্ষযজ্ঞঘ্ন ইদমুচ্চৈরুদীরয়েৎ।* শ্রাবণে ভৃঙ্গরাজেন স্নানং কৃত্বার্চ্চয়েদ্ধরং ॥ ৬১ ॥ শ্রীবৃক্ষপত্রৈঃ সফলৈর্ধূপং দদ্যাত্তথাগুরুং। নৈবেদ্যং সঘৃতং দদ্যাদ্দধিপূর্ব্বাংশ্চ মোদকান্ ॥ ৬২ ॥ দধ্যোদনং সকৃশরং স যবানাঃ সশষ্কুলীঃ। দক্ষিণাং শ্বেতবৃষভং ধেনুঞ্চ কপিলাং শুভাং ॥ ৬৩ ॥ কনকং রক্তবসনং প্রদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় হি। গঙ্গাধরেতি জপ্তব্যং নাম শম্ভোশ্চ পণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৪ ॥ অমীভিঃ ষড়্ভিরপরৈর্মাসৈঃ পারণমুত্তমং। এবং সংবৎসরং পূর্ণং সংপূজ্য বৃষভধ্বজং ॥ ৬৫ ॥ অক্ষয়াংস্তভতে লোকান্ মহেশ্বরবচো যথা। ইদমুক্তং ব্রতং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরং শুভং। স্বয়ং রুদ্রেণ দেবর্ষে তত্তথা ন তদন্যথা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অশূন্যশয়নদ্বিতীয়াকালাষ্টমীব্রতবর্ণনং নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। মাসি চাশ্বযুজি ব্রহ্মন্ যদা পদ্মং প্রজাপতেঃ। নাভ্যা নির্য্যাতি হি তদা দেবোদ্যানান্যথাভবন্ ॥ ১ ॥ কন্দর্পস্য করাগ্রে তু কদম্বশ্চারুদর্শনঃ। তেন তস্য পরা প্রীতিঃ

শায়ে বলিয়া, তদীয় নাম জপ, ব্রাহ্মণকে নৈবেদ্যসহিত জলকুম্ভ সকল দান ॥ ৫৫ ॥ এবং তৎপরায়ণ ও তচ্চিত্ত হইয়া, বস্ত্র ও অন্নাদিও প্রদান করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসে আমলক দ্বারা স্নান করাইয়া, অর্কপুষ্পে পূজা ॥ ৫৬ ॥ ঘৃত ও দধিমিশ্রিত সক্তু নিবেদন ॥ ৫৭ ॥ এবং ভক্তিমান্ হইয়া উপানদ্‌যুগল, ও ছত্র দান করিবে ॥ ৫৭ ॥ তৎকালে জগৎপতির পরিতোষণ জন্য এইরূপ বলিতে হইবে, হে ভগনেত্রঘ্ন! হে পূষাদন্তবিনাশন! তোমারে নমস্কার। আষাঢ়মাসে শ্রীফল দ্বারা স্নান করাইয়া শুক্লবর্ণ ধত্তূরকুসুমে অর্চ্চনা এবং ঘৃত ও ধূপসহ নৈবেদ্য ও ঘৃতসহিত যব দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিবে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ তৎকালে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিবে, হে দক্ষযজ্ঞঘ্ন! তোমারে নমস্কার। শ্রাবণে ভৃঙ্গরাজ দ্বারা স্নান করাইয়া ফলসহিত শ্রীবৃক্ষপত্রে হরের পূজা ও অগুরুধূপ প্রদান, সঘৃত নৈবেদ্য ও দধিপূর্ব্ব মোদক নিবেদন করিবে ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ এবং দধ্যোদন, কৃশর, যাবধান ও শষ্কুলী প্রদানপূর্ব্বক শ্বেতবৃষ ও পবিত্র কপিলাধেনু দক্ষিণা দিবে ॥ ৬৩ ॥ এবং ব্রাহ্মণকে কনক ও রক্তবসন দান করিয়া শম্ভুর গঙ্গাধর নাম জপ করিবে ॥ ৬৪ ॥ উক্তবিধ ছয় মাসে বিহিত বিধানে পারণ করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ণ সংবৎসর বৃষভধ্বজের পূজাবিধি যথাবিধি সম্পাদন করিলে ॥ ৬৫ ॥ স্বয়ং মহেশ্বরের বচনানুসারে অক্ষয়লোক সকল লাভ হয়। হে দেবর্ষে! স্বয়ং রুদ্র উক্তবিধ সর্ব্বপাপহর শুভব্রত কীর্ত্তন করিয়াছেন; সুতরাং, ইহার অনুষ্ঠান করিলে, অন্যরূপ ফললাভে কোনরূপ ব্যভিচার লক্ষিত হয় না ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কালাষ্টমীবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! আশ্বিনমাসে যে সময়ে প্রজাপতির নাভি হইতে পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়, তৎকালে দেবোদ্যান সকল প্রসূত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ কন্দর্পের করাগ্রে চারুদর্শন কদম্বের

কদম্বেন বিবর্দ্ধতে ॥ ২ ॥ যক্ষাণামধিপস্যাপি মণিভদ্রস্য নারদ। বটবৃক্ষঃ সমভবত্তস্মিংস্তস্য রতিঃ সদা ॥ ৩ ॥ মহেশ্বরস্য হৃদয়ে ধুস্তুরবিটপঃ শুভঃ। স জাতঃ স চ শর্ব্বস্য রতিকৃত্তস্য নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণো মধ্যতো দেহাজ্জাতো মরকতপ্রভঃ। খদিরঃ কণ্টকী শ্রেয়ানভবদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ৫ ॥ গিরিজায়াঃ করতলে কুন্দগুল্মস্তথাভবৎ। গণাধিপস্য কুম্ভস্থো রাজতে সিন্ধুবারকঃ ॥ ৬ ॥ যমস্য দক্ষিণে পার্শ্বে পালাশো দক্ষিণোত্তরে। কৃষ্ণোডুম্বরকো রৌদ্রো জাতঃ ক্ষোভকরোঽব্যয়ঃ ॥ ৭ ॥ স্কন্দস্য বন্ধুজীবশ্চ রবেরশ্বথ এবচ। কাত্যায়ন্যাঃ শমী জাতা বিল্বো লক্ষ্ম্যাঃ করেঽভবৎ ॥ ৮ ॥ নাগানাং প্রভুতো ব্রহ্মঞ্ শরস্তম্বো ব্যজায়ত। বাসুকের্বিস্তৃতে পুচ্ছে পৃষ্ঠে দূর্ব্বা সিতাসিতা ॥ ৯ ॥ সাধ্যানাং হৃদয়ে জাতো বৃক্ষো হরিতচন্দনঃ। এবং জাতেষু সর্ব্বেষু তেন তত্র রতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥ তত্র রম্যে শুভে কালে যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ। তস্যাং সংপূজয়েদ্বিষ্ণুং তেনাখণ্ডোঽস্য মূর্জ্জতে ॥ ১১ ॥ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্ব্বাপি গন্ধবর্ণরসান্বিতৈঃ। ওষধীভিশ্চ মুখ্যাভির্যাবৎ স্যাচ্ছরদাগমঃ ॥ ১২ ॥ ঘৃতং তিলা ব্রীহিযবা হিরণ্যং কনকাদি যৎ। মণিমুক্তাপ্রবালানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১৩ ॥ রসানি স্বাদুকট্বম্লকষায়লবণানি চ। তিক্তানি চ নিবেদ্যানি তান্যখণ্ডানি যানি চ ॥ ১৪ ॥ তৎপূজার্থং প্রদাতব্যং কেশবায় মহাত্মনে। যাবৎ সংবৎসরং পূর্ণমখণ্ডং ভবতে গৃহে ॥ ১৫ ॥ কৃতোপবাসো দেবর্ষে দ্বিতীয়েঽহনি সংযতঃ। স্নানেন যেন স্নায়ীত তেনাখণ্ডং হি বৎসরং ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধার্থকৈস্তিলৈর্ব্বাপি তেনৈবোদ্বর্ত্তনং স্মৃতং। হবিষা পদ্মনাভস্য স্নানমেবং সমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥ হোমস্তেনৈব গদিতো দানে শক্তির্নিজা দ্বিজ। পূজয়েদ্বাথ কুসুমৈঃ পাদাদারভ্য কেশবং ॥ ১৮ ॥ ধূপয়েদ্বি-

---

আবির্ভাব হয়। সেইজন্যই সেই কদম্ব দ্বারা তাহার পরম প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ নারদ! যক্ষগণের অধিপতি মণিভদ্রেরও করাগ্রে বটবৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হয়। সেইজন্য তাহাতে তাহার নিত্য আসক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ মহেশ্বরের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ধুস্তুর পাদপ সমুদ্ভূত হয়। সেইজন্য উহাতে তাঁহার নিত্য অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মার মধ্যদেহ হইতে মরকতপ্রভ খদির ও বিশ্বকর্ম্মার শরীরমধ্য হইতে সুন্দরকণ্টকী তরু প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৫ ॥ গিরিনন্দিনীর করতলে কুন্দগুল্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। গণপতির কুম্ভদেশে সিন্ধুবারক বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৬ ॥ যমের দক্ষিণপার্শ্বে পালাশ ও দক্ষিণোত্তর পার্শ্বে সকলের ক্ষোভকর ও ভয়ঙ্কর অবিনাশী কৃষ্ণ উডুম্বর প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৭ ॥ স্কন্দের করদেশে বন্ধুজীব, রবির হস্তে অশ্বত্থ, কাত্যায়নীর করে শমী ও লক্ষ্মীর হস্তে বিল্ববৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মন্! নাগগণের প্রভু হইতে শরস্তম্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বাসুকির বিস্তৃত পৃষ্ঠ ও পুচ্ছদেশে সিত ও অসিত দূর্ব্বা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯ ॥ সাধ্যগণের হৃদয়ে হরিত চন্দন সমুৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে তত্তৎ দ্রব্য সকল উদ্ভূত হওয়াতে, তত্তৎ দেবতার রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ সেই রমণীয় শুভকালে শুক্ল একাদশী অবতরণ করিলে, তাহাতে বিষ্ণুর বিহিতবিধানে পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি অখণ্ড ও উর্জ্জিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥ যাবৎ শরদাগম গন্ধ, বর্ণ ও রসসম্পন্ন পত্র, পুষ্প ও ফল, প্রধান প্রধান ওষধি ॥ ১২ ॥ ঘৃত, তিল, ব্রীহি, যব, হিরণ্য ও কনকাদি মণি, মুক্তা, প্রবাল, বিবিধ বস্ত্র ॥ ১৩ ॥ স্বাদু কটু অম্ল কষায় লবণ ও তিক্ত রস ইত্যাদি নিবেদ্য যাবতীয় বস্তু অখণ্ডিত করিয়া ॥ ১৪ ॥ তৎপূজার্থ সেই মহাত্মা কেশবের উদ্দেশে প্রদান করিবে। এইরূপে যাবৎ সংবৎসর অখণ্ডভাবে পূর্ণ হইলে ॥ ১৫ ॥ হে দেবর্ষে! উপবাস করিয়া, দ্বিতীয় দিনে সংযত হইয়া, যেরূপ স্নানীয় দ্বারা স্নান করিবে, তাহাতেই বৎসর অখণ্ড হইবে ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধার্থ বা তিল দ্বারা স্নান ও তাহারই উদ্বর্ত্তন করিবে। হবিঃ দ্বারা হরিকে এইরূপে স্নান করাইতে হইবে ॥ ১৭ ॥ হে দ্বিজ! হবিঃ দ্বারাই হোম করিবে। নিজশক্তি অনুসারেই দান বিহিত হইয়াছে। পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, কেশবকে কুসুম দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১৮ ॥

বিধং ধূপং যেন সাম্বৎসরং পরং। হিরণ্যরত্নবাসোভিঃ পূজয়েচ্চ জগদ্গুরুং ॥ ১৯ ॥ রাগখাণ্ডব-চোষ্যাণি হবিষ্যাণি নিবেদয়েৎ। ততঃ সংপূজ্য দেবেশং পদ্মনাভং জগদ্গুরুং ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞাপয়েন্মুনিশ্রেষ্ঠ মন্ত্রেণানেন সুব্রত। নমোঽস্তু তে পদ্মনাভ পদ্মাধব মহাদ্যুতে ॥ ২১ ॥ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষা মে হ্যখণ্ডাঃ সন্তু কেশব। বিকাসিপদ্মপত্রাক্ষ যথাখণ্ডোঽসি সর্ব্বতঃ ॥ ২২ ॥ তেন সত্যেন ধর্ম্মাদ্যাস্ত্বখণ্ডাঃ সন্তু কেশব। এবং সংবৎসরং পূর্ণং সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥ অখণ্ডং পারয়েদ্‌ব্রহ্মন্ তং ব্রতং সর্ব্ববস্তুষু। অস্মিংশ্চীর্ণে হি ব্যক্তস্থ পরিতুষ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ২৪ ॥ ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদ্যাস্ত্বক্ষয়াঃ সম্ভবন্তি হি। এতানি তে ময়োক্তানি ব্রতান্যুক্তানি কামিভিঃ ॥ ২৫ ॥ প্রবক্ষ্যাম্যধুনা শ্রেষ্ঠবৈষ্ণবং পঞ্জরং শুভং। নমো নমস্তে দেবেশ চক্রং গৃহ্য সুদর্শনং ॥ ২৬ ॥ প্রাচ্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ। গদাং কৌমুদকীং গৃহ্য পদ্মনাভামিতদ্যুতে ॥ ২৭ ॥ যাম্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ। পদ্মমাদায় সগদং নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ২৮ ॥ প্রতীচ্যাং রক্ষ মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ। মুসলং শাতনং গৃহ্য পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং ॥ ২৯ ॥ উত্তরস্যাং জগন্নাথ ভবন্তং শরণং গতঃ। শার্ঙ্গমাদায় চ ধনুরস্ত্রং নারায়ণং হরে ॥ ৩০ ॥ নমস্তে রক্ষ রক্ষোঘ্ন ঈশান্যাং শরণং গতঃ। পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খমনুবোধ্য চ পঙ্কজং ॥ ৩১ ॥ প্রগৃহ্য রক্ষ মাং বিষ্ণো আগ্নেয্যাং যজ্ঞসূকর। বর্ম্ম সূর্য্যশতং গৃহ্য খড়্গং চর্ম্মণমং তথা ॥ ৩২ ॥ নৈর্ঋত্যাং মাং চ রক্ষস্ব দিব্যমূর্ত্তে নৃকেসরিন্। বৈজয়ন্তীং প্রগৃহ্য ত্বং শ্রীবৎসং কণ্ঠভূষণং ॥ ৩৩ ॥ বায়ব্যাং রক্ষ মাং

বিবিধ ধূপে ধূপিত করিয়া, হিরণ্য, রত্ন ও বস্ত্র প্রদানসহকারে জগদ্গুরু জনার্দ্দনের পূজা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ রাগ খাণ্ডব চোষ্য ও হবিষ্য নিবেদন করিবে। অনন্তর জগদ্গুরু দেবেশ পদ্মনাভের পূজা করিয়া ॥ ২০ ॥ হে সুব্রত! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বিজ্ঞাপন করিবে, হে পদ্মনাভ! হে পদ্মাধব! হে মহাদ্যুতে! তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ হে কেশব! হে বিকসিতপদ্মপলাশলোচন! তুমি সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডস্বরূপ ॥ ২২ ॥ সেই সত্যবলে, হে কেশব! আমার ধর্ম্মাদিও অখণ্ড হউক। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ॥ ২৩ ॥ সকল বস্তুতে সেই ব্রত অখণ্ডরূপে পারিত করিবে। ইহার অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত দেবতাই অকপটে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদিও অক্ষয় হয়। কামিগণের কথিত এই সকল ব্রত তোমার নিকট কহিলাম ॥ ২৫ ॥

অধুনা পরমপবিত্র বৈষ্ণবপঞ্জর কীর্ত্তন করিব। হে দেবেশ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিয়া ॥ ২৬ ॥ আমাকে প্রাচী দিকে রক্ষা কর। হে বিষ্ণো! আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে পদ্মনাভ! হে অমিতদ্যুতে! কৌমুদকী গদা গ্রহণ করিয়া ॥ ২৭ ॥ যাম্য দিকে আমাকে রক্ষা কর। হে বিষ্ণো! আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! তোমারে নমস্কার। গদার সহিত পদ্ম গ্রহণ করিয়া ॥ ২৮ ॥ প্রতীচী দিকে আমাকে রক্ষা কর। হে বিষ্ণো! আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! সুশাণিত মুষল গ্রহণ করিয়া ॥ ২৯ ॥ উত্তর দিকে রক্ষা কর। হে জগন্নাথ! আমি তোমার শরণাগত। হে হরে! শার্ঙ্গধনু ও নারায়ণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ॥ ৩০ ॥ ঈশান দিকে আমারে রক্ষা কর। হে রক্ষোঘ্ন! তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার শরণাগত। পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ ও পদ্ম অনুবোধিত ॥ ৩১ ॥ ও গ্রহণ করিয়া, হে বিষ্ণো! হে যজ্ঞসূকর! আগ্নেয়ী দিকে আমারে রক্ষা কর। সূর্য্যশতসমপ্রভ বর্ম্ম ও চর্ম্মসমেত খড়্গ গ্রহণ করিয়া ॥ ৩২ ॥ হে দিব্যমূর্ত্তে! হে নৃকেশরিন্! আমারে নৈর্ঋতদিকে রক্ষা কর। বৈজয়ন্তী ও কণ্ঠভূষণ শ্রীবৎস গ্রহণ করিয়া ॥ ৩৩ ॥ বায়বী দিকে আমারে রক্ষা কর। হে অশরীর! হে দেব!

মেঢ্রে অশ্বশীর্ষ নমোঽস্তু তে। বৈনতেয়ং সমারুহ্য অন্তরিক্ষে জনার্দ্দন ॥ ৩৪ ॥ মাং ত্বং রক্ষাজিত সদা নমস্তে ত্বপরাজিত। বিশালাক্ষং সমারুহ্য রক্ষ মাং ত্বং রসাতলে ॥ ৩৫ ॥ অকূপার নমস্তুভ্যং মহামীন নমোঽস্তু তে। করশীর্ষাঙ্ঘ্রিপর্ব্বেষু তথাষ্টবাহুপঞ্জরং ॥ ৩৬ ॥ কৃত্বা রক্ষস্ব মাং দেব নমস্তে পুরুষোত্তম। এতদুক্তং ভগবতা বৈষ্ণবং পঞ্জরং মহৎ ॥ ৩৭ ॥ পুরা রক্ষার্থমীশেন কাত্যায়ন্যৈ দ্বিজোত্তম। নাশয়ামাস সা যত্র দানবং মহিষাসুরং। নমরং রক্তবীজঞ্চ তথান্যান্ সুরকণ্টকান্ ॥ ৩৮ ॥

নারদ উবাচ। কশ্চাসৌ মহিষো নাম রক্তবীজাদয়শ্চ কে। কাসৌ কাত্যায়নী নাম যা জন্মে মহিষাসুরং ॥ ৩৯ ॥ নমরং রক্তবীজঞ্চ তথান্যান সুরকণ্টকান্। কশ্চাসৌ মহিষো নাম কাস্মে জাতশ্চ কস্য সঃ ॥ ৪০ ॥ কশ্চাসৌ রক্তবীজাখ্যো নমরঃ কস্য চ সুতঃ। এতদ্বিস্তরতস্তাত যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং সংপ্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশনীং। সর্ব্বদা বরদা দুর্গা যেয়ং কাত্যায়নী মুনে ॥ ৪২ ॥ পুরাসুরবরৌ রৌদ্রৌ জগৎক্ষোভকরাবুভৌ। রম্ভশ্চৈব করম্ভশ্চ দ্বাবাস্তাং সুমহাবলৌ ॥ ৪৩ ॥ তাবপুত্রৌ চ দেবর্ষে পুত্রার্থং তেপতুস্তপঃ। বহুন্বর্ষগণান্দৈত্যৌ স্থিতৌ পঞ্চনদে জলে ॥ ৪৪ ॥ তত্রৈকো জলমধ্যস্থো দ্বিতীয়োঽপ্যগ্নিপঞ্চমং। করম্ভশ্চৈব রম্ভশ্চ যক্ষং মালবটং প্রতি ॥ ৪৫ ॥ একং নিমগ্নং সলিলে গ্রাহরূপেণ বাসবঃ। চরণাভ্যাং সমাদায় নিজঘান যথেচ্ছয়া ॥ ৪৬ ॥ ততো ভ্রাতরি নষ্টে চ রম্ভঃ কোপপরিপ্লুতঃ। বহ্নৌ স্বশীর্ষং সংছিদ্য হোতুমৈচ্ছন্মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ প্রগৃহ্য কেশেষু খড্গঞ্চ রবিসপ্রভং। ছেত্তুকামো নিজং শীর্ষং

তোমারে নমস্কার। হে জনার্দ্দন। অন্তরীক্ষে গরুড়ের উপরি আরোহণ করিয়া ॥ ৩৪ ॥ আমারে সর্ব্বদা রক্ষা কর। হে অজিত। হে অপরাজিত। তোমারে নমস্কার। বিশালাক্ষে আরোহণ করিয়া আমারে রসাতলে রক্ষা কর ॥ ৩৫ ॥ হে অকূপার! তোমারে নমস্কার। হে মহামীন! তোমারে নমস্কার। অষ্ট-বাহু-পঞ্জর বিধান করিয়া কর, শীর্ষ ও পদ সমুদায়ে আমারে রক্ষা কর। হে দেব। হে পুরুষোত্তম! তোমারে নমস্কার। স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব পূর্ব্বে রক্ষণার্থ কাত্যায়নীকে এই মহাবৈষ্ণবপঞ্জর বলিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তাহাতে সেই কাত্যায়নী মহিষাসুরকে বিনাশ এবং নমর, রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরকণ্টক সকলেরও সংহার করেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

নারদ কহিলেন, সেই মহিষাসুর কে? নমর ও রক্তবীজাদি সেই অসুর সকলই বা কে? যিনি মহিষাসুরকে বধ করেন, এবং নমর, রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরকণ্টকের সংহার করেন, সেই কাত্যায়নীই বা কে? সেই মহিষাসুর কোথায় ছিল, কাহারই বা ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ সেই রক্তবীজই কে? ও কাহার আত্মজ? এই সমস্ত বিস্তারক্রমে যথাবৎ বর্ণন করুন ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শ্রবণ করুন, আমি এই পাপপ্রণাশিনী কথা কীর্ত্তন করিব। যিনি কাত্যায়নী, তিনিই সর্ব্বদা ও বরদা দুর্গা ॥ ৪২ ॥ পূর্ব্বকালে রম্ভ ও করম্ভনামে দুই দৈত্য ছিল। তাহারা উভয়েই অতিমাত্র মহাবল, উভয়েই জগৎক্ষোভকর এবং উভয়েই রৌদ্রপ্রকৃতি ॥ ৪৩ ॥ হে দেবর্ষে! তাহাদের মধ্যে কাহারই পুত্র হয় নাই। এইজন্য উভয়েই পঞ্চনদসলিলে অবগাহন করিয়া, পুত্রার্থ বহুবর্ষগণ তপশ্চরণ করিল ॥ ৪৪ ॥ তন্মধ্যে একজন জলে থাকিয়া এবং আর এক জন পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থ হইয়া, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। উভয়েই মালবট যক্ষের প্রতি চিত্ত সমাধান করিল ॥ ৪৫ ॥ দেবরাজ গ্রাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সলিলে নিমগ্ন এক জনের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক যথেচ্ছ নিপাতিত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ ভ্রাতা বিনষ্ট হইলে, মহাবল রম্ভ কোপে পরিপ্লুত হইয়া, স্বকীয় শির ছেদন করিয়া, অগ্নিতে আহুতি দানার্থ উদ্যত হইল ॥ ৪৭ ॥ এবং

বহ্নিনা প্রতিষেধিতঃ ॥ ৪৮ ॥ উক্তশ্চ মা দৈত্যবর নাশয়াত্মানমাত্মনা। দুস্তরা পরবধ্যাপি স্ববধ্যা-ত্যতিদুস্তরা ॥ ৪৯ ॥ যচ্চ প্রার্থয়সে বীর তদ্দদামি যথেপ্সিতং। মা ম্রিয়স্ব মৃতস্যেহ নষ্টা ভবতি বৈ কথা ॥ ৫০ ॥ ততোঽব্রবীদ্বচো রম্ভো বরশ্চেন্মে দদাসি হি। ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্রঃ স্যান্মে ত্বত্তেজসাধিকঃ ॥ ৫১ ॥ অজেয়ো দৈবতৈঃ সর্বৈঃ যুধি দৈত্যৈশ্চ পাবক। মহাবলো বায়ুরিব কামরূপো কৃতাস্ত্রবিৎ ॥ ৫২ ॥ তং প্রোবাচ কবির্ব্রহ্মন্ বাঢমেবং ভবিষ্যতি। যস্যাঞ্চিত্তং সমালম্বা করিষ্যতি ততস্তনয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ ইত্যেবমুক্তো দেবেন বহ্নিনা দানবো যযৌ দ্রষ্টুং মালবটং যক্ষং যক্ষৈশ্চ পরিবারিতং ॥ ৫৪ ॥ তেষাং পদ্মনিধিস্তত্র বসতে নান্যচেতনঃ। গজাশ্চ মহিষাশ্চাশ্বা গাবোঽজাবি-পরিপ্লুতাঃ ॥ ৫৫ ॥ তান্ দৃষ্ট্বৈব তদা চক্রে ভাবং দানবপার্থিবঃ। মহিষ্যাং ভাবযুক্তায়াং ত্রিহা-য়ণ্যাং তপোধন ॥ ৫৬ ॥ সা সমাগাচ্চ দৈত্যেন্দ্রং কাময়ন্তী তরস্বিনী। স চাপি গমনং চক্রে ভবি-তব্যপ্রণোদিতঃ ॥ ৫৭ ॥ তস্যাং সমভবদ্গর্ভস্তাং প্রগৃহ্যাথ দানবঃ। পাতালং প্রবিবেশাথ ততঃ স্বভবনং গতঃ ॥ ৫৮ ॥ দৃষ্টশ্চ দানবৈঃ সর্বৈঃ পরিত্যক্তশ্চ বন্ধুভিঃ। অকার্য্যকারী ইত্যেবং ভূয়ো মালবটং গতঃ ॥ ৫৯ ॥ সাপি তেনৈব পতিনা মহিষী চারুদর্শনা। সমং জগাম তৎপুণ্যং যক্ষমণ্ডলমুত্তমং ॥ ৬০ ॥ ততস্তু বসতস্তস্য শ্যামা সাধু বনে মুনে। অজীজনৎ সুতং শুভ্রং মহিষং কামরূপিণং ॥ ৬১ ॥ ঋতামৃতুমতীং জাতাং মহিষাহন্যো দদর্শ তাং। সা চাভ্যগাদ্দৈত্যবরং রক্ষন্তী শীলমাত্মনঃ ॥ ৬২ ॥ তমুন্নামিতনাসঞ্চ মহিষং বীক্ষ্য দানবঃ। খড়্গং নিষ্কৃষ্য তরসা মহিষস্তমুপা-

---

সূর্য্যসমপ্রভ খড়্গ গ্রহণ করিয়া, নিজমস্তকচ্ছেদনে অভিলাষী হইলে, অগ্নি প্রতিষেধ করিয়া ॥৪৮॥ বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনাকে বধ করিও না। অপরে হত্যা করিলে, তাহা যেমন দুস্তর হয়, আত্মহত্যা তাহা অপেক্ষাও অধিক দুস্তর হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ হে বীর! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি তোমায় সেই প্রার্থনানুরূপই প্রদান করিব। অতএব মরিও না। মরিলে, তাহার কথাপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

তখন রম্ভ কহিল, যদি আমারে বরদান করিবেন, তাহা হইলে, আমার যেন আপনার অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৫১ ॥ হে পাবক! সমুদায় দেবগণ ও দৈত্যগণও যেন তাহারে জয় করিতে না পারে। ঐ পুত্র যেন মহাবল, বায়ুর ন্যায় কামরূপী ও কৃতাস্ত্রবিৎ হয় ॥ ৫২ ॥

হে ব্রহ্মন্! অগ্নি তাহারে কহিলেন, আচ্ছা; তাহাই হইবে। যে স্ত্রীতে তুমি চিত্ত সমালম্বন করিবে, সেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

দেব বহ্নি এইরূপ কহিলে, রম্ভ যক্ষগণে পরিবেষ্টিত মালবট যক্ষকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিল ॥ ৫৪ ॥ তথায় তাহাদের পদ্মনিধি অনন্য চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। তদ্ব্যতীত, গজ, মহিষ, অশ্ব, গো, অজ ও মেষ এই সকলও তথায় রহিয়াছে ॥ ৫৫ ॥ দানবরাজ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে ভাবযুক্তা ত্রিহায়ণী মহিষীতে চিত্ত সমালম্বন করিল ॥ ৫৬ ॥ তখন সেই মহিষী তরস্বিনী ও কামপরায়ণা হইয়া, দৈত্যেন্দ্রের সমীপে গমন করিল। দৈত্যপতিও ভবিতব্যপ্রণোদিত হইয়া, তাহাতে সঙ্গত হইল ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর মহিষীর গর্ভ হইলে, রম্ভ তাহারে গ্রহণ করিয়া, পাতালে প্রবেশ ও স্বভবনে গমন করিল ॥ ৫৮ ॥ এবং বান্ধবগণ কুকার্য্যকারী বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, পুনরায় মালবট যক্ষের সমীপে সমাগত হইল ॥ ৫৯ ॥ সেই চারুদর্শনা মহিষীও পতির সহিত পরমপবিত্র ও উৎকর্ষশালী উল্লিখিত যক্ষমণ্ডলে গমন করিল ॥ ৬০ ॥ অনন্তর দৈত্য বনমধ্যে বাস করিলে, মহিষী তথায় কামরূপী শুভ্রবর্ণ মহিষপুত্র প্রসব করিল ॥ ৬১ ॥ সেই মহিষী ঋতুমতী অবস্থায় অন্য মহিষের দর্শনবিষয়ে পতিতা হইলে, আত্মশীলরক্ষার্থ দানবের সকাশে সমাগত হইল ॥ ৬২ ॥ রম্ভ সেই উন্নমিত নাসা

দ্রবৎ ॥ ৬৩ ॥ তেনাপি দৈত্যস্তীক্ষ্ণাভ্যাং শৃঙ্গাভ্যাং হৃদি তাড়িতঃ। নির্ভিন্নহৃদয়ো ভূমৌ পপাত চ মমার চ ॥ ৬৪ ॥ মৃতে ভর্ত্তরি সা শ্যামা যক্ষাণাং শরণং গতা। রক্ষিতা গুহ্যকৈঃ সার্দ্ধং নিবার্য মহিষং ততঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো নিবারিতো যক্ষৈর্হয়ারির্মদনাতুরঃ। নিপপাত সরো দিব্যং ততো দৈত্যোহভবন্মৃতঃ ॥ ৬৬ ॥ নমরো নাম বিখ্যাতো মহাবলপরাক্রমঃ। যক্ষানাশ্রিত্য তস্থৌ সা কালজমরতী বনে ॥ ৬৭ ॥ স চ দৈত্যেশ্বরো যক্ষৈর্মালবটপুরঃসরৈঃ। চিতামারোপিতঃ সা চ শ্যামা তমারুহৎ পতিং ॥ ৬৮॥ ততোহগ্নিমধ্যাদুত্তস্থৌ পুরুষো রৌদ্রদর্শনঃ। ব্যদ্রাবয়ৎ স তান্ যক্ষান্ খড়্গপাণির্ভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৯ ॥ ততো হতাস্তু মহিষাঃ সর্ব্ব এব মহাত্মনা। বিনা সংরক্ষিতারং হি মহিষং রম্ভনন্দনং ॥ ৭০ ॥ স নামঃ স্মৃতো দৈত্যো রক্তবীজো মহামুনে। যোহজয়ৎ সর্ব্বতো দেবান্ সেন্দ্ররুদ্রার্কমারুতান ॥ ৭১ ॥ এবংপ্রভাবো দনুপুঙ্গবোহসৌ তেজোধিকস্তত্র বভৌ হয়ারিঃ। রাজ্যেঽভিষিক্তশ্চ মহাসুরেন্দ্রৈর্বিনির্জ্জিতৈঃ শম্বরতারকাদ্যৈঃ ॥ ৭২ ॥ অশক্নুবদ্ভিঃ সহিতৈশ্চ দেবৈঃ সলোকপালৈঃ সহুতাশভাস্করৈঃ। স্থানানি মুক্তানি শশীন্দ্রভাস্করৈস্তমশ্চ দূরে প্রতিযোজিতঞ্চ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

— —

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তু দেবা মহিষেণ নির্জ্জিতাঃ স্থানানি সন্ত্যজ্য সবাহনা বুধাঃ। জগ্মুঃ পুরস্কৃত্য পিতামহং তে দ্রষ্টুং গদাচক্রধরং শ্রিয়ঃ পতিং ॥ ১ ॥ গত্বাত্বপশ্যংশ্চ মিথঃ সুরোত্তমৌ

সম্পন্ন মহিষকে দর্শন করিয়া, খড়্গনিষ্কর্ষণপূর্ব্বক সবেগে তাহার সম্মুখে গমন করিল ॥ ৬৩ ॥ তখন মহিষ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা তদীয় হৃদয় আহত করিল। তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইলে দৈত্য ভূমিতে পড়িল, আর মরিয়া গেল ॥ ৬৪ ॥ স্বামীর মৃত্যু হইলে, সেই মহিষী যক্ষগণের শরণাগত হইল। গুহ্যকেরা ঐ মহিষকে নিবারিত করিয়া, তাহাকে রক্ষা করিল ॥ ৬৫ ॥ যক্ষগণ নিবারণ করিলে, সেই মহিষ মদনাতুর হইয়া, দিব্য সরোবরে নিপতিত হইল। তাহাতে নমর-নামে বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে সেই মহিষী যক্ষগণের আশ্রয়ে থাকিয়া, অরণ্যমধ্যে কালযাপন করিতে লাগিল ॥ ৬৬॥৬৭ ॥ অনন্তর মালবটপ্রমুখ যক্ষগণ রম্ভকে চিতায় আরোপিত করিলে, সেই মহিষীও স্বামীর সহমৃতা হইল ॥ ৬৮ ॥ তখন অগ্নিমধ্য হইতে ভয়ঙ্কর খড়্গপাণি রৌদ্রদর্শন পুরুষ উত্থিত হইয়া, যক্ষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥ সেই মহাত্মা সমুদায় মহিষকেই বিনাশ করিল। কেবল রম্ভনন্দন মহিষকে সংহার করিল না ॥ ৭০ ॥ হে মহামুনে। তাহার নাম রক্তবীজ বলিয়া বিখ্যাত। এই রক্তবীজ সমুদায় দেবগণ এবং ইন্দ্র, রুদ্র, সূর্য্য ও মরুদ্গণ সকলকেই জয় করিয়াছিল ॥ ৭১ ॥ এবংবিধ-প্রভাববিশিষ্ট দনুপুঙ্গব মহিষ সমধিকতেজঃসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। এবং শম্বর ও তারকাদ্য মহাসুরেন্দ্রদিগকে পরাজয় করিলে, তাহারা তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ৭২ ॥ তাহারা লোকপালসহিত দেবগণ এবং ভাস্কর ও হুতাশনের সহিত মিলিত হইয়াও, তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। তজ্জন্য, শশী, ইন্দ্র ও ভাস্কর স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেন। অন্ধকারও দূরে প্রতিযোজিত হইল ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরোৎপত্তি নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর অমরগণ মহিষকর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়া, স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া, বাহন ও আয়ুধ সহিত, পিতামহকে পুরস্কৃত করত, গদাচক্রধর শ্রীপতির দর্শনার্থ গমন করি-

স্থিতৌ খগেন্দ্রাসনশঙ্করৌ হি । দৃষ্ট্বা প্রণম্যৈব চ সিদ্ধিসাধকৌ স্তবেদয়ং তম্মহিষাসুরচেষ্টিতং ॥ ২ ॥ প্রভো'শ্বিসূর্য্যেন্দ্বনিলাগ্নিবেধসাজলেশশক্রাদিসুরাধিকারান্ । আক্রম্য নাকাত্তু নিরাকৃতা বয়ং কৃতাবনিস্থা মহিষাসুরেণ ॥ ৩ ॥ এতদ্ভবন্তৌ শরণাগতানাং শ্রুত্বা বচো ব্রূত হিতং সুরাণাং । ন চেদ্‌-ব্রজামোদ্য রসাতলং হি সংকাল্যমানা যুধি দানবেন ॥ ৪ ॥ ইত্থং মুরারিঃ সহ শঙ্করেণ শ্রুত্বা বচো বিপ্লুতচেতসাং হি । দৃষ্ট্বাত্র চক্রে সহসৈব কোপং কালাগ্নিকল্পো হরিরব্যয়াত্মা ॥৫॥ ততোঽনুকোপান্মধুসূদনস্য সশঙ্করস্যাপি পিতামহস্য । তথৈব শক্রাদিষু দৈবতেষু মহর্দ্ধি তেজো বদনাদ্বিনিঃসৃতং ॥ ৬ ॥ তচ্চৈকতাং পর্ব্বতকূটসন্নিভং জগাম তেজঃ প্রবরাশ্রমে মুনে । কাত্যায়নস্যাপ্রতিমেন তেজসা মহর্ষিণা তেজ উপাকৃতঞ্চ ॥ ৭ ॥ তেনর্ষিসৃষ্টেন চ তেজসাবৃতং জ্বলৎপ্রকাশার্কসহস্রতুল্যং । তস্মাচ্চ জাতা তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী যোগবিশুদ্ধদেহা ॥ ৮ ॥ মহেশ্বরাদ্বক্ত্রমথো বভূব নেত্রত্রয়ং পাবকতেজসা চ । যাম্যেন কেশা হরিতেজসা চ ভুজাস্তথাষ্টাদশ সংপ্রজজ্ঞিরে ॥ ৯ ॥ সৌম্যেন যুগ্মং স্তনয়োঃ সুসংহিতং মধ্যং তথৈন্দ্রেণ চ তেজসাভবৎ । ঊরূ চ জঙ্ঘে চ নিতম্বসংযুতৌ জাতৌ জলেশস্য তু তেজসা হি ॥ ১০ ॥ পাদৌ চ লোকপ্রপিতামহস্য পদ্মাভিকোশপ্রতিমৌ সম্ভবতুঃ । দিবাকরাণামপি তেজসাঙ্গুলীঃ করাঙ্গুলীর্ব্বাসবতেজসা চ ॥ ১১ ॥ প্রজাপতীনাং দশনাশ্চ তেজসা যাক্ষেণ নাসা শ্রবণৌ চ মারুতাৎ । সাধ্যেন চ ভ্রূযুগলং সুকান্তিমৎ কন্দর্পবাণাসনসন্নিভং বভৌ ॥ ১২ ॥ তচ্চাপি তেজোত্তমমুত্তমং মহন্নাম্না পৃথিব্যামভবৎ

লেন ॥ ১ ॥ গমন করিয়া দেখিলেন, বিষ্ণু ও শঙ্কর উভয়ে পরস্পর আসীন আছেন। সেই সিদ্ধিসাধক সুরোত্তমযুগলকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তাহারা মহিষাসুরের সেই আচেষ্টিত তাঁহাদের গোচরে নিবেদন করিলেন ॥ ২ ॥ কহিলেন, মহিষাসুর অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, বেধা, বরুণ ও ইন্দ্রাদির অধিকার আক্রমণ করিয়া, আমাদের সকলকেই আকাশ হইতে নিরাকৃত ও ধরাতলে ব্যবস্থিত করিয়াছে ॥ ৩ ॥ এই কারণে আমরা আপনাদের শরণাগত হইয়াছি। আমাদের এই নিবেদন আকর্ণন করিয়া, যাহাতে হিত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন। নতুবা, অদ্য যুদ্ধে মহিষাসুরকর্ত্তৃক সংকাল্যমান হইয়া, আমাদিগকে রসাতলে যাইতে হইবে ॥৪॥ অব্যয়াত্মা মুরনিসূদন হরি শঙ্করের সহিত বিহ্বলচিত্ত দেবগণের এবংবিধ বচন শ্রবণ ও তাহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের বশীভূত ও কালাগ্নিসদৃশ হইয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর কোপবশে মধুসূদন, শঙ্কর পিতামহ ও ইন্দ্রাদি অমরগণ সকলেরই বদনমণ্ডল হইতে তেজঃ বিনিঃসৃত হইল ॥ ৬ সেই তেজ একত্র মিলিত ও পর্ব্বতকূটসন্নিভ হইয়া, মহর্ষি কাত্যায়নের প্রবর আশ্রমপদে গমন করিল। তখন মহর্ষি অপ্রতিম তেজঃ আবিষ্কার করিয়া, তদ্দ্বারা সেই তেজকে উপাকৃত করিলেন ॥ ৭ ॥ এইরূপে ঋষির আবিষ্কৃত তেজে আবৃত হওয়াতে ঐ তেজঃ পরমপ্রদীপ্তপ্রভাসম্পন্ন সহস্র সহস্র সূর্য্যের সদৃশ হইয়া উঠিল। তখন তাহা হইতে যোগবিশুদ্ধদেহ তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ মহেশ্বরের মুখ হইতে তাঁহার মুখ কল্পিত হইল, পাবকের তেজ দ্বারা তাঁহার নেত্রত্রয় প্রাদুর্ভূত হইল, যমের তেজে তাঁহার কেশকলাপ সংভাবিত হইল, হরির তেজে তাঁহার অষ্টাদশ ভুজ সমুদ্ভূত হইল ॥ ৯ ॥ সোমের তেজে তাঁহার সুসংহত স্তনযুগ্ম আবির্ভূত হইল, ইন্দ্রের তেজে তাঁহার মধ্যদেশ সমুদ্ভাবিত হইল, বরুণের তেজে তাঁহার পীবর ঊরু, জঙ্ঘা ও নিতম্ব আবিষ্কৃত হইল ॥ ১০ ॥ লোকপ্রপিতামহ ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদ্মকোষপ্রতিম পদযুগল সমুদ্ভূত হইল, দিবাকরের তেজে তাঁহার অঙ্গুলী ও বাসবের তেজে তাঁহার করাঙ্গুলি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১১ ॥ প্রজাপতিগণের তেজে তাঁহার দন্তপংক্তি, যক্ষের তেজে তাঁহার নাসিকা, মারুতের তেজে তাঁহার শ্রবণযুগল সাধ্যগণের তেজে তাঁহার সুকান্তিসম্পন্ন ও কন্দর্পের শরাসনসন্নিভ ভ্রূযুগ্ম আবিষ্কৃত হইল ॥ ১২ ॥ সেই উৎকৃষ্ট

প্রসিদ্ধা। কাত্যায়নীত্যাগ হ্রদা বভৌ সা নাম্না চ তেনৈব জগৎপ্রসিদ্ধা ॥ ১৩ ॥ দদৌ ত্রিশূলং বরদস্ত্রিশূলী চক্রং মুরারির্ব্বরুণশ্চ শঙ্খং। শক্তিং হুতাশঃ শ্বসনশ্চ চাপং তূণং তথাক্ষয্যশরৌ বিবস্বান্ ॥ ১৪ ॥ বজ্রং সুরেন্দ্রঃ সহ ঘণ্টয়া চ যমোঽথ দণ্ডং ধনদো গদাঞ্চ। ব্রহ্মাক্ষমালাং সকমণ্ডলুঞ্চ কালোঽসিমুগ্রং সহ চর্ম্মণা চ ॥১৫॥ হারঞ্চ সোমং সহ চামরেণ মালাং সমুদ্রো হিমবান্ মৃগেন্দ্রং। চূড়ামণিং কুণ্ডলমর্দ্ধচন্দ্রং প্রাদাৎ কুঠারং স্বয়ং শিল্পকর্ত্তা ॥ ১৬ ॥ গন্ধর্ব্বরাজো রজতানুলিপ্তং পানস্য পূর্ণং সদৃশঞ্চ ভাজনম্। ভুজঙ্গহারং ভুজগেশ্বরোঽপি অম্লানপুষ্পামৃতবঃ স্রজঞ্চ ॥১৭॥ তদাতিতুষ্টাসুরসত্তমা সা অট্টাট্টহাসং মুমুচে ত্রিনেত্রা। তাস্তুষ্টুবুর্দ্দেববরাঃ সহেন্দ্রাঃ সবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্বনিলাগ্নিভাস্করাঃ ॥ ১৮ ॥ নমোঽস্তু দেব্যৈ সুরপূজিতায়ৈ যা সংস্থিতা যোগবিশুদ্ধদেহা। নিদ্রাস্বরূপেণ মহীং বিতত্য তৃষ্ণা ত্রপা ক্ষুদ্ভয়দা চ কান্তিঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রদ্ধা স্মৃতিঃ পুষ্টিরথো ক্ষমা চ ছায়া চ শক্তিঃ কমলালয়া চ। মেধা স্মৃতিঃ কান্তিরথেহ মায়া নমোঽস্তু দেব্যৈ ভবিতব্যতায়ৈ ॥ ২০ ॥ ততঃ স্তুতা দেববরৈর্মৃগেন্দ্রমারুহ্য দেবী প্রগতা বনাদ্যম্। বিন্ধ্যং মহাপর্ব্বতমুচ্চশৃঙ্গঞ্চকার যং নিম্নতরমগস্ত্যঃ ॥ ২১ ॥

নারদ উবাচ। কিমর্থমদ্রিং ভগবানগস্ত্যস্তং নিম্নশৃঙ্গং কৃতবান্মহর্ষিঃ। কস্মৈ কৃতে কেন চ কারণেন এতদ্বদস্বামলসত্ত্ববৃত্তে ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। পুরা হি বিন্ধ্যেন দিবাকরস্য গতির্নিরুদ্ধা গগনেচরস্য। রবিস্ততঃ কুম্ভভবং সমেত্য হোমাবসানে বচনং বভাষে ॥ ২৩ ॥ সমাগতোঽহং দ্বিজ দূরতস্ত্বাং কুরুষ্ব মোক্ষোদ্ধরণং মুনীন্দ্র।

ও বিপুল তেজোরাশি পৃথিবীতে কাত্যায়নীনামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। এইরূপে কাত্যায়নী স্বনামে জগৎপ্রসিদ্ধা হইয়া নিরতিশয় বিরাজমানা হইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ বরদ ত্রিশূলী তাঁহারে ত্রিশূল, চক্রী চক্র, বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি, বায়ু ধনু ও তূণ, বিবস্বান্ অক্ষয় শরযুগল ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র ঘণ্টাসহিত বজ্র, যম দণ্ড, কুবের গদা, ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, কাল উগ্র অসি ও চর্ম্ম ॥ ১৫ ॥ চন্দ্র হার ও চামর, সমুদ্র মালা, হিমালয় মৃগেন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা চূড়ামণি, কুণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ও কুঠার ॥ ১৬ ॥ গন্ধর্ব্বরাজ রজতানুলিপ্ত ও পানপূর্ণ সদৃশ ভাজন, ভুজগপতি ভুজঙ্গহার ও ঋতুগণ তাঁহারে অম্লানকুসুমশালিনী মালা প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন সেই সুরসত্তমা ত্রিনয়না কাত্যায়নী অতিমাত্র তুষ্টা হইয়া, অট্টাট্টহাস্য মোচন করিলে, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, অনিল, অনল ও ভাস্কর সহিত প্রধান প্রধান অমরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ সুরগণের আরাধিতা দেবীকে নমস্কার। যোগবলে বিশুদ্ধশরীরধারিণী যে দেবী নিদ্রারূপে, তৃষ্ণারূপে, ত্রপারূপে, ক্ষুধারূপে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন; যিনি ভয় সমুদ্ভাবন করেন; যিনি কান্তিস্বরূপ ॥ ১৯ ॥ শ্রদ্ধাস্বরূপ ও স্মৃতিস্বরূপ; যিনি পুষ্টিস্বরূপ, ক্ষমাস্বরূপ ও ছায়াস্বরূপ; যিনি শক্তিস্বরূপ ও স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপ; যিনি মেধাস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও ভবিতব্যতাস্বরূপ, সেই দেবীকে নমস্কার ॥ ২০ ॥ প্রধান প্রধান দেববর্গ এইরূপে স্তব করিলে, দেবী কাত্যায়নী সিংহে আরোহণ করিয়া, কাননসমূহে সমাচ্ছন্ন অত্যুচ্চশৃঙ্গসম্পন্ন বিন্ধ্যনামক মহাপর্ব্বতে গমন করিলেন। অগস্ত্য ঐ পর্ব্বতকে নিম্নতর করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

নারদ কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য কিজন্য বিন্ধ্যকে নিম্নশৃঙ্গ করিয়াছেন? কিকারণ কাহার জন্য সেই ভগবান্ ঐরূপ করেন, হে অমলসত্ত্ববৃত্তে! আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পূর্ব্বকালে বিন্ধ্য গগনচারী ভাস্করের গতি নিরোধ করিয়াছিল। তজ্জন্য প্রভাকর হোমাবসানে মহর্ষি অগস্ত্যের সন্নিহিত হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ হে দ্বিজ! আমি অতি দূর হইতে আপনার সকাশে আসিয়াছি। হে মুনীন্দ্র! আপনাকে

তদস্য দানং মম যন্মনীষিতং কুরুষ্ব যেন ত্রিদিবেষু নিবৃত্তঃ ॥২৪॥ ইত্থং দিবাকরবচো গুণসংপ্রয়োগি- শ্রুত্বা তদা কলশজো বচনং বভাষে। দানং দদামি তব যন্মনসস্ত্বভীষ্টং নার্থী প্রয়াতি বিমুখো মম কশ্চিদেব ॥ ২৫ ॥ শ্রুত্বা বচোঽমৃতময়ং কলশোদ্ভবস্য প্রাহ প্রভুঃ করতলং বিনিধায় মূর্দ্ধ্নি। এষোঽদ্য মে গিরিবরঃ প্ররুণদ্ধি মার্গং বিন্ধ্যস্য নিম্নকরণে ভগবন্ যতস্ব ॥ ২৬॥ ইতি রবিবচনাদথাহ কুম্ভজন্মা কৃতমিতি বিদ্ধি ময়া হি নীচশৃঙ্গং। তব কিরণজিতো ভবিষ্যতি মহীধ্রো মম চরণসমাশ্রিতস্য কা ব্যথা তে ॥২৭॥ ইত্যেবমুক্ত্বা কলশোদ্ভবস্তু সূর্য্যং হি সংস্তূয় বিনম্রভক্ত্যা। জগাম সন্ত্যজ্য হি দণ্ডকন্তু বিন্ধ্যাচলং বৃদ্ধবপুর্মহর্ষিঃ। ২৮ ॥ গত্বা বচঃ প্রাহ মুনির্মহীধ্রং যাম্যে মহাতীর্থবরং সুপুণ্যং। বৃদ্ধোঽস্ম্যশক্তশ্চ তবাধিরোঢুং তস্মাত্ত্বমত্রৈব নীচতরোঽস্তু সদ্যঃ। ২৯ ॥ ইত্যেবমুক্তো মুনিসত্তমেন স নীচশৃঙ্গস্ত্বভবন্মহীধ্রঃ। সমাক্রমচ্চাপি মহর্ষিমুখ্যঃ প্রোল্লঙ্ঘ্য বিন্ধ্যন্ত্বিদমাহ শৈলং ॥৩০॥ যাবন্ন ভূয়ো নিজমাশ্রমামি মহাশ্রমং ধৌতবপুঃ স্বতীর্থাৎ। ত্বয়া ন তাবত্ত্বিহ বর্দ্ধিতব্যং নচেদ্বিশপ্স্যেঽহমবজ্ঞয়া তে ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবাঞ্জগাম দিশং স যাম্যাং সহসান্তরিক্ষম্। আক্রম্য তস্থৌ সহিতাস্তদাশাং কালে ব্রজাম্যত্র যদা মুনীন্দ্রঃ। ৩২ ॥ তত্রাশ্রমং রম্যতরং হি কৃত্বা সংশুদ্ধজাম্বূনদতোরণান্তং। তত্রাথ নিক্ষিপ্য বিদর্ভপুত্রীং স্বমাশ্রমং সৌম্যমুপাজগাম ॥ ৩৩॥ ঋতাবৃতৌ পর্ব্বকার্য্যেষু নিত্যং তমংবরে হ্যাশ্রমমাবসৎ সঃ। শেষং হি কালং স হি দণ্ডকস্থস্তপশ্চচারামিত-

---

বিশ্বের উদ্ধার করিতে হইবে। আমি যাহা মানস করিয়াছি, তাহা প্রদান করুন। তাহা হইলে, নিবৃত্ত হইয়া, ত্রিদিবে বিচরণ করিতে পারিব ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য দিবাকরের এইরূপ গুণযোগসঙ্গত বচন আকর্ণন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তোমার অন্তরের অভীষ্ট দান প্রদান করিব। কোন অর্থীই আমার নিকট কখন বিমুখ হইয়া গমন করে না ॥ ২৫ ॥

প্রভু দিবাকর কলসযোনির এইরূপ অমৃতময় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, করতলে মস্তক নিধানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ সম্প্রতি গিরিবর বিন্ধ্য মদীয় মার্গরোধ করিতেছে। অতএব হে ভগবন্! তাহার নিম্নকরণে যত্নবান্ হও ॥ ২৬ ॥

কুম্ভজন্মা অগস্ত্য ঋষির এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি বিন্ধ্যের শৃঙ্গ খর্ব্বীকৃত করিয়াছি, তুমি এইরূপ জ্ঞান কর; বিন্ধ্য তোমার কিরণে পরাজিত হইবে। তুমি যখন আমার চরণে সমাশ্রিত হইয়াছ, তখন তোমার ব্যথা কি ॥ ২৭ ॥ কুম্ভযোনি এইরূপ কহিয়া, বিনম্র ভক্তি-সহকারে সূর্য্যের সম্যক্ রূপ স্তব ও দণ্ডককানন ত্যাগ করিয়া, বর্দ্ধিতদেহ বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥ গমন করিয়া, তাহারে কহিলেন, দক্ষিণ দিকে পরমপবিত্র মহাতীর্থ সকলের মধ্যে প্রধান তীর্থ আছে। আমি বৃদ্ধ ও তজ্জন্য তোমাতে আরোহণ করিতে অশক্ত হইয়াছি। অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তে নীচতর হও ॥ ২৯ ॥

মুনিসত্তম অগস্ত্য এইরূপ কহিলে, বিন্ধ্য আপনার শৃঙ্গ খর্ব্বীকৃত করিল। তখন মহর্ষিমুখ্য অগস্ত্য তাহাতে আরোহণ ও তাহারে লঙ্ঘন করিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ আমি সেই পবিত্র তীর্থ হইতে ধৌতদেহ হইয়া, যাবৎ স্বকীয় মহাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন না করিতেছি, তাবৎ তুমি আর বর্দ্ধিত হইও না। আমার কথায় অবজ্ঞা করিলে, তোমারে বিনাশ করিব ॥ ৩১ ॥ ভগবান্ অগস্ত্য এই বলিয়াই, দক্ষিণদিকে তৎক্ষণাৎ অন্তরিক্ষে গমন করিলেন। কালসহকারে মহর্ষির আগমনপ্রত্যাশায় বিন্ধ্য সেই দক্ষিণ দিক্ আক্রমণ করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিল ॥৩২॥ এদিকে, মহর্ষি আকাশে বিশুদ্ধস্বর্ণ তোরণাঢ্য রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ ও তাহাতে বিদর্ভপুত্রীকে নিক্ষেপ করিয়া, আপনার মনোহর আশ্রমপদে উপাগত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ ঋতুপর্য্যায়ে পর্ব্বকার্য্য সময়ে নিত্য সেই অম্বরস্থ আশ্রমে গমন করিয়া, বাস করেন। অবশিষ্ট সময়ে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি

কান্তিমান্মুনিঃ ॥ ৩৪ ॥ বিন্ধ্যোপি দৃষ্ট্বা গগনে মহাশ্রমং বৃদ্ধিং ন যাত্যেব ভয়ান্মহর্ষেঃ। নাসৌ নিবৃত্তেতি মতিং বিধায় স সংস্থিতো নীচতরাগ্রশৃঙ্গঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্যোর্দ্ধশৃঙ্গে মুনিসংস্তুতা সা দুর্গা স্থিতা দানবনাশনার্থং ॥ ৩৬ ॥ দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ মহোরগাশ্চ বিদ্যাধরা ভূতগণাশ্চ সর্ব্বে। সর্ব্বাপ্সরোভিঃ প্রতিরামযন্তঃ কাত্যায়নং তস্থুরপেতশোকাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তু তাং তত্র তদা বসন্তীং কাত্যায়নীং শৈলবরস্য শৃঙ্গে। অপশ্যতাং দানবসত্তমৌ দ্বৌ চণ্ডশ্চ মুণ্ডশ্চ তপস্বিনীং ভৃশম্ ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বৈব শৈলাদবতীর্য্য শীঘ্রমাজগ্মতুঃ স্বং ভবনং সুরারী। দৃষ্ট্বোচতুস্তৌ মহিষাসুরস্য দূতাবিদং চণ্ডমুণ্ডৌ দিতিশম্ ॥ ২ ॥ স্বস্থো ভবান্ কিমসুরেন্দ্র সাংপ্রতমাগচ্ছ পশ্যাম চ তত্র বিন্ধ্যং। তত্রাস্তি দেবী সুমহানুভাবা কন্যা সুরূপা সুরসুন্দরীণাং ॥ ৩ ॥ জিতস্তয়া তোয়ধরোঽলকৈর্হি জিতঃ শশাঙ্কো বদনেন তন্ব্যা। নেত্রৈস্ত্রিভিস্ত্রীণি হুতাশনানি জিতানি কণ্ঠেন জিতস্তু শঙ্খঃ ॥ ৪ ॥ স্তনৌ সুবৃত্তাবথ নিমগ্নচুচুকৌ স্থিতৌ বিজিত্যেব গজস্য কুম্ভৌ। ত্বাং সর্ব্বজেতারমিতি প্রতর্ক্য কুচৌ স্মরেণৈব কৃতৌ সুদুর্গৌ ॥ ৫ ॥ পীনাঃ সশস্ত্রাঃ পরিঘোপমাশ্চ ভুজাস্তথাঽষ্টাদশ ভান্তি তস্যাঃ। পরাক্রমং বৈ ভবতো বিদিত্বা কামেন যন্ত্রা ইব তে কৃতাস্তু ॥ ৬ ॥ মধ্যঞ্চ তস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গং বিভাতি দৈত্যেন্দ্র সুরোমরাজি। ভয়াতু-

---

করিয়া, তপশ্চরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ এদিকে বিন্ধ্য সেই গগনস্থ আশ্রম অবলোকন করিয়া, তদীয় ভয়ে আর বর্দ্ধিত হইতে পারিল না। এবং মহর্ষি আর প্রত্যাগত হইবেন না, মনে করিয়া, আপনার অগ্রশৃঙ্গ অতিমাত্র নতভাবাপন্ন করত, অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ হে মহর্ষে! এইরূপে অমিতকান্তিমান্ অগস্ত্য মহাচলেন্দ্র বিন্ধ্যকে নীচশৃঙ্গ করিয়াছিলেন। সেই কাত্যায়নী দুর্গা দানবদলদলনার্থ তাহারই অগ্রশৃঙ্গে অধিষ্ঠিতা হইলেন। মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ দেবগণ, সিদ্ধগণ, মহোরগগণ, বিদ্যাধরগণ ও ভূতগণ সকলে অপ্সরোগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, মহর্ষি কাত্যায়নের প্রতিরামণ সহকারে শোক পরিহার করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

অনন্তর দেবী কাত্যায়নী দুষ্কর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই বিন্ধ্যগিরির শৃঙ্গদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলে, চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই দৈত্যপ্রধান তাঁহারে অবলোকন করিল। অবলোকন করিয়া, আশু তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বভবনে সমাগত হইল ॥ ১ ॥ তাহারা উভয়ে মহিষাসুরের দূত। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ হে অসুরেন্দ্র! আপনি কি অধুনা স্বস্থ আছেন? আসুন, বিন্ধ্যাচল দর্শন করিবেন। তথায় সুরসুন্দরীগণের সুরূপা কন্যা সুমহানুভাবা দেবী বাস করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ঐ তন্বী কেশপাশ দ্বারা মেঘাবলী, বদন দ্বারা চন্দ্র, নেত্রত্রয় দ্বারা হুতাশনত্রয় ও কণ্ঠ দ্বারা শঙ্খ পরাভূত করিয়াছে ॥ ৪ ॥ তাহার স্তনযুগল সুবৃত্ত ও নতচুচুকে সমলঙ্কৃত। এবং হস্তীকুম্ভকে জয় করিয়া, বিরাজ করিতেছে। এইরূপে তাহাকে সর্ব্বজয়িনী চিন্তা করিয়া, স্মর তদীয় কুচযুগ্মকে সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ করিয়াছে ॥ ৫ ॥ তাহার অষ্টাদশ ভুজ পরিঘের ন্যায় ও শস্ত্রসমন্বিত। এবং অতিশয় প্রতিভাবিশিষ্ট। আপনার পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়া, কাম তাহাদিগকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়াছে ॥ ৬ ॥ তাহার মধ্যদেশ ত্রিবলিতরঙ্গে

বারোহণকাতরয়া কামেন সোপানমিব প্রযুক্তং ॥ ৭ ॥ সা রোমরাজী নিতরাং হি তস্যা বিরাজতে পীনকুচাবলগ্না। আরোহণে ত্বদ্ভয়কাতরস্য স্বেদপ্রবাহোঽসুর মন্মথস্য ॥ ৮ ॥ নাভিগর্ভীরা নিতরাং বিভাতি প্রদক্ষিণাস্যাঃ পরিবর্ত্তমানা। তস্যৈব লাবণ্যগৃহস্য মুদ্রা কন্দর্পরাজ্ঞা স্বয়মেব দত্তা ॥ ৯ ॥ বিভাতি রম্যং জঘনং মৃগাক্ষ্যাঃ সমং ততো মেখলয়াবঘুষ্টং। মন্যে সুহৃৎ কামনরাধিপস্য প্রাকারগুপ্তং নগরং সুদুর্গং ॥ ১০ ॥ বৃত্তাবরোমৌ চ মৃদূ কুমার্য্যাঃ শোভেত ঊরূ সমনুত্তমৌ হি। আবাসনার্থং মকরধ্বজেন জনস্য দেশাবিব সন্নিবিষ্টৌ ॥ ১১ ॥ তজ্জানুযুগ্মং মহিষাসুরেন্দ্র হ্যত্যুন্নতং ভাতি তথৈব তস্যাঃ। সৃষ্ট্বা বিধাতা হি নিরূপণায় শ্রান্তস্তথা হস্ততলৌ দদৌ হি ॥ ১২ ॥ জঙ্ঘে সুবৃত্তেঽপি চ রোমহীনে শুভে চ দৈত্যেশ্বর তে তদীয়ে। আগম্য লোকানিব নির্ম্মিতৌ যৈঃ স্বরূপং বিজিতৈব কৃতে বরে হি। পাদৌ চ তস্যাঃ কমলোদরাভৌ প্রযত্নতস্তৌ হি কৃতৌ বিধাত্রা। আভাতি তস্যা নখরত্নমালা নক্ষত্রমালা গগনে যথৈব ॥ ১৩ ॥ এবংস্বরূপা দনুনাথ কন্যা মহোগ্রশস্ত্রাণি চ ধারয়ন্তী। দৃষ্ট্বা যথেষ্টং ন চ বেদ্মি কা সা সুতা তথা কস্যচিদেব বালা ॥ ১৪ ॥ তদ্ভূতলে রত্নমনুত্তমং স্থিতং স্বর্গং পরিত্যজ্য মহাসুরেন্দ্র। গত্বা বিন্ধ্যং স্বয়মেব পশ্য কুরুষ্ব যত্তেঽভিমতং ক্ষমঞ্চ ॥ ১৫ ॥ শ্রুত্বৈব তাভ্যাং মহিষাসুরস্তু দেব্যাঃ প্রবৃত্তিং কমনীয়রূপাং। চক্রে মতিং নাত্র বিচার্য্যমস্তি ইত্যেবমুক্ত্বা মহিষো মহর্ষে ॥ ১৬ ॥ প্রাগেব পুংসস্তু শুভাশুভানি স্থানে বিধাত্রা প্রতিপাদিতানি। যস্মিন্ যথা যাতি চ সোঽথ বিপ্র স নীয়তে বা ব্রজতি স্বয়ং বা ॥ ১৭ ॥ ততো নমুণ্ডং নমরং সচণ্ডং বিড়ালনেত্রং কপিলং সুবাষ্কলং। উগ্রায়ুধং বিক্ষুররক্তবীজৌ সমাদিদেশাথ

ভূষিত, ও সুন্দর রোমরাজিতে বিরাজিত। তজ্জন্য, হে দৈত্যেন্দ্র! তাহার নিরতি শোভার আবির্ভাব হইয়াছে॥ আপনি পাছে আরোহণ করিবার সময় কাতর হন, সেই ভয়ে কাম উহারে সোপান স্বরূপ করিয়াছে॥ ৭ ॥ তাহার সেই রোমরাজি পীন কুচযুগে অবলগ্ন হইয়া, নিতরাং বিরাজমান হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, আরোহণসময়ে আপনার ভয়ে কাতর হওয়াতে, কামের যেন স্বেদপ্রবাহ সমুদ্গত হইয়াছে॥ ৮ ॥ তাহার নাভি অতিমাত্র গভীর, প্রদক্ষিণভাবাপন্ন ও পরিবর্ত্তমান; তজ্জন্য অতীব শোভমান। দেখিলে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং রাজা কন্দর্প সেই লাবণ্যগৃহের মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন॥ ৯ ॥ তাহার জঘন অতি রমণীয় ও সমন্তাৎ রসনাদামে অবঘৃষ্ট, তজ্জন্য অতিমাত্র শোভাবিশিষ্ট। দেখিলে মনে হয়, যেন মদনরাজার প্রাকারগুপ্ত সুদুর্গ নগর বিরাজ করিতেছে॥ ১০ ॥ সেই কুমারীর ঊরুযুগল অতীব উৎকৃষ্ট ও বর্ত্তুলাকৃতি এবং রোমশূন্য। দেখিলে বোধ হয়, যেন মকরধ্বজ লোকের আবাসনার্থ দেশদ্বয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছে॥ ১১ ॥ তাহার জঙ্ঘাযুগলও সুবৃত্ত, রোমবর্জ্জিত ও পরম সুন্দর। হে দৈত্যেশ্বর! তদীয় পদযুগল কমলোদরসন্নিভ, বিধাতা অতি যত্নেই তাহাদের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদীয় নখরত্নমালা গগনসঞ্চারিণী নক্ষত্রমালার ন্যায়॥ ১২।১৩ ॥ হে দনুনাথ! এবংস্বরূপা সেই কন্যা মহোগ্র শস্ত্র সকল ধারণ করিয়া আছে। আমরা যথেষ্ট দর্শন করিয়াছি। কিন্তু সে কে, কাহারই বা পুত্রী, তাহা জানিতে পারি নাই॥ ১৪ ॥ হে মহাসুরেন্দ্র! সেই অনুত্তম রত্ন স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া, ভূতলে অবস্থিতি করিতেছে। আপনি স্বয়ং বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া, অবলোকন এবং যাহা অভিমত করিতে পারেন, তাহা করুন॥ ১৫ ॥

মহিষাসুর তাহাদের মুখে দেবীর এই কমনীয়রূপ প্রবৃত্তি শ্রবণ করিয়া, এ বিষয়ে বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ বলিয়া, সেই কাত্যায়নীর প্রতি কৃতমতি হইল॥ ১৬ ॥ হে মহর্ষে! বিধাতা পূর্ব্বেই পুরুষের শুভাশুভ প্রতিপাদিত করেন। যাহাকে সে স্বয়ং গমন করে। অথবা, অন্য কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া থাকে॥ ১৭ ॥ এই কারণে সে নমুণ্ড, নমর, চণ্ড, বিড়ালাক্ষ, কপিল, বাস্কল, উগ্রায়ুধ, বিক্ষুর, রক্তবীজ এই সকল অসুরকে তৎক্ষণাৎ আদেশ করিল॥ ১৮ ॥

মহিষাসুরেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥ আহত্য ভেরীং রণকর্কশাস্তে স্বর্গং পরিত্যজ্য মহীধরস্থ। আগম্য মূলে শিবিরং নিবেশ্য তস্থুশ্চ সজ্জা দনুনন্দনাস্তে ॥ ১৯ ॥ ততস্তু দৈত্যো মহিষাসুরেণ সংপ্রেষিতো দানবযূথপালঃ ॥ ২০ ॥ ময়স্য পুত্রো রিপুসৈন্যমর্দী স দুন্দুভির্দুন্দুভি নিস্বনস্ত। অভ্যেত্য দেবীং গগনস্থিতোঽপি স দুন্দুভির্বাক্যমুবাচ বিপ্র ॥ ২১ ॥ কুমারি দূতোঽস্মি মহাসুরস্য রম্ভাত্মজস্যাপ্রতিমস্য যুদ্ধে। কাত্যায়নী দুন্দুভিমিত্যুবাচ এহ্যেহি দৈত্যেন্দ্র ভয়ং বিমুচ্য ॥ ২২ ॥ বাক্যঞ্চ যদ্রম্ভসুতো বভাষে বদস্ব তৎ সত্যমপেতমোহঃ। ততস্তু বাক্যাদ্দিতিজঃ শিবায়াস্ত্যক্ত্বাম্বরং ভূমিতলে নিষণ্ণঃ। সুখোপবিষ্টঃ পরমাসনে চ রম্ভাত্মজেনোক্তমুবাচ বাক্যং ॥ ২৩ ॥

দুন্দুভিরুবাচ। এবং সমাজ্ঞাপয়তে সুরারিস্ত্বাং দেবি দৈত্যো মহিষাসুরস্তু। যথামরা হীনবলাঃ পৃথিব্যাং ভ্রমন্তি যুদ্ধে বিজিতা ময়া তে ॥ ২৪ ॥ স্বর্গো মহী বায়ুপথাশ্চ বশ্যাঃ পাতালমন্যে চ মহীশ্বরাদ্যাঃ। ইন্দ্রোঽস্মি রুদ্রোঽস্মি দিবাকরোঽস্মি সর্বেষু লোকেষধিপোঽস্মি বালে ॥ ২৫ ॥ ন সোঽস্তি নাকে ন মহীতলে বা স্বর্গেঽপি পাতালতলেঽপি যুদ্ধে। সর্বাণি মামদ্য সমাগতানি বীর্যার্জিতানীহ বিশালনেত্রে ॥ ২৬ ॥ স্ত্রীরত্নমগ্র্যং ভবতী চ কন্যা প্রাপ্তোঽস্মি শৈলং তব কারণেন। তস্মাত্তু মাং ভজ জগৎপতিং মাং পতিস্ত্বমর্হোঽস্মি বিভুঃ প্রভুশ্চ ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তা দিতিজেন দুর্গা কাত্যায়নী প্রাহ ময়স্য পুত্রং। সত্যং প্রভুর্দানবরাট্ পৃথিব্যাং সত্যঞ্চ যুদ্ধে বিজিতামরাশ্চ কিং ॥ ২৮ ॥ কিং ত্বস্তি দৈত্যেশ কুলেঽস্মদীয়ে ধর্ম্মো

তখন সেই রণকর্কশ দনুনন্দনগণ ভেরী আহত করিয়া, স্বর্গ পরিত্যাগ ও মহীপৃষ্ঠে আগমনপূর্ব্বক শিবির সন্নিবেশ সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়া রহিল। ১৯ ॥ অনন্তর মহিষাসুর দানবযূথপতিদিগকে প্রেরণ করিল। ২০ ॥ তখন শত্রুসৈন্যবিমর্দ্দন ময়নন্দন দুন্দুভিনিস্বন দুন্দুভি দেবীর অভিগমনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠান করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ অয়ি কুমারি! আমি মহাসুর মহিষের দূত। সেই রম্ভনন্দন মহিষ যুদ্ধে অপ্রতিম।

দেবী কাত্যায়নী এই বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! ভয় ত্যাগ করিয়া, নিকটে আগমন কর, আগমন কর। এবং রম্ভনন্দন মহিষ যাহা বলিয়াছে মোহপরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা সত্য করিয়া বল ॥ ২২ ॥

দৈত্যবর দুন্দুভি শিবার এই বাক্যে অম্বর ত্যাগ করিয়া, ভূমিতলে নিষণ্ণ ও দিব্য আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া, মহিষাসুরের আদেশবাদ নির্ব্বাচন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ হে দেবি! সুরারি মহিষাসুর তোমারে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, দেবগণ মৎকর্ত্তৃক যুদ্ধে নির্জ্জিত ও হীনবল হইয়া, পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতেছে ॥ ২৪ ॥ স্বর্গ, মহী, সমস্ত বায়ুপথ ও পাতাল এবং মহীপতি প্রভৃতি অন্যান্য সকলেই আমার বশীভূত হইয়াছে। অয়ি বালে! আমিই এখন রুদ্র হইয়াছি, ইন্দ্র হইয়াছি, সূর্য হইয়াছি এবং সকল লোকের অধিপতি হইয়াছি ॥ ২৫ ॥ স্বর্গে, পাতালে, মহীতলে, অথবা যুদ্ধে আর কেহই নাই। অয়ি বিশাললোচনে! সকলেই আমার শরণাগত ও আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। এবং সমুদায়ই আমি বীর্য্যবলে আত্মসাৎ করিয়াছি ॥ ২৬ ॥ একমাত্র অতুলনীয় স্ত্রীরত্ন তুমিই কেবল অবশিষ্ট আছ। তোমারই কারণে অধুনা এই শৈলপৃষ্ঠে সমাগত হইয়াছি। অতএব আমারে ভজনা কর। আমিই এখন সমস্ত জগতের প্রভু ও পতি। অতএব আমি অবশ্যই তোমার উপযুক্ত পতি ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দুন্দুভি এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, কাত্যায়নী দুর্গা তাহারে বলিতে লাগিলেন, সত্য বটে, দানবরাজ মহিষ এখন সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর; সত্য বটে, যুদ্ধে সমস্ত অমরগণ তাহার নিকট পরিভব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ হে দৈত্যেশ! আমাদের বংশে শুল্কাখ্য

হি শুল্কাখ্য ইতি প্রসিদ্ধঃ। শুল্কেং প্রদদ্যান্মহিষো মমাদ্য ভজামি সত্যেন পতিং হয়ারিং ॥ ২৯ ॥ শ্রুত্বাথ বাক্যং মহিষোঽব্রবীচ্চ শুল্কং বদস্বায়তপত্রনেত্রে। দদ্যাৎ স্বমূর্দ্ধানমপি ত্বদর্থে কিংনেমং শুল্কং যদস্ত্যালভ্যং ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তা দনুনায়কেন কাত্যায়নী সস্বনমুন্নদিত্বা। বিহস্য চৈতদ্বচনং বভাষে হিতায় সর্ব্বস্য চরাচরস্য ॥ ৩১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ। কুলেঽস্মদীয়ে শৃণু দৈত্য শুল্কঃ কৃতং হি যৎ পূর্ব্বতরৈঃ প্রসহ্য। যো জেষ্যতেঽস্মৎকুলজাং রণাগ্রে তস্যাঃ পতিঃ সোপি ভবিষ্যতীতি ॥ ৩২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যা দুন্দুভির্দ্দানবেশ্বরঃ। গত্বা নিবেদয়ামাস মহিষায় যথাযথং ॥ ৩৩ ॥ স চাভ্যগান্মহাতেজাঃ সর্ব্বদৈত্যপুরঃসরঃ। আবৃত্য বিন্ধ্যশিখরং যোদ্ধুকামঃ সরস্বতীং ॥৩৪॥ ততঃ সেনাপতির্দ্দৈত্যো বিক্ষুরো নাম নারদ। সেনাগ্রগামিনং চক্রে নমরং নাম দানবম্ ॥৩৫॥ স চাপি তেনাধিকৃতশ্চতুরঙ্গং সমূর্জ্জিতং। বলৈকদেশমাদায় দুর্গাং দুদ্রাব বেগতঃ ॥৩৬॥ তমাপতন্তং বীক্ষ্যাথ দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ। উচুর্ব্বাক্যং মহাদেবীং বর্ম্মবন্ধনমাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥ অথোবাচ সুরান্দুর্গা ন বধ্নামি চ দেবতাঃ। কবচং কোঽত্র সন্তিষ্ঠেন্মমাগ্রে দানবাধমঃ ॥ ৩৮ ॥ যদা ন দেব্যা কবচং কৃতং শস্ত্রনিবারণং। তদা রক্ষার্থমস্যাস্তু বিষ্ণুপঞ্জরমুক্তবান্ ॥ ৩৯ ॥ সা তেন রক্ষিতা ব্রহ্মন্দুর্গা দানবসত্তমং। অবধ্যান্দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহিষং প্রত্যপেষয়ৎ ॥ ৪০ ॥ এবং পুরা দেববরেণ শম্ভুনা তদ্বৈষ্ণবং পঞ্জরমায়তাক্ষ্যাঃ। প্রোক্তং তয়া চাপি হি পাদঘাতৈর্নিষূদিতোঽসৌ

ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে। মহিষ যদি অদ্য আমারে সেই শুল্ক প্রদান করিতে পারে, সত্য বলিতেছি, তাহা হইলে, তাহারে পতিরূপে ভজনা করিব ॥ ২৯ ॥

মহিষনন্দন দুন্দুভি এই কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিল, অয়ি আয়তপদ্মনেত্রে! সেই শুল্ক কি, নির্দ্দেশ কর। বলিতে কি, সামান্য শুল্কের কথা দূরে থাক, মহিষ তোমার জন্য আপনার মস্তক এবং যাহা অলভ্য, তাহাও প্রদান করিতে পারেন ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য বলিলেন, দনুনায়ক এইরূপ কহিলে, কাত্যায়নী সশব্দে উচ্চনাদ করিয়া, বিকট হাস্যসহকারে সমস্ত জগতের উপকারার্থ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ হে দৈত্য! পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের বংশে এইরূপ শুল্ক বিধান করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রণাগ্রে বলপূর্ব্বক আমাদের বংশীয়া রমণীকে পরাজয় করিবে, সেই তাহার পতি হইবে ॥ ৩২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর দুন্দুভি দেবীর এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, মহিষের গোচরে গমনপূর্ব্বক যথ যথ নিবেদন করিল ॥ ৩৩ ॥ মহিষ সমুদায় দৈত্যপুরঃসরে অভ্যাগত হইয়া বিন্ধ্যশেখর আবৃত করিয়া, দেবীর সহিত যুদ্ধকাম হইল ॥ ৩৪ ॥ হে নারদ! ঐ সময়ে বিক্ষুরনামক সেনাপতি নমরনামক দানবকে সমস্ত সেনার অগ্রণী করিলে ॥ ৩৫ ॥ সে তৎকর্ত্তৃক নযোজিত হইয়া অতীববলশালী চতুরঙ্গবলৈকদেশ গ্রহণ করিয়া, সবেগে ধাবমান হইল ॥ ৩৬ ॥ পিতামহপ্রমুখ অমরগণ মহাদেবী কাত্যায়নীকে কহিলেন, আপনি বর্ম্মবন্ধন আশ্রয় করুন ॥ ৩৭ ॥ দেবী তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি বর্ম্মবন্ধন করিব না ॥ কোন্ দানবাধমই বা আমার অগ্রে তিষ্ঠিতে পারিবে ॥ ৩৮ ॥ তিনি যখন শস্ত্রনিবারণ বর্ম্ম বন্ধন করিলেন না, তখন তাঁহার রক্ষার্থ বিষ্ণুপঞ্জর কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মন্! দেবী দুর্গা তৎপ্রভাবে রক্ষিতা হইয়া, সমুদায় দেবগণের অবধ্য দানবসত্তম মহিষকে প্রতিপিষ্ট করিলেন ॥ ৪০ ॥ পূর্ব্বে দেববর শম্ভু আয়তলোচনা কাত্যায়নীকে বৈষ্ণবপঞ্জর উপদেশ করেন। তাহাতেই তিনি পাদপ্রহারে

মহিষাসুরেন্দ্রঃ ॥ ৪১ ॥ এবংপ্রভাবো দ্বিজ বিষ্ণুপঞ্জরঃ সর্ব্বাসু রক্ষাস্বধিকো হি গীতঃ। কস্তস্য কুর্য্যাদ্যুধি দর্পহানিং যস্য স্থিতশ্চেতসি চক্রপাণিঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যপরিকীর্ত্তনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায় ॥ ১৯ ॥

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কথং কাত্যায়নী দেবী সানুগং মহিষাসুরম্। সবাহনং হতবতী তথা বিস্তরতো বদ ॥ ১ ॥ অয়ঞ্চ সংশয়ো ব্রহ্মন্ হৃদি মে পরিবর্ত্ততে। বিদ্যমানেষু শস্ত্রেষু যৎ পদ্ভ্যাং তমমর্দ্দয়ৎ ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা কথামেতাং পুরাতনীং। বৃত্তাং দেবযুগস্যাদৌ পুণ্যাং পাপভয়াপহাং ॥ ৩ ॥ স এবমসুরঃ ক্রুদ্ধঃ সমাপতত বেগবান। সগজাশ্বরথো ব্রহ্মন্ দৃষ্টে দেব্যা যথেচ্ছয়া ॥ ৪ ॥ ততো দেবগণৈর্দৈত্যান্ সমানম্যাথ কার্ম্মুকং। ববর্ষ দেবী বাণৌঘৈর্দ্দ্যোরিবাংবুদবৃষ্টিভিঃ ॥ ৫ ॥ তদ্ধনুর্দ্দানবে সৈন্যে দুর্গয়া নমিতং বলাৎ। সুবর্ণপৃষ্ঠং বিবভৌ বিদ্যুদংবুধরেষিব ॥ ৬ ॥ বাণৈঃ সুররিপূনন্যাংস্তাড়য়ামাস সুব্রত। গদয়া মুসলেনান্যান্ স্বস্থানেভ্যো ন্যপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥ একাপ্যসৌ বহূন্ দৈত্যান্ কেশরী কালসন্নিভঃ। বিধুন্বন্ কেশরসটানিবুদয়তি দানবান্ ॥ ৮ ॥ কুলিশাভিহতা দৈত্যাঃ শক্ত্যা নির্ভিন্নবক্ষসঃ। লাঙ্গলৈর্দ্দারিতগ্রীবা দ্বিধা কৃতা পরশ্বধৈঃ ॥ ৯ ॥ দণ্ডনির্ভিন্নশিরসশ্চক্রবিচ্ছিন্নবন্ধনাঃ। চেলুঃ পেতুশ্চ মম্লুশ্চ তত্যজুশ্চাপরে রণং ॥ ১০ ॥ তে বধ্যমানা রুদ্রাস্যা দুর্গয়া দৈত্যদানবাঃ। কালরাত্রিং মন্যমানা দুদ্রুবুর্ভয়-

---

মহিষাসুরেন্দ্রকে বিনিহত করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ হে দ্বিজ! বিষ্ণুপঞ্জর এবংবিধপ্রভাববিশিষ্ট ও যাবতীয় রক্ষাসাধন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। চক্রপাণি যাহার চিত্তে বিরাজ করেন, কোন্ ব্যক্তি তাহার দর্পহানি করিতে পারে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবামণপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যকীর্ত্তন নামক উনবিংশ অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

নারদ কহিলেন, দেবী কাত্যায়নী কিরূপে মহিষাসুরকে বাহন ও অনুগামী সহিত সংহার করেন, বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ১ ॥ ব্রহ্মন্! আমার হৃদয়ে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, শস্ত্র সকল বিদ্যমান থাকিতে তিনি পদাঘাতেই তাহারে নিহত করিলেন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অবহিত হইয়া, এই পুণ্যজননী, পাপনাশিনী, ভয়হারিণী, পুরাতনী কথা শ্রবণ করুন। দেবযুগের আদিতে ইহার অবতারণা হইয়াছে ॥ ৩ ॥ সেই মহিষাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে অশ্ব, গজ ও রথের সহিত আপতিত হইলে, দেবী তাহার প্রতি যথেচ্ছ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর তিনি দেবগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, শরাসন আনমনপূর্ব্বক, অম্বুদবৃষ্টি দ্বারা স্বর্গের ন্যায়, দৈত্যগণের উপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তিনি স্বর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বলপূর্ব্বক দৈত্যগণে আনমিত করিলে, জলদপটলে সৌদামিনীর ন্যায় উহার শোভা হইল ॥ ৬ ॥ হে সুব্রত! তিনি দৈত্যগণের মধ্যে কাহাকে শরনিকর দ্বারা তাড়িত, কাহাকে বা গদা ও মুষলাঘাতে স্বস্থান হইতে নিপাতিত করিলেন ॥ ৭ ॥ তদীয় বাহন কালসন্নিভ কেশরী কেশসটা বিধূনিত করিয়া, একাকীই বহু দৈত্য ও দানবকে সংহার করিয়া ফেলিল ॥ ৮ ॥ দৈত্যগণ কুলিশে অভিহত, শক্তিতে বিদারিতবক্ষ, লাঙ্গলে দারিতগ্রীব ও পরশ্বধের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত ॥ ৯ ॥ এবং দণ্ড দ্বারা নির্ভিন্নমস্তক ও চক্র দ্বারা ছিন্নবন্ধন হইয়া, কেহ বিচলিত, কেহ পতিত, কেহ মত্ততা প্রতিপাদিত ও কেহ বা সংগ্রামত্যাগপূর্ব্বক পলায়িত হইল ॥ ১০ ॥ সেই রুদ্রাস্য দৈত্যদানবগণ দেবী কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, তাঁহারে কালরাত্রি

পীড়িতাঃ ॥ ১১ ॥ সেনান্যং ভগ্নমালোক্য দুর্গামগ্রে তথা স্থিতাং। দৃষ্ট্বা জগাম সমরে মেত্তকুঞ্জর-
সংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥ সমাগম্য চ বেগেন দেব্যাং শক্তিং মুমোচ হ। ত্রিশূলমপি সিংহায় প্রাহিণো-
দ্দানবো রণে ॥ ১৩ ॥ তাবাপ্তাস্তৌ ততো দেব্যা হুঙ্কারেণাথ ভস্মসাৎ। কৃতৌ ততো গজেন্দ্রেণ
গৃহীতো মধ্যতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥ অথোৎপত্য চ বেগেন তলেনাহত্য দানবং। গতাসুং কুঞ্জর-
স্কন্ধাৎ ক্ষিপ্য দেব্যৈ নিবেদিতঃ ॥১৫॥ গৃহীত্বা দানবং যুদ্ধে ব্রহ্মন্ কাত্যায়নী রুষা। সব্যেন পাণিনা
ভ্রাময্যোঽবাদয়ৎ পটহং যথা ॥ ১৬ ॥ ততোঽট্টহাসং মুমুচে তাদৃশো বাদ্যতাং গতে। হাস্যাৎ
সমুদ্ভবাস্তস্যা ভূতা নানাবিধাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৭ ॥ কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখা রৌদ্রা বৃকাকারাস্তথাপরে।
হয়াস্যা মহিষাস্যাশ্চ বরাহবদনাঃ পরে ॥ ১৮ ॥ আখুকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ গোজাবিকমুখাস্তথা। নানা-
বক্ত্রাক্ষিচরণা নানায়ুধধরাস্তথা ॥ ১৯ ॥ গায়ন্ত্যন্যে হসন্ত্যন্যে ক্রীড়ন্ত্যন্যে তু সংহতাঃ। বাদয়ন্ত্য-
পরে তত্র স্তুবন্ত্যন্যে তথাম্বিকাং ॥ ২০ ॥ সা তৈর্ভূতগণৈর্দ্দেবী সার্দ্ধং তদ্দানবং বলং। শাতয়া-
মাস চংক্রম্য যথা তৃণ্যাং মহাশনিঃ ॥ ২১ ॥ সেনান্যে নিহতে তস্মিংস্তথা সেনাগ্রগামিভিঃ।
চিক্ষুরঃ সৈন্যপালস্তু যোধয়ামাস দেবতাঃ ॥ ২২ ॥ কার্ম্মুকং দৃঢ়মাকর্ণমাকৃষ্য রথিনাং বরঃ।
ববর্ষ শরজালানি যথা মেঘো বসুন্ধরাং ॥ ২৩ ॥ তান্ দুর্গা স্বশরৈশ্ছিত্বা শরসঙ্ঘান্ সুপর্ব্বভিঃ।
সৌবর্ণপুঙ্খানপরান্ শরান্ জগ্রাহ ষোড়শ ॥ ২৪ ॥ ততশ্চতুর্ভিশ্চতুরস্তুরঙ্গানপি ভামিনী। হত্বা
সারথিমেকেন ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে ॥ ২৫ ॥ ততস্তু সশরং চাপং চিচ্ছেদৈকেষুণাম্বিকা।
ছিন্নে ধনুষি খড়্গঞ্চ চর্ম্ম চাদত্তবান্বলী ॥২৬॥ তৎ খড়্গং চর্ম্মণা সার্দ্ধং দৈত্যস্যাধুন্বতো বলাৎ। শরৈশ্চ-

---

মনে করিয়া, ভয়পীড়িত হৃদয়ে ইতস্ততঃ সবেগে গমন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ সেনাপতি
সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ও দেবী কাত্যায়নী সম্মুখে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন, দর্শন করিয়, সমর মত্ত মাতঙ্গে
অধিরূঢ় হইয়া গমন করিল ॥ ১২ ॥ গমন করিয়াই, সবেগে দেবীর উদ্দেশে শক্তিমোচন এবং
সিংহের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল ॥ ১৩ ॥ দেবী আগমনসময়েই সেই অস্ত্রদ্বয়কে হুংকার দ্বারা
ভস্মসাৎ করিলেন। উল্লিখিত মত্তমাতঙ্গ কেশরীর মধ্যদেশ আক্রমণ করিল ॥ ১৪ ॥ তখন কেশরী
সবেগে সমুৎপতন ও তলপ্রহারে দৈত্যকে আহত ও গতাসু করিয়া, কুঞ্জরের স্কন্ধদেশ হইতে
নিক্ষেপ করত দেবীর গোচরে নিবেদন করিল ॥ ১৫ ॥ হে ব্রহ্মন্! দেবী কাত্যায়নী সংগ্রামে
রোষভরে দৈত্যকে সব্যহস্তে গ্রহণ ও পরিভ্রামণ করিয়া, পটহবৎ বাদিত করিতে লাগিলেন ॥১৬॥
অনন্তর তাদৃশ বাদ্যবাদনসময়ে অট্টহাস মোচন করিলেন। সেই হাস্য হইতে যথাক্রমে বিবিধ
ভূত সমুদ্ভূত হইল ॥ ১৭ ॥ তাহাদের মধ্যে কেহ ব্যাঘ্রমুখ, কেহ বৃকাকৃতি, কেহ রৌদ্রস্বভাব,
কেহ হয়বদন, কেহ মহিষাস্য, কেহ বরাহমুখ ॥ ১৮ ॥ কেহ আখু ও কুক্কুটবদন, কেহ গো, ছাগ
ও মেষবক্ত্র, কেহ নানাবিধ মুখ, অক্ষি ও চরণবিশিষ্ট, কেহ বিবিধ আয়ুধধর ॥ ১৯ ॥ কেহ গান
কেহ হাস্য ও কেহ বা ক্রীড়া করিতেছে, কেহ বাদ্যবাদন ও কেহবা কাত্যায়নীর স্তবগানে প্রবৃত্ত
রহিয়াছে ॥ ২০ ॥ দেবী সেই ভূতগণের সহিত মিলিতা হইয়া, চংক্রমণপূর্ব্বক মহাশনি যেমন
তৃণরাশিকে, তদ্বৎ দানবসৈন্যকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ সেনাপতি নিহত হইলে,
সেনাপাল চিক্ষুর অন্যান্য সেনাগ্রণীর সমভিব্যাহারে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২২ ॥
সেই রথিশ্রেষ্ঠ দৈত্য সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করিয়া, মেঘ যেমন বসুন্ধরাকে বর্ষণ করে, তদ্রূপ
দেবীর উপরে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ দেবী দুর্গা আপনার সুন্দরপর্ব্ববিশিষ্ট শরসমূহে
তৎসমস্ত ছেদন করিয়া, সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন অপর ষোড়শ শর গ্রহণ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাহাদের
মধ্যে চারি শরে চিক্ষুরের চারি অশ্ব নিহত করিয়া, এক শরে সারথিকে সংহার ও অপর
এক শরে ধ্বজ ছেদন ও ॥ ২৫ ॥ অন্য এক শরে সশর শরাসন নিপাতিত করিয়া ফেলিলেন।
শরাসন ছিন্ন হইলে, বলবান্ চিক্ষুর খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিল ॥ ২৬ ॥ গ্রহণ করিয়া, যেমন

চিচ্ছেদ তু ততঃ শূলং সমাদদে ॥ ২৭ ॥ সমুদ্যম্য মহাশূলং স প্রাদ্রবত্তদাম্বিকাং। ক্রোষ্টুকো মুদিতোঽরণ্যে মৃগরাজবধূং যথা ॥ ২৮ ॥ অভ্যাপতন্তং পাদৌ করৌ শীর্ষঞ্চ পঞ্চভিঃ। শরৈশ্চিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধা ন্যপতৎ স হতোঽসুরঃ ॥ ২৯ ॥ তস্মিন্ সেনাপতৌ ক্ষুণ্ণে তদোগ্রাস্যো মহাসুরঃ। সমাদ্রবত বেগেন করালাস্যশ্চ দানবঃ ॥ ৩০ ॥ বাস্কলশ্চোদ্ধতশ্চৈব উগ্রাস্যোঽথোগ্রকার্মুকঃ। দুর্দ্ধরো দুর্মুখশ্চৈব বিড়ালনয়নোঽপরঃ ॥ ৩১ ॥ এতেঽন্যে চ মহাত্মানো দানবা বলিনাং বরাঃ। কাত্যায়নীমাদ্রবন্ত নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩২ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা লীলয়া দুর্গা বীণাং জগ্রাহ পাণিনা। বাদয়ামাস হসতী তথা ডমরুকং বরম্ ॥ ৩৩ ॥ যথা যথা বাদয়তে দেবী বাদ্যানি তানি চ। তথা তথা ভূতগণা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ ॥ ৩৪ ॥ ততোঽসুরাঃ শস্ত্রধরাঃ সমভ্যেত্য সরস্বতীং। অভ্যঘ্নংস্তাংশ্চ সা দেবী জগ্রাহ পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥ প্রগৃহ্য কেশেষু মহাসুরাংস্তানুৎপত্য সিংহাত্তু নগস্য সানুং। ননর্ত্ত বীণাং পরিবাদয়ন্তী পপৌ চ পানং জগতাং জনিত্রী ॥ ৩৬ ॥ ততস্তু দেব্যা বলিনো মহাসুরা দোর্দ্দণ্ডনির্ধূতবিশীর্ণদর্পাঃ। বিশস্ত্রবস্ত্রা ব্যসবশ্চ জাতা ততস্তু তান্বীক্ষ্য মহাসুরেন্দ্রান্ ॥ ৩৭ ॥ দেব্যা মহৌজা মহিষাসুরস্তু ব্যদ্রাবয় [illegible] খুরাগ্রৈঃ। তুণ্ডেন পুচ্ছেন তথোরসান্যান্নিঃশ্বাসবাতেন চ ভূতসঙ্ঘান্ ॥ ৩৮ ॥ বিষাণকোট্যা চ পরান্ প্রমথ্য দুদ্রাব সিংহং প্রতি হন্তুকামঃ। ততোঽম্বিকা ক্রোধবশং জগাম চিক্ষেপ দৈত্যং সহসৈব লীলয়া ॥ ৩৯ ॥ ততঃ স কোপাদথ তীক্ষ্ণশৃঙ্গঃ ক্ষিপ্রং গিরীন্ ভূমিমশীর্ষয়চ্চ। সংক্ষোভয়ংস্তোয়নিধীন্ ঘনাংশ্চ বিধ্বং-

---

সবেগে আধুনন করিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ দেবী দুর্গা শরচতুষ্টয়প্রয়োগপূর্ব্বক তাহা ছেদন করিয়া দিলেন। তখন সে সত্বর হইয়া, শূল গ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ এবং সেই মহাশূল সমুদ্যত করিয়া, শৃগাল যেমন মুদিত হইয়া, অরণ্যমধ্যে মৃগরাজবধূর প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সবেগে দেবীর উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ২৮ ॥ তদবস্থায় দেবী সংক্রুদ্ধ হইয়া, পঞ্চশরে তাহার পাদদ্বয়, করদ্বিতয় ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন; সে হত ও পতিত হইল ॥ ২৯ ॥

সেই সেনাপতি পতিত হইলে, মহাসুর উগ্রাস্য এবং অন্যান্য করালাস্য দানবগণ সবেগে সমাপতিত হইল ॥ ৩০ ॥ উদ্ধত বাস্কল, উগ্রধনু উগ্রাস্য, দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ ও বিড়ালাক্ষ ॥ ৩১ ॥ ইহারা এবং অন্যান্য বলিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা দানবদল কাত্যায়নীরে বিবিধ শস্ত্র ও অস্ত্র হস্তে আক্রমণ করিল ॥ ৩২ ॥ দেবী দুর্গা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, লীলাপ্রকাশপুরঃসর বীণা ও ডম্বরুকবর গ্রহণপূর্ব্বক হাস্যসহকারে বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ দেবী যে যে রূপে সেই সকল বাদ্য-বাদন করেন, ভূতগণ সেই সেইরূপেই হাস্য ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর অসুরগণ শস্ত্র সকল ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, তাঁহারে আঘাত করিতে লাগিল। সেই পরমেশ্বরীও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ এবং সকলকে গ্রহণ করিয়া, সিংহ হইতে পর্ব্বতের সানুদেশে উৎপতনপূর্ব্বক, বীণাবাদনসহকারে নৃত্য ও পান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেই মহাবল অসুরবল তদীয় দোর্দ্দণ্ডে নির্ধূত ও তন্নিবন্ধন দর্পহীন, শস্ত্রহীন, বস্ত্রহীন ও প্রাণহীন হইল। মহাসুরেন্দ্রদিগকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, ॥ ৩৭ ॥ মহিষাসুর দেবীর ভূতগণের কাহাকে খুরাগ্রপ্রহারে, ও অবশিষ্ট ভূত সকলকে তুণ্ড দ্বারা, পুচ্ছ দ্বারা, তেজ দ্বারা ও নিশ্বাসবায়ুর দ্বারা বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ এবং কাহাকেও বা বিষাণকোটি দ্বারা প্রমথিত করিয়া, সিংহের সংহারকামনায় সবেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে অম্বিকা ক্রোধের বশীভূত হইয়া দৈত্যকে তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন দৈত্য রোষভরে তীক্ষ্ণশৃঙ্গ দ্বারা সত্বরে পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদীর্ণ, সাগর সকল [illegible]

শৃঙ্গৈ আদ্রবতাথ দুর্গাং ॥ ৪০ ॥ সা চাথ পাশেন ববন্ধ দুষ্টং স চাপ্যভূচ্ছিন্নকটঃ করীন্দ্রঃ । করং প্রচিচ্ছেদ চ হস্তিনোঽগ্রং স চাপি ভূয়ো মহিষোঽভিজাতঃ ॥ ৪১ ॥ ততোঽস্য শূলং ব্যসৃজদ্ভবানী স শীর্ণমূলো হ্যপতৎ পৃথিব্যাং । শক্তিং প্রচিক্ষেপ হুতাশবজ্রাং সা কুণ্ঠিতাগ্রা ন্যপতন্মহর্ষে ॥ ৪২ ॥ চক্রং হরের্দানবচক্রহন্তুঃ ক্ষিপ্তঞ্চ বক্রত্বমুপাগতং হি । গদাং সমাবিধ্য ধনেশ্বরস্য ক্ষিপ্তাপি ভগ্না ন্যপতৎ পৃথিব্যাং ॥ ৪৩ ॥ জলেশপাশোঽপি মহাসুরেণ বিষাণতুণ্ডাগ্রখুরপ্রণুন্নঃ । নিরস্য তাং কোপিতয়া চ মুক্তো দণ্ডস্তু যাম্যো বহুখণ্ডতাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ বজ্রং সুরেন্দ্রস্য চ বিগ্রহেঽস্য মুক্তং সুসূক্ষ্মত্বমুপাজগাম । সন্ত্যজ্য সিংহং মহিষাসুরস্য দুর্গাধিরূঢা সহসৈব পৃষ্ঠং ॥ ৪৫ ॥ পৃষ্ঠে স্থিতায়াং মহিষাসুরোঽপি পোপ্লূয়তে বীর্যমদান্ মৃড়ান্যাঃ । সা চাপি পদ্ভ্যাং মৃদুকোমলাভ্যাং মমর্দ্দ তং ছিন্নমিবাজিনং হি ॥ ৪৬ ॥ স মৃদ্যমানো ধরণীধরাভো দেব্যা বলী হীনবলো বভূব । ততোঽস্য শূলেন বিভেদ কণ্ঠং তস্মাৎ পুমান্ খড়্গধরো বিনির্গতঃ ॥ ৪৭ ॥ নিষ্ক্রান্তমাত্রং হৃদয়ে পদা তমাহত্য সংগৃহ্য কচেষু কোপাৎ । শিরঃ প্রচিচ্ছেদ বরাসিনাস্য হাহাকৃতং দৈত্যবলং তদাভূৎ ॥ ৪৮ ॥ স চণ্ডমুণ্ডাঃ সময়াঃ সতারাঃ সহাসিলোম্না ভয়কাতরাক্ষাঃ । সন্তাড্যমানাঃ প্রমথৈর্ভবান্যাঃ পাতালমেবাবিবিশুর্ভয়ার্ত্তাঃ ॥ ৪৯ ॥ দেব্যা জয়ং দেবগণা বিলোক্য স্তুবন্তি দেবীং স্তুতিভির্মহর্ষে । নারায়ণীং সর্ব্বজগৎপ্রতিষ্ঠাং কাত্যায়নীং ঘোরমুখীং সুরূপাং ॥ ৫০ ॥ সংস্তূয়মানা সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ

মেঘ সকল ছিন্ন করিয়া, দেবীর প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৪০ ॥ তিনি সেই দুষ্টকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন সে ভিন্নকট করীন্দ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, দেবী তাহার শির ছেদন করিলেন। সে পুনরায় স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল ॥ ৪১ ॥ তখন ভবানী তাহাঁর উদ্দেশে শূল নিক্ষেপ করিলেন। সেই শূল তৎকর্ত্তৃক ছিন্নমূল হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হইল। মহর্ষে! তদ্দর্শনে দেবী হুতাশনের বজ্রস্বরূপ শক্তি নিক্ষেপ করিলে, তাহাও কুণ্ঠিতাগ্র হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর দেবী দানবচক্রহন্তা হরির চক্র সত্বরে প্রয়োগ করিলে, তাহাও বক্র হইয়া গেল। তখন দেবী ধনেশ্বরের গদা সমাবিদ্ধ করিয়া, নিক্ষেপ করিলেন। তাহাও ভগ্ন ও পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইল ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর মহাসুর মহিষ বিষাণ, তুণ্ডাগ্র ও খুরপ্রহার সহকারে দেবীর প্রযোজিত জলেশ্বরপাশ ছিন্ন করিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিলে, তিনি কোপিত হইয়া যমের দণ্ড প্রযোজিত করিলেন। তাহাও মহিষের প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল ॥ ৪৪ ॥ সুরেন্দ্রের বজ্রও তদীয় কলেবরে বিমুক্ত হইবামাত্র, নিতান্ত সূক্ষ্মভাবাপন্ন হইল তখন দেবী দুর্গা সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ মহিষাসুরেরপৃষ্ঠদেশে অধিরূঢ় হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তিনি পৃষ্ঠে অধিরোহণ করিলে, মহিষাসুর বীর্যমদে পুনঃ পুনঃ উৎপতিত হইতে লাগিল। তখন তিনি মৃদু কোমল পদাঘাতে ছিন্ন অজিনের ন্যায়, তাহারে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ সেই পর্ব্বতপ্রতিম মহাবল মহিষ দেবী কর্ত্তৃক মৃদ্যমান হওয়াতে, বলহীন হইয়া পড়িল। তখন দেবী শূল দ্বারা তদীয় কণ্ঠ বিদারিত করিলে, তাহা হইতে খড়্গধর পুরুষ বিনির্গত হইল ॥ ৪৭ ॥ নিষ্ক্রান্তমাত্র দেবী তাহার হৃদয়ে আঘাত ও রোষভরে তাহার কেশপাশ গ্রহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত দৈত্যসৈন্য হাহাকার করিয়া উঠিল ॥ ৪৮ ॥ তখন চণ্ড, মুণ্ড, ময়, তার ও অসিলোম সহিত দানবগণ ভবানীর প্রমথগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়কাতরলোচনে পাতালে প্রবেশ করিল ॥ ৪৯ ॥ হে মহর্ষে! দেবগণ দেবীর জয় নিরীক্ষণ করিয়া, সেই নারায়ণী, বিশ্বসংসারের স্থিতিবিধায়িনী, বিকটবদনশালিনী, [illegible] কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ সুর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক

অন্তর্দ্ধানমগমৎ সা হরপাদমূলে। ভূয়ো ভবিষ্যাম্যমরার্থমেবমুক্ত্বা সুরাংস্তান্ প্রবিবেশ দুর্গা ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধো নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। পুলস্ত্য কথ্যতাং তাবদ্ভূয়ো দেব্যাঃ সমুদ্ভবঃ। মহৎ কৌতূহলং মেঽদ্য বিস্তরাদ্ ব্রহ্মবিত্তম ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি ভূয়োঽস্যাঃ সম্ভবং মুনে। শুম্ভাসুরবধার্থায় লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২ ॥ যা সা হিমবতঃ পুত্রী ভবেনোঢা তপোধন। উমা নাম্না চ তস্যাঃ সা কোশাজ্জাতা তু কৌশিকী ॥ ৩ ॥ সম্ভূয় বিন্ধ্যং গত্বা চ ভূয়ো ভূতগণৈর্বৃতা। শুম্ভং চৈব নিশুম্ভঞ্চ বধিষ্যতি বরায়ুধৈঃ ॥ ৪ ॥

নারদ উবাচ। ব্রহ্মংস্ত্বয়া মম খ্যাতা মৃতা দক্ষাত্মজা সতী। সঞ্জাতা হিমবৎপুত্রীত্যেবং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৫ ॥ যথা হি পার্ব্বতীকোশাৎ সমুদ্ভূতা হি কৌশিকী। যথা হতবতী শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ মহাসুরং ॥ ৬ ॥ কস্য চেমৌ সুতৌ বীরৌ খ্যাতৌ শুম্ভনিশুম্ভকৌ। এতন্মে তত্ত্বতঃ সর্ব্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৭ ॥ ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্। শ্রুতং বিস্তরতো ব্রূহি পার্ব্বত্যাঃ সম্ভবং মুনে ॥ ৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। নিষ্ঠা সংকথয়িষ্যামি পার্ব্বত্যাঃ সংভবং মুনে শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা স্কন্দোৎ-

---

সংস্তূয়মানা হইয়া তিনি দেবগণকে বলিলেন, আমি অমরগণের কার্য্যসাধনার্থ পুনর্ব্বার অবতরণ করিব। এই বলিয়াই মহেশ্বরের পাদমূলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরবধ নামক বিংশ অধ্যায় ॥ ২০ ॥

নারদ কহিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! আপনি দেবীর পুনর্ব্বতারঘটনা সবিস্তার কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মুনে! আমি দেবীর পুনর্ব্বতারঘটনা কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন। তিনি শুম্ভাসুরের সংহরণ ও লোকমঙ্গলসাধন কামনায় পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ হে তপোধন! মহেশ্বর যাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন সেই হিমালয়নন্দিনী উমার কোশ হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তাঁহার নাম কৌশিকী হইয়াছে ॥ ৩ ॥ তিনি সমুদ্ভূত ও পুনরায় ভূতগণে পরিবৃত হইয়া, বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া, বরায়ুধপ্রভাবে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সংহার করিবেন ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি নির্দ্দেশ করিলেন, সেই দক্ষদুহিতা সতী প্রাণত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের আত্মজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কৌশিকী যেরূপে সেই পার্ব্বতীর কোশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, যেরূপে শুম্ভ ও নিশুম্ভ উভয়ের সংহার করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ৫।৬॥ এই বীরদ্বয় কাহার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। আমার নিকট এই সমুদায় তত্ত্ব ও যথাযথ বর্ণন করুন ॥ ৭॥ হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে দেবী দুর্গার উৎকৃষ্ট চরিত বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিলাম, অধুনা পার্ব্বতীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন ॥ ৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মুনে! ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্যের বিষয় যে, পার্ব্বতীর জন্মকথা

পত্তিঞ্চ শাশ্বতীং ॥ ৯ ॥ রুদ্রঃ সত্যাং প্রণষ্টায়াং ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। নিরাশ্রয়ত্বমাপন্নস্তপস্তপ্তুং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ স চাসীদ্দেবসেনানীর্দৈত্যদর্পবিনাশনঃ। শিবরূপত্বমাস্থায় সৈনাপত্যং সমুৎসৃজৎ ॥ ১১ ॥ ততো বিনাকৃতা দেবাঃ সেনানাথেন শম্ভুনা। দানবেন্দ্রেণ বিক্রম্য নিশুম্ভেন পরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥ ততো জগ্মুঃ সুরেশানং দ্রষ্টুং চক্রগদাধরং। শ্বেতদ্বীপে মহাহংসং প্রপন্নাঃ শরণং হরিং ॥ ১৩ ॥ তানাগতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা ততঃ শক্রপুরোগমান্। বিহস্য মেঘগম্ভীরং প্রোবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥ কিং জিতাঃ স্থাসুরেন্দ্রেণ নিশুম্ভেন দুরাত্মনা। যেন সর্ব্বে সমেত্যৈব মম পার্শ্বমুপাগতাঃ ॥ ১৫ ॥ তদ্যুষ্মাকং হিতার্থায় যদ্বদামি সুরোত্তমাঃ। তৎ কুরুধ্বং জয়ো যস্মি সমাশ্রিত্য ভবেত্ততঃ ॥ ১৬ ॥ য এতে পিতরো দেবাস্ত্বগ্নিষাত্তেতিবিশ্রুতাঃ। অমীষাং মানসী কন্যা মেনা নাম্নাস্তি দেবতা ॥ ১৭ ॥ তামারাধ্য মহাতিথ্যাং শ্রদ্ধয়া পরয়ামরাঃ। প্রার্থয়ধ্বং সতীমেনাং প্রালেয়াদ্রিমহার্থতঃ ॥ ১৮ ॥ তস্যাং সা রূপসংযুক্তা ভবিষ্যতি তপস্বিনী। দক্ষকোপাদ্যয়া মুক্তং মলবজ্জীবিতং প্রিয়ং ॥ ১৯ ॥ সা শঙ্করাৎ সতেজোংশং জনয়িষ্যতি যং সুতং। স হনিষ্যতি দৈত্যেন্দ্রং শুম্ভঞ্চ সপদানুগং ॥ ২০ ॥ তস্মাদ্গচ্ছত পুণ্যং তৎ কুরুক্ষেত্রং মহাফলং। তত্র পৃথূদকে তীর্থে পূজ্যন্তাং পিতরোব্যয়াঃ ॥ ২১ ॥ মহাতিথ্যাং মহাপুণ্যে যদি শত্রুপরাভবং। ভবনাথাত্মনা সর্ব্বে ইচ্ছথ ক্রিয়তামিতি ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তা বাসুদেবেন দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা পপ্রচ্ছুঃ পরমেশ্বরং ॥ ২৩ ॥

কীর্ত্তন করিব। অবহিত হইয়া, শাশ্বতী স্কন্দোৎপত্তিও শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥ সতী দেহত্যাগ করিলে, রুদ্র ব্রহ্মচারিব্রত আশ্রয় ও নিরাশ্রয়ত্ব অবলম্বন করিয়া, তপশ্চরণার্থ কৃতসংকল্প হইলেন ॥ ১০ ॥ তিনি দেবগণের দৈত্যদর্পবিনাশী সেনাপতি ছিলেন। এক্ষণে শিবস্বরূপত্ব আশ্রয় করিয়া, সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥ দেবগণ সেনানাথ শম্ভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে, দানবেন্দ্র শম্ভু বিক্রমপ্রকাশপুরঃসর তাঁহাদিগকে পরাজয় করিল ॥ ১২ ॥ তখন দেবগণ চক্রগদাধর সুরেশ্বর হরির সন্দর্শনমানসে শ্বেতদ্বীপে গমন ও তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

পুরুষোত্তম হরি শক্রপ্রমুখ সুরগণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া, হাস্য করত মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ দুরাত্মা দৈত্যেন্দ্র নিশুম্ভ কি আপনাদিগকে জয় করিয়াছে? সেইজন্যই সকলে সমবেত হইয়া, মদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥ অতএব হে সুরোত্তম সকল! আপনাদের হিতের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি, তাহা করুন। তাহা হইলেই, জয় লাভ করিবেন ॥ ১৬ ॥ হে দেবগণ! এই যে পিতৃগণ অগ্নিষাত্তাদি নামে বিখ্যাত, মেনা নামে ইহাঁদেরর এক কন্যা আছেন ॥ ১৭ ॥ আপনারা মহাতিথিতে পরমশ্রদ্ধান্বিত হইয়া, তাঁহারে আরাধনা করিয়া, প্রার্থনা করুন ॥ ১৮ ॥ তাহা হইলেই, যিনি দক্ষের প্রতি রোষবশা হইয়া আপনার প্রিয় জীবিত মলবৎ পরিহার করিয়াছেন, সেই রূপশালিনী তপস্বিনী সতী ইহাঁর গর্ভে সমুৎপন্না হইবেন ॥ ১৯ ॥ এবং শঙ্করের তেজোংশে যে পুত্রের জন্মদান করিবেন, তিনিই যাবতীয় পদানুগসমভিব্যাহারী দৈত্যেন্দ্র শম্ভুর সংহার করিবেন ॥ ২০ ॥ অতএব আপনারা মহাফলজনক পরমপবিত্র কুরুক্ষেত্রে গমন এবং তথায় পৃথূদকনামক তীর্থে অবিনাশীস্বরূপ পিতৃগণের উপাসনা করুন ॥ ২১ ॥ যদি ভবাত্মজের সাহায্যে শত্রুপরাভবের বাসনা থাকে, মহাতিথিতে সেই মহাপুণ্যতীর্থে ঐরূপ অনুষ্ঠান করুন ॥ ২২ ॥

ইত্যাদি অমরগণ বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুরুক্ষেত্র কিরূপ, যাহাতে পুণ্যতীর্থ পৃথূদক প্রতিষ্ঠিত আছে।

দেবা ঊচুঃ। কিং তৎ কুরুক্ষেত্রমিতি যত্র পুণ্যং পৃথূদকং। উদ্ভবং তস্য তীর্থস্য ভগবান্ প্রব্রবীতু নঃ ॥ ২৪ ॥ কেয়ং প্রোক্তা মহাপুণ্যা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ। যস্যাং হি পিতরো দিব্যা অদ্ভিঃ পূজ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ সুরাণাং বচনান্মুরারিঃ কৈটভার্দ্দনঃ। কুরুক্ষেত্রোদ্ভবং পুণ্যং প্রোক্তবাংস্তাং তিথীমপি ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। সোমবংশোদ্ভবো রাজা ঋক্ষো নাম মহাবলঃ। কৃতস্যাদৌ সমভবদৃক্ষাৎ সম্বরণোঽভবৎ ॥ ২৭ ॥ স চ পিত্রা নিজে রাজ্যে বাল এবাভিষেচিতঃ। বাল্যেঽপি ধর্ম্মনিরতো মদ্ভক্তশ্চ সদাভবৎ ॥ ২৮ ॥ পুরোহিতস্তস্য বসিষ্ঠো বরুণাত্মজঃ। স তমধ্যাপয়ামাস সাঙ্গান্ বেদানুদারধীঃ ॥ ২৯ ॥ ততো জগাম চারণ্যে ত্বনধ্যায়ে নৃপাত্মজঃ। সর্ব্বকর্ম্মসু নিক্ষিপ্য বসিষ্ঠং তপসাং নিধিং ॥ ৩০ ॥ ততো মৃগয়া ব্যাক্ষেপাদেকাকী বাজিনা বনং। বৈভ্রাজং স জগামাথ মনোন্মাদেন তদ্বনে ॥ ৩১ ॥ ততস্তু কৌতুকাবিষ্টঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমে বনে। অবিতৃপ্তঃ সুগন্ধস্য সমন্তাদ্ব্যচরদ্বনং ॥ ৩২ ॥ স বনান্তং দদর্শাথ ফুল্লকোকনদাবৃতং। কহ্লারপদ্মকুমুদৈঃ কমলেন্দীবরৈরপি ॥ ৩৩ ॥ তত্র ক্রীড়ন্তি সততমপ্সরোমরকন্যকাঃ। তাসাং মধ্যে দদর্শাথ কন্যাং সম্বরণোঽধিকাং ॥ ৩৪ ॥ দর্শনাদেব স নৃপঃ কামমার্গণপীড়িতঃ। তথা সা চ তমীক্ষ্যৈব কামবাণাতুরাভবৎ ॥ ৩৫ ॥ উভৌ তৌ পীড়িতৌ মোহং জগ্মতুঃ কামমার্গণৈঃ। রাজা চলাসনো ভূম্যাং নিপপাত তুরঙ্গমাৎ ॥ ৩৬ ॥ তমভ্যেত্য মহাত্মানো গন্ধর্ব্বাঃ কামরূপিণঃ। সিষিচুর্ব্বারিণা তেন লব্ধসংজ্ঞোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥ সা চাপ্সরোভিরুৎপাট্য নীতা পিতৃকুলং নিজং। তাভিরা-

---

ভগবন্! সেই তীর্থের আবির্ভাববৃত্তান্ত আমাদের সকাশে সবিশেষ কীর্তন করুন ॥ ২৪ ॥ তিথিগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই মহাপুণ্য তিথিই বা কীদৃশ, যাহাতে দিব্যস্বরূপ পিতৃগণকে প্রযত্ন-পূর্ব্বক পয়ঃপ্রদান করিয়া, পূজা করিতে হয় ॥ ২৫ ॥

কৈটভনিসূদন মুরারি তাঁহাদের বাক্যে প্রেরিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রের উদ্ভববৃত্তান্ত সহিত সেই পবিত্র মহাতিথির বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ সত্যযুগের আদিতে সোমবংশে ঋক্ষনামে মহাবল রাজা সমুদ্ভূত হন। ঋক্ষ হইতে সংবরণের জন্ম হয় ॥ ২৭ ॥ পিতা বাল্যকালেই তাঁহারে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি সেই বালবয়সেই ধর্ম্মনিরত ও আমার ভক্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৮ ॥ বরুণাত্মজ বশিষ্ঠ তদীয় পৌরহিত্য করিতেন। সেই উদারবুদ্ধি বশিষ্ঠ তাঁহারে সমুদায় সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর অনধ্যায়দিবসে রাজনন্দন তপোনিধি বশিষ্ঠের হস্তে সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া, অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ তদনন্তর মৃগের ব্যাক্ষেপবশতঃ তিনি একাকী অশ্বারোহণে মনের উন্মাদনক্রমে বৈভ্রাজনামক অরণ্যে সমাগত হইলেন ॥ ৩১ ॥ ঐ অরণ্য সকল ঋতুর কুসুমে আমোদিত। তিনিও গন্ধঘ্রাণে কোন মতেই তৃপ্তিশেষ লাভ করিতে না পারিয়া, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ তিনি দেখিলেন, ঐ বনান্ত প্রফুল্ল কোকনদে পরিবৃত। এবং কহ্লার, পদ্ম, কুমুদ, কমল ও ইন্দীবরসমূহে সমাচ্ছন্ন ॥ ৩৩ ॥ তথায় অমর ও অপ্সরকন্যারা সতত ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষশালিনী কন্যারে দর্শন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ দর্শন করিবামাত্র তিনি কামবাণে পীড়িত হইয়া উঠিলেন। সেই কন্যাও তাঁহারে অবলোকন করিয়া, মদনশরে একান্ত অভিভূত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ এইরূপে উভয়েই কামবাণে পীড়িত ও তন্নিবন্ধন মোহের বশতাপন্ন হইলেন। তন্মধ্যে রাজা আসনভ্রষ্ট হইয়া, তুরঙ্গম হইতে ধরাতল আশ্রয় করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তদ্দর্শনে কামরূপী মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ অভিপতিত হইয়া, তাঁহারে সলিলসিক্ত করিলে, ক্ষণমধ্যেই তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল ॥ ৩৭ ॥ তখন অপ্সরোগণ তপতীরে

শ্বাসিতা চাপি মধুরৈর্বচনাংবুভিঃ ॥ ৩৮ ॥ স চাপ্যারুহ্য তুরগং প্রতিষ্ঠানং পুরোত্তমং । গতস্তু মেরুশিখরং কামচারী যথাঽমরঃ ॥ ৩৯ ॥ যদা প্রভৃতি সা দৃষ্টা চক্ষুষা তপতী গিরৌ । তদা প্রভৃতি নাশ্নাতি দিবা স্বপিতি বা নিশি ॥ ৪০ ॥ ততঃ সর্ব্ববিদব্যগ্রো বিদিত্বা বরুণাত্মজঃ । তপতী-তাপিতবীরং পার্থিবং তপসাং নিধিঃ ॥ ৪১ ॥ সমুৎপত্য মহাযোগী গগনস্থরবিমণ্ডলং । বিবেশ দেবঞ্চাপশ্যৎতত্রাদর্শ স্যন্দনে স্থিতং ॥ ৪২ ॥ তং দৃষ্ট্বা ভাস্করং দেবং ননাম দ্বিজসত্তমঃ । প্রতি-প্রণমিতশ্চাসৌ ভাস্করেণাপি সদৃবিঃ ॥ ৪৩ ॥ জ্বলজ্জটাকলাপোসৌ দিবাকরসমীপগঃ । শোভতে-বারুণিঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ সংপূজিতোঽর্ঘ্যাদ্যৈর্ভাস্করেণ তপোধনঃ । পৃষ্টশ্চাগমনে হেতুং প্রত্যুবাচ দিবাকরং ॥ ৪৫ ॥ সমায়াতোঽস্মি দেবেশ যা চিন্তুং ত্বাং মহাদ্যুতে । সুতাং সংবরণস্যার্থে যক্ষ তাং দাতুমর্হসি ॥ ৪৬ ॥ ততো বসিষ্ঠায় দিবাকরেণ নিবেদিতা সা তপতী তনুজা । গৃহাগতায় দ্বিজপুঙ্গবায় রাজ্ঞোঽর্থতঃ সংবরণস্য চৈব ॥ ৪৭ ॥ সাবিত্রমাসাদ্য বচো বসিষ্ঠঃ স্বমাশ্রমং পুণ্যমুপাজগাম । সা চাপি সংস্মৃত্য নৃপাত্মজং তং কৃতাঞ্জলির্বারুণিমাহ দেবী ॥ ৪৮ ॥

তপত্যুবাচ । ব্রহ্মন্ ময়া খেদমুপেত্য যো হি সহাপ্সরোভিঃ পরিচারিকাভিঃ । দৃষ্টো হরণ্যেঽমরগর্ভতুল্যো নৃপাত্মজো লক্ষণতোপি জানে ॥ ৪৯ ॥ পাদৌ শুভৌ চক্রগদাসিচিহ্নৌ জঙ্ঘে তথোরূ করিহস্ততুল্যৌ । কটির্যথা কেসরিণস্তথৈব ক্ষামঞ্চ মধ্যং ত্রিবলীনিবদ্ধং ॥ ৫০ ॥ গ্রীবাস্য শঙ্খাকৃতিমাদধাতি ভুজৌ চ পীনৌ কঠিনৌ সুদীর্ঘৌ । হস্তৌ তথা পদ্মদলোদ্ভবাংকৌ ছত্রাকৃতি-স্তস্য শিরো বিভাতি ॥ ৫১ ॥ নীলাশ্চ কেশাঃ কুটিলাশ্চ তস্য কর্ণৌ সমাংসৌ সুসমা চ নাসা ।

বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে স্বকীয় পিতৃকুলে লইয়া গেল । এবং মধুর বচনসলিলে তাঁহারে আশ্বাসিত করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ।

এদিকে নরপতি সংবরণ, কামচারী অমর যেমন মেরুশিখরে গমন করেন, তদ্রূপ অশ্বারোহণে প্রতিষ্ঠানপুরে সমাগত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ তপতীকে গিরিপৃষ্ঠে দর্শন করিয়া অবধি তিনি দিবসে আহার ও রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিলেন ॥ ৪০ ॥ অব্যগ্রস্বভাব, সর্ব্ববিৎ, তপোনিধি বশিষ্ঠ সেই বীরকে তপতীতাপিত অবলোকন করিয়া ॥ ৪১ ॥ গগনমণ্ডলে সমুৎপাতিত ও রবিমণ্ডলে মহাযোগবলে প্রবিষ্ট হইয়া, স্যন্দনস্থ ভগবান্ ভাস্করকে দর্শন করিলেন ॥ ৪২॥৪৩ ॥ দ্বিজসত্তম দিবাকরকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, প্রণাম করিলে, সেই ভাস্করও তাঁহারে প্রতিপ্রণাম করিলেন ॥৪৩॥ শ্রীমান্ বশিষ্ঠ প্রজ্বলিত বিবস্বানের ন্যায়, শোভমান হইলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর দিবাকর অর্ঘ্যাদি দ্বারা সবিশেষ পূজা করিয়া, আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধন বারুণি প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে দেবেশ ! হে মহাদ্যুতে ! সম্বরণের জন্য ভবদীয় দুহিতা তপতীরে যাচ্ঞা করিবার অভিলাষে আপনার সকাশে আসিয়াছি । তাঁহারে প্রদান করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

তখন দিবাকর সম্বরণের জন্য গৃহাগত দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠকে স্বকীয় দুহিতা তপতী নিবেদন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর বশিষ্ঠ সূর্য্যের অনুমতিবাক্য গ্রহণ করিয়া, আপনার পবিত্র আশ্রম-পদে উপাগত হইলেন । ঐ সময়ে দেবী তপতী নৃপনন্দন সম্বরণকে স্মরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ॥ ৪৮ ॥ আমি পরিচারিকা অপ্সরোগণের সহিত অরণ্যমধ্যে যে দেবগর্ভতুল্য নৃপাত্মজকে নিরীক্ষণ করিয়া, খিন্নহৃদয়া হইয়াছি, তাঁহার লক্ষণ সমস্ত আমার বিদিত আছে ॥ ৪৯ ॥ তাঁহার পদযুগল পরমসুন্দর এবং চক্রগদাখড়্গাচিহ্নে লাঞ্ছিত । তাঁহার জঙ্ঘা ও উরুদ্বিতয় করিকরসদৃশ । তাঁহার কটি কেশরীর সমান ; মধ্যদেশ কৃশ ও ত্রিবলিতরঙ্গে অলঙ্কৃত ॥ ৫০ । তাঁহার গ্রীবা শঙ্খাকৃতি । এবং ভুজযুগল পীন, কঠিন ও সুদীর্ঘ । তাঁহার হস্ত পদ্মদলোদ্ভবাঙ্কিত এবং মস্তক ছত্রাকৃতি ও পরমশোভমান ॥ ৫১ ॥ তাঁহার কেশকলাপ

নীলাশ্চ তস্যাঙ্গুলয়ঃ সুপর্ব্বাঃ পদ্ভ্যাং করাভ্যাং দশনাশ্চ শুভ্রাঃ ॥ ৫২ ॥ ষডুন্নতঃ ষড়ভি-রুদারবীর্য্যস্ত্রিভির্গভীরস্ত্রিষু চ প্রলম্বঃ। রক্তস্তথা সপ্তসু রাজপুত্রঃ কৃষ্ণশ্চতুর্ভিস্ত্রিভিরানতোঽপি ॥৫৩॥ দ্বাভ্যাঞ্চ শুক্লঃ সুরভিশ্চতুর্ভিঃ দশস্বেব পদ্মানি দশৈব চাস্য। বৃতঃ স ভর্ত্তা ভগবন্ হি পূর্ব্বং স্বতং রাজপুত্রং পরমং বিচিন্ত্য ॥ ৫৪ ॥ দদস্ব মাং নাথ তপস্বিমুখ্য গুণোপপন্নায় সমীহিতায়। স্নেহাৎ প্রকামং প্রবদন্তি সন্তো দাতুং তথাহন্যস্য বিভো কমন্তুং ॥ ৫৫ ॥

দেবদেব উবাচ। ইত্যেবমুক্তঃ সবিতুশ্চ পুত্র্যা ঋষিস্তদা ধ্যানপরো বভূব। জ্ঞাত্বা তদে-কমুক্তং সকামং মুদা যুতো বাক্যমিদং জগাদ ॥৫৬॥ স এব পুত্রি ক্ষিতিপাত্মজস্ত্বয়া দৃষ্টঃ পুরা কাম-যুতো বরস্য। স এষ চায়াতি মমাশ্রমং বৈ ঋক্ষাত্মজঃ সংবরণো হি নাম্না ॥ ৫৭ ॥ অথাজগামৈব নৃপঃস পুত্রস্তদাশ্রমং ব্রাহ্মণপুঙ্গবস্য। দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না স্থিতাং স পশ্যত্তপতীং নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৮ ॥ দৃষ্ট্বা চ তাং পদ্মবিশালনেত্রাং সংদৃষ্টপূর্ব্বেয়মিতি ব্যচিন্তয়ৎ। পপ্রচ্ছ কেয়ং ললনা দ্বিজেন্দ্র স বারুণিঃ প্রাহ নরাধিপেন্দ্রং ॥ ৫৯ ॥ ইয়ং বিবস্বদ্দুহিতা নরেন্দ্র নাম্না প্রসিদ্ধা তপতী পৃথিব্যাম্। ময়া ভবার্থায় দিবাকরোঽর্থিতঃ প্রাদাৎস্বয়া স্বাশ্রমমাপিতেয়ম্ ॥ ৬০ ॥ তস্মাৎ সমুত্তিষ্ঠ নরেন্দ্র দেব্যাঃ পাণিং তপত্যা বিধিবদ্গৃহাণ। ইত্যেবমুক্তো নৃপতিঃ প্রহৃষ্টো জগ্রাহ পাণিং

কুটিলভাবাপন্ন ও নীলবর্ণে সমলঙ্কৃত ; কর্ণযুগল সমাংস ও নাসিকা সুসম। তাঁহার পাদের ও হস্তের অঙ্গুলি সকল দীর্ঘ ও সুন্দরপর্ব্ববিশিষ্ট এবং দশনপংক্তি শুভ্র ॥ ৫২ ॥ তিনি উদারবীর্য্যসম্পন্ন, ষড়ুন্নত, ত্রিগভীর, ত্রিপ্রলম্ব, সপ্তরক্ত, চতুঃকৃষ্ণ, আনতত্রিক ॥ ৫৩ ॥ দ্বিশুক্ল, সুরভিচতুষ্ক ও দশপদ্মে সমলংকৃত। হে ভগবন্ ! আমি সেই রাজপুত্রকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া, অগ্নিসমক্ষে তাঁহারেই ভর্ত্তারূপে বরণ করিয়াছি ॥ ৫৪ ॥ হে নাথ ! হে তপস্বিমুখ্য ! সেই গুণসম্পন্ন নৃরাজনন্দনই আমার অভিলষিত বর। অতএব তাঁহার হস্তে আমারে সম্প্রদান করুন। হে বিভো ! আপনি অন্যতর পাত্রে আমারে অর্পণ করিতে পারেন। তথাপি, সাধুগণ বলিয়াছেন, যাহার প্রতি যাহার অনুরাগ, তাহাতেই তাঁহার কাম পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাকেই সম্প্রদান করিবে। ৫৫ ।

দেবদেব কহিলেন, ভাস্করনন্দিনী তপতী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই রাজা সম্বরণ যে ইহার প্রতি কামনাপরতন্ত্র হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, অয়ি পুত্রি ! তুমি অদ্য যাঁহারে কামনা করিতেছ, পূর্ব্বে তাঁহাকেই তুমি দর্শনগোচর করিয়াছিলে। সম্বরণ নামে প্রসিদ্ধ সেই এই ঋক্ষনন্দন আমার আশ্রমে আসিতেছেন। ৫৬।৫৭॥ বলিতে বলিতে নৃপনন্দন সম্বরণ ব্রাহ্মণপুঙ্গব বশিষ্ঠের আশ্রমপদে পদার্পণ ও তাঁহারে দর্শনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিয়া, তথায় অবস্থিত তপতীরে অবলোকন করিলেন॥ ৫৮ ॥ সেই পদ্মবিশাল-লোচনা ললনারে নেত্রগোচর করিয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহারে পূর্ব্বে অবলোকন করিয়াছি। এইপ্রকার চিন্তাবসানে মহর্ষিরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র ! এই ললনা কে ? বশিষ্ঠ কহিলেন, নরাধিপেন্দ্র ! ॥ ৫৯ ॥ ইনি ভানুমানের আত্মজা ; তপতী নামে প্রসিদ্ধা। আমি তোমার জন্য দিবাকরের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি ইহারে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতেই আশ্রমে আনয়ন করিয়াছি ॥ ৬০ ॥ অতএব হে নরেন্দ্র ! সমুত্থিত হও, এবং যথাবিধানে দেবী তপতীর পাণিগ্রহণ কর।

রাজা সংবরণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, পরমহর্ষাবিশিষ্ট হৃদয়ে যথাবিধানে তপতীর পাণি-

বিবিধভূপতাঃ ॥ ৬১ ॥ সা তং পতিং প্রাপ্য মনোভিরামং সূর্য্যাত্মজা শক্রসমপ্রভাবম্ । রেমে চ তেনৈব গৃহোত্তমেষু যথা মহেন্দ্রেণ পুলোমজা দিবি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে তপতীপরিণয়ো নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

দেবদেব উবাচ । তস্যাং তপত্যাং নরসত্তমেন জাতঃ সুতঃ পার্থিবলক্ষণস্তু । স জাত-কর্ম্মাদিভিরেব সংস্কৃতো হ্যবর্দ্ধতাজ্যেন হুতো যথাগ্নিঃ ॥ ১ ॥ কৃতঞ্চ চূড়াকরণং তু দেবা বিপ্রেণ মিত্রাবরুণাত্মজেন । নবাব্দিকস্য ব্রতবন্ধনঞ্চ বেদে চ শাস্ত্রে বিধিপারগোঽভূৎ ॥ ২ ॥ ততশ্চতুঃ-ষড়্‌ভিরপীহ বর্ষৈঃ সর্ব্বজ্ঞতামভ্যগমত্ততোঽসৌ । খ্যাতঃ পৃথিব্যাং পুরুষোত্তমোঽসৌ নাম্না কুরুঃ সম্বরণস্য পুত্রঃ ॥ ৩ ॥ ততো নরপতির্দৃষ্ট্বা পুত্রং ষোড়শবার্ষিকম্ । দারক্রিয়ার্থমকরোদ্যত্নং শুভকুলে ততঃ ॥ ৪ ॥ সৌদামিনীঞ্চ সুদাম্নস্তু সুতাং রূপাধিকাং নৃপঃ । কুরোরর্থায় বৃতবান্ স প্রাদাৎ কুরবেঽপি তাম্ ॥ ৫ ॥ স তাং নৃপসুতাং লব্ধা স্বধর্ম্মানবিরোধয়ন্ । রেমে তয়া সহ-তয়া পৌলোম্যা মঘবানিব ॥ ৬ ॥ ততো নরপতিঃ পুত্রং রাজ্যভারক্ষমং বলী । বিদিত্বা যৌবরাজ্যায় বিধানেনাভ্যষেচয়ৎ ॥ ৭ ॥ ততো রাজ্যেঽভিষিক্তস্তু কুরুঃ পিত্রা নিজে পদে । স পালয়ামাস মহীং পুত্রবচ্চ প্রজাঃ স্বয়ং ॥ ৮ ॥ স এব ক্ষেত্রপালোঽভূৎ পশুপালঃ স এব হি । স এব রাজ্য-পালশ্চ অজাপালো মহাবলঃ ॥ ৯ ॥ ততোঽস্য বুদ্ধিরুৎপন্না হ্যস্মিল্লোকে গরীয়সী । যাবৎ কীর্ত্তিঃ সুসংস্থা তাবদ্বাসস্তয়া সহ ॥ ১০ ॥ অন্বেবং নৃপতিশ্রেষ্ঠো যথাতথ্যমমন্তত । বিচচার মহীং

গ্রহণ করিলেন ॥ ৬১ ॥ সূর্য্যাত্মজা তপতী সেই শক্রসমপ্রভাবসম্পন্ন মনোভিরাম পতি প্রাপ্ত হইয়া, মহেন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায়, তাঁহার সমভিব্যাহারে গৃহোত্তমসমূহে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে তপতীপরিণয় নামক একবিংশ অধ্যায় ॥ ২১ ॥

দেবদেব কহিলেন, নরসত্তম সংবরণ তপতীর গর্ভে পার্থিবলক্ষণলক্ষিত এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন হইলে, ঐ পুত্র ঘৃতাক্ত হুতাশনের ন্যায়, বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥ হে দেবশ ! মিত্রাবরুণাত্মজ বশিষ্ঠ চূড়াকরণ ও নবাব্দিক ব্রত বন্ধন করিলে, সেই পুত্র বেদে ও শাস্ত্রে বিধিবৎ পারগ হইল ॥ ২ ॥ অনন্তর চারি ছয় বৎসরেই সর্ব্বজ্ঞতালাভ করিল। সংবরণের সেই পুত্র পৃথিবীতে পুরুষোত্তম কুরু নামে বিখ্যাতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩ ॥ অনন্তর সংবরণ পুত্রকে ষোড়শবর্ষদেশীয় দর্শন করিয়া শুভবংশে দারক্রিয়ার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তৎপ্রসঙ্গে তিনি রাজা সুদামার নন্দিনী রূপোৎকর্ষশালিনী সৌদামিনীরে পুত্রের জন্য বরণ ও তিনিও কুরুর হস্তে আত্মজারে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥ কুরু সেই নৃপ-নন্দিনীরে লাভ করিয়া, স্বধর্ম্মের অবিরোধে তাঁহার সহিত, শচীসঙ্গত ইন্দ্রের ন্যায়, বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর সংবরণ পুত্রকে রাজ্যপালনক্ষম অবগত হইয়া, যথাবিধানে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৭ ॥ কুরু পিতা কর্ত্তৃক নিজপদে অভিষিক্ত হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা-গণের ও পৃথিবীর পরিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ এবং তিনিই ক্ষেত্রপাল হইলেন, তিনিই পশুপাল হইলেন, এবং তিনিই রাজপাল ও অজাপাল হইলেন ॥ ৯ ॥ কালসহকারে তাঁহার এইরূপ গরীয়সী বুদ্ধির উদয় হইল, ইহলোকে যাবৎ কীর্ত্তি বিরাজ করে, তাবৎ তাহার সহিত বাস ॥ ১০ ॥ হইয়া থাকে। নৃপতিশ্রেষ্ঠ কুরু যথাতথ্য এইরূপ বিবেচনা করিয়া, কীর্ত্তিপ্রাপ্ত্যর্থ

সর্ব্বাং কীর্ত্তার্থমিহ পর্য্যটিপঃ ॥ ১১ ॥ ততোদ্বৈতবনং নাম পুণ্যং লোকচরো বশী। তদানাবত্তি-সন্তুষ্টো বিবেশাভ্যান্তরং ততঃ ॥ ১২ ॥ তত্র দেবীং দদর্শাথ পুণ্যাং পাপবিমোচনীম্। প্লক্ষজাং ব্রহ্মণঃ পুত্রীং হরিজিহ্বাং সরস্বতীং ॥ ১৩ ॥ সুদর্শনস্য জননীং হ্রদং কৃত্বা সুবিস্তৃতং। তস্যাস্তু-জলমাসাদ্য স্নাত্বা প্রীতোভবন্নৃপঃ ॥ ১৪ ॥ সমাজগাম চ পুনর্ব্রহ্মণো বেদিমুত্তরাং। সমন্ত-পঞ্চকং নাম ধর্ম্মস্থানমনুত্তমং। আসংমন্তাদেযাজনানি পঞ্চ পঞ্চ চ সর্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥

দেবা উচুঃ। কিয়ন্ত্যো বেদয়ো দেব ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তম। যেনোত্তরতয়া বেদী গদিতা সর্ব্ব-পঞ্চকে ॥ ১৬ ॥

হরিরুবাচ। বেদয়ো লোকনাথস্য পঞ্চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বতঃ। যাসু যষ্টং সুরেশেন লোকনাথেন শম্ভুনা ॥ ১৭ ॥ প্রয়াগো মধ্যমা বেদিঃ পূর্ব্বা বেদির্গয়াশিরঃ। বিরজা দক্ষিণা বেদিরনন্তফল-দায়িনী ॥ ১৮ ॥ প্রতীচী পুষ্করা বেদিস্ত্রিভিঃ কুণ্ডৈরলংকৃতা। সমংতপঞ্চকে চোক্তা বেদিরেবো-ত্তরা তথা ॥ ১৯ ॥ তদমন্যত রাজর্ষিরিদং ক্ষেত্রং মহাফলং। করিষ্যামি কৃষিষ্যামি সর্ব্বান্ কামান যথে প্সিতম্ ॥ ২০ ইতি সংচিন্ত্য মনসা ত্যক্ত্বা স্যন্দনমুত্তমং। চক্রে কীর্ত্ত্যর্থমতুলং স্থানং তৎ-পার্থিবর্ষভঃ ॥ ২১ ॥ কৃত্বা সীরং সসৌবর্ণং গৃহ্য রুদ্রবৃষং প্রভুঃ। বোঁড্রায়ং যাম্যমহিষং স্বয়ং কর্ষিতুমুদ্যতঃ ॥ ২২ ॥ তং কর্ষংতং নরবরং সমভ্যেত্য শতক্রতুঃ। প্রোবাচ রাজন্ কিমিদং ভবান্ কর্ত্তুমিহোদ্যতঃ ॥ ২৩ ॥ রাজাব্রবীৎ সুরবরং তপঃ সত্যং ক্ষমাং দয়াং। কৃষামি শৌচদানে চ যোগঞ্চ ব্রহ্মচারিতাং ॥ ২৪ ॥ তস্যোবাচ হরির্দ্দেবঃ কস্মাদ্বীজং নরেশ্বর। লব্ধং ত্বয়েতি সহসা হ-

---

সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ এইরূপ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে সেই জিতেন্দ্রিয় কুরু পরমপবিত্র দ্বৈত বনে সমাগত ও অতিমাত্র সংতুষ্ট হইয়া, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি-লেন ॥ ১২ ॥ তথায় পাপবিমোচনী, পুণ্যরূপিণী, ব্রহ্মনন্দিনী হরিজিহ্বা সরস্বতী বিরাজ করিতেছেন। সেই প্লক্ষজায়ে নয়নগোচর করিলেন ॥ ১৩ ॥ তিনি সুদর্শনের জননী। তথায় সুবিস্তৃত হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া, রাজা কুরু সেই সরস্বতীর সলিলে সমাসাদন ও স্নান করত প্রীতি-মান হইলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর পুনরায় ব্রহ্মার উত্তরবেদিতে গমন করিলেন। উহাঁর নাম সমন্তপঞ্চক। উহা অত্যুত্তম ধর্ম্মক্ষেত্র। উহা চতুর্দ্দিকেই পঞ্চপঞ্চযোজন বিস্তৃত ॥ ১৫ ॥

দেবগণ কহিলেন, হে দেব! হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্মার কি অন্যান্য বেদী আছে? সেই-জন্যই আপনি সমন্তপঞ্চককে উত্তরবেদি কীর্ত্তন করিলেন ॥ ১৬ ॥

হরি কহিলেন, লোকনাথ সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী ব্রহ্মার পাঁচটী বেদী প্রসিদ্ধ। লোকনাথ দেব-দেব শম্ভু ঐ সকল বেদীতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১৭ ॥ ইহার মধ্যে প্রয়াগ মধ্যবেদি; পূর্ব্ব বেদি গয়াশির; বিরজা দক্ষিণ বেদি; উহা অনন্ত ফল প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ প্রতীচী বেদী পুষ্কর কুণ্ডত্রয়ে অলঙ্কৃত। আর, সমন্তপঞ্চকে উত্তরবেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ রাজর্ষি কুরু মনে মনে স্থির করিলেন, এই উত্তরবেদিকেই আমি মহাফলজনক ক্ষেত্র করিয়া, ইচ্ছানুসারে সমুদায় কামনা কর্ষণ করিব ॥ ২০ ॥ মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা ও রথ ত্যাগ করিয়া, সেই পার্থিবশ্রেষ্ঠ তাহাদেরই কীর্ত্তির জন্য অতুল ক্ষেত্রস্বরূপ করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর স্বর্ণের সীর নির্ম্মাণ ও রুদ্রের বৃষকে গ্রহণ করিয়া, যমের বৃষকে বোঁড্রারূপে অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং কর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২২ ॥ শতক্রতু তদবস্থ রাজার সকাশে সমাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি এখানে কি করিতে উদ্যত হইয়াছেন? ॥ ২৩ ॥

রাজা সেই সুরশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, আমি তপঃ, সত্য, ক্ষমা, দয়া, শৌচ, দান, যোগ ও ব্রহ্মচারিতা এই সকল কর্ষণ করিব ॥ ২৪ ॥

বহস্ত গতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥ সোঽপি শক্রে নৃপতিরহন্যহনি সীরধৃক্ । কৃষতেঽন্যং সমন্তাচ্চ সপ্ত ক্রোশান্মহীপতিঃ ॥ ২৬ ॥ ততোঽহমব্রুবং গত্বা কুরো কিমিদমিত্যথ । তদাষ্টাঙ্গং মহাধর্ম্মং সমাখ্যাতং নৃপেণ হি ॥ ২৭ ॥ ততো ময়াস্য গদিতং নৃপ বীজং ক তিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥ স চাহ মম দেহস্থং বীজং তমহমব্রুবং । দেহ্যহং বাপয়িষ্যামি সীরং কৃষতু বৈ ভবান্ ॥ ২৯ ॥ ততো নৃপতিনা বাহুর্দক্ষিণঃ প্রসৃতঃ কৃতঃ । প্রসৃতং তং ভুজং দৃষ্ট্বা মহাচক্রেণ বেগতঃ ॥ ৩০ ॥ সহস্রধা প্রচিচ্ছেদ যস্মাদেকভুজোঽভবৎ । ততঃ সব্যো ভুজো রাজ্ঞা দত্তশ্ছিন্নাপ্যসৌ ময়া ॥ ৩১ ॥ তথৈবোরুযুগং প্রাদাম্ময়া ছিন্নৌ চ তাবুভৌ । ততঃ স মে শিরঃ প্রাদাত্তেন প্রীতোঽস্মি তস্য চ ॥ ৩২ ॥ বরদোঽস্মীত্যথেত্যুক্তে কুরুর্ব্বরমযাচত ।

কুরুরুবাচ । যাবদেতন্ময়া কৃষ্টং ধর্ম্মক্ষেত্রং তদস্তু বঃ ॥ ৩৩ ॥ স্নাতানাঞ্চ মৃতানাঞ্চ মহাপুণ্যফলন্ত্বিহ । উপবাসশ্চ দানঞ্চ স্নানং জপ্যঞ্চ মাধব ॥ ৩৪।৩৫ ॥ অক্ষয়ং প্রবরে ক্ষেত্রে ভবত্বত্র মহাফলং । তথা ভবান্ সুরৈঃ সার্দ্ধং সমং দেবেন শূলিনা ॥ ৩৬ ॥ বসাত্র পুণ্ডরীকাক্ষ মন্নামব্যঞ্জকেঽচ্যুত । ইত্যেবমুক্তস্তেনাহং রাজ্ঞা বাঢ়মুবাচ তং ॥ ৩৭ ॥ তথা চ ত্বং দিব্যবপুর্ভব ভূয়ো মহীপতে । তথান্তকালে ময্যেব লয়মেষ্যসি সুব্রত ॥ ৩৮ ॥ শাশ্বতী তব কীর্ত্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । তত্র বৈ যাজকো যজ্ঞান্ যজিষ্যসি সহস্রশঃ ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, নরেশ্বর ! কোথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে ? এইরূপ কহিয়াই তিনি হাস্য করত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্র গমন করিলে, রাজা কুরু প্রতিদিন সীরগ্রহণ করিয়া, অন্যান্য স্থান সকল কর্ষণ করিতে লাগিলেন তাহাতে সপ্তক্রোশ কর্ষিত হইল ॥ ২৬ ॥ তখন আমি তথায় গমন করিয়া কহিলাম, কুরু ! এ কি করিতেছ ?

তিনি কহিলেন, আমি অষ্টাঙ্গ মহাধর্ম্ম কর্ষণ করিতেছি ॥ ২৭ ॥

আমি কহিলাম, ইহার বীজ কোথায় ? ২৮ ॥

তিনি কহিলেন, আমার দেহেই বীজ আছে ।

আমি কহিলাম, আমাকে ঐ বীজ প্রদান কর ; আমি বপন করিব । তুমি সীর কর্ষণ কর ॥২৯॥ তখন রাজা আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। আমি সেই প্রসারিত ভুজ দর্শন করিয়া, মহাচক্রের আঘাতে সবেগে ॥ ৩০ ॥ তাহা সহস্রখণ্ডে ছেদন করিলাম । তাহাতে তিনি একভুজ হইলেন। অনন্তর রাজা সব্য ভুজ প্রদান করিলে, আমি তাহাও ছেদন করিলাম ॥ ৩১ ॥ তখন তিনি উরুযুগ্ম প্রদান করিলে, তাহাও ছেদন করিলাম । অনন্তর তিনি মস্তক প্রদান করিলে, আমি তাঁহার প্রতি প্রীতিমান হইলাম ॥ ৩২ ॥ এবং বলিলাম, আমি তোমায় বরদান করিব । তাহাতে কুরু এই বর প্রার্থনা করিলেন, আমি যতদূর কর্ষণ করিয়াছি, ততদূর আপনাদের ধর্ম্মক্ষেত্র হউক ॥ ৩৩ ॥ এখানে স্নান করিলে ও মরিলে যেন মহাপুণ্যফললাভ হয় । হে মাধব ! এখানে উপবাস, দান, স্নান, জপ ॥ ৩৪ ॥ হোম ও যজ্ঞাদি অষ্টবিধ শুভ বা অশুভ যাহাই অনুষ্ঠান করা হউক, হে হৃষীকেশ ! হে শঙ্খচক্রগদাধর ! ॥ ৩৫ ॥ আপনার প্রসাদে তৎসমস্ত যেন এই প্রবরক্ষেত্রে অক্ষয় ও মহাফলবিধায়ক হয় । হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে অচ্যুত ! আপনিও যেন সমুদায় দেবগণ ও দেবদেব মহাদেবের সহিত আমার নামব্যঞ্জক এই ক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিরাজ করেন ।

আমি তৎকর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া কহিলাম, রাজন্ ! আচ্ছা, তাহাই হইবে ॥৩৬॥ ॥ ৩৭ ॥ তদ্ব্যতীত, তুমি দিব্যদেহ হইয়া, অন্তকালে আমাতে লয় পাইবে ॥ ৩৮ ॥ হে সুব্রত ! তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । এবং তুমি সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তস্য ক্ষেত্রস্য রক্ষার্থং দদৌ স পুরুষোত্তমঃ। যক্ষঞ্চ চন্দ্রনামানং বাসুকিঞ্চাপি পন্নগং ॥ ৪০ ॥ বিদ্যাধরং শঙ্কুকর্ণং সুকেশং রাক্ষসেশ্বরং। অজাবনঞ্চ নৃপতিং মহাদেবঞ্চ পাবকং ॥ ৪১ ॥ এতানি সর্ব্বতোহভ্যেত্য রক্ষন্তি কুরুজাঙ্গলং। অমীষাং বলিনোহন্যে চ ভৃত্যাশ্চৈবানুযায়িনঃ ॥ ৪২ ॥ অষ্টৌ সহস্রাণি ধনুর্দ্ধরাণাং নিবারয়ন্তীহ সুদুষ্কৃতান্ বৈ। স্নাতুং ন যচ্ছন্তি মহোগ্ররূপাস্তস্য ক্ষেত্রে বীর চরাচরাণাং ॥ ৪৩ ॥ তস্যৈব মধ্যে বহুপুণ্যযুক্তং পৃথূদকং পাপহরং শিবঞ্চ। পুণ্যা নদী প্রাঙ্মুখতাং প্রযাতা জলৌঘযুক্তস্য সুতা জলাঢ্যা ॥ ৪৪ ॥ পূর্ব্বং নদীমং প্রাপতামহেন সৃষ্টা সমং ভূতগণৈঃ সমস্তৈঃ। মহী জলং বহ্নিসমীরমেব খঞ্চৈবমাদৌ বিবভৌ পৃথূদকং ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বে তথা তোয়ধরা মহান্তস্তীর্থানি নদ্যঃ স্রবণাঃ সরাংসি। সংনির্ম্মিতানীহ মহাভুজেন স দেবমার্গঃ সলিলং হি তেষু ॥ ৪৬ ॥ সরস্বতীদৃষদ্বত্যোরন্তরে কুরুজাঙ্গলে। মুনিপ্রবরমাসীনং পুরাণং লোমহর্ষণং ॥ ৪৭ ॥ অপৃচ্ছন্ত দ্বিজবরাঃ প্রভবং সুরসত্তমাঃ।

ঋষয় উচুঃ। প্রমাণং স চ নো ব্রূহি তীর্থানাঞ্চ বিশেষতঃ। দেবতানাঞ্চ মাহাত্ম্যমুৎপত্তিং বামনস্য চ ॥ ৪৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং তানাহর্ষ লোমহর্ষণঃ। প্রণিপত্য পুরাণর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং বিষ্ণুঞ্চ লক্ষ্মীসহিতং তথৈব। রুদ্রঞ্চ দেবং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না তীর্থং বরং ব্রহ্মসরঃ প্রবক্ষ্যে ॥ ৫০ ॥ রন্তুকাদৌজসঞ্চাপি পাবনঞ্চ চতুর্ম্মুখং। সরঃ সন্নিহিতং প্রোক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বমেব তু ॥ ৫১ ॥ কলিদ্বাপরয়োর্ম্মধ্যে ব্যাসেন চ মহাত্মনা। সরঃপ্রমাণং যৎ প্রোক্তং তচ্ছৃণুত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫২ ॥ বিশ্বেশ্বরাদ্ধস্তিপুরস্তথা কন্যাজয়দাবী।

পুলস্ত্য কহিলেন, পুরুষোত্তম বিষ্ণু সেই ক্ষেত্রের রক্ষার্থ চন্দ্রনামক যক্ষ ও পন্নগপতি বাসুকিকে প্রদান করিলেন। তদ্ব্যতীত, বিদ্যাধর, শঙ্কুকর্ণ, রাক্ষসেশ্বর সুকেশ, নৃপতি অজাবন, মহাদেব ও পাবক, ইহাদিগকেও স্থাপিত করিলেন ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ইহাঁরা সকলে সমাগত হইয়া, কুরুজাঙ্গল রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের বলশালী অন্যান্য ভৃত্য ও অনুযায়িগণও উহাতে যোগদান করিল ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বসমেত অষ্ট সহস্র ধনুর্দ্ধর এখানে থাকিয়া, অতীব দুষ্কৃতিমান্ পুরুষদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই মহোগ্ররূপ। দুষ্কৃতিমান্ পুরুষদিগকে এখানে স্নান করিতে দেয় না ॥ ৪৩ ॥ কুরুক্ষেত্রের মধ্যে বহুপুণ্যযুক্ত, পাপাবনাশন, পরমমঙ্গলময় পৃথূদক তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। এবং পূর্ণসলিলা পুণ্যনদী প্রাঙ্মুখে প্রবাহিতা হইতেছে ॥ ৪৪ ॥ পিতামহ ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম, এই সমস্ত ভূতগণের সহিত সৃষ্টির আদিতে ঐ নদীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অন্যান্য অনেক মহাজলাশয়, তীর্থ, নদী, প্রস্রবণ ও সরোবর সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে এই পৃথূদকই সাক্ষাৎ দেবমার্গ ॥ ৪৫।৪৬ ।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয়ের মধ্যে কুরুজাঙ্গলে প্রাচীন মহর্ষি লোমহর্ষণ আসীন আছেন ॥৪৭॥

হে সুরসত্তমবর্গ। দ্বিজবরগণ তাঁহারে ব্রহ্মসরের উদ্ভববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মসরের প্রমাণ, বিশেষতঃ তীর্থ ও দেবগণের মাহাত্ম্য ও বামনের উৎপত্তি কীর্ত্তন করুন ॥৪৮॥

পুরাণর্ষিকে লোমহর্ষণ তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ সকলের নিয়ন্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, লক্ষ্মীসহিত বিষ্ণু, দেব মহেশ্বর, ইহাদিগকে প্রণাম করিয়া, তীর্থাগ্রগণ্য ব্রহ্মসরের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, রন্তুক হইতে ঔজস ও পাবন হইতে চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত এই সরোবর সন্নিহিত আছে ॥ ৫১ ॥ পরে কলি ও দ্বাপরযুগের মধ্যে মহাত্মা ব্যাস উহার যেরূপ প্রমাণ কীর্ত্তন করেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৫২ ॥ বিশ্বেশ্বর হইতে হস্তিপুর, জয়দবী, কন্যা

যাবদোঘবতী প্রোক্তা তাবৎ সংনিহিতং সরঃ ॥ ৫৩ ॥ ময়া শ্রুতং প্রমাণন্তু কথ্যমানং তু বামনং । তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পুণ্যবৃদ্ধিকরং মহৎ ॥ ৫৪ ॥ বিশ্বেশ্বরাদ্দেববরাৎ নৃপাবনী চ সরস্বতী । সরঃ সন্নিহিতং প্রোক্তং সমন্তাদর্দ্ধযোজনং ॥ ৫৫ ॥ এতদাশ্রিত্য দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ । সেবন্তে মুক্তিকামার্থং সর্গার্থকাপরে স্থিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মণা সেবিতমিদং সৃষ্টিকামেন যোগিনা । বিষ্ণুনা স্থিতিকামেন হরিরূপেণ সেবিতং ॥ ৫৭ ॥ রুদ্রেণ চ সরোমধ্যং প্রবিষ্টেন মহাত্মনা । সেব্য তীর্থং মহাতেজাঃ স্থাণুত্বং প্রাপ্তবান্ হরঃ ॥ ৫৮ ॥ আদ্যৈষা ব্রহ্মণো বেদিস্ততো রামহ্রদঃ স্মৃতঃ । কুরুণা চ যতঃ কৃষ্টং কুরুক্ষেত্রং ততঃ স্মৃতং ॥ ৫৯ ॥ তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং- তয়ং রামহ্রদস্য পঞ্চকাংশ এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ । ব্রূহি বামনমাহাত্ম্যমুৎপত্তিঞ্চ বিশেষতঃ । যথা বলির্নিয়মিতো দত্তং রাজ্যং শতক্রতোঃ ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । শৃণুধ্বং মুনয়ঃ প্রীতা বামনস্য মহাত্মনঃ । উৎপত্তিঞ্চ প্রভাবঞ্চ নিবাসং কুরুজাঙ্গলে ॥ ২ ॥ তদেব বংশং দৈত্যানাং শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ । যস্মিন্ বংশে সমুদ্ভূতো বলির্বৈরোচনিঃ পুরা ॥ ৩ ॥ দৈত্যানামাদিপুরুষো হিরণ্যকশিপুর্ব্বভৌ । তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ প্রহ্লাদো নাম দানবঃ ॥ ৪ ॥ তস্মাদ্বিরোচনো জজ্ঞে বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ । হতে হিরণ্যকশিপৌ

ও ওঘবতী পর্য্যন্ত ঐ সরোবর সন্নিহিত আছে ॥ ৫৩ ॥ আমি যেরূপ প্রমাণ শ্রবণ করিয়াছি, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহাও শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিলে, নিরন্তর পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥ দেববর বিশ্বেশ্বর হইতে সর্ব্বলোকপাবনী সরস্বতী পর্য্যন্ত এই সরোবর সন্নিহিত আছে। উহার পরিমাণ চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধযোজন ॥ ৫৫ ॥ দেবগণ ও সমাগত ঋষিগণ ইহা আশ্রয় করিয়া, স্বর্গ ও ত্রিবর্গকামনায় ইহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মা সৃষ্টিকাম হইয়া, যোগমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক ইহার সেবা করিয়াছেন। বিষ্ণু স্থিতিকাম হইয়া, হরিরূপে ইহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥ মহাত্মা রুদ্রও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এই তীর্থের সেবা করত, স্থাণুত্বলাভ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥ ইহাই ব্রহ্মার আদ্যবেদী। তাহার পর রামহ্রদ, এইরূপ প্রথিত আছে। কুরু কর্ষণ করেন বলিয়াই, ইহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥ তরন্তুকা ও অরন্তুকা এই উভয়ের যে অন্তর, এবং শঙ্কুক ও রামহ্রদ এই উভয়ের যে ব্যবধান, তাহাই কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক। এবং তাহাই পিতামহের উত্তরবেদি বলিয়া পরিকথিত হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥ ২২ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, বামনের মাহাত্ম্য ও উৎপত্তি এবং তিনি যেরূপে বলিকে নিয়মন ও ইন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করেন, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, ঋষিগণ! আপনারা প্রীতিচিত্তে মহাত্মা বামনের উৎপত্তি, প্রভাব ও কুরুজাঙ্গলে নিবাস ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ হে দ্বিজসত্তমবর্গ! দৈত্যগণের বংশবৃত্তান্তও শ্রবণ করুন। যে বংশে পূর্ব্বে বৈরোচনি বলি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥ হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের আদি পুরুষ। তাঁহার পুত্র পরমতেজস্বী প্রহ্লাদ ॥ ৪ ॥ প্রহ্লাদ হইতে বিরোচনের জন্ম হয়। বিরোচন হইতে বলি উৎপন্ন হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে, [illegible]

বিদ্যাস্মৃতিঃ কীর্ত্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিস্তথা ক্রিয়া । সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো দিব্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥
অপদ্যন্ত তু দৈত্যেন্দ্রং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং । প্রাপ্তমৈশ্বর্য্যমতুলং বলিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ। দেবানাং ব্রূহি মে কর্ম্ম যদ্বৃত্তাস্তে পরাজিতাঃ। কথং দেবাধিদেবোঽসৌ বিষ্ণুর্ব্বামনতাং গতঃ ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। বলিসংস্থঞ্চ ত্রৈলোক্যং দৃষ্ট্বা দেবঃ পুরন্দরঃ। মেরুসংস্থং যযৌ শক্রঃ স্বমাতুর্নিলয়ং শুভং ॥ ২ ॥ সমীপং প্রাপ্য মাতুশ্চ কথয়ামাস তাদিদং। আদিত্যাশ্চ রণে সর্ব্বে দানবেন পরাজিতাঃ ॥ ৩ ॥

অদিতিরুবাচ। যদ্যেবং পুত্র যুষ্মাভি র্নশক্যো হন্তুমাহবে। বলির্ব্বিরোচনসুতঃ সর্ব্বৈশ্চৈব মরুদ্গণৈঃ ॥ ৪ ॥ সহস্রশিরসাঃশক্যং কেবলং হন্তুমেব হি। তেনৈকেন সহস্রাক্ষ হন্তুং নান্যেন শক্যতে ॥ ৫ ॥ তদ্বৎ পৃচ্ছাদ্য পিতরং কশ্যপং ব্রহ্মবাদিনং। পরাজয়ার্থং দৈত্যস্য বলেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥ ততো দেবাঃ সহসুরাঃ সংপ্রাপ্তাঃ কশ্যপান্তিকং। তত্রাপশ্যংশ্চ মারীচংমুনিন্দীপ্ত-তপোনিধিং ॥ ৭ ॥ আদ্যং দেবগুরুং দিব্যং প্রদীপ্তং ব্রহ্মতেজসা। তেজসা ভাস্করাকারং স্থিতমগ্নিশিখোপমং ॥ ৮ ॥ ন্যস্তদণ্ডং তপোযুক্তং বদ্ধকৃষ্ণাজিনাম্বরং। বল্কলাজিনসংবীতং প্রদীপ্তমিব তেজসা ॥ ৯ ॥ হুতাশন্দীপ্যমানমাজ্যগন্ধপুরস্কৃতং। স্বাধ্যায়বন্তং পিতরং বপুষ্মন্ত-মিবানলং ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মবাদিনমত্যুগ্রং চরাচরগুরুং প্রভুং। ব্রহ্মণা প্রতিমং লক্ষ্যা কশ্যপং

বিদ্যা, স্মৃতি, কীর্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি, ক্রিয়া, এই সকল দেবীপ্রবরাগণ এবং নৃত্যগীতবিশারদা দিব্য অপ্সরঃ সকলও বলির প্রতি প্রীতিমতী হইলেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মবাদী বলি এইরূপে স্থাবর জঙ্গম ত্রৈলোক্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিলেন ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবামণপুরাণে বলিরাজ্য নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥ ২৩ ॥

ঋষিরা কহিলেন, দেবগণ পরাজিত হইয়া যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেবাধিদেব বিষ্ণুই বা কিরূপে বামনত্ব প্রাপ্ত হযেন, কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, দেব পুরন্দর সমুদায় ত্রিভুবন বলিসংস্থ দর্শন করিয়া, স্বকীয় জননীর মেরুসংস্থ মনোজ্ঞ নিলযে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ এবং জননীর সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, আদিত্যগণ সকলেই দানব বলি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অদিতি কহিলেন, পুত্র! যদি এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তে মরা সমুদায় দেবতা সমবেত যুদ্ধ করিয়াও, বলিকে বধ করিতে পারিবে না ॥ ৪ ॥ একমাত্র সহস্রশিরা বিষ্ণুই তাহারে বধ করিতে সমর্থ। হে সহস্রাক্ষ! তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও এ বিষয়ে সাধ্য নাই ॥ ৫ ॥ [illegible] আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলে, সেইরূপ তোমার পিতা ব্রহ্মবাদী [illegible] মহাত্মা বলির পরাজয়ার্থ জিজ্ঞাসা কর ॥ ৬ ॥ তখন দেবগণ সকলে কশ্যপান্তিকে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই মরীচিনন্দন, দেবগুরু, দীপ্ততপোনিধি, সকলের আদি ও দিব্যস্বভাব কশ্যপ ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইতেছেন। তিনি তেজে ভাস্করাকার ও অগ্নিশিখার ন্যায়, আসীন রহিয়াছেন ॥ ৭।৮ ॥ তিনি ন্যস্তদণ্ড ও তপোযুক্ত এবং কৃষ্ণাজিনাম্বর পরিধান করিয়াছেন। তিনি বল্কলাজিনসংবীত কলেবরে তেজে যেন জ্বলিতেছেন ॥ ৯ ॥ তাঁহার পুরোভাগে আজ্যগন্ধ তিনি হুতাশনের [illegible] স্বাধ্যায়শীল ও বিগ্রহবান্ অনলের ন্যায় ॥ ১০ ॥ এবং তিনি [illegible]

দীপ্ততেজসং ॥ ১১ ॥ যঃ স্রষ্টা সর্ব্বলোকানাং প্রজানাং পতিরুত্তমঃ । আত্মভাববিশেষেণ তৃতীয়োঽয়ং প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥ অথ প্রণম্য তে দেবাঃ সহাদিত্যাঃ সুরর্ষভাঃ । ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণ্যাঃ শমমান্যাঃ ॥ ১৩ ॥ অজেয়ো যুধি শক্রেণ বলির্দ্দৈত্যো বলাধিকঃ । তস্মাদ্বিধত্ত নঃ শ্রেয়ো দেবানাং পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং পুত্রাণাং কশ্যপঃ প্রভুঃ ।

কশ্যপ উবাচ । কুরুধ্বং গমনে বুদ্ধিং ব্রহ্মলোকায় লোককৃৎ । কথয়িষ্যত্যুপায়ং বো যথা জেষ্যথ দৈত্যপম্ ॥ ১৫ ॥ শক্র গচ্ছাম সদনং ব্রহ্মণঃ পরমাদ্ভুতং । যথা পরাজয়ং সর্ব্বে ব্রহ্মণঃ খ্যাতুমুদ্যতাঃ ॥ ১৬ ॥ সহাদিত্যাস্ততো দেবা যাতাঃ কাশ্যপমাশ্রমং । প্রস্থিতা ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতং ॥ ১৭ ॥ তে মুহূর্ত্তেন সংপ্রাপ্তা ব্রহ্মলোকং সুবর্চ্চসঃ । দিব্যৈঃ কামগমৈর্যানৈর্যথার্হৈশ্চ সুমহাবলৈঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মাণং প্রষ্টুমিচ্ছন্তস্তপোরাশমব্যয়ং । অধ্যগচ্ছন্ত বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মণঃ পরমাং সভাং ॥ ১৯ ॥ ষট্‌পদোদ্গীতমধুরাং সামগৈঃ সমুদীরিতাং । শ্রেয়স্করীমমিত্রঘ্নীং দৃষ্ট্বা সংজহৃষুস্তদা ॥ ২০ ॥ ঋচো বহ্বৃচমুখ্যৈশ্চ প্রোক্তাঃ ক্রমপদাক্ষরৈঃ । শুশ্রুবুস্তমরব্যাঘ্রা বিততেষু চ কর্ম্মসু ॥ ২১ ॥ যজ্ঞবিদ্যাবেদবিদঃ পদক্রমবিদস্তথা । স্বরেণ পরমর্ষীণাং সা বভূব প্রণাদিতা ॥ ২২ ॥ যজ্ঞসংস্তববিদ্ভিশ্চ শিক্ষাবিদ্ভিস্তথা দ্বিজৈঃ । ছন্দসাঞ্চ তথা বিজ্ঞৈঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৈঃ ॥ ২৩ ॥ লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বরমীরিতং । তত্র তত্র চ বিপ্রেন্দ্রাম্নিয়তান্ সংশিতব্রতান্ ॥ ২৪ ॥ জপহোমপরান্মুখ্যান্দদৃশুঃ কশ্যপাত্মজাঃ । তস্যাং সভায়ামাস্তে স ব্রহ্মা

চরাচরের গুরু ও প্রভু । এবং ব্রহ্মার ন্যায় শোভাসম্পন্ন ও প্রদীপ্ত তেজোবিশিষ্ট ॥ ১১ ॥ তিনি সকল লোকের স্রষ্টা, প্রজাগণের পতি ও তমোগুণের বহির্ভূত । এবং আত্মভাবের বৈশিষ্ট্যবশতঃ তৃতীয় প্রজাপতি ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মপরায়ণ, শান্তচিত্ত, সুরশ্রেষ্ঠ দেবগণ আদিত্যগণসমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ দৈত্যপতি বলি সমধিকবলসম্পন্ন। যুদ্ধে ইন্দ্র তাহারে জয় করিতে পারেন না । অতএব যাহাতে দেবগণের শ্রেয়ঃ ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, তাহা বিধান করুন ॥ ১৪ ॥

প্রভু কশ্যপ পুত্রগণের কথা শুনিয়া, কহিলেন, তোমরা ব্রহ্মলোকগমনে কৃতমতি হও । সেই লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা, তোমরা যাহাতে দৈত্য বলিকে জয় করিতে পারিবে, তাহার উপায় বলিয়া দিবেন ॥ ১৫ । ইন্দ্র ! আইস, আমরা ব্রহ্মার পরমবিস্ময়াবহ সদনে গমন করি । তথায় যাইয়া, ব্রহ্মাকে এই পরাজয়বৃত্তান্ত বলিবার জন্য সকলে উদ্যত হও ॥ ১৬ ॥ তখন আদিত্যগণের সহিত কশ্যপের আশ্রমে সমাগত ঐ সমস্ত দেবতা ব্রহ্মর্ষিগণসবিত ব্রহ্মসদনে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥ সেই পরমতেজঃপ্রদীপ্তিপরিশোভিত অমরগণ সুমহাবল যথাযোগ্য দিব্যকামগামী যান সকলে আরোহণ করিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এবং তপোরাশি অবিনাশী ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তদীয় পরমবিস্তীর্ণ সভায় গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ ষটপদ সকল সেখানে সুমধুর সঙ্গীতে সতত প্রবৃত্ত রহিয়াছে । সামগ ব্রাহ্মণেরা অনুবরত সামধ্বনি করিতেছেন । তাঁহারা সেই শ্রেয়স্করী শত্রুনাশিনী সভা সন্দর্শনে সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন ॥২০॥ তথায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলে প্রধান প্রধান বহ্বৃচ ব্যক্তিগণ ক্রমপদাক্ষর সহকারে ঋক্ সকল উচ্চারণ করিতেছেন। সেই অমরশ্রেষ্ঠেরা তৎসমস্ত শুনিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ যাঁহারা যজ্ঞবিৎ, বিদ্যাবিৎ ও পদক্রমবিৎ, তাদৃশ পরমর্ষিরা সুস্বরে তাহা উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ২২ ॥ যজ্ঞ, সংস্তব এবং শিক্ষা, সকল বিষয়েই সবিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, ছন্দোবিজ্ঞানবিশিষ্ট ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ দ্বিজগণ ॥ ২৩ ॥ এবং প্রধান প্রধান লোকায়তিক সমস্ত, ইহাঁদের উচ্চারিত স্বর তাঁহাদের কর্ণগোচরে প্রবেশ করিতে লাগিল । তাঁহারা তথায় স্থানে স্থানে সম্যক্‌রূপ নিয়মসম্পন্ন, সংশিতব্রত,

লোকপিতামহঃ ॥ ২৫ ॥ চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বিদ্যয়া বেদমায়য়া। উপাসতেঽস্য কর্ত্তৈব প্রজানাং পতয়ো বিভুং॥ ২৬॥ দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহো মরীচিশ্চ দ্বিজোত্তমঃ। ভৃগুরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ গৌতমো নারদস্তথা ॥ ২৭ ॥ বিদ্যাস্তথান্তরিক্ষঞ্চ বায়ুস্তেজো জলং মহী। শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈবচ ॥ ২৮ ॥ প্রকৃতিশ্চ বিকারাশ্চ যচ্চান্যৎ কারণং মহৎ। সাঙ্গোপাঙ্গাশ্চ চত্বারো বেদা লোকপতিস্তথা ॥ ২৯ ॥ তপাংসি ক্রতবশ্চৈব সংকল্পঃ প্রাণ এব চ। এতে চান্যেচ বহবঃ স্বয়ম্ভুবমুপাসতে ॥ ৩০ ॥ ধর্ম্মো হ্যর্থশ্চ কামশ্চ ক্রোধো হর্ষশ্চ নিত্যশঃ। শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব সংবর্ত্তোথ বুধস্তথা ॥ ৩১ ॥ শনৈশ্চরশ্চ রাহুশ্চ গ্রহাঃ সর্ব্বে ব্যবস্থিতাঃ। মরুতো বিশ্বকর্ম্মা চ বসবশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩২ ॥ দিবাকরশ্চ সোমশ্চ দিনং রাত্রিস্তথৈবচ। অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ ঋতবঃ ষট চ সংস্থিতাঃ ॥৩৩॥ তাং প্রবিশ্য সভাং দিব্যাং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকামদাং। কশ্যপস্ত্রিদশেশশ্চ পুত্রো ধর্ম্মভৃতাম্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্বতেজোময়ীং দিব্যাং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতাং। ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া সেব্যমানামচিন্ত্যাং বিগতক্লমাং ॥৩৫॥ ব্রহ্মাণং প্রেক্ষ্যতে সর্ব্বে পরমাসনমাস্থিতং। শিরোভিঃ প্রণতা দেবং দেবা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ সংস্পৃশ্য চরণৌ নিয়তাঃ পরমাত্মনঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট্বা তু তান্ সুরান্ সর্ব্বান্ কশ্যপেন সমাগতান্। আহ ব্রহ্মা মহাতেজা দেবানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

জপহোমনিষ্ঠ প্রধান প্রধান দ্বিজেন্দ্রদিগকে দর্শন করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ঈদৃশ সভা-মণ্ডলে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ বেদমায়া বিদ্যা সেই চরাচর গুরু ব্রহ্মার সহিত অধিষ্ঠান করিতেছেন। প্রজাপতিগণ তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ ॥ ২৭ ॥ সমুদায় বিদ্যা, অন্তরিক্ষ, বায়ু, তেজঃ, জল, মহী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ॥ ২৮ ॥ প্রকৃতি ও বিকার সমস্ত এবং অন্যান্য মহাকারণ সকল, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত চারি বেদ, লোকপালবর্গ ॥ ২৯ ॥ সমুদায় তপস্যা, সমুদায় যজ্ঞ, সংকল্প, প্রাণ, ইহারা এবং অন্যান্য সকলে সেই স্বয়ংভূর আরাধনা করিতেছেন ॥ ৩০॥ তদ্ভিন্ন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, বুধ ॥ ৩১ ॥ শনৈশ্চর, রাহু, সমুদায় গ্রহ ও মরুদ্বর্গ, বিশ্বকর্ম্মা, অষ্টবসু ॥ ৩২ ॥ দিবাকর, সোম দিন, রাত্রি, পক্ষ ও মাস সকল, ছয় ঋতু, ইহারা সকলে তথায় নিত্য অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ কশ্যপ ও তদীয় পুত্র ধর্ম্মভৃদ্-বরিষ্ঠ ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র সেই কামদায়িনী দিব্য সভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ ঐ সভা সর্ব্ব-তেজোময়ী, ব্রহ্মর্ষিমণ্ডলে নিষেবিত, ব্রাহ্ম শ্রী কর্ত্তৃক সেব্যমান, অচিন্ত্য ও ক্রমরহিত ॥ ৩৫ ॥ তাঁহারা সকলে তাহা দর্শন ও পরমাসনে আসীন পিতামহকে পর্য্যবলোকন করিয়া, ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মস্তক দ্বারা তাঁহারে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর সেই পরমাত্মার চরণ স্পর্শ করিয়াই সকলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত ও বিগতকল্মষ হইলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবগণের প্রভু ও ঈশ্বর মহাতেজাঃ ব্রহ্মা কশ্যপের সহিত সমাগত সেই সকল দেবতাকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। যদর্থমিহ সংপ্রাপ্তা ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি। চিন্তয়াম্যহমপ্যগ্রমেতদর্থং মহাবলাঃ॥১॥ ভবিষ্যতি চ বঃ সর্ব্বং কাঙ্ক্ষিতং যৎ সুরোত্তমাঃ। বলের্দ্দানবমুখ্যস্য যোঽস্যাজেতা ভবিষ্যতি॥ ন কেবলং সুরারীণাং গতির্যঃ স বিশ্বকৃৎ॥২॥ ত্রৈলোক্যস্যাপি নেতা চ দেবানামপি স প্রভুঃ॥৩॥ যঃ প্রভুঃ সর্ব্বলোকানাং বিশ্বং যশ্চ সনাতনং। পূর্ব্বজোঽয়ং মম প্রাহুরাদিদেবং সনাতনং॥৪॥ তং দেবাপি মহাত্মানং ন বিদুঃ কোঽপ্যসাবিতি। দেবানস্মাংশ্চ বিশ্বঞ্চ স বেত্তি পুরুষোত্তমঃ॥৫॥ তস্যৈব তু প্রসাদেন প্রবক্ষ্যে পরমাং গতিং। যদি যোগং সমাস্থায় তপশ্চরন্তি দুশ্চরং॥৬॥ ক্ষীরোদস্যোত্তরে কূলে উদীচ্যাং দিশি বিশ্বকৃৎ। ততঃ শ্রোষ্যথ সংঘুষ্টাং মেঘগম্ভীরনিঃস্বনাম্॥৭॥ রক্তাং পুষ্টাক্ষরাং রম্যামভয়াং সর্ব্বদা শিবাম্। বাণীং পরমসংস্কারাং বদতাং ব্রহ্মবাদিনাম্॥৮॥ দিব্যাং সত্যাকরাং সত্যাং সর্ব্বকল্মষনাশিনীম্। সর্ব্বদেবাধিদেবস্য ততোঽসৌ ভবিতাত্মনা॥৯॥ তস্য ব্রতসমাপ্ত্যাং তু যোগব্রতবিসর্জ্জনে। অমোঘং তস্য দেবস্য বিশ্বতেজো মহাত্মনঃ॥১০॥ কশ্যপায় বরং দেবা দদামি বরদ স্থিতাঃ। স্বাগতঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠা মৎসমীপমুপাগতাঃ॥১১॥ ততোঽদিতিঃ কশ্যপশ্চ গৃহ্লীয়াতাং বরং তদা। প্রণম্য শিরসা পাদৌ তস্মৈ দেবায় ধীমতে। ভগবানেব নঃ পুত্রো ভবত্বিতি প্রসীদ নঃ॥১২॥ উক্তশ্চ পরয়া বাচা তথাস্ত্বিতি স বক্ষ্যতি। দেবা ব্রুবন্তু তে সর্ব্বে কশ্যপোঽদিতিরেবচ॥১৩॥ তথাস্ত্বিতি স চ শ্রীমান্ বক্ষ্যতে সর্ব্বলোককৃৎ। তস্মাদেবা গৃহীত্বৈবং বরং ত্রিদশসত্তমাঃ॥১৪॥ কৃতকৃত্যাস্ততঃ সর্ব্বে গচ্ছধ্বং স্বং স্বমালয়ং। তথা-

---

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাবল দেবগণ! তোমরা যেজন্য এখানে আসিয়াছ, আমি স্থিরচিত্তে তদর্থ চিন্তা করিব। হে সুরোত্তমবর্গ! তোমাদের সমস্ত অভিলষিতই সম্পন্ন হইবে॥১॥ কেবল অসুরগণ নহে; তাহাদের নেতা বলিকেও যিনি জয় করিবেন; সেই বিশ্বস্রষ্টা আমার পতি॥২॥ অধিক কি, তিনি ত্রৈলোক্যের নেতা, দেবগণেরও প্রভু॥৩॥ যিনি সকল লোকের প্রভবিতা, যিনি বিশ্বরূপ, যাঁহাকে সনাতন, আমার পূর্ব্বজ ও আদিদেব বলিয়া থাকে॥৪॥ সেই পরমাত্মার স্বরূপ কি, দেবগণও তাহা অবগত নহেন। কিন্তু সেই পুরুষোত্তম দেবগণকে, আমাদিগকে ও এই বিশ্ব জগৎকে বিদিত আছেন॥৫॥ আমি তাঁহার প্রসাদে এবিষয়ের বিশিষ্টরূপ প্রতীকারোপায় কীর্ত্তন করিব। দেবগণ যদি যোগ অবলম্বন করিয়া, দুশ্চর তপশ্চরণ করেন, তাহা হইলে, হে কশ্যপ! ক্ষীরোদের উত্তর কূলে উদীচী দিকে শুনিতে পাইবেন, সর্ব্বলোক ব্যাপিনী, মেঘের ন্যায় গভীর নিস্বনশালিনী,॥৬॥৭॥ সকলের অনুরাগজননী, পুষ্টাক্ষরমালিনী, সর্ব্বদা অভয় ও শিবস্বরূপিণী, বেদপাঠনিরত ব্রহ্মবাদিগণের পরমসংস্কারশালিনী, দিব্যরূপিণী, সত্যস্বরূপিণী, সর্ব্বকলুষবিনাশিনী ও সত্যের আকররূপিণী বাণী দেবাদিদেবের মুখ হইতে বিনিঃসৃতা হইতেছে, শুনিতে পাইবেন। অনন্তর তিনি আবির্ভূত হইবেন॥৮॥৯॥ সেই বিশ্বতেজা মহাত্মার বাক্য অমোঘ। তিনি উল্লিখিত ব্রতের সমাপ্তি ও যোগব্রতের উদ্‌যাপন হইলে॥১০॥ কশ্যপকে কহিবেন, আমি আপনারে বর দিব। হে দেবগণ! তোমরা আমার সমীপে আসিয়াছ, তোমাদের স্বাগত?॥১১॥ তিনি এইরূপ বলিলে, কশ্যপ ও অদিতি উভয়ে সেই ভগবানের চরণদ্বয় মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, এই বলিয়া বর প্রার্থনা করিবেন, হে ভগবন্! তুমি আমাদের পুত্র হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর॥১২॥ তাঁহারা এইরূপ বিশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভগবান্ তাহাই হইবে, বলিবেন। কশ্যপ, অদিতি ও সমুদায় দেবগণ, সকলেই ঐরূপ প্রার্থনা করুন॥১৩॥ সেই শ্রীমান্ সর্ব্বলোকস্রষ্টা, তাহাই হইবে বলিবেন। দেবগণ তাঁহার নিকট এইরূপ বর গ্রহণ করিয়া॥১৪॥ কৃতকৃত্য হইয়া,

স্থিতি স্থুরাঃ সর্ব্বে প্রণম্য শিরসা প্রভুং ॥ ১৫ ॥ শ্বেতদ্বীপং সমুদ্দিশ্য গতাঃ সৌম্যাং দিশং প্রতি। তেচিরেণৈব সংপ্রাপ্তাঃ ক্ষীরোদং সরিতাং পতিং ॥ ১৬ ॥ যথাদিষ্টং ভগবতা ব্রহ্মণা সত্যবাদিনা। তে ক্রান্ত্বা সাগরান্ সর্ব্বান্ পর্ব্বতাংশ্চ সকাননান্ ॥ ১৭ ॥ নদীশ্চ বিবিধঃ পুণ্যাঃ পৃথিব্যান্তে স্থরোত্তমাঃ। অপশ্যন্ত তমো ঘোরং সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতং ॥ ১৮ ॥ অভাস্করমমর্য্যাদং তমসা সর্ব্বতোবৃতং। অমৃতং স্থানমাসাদ্য কশ্যপেন মহাত্মনা ॥ ১৯ ॥ দীক্ষিতা কশ্যপো দিব্যং ব্রতং বর্ষসহস্রকং। প্রসাদার্থং স্থুরেশায় তস্মৈ যোগায় ধীমতে ॥ ২০ । নারায়ণায় দেবায় সহস্রাক্ষায় ভূতয়ে। ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্থানবীরাসনেন চ ॥ ২১ ॥ ক্রমেণ চ স্থুরাঃ সর্ব্বে তপোযোগং সমাস্থিতাঃ। কশ্যপস্তত্র ভগবান্ প্রসাদার্থং মহাত্মনঃ ॥ উদীরয়ংশ্চ বেদোক্তং যমাহুঃ পরমং স্তবং ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। কশ্যপ উবাচ। একশৃঙ্গ বৃষসিন্ধো বৃষাকপে সুরবৃষ অনাদিসম্ভব রুদ্র কপিল বিষক্সেন সর্ব্বভূতপতে ধ্রুব ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠ বৃষাবর্ত্ত অনাদিমধ্যনিধন ধনঞ্জয় শুচিশ্রব পৃশ্নিতেজঃ নিজজয় অমৃতশয় সনাতন ত্রিধামন্ তুষিত মহাতত্ত্ব লোকনাথ পদ্মনাভ বিরিঞ্চে বহুরূপ অক্ষয় অক্ষর হব্যভুক্ খণ্ডপরশো শক্র মুঞ্জকেশ হংস মহাদক্ষিণ হৃষীকেশ সূক্ষ্ম মহানিয়মধর বিরজঃ লোকপ্রতিষ্ঠ অরূপ অগ্রজ ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মনাভ হব্যভুক্ গভস্তিনাথ শতক্রতুনাথ

স্ব স্ব নিলয়ে গমন করুন। তখন দেবগণ, তাহাই হইবে, বলিয়া, তাঁহারে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, ॥ ১৫ ॥ শ্বেতদ্বীপ লক্ষ্য করত, সৌমাদিকে প্রস্থান করিলেন। এবং অচিরকাল মধ্যেই ক্ষীরোদসাগর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥ সত্যবাদী ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা সমুদায় সাগর, পর্ব্বত, কানন ॥ ১৭ ॥ বিবিধ পবিত্র নদী, অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীর অন্তে সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিত ঘোর অন্ধকার অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ তথায় ভাস্করের সম্পর্ক নাই; কোনরূপ সীমা নাই; সমুদায় কেবল অন্ধকারেই আচ্ছন্ন। তাঁহারা মহাত্মা কশ্যপের সহিত সেই অমৃত স্থান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তখন কশ্যপ দীক্ষিত হইয়া, সেই যোগস্বরূপ, ভূতিস্বরূপ, সহস্রলোচন, সুরপতি নারায়ণের প্রসাদনার্থ ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থান ও বীরাসনসহকারে দিব্যবর্ষসহস্র ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ক্রমে ক্রমে সুরগণও সকলেই তপোযোগ অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে ভগবান্ কশ্যপ পরমাত্মা নারায়ণের প্রসাদনার্থ বেদোক্ত পরম স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পঞ্চবিংশ অধ্যায় ॥ ২৫ ॥

কশ্যপ কহিলেন, হে একশৃঙ্গে! হে বৃষসিন্ধো! হে বৃষাকপে! হে সুরবৃষ! হে অনাদিসংভব! হে রুদ্র! হে কপিল! হে বিষক্সেন! হে সর্ব্বভূতপতে! হে ধ্রুব! হে ধর্ম্ম! হে বৈকুণ্ঠ! হে বৃষাবর্ত্ত! হে অনাদিমধ্যনিধন! হে ধনঞ্জয়! হে শুচিশ্রবঃ! হে পৃশ্নিতেজঃ! হে নিজজয়! হে অমৃতশয়! হে সনাতন! হে ত্রিধামন্! হে তুষিত! হে মহাতত্ত্ব! হে লোকনাথ! হে পদ্মনাভ! হে বিরিঞ্চ! হে বহুরূপ! হে অক্ষয়! হে অক্ষর! হে হব্যভুক্! হে খণ্ডপরশো! হে শক্র! হে মুঞ্জকেশ! হে হংস! হে মহাদক্ষিণ! হে হৃষীকেশ! হে সূক্ষ্ম! হে মহানিয়মধর! হে বিরজ! হে লোকপ্রতিষ্ঠ! হে অরূপ! হে অগ্রজ! হে ধর্ম্ম! হে [illegible]-

চন্দ্ররথ সূর্য্যতেজঃ সমুদ্রবাসঃ অজ সহস্রশিরঃ সহস্রপাদ অধোমুখ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম সহস্র-বাহো সহস্রমূর্ত্তে সহস্রাস্য সহস্রসম্ভব বিশ্বত্বামাহুঃ পুষ্পহাস চরম ত্বমেব বৌষট্ বষট্‌কারং ত্বমাহুরগ্র্যং যজ্ঞেষু প্রাশিতারং শতধারং সহস্রধারং বভূব ভুবন্দ্য ভূনাথ ভৃগুপুত্র বেদবেদ্য ব্রহ্মশয় ব্রাহ্মণপ্রিয় ত্বমেব দ্যৌরসি মাতরিশ্বাসি ধর্ম্মোঽসি হোতা পোতা হন্তা নেতা হোমহেতুস্ত্বমেব অগ্র্যশ্চ ধাম্না ত্বমেব ঋগ্‌ভিঃ সুভাণ্ড ইজ্যোঽসি সুমেধোঽসি সমিধস্ত্বমেব মতির্গতির্দ্দাতা ত্বমসি মোক্ষোঽসি যোগোঽসি সৃজসি ধাতা পরমযজ্ঞোঽসি সোমোঽসি দীক্ষিতোঽসি দক্ষিণাসি বিশ্বমসি স্থবির হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ ত্রিনয়ন আদিবর্ণ আদিত্যতেজঃ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম আদিদেব ভূমিক্রম ত্রিবিক্রম প্রভাকর শম্ভো স্বয়ম্ভু ভূতাদির্মহাভূতোঽসি বিশ্বভূত বিশ্বত্বমেব বিশ্ব-গোপ্তাসি পবিত্রমসি বিশ্বভব ঊর্দ্ধকর্ম্মন্ অমৃত দিবস্পতে বাচস্পতে ঘৃতার্চ্চে অনন্তকর্ম্মবংশ প্রাগ্বংশ-বীঃ অশ্বমেধঃ বরার্থিনাং বরদোঽসি ত্বং। চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেবচ। হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাং তুভ্যং হোত্রাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ। নারায়ণস্তু ভগবান্ শ্রুত্বৈবং পরমং স্তবং। ব্রহ্মজেন দ্বিজেন্দ্রেণ কশ্য-পেন সমীরিতং ॥ ১ ॥ উবাচ বচনং সম্যক্ তুষ্টঃ পুষ্টপদাক্ষরং। শ্রীমান্ প্রীতমনা দেবো যদ্বদেৎ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ বরং বৃণুধ্বং ভদ্রং বো বরদোস্মি সুরোত্তমাঃ ॥ ২ ॥

নাভ ও হব্যভুক! হে গভস্তিনাথ ও শতক্রতুনাথ! হে চন্দ্ররথ, সূর্য্যতেজঃ ও সমুদ্রবাসঃ! হে অজ হে সহস্রশিরঃ ও সহস্রপাদ! হে অধোমুখ, মহাপুরুষ ও পুরুষোত্তম! হে সহস্রবাহো, সহস্রমূর্ত্তি, সহস্রাস্য ও সহস্রসংভব! তোমাকে বিশ্ব বলিয়া থাকে। হে পুষ্পহাস ও চরম! তুমিই বৌষট, তোমাকেই বষট্‌কার ও তোমাকেই যজ্ঞে প্রধান প্রাশিতা, শতধার ও সহস্রাধার বলিয়া থাকে। হে বভূব, ভুবন্দ্য, ভূনাথ, ভৃগুপুত্র ও বেদবেদ্য! হে ব্রহ্মশয় ও ব্রাহ্মণপ্রিয়! তুমি স্বর্গ; তুমিই মাতরিশ্ব, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই হোতা, পোতা, হন্তা, মন্তা ও নেতা; তুমিই হোমের হেতু; তুমিই তেজস্বীগণের অগ্রগণ্য। হে সুভাণ্ড! ঋকৃসমূহ দ্বারা তোমারই পূজা করা হইয়া থাকে। তুমি সুমেধ; তুমিই সমিধ। তুমি গতি, মতি ও দাতা; তুমি মোক্ষ; তুমি যোগ; তুমিই সৃজন করিয়া থাক; তুমি ধাতা; তুমি পরম যজ্ঞ; তুমি সোম; তুমি দীক্ষিত; তুমি দক্ষিণা; তুমিই বিশ্ব। হে স্থবির! হে হিরণ্যগর্ভ! হে নারায়ণ! হে ত্রিনয়ন! হে আদিবর্ণ! হে আদিত্যতেজঃ! হে মহাপুরুষ! হে পুরুষোত্তম! হে আদিদেব! হে ভূমিক্রম! হে ত্রিবিক্রম! হে প্রভাকর! হে শম্ভো ও স্বয়ম্ভূ! তুমি ভূতাদি ও মহাভূত। হে বিশ্বভূত! তুমিই এই বিশ্ব। তুমিই বিশ্বের গোপ্তা; তুমিই পবিত্র; হে বিশ্বভব! হে ঊর্দ্ধকর্ম্মন্! হে অমৃত! হে দিবস্পতে! হে প্রাগ্বংশধী! তুমি অশ্বমেধ; তুমি বরার্থিগণের বরদ। চারি চারি, দুই দুই, পাঁচ ও পুনরায় দুই দ্বারা তোমার উদ্দেশে হোম করিয়া থাকে। তুমি হোত্রাত্মা; তোমারে নমস্কার ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ নারায়ণ বিপ্রশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাত্মজ কশ্যপের উদীরিত এই পরম স্তব শ্রবণ করিয়া, সম্যক্ পরিতুষ্ট হইয়া, পুষ্টপদাক্ষরবিশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ সকলের প্রভু ও ঈশ্বর শ্রীমান ভগবান জনার্দ্দন তুষ্ট হইলে এরূপ বচন বিন্যস্ত করেন ॥ ২ ॥ তিনি কহি-

কশ্যপ উবাচ। সুপ্রীতোসি সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষামেব নিশ্চয়াৎ॥ ৩॥ বাসবস্যানুজো ভ্রাতা জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্দ্ধনঃ। অদিত্যা অপিচ শ্রীমান্ ভগবানস্ত বৈ সুতঃ॥ ৪॥ অদিতির্দ্দেবমাতা চ এতমেবার্থমুত্তমং। পুত্রার্থং বরদং প্রাহ ভগবন্তং বরার্থিনী॥ ৫॥

দেবা উচুঃ। নিঃশ্রেয়সার্থং সর্ব্বেষাং দেবতানাং মহেশ্বরঃ। ত্রাতা ভর্ত্তা চ দাতা চ শরণং ভব নঃ সদা॥ ৬॥

লোমহর্ষণ উবাচ। ততস্তানব্রবীদ্বিষ্ণুর্দেবাংস্তান্ স্বয়মেব চ। সর্ব্বেষামেব যুষ্মাকং যে ভবিষ্যন্তি শত্রবঃ। মুহূর্ত্তমপি তে সর্ব্বে ন স্থাস্যন্তি মমাগ্রতঃ॥ ৭॥ হত্বাসুরগণান্ সর্ব্বান্ যজ্ঞভাগাগ্রভোজিনঃ। হব্যাদাংশ্চাসুরান্ সর্ব্বান্ কব্যাদাংশ্চ পিতৄনপি॥ ৮॥ করিষ্যে বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ পারমেষ্ঠেন কর্ম্মণা। যথাযাতেন মার্গেণ নিবর্ত্তধ্বং সুরোত্তমাঃ॥ ৯॥ এবমুক্তে তু দেবেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। ততঃ প্রহৃষ্টমনসঃ পূজয়ন্তস্ম তং প্রভুং॥ ১০॥ বিশ্বেদেবা মহাত্মানঃ কশ্যপোঽদিতিরেব চ। নমস্কৃত্য সুরেশায় তস্মৈ দেবায় রংহসা॥ ১১॥ প্রযাতাঃ প্রাগ্দিশং সর্ব্বে বিপুলং কশ্যপাশ্রমং। তে কশ্যপাশ্রমং গত্বা কুরুক্ষেত্রবনং মহৎ॥ ১২॥ সংপ্রসাদ্যাদিতিস্তত্র তপসে তাং ন্যযোজয়ন্। সা চচার তপো ঘোরং বর্ষাণাময়ুতং তদা॥ ১৩॥ তস্যা নাম্না বনং দিব্যং সর্ব্বকামপ্রদং শুভং। আরাধনায় কৃষ্ণস্য বাগ্যতা বায়ুভোজনা॥ ১৪॥ দৈত্যৈর্নিরাকৃতান্ দৃষ্ট্বা সভয়ান্ বিসত্তমান্। বৃথাপুত্রাহমিতি সা নির্ব্বেদাৎ প্রণতা হরিং॥ ১৫॥

লেন, হে সুরোত্তম সকল! আমি বরদানে উদ্যত হইয়াছি। তোমরা বর প্রার্থনা কর; তোমাদের মঙ্গল হউক।

কশ্যপ কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের প্রতি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৩॥ তাহা হইলে, অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতারূপে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞাতিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুন॥ ৪॥ ঐ সময়ে দেবমাতা অদিতিও বরার্থিনী হইয়া, পুত্রের জন্য ভগবানকে ঐরূপই বলিলেন॥ ৫॥

তখন দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! তুমি সমুদায় দেবতার নিঃশ্রেয়সার্থ সর্ব্বদা আমাদের ত্রাতা, ভর্ত্তা, দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা হও॥ ৬॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তর বিষ্ণু স্বয়ং দেবগণকে বলিতে লাগিলেন, যাহারা তোমাদের সকলের শত্রু হইবে, তাহারা আমার অগ্রে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে পারিবে না॥৭॥ বিবুধশ্রেষ্ঠগণ! আমি বিপক্ষপক্ষ দলন করিয়া, পারমেষ্ঠ কর্ম্ম দ্বারা সুরদিগকে যজ্ঞভাগাগ্রভোজী, অসুরদিগকে হব্যাদ ও পিতৃদিগকে কব্যভোক্তা করিব। ৮॥ হে সুরোত্তম সকল! তোমরা যথায়াতপথে প্রতিনিবৃত্ত হও॥ ৯॥

প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ অনন্তর মহাত্মা বিশ্বেদেবগণ, কশ্যপ ও অদিতি সকলে সেই সুরপতি ভগবানকে নমস্কার করিয়া সবেগে॥ ১১॥ পূর্ব্বদিকস্থ কশ্যপাশ্রমে প্রয়াণ করিলেন। তথায় গমন করিয়া, সুবিশাল কুরুক্ষেত্রবন॥১২॥ সংপ্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানে অদিতিরে তপশ্চরণে নিয়োজিত করিলেন। তিনিও অযুতবর্ষ ঘোর তপস্যা করিলেন॥ ১৩॥ সেই দিব্য বন তাঁহার নামে বিখ্যাত, সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্বথা সৌম্যভাবে পরিণত হইল। তিনি কৃষ্ণের আরাধনার্থ বাগ্যতা ও বায়ুভোজনা হইয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ ঋষিসত্তমদিগকে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত ও ভয়াক্রান্ত দর্শন করিয়া, আমি বৃথাপুত্রা, এইরূপ চিন্তানন্তর নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া,

স্তুষ্টাব বাগ্ভিরিষ্টাভিঃ স্তুতিভিঃ সা তপোধনাঃ। শরণ্যং শরণং বিষ্ণুং প্রণতা ভক্তবৎসলং ॥ ১৬॥ দেবদৈত্যময়ং চাপি মধ্যমান্তস্বরূপিণং ॥ ১৭ ॥

অদিতিরুবাচ। নমঃ কৃত্যার্ত্তিনাশায় নমঃ পুষ্করমালিনে। নমঃ পরমকল্যাণকল্যাণায়াদি বেধসে। ১৮ ॥ নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমঃ পঙ্কজনাভয়ে। নমঃ পঙ্কজসম্ভূতিসম্ভবায়াত্মযোনয়ে ॥ ১৯॥ শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় দান্তদৃশ্যায় চক্রিণে। নমঃ পদ্মাসিহস্তায় নমঃ কনকবাসসে।২০॥ তথাত্মজ্ঞানযজ্ঞায় যোগিচিন্ত্যায় যোগিনে। নির্গুণায় বিশেষায় হরয়ে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ২১ ॥ জগৎ সন্তিষ্ঠতে যত্র জগতো যো ন দৃশ্যতে। নমঃ স্থূলাতিসূক্ষ্মায় তস্মৈ দেবায় শার্ঙ্গিণে ॥ ২২ ॥ যন্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তো জগদপ্যখিলং নরাঃ। অপশ্যন্তির্জ্জগদ্যশ্চ দৃশ্যতে হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ বহির্জ্জ্যোতিরলক্ষ্যো যো লক্ষ্যতে জ্যোতিষঃ পরঃ। যস্মিন্নেব যতশ্চৈক যস্যৈতদখিলং জগৎ ॥ ২৪ ॥ তস্মৈ সমস্তজগতাং স্বনাথায় নমো নমঃ। আদ্যঃ প্রজাপতির্যস্তু পিতৃণাং যঃ পরঃ পতিঃ ॥ ২৫ ॥ পতিঃ সুরাণাং যস্তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। যঃ প্রবৃত্তৈর্নিবৃত্তৈশ্চ কর্ম্মভিস্তু বিরজ্যতে ॥ ২৬ ॥ স্বর্গাপবর্গফলদো নমস্তস্মৈ গদাভৃতে। যশ্চিন্ত্যমানো মনসা সদ্যঃ পাপং ব্যপোহতি ॥ ২৭ ॥ নমস্তস্মৈ বিশুদ্ধায় পরস্মৈ হরিমেধসে। যে পশ্যন্ত্যখিলাধারমীশানমজমব্যয়ং ॥ ২৮ ॥ ন পুনর্জ্জন্মমরণং প্রাপ্নুবন্তি নমামি তং। যো যজ্ঞৈর্যজ্ঞপুরুষ ইজ্যতে যজ্ঞমাস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥ তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং নমামি প্রভুমীশ্বরং। গীয়তে সর্ব্ববেদেষু বেদবিদ্ভির্বিদাঙ্গতিঃ ॥ ৩০ ॥ যস্তস্মৈ বেদবেদ্যায় বিষ্ণবে জিষ্ণবে

তিনি ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করত ॥ ১৫ ॥ অভীষ্ট বাক্যপ্রয়োগসহকারে সকলের শরণ্য ও শরণস্বরূপ, ভক্তবৎসল ॥ ১৬ ॥ দেবদৈত্যময় ও মধ্যমান্তস্বরূপী সেই বিষ্ণুর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭ ॥ সকলের আর্ত্তিবিনাশন ভগবান্কে নমস্কার। পুষ্করমালীকে নমস্কার। পরম কল্যাণ ও কল্যাণস্বরূপ আদি বেধাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ পঙ্কজলোচনকে নমস্কার। পঙ্কজনাভিকে নমস্কার। পঙ্কজসংভূতিসম্ভবকে নমস্কার। আত্মযোনিকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ শ্রীপতি, দান্ত, দান্তদৃশ্য ও চক্রীকে নমস্কার। পদ্মাদিহস্তকে নমস্কার। কনকবাসাকে নমস্কার ॥২০॥ আত্মজ্ঞানযজ্ঞ, যোগিগণের চিন্তনীয়, যোগী, গুণাতীত, বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মরূপী হরিকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ জগৎ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু জগৎ যাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি স্থূল ও অতি সূক্ষ্ম, সেই শার্ঙ্গীকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ যাহারা নিখিল জগৎ অবলোকন করে, তাহারা যাঁহারে দেখিতে পায় না, কিন্তু যাহারা জগৎকে অবলোকন করে না, তাঁহারা যাঁহাকে হৃদয়ে বিরাজমান অবলোকন করে ॥ ২৩ ॥ যিনি জ্যোতির বহির্ভূত বলিয়া, অদৃশ্য হইয়া থাকেন, আবার, যিনি জ্যোতির পর বলিয়া, দৃশ্যমান হন; এই নিখিল জগৎ যাঁহার, যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ যিনি সমস্ত জগতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার। যিনি আদ্য প্রজাপতি, ও যিনি সকলের একমাত্র পতি ॥ ২৫ ॥ যিনি সুরগণের অধীশ্বর, সেই সকলের বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার। যিনি প্রবৃত্ত নিবৃত্ত কোনরূপ কর্ম্মেই লিপ্ত নহেন ॥ ২৬ ॥ যিনি স্বর্গ ও অপবর্গ ফল প্রদান করেন সেই গদাধরকে নমস্কার। যাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিলে, তৎক্ষণাৎ সমুদায় পাপ বিনাশ করেন ॥ ২৭ ॥ সেই বিশুদ্ধস্বরূপ ও পরস্বরূপ হরিমেধাকে নমস্কার। তাঁহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই। তিনি সকলের ঈশ্বর, আধার। যাঁহারা তাঁহারে দেখিতে পায় ॥ ২৮ ॥ তাহাদের আর পুনরায় জন্ম ও মৃত্যু হয় না। আমি তাঁহারে নমস্কার করি। যিনি যজ্ঞপুরুষ ও যজ্ঞ আশ্রয় করিয়া আছেন এবং যজ্ঞ দ্বারা যাঁহারে উপাসনা করে ॥ ২৯ ॥ সকলের প্রভু ও ঈশ্বর, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি। বেদবিদ্গণ সমুদায় বেদে যাঁহার গান করেন, যিনি জ্ঞানি-

নমঃ। যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যস্মিন্ প্রলয়মেষ্যতি ॥ ৩১ ॥ বিশ্বোদ্ভবপ্রতিষ্ঠায় নমস্তস্মৈ মহাত্মনে। ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ॥ ৩২ ॥ মায়াজালং সমুন্নদ্ধন্তমুপেন্দ্রং নমাম্যহং। যস্তৃতীয়স্বরূপস্থো বিভর্ত্ত্যখিলমীশ্বরঃ ॥ ৩৩। বিশ্বং বিশ্বপতিং বিষ্ণুং তং নমামি প্রজাপতিং। মূর্ত্তং তমোঽসুরময়ং তদ্বিনা বিনিহন্তি যঃ। রাত্রিজং সূর্য্যরূপী চ তমুপেন্দ্রং নমাম্যহং ॥ ৩৪ ॥ যস্তাক্ষিণী চন্দ্রসূর্য্যৌ সর্ব্বলোকে শুভাশুভম্। পশ্যতঃ কর্ম্ম সততং তমুপেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৩৫ ॥ যস্মিন্ সর্ব্বেশ্বরে নিত্যং সত্যমেতন্ময়োদিতং। নানৃতং তমজং বিষ্ণুং নমামি প্রভুমব্যয়ং ॥ ৩৬ ॥ যদেতৎ সত্যমুক্তং মে ভূয়শ্চাতো জনার্দ্দন। সত্যেন তেন সকলাঃ পূর্য্যন্তাং মে মনোরথাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। এবং স্তুতোথ ভগবান্ বাসুদেব উবাচ তাং। অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তস্যাঃ সন্দর্শনে স্থিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। মনোরথাংস্ত্বমদিতে যানিচ্ছস্যভিবাঞ্ছিতান্। তাংস্ত্বং প্রাপ্স্যসি ধর্ম্মজ্ঞে মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ শৃণু ত্বং চ মহাভাগে বরো যস্তে হৃদি স্থিতঃ। মদ্দর্শনং হি বিফলং ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ যশ্চেহ মদ্বনে স্থিত্বা ত্রিরাত্রং বৈ করিষ্যতি। সর্ব্বে কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্তে মনসা যানিহেচ্ছতি ॥ ৪ ॥ দূরস্থোঽপি বনং যস্তু হৃদিস্থে স্মরতে নরঃ।

গণের গতি ॥ ৩০ ॥ সেই বেদবেদ্য, জয়শীল বিষ্ণুকে নমস্কার। যাঁহা হইতে বিশ্বের জন্ম ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ এবং যাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ যিনি ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সমুদায় সংসার ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন ॥ ৩২ ॥ এবং যিনি মায়াজালে সমুন্নদ্ধ, সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি। যিনি তৃতীয় স্বরূপে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অখিল বিশ্ব ধারণ করিতেছেন, যিনি সকলের ঈশ্বর ॥ ৩৩ ॥ সেই বিশ্বরূপী বিশ্বপতি প্রজাপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি সূর্য্যরূপে রাত্রিজনিত অসুরময় মূর্ত্তিমান্ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার লোচন, তদ্দ্বারা যিনি সমস্ত লোকে শুভাশুভ দর্শন করেন, সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি ॥ ৩৫ ॥ যিনি সকলের ঈশ্বর, যাঁহাতে সত্য সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাতে আমার এই স্তব কোনমতেই মিথ্যা হয় না, সেই জননরহিত, মরণরহিত, চরাচরনিয়ন্তা বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥ হে জনার্দ্দন! আমি এই যে সত্য বলিলাম, সেই সত্যবলে আমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অদিতিস্তব নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় ॥ ২৭ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, অদিতি এইরূপ স্তব করিলে, সকলের অদৃশ্য ভগবান্ বাসুদেব তদীয় দৃষ্টিবিষয়ে সমাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে অদিতি! তুমি অভিলষিত মনোরথলাভে উৎসুক হইয়াছ, মদীয় প্রসাদে তাহা প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই ॥ ২ ॥ অয়ি মহাভাগে! শ্রবণ কর। তোমার বাঞ্ছিত বরলাভ হইবে। আমার দর্শন কখনই বিফল হইবে না ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি আমার এই বনে থাকিয়া, ত্রিরাত্র করে; তাহার যখন সমুদায় কামনা ও সমুদায় অভিলাষই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তখন এখানে যে ব্যক্তি বাস করে, তাহার কথা আর কি

সাহংশি যাতি পরং স্থানং কিং পুনর্নিবসন্নরঃ ॥ ৫ ॥ যশ্চেহ ব্রাহ্মণান্ পঞ্চ ত্রীন্ বা বাবেকমেব বা। ভোজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬ ॥

অদিতিরুবাচ। যদি দেবঃ প্রসন্নস্ত্বং ভক্ত্যা মে ভক্তবৎসল। ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুত্রস্তদস্ত মম বাসবঃ ॥ ৭ ॥ হৃতং রাজ্যং হৃতশ্চাস্ত যজ্ঞভাগো মহাসুরৈঃ। ত্বয়ি প্রসন্নে বরদ তৎ প্রাপ্নোতু সুতো মম ॥ ৮ ॥ হৃতং রাজ্যং ন দুঃখায় মম পুত্রস্য কেশব। প্রপন্নদায়বিভ্রংশঃ পীড়াং মে কুরুতে হৃদি ॥ ৯ ॥

ভগবানুবাচ। কৃতঃ প্রসাদো হি ময়া তব দেবি যথেপ্সিতং। স্বাংশেন চৈব তে গর্ভে সংভবিষ্যামি কশ্যপাৎ ॥ ১০ ॥ তব গর্ভসমুদ্ভূতস্ততস্তে যেঽসুরারয়ঃ। তানহং নিহনিষ্যামি নির্বৃতা ভব নন্দিনি ॥ ১১ ॥

অদিতিরুবাচ। প্রসীদ দেবদেবেশ নমস্তে বিশ্বভাবন। নাহং ত্বামুদরে বোঢ়ুমীশ শক্ষ্যামি কেশব। যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং বিশ্বযোনিস্ত্বমীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। অহং চ ত্বাং বহিষ্যামি স্বাত্মানং চৈব নন্দিনি। নচ পীড়াঙ্করিষ্যামি স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহং ॥ ১৩ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতে দেবেঽদিতির্গর্ভং সমাদধে ॥ ১৪ ॥ গর্ভস্থিতে ততঃ কৃষ্ণে চচাল সকলা ক্ষিতিঃ। চকম্পিরে মহাশৈলা জগ্মুঃ ক্ষোভং মহাব্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥ যতো

কহিব? দূরে থাকিয়াও যে ব্যক্তি এই বনের স্মরণ করে, তাহারও পরমপদপ্রাপ্তি হয় ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপুরস্কৃত হইয়া, এই বনে পাঁচ, তিন, দুই বা একমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করায়, তাহারও পরমগতিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অদিতি কহিলেন, হে দেব! হে ভক্তবৎসল! যদি আপনি আমার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার পুত্র ইন্দ্র যেন ত্রৈলোক্যের অধিপতি হন ॥ ৭ ॥ অসুরেরা তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছে এবং যজ্ঞভাগও কাড়িয়া লইয়াছে। তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে ইন্দ্র যেন তাহা লাভ করেন ॥ ৮ ॥ হে কেশব! আমার পুত্রের রাজ্য গিয়াছে বলিয়া, আমার দুঃখ হইতেছে না। তাহার যে প্রপন্ন দায় বিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাই আমার অতিমাত্র মর্ম্মবেদনা সমুৎপাদন করিতেছে ॥ ৯ ॥

ভগবান্ কহিলেন, - হে দেবি! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তোমার ইচ্ছামাত্রই সিদ্ধ হইবে। আমি কশ্যপের ঔরসে ত্বদীয় গর্ভে স্বীয় অংশে উৎপন্ন হইব ॥ ১০ ॥ তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদায় অসুরকুল নির্ম্মূল করিব। অয়ি নন্দিনি! তুমি শান্তিলাভ কর ॥ ১১ ॥

অদিতি কহিলেন, হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হও। হে বিশ্বভাবন! তোমারে নমস্কার। হে ঈশ! হে কেশব! আমি তোমায় উদরে বহন করিতে সমর্থ হইব না। যেহেতু, তুমি সমুদায় বিশ্বের উত্তরক্ষেত্র ও সকলের ঈশ্বর এবং তোমাতেই সমস্ত সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অয়ি নন্দিনি! আমি তোমাকে ও আপনাকে বহন করিব। তোমার কোনরূপ পীড়া সমুৎপাদন করিব না; তুমি সুখে থাক, আমি চলিলাম ॥ ১৩ ॥

লোমহর্ষণ বলিলেন, এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলে, অদিতি অন্তর্ব্বত্নী হইলেন ॥ ১৪ ॥ ভগবান গর্ভে আবির্ভূত হইলে, সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইল। সমুদায় মহাশৈল কম্পিত হইয়া উঠিল। সমুদায় মহাসাগর ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ অদিতি যে যে স্থানে গমন ও

যতোহংদ্রিবাস্তি দদাতি পদমুত্তমং। ততস্ততঃ ক্ষিতিঃ খেদান্নাম দ্বিজপুঙ্গবাঃ।। ১৬ ।। দৈত্যানামপি সর্ব্বেষাং গর্ভস্থে মধুসূদনে। বভূব তেজসো হানির্যথোক্তং পরমাত্মনা ।। ১৭ ।।

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ২৮ ।।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। নিস্তেজসোঽসুরান্ দৃষ্ট্বা সমস্তানসুরেশ্বরঃ। প্রহ্লাদমথ পপ্রচ্ছ বলিরাত্মপিতামহম্ ।। ১ ।।

বলিরুবাচ। তাত নিস্তেজসো দৈত্যা নির্দ্দগ্ধা ইব বহ্নিনা। কিমেতে সহসৈবাদ্য ব্রহ্মদণ্ডহতা ইব ।। ২ ।। দুরিষ্টং কিং তু দৈত্যানাং কিং কৃত্যা সুরনির্ম্মিতা। নাশায়ৈষা সমুদ্ভূতা যেন নিস্তেজসোঽসুরাঃ ।। ৩ ।।

লোমহর্ষণ উবাচ। ইত্থং দৈত্যবরস্তেন পৃষ্টঃ পৌত্রেণ ব্রাহ্মণাঃ। চিরন্ধ্যাত্বা জগাদেবমসুরংস্তং তদা বলিং ॥ ৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। চলন্তি গিরয়ো ভূমির্জ্জহাতি সহসা স্থিতিং। নদ্যঃ সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতা দৈত্যা নিস্তেজসঃ কৃতাঃ ॥ ৫ ॥ সূর্য্যোদয়ে যথা পূর্ব্বং তথা গচ্ছন্তি ন গ্রহাঃ। দেবতানাং পরা লক্ষ্মীঃ কারণেনানুমীয়তে ॥ ৬ ॥ মহদেতন্মহাবাহো কারণং দানবেশ্বরঃ। ন হ্রস্বমিতি মন্তব্যং ক্রিয়া কার্য্যা কথঞ্চন ॥ ৭ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা দানবপতিং প্রহ্লাদঃ সোঽসুরোত্তমঃ। অত্যর্থভক্তো দেবেশং জগাম মনসা হরিং ॥ ৮ ॥ স ধ্যানং প্রথমং কৃত্বা প্রহ্লাদস্তু ততোঽসুরঃ। বিচারয়ামাস ততো

বিশিষ্টরূপে পদ অর্পণ করেন, সেই সেই স্থানেই পৃথিবী খিন্ন ও তন্নিবন্ধন নত হইয়া পড়েন ॥ ১৬ ।। মধুসূদন গর্ভে অবতরণ করিলে, পরমাত্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সমুদায় দৈত্যগণেরও তেজের হানি হইল ।। ১৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনজন্ম নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় ॥ ২৮ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, সমস্ত অসুরকে নিস্তেজ দর্শন করিয়া, অসুরেশ্বর বলি নিজ পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১ ॥ তাত! দৈত্যগণ, অগ্নিদগ্ধের ন্যায়, অথবা ব্রহ্মশাপগ্রস্তের ন্যায় সহসা কিজন্য তেজোহীন হইল ।। ২ ॥ ইহারা এমন কি দুরিত অনুষ্ঠান করিয়াছে; অথবা সুরগণে ইহাদের বিনাশ জন্য এমন কি কৃত্যার আবিষ্কার করিয়াছে, যাহাতে ইহাদের তেজের হানি হইয়াছে।। ৩ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ পৌত্রকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, বহুক্ষণ চিন্তা করত, তাহারে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ পৃথিবী স্বীয় স্বাভাবিকী স্থিতি ত্যাগ করিয়া, বিচলিতা হইতেছেন; নদী সকল ও সাগর সমস্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছে; দৈত্যগণেরও তেজের হানি হইয়াছে ।। ৫ ॥ সূর্য্যোদয় হইলে, গ্রহগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় গমন করে না। কোন কারণে দেবগণের পরম সমৃদ্ধি অনুমিত হইতেছে ।। ৬ ॥ অয়ি মহাবাহো! এই কারণ অতি মহৎ; ক্ষুদ্র নহে, বিবেচনা করিও। কোনরূপ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য হইতেছে ।। ৭ ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, অসুরোত্তম প্রহ্লাদ দানবপতি বলিরে এইরূপ কহিয়া, অত্যন্ত ভক্তিসহকারে দেবদেব জগৎপতি বিষ্ণুর ধ্যানপরায়ণ হইলেন ।। ৮ ।। তিনি প্রথমে ধ্যান করিয়া,

যথা দেবং জনার্দ্দনং ॥ ৯ ॥ স দদর্শোদরে তস্যাঃ প্রহ্লাদো বামনাকৃতিং। তদন্তশ্চ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ॥ ১০ ॥ সাধ্যান্বিশ্বাংস্তথা দেবান্ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসান্। বিরোচনং চ তনয়ং বলিং চাসুরনায়কং ॥ ১১ ॥ জম্ভং কুজম্ভং নরকং বাণমন্যাংস্তথাসুরান্। আত্মানং গগনং বায়ুং মনস্তোয়ং হুতাশনং ॥ ১২ ॥ সমুদ্রাদ্রিদ্রুমদ্বীপান্ সরাংসি চ পশূন্মহীং। বয়োমনুষ্যানখিলাংস্তথৈব চ সরীসৃপান্ ॥ ১৩ ॥ সমস্তলোকস্রষ্টারং ব্রহ্মাণং ভবমেব চ। গ্রহনক্ষত্রতারাদ্যানৃষীংশ্চৈব প্রজাপতিং ॥ ১৪ ॥ সংপশ্যন্ বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রকৃতিস্থঃ ক্ষণাৎ পুনঃ। প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং বলিং বৈরোচনং তদা ॥১৫॥ বৎস জ্ঞাতং ময়া সর্ব্বং যদর্থং ভবতামিয়ং। তেজসো হানিরুৎপন্না তচ্ছৃণু ত্বমশেষতঃ ॥ ১৬ ॥ দেবদেবো জগদ্যোনির্জ্জগদাদিরজঃ প্রভুঃ। অনাদিরাদির্ব্বিশ্বস্য বরেণ্যো বরদো হরিঃ ॥ ১৭ ॥ পরাবরাণাং পরমঃ পরাপরবতাঙ্গতিঃ। প্রভুঃ প্রমাণং মানানাং সপ্তলোকগুরোর্গুরুঃ। স্থিতিং কর্ত্তুং জগন্নাথো হ্যদিত্যা গর্ভগঃ প্রভুঃ ॥ ১৮ ॥ প্রভুঃ প্রভূণাং পরমঃ পরাণামনাদিমধ্যো ভগবাননন্তঃ। ত্রৈলোক্যমংশেন সনাথমেকঃ কর্ত্তুং মহাত্মা দিতিজাবতীর্ণঃ ॥ ১৯ ॥ ন যস্য রুদ্রো নচ পদ্মযোনির্নেন্দ্রো ন সূর্য্যেন্দুমরীচিমিশ্রাঃ। জানন্তি দৈত্যাধিপতে স্বরূপং স বাসুদেবঃ কলয়াবতীর্ণঃ ॥ ২০ ॥ যমক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যত্রৈব বিধুতপাপাঃ। যস্মিন প্রবিষ্টা ন পুনর্ভবন্তি তং বাসুদেবং প্রণমামি চাদ্যং ॥ ২১ ॥ ভূতান্যশেষাণি যতো ভবন্তি যথোর্ম্ময়স্তোয়নিধেরজস্রং। লয়ঞ্চ যস্মিন্

পরে ভগবান্ জনার্দ্দনকে যথাযথ বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ তখন তিনি অদিতির উদরে তাঁহারে বামনাকারে অবলোকন এবং সেই বামনদেবের অন্তরে বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিযুগল, মরুদ্গণ ॥ ১০ ॥ সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরোগগণ, রাক্ষসগণ, বিরোচন, তদীয় তনয় বলি, ॥ ১১ ॥ জম্ভ, কুজম্ভ, নরক, বাণ, অন্যান্য অসুরনিকর, আত্মা, বায়ু, আকাশ, মন, জল, অগ্নি ॥ ১২ ॥ সমুদ্র সকল, পর্ব্বতসমূহ, দ্রুম দ্বীপ সমস্ত, সরোবরনিকর, পশুবর্গ, পৃথিবী মনুষ্য ও পক্ষিসমূহ, সরীসৃপ সমস্ত ॥ ১৩ ॥ সমস্তলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, গ্রহ নক্ষত্র ও তারাদি, ঋষি সকলও প্রজাপতি, ইহাঁদিগকে দর্শন করিলেন ॥ ১৪ ॥ দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট ও পুনরায় তৎক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া, তিনি দৈত্যনায়ক বিরোচনাত্মজ বলিকে কহিলেন ॥ ১৫ ॥ বৎস! যেজন্য তোমাদের সকলের তেজোহানি সংঘটিত হইয়াছে, আমি তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি। সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ যিনি দেবগণেরও দেবতা, যিনি জগতের যোনি ও আদি; যিনি জননরহিত ও সকলের প্রভু; যাঁহার আদি নাই, কিন্তু যিনি সকলের আদি; যিনি বরেণ্য ও বরদ; যিনি সকল শোকতাপ হরণ করেন ॥ ১৭ ॥ পরাবর সকলের শ্রেষ্ঠ ও পরাপরবান্দিগের গতি, যিনি প্রমাণ সকলেরও প্রমাণস্বরূপ; যিনি সপ্তলোকগুরুর গুরু; সেই জগন্নাথ জনার্দ্দন জগতের স্থিতিবিধানার্থ অদিতির গর্ভে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ তিনি প্রভুগণেরও প্রভু ও পরাৎপরস্বরূপ। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, কোনরূপ পরিচ্ছেদ নাই। তিনি ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও অদ্বিতীয়স্বরূপ পরমাত্মা। তিনি ত্রৈলোক্যের রক্ষাবিধানার্থ স্বকীয় অংশে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ রুদ্র যাহাঁর স্বরূপ জানেন না, পদ্মযোনিও যাঁহারে চিনিতে পারেন না, ইন্দ্র ও সূর্য্যও যাঁহারে প্রকৃত প্রস্তাবে অবগত নহেন, মরীচি প্রভৃতিরাও যাঁহার স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হন না, হে দৈত্যাধিপতে! সেই বাসুদেব, অংশে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ বেদবিৎ ব্যক্তিবর্গ যাঁহাকে অক্ষরস্বরূপ বলিয়া থাকেন, বিধুতপাপা পুরুষগণ চরমে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাহাতে প্রবেশ করিলে, পুনর্জ্জন্ম নিরাকৃত হয়, সকলের আদি সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥ ঊর্ম্মি সকল যেমন সাগর হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ

প্রলয়ে প্রয়াস্তি তং বাসুদেবং প্রণতোঽস্ম্যচিন্ত্যং ॥ ২২ ॥ রূপঞ্চ চক্ষুর্গ্রহণে ত্বগেবা স্পর্শগ্রহেহথো রসনা রসস্য। ঘ্রাণঞ্চ গন্ধগ্রহণে নিযুক্তং ত্বগ্‌ঘ্রাণচক্ষুংষি ন তানি যস্য ॥২৩॥ সর্ব্বেশ্বরো বেদিতব্যঃ স যুক্ত্যা শুনাদিমধ্যং ত্বনঘঞ্চ দেবং। নমাম্যহন্তং হরিমীশিতারং লোকৈকনাথং ভবভীতিনাশনং ॥ ২৪ ॥ যেনৈকদংষ্ট্রেণ সমুদ্ধৃতেয়ং ধরাচলা ধারয়তীহ বিশ্বং। ইদঞ্চ হর্ত্তা সকলং জগদ্যস্তমীড্যমীশং প্রণতোঽস্মি বিষ্ণুং ॥ ২৫ ॥ অংশাবতীর্ণেন চ যেন গর্ভে হৃতানি তেজাংসি মহাসুরাণাং। নমামি তং দেবমনন্তমীশমশেষসংসারতরোঃ কুঠারং ॥ ২৬ ॥ দেবো জগদ্যোনিরয়ং মহাত্মা স ষোড়শাংশেন মহাসুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রমাতুর্জ্জঠরং প্রবিষ্টো হৃতানি বস্তেন বলম্বপুংষি ॥ ২৭ ॥

বলিরুবাচ। তাত কোঽয়ং হরির্নাম যতো নো ভয়মাগতং। সন্তি মে শতশো দৈত্যা বাসুদেববলাধিকাঃ ॥ ২৮ ॥ বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুর্জ্জম্ভঃ কুম্ভস্তথৈবচ। হয়শিরা অশ্বশিরা ভঙ্গকারো মহাহনুঃ ॥ ২৯ ॥ বাতাপিঃ প্রবশঃ শম্ভুঃ কুক্কুরাক্ষশ্চ দুর্জ্জয়ঃ। এতে চান্যে চ মে সন্তি দৈতেয়া দানবাস্তথা ॥ ৩০ ॥ মহাবলা মহাবীর্য্যা ভূভারধরণক্ষমাঃ। এষামেকৈকশঃ কৃষ্ণো ন বীর্য্যবলসংমিতঃ ॥ ৩১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। পৌত্রস্য তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রহ্লাদো দৈত্যপুঙ্গবঃ। সক্রোধশ্চ বলিং প্রাহ বৈকুণ্ঠাক্ষেপবাদিনং ॥ ৩২ ॥ বিনাশমুপযাস্যন্তি দৈত্যাস্তে চাপি দানবাঃ। যেষাং ত্বমীদৃশো রাজা দুর্ব্বুদ্ধিরবিবেকবান্ ॥ ৩৩ ॥ দেবদেবং মহাভাগং বাসুদেবমজং বিভুং। ত্বামৃতে

সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং প্রলয়সময়ে যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, সেই অচিন্ত্যস্বরূপ বাসুদেবকে প্রণাম করি ।। ২২ ॥ যিনি রূপকে চক্ষুর্গ্রহণে, ত্বক্‌কে গন্ধানুভবে, রসনাকে রসগ্রহে এবং ঘ্রাণকে গন্ধানুপরিগ্রহে নিযোজিত করিয়াছেন ; কিন্তু যিনি স্বয়ং ত্বক্‌,ঘ্রাণ, চক্ষু কাহারই বিষয়ীভূত নহেন ॥ ২৩ ॥ যিনি সকলের ঈশ্বর ও যুক্তি অনুসারে অবশ্যজ্ঞাতব্য যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, পাপলেশের সম্পর্কমাত্র নাই ; যিনি নিত্যলীলাময় বিগ্রহ ও স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, যিনি সকলের নিগ্রহানুগ্রহে ও তিরস্কার পুরস্কারে সমর্থ, যিনি লোক সকলের অদ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা এবং যিনি ভবভয়বিনাশকর্ত্তা, সেই হরিকে নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥ যিনি একমাত্র দংষ্ট্রা সাহায্যে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন, যিনি সকল জগতের হর্ত্তা, সেই সকলের পূজনীয় ও নিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপী হরিকে নমস্কার করি ॥ ২৫ ॥ যিনি অদিতির গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, অসুরগণের তেজঃ হরণ করিয়াছেন, সমস্ত সংসারতরুর কুঠারস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সেই হরিকে নমস্কার করি ।। ২৬ ॥ হে মহাসুরেন্দ্র ! সেই জগদ্‌যোনি মহাত্মা বাসুদেব ষোড়শ অংশমাত্রে সুরেন্দ্রজননীর জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া, তোমাদের বল ও বপু শোষণ করিয়াছেন ।। ২৭ ॥

বলি কহিল, তাত ! যাঁহা হইতে আমাদের বিপৎ সমাগত হইয়াছে সেই হরি কে ? দেখুন, বাসুদেব অপেক্ষাও অধিকবলশালী শত শত দৈত্য আমার অধীনে অবস্থিতি করিতেছে ।। ২৮ ॥ বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, জম্ভ, কুজম্ভ, হয়শিরা, অশ্বশিরা, ভঙ্গকার, মহাহনু ।। ২৯ ॥ বাতাপি, প্রবশ, দুর্জ্জয়, কুক্কুরাক্ষ ইহারা এবং অন্যান্য দৈত্য ও দানবগণ ॥৩০॥ সকলেই মহাবল, সকলেই মহাবীর্য্য ও সকলেই ভূভার গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্। ইহাদের মধ্যে এক এক জনেরও সমান কৃষ্ণের বল নাই ।। ৩১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, দৈত্যপতি প্রহ্লাদ পৌত্রের এই বচন আকর্ণন করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, ভগবানের আক্ষেপবাদপ্রবৃত্ত সেই বলিকে বলিতে লাগিলেন ।। ৩২ ॥ তোমার অধীনস্থ দৈত্য ও দানবগণ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ; যাহাদের তুমি ঈদৃশ দুর্বুদ্ধি ও বিবেকশূন্য রাজা ॥ ৩৩ ॥

পাপসঙ্কল্পঃ কোঽন্য এবং বদিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ য এতে ভবতা প্রোক্তাঃ সমস্তা দৈত্যদানবাঃ। সব্রহ্মকাস্তথা দেবাঃ স্থাবরান্তাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্বং চাহঞ্চ জগচ্চেদং সাদ্রিদ্রুমনদীবনং। সমুদ্রদ্বীপলোকাশ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥ ৩৬ ॥ যস্যাভিবাদ্যবন্দ্যস্য ব্যাপিনঃ পরমাত্মনঃ। একৈকাংশকলাজন্ম কস্তমেবং বদিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ ঋতে বিনাশাভিমুখং ত্বামেকমবিবেকিনং। দুর্ব্বুদ্ধিমজিতাত্মানং বৃদ্ধানাং শাসনাতিগং ॥৩৮॥ শোচ্যোঽহং যস্য মে গেহে জাতস্তব পিতাধমঃ। যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো দেবদেবাবমানকঃ ॥ ৩৯ ॥ তিষ্ঠত্বনেকসংসারসঙ্ঘাতৌঘবিনাশিনী। কৃষ্ণে ভক্তিরহন্ত্বাবদবেক্ষ্যো ভবতা ন কিং ॥ ৪০ ॥ ন মে প্রিয়তরঃ কৃষ্ণাদপি দেহং মহাত্মনঃ। ইতি জানাত্যয়ং লোকো ভবাংশ্চ দিতিজাধমঃ ॥ ৪১ ॥ জানন্নপি প্রিয়তরং প্রাণেভ্যোপি হরিং মম। নিন্দাং করোষি তস্য ত্বমকুর্ব্বন্ গৌরবং মম ॥ ৪২ ॥ বিরোচনস্তব গুরুর্গুরুস্তস্যাপ্যহং বলে। মমাপি সর্ব্বজগতাং গুরুর্নারায়ণো হরিঃ ॥ ৪৩ ॥ নিন্দাং করোষি তস্মিংস্ত্বং কৃষ্ণে গুরুগুরোর্গুরৌ। যস্মাত্তস্মাদিহৈশ্বর্য্যাদচিরাদ্‌ভ্রংশমেষ্যসি ॥ ৪৪ ॥ স দেবো জগতাং নাথো বলে মম জনার্দ্দনঃ। নন্বহং প্রত্যবেক্ষ্যস্তে পিতুর্মান্যোত্র যো গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ এতাবন্মাত্রমপ্যত্র নিন্দতা জগতো গুরুং। নাপেক্ষিতং ত্বয়া যস্মাত্তস্মাচ্ছাপং দদামি তে ॥ ৪৬ ॥ যথা মে শিরসশ্ছেদাদিদং গুরুতরং বচঃ। ত্বয়োক্তমচ্যুতাক্ষেপি রাজ্যভ্রষ্টস্তথা

তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ পাপসংকল্প পুরুষ দেবদেব, মহাভাগ, জননরহিত, অণিমাদিবিভাবসম্পন্ন ভগবানের প্রতি এরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারে ।। ৩৪ ॥ তুমি যাহাদের নাম করিলে, সেই সমস্ত দৈত্য ও দানববর্গ, অধিক কি, ব্রহ্মার সহিত দেবগণ, স্থাবরান্ত জাতিসমূহ ॥ ৩৫ ॥ তুমি, আমি এবং পর্ব্বত, পাদপ, নদী ও বন সহিত সমুদায় জগৎ, সমুদ্র ও দ্বীপসহিত সমস্ত লোক, এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ॥ ৩৬ ॥ যাঁহার একৈক অংশকলা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিয়াছি, যিনি সকলেরই অভিবাদ্য ও বন্দনীয় এবং যিনি সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, কে ন্ ব্যক্তি তাঁহারে এরূপ কথা বলিতে পারে ? ॥৩৭॥ একমাত্র তুমি কেবল বলিতে পার। কেননা, তোমার বিনাশ অভিমুখীন হইয়াছে ; তাহার উপর তোমার বিবেচনার লেশ নাই ; তাহার উপর আবার তুমি দুর্বুদ্ধি, অজিতাত্মা ও বৃদ্ধগণের শাসন অতিক্রম করিয়াছ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বথা আমি শোচনীয়। কেননা, আমার গেহে তোমার অধম পিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যাহার ঔরসে তোমার ন্যায়, দেবদেব বাসুদেবের অবমানকর ঈদৃশ পুত্রের উদ্ভব হইয়াছে ॥৩৯॥ কৃষ্ণে ভক্তি করিলে, অনেক সংসারদুঃখাতপরম্পরা বিনিবৃত্ত হয়। অন্ততঃ আমারও অবেক্ষা করা কি তোমার উচিত নয় ? ॥৪০॥ মহাত্মা কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার দেহও প্রিয়তর নহে। ইহা সকল লোকেই জানে এবং দৈত্যাধম তুমিও ইহা অবগত আছ ॥ ৪১ ॥ তুমি হরিকে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জানিয়াও, আমার অগৌরব করত, তাঁহার নিন্দা করিতেছ ॥ ৪২ ॥ দেখ, বিরোচন তোমার গুরু। আমি আবার তাহারও গুরু। হরি আবার আমার ও সমুদায় জগতের গুরু ॥ ৪৩ ॥ এইরূপে গুরুর গুরুর গুরু ভগবান্ কৃষ্ণের তুমি নিন্দা করিতেছ। এই কারণে অচিরকাল মধ্যেই তুমি ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইবে ॥ ৪৪ ॥ সেই জনার্দ্দন আমার ও বিশ্বসংসারের নাথ। আমি তোমার পিতার মান্য। তথাপি তুমি আমার প্রত্যবেক্ষা করিতেছ না ॥ ৪৫ ॥ যেহেতু তুমি জগদ্‌গুরু জনার্দ্দনের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, এতাবন্মাত্রও অপেক্ষা করিলে না, সেইহেতু তোমারে শাপ দিব ॥ ৪৬ ॥ তুমি ভগবানের যে নিন্দাবাদ করিলে, তাহা আমার শিরশ্ছেদ অপেক্ষাও গুরুতর। সেইজন্য তুমি রাজ্যভ্রষ্ট ও পতিত

পত ॥ ৪৭ ॥ যথা ন কৃষ্ণাদপরঃ পরিত্রাণং ভবার্ণবে । তথাচিরেণ পশ্যেয়ং ভবন্তং রাজ্যবিচ্যুতং ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবাক্যং নামক একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

রোমহর্ষণ উবাচ । ইতি দৈত্যপতিঃ শ্রুত্বা গুরোর্ব্বচনমপ্রিয়ং । প্রসাদয়ামাস গুরুং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

বলিরুবাচ । প্রসীদ তাত মা কোপং কুরু মোহহতে ময়ি । বলাবলেপমূঢ়েন ময়ৈতদ্বাক্যমীরিতং ॥ ২ ॥ মোহাপহতবিজ্ঞানঃ পাপোঽহং দিতিজোত্তম । যচ্ছপ্তোঽস্মি দুরাচারস্তৎ সাধু ভবতা কৃতং ॥ ৩ ॥ রাজ্যভ্রংশং যশোভ্রংশং প্রাপ্স্যামীতি ততস্ত্বহং । বিষণ্ণোঽসি যথা তাত তথৈবাবিনয়ঃ কৃতঃ ॥ ৪ ॥ ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমন্যদ্বা কিমপীহ ন দুর্ল্লভং । সংসারে দুর্ল্লভা স্তাত গুরবো যে ভবদ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥ তৎ প্রসীদ ন মে কোপং কর্ত্তুমর্হসি দৈত্যপ । ত্বৎকোপপরিদগ্ধোঽহং পরিতপ্যে দিবানিশং ॥ ৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । বৎস কোপেন মে মোহো জনিতস্তেন তে ময়া । দত্তঃ শাপো বিবেকশ্চ মোহেনাপহৃতো মম ॥ ৭ ॥ যদি মোহেন মে জ্ঞানং নাক্ষিপ্তং স্যান্মহাসুর । তৎ কথং সর্ব্বগং জানন্ হরিং কঞ্চিচ্ছপাম্যহং ॥ ৮ ॥ যোঽয়ং শাপো ময়া দত্তো ভবতে দৈত্যপুঙ্গব । ভাব্যমেতেন তে নূনং তস্মাত্ত্বং মা বিষীদ বৈ ॥ ৯ ॥ অদ্যপ্রভৃতি দেবেশে ভগবত্যচ্যুতে হরৌ ।

হইবে ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণ বিনা ভবসাগরে অন্য কেহ পরিত্রাণ করিতে পারে না । সেইহেতু, অচিরকালমধ্যেই তোমারে যেন রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদ বাক্য নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় ॥ ২৯ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, দৈত্যপতি গুরুর এইরূপ অপ্রিয় বচন শ্রবণ করিয়া, বারংবার প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহারে প্রসন্ন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ এবং কহিল, তাত ! প্রসন্ন হউন । আমি মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছি । আমার প্রতি কোপ করিবেন না । আমি বলগর্ব্বে হতজ্ঞান হইয়া এইরূপ বলিয়াছি ॥ ২ ॥ মোহবশতঃ আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ অপহৃত হইয়াছে । বলিতে কি, আপনি পাপাত্মা ও দুরাচার আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা ভালই করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ আমি আপনার শাপে রাজ্যভ্রষ্ট ও যশোভ্রষ্ট হইব । তাত ! আপনি আমার এই ঔদ্ধত্যবশতঃ বিষণ্ণ হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ দেখুন, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য অথবা অন্যবিধ বস্তুও দুর্লভ নহে । কিন্তু সংসারে আপনার ন্যায় গুরু অতি দুর্লভ ॥ ৫ ॥ অতএব প্রসন্ন হউন । আমার প্রতি রোষবশ হইবেন না । আপনার কোপে নিতান্ত দগ্ধ হইয়া, আমি দিবানিশ পরিতাপ অনুভব করিতেছি ॥ ৬ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, বৎস ! রোষবশতঃ আমার মোহ সমুদ্ভূত এবং সেই মোহবশে আমার বিবেকও অপহৃত হইয়াছে । তজ্জন্য আমি তোমারে শাপ দিয়াছি ॥ ৭ ॥ অয়ি মহাসুর ! যদি মোহবশে আমার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত না হইত, তাহা হইলে, সর্ব্বব্যাপী হরিকে অবগত হইয়াও, আমি কাহাকেও কি শাপপ্রদান করিতে পারি ? ॥ ৮ ॥ হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমারে যে শাপ দিয়াছি, তাহা অবশ্যই ঘটিবে । তজ্জন্য তুমি বিষণ্ণ হইও না ॥ ৯ ॥ আজি হইতে তুমি

তদেবং ভক্তিমানীশে স তে ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ শাপং প্রাপ্য চ মে বীর দেবেশঃ সংস্মৃতস্ত্বয়া । তথা তথা বদিষ্যামি শ্রেয়স্তং প্রাপ্স্যসে যথা ॥ ১১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । অদিতের্গর্ভমাসাদ্য সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদঃ । ক্রমেণৈব হরির্বৃদ্ধিং দেবঃ প্রাপ্তো মহাযশাঃ ॥ ১২ ॥ ততো মাসে চ দশমে কালে প্রসব আগতে । অজায়ত স গোবিন্দো ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥ অবতীর্ণে জগন্নাথে তস্মিন্ সর্ব্বামরেশ্বরে । দেবাশ্চ মুমুচুর্দুঃখং দেবমাতাদিতিস্তথা ॥ ১৪ ॥ ববুর্ব্বাতাঃ সুখস্পর্শাঃ বিরজস্কমভূন্নভঃ । ধর্ম্মে চ সর্ব্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥ ১৫ ॥ নোদ্বেগশ্চাপ্যভূদ্দেহে মানবানাং দ্বিজোত্তমঃ । তদা হি সর্ব্বভূতানাং স্বস্থা মতিরজায়ত ॥ ১৬ ॥ তং জাতমাত্রং ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । জাতকর্ম্মাদিকাং কৃত্বা ক্রিয়াং তুষ্টাব চ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ । জয়াধীশ জয়াজেয় জয় সর্ব্বগুরো হরে । জন্মমৃত্যুজরাতীত জয়ানন্ত জয়াচ্যুত ॥ ১৮ ॥ জয়াজিত জয়াশেষ জয়াব্যক্তস্থিতে জয় । পরমার্থার্থ সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানজ্ঞেয়ার্থনিশ্চিত ॥ ১৯ ॥ জয়াশেষজগৎসাক্ষিন্ জগৎকর্ত্তর্জগদ্গুরো । জগতোঽজগতশ্চেশ স্থিতৌ পালয়নে জয় ॥ ২০ ॥ জয়াখিল জয়াশেষ জয় সর্ব্বহৃদিস্থিত । জয়াদিমধ্যান্তময় সর্ব্বজ্ঞানময়োত্তম ॥ ২১ ॥ মুমুক্ষুভিরনির্দ্দেশ্য নিত্যহৃষ্ট জয়েশ্বর । যোগিভির্মুক্তিকামৈস্তু দমাদিগুণভূষণ ॥ ২২ ॥ জয়াতিসূক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় জয় স্থূল জগন্ময় । জয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মস্ত্বং জয় যোগিন্নতীন্দ্রিয় ॥ ২৩ ॥ জয় স্বমায়াযোগস্থ শেষ-

---

সেই দেবদেব ভগবান্ অচ্যুতে ভক্তিমান্ হও। তাহা হইলে, তিনি তোমারে পরিত্রাণ করিবেন ॥ ১০ ॥ তুমি মৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, যদি ভগবান্‌কে স্মরণ কর, তাহা হইলে, যে যে রূপে তোমার মঙ্গল হইতে পারে, আমি তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিব ॥ ১১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, এদিকে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদ, মহাযশা, ভগবান্ হরি অদিতির গর্ভে অবতরণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর দশম মাস উপস্থিত হইলে, যথাসময়ে প্রসব সমাগত হইল। তখন ভগবান্ গোবিন্দ বামনমূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সমুদায় অমরগণের ঈশ্বর জগন্নাথ হরি অবতীর্ণ হইলে, দেবগণ ও অদিতি সকলেই দুঃখ বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ১৪ ॥ সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া, সঞ্চরমাণ হইল। আকাশ নির্ম্মল হইয়া উঠিল। সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্মে মতি হইল ॥ ১৫ ॥ হে দ্বিজোত্তমবর্গ! মানবগণের দেহে আর উদ্বেগ রহিল না। সকল প্রাণিই সুস্থচিত্ত হইল ॥ ১৬ ॥

লোকপিতামহ ব্রহ্মা জাতমাত্র তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সমাহিত করিয়া, এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে অধীশ! তোমার জয় হউক। হে অজেয়! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বগুরো হরে! তোমার জয় হউক। হে জন্মমৃত্যুজরাতীত অনন্তস্বরূপ অচ্যুত! তোমার জয় হউক ॥ ১৮ ॥ হে অজিত! তোমার জয় হউক। হে অশেষ! তোমার জয় হউক। হে অব্যক্ত! হে স্থিতিস্বরূপ! তোমার জয় হউক হে পরমার্থস্বরূপ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে জ্ঞানস্বরূপ! হে জ্ঞেয়ার্থনিশ্চিত! তোমার জয় হউক ॥ ১৯ ॥ হে সমস্ত জগতের সাক্ষিরূপিন্! তোমার জয় হউক। হে জগৎকর্ত্তা! হে জগদ্গুরো! তোমার জয় হউক। হে জগতের ঈশ্বর! হে জগতের স্থিতিবিধায়ক! তোমার জয় হউক ॥ ২০ ॥ হে অখিল! তোমার জয় হউক। হে অশেষ! তোমার জয় হউক। হে সকলের হৃদয়স্থিত! তোমার জয় হউক। হে আদিমধ্যান্তময়! হে সর্ব্বজ্ঞানময়! হে উত্তম! তোমার জয় হউক ॥ ২১ ॥ হে মুমুক্ষুগণের অনির্দ্দেশ্য! হে নিত্যহৃষ্ট! হে ঈশ্বর! তোমার জয় হউক। হে দমাদিগুণভূষণ! তোমার জয় হউক ॥ ২২ ॥ হে অতিসূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ! হে স্থূল ও জগন্ময়! তোমার জয় হউক। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মস্বরূপ! তোমার জয় হউক। হে যোগিন্! হে অতীন্দ্রিয়! তোমার জয়

ভোগশয়াক্ষর। জয়ৈকদংষ্ট্রাগ্রেণ সমুদ্ধৃতবসুন্ধর॥ ২৪॥ নৃকেসরিন্ সুরারাতিবক্ষঃস্থলবিদারণ। সাংপ্রতঞ্জয় বিশ্বাত্মন্ মায়াবামন কেশব॥ ২৫॥ স্বমায়াপটলচ্ছন্ন জগদ্ধাতর্জনার্দ্দন। জয়াচিন্ত্য জয়ানেকস্বরূপৈকনিধে প্রভো॥ ২৬॥ বর্দ্ধস্ব বর্দ্ধিতানেকবিকারপ্রকৃতে হরে। ত্বয়ৈষা জগতীশেষসংস্থিতা ধর্ম্মপদ্ধতিঃ॥ ২৭॥ ন ত্বামহং ন চেশানো নেন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশা হরে। জ্ঞাতুমীশান ঋষয়ঃ সনকাদ্যা ন যোগিনঃ॥ ২৮॥ ত্বং মায়াপটসংবীতো জগত্যত্র জগৎপতে। কস্ত্বাং বেৎস্যতি সর্ব্বেশ ত্বৎপ্রসাদং বিনা নরঃ॥ ২৯॥ ত্বমেবারাধিতো যেন প্রসাদসুমুখ প্রভো। স এব কেবলং দেব বেত্তি ত্বাং নেতরো জনঃ॥ ৩০॥ তদীশ্বরেশ্বরেশান বিভো বর্দ্ধস্ব বামন। প্রভবায়াস্য বিশ্বস্য বিশ্বাত্মন্ পৃথুলোচন॥ ৩১॥

লোমহর্ষণ উবাচ। এবং স্তুতো হৃষীকেশঃ স তদা বামনাকৃতিঃ। প্রহস্য ভাবগম্ভীরমুবাচারূঢ়সম্পদম্॥ ৩২॥ স্তুতোহং ভবতা পূর্ব্বমিন্দ্রাদ্যৈঃ কশ্যপেন চ। ময়া চাস্য প্রতিজ্ঞাতমিন্দ্রস্য ভুবনত্রয়ং॥ ৩৩॥ ভূয়শ্চাহং স্তুতোঽদিত্যা তস্যাশ্চাপি ময়াশ্রুতং। যথা শক্রায় দাস্যামি ত্রৈলোক্যং হতকন্টকং॥ ৩৪॥ সোঽহং তথা করিষ্যামি যথেন্দ্রো জগতঃ পতিঃ। ভবিষ্যতি সহস্রাক্ষঃ সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ॥ ৩৫॥ ততঃ কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মা হৃষীকেশায় দত্তবান্। যজ্ঞোপবীতং ভগবান্দদৌ তস্য বৃহস্পতিঃ॥ ৩৬॥ আষাঢ়মদদদ্দণ্ডং মরীচির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ। কমণ্ডলুং বশিষ্ঠশ্চ কৌশ্যাংশ্চীরমথাঙ্গিরাঃ। আসনঞ্চৈব পুলহঃ পুলস্ত্যঃ পীতবাসসী॥ ৩৭॥ উপতস্থুশ্চ তং বেদাঃ

হউক॥ ২৩॥ হে স্বমায়াযোগস্থ! তোমার জয় হউক। হে শেষভোগশায়িন্! হে অক্ষররূপিন্! তোমার জয় হউক। হে একমাত্র দন্ত দ্বারা বসুন্ধরার উদ্ধারকারিন্! তোমার জয় হউক॥ ২৪॥ হে হিরণ্যকশিপুর হৃদয়বিদারিন্ নৃসিংহরূপিন্! তোমার জয় হউক। অধুনা, হে মায়াবামনমূর্ত্তিধারিন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে কেশব! তোমার জয় হউক॥২৫॥ হে স্বকীয় মায়াজালে আচ্ছন্ন! হে জগৎবিধাতঃ। হে জনার্দ্দন! তোমার জয় হউক। হে অচিন্ত্য ও অনেকস্বরূপ! হে একনিধে! হে প্রভো! তোমার জয় হউক॥ ২৬॥ হে বর্দ্ধিত! তুমি বর্দ্ধিত হও। হে অনেক! হে বিকার ও প্রকৃতিস্বরূপ! হে হরে! তুমিই এই সংসারের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপদ্ধতি স্থাপন করিয়াছ॥ ২৭॥ আমি তোমারে অবগতি নহি। মহাদেবও তোমার স্বরূপ বিদিত নহেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমারে জানিতে পারেন না। ঋষিগণ ও সনকাদি যোগিগণও তোমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহেন॥ ২৮॥ হে জগৎপতে! তুমি মায়াপটে সংবীত হইয়া, এই জগতীতলে বিরাজ করিতেছ। অতএব, হে সর্ব্বেশ! কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রসাদ ব্যতিরেকে তোমারে জানিতে পারিবে?॥ ২৯॥ হে প্রসাদসুমুখ! হে প্রভো! যে ব্যক্তি তোমার আরাধনা করে, সেই কেবল তোমারে অবগত হয়, অন্যে নহে॥ ৩০॥ হে ঈশ্বরেশ্বরেশ! হে বামন! তুমি বর্দ্ধিত হও। হে পৃথুলোচন! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি এই বিশ্বের প্রভবার্থ বর্দ্ধিত হও॥ ৩১॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, বামনরূপী হৃষীকেশ এইপ্রকার স্তুত হইয়া, সুমধুর হাস্য করিয়া, অর্থগৌরবযুক্ত ভাবগম্ভীর বাক্যে কহিলেন॥ ৩২॥ পূর্ব্বে আপনি ইন্দ্রাদি অমরগণ ও কশ্যপের সহিত আমার স্তব করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি ইন্দ্রকে ভুবনত্রয়দানে প্রতিশ্রুত হই॥ ৩৩॥ পুনরায় অদিতি স্তব করিলে, তাঁহারও নিকট ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, বলিয়াছিলাম, ইন্দ্রকে কণ্টক উৎখাত করিয়া, ত্রিভুবন প্রদান করিব॥ ৩৪॥ অতএব যাহাতে সহস্রলোচন ইন্দ্র জগতের পতি হন, আমি তাহাই করিব। আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি॥ ৩৫॥

তখন ব্রহ্মা সেই বামনরূপী হৃষীকেশকে কৃষ্ণাজিন, ভগবান্ বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত॥ ৩৬॥ ব্রহ্মার পুত্র মরীচি পলাশ নির্ম্মিত দণ্ড, বশিষ্ঠ কমণ্ডলু, অঙ্গিরা কুশ ও চীর, পুলহ আসন ও পুলস্ত্য

প্রণবোচ্চারভূষণাঃ। শাস্ত্রাণ্যশেষাণি তথা সাংখ্যযোগোক্তয়স্তথা ॥ ৩৮ ॥ স বামনো জটী দণ্ডী ছত্রী ধৃতকমণ্ডলুঃ। সর্ব্বদেবময়ো দেবো বলেরধ্বরমভ্যগাৎ ॥ ৩৯ ॥ যত্র যত্র পদং বিপ্রা ভূভাগে বামনো দদৌ। দদাতি ভূমির্বিবরং তত্র তত্রাভিপীড়িতা ॥ ৪০ ॥ স বামনো জড়গতির্মৃদু গচ্ছন্ সপর্ব্বতাং। সাব্ধিদ্বীপবনাং সর্ব্বাং চালয়ামাস মেদিনীং ॥ ৪১ ॥ বৃহস্পতিস্তু শনকৈর্মার্গং দর্শয়তে শুভং। তথা ক্রীড়াবিনোদার্থে গতির্জ্জগতি সা ভবৎ ॥ ৪২ ॥ ততঃ শেষো মহানাগো নিঃসৃত্যাসৌ রসাতলাৎ সাহায্যং কল্পয়ামাস দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৪৩ ॥ তদদ্যাপি চ বিখ্যাতং মহাবিপুলমুত্তমং। তস্য সন্দর্শনাদেব নাগেভ্যো ন ভয়ং ভবেৎ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বলিযজ্ঞে বামনপ্রস্থানং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। সপর্ব্বতবনামুর্বী দৃষ্ট্বা সংক্ষুভিতাং বলিঃ। পপ্রচ্ছোশনসং শুক্রং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১ ॥ আচার্য্য ক্ষোভমায়াতি সাব্ধিভূবনা মহী। কস্মাচ্চ নাসুরান্ ভাগান্ প্রতিগৃহ্ণন্তি বহ্নয়ঃ ॥ ২ ॥ ইতি পৃষ্টোহথ বলিনা কাব্যো বেদবিদাম্বরঃ। উবাচ দৈত্যাধিপতিং চিরং ধ্যাত্বা মহামতিঃ ॥ ৩ ॥ অবতীর্ণো জগদ্যোনিঃ কশ্যপস্য গৃহে হরিঃ। বামনেনেহ রূপেণ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪ ॥ স নূনং যজ্ঞমায়াতি তব দানবপুঙ্গবঃ। যস্য পদন্যাসক্ষোভাদিয়ং প্রচলিতা মহী ॥ ৫ ॥ কম্পন্তে গিরয়শ্চৈব সংক্ষুব্ধা মকরালয়াঃ। নৈনং ভূতপতিং ভূমিঃ সমর্থা

পীতবস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রণবোচ্চারভূষিত বেদ সকল, অশেষ শাস্ত্র ও সমুদায় সাংখ্যযোগোক্তি, তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৮ ॥ সেই সর্ব্বদেবময় দেব বামন জটা, দণ্ড, ছত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, বলির যজ্ঞে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ হে বিপ্রবর্গ! তিনি গমনসময়ে যে যে ভূভাগে পদ প্রদান করিতে লাগিলেন, পৃথিবী সেই সেই স্থানেই অভিপীড়িত হইয়া, ছিদ্রযুক্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০ ॥ তিনি মৃদুমন্দ গমন করিলেও, সমগ্র পৃথিবী পর্ব্বত, বন ও দ্বীপ সকলের সহিত বিচলিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ বৃহস্পতি ধীরে ধীরে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। তিনি পৃথিবীতে ক্রীড়াবিনোদার্থ তাদৃশ গতি অবলম্বন করিলেন ॥ ৪২ ॥ তখন মহানাগ শেষ রসাতল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, সেই বামনরূপী দেবদেব চক্রির সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ তাহার এই সাহায্যকরণ সংসারে সর্ব্বত্র অতি বিস্তৃতরূপে ও বিশিষ্টবিধানে বিখ্যাত হইয়াছে। তাহার সন্দর্শনে সর্পভয় তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিযজ্ঞে বামনের প্রস্থান নামক ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩০ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, সমগ্র বসুমতী পর্ব্বত ও কানন সহিত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে, বলি এই ব্যাপার অবলোকন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গুরু শুক্রকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! সাগর, পর্ব্বত ও অরণ্যসহিত অখণ্ড মেদিনীমণ্ডল কিকারণে ক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং অগ্নিই বা কিজন্য অসুরভাগ প্রতিগ্রহ করিতেছেন না? ॥ ১ ॥ ২ ॥

বেদবিদ্বরিষ্ঠ মহামতি শুক্র বলিকর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন ॥ ৩ ॥ জগদ্যোনি পরমাত্মা সনাতন হরি কশ্যপের গৃহে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে দানবপুঙ্গব! তিনি নিশ্চয় তোমার যজ্ঞে আসিতেছেন। তাঁহারই পাদপ্রক্ষেপে এই পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছেন ॥ ৫ ॥ পর্ব্বত সকল বিচলিত হইতেছে এবং

বোঢ়ুমীশ্বরং ॥ ৬ ॥ সদেবাসুরগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগা। অনেনৈব ধৃতা ভূমিরাপোঽগ্নিঃ পবনো নভঃ। ধারয়ত্যখিলান্ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ মহাসুরান্ ॥ ৭ ॥ ইয়মস্য জগদ্ধাতুর্মায়া কৃষ্ণস্য দুস্ত্যজা। ধর্ম্মাধারকভাবেন যথা সংপীড়িতং জগৎ ॥ ৮ ॥ তৎসন্নিধানাদসুরা ভাগ-হারাঃ সুরোত্তমাঃ। ভুঞ্জতে নাসুরান্ ভাগানপি বৈ তে ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৯ ॥ শুক্রস্য বচনং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমাব্রবীদ্বলিঃ। ধন্যোঽহং কৃতপুণ্যশ্চ যতো যজ্ঞপতিঃ স্বয়ং ॥ ১০ ॥ যজ্ঞমভ্যাগতো ব্রহ্মন্ মত্তঃ কোঽন্যোঽধিকঃ পুমান্। যং যোগিনঃ সদোদ্যুক্তাঃ পরমাত্মানমব্যয়ং ॥ ১১ ॥ দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি দেবোঽসৌ মমাধ্বরমুপেষ্যতি। যন্ময়াচার্য্য কর্ত্তব্যং তন্মমাদেষ্টুমর্হসি ॥ ১২ ॥

শুক্র উবাচ। যজ্ঞভাগভুজো দেবা বেদপ্রামাণ্যতোঽসুর। ত্বয়া তু দানবা দৈত্য যজ্ঞভাগভুজঃ কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ অয়ঞ্চ দেবঃ সত্ত্বস্থঃ করোতি স্থিতিপালনং। বিসৃষ্টিঞ্চ তথৈবান্তে স্বয়মত্তি প্রজাঃ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥ ত্বয়া তু বঞ্চিতা দেবা নূনং বিষ্ণুঃ স্থিতৌ স্থিতঃ। বিদিত্বৈ-তন্মহারাজ কুরু যত্তে মনো গতং ॥ ১৫ ॥ ত্বয়া চ দৈত্যাধিপতে স্বল্পকেঽপি হি বস্তুনি। প্রতিজ্ঞা নৈব বোঢ়ব্যা বাচ্যং সাম তথা ফলং ॥ ১৬ ॥ কৃতকৃত্যস্য দেবস্য দেবার্থঞ্চাপি কুর্ব্বতঃ। নালম্দাতুমহং দেব ত্বয়া বাচ্যন্তু যাচতা ॥ ১৭ ॥

বলিরুবাচ। ব্রহ্মন্ কথমহং ব্রূয়ামন্যেনাপি হি যাচিতঃ। নাস্তীতি কিমু দেবেশং সংসারাঘৌঘ-হারিণং ॥ ১৮ ॥ ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈর্যঃ প্রভুর্গৃহ্যতে হরিঃ। স চেদ্বক্ষ্যতি দেহীতি গোবিন্দঃ

সাগর সকল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। পৃথিবী ভূতপতি ঈশ্বরকে বহন করিতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥ তিনি দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগসহিত এই পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, অনিল এবং সমুদায় দেবগণ, মনুষ্যগণ ও মহাসুরগণ সকলকেই ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৭ ॥ জগ-দ্বিধাতা কৃষ্ণের এই মায়া দুষ্পরিহর। দেখ, সমস্ত সংসার ধার্য্যধারকভাবে সংপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ সুরোত্তমগণ তাঁহার সন্নিধান হইতে ভাগহর হইয়াছেন; অসুরগণ নহে। এই কারণে অগ্নিত্রয় অসুরভাগ প্রতিগ্রহ করিতেছেন না ॥ ৯ ॥

শুক্রের কথা শুনিয়া, বলি লোমাঞ্চিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, আমিই ধন্য। আমিই কৃতপুণ্য! যেহেতু, স্বয়ং যজ্ঞপতি জনার্দ্দন ॥ ১০ ॥ যজ্ঞে আসিতেছেন। অতএব ব্রহ্মন্! আমা অপেক্ষা অন্য কোন্ ব্যক্তি আধিক্যবিশিষ্ট? দেখুন, যোগিগণও সর্ব্বদা উদ্যুক্ত হইয়া, যে অবিনাশিস্বরূপ পরমাত্মারে ॥ ১১ ॥ দেখিবার জন্য উৎসুক হন, সেই ভগবান্ মদীয় অধ্বরে আগমন করিবেন। অতএব, আচার্য্য! যেরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আদেশ করুন ॥ ১২ ॥

শুক্র কহিলেন, হে অসুর! বেদপ্রামাণ্যতঃ দেবগণই যজ্ঞভাগ ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি দানবদিগকে যজ্ঞভাগভাগী করিয়াছ ॥ ১৩ ॥ এই সত্বগুণবিহারী ভগবান্ বামন স্থিতি-পালন করিয়া থাকেন। এবং স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া, কল্পান্তে সমুদায় ভক্ষণ করেন ॥ ১৪ ॥ তুমি দেবগণকে বঞ্চনা করিয়াছ; কিন্তু বিষ্ণু স্থিতিপালনে সর্ব্বদাই ব্যবস্থিত আছেন। অয়ি মহারাজ! ইহা জানিয়া, তোমার যাহা মনে আইসে, কর ॥ ১৫ ॥ অয়ি দৈত্যপতে! তুমি কখন স্বল্পমাত্র বস্তুও প্রদান করিব, বলিয়া, বামনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিও না। কেবল মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবে; তাহাতে ফল পাইবে ॥ ১৬ ॥ সেই ভগবান্ যদিও স্বভাবতঃ কৃতকৃত্য, তথাপি দেবগণের প্রয়োজনসাধনে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব, তাঁহারে কহিবে, হে দেব! আপনি যাহা যাচ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহা দিতে পারিব না ॥ ১৭ ॥

বলি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কিরূপে এরূপ বলিতে পারিব। দেখুন, সামান্য লোকেও যাচ্ঞা করিলে, যখন আমি তাহারে, নাই, বলিতে পারি না, তখন যিনি সংসারপ্রবাহসম্পর্ক নিরস্ত করেন, সেই অমরাধীশ ভগবান্‌কে কিরূপে ঐরূপ বলিব ॥ ১৮ ॥ বিবিধ ব্রত ও উপবাস

কিমতোঽধিকং ॥ ১৯ ॥ যৎপ্রীতিকরণায়ৈব পুংভিঃ শৌচগুণান্বিতৈঃ। যজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে দেবশ্চ স মাং দেহীতি বক্ষ্যতি ॥ ২০ ॥ তৎ সাধু সুকৃতং কর্ম্ম তপঃ সুচরিতঞ্চ নঃ। যন্ময়া দত্তমীশশ্চ স্বয়মাদাস্যতে হরিঃ ॥ ২১ ॥ নাস্তীত্যহং গুরো বক্ষ্যে কথমভ্যাগতমীশ্বরং। প্রাণত্যাগং করিষ্যামি ন নাস্তীতি জনে ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥ তদেব বাঞ্ছিতং প্রাপ্তং নূনং চাত্র ন সংশয়ঃ। যজ্ঞেঽস্মিন্ যদি যজ্ঞেশো যাচতে মাং জনার্দ্দনঃ ॥ ২৩ ॥ নিজমূর্দ্ধানমপ্যস্মৈ দাস্যাম্যেবাবিচারিতম্। স মে বক্ষ্যতি দেহীতি গোবিন্দঃ কিমতোঽধিকং ॥ ২৪ ॥ নাস্তীতি যন্ময়া নোক্তমন্যেষামপি যাচতাং। বক্ষ্যামি কথমায়াতে তস্মিন্নভ্যাগতেঽচ্যুতে ॥ ২৫ ॥ শ্লাঘ্য এব হি বীরাণাং দানাচ্চাপৎসমাগমঃ। ন বাধাকারি যদ্দানং তদঙ্গ বলবৎ স্মৃতং ॥ ২৬ ॥ মদ্রাজ্যে নাসুখী কশ্চিন্ন দরিদ্রো ন চাতুরঃ ॥ ২৭ ॥ নাভূষিতো নচোদ্বিগ্নো ন প্রসাদবিবর্জ্জিতঃ। হৃষ্টস্তুষ্টঃ সুগন্ধী চ তৃপ্তঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ ॥ জনঃ সর্ব্বো মহাভাগ কিমুতাহং সদাসুখী ॥ ২৮ ॥ এতদ্বিশিষ্টমত্রাপ্তং দানবীজফলং ময়া। বিদিতং মুনিশার্দ্দূল যথৈতত্ত্বন্মুখাচ্ছ্রুতং ॥ ২৯ ॥ এতদ্বীজবরং দানবীজং পততি চেদ্গুরো। জনার্দ্দনে মহাপাত্রে কিং ন প্রাপ্তং ততো ময়া ॥ ৩০ ॥ বিশিষ্টং মম তদ্দানং পরিতুষ্টাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৩১ ॥ উপভোগাচ্ছতগুণং দানং সুখকরং স্মৃতং। মৎপ্রসাদপরো নূনং যজ্ঞেনারাধিতো হরিঃ ॥ ৩২ ॥ তেনাভ্যেতি ন সন্দেহো দর্শনাদুপকারকৃৎ। অথ কোপেন চাভ্যেতি দেবভাগোপরোধিনং ॥ ৩৩ ॥

যাহা দ্বারা যে প্রভু হরিকে পাওয়া যায়, সেই গোবিন্দ যদি, দাও, বলেন, তাহা হইলে, তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? ॥ ১৯ ॥ লোকে যাঁহার প্রীতিকরণার্থ শৌচসম্পন্ন হইয়া, যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করে, সেই দেব আমার নিকট দাও, বলিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? ॥ ২০ ॥ আমি যাহা দান করিব, স্বয়ং ভগবান্ হরি তাহা গ্রহণ করিবেন; ইহাই সাধু ও সুকৃত অনুষ্ঠান এবং ইহাই আমাদের সুচরিত তপস্যা ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর স্বয়ং সমাগত হইলে, তাঁহারে কিরূপে, নাই, বলিব? হে গুরো! প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি কখন নাই বলিতে পারিব না ॥ ২২ ॥ এই যজ্ঞে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর জনার্দ্দন যাচ্ঞাপরায়ণ হইবেন, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার বাঞ্ছিতসিদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ অতএব আমি কোনরূপ বিচার না করিয়াই, তাঁহাকে নিজ মস্তক প্রদান করিব। স্বয়ং গোবিন্দ আমাকে দাও বলিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আছে বা হইতে পারে ॥ ২৪ ॥ আমি যখন সামান্য যাচকদিগকেও নাই বলিতে পারি না, তখন স্বয়ং অচ্যুত অভ্যাগত হইলে, তাঁহারে কিরূপে ঐ কথা বলিব ॥ ২৫ ॥ জীবগণের দান অপেক্ষা আপৎসমাগম শ্লাঘনীয় ॥ ২৬ ॥ দান কখন বাধাজনক হইতে পারে না, অতএব দানই বলবৎ বলিয়া পরিগণিত।

দেখুন, আমার রাজ্যে কেহই অসুখী নাই, দরিদ্র নাই, আতুর নাই ॥ ২৭ ॥ এবং কেহই অভূষিত নহে, উদ্বিগ্ন নহে ও অপ্রসন্নও নহে। সকলেই হৃষ্ট, তুষ্ট, সুগন্ধসম্পন্ন, তৃপ্ত ও সর্ব্বগুণান্বিত। আমার কথা আর কি বলিব? আমি সর্ব্বদাই সুখী ॥ ২৮ ॥ আমি এই বিশিষ্টরূপ দানবীজ-ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতেই উহা জানিতে পারিয়াছি ॥ ২৯ ॥ হে গুরো! সর্ব্ববীজশ্রেষ্ঠ এই দানবীজ যদি স্বয়ং মহাপাত্র জনার্দ্দনে পতিত হয়, তাহা হইলে, আমার কি না প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥ আমার এই দান সর্ব্বথা বিশিষ্টতাপন্ন। সেইজন্য দেবতারা পরিতুষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥ উপভোগ অপেক্ষা দান শতগুণ সুখজনক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমি যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করাতে, হরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসাদ পর হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ সেইজন্য, দর্শন দিয়া, উপকার করিবার জন্য আসিতেছেন, সন্দেহ নাই। অথবা, আমি দেবগণের ভাগ উপরুদ্ধ করিয়াছি। যদি তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সংহরণার্থ

মাং নিহন্ত ততো হি শ্লাঘ্যঃ শ্লাঘ্যতমোঽচ্যুতাৎ। সমাহন্তুং হৃষীকেশঃ কথং বৈ সমুপেষ্যতি ॥৩৪॥ এতজ্জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ দানবিঘ্নপরেণ ন। ত্বয়া ভাব্যং জগন্নাথে গোবিন্দে সমুপস্থিতে ॥ ৩৫ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। ইত্যেবং বদতস্তস্য যজ্ঞবাটমুপাগতঃ। সহৈবামরবৃন্দৈঃ স বৃহস্পতি-পুরঃসরৈঃ ॥ ৩৬ ॥ বলিঃ পুনরুবাচেদং শুক্রং নিজপুরোহিতং। মাঞ্চ যাচিতুমভ্যেতি যতো গেহাগতো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥ স যথাস্বেচ্ছয়া সর্ব্বচেতঃসাক্ষী জনার্দ্দনঃ। সর্ব্বদেবময়োঽচিন্ত্যো মায়াবামনরূপধৃক্ ॥ ৩৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং তু প্রবিষ্টমসুরাঃ প্রভুং। জগ্মুঃ প্রভাবতঃ ক্ষোভং তেজসা তস্য নিষ্প্রভাঃ ॥ ৩৯ ॥ বেপুশ্চ মুনয়স্তত্র যে সমেতা মহাধ্বরে। বশিষ্ঠো গাধিজো গর্গস্তথান্যে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ বলিশ্চৈবাখিলং জন্ম মেনে সফলমাত্মনঃ। ততঃ সংক্ষোভমাপন্নো ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদুক্তবান্ ॥ ৪১ ॥ প্রত্যেকং দেবদেবেশং পূজয়ামাস তেজসা। অথাসুরপতিং প্রহ্বং দৃষ্ট্বা মুনিবরাংশ্চ তান্ ॥ ৪২ ॥ দেবদেবপতিঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্ব্বামনরূপধৃক্। তুষ্টাব যজ্ঞং বহ্নিঞ্চ যজমানমথর্ত্বিজঃ ॥ যজ্ঞকর্ম্মাধিকারস্থান্ সদস্যান্ দ্রব্যসম্পদঃ ॥ ৪৩ ॥ সদস্যাঃ পাত্রমখিলং বামনং প্রতি তৎক্ষণাৎ। যজ্ঞবাটাস্থিতা বিপ্রাঃ সাধুসাধ্বিত্যুদৈরয়ন্ ॥ ৪৪ ॥ স চার্ঘমাদায় বলিঃ প্রোদ্ভূতপুলকস্তথা। পূজয়ামাস গোবিন্দং প্রাহ চেদং মহাসুরঃ ॥ ৪৫ ॥

বলিরুবাচ। সুবর্ণরত্নসঙ্ঘাতান্ গজাংশ্চ মহিষাংস্তথা। স্ত্রিয়ো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারান্ গাবঃ কুপ্যঞ্চ পুষ্কলং ॥ ৪৬ ॥ সর্ব্বঞ্চ সকলাং পৃথ্বীং ভবতো বা যদীপ্সিতং। তদ্দদামি শৃণু শ্রেষ্ঠ মমার্থাঃ

আসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, তদীয় হস্তে আমার মৃত্যু অতীব শ্লাঘার বিষয় হইবে। অথবা, সেই হৃষীকেশ আমারে কিজন্য সংহার করিবার মানসে আগমন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি এই সকল জানিয়া, সেই জগন্নাথ গোবিন্দ উপস্থিত হইলে, দানের ব্যাঘাত করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, বলি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে বৃহস্পতিপুরঃসর অমরনিকর সমভিব্যাহারে সেই ভগবান্ বামন তদীয় যজ্ঞবাটে উপাগত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তদ্দর্শনে বলি পুনরায় নিজ পুরোহিত শুক্রকে কহিলেন, হরি যখন আমার গৃহে আসিয়াছেন, তখন আমার নিকট যাচ্ঞা করিবেন ॥ ৩৭ ॥ তিনি ইচ্ছানুসারে যাচ্ঞা করুন। সেই জনার্দ্দন সকলের চেতঃসাক্ষী, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্যস্বরূপ এবং মায়াবশে বামনবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

তৎকালে অসুরগণ তাঁহারে যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তদীয় প্রভাবে ক্ষুব্ধ ও তাঁহার তেজে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥ সেই মহাযজ্ঞে সমাগত ঋষিগণ সকলেই কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ, গাধিজ, গর্গ ও অন্যান্য মুনিসত্তমগণ ॥ ৪০ ॥ এবং স্বয়ং বলি, সকলেই তাঁহারে দেখিবামাত্র স্ব স্ব জন্ম সফল মনে করিলেন। তৎকালে সকলে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হওয়াতে, কাহারই মুখে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না ॥ ৪১ ॥ প্রত্যেকই সেই দেবদেবেশের পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসুরপতি বলিকে অবনত ও সেই মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে দর্শন করিয়া ॥ ৪২ ॥ দেবদেবপতি বামনরূপধর সাক্ষাৎ বিষ্ণু যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক্ ও বহ্নি, সকলেরই স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্ভিন্ন, তিনি যজ্ঞকর্ম্মাধিকারস্থ সদস্যবর্গ ও দ্রব্যসম্পৎ, ইহাদেরও স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ তখন সদস্যগণ ও যজ্ঞবাটস্থিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই সেই বিশ্বরূপী, পাত্ররূপী বামনের প্রতি তৎক্ষণাৎ বারম্বার সাধুবাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বলি রোমাঞ্চিত হইয়া, অর্ঘগ্রহণ করিয়া, গোবিন্দের পূজা করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ সুবর্ণ ও রত্নসংঘাত, গজ ও মহিষসমূহ, বস্ত্র ও অলঙ্কার সমস্ত, স্ত্রী ও গো সকল, তাম্রাদি সমস্ত ধাতু ॥ ৪৬ ॥ সমুদায় পৃথিবী, অথবা যাহা আপনার অভীপ্সিত, হে

যদি তে প্রিয়াঃ ॥ ৪৭ ॥ ইত্যুক্তস্তু দৈত্যপতিনা প্রীতিগর্ভমিদং বচঃ। প্রাহ সস্মিতগম্ভীরং ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥ মমাগ্নিশরণার্থায় দেহি রাজন্ পদত্রয়ং। সুবর্ণগ্রামরত্নাদি অর্থিভ্যঃ প্রদীয়তাং ॥ ৪৯ ॥

বলিরুবাচ। ত্রিভিঃ প্রয়োজনং কিং তে পদৈঃ পদবতাম্বর। শতং শতসহস্রং বা পদানাং মার্গতাং ভবান্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীবামন উবাচ। এতৈঃ পদৈর্দ্দৈত্যপতে কৃতকৃত্যোঽস্মি মার্গণ। অন্যেষ মর্থিনাং বিত্তমিচ্ছয়া দাস্যতে ভবান্ ॥ ৫১ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু গদিতং বামনস্য মহাত্মনঃ। দদৌ তস্মৈ মহাবাহুর্ব্বামনায় পদত্রয়ং ॥ ৫২ ॥ পাণৌ তু পতিতে তোয়ে বামনোভূদবামনঃ। সর্ব্বদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৩ ॥ চন্দ্রসূর্য্যৌ তু নয়নে দ্যৌঃ শিরশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। পাদাঙ্গুল্যঃ পিশাচাস্তু হস্তাঙ্গুল্যশ্চ গুহ্যকাঃ ॥ ৫৪ ॥ বিশ্বেদেবাশ্চ জানুস্থা জঙ্ঘে সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ। যক্ষাশ্চাঙ্গেষু সম্ভূতা দৈত্যাশ্চাপ্সরসস্তথা ॥ ৫৫ ॥ দৃষ্টির্ঋক্ষাণ্যশেষাণি কেশাঃ সূর্য্যাংশবঃ প্রভোঃ। তারকা রোমকূপানি রোমেষু চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ বাহবো বিদিশস্তস্য দিশঃ শ্রোত্রে মহাত্মনঃ। অশ্বিনৌ শ্রবণে তস্য নাসা বায়ুর্মহাবলঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রসাদে চন্দ্রমা দেবো মনো ধর্ম্মঃ সমাশ্রিতঃ। সত্যমস্যাভবদ্বাণী জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥ ৫৮ ॥ গ্রীবাদিতির্দ্দেবমাতা বিদ্যাস্তদ্বলয়স্তথা। স্বর্গদ্বারমভূন্মৈত্রং ত্বষ্টা পূষা চ বৈ ভ্রুবৌ ॥ ৫৯ ॥ মুখে বৈশ্বানরশ্চাস্য বৃষণৌ তু প্রজাপতিঃ। হৃদয়ঞ্চ পরং ব্রহ্ম পুংস্ত্বং বৈ কশ্যপো মুনিঃ ॥ ৬০ ॥ পৃষ্ঠেঽস্য বসবো দেবা মরুতঃ সর্ব্বসন্ধিষু। বক্ষঃস্থলে তথা রুদ্রা ধৈর্য্যঞ্চাস্য

শ্রেষ্ঠ! আমি বলিতেছি, তৎসমস্তই আপনার। ফলতঃ, আমার যে কিছু প্রিয় পদার্থ আছে, সে সকলই আপনার ॥ ৪৭ ॥

বামনাকৃতি ভগবান্ দৈত্যপতি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রীতিগর্ভ গম্ভীর বচনে কহিলেন ॥ ৪৮ ॥ রাজন্! আমাকে অগ্নিরক্ষণার্থ পদত্রয় ভূমি প্রদান করুন। যাহারা স্বর্ণ, গ্রাম ও রত্নাদি প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে তাহা সম্প্রদান করুন ॥ ৪৯ ॥

বলি কহিলেন, হে পদবদ্বরিষ্ঠ। তিন পদ ভূমি গ্রহণ করিয়া, আপনার কি ইষ্টাপত্তি হইবে? অতএব, শত শত বা সহস্র পদ যাচ্ঞা করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রীবামন কহিলেন, হে দৈত্যপতি! এই তিন পদ ভিক্ষাতেই আমি কৃতকৃত্য হইব। অন্যান্য অর্থীদিগকে আপনি ইচ্ছানুসারে বিত্ত প্রদান করিবেন ॥ ৫১ ॥ মহাত্মা বামনের এই কথা শুনিয়া, মহাবাহু বলি তাঁহারে পদত্রয় প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন পাণিতে জল পতিত হইলে, সেই বামন অবামন হইয়া উঠিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বদেবময় রূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ চন্দ্র ও সূর্য্য ঐ রূপের দুই নয়ন, স্বর্গ উহার শির, পৃথিবী উহার চরণ, পিশাচ সকল উহার পাদাঙ্গুলি ও গুহ্যকগণ উহার হস্তাঙ্গুলি ॥ ৫৪ ॥ উহার জানুদ্বয়ে বিশ্বদেবগণ ও জঙ্ঘাযুগে সাধ্য সকল অবস্থিতি করিতেছেন। উহার অঙ্গসমূহে যক্ষসমূহ এবং দৈত্যগণ ও অপ্সরোগণ সংভূত হইয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ সমুদায় ঋক্ষবর্গ উহার দৃষ্টি, সূর্য্যরশ্মিসমূহ উহার কেশপাশ, তারকা সকল উহার রোমকূপ এবং উহার রোমরাজিতে মহর্ষিগণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ বিদিক্ সকল উহার বাহু, দিক্ সকল উহার শ্রোত্র, অশ্বিনীকুমার উহার শ্রবণ, মহাবল বায়ু উহার নাসা ॥ ৫৭ ॥ উহার প্রসাদে চন্দ্র, মন ও ধর্ম্ম বিরাজমান হইতেছেন। সত্য উহার বাণী, দেবী সরস্বতী উহার জিহ্বা ॥ ৫৮ ॥ দেবমাতা অদিতি উহার গ্রীবা, সমুদায় বিদ্যা উহার বলিবিভঙ্গ, স্বর্গদ্বার উহার মৈত্র, ত্বষ্টা ও পূষা উহার ভ্রূযুগ ॥ ৫৯ ॥ উহার মুখে বৈশ্বানর, প্রজাপতি উহার বৃষণযুগ, পরব্রহ্ম উহার হৃদয়, কশ্যপ উহার পুংস্ত্ব ॥ ৬০ ॥ উহার পৃষ্ঠে বসুগণ, সন্ধি সকলে মরুদ্গণ ও বক্ষস্থলে রুদ্র সকল অবস্থিতি করিতেছেন। সমুদায় মহার্ণব উহার

মহার্ণবাঃ ॥ ৬১ ॥ উদরে চাস্য গন্ধর্ব্বা মরুতশ্চ মহাবলাঃ। লক্ষ্মীর্মেধা ধৃতিঃ কান্তিঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ বৈ কটিঃ ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বজ্যোতিংষ্যসৌ দেবস্তপশ্চ পরমং মহৎ ॥ তস্য দেবাধিদেবস্য তেজঃ প্রোদ্ভূতমুত্তমং ॥ ৬৩ ॥ তনৌ কুক্ষিষু বেদাশ্চ জানুনী চ মহামখাঃ। ইষ্টয়ঃ পশুবন্ধাশ্চ দ্বিজানাং চেষ্টিতানি চ ॥ ৬৪ ॥ তস্য দেবময়ং রূপং দৃষ্ট্বা বিষ্ণোর্মহাবলাঃ। নোপসর্পন্তি তে দৈত্যাঃ পতঙ্গা ইব পাবকং ॥ ৬৫ ॥ চিক্ষুরস্তু মহাদৈত্যঃ পাদাঙ্গুষ্ঠং গৃহীতবান্। দন্তাভ্যাং তস্য বৈ গ্রীবামঙ্গুষ্ঠেনাহনদ্ধরিঃ। ৬৬ ॥ প্রমথ্য সর্ব্বানসুরান্ পাদহস্ততলৈর্ব্বিভুঃ। কৃত্বা রূপং মহাকায়ং সঞ্জাহারাশু মেদিনীং ॥ ৬৭ ॥ তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে। নভো বিক্রমমাণস্য সক্থিদেশে স্থিতাবুভৌ ॥৬৮॥ পরং বিক্রমমাণস্য জানুমূলে প্রভাকরৌ। বিষ্ণোরাস্তাং স্থিতস্যৈতৌ দেবপালনকর্ম্মণি ॥ ৬৯ ॥ জিত্বা লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হত্বা চাসুরপুঙ্গবান্। পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দদৌ বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। ৭০ ॥ সুতলং নাম পাতালমধস্তাদ্বসুধাতলাৎ। বলের্দ্দত্তং ভগবতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৭১ ॥ অথ দৈত্যেশ্বরং প্রাহ বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ। যত্ত্বয়া সলিলং দত্তং গৃহীতং পাণিনা ময়া ॥৭২ ॥ কল্পপ্রমাণং তস্মাত্তে ভবিষ্যত্যায়ুরুত্তমং। বৈবস্বতে তথাতীতে কালে মন্বন্তরে তথা ॥ ৭৩ ॥ সাবর্ণিকে তু সংপ্রাপ্তে ভবানিন্দ্রো ভবিষ্যতি। ইদানীং ভুবনং দত্তং সর্ব্বং শক্রায় বৈ ততঃ ॥ ৭৪ ॥ চতুর্যুগব্যবস্থা চ সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ। নিয়ন্তব্যা ময়া সর্ব্বে যে তস্য পরিপন্থিনঃ ॥ ৭৫ ॥ তেনাহং পরয়া ভক্ত্যা পূর্ব্বমারাধিতো বলে। সুতলং নাম পাতালং সমাসাদ্য বচো

ধৈর্য্য ॥ ৬১ ॥ উহার উদরে গন্ধর্ব্বগণ ও মহাবল মরুদ্গণ বিরাজমান রহিয়াছেন। লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, কান্তি ও সমুদায় বিদ্যা উহার কটিদেশ ॥ ৬২ ॥ এই বলবান্ বামন সর্ব্বজ্যোতি ও পরম মহৎ-তপঃস্বরূপ। সেই দেবাদিদেব বামনের বিশিষ্টরূপ তেজঃ প্রোদ্ভূত হইল ॥ ৬৩ ॥ তাঁহার তনু ও কুক্ষিতে দেবগণ ও জানুযুগে মহাযজ্ঞ সকল ইষ্টি ও পশুবন্ধসমূহ এবং দ্বিজগণের অন্যান্য ব্যাপার সকল বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

মহাবল অসুরগণ বিষ্ণুর সেই দেবময়ী মূর্ত্তি বিলোকন করিয়া, পাবকদর্শনে পতঙ্গের ন্যায়, আর উপসর্পণ করিতে পারিল না ॥ ৬৫ ॥ মহাদৈত্য চিক্ষুর দন্তযুগ্ম দ্বারা তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিলে, তিনি অঙ্গুষ্ঠপ্রহারে তাহার গ্রীবা আহত করিলেন ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে বিষ্ণু বামন পাদ, হস্ত ও তল প্রহারে সমুদায় অসুরদিগকে প্রমথিত করিয়া, মহাকায়-রূপ-পরিগ্রহপূর্ব্বক আশু মেদিনী সংহরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥ তৎকালে পৃথিবী-বিক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, চন্দ্র ও আদিত্য উভয় তাঁহার স্তনদ্বয়ের অন্তর্ব্বিভাগে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর আকাশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, উভয় তাঁহার সক্থিদেশে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৬৮ ॥ আকাশের উপর বিক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা তাঁহার জানুমূল আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ৬৯ ॥ এইরূপে উরুক্রম বিষ্ণু সমগ্র লোকত্রয় জয় ও অসুরশ্রেষ্ঠ সকলের সংহরণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য প্রদান করিলেন ॥ ৭০ ॥ অনন্তর ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বলিকে বসুধাতলের অধস্তাৎ সুতলনামক পাতাল সম্প্রদান করিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু দৈত্যেশ্বর বলিকে কহিলেন, আমি তোমার প্রদত্ত সলিল পাণি দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৭২ ॥ সেই কারণে, তোমার আয়ু কল্পপ্রমাণ ও সর্ব্বথা স্বাস্থ্যসুখসম্পন্ন হইবে। বৈবস্বতমন্বন্তরকাল অতীত ॥ ৭৩ ॥ ও সাবর্ণিক মন্বন্তর সমাগত হইলে, তুমি ইন্দ্র হইবে। ইদানীং আমি তোমার অধিকৃত সমুদায় ভুবন দেবরাজকে দিয়াছি। ৭৪ ॥ এক সপ্ততিরও অধিক চতুর্যুগ ব্যবস্থামে, যাহারা ইন্দ্রের পরিপন্থী হইবে, আমি তাহাদের সকলকেই এইরূপ নিগৃহীত করিব ॥ ৭৫ ॥ কেননা, দেবরাজ পূর্ব্বে পরম ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা

মম ॥ ৭৬ ॥ বসাস্থর মমাদেশং যথাবৎ পরিপালয়ন্। তত্র দেবাসুরোপেতে প্রাসাদশত-সঙ্কুলে ॥ ৭৭ ॥ প্রোৎফুল্লপঙ্কজসরোক্রান্তশুদ্ধসরিদ্বরে। সুগন্ধী রূপসম্পন্নো হেমাভরণভূষিতঃ ॥৭৮॥ স্রকচন্দনাদিদিগ্ধাংগো নৃত্যগীতমনোহরঃ। উপভুঙ্‌ক্ষ্ব মহাভোগান্ বিপুলান্ দানবেশ্বর ॥ ৭৯ ॥ মমাজ্ঞয়া বলে তত্র তিষ্ঠ স্ত্রীশতসংবৃতঃ। যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরোধং ন করিষ্যসি ॥ ৮০ ॥ তাবত্ত্বমুক্ষ্ব সম্ভোগান্ সর্ব্বকামসমন্বিতান্ যদা সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরোধং ত্বং করিষ্যসি। বন্ধক্ষ্যচ তদা পাশো দারুণো ঘোরদর্শনঃ ॥ ৮১ ॥

বলিরুবাচ। তত্র শয়ং মে পাতালে ভগবন্ ভবদাজ্ঞয়া। কিং ভবিষ্যত্যুপাদানমুপভোগোপ-পাদকম্। আপ্যায়িতোঽহতো দেবেশ স্মরেয়ং ত্বামহং সদা ॥ ৮২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। দানান্যবিধিদত্তানি শ্রাদ্ধান্যশ্রোত্রিয়াণি চ ॥ ৮৩ ॥ হুতান্যশ্রদ্ধয়া যানি তানি দাস্যন্তি তে ফলং। অদক্ষিণাস্তথা যজ্ঞাঃ ক্রিয়াশ্চাবিধিনা কৃতাঃ ॥ ৮৪ ॥ ফলানি তব দাস্যন্তি অধীতান্যব্রতানি চ। উদকেন বিনা পূজা বিনা দর্ভেণ যাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৮৫ ॥ আজ্যেন চ বিনা হোমঃ ফলং দাস্যন্তি তে বলে। যশ্চেদং স্থানমাশ্রিত্য ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ করিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥ ন তত্র চাসুরো ভাগো ভবিষ্যতি কদাচন। জ্যেষ্ঠাশ্রমং মহাপুণ্যং তথা বিষ্ণুপদং হ্রদং ॥ ৮৭ ॥ যে চ শ্রাদ্ধানি দাস্যন্তি ব্রতং নিয়মমেব চ। ক্রিয়া কৃতা চ যা কাচিদ্বিধিনা চ মহাত্মনা ॥ ৮৮ ॥ সর্ব্বং তদক্ষয়ং তস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। জ্যেষ্ঠমাসে সিতে পক্ষ একাদশ্যামুপোষিতঃ ॥ ৮৯ ॥ দ্বাদশ্যাং বামনং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা বিষ্ণুপদে তথা। দত্বা দানং যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ৯০ ॥

করিয়াছিলেন। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে সুতলনামক পাতাল গ্রহণ করিয়া ॥ ৭৬ ॥ মদীয় আদেশ যথাবৎ পালন করত, তথায় বাস কর। ঐ স্থান দেবাসুরগণে বেষ্টিত। শত শত প্রাসাদে পরিব্যাপ্ত ॥ ৭৭ ॥ প্রোৎফুল্লপঙ্কজাকীর্ণ সরোবর ও পাদপসমূহ এবং বিশুদ্ধ সরিদ্বরা সকলে সুশোভিত। তথায় সুগন্ধসংযুক্ত, রূপসম্পন্ন, স্বর্ণাভরণভূষিত ॥ ৭৮ ॥ স্রকচন্দনে দিগ্ধ-দেহ, এবং নৃত্যগীতে আকৃষ্টহৃদয় হইয়া, বিপুল মহাভোগ সকল ভোগ কর ॥ ৭৯ ॥ হে বলে! আমি আদেশ করিতেছি, তথায় শত শত ললনায় বেষ্টিত হইয়া বাস কর। যাবৎ সুরগণ ও বিপ্রগণের সহিত তুমি বিরোধ না করিবে ॥ ৮০ ॥ তাবৎ সর্ব্বকর্ম্মসমন্বিত সংভোগ সমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। সুরগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ করিলেই, ঘোরদর্শন দারুণ পাশ তোমারে বন্ধন করিবে ॥ ৮১ ॥

বলি কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, সেই পাতালে অবস্থিতিকালে আমার কিরূপ ভক্ষণ হইবে এবং আমার ভোগোপপাদক উপাদানই বা কিরূপ হইবে? হে দেবেশ! আমি যেন তদ্দারা আপ্যায়িত হইয়া, আপনারে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি ॥ ৮২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অবিধিদত্ত দান, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ ॥ ৮৩ ॥ অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হোম, এই সকল তোমারে ফলপ্রদান করিবে। তথা, দক্ষিণাহীন যজ্ঞ, ও বিধিহীন ক্রিয়া সকল ॥ ৮৪ ॥ এবং ব্রতহীন অধ্যয়ন, এই সমস্তও তোমারে ফলপ্রদান করিবে। আর, উদকবিহীন পূজা ও দর্ভ-বিহীন ক্রিয়া ॥ ৮৫ ॥ এবং আজ্যবিহীন হোমও তোমারে ফলপ্রদান করিবে। যাহারা পরমপবিত্র জ্যেষ্ঠাশ্রম ও বিষ্ণুপদ এই দুই স্থান আশ্রয় করিয়া, যে কোন ক্রিয়া করিবে, তাহাতে অসুর-গণ কখন ভাগ পাইবে না ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ যাহারা তত্তৎস্থানে শ্রাদ্ধ করিবে, ব্রত করিবে, নিয়ম করিবে, অথবা বিহিত বিধানে যে কোন ক্রিয়া করিবে ॥ ৮৮ ॥ তৎসমস্তই তাহাদের অক্ষয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠমাসীয় শুক্ল একাদশীতে উপবাস করিয়া ॥ ৮৯ ॥ দ্বাদশীতে বামনকে দর্শনপূর্ব্বক বিষ্ণুপদে স্নান ও যথাশক্তি দান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৯০ ॥ •

লোমহর্ষণ উবাচ। বলয়েহমুং বরং দত্বা শক্রায় চ ত্রিবিষ্টপং। ব্যাপিনা তেন রূপেণ জগামাদর্শনং হরিঃ ॥ ৯১ ॥ শশাস চ যথাপূর্ব্বমিন্দ্রস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ। অবসচ্চ যথাস্থানং বলিঃ পাতালমাশ্রিতঃ ॥ ৯২ ॥ ইত্যেতত্ কথিতং তস্য বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমং। শৃণুয়াদ্যো বামনস্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৩ ॥ বলিপ্রহ্লাদসম্বাদং মন্ত্রিতং বলিশক্রয়োঃ। বলেবিষ্ণোশ্চ কথিতং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৯৪ ॥ নাধয়ো ব্যাধয়স্তেষাং নচ মোহাকুলং মনঃ। ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পাপং তস্য কদাচন ॥ ৯৫ ॥ চ্যুতরাজ্যো নিজং রাজ্যমিষ্টপ্রাপ্তিং বিয়োগবান্। সমাপ্নোতি মহাভাগা নরঃ শ্রুত্বা কথামিমাম্ ॥ ৯৬ ॥ ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি জয়তি ক্ষত্রিয়ো মহীম্। বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধিঞ্চ শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ। বামনস্য চ মাহাত্ম্যং শৃণ্বন্ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বামনবলিচরিতং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশত্তিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। কথমেষা সমুৎপন্না নদীনামুত্তমা নদী। সরস্বতী মহাভাগা কুরুক্ষেত্রপ্রবাহিনী ॥১॥ কথঞ্চ সর আসাদ্য কৃত্বা তীর্থানি পার্শ্বতঃ। প্রযাতা পশ্চিমামাশাং দৃশ্যাদৃশ্যগতিঃ শুভা। এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি তীর্থং ব্রহ্মবিদাম্বরং ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। প্লক্ষবৃক্ষাৎ সমুদ্ভূতা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সনাতনী। সর্ব্বপাপক্ষয়করী স্মরণাদপি নিত্যশঃ ॥ ৩ ॥ সৈষা শৈলসহস্রাণি বিদার্য্য চ মহানদী। প্রবিষ্টা পুণ্যতোয়ৈষা বনং দ্বৈতমিতি

লোমহর্ষণ কহিলেন, ভগবান্ হরি বলিকে ঐরূপ বর দান ও ইন্দ্রকে ত্রিলোক সম্প্রদান করিয়া, সেই বিশ্বরূপী বামন দেহেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৯১ ॥ তখন ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায়, ত্রিভুবনের পূজা সংগ্রহ করিয়া, তাহা শাসন করিতে লাগিলেন। বলিও পাতাল আশ্রয় করিয়া, যথাস্থানে অবস্থিত করিলেন ॥ ৯২ ॥ এই আমি বিষ্ণুর পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ পাতক পরিহৃত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ যে সকল লোক বলি ও প্রহ্লাদের সংবাদ, বলি ও ইন্দ্রের মন্ত্রণা এবং বলি ও বিষ্ণুর কথোপকথন স্মরণ করে ॥ ৯৪ ॥ তাহাদের কখন আধিব্যাধিভোগ হয় না ; মন কখন মোহে আকুল হয় না এবং পাপ কখনও প্রাদুর্ভূত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ৯৫ ॥ হে মহাভাগ দ্বিজাতিবর্গ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে রাজ্যভ্রষ্টের রাজ্যলাভ হয় ও বিয়োগবানের ইষ্টসংযোগ হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ এবং ব্রাহ্মণ বেদ প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করে, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং শূদ্র সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকে। অধিক কি, ভগবান্ বামনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, সমুদায় পাপ পরিহৃত হইয়া যায় ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে একত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, নদী সকলের মধ্যে উত্তমা নদী কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিনী, মহাভাগা সরস্বতী কিরূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন? ॥ ১ ॥ কিরূপেই বা ব্রহ্মসরে আগমন ও পার্শ্বভাগে তীর্থ সকল সমুৎপাদন করিয়া, দৃশ্যাদৃশ্য গমনে পূর্ব্বদিকে প্রয়াণ করিয়াছেন? হে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ! বিস্তারক্রমে এই বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, এই সনাতনী সরিদ্বরা সরস্বতী প্লক্ষবৃক্ষ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। স্মরণমাত্রেই সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এই পুণ্য-

ক্রমং ॥ ৪ ॥ তস্মিন্ প্লক্ষে স্থিতাং দৃষ্ট্বা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। প্রণিপত্য তদা মূর্দ্ধা তুষ্টাবাথ সরস্বতীং ॥ ৫ ॥ ত্বং দেবি সর্ব্বলোকানাং মাতা বেদারণিঃ শুভা। সদসদ্দেবি যৎ কিঞ্চিন্মোক্ষবোধায় যৎ পদং ॥ ৬ ॥ যথা জলং সাগরে হি তথা ত্বয়ি সংস্থিতং। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বিশ্বং চৈতৎ ক্ষরাত্মকং ॥ ৭ ॥ দারুণ্যবস্থিতো বহ্নির্ভূমৌ গন্ধো যথা ধ্রুবং। তথা ত্বয়ি স্থিতং ব্রহ্ম জগচ্চেদমশেষতঃ ॥ ৮ ॥ ওঁকারাক্ষরসংস্থানং যত্র দেবি স্থিরাস্থিতং। তত্র মাত্রাত্রয়ং সর্ব্বমস্তি যদ্দেবি নাস্তি চ ॥ ৯ ॥ ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রৈবিদ্যং পাবকত্রয়ং। ত্রীণি জ্যোতীংষি বর্গাশ্চ ত্রয়োধর্ম্মাদয়স্তথা ॥ ১০ ॥ ত্রয়ো গুণাস্ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো দেবাস্তথা ক্রমাৎ। ত্রিধা তবস্তথাবস্থাঃ পিতরশ্চাণিমাদয়ঃ ॥ ১১ ॥ এতন্মাত্রাত্রয়ং দেবি তব রূপং সরস্বতি। বিভিন্নদর্শনা আদ্যা ব্রহ্মণো হি সনাতনাঃ ॥ ১২ ॥ সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাঃ সনাতনাঃ। তাস্তদুচ্চারণাদ্দেবি ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥ অনির্দ্দেশ্যং তথা চার্দ্ধমাত্রাশ্রিতং পরম্। অবিকার্য্যক্ষয়ং দিব্যং পরিণামবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৪ ॥ তবৈতৎ পরমং রূপং যন্ন শক্যং ময়োদিতুম্। ন চাস্যেন তথা জিহ্বাতাল্বোষ্ঠাদিভিরুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ স বিষ্ণুঃ স শিবো ব্রহ্মা চন্দ্রার্কজ্যোতিরেব চ। বিশ্বাবাসং বিশ্বরূপং বিশ্বাত্মানং মহেশ্বরং ॥ ১৬ ॥ সাংখ্যসিদ্ধান্তবেদোক্তং বহুশাখাস্থিরীকৃতং। অনাদিমধ্যনিধনং সদসচ্চ সদৈব তু ॥ ১৭ ॥ একং ত্বনেকধাপ্যেকং ভাবভেদসমাশ্রিতং। অনাখ্যং ষড়্গুণাখ্যঞ্চ বহ্বাখ্যং ত্রিগুণাশ্রয়ং ॥ ১৮ ॥ নানাশক্তিবিভাবজ্ঞং নানাশক্তিবিভাবকং।

সলিলা মহানদী শৈলসহস্র বিদারিত করিয়া, দ্বৈতবনে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্লক্ষবৃক্ষে অবস্থিতিকালে ইহাঁকে দর্শন করিয়া, অবনত মস্তকে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন, হে দেবি! তুমি সর্ব্বলোকের জননী ও বেদের অরণিস্বরূপিণী এবং সকলেরই ভদ্র বিধান করিয়া থাক। দেবি! যাহা কিছু সৎ ও অসৎ এবং যে পদ মোক্ষবোধের জন্য কল্পিত ॥ ৫।৬ ॥ তৎসমস্ত, সাগরে সলিলের ন্যায়, তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পরব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ ও এই বিশ্ব ক্ষরস্বরূপ ॥ ৭ ॥ সেই ব্রহ্ম ও জগৎ দারুতে বহ্নির ন্যায় ও ভূমিতে গন্ধের ন্যায় তোমাতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৮ ॥ হে দেবি! যাহাতে স্থিরাস্থির সমুদায় প্রতিষ্ঠিত, সেই ওঁকারাক্ষরসংস্থান মাত্রাত্রয়সম্পন্ন। তাহাতে দৃশ্য অদৃশ্য সমুদায়ই বিরাজ করিতেছে ॥ ৯ ॥ তিন লোক, তিন বেদ, তিন বিদ্যা, তিন অগ্নি, তিন জ্যোতি, ধর্ম্মাদি তিন বর্গ ॥ ১০ ॥ তিন গুণ, তিন বর্ণ, তিন বেদ, তিন ধাতু, তিন অবস্থা এবং পিতৃগণ ও অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি, এই সমুদায় যথাক্রমে উল্লিখিত মাত্রাত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১১ ॥ হে দেবি সরস্বতি! এই মাত্রাত্রয়ই তোমার রূপ। যাহা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট, সকলের আদি ও অবিনাশিস্বরূপ ॥ ১২ ॥ যাহা হোমে, হবিতে ও অগ্নিতে অবস্থিতি করিতেছে, হে দেবি! ব্রহ্মবাদিগণ তোমার উচ্চারণেই তাহার সাধন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ তোমার অর্দ্ধমাত্রাস্থিত অন্য রূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। উহার বিকার নাই, ক্ষয় নাই, পরিণাম নাই ॥ ১৪ ॥ ঐ পরম দিব্য রূপের নির্ব্বাচন করা আমার সাধ্য নহে। অন্য কোন ব্যক্তিও তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। জিহ্বা, তালু বা, ওষ্ঠাদি দ্বারাও তাহা উচ্চারণ করা যায় না ॥ ১৫ ॥ তোমার ঐ অর্দ্ধমাত্রাস্থিত রূপই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এবং সাক্ষাৎ চন্দ্রার্কজ্যোতিঃ স্বরূপ। বলিতে কি, ঐ রূপই বিশ্বাধার, বিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মা মহেশ্বর ॥ ১৬ ॥ সাংখ্য সিদ্ধান্ত ও বেদ সকলে উহারই কথা বর্ণিত হইয়াছে। উহাই বহু শাখা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। উহাই সর্ব্বদা সৎ ও অসৎ রূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ১৭ ॥ উহা এক ও অনেক, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমবায়ে বিচ্ছিন্ন। উহার কোনরূপ আখ্যা নাই; কিন্তু উহা ষড়্গুণাখ্যা ও বহুবিধ আখ্যাসম্পন্ন এবং উহাই ত্রিগুণের আশ্রিত ॥ ১৮ ॥ উহা যেমন নানাশক্তির

সুখাৎ সৌখ্যং মহাসৌখ্যং রূপং তত্ত্বগুণাত্মকং॥ ১৯॥ এবং দবি ত্বয়া ব্যাপ্তং নিষ্কলং সকলং জগৎ। অদ্বৈতাবস্থিতং ব্রহ্ম যচ্চ দ্বৈতে ব্যবস্থিতং॥ ২০॥ যেহর্থা নিত্যা যে বিনশ্যন্তি চান্যে যেহর্থাঃ স্থূলা যে বিনশ্যন্তি সূক্ষ্মাঃ। যে বা ভূমৌ যেহন্তরিক্ষেহন্যতো বা তেষাং দৃশ্যা সা ত্বমেবোপলব্ধিঃ॥ ২১॥ যদামূর্ত্তং যচ্চ মূর্ত্তং সমস্তং যদ্বা ভূতেষেব কর্ম্মাস্তি কিঞ্চিৎ। যদ্বা দেবেষ্বস্তি লেখেন্যতো বা তৎ সম্বদ্ধং ত্বক্স্বৈর্ব্যঞ্জনৈশ্চ॥ ২২॥ এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জিহ্বা সরস্বতী। প্রত্যুবাচ মহাত্মানং মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিং॥ যত্র ত্বং নেষ্যসে বিপ্র তত্র যাস্যাম্যতন্দ্রিতা॥ ২৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ। আদ্যং ব্রহ্মসরঃ পুণ্যং ততো নাগহ্রদং স্মৃতং। কুরুণা ঋষিণাকৃষ্টং কুরুক্ষেত্রং ততঃ স্মৃতং। তস্য মধ্যেন বৈ যা হ পুণ্যাপুণ্যজলাবহা॥ ২৪॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে সরস্বতীস্তোত্রং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশত্তিতমোহধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। ইত্যেবের্ব্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ। নদী প্রবাহসংযুক্তা কুরুক্ষেত্রং বিবেশ হ॥ ১॥ তত্র সা রন্তুকং প্রাপ্য পুণ্যতোয়া সরস্বতী। কুরুক্ষেত্রং সমপ্লাব্য প্রযাতা পশ্চিমাং দিশং॥ ২॥ তত্র তীর্থসহস্রাণি ঋষিভিঃ সেবিতানি চ। তান্যহং কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৩॥ তীর্থানাং স্মরণং পুণ্যং দর্শনং পাপনাশনং। স্নানং পুণ্যকরং প্রোক্তমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥ ৪॥ যে স্মরিষ্যন্তি তীর্থানাং দেবতাঃ প্রীণয়ন্তি চ। স্নান্তি চ

বিভাবক, সেইরূপ নানাশক্তির বিভাবক্ত। উহাই তত্ত্বগুণাত্মক ও মহাসৌখ্য স্বরূপ এবং সুখ হইতেও সুখভাববিশিষ্ট॥ ১৯॥ হে দেবি! এইরূপে তুমি সমুদায় নিষ্কল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছ। যাহা অদ্বৈতরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মকেও তুমি ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছ॥ ২০॥ যে সকল অর্থ নিত্য ও অবিনাশী; অথবা যে সকল অর্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও বিনশ্বর ভাবাপন্ন; অথবা যে সকল অর্থ ভূমিতে, অন্তরিক্ষে ও অন্যত্র ব্যবস্থিত আছে, তুমি তৎসমুদায়েরই দৃশ্য এবং তুমিই তাহাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি॥ ২১॥ যাহা অমূর্ত্ত ও যাহা মূর্ত্তিসম্পন্ন; অথবা ভূতগণের যে কিছু কর্ম্ম, অথবা যাহা দেবগণে ও অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত, তৎসমস্তই স্বর ও ব্যঞ্জন দ্বারা সংবদ্ধ॥ ২২॥

মহামুনি মহানুভাব মার্কণ্ডেয় এইরূপে স্তব করিলে বিষ্ণুর জিহ্বারূপিণী সরস্বতী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বিপ্র! তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, আমি অতন্দ্রিতা হইয়া, সেই স্থানেই গমন করিব॥ ২৩॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, প্রথমে পবিত্র ব্রহ্মসর, পরে নাগহ্রদ, তাহার পর কুরুকর্ত্তৃক কর্ষিত কুরুক্ষেত্র সন্নিবিষ্ট আছে। সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তুমি পবিত্র রূপে পরম পবিত্র সলিল রাশি বহন করিয়া, প্রয়াণ কর॥ ২৪॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরস্বতীস্তবনামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়॥ ৩২॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া, সরস্বতী প্রবাহসংযুক্তা হইয়া, কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন॥ ১॥ তথায় সেই পুণ্যসলিলা সরস্বতী রন্তুক প্রাপ্ত হইয়া, কুরুক্ষেত্র আপ্লাবিত করিয়া, পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলেন। ঐ দিকে ঋষিগণের সেবিত যে সহস্র সহস্র তীর্থ আছে, পরমেষ্ঠির প্রসাদে আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিব॥ ২॥ ৩॥ তীর্থ সকলের স্মরণ করিলে পুণ্য হয়; দর্শন করিলে পাপ বিনাশ পায়; স্নান করিলে দুষ্কৃতিকর্ম্মাগণেরও সুকৃতি লাভ হয়॥ ৪॥ যাহারা তীর্থ সকলের স্মরণ, দেবগণের সন্তোষ সম্পাদন ও শ্রদ্ধাসহকারে

শ্রদ্দধানাশ্চ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা । যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৬ ॥ কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহং । অপ্যেতাং বাচমুৎসৃজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গোগৃহে মরণং ধ্রুবং । বাসঃ পুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তিরুক্তা চতুর্ব্বিধা ॥ ৮ ॥ সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং । তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ৯ ॥ দূরস্থোঽপি কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি বসাম্যহং । এবং যঃ সততং ব্রূয়াৎ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ তত্রৈব চ বসেদ্ধীরঃ সরস্বত্যাস্তটে স্থিতঃ । তস্য জ্ঞানং ব্রহ্মময়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ দেবতা ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ সেবন্তে কুরুজাঙ্গলং । তস্য সংসেবনান্নিত্যং ব্রহ্ম চাত্মনি পশ্যতি ॥ ১২ ॥ চঞ্চলং হি মনুষ্যত্বং প্রাপ্য যে মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ । বসন্তি নিয়তাত্মানো যেঽপি দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ১৩ ॥ তে বিমুক্তাশ্চ কলুষৈরনেকজন্মসম্ভবৈঃ । পশ্যন্তি নির্ম্মলং দেবং হৃদয়স্থং সনাতনং ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং সন্নিহিতং সরঃ । সেবমানা নরা নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি পরং পদং ॥ ১৫ ॥ গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালেন পতনাদ্ভয়ং । কুরুক্ষেত্রমৃতানাঞ্চ পতনং নৈব বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ । গন্ধর্ব্বাশ্চাপ্সরোযক্ষাঃ সেবন্তে স্থানকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৭ ॥ গত্বা তু শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স্নাত্বা স্থাণুমহাহ্রদে । মনসা চিন্তিতং কামং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ নিয়মঞ্চ নরঃ কৃত্বা সরঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণং । রন্তুকঞ্চ সমাসাদ্য ক্ষময়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥ সরস্বত্যাং নরঃ স্নাত্বা যক্ষং দৃষ্ট্বা প্রণম্য চ ।

তত্তৎ তীর্থে স্নান করে, তাহারা পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ অপবিত্রই হউক, আর পবিত্রই বা হউক, সকল অবস্থাতে যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করে, তাহার শরীর ও মন উভয়েরই শুদ্ধি সম্পন্ন হয় ॥ ৬ ॥ আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব ; অথবা আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, এইপ্রকার বাক্যও উচ্চারণ করিলে, সমুদায়পাপমুক্ত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ, এবং কুরুক্ষেত্রে বাস. এই চারিটী পুরুষের সাক্ষাৎ মুক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮ ॥ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর অন্তরবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশকেই আর্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও, আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব ও কুরুক্ষেত্রে থাকিব, ইত্যাদি বাক্য সতত প্রয়োগ করে, তাহারও পাপমুক্তি হয় ॥ ১০ ॥ ধীমান্ ব্যক্তি সরস্বতীর তটভূমি আশ্রয় করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিলে, তাহার ব্রহ্মময় জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥ দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ, সকলেই কুরুজাঙ্গলের সেবা করেন। নিত্য তাহার সেবা করিলে, আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ যাহারা বিনশ্বর মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষ কামনা করে ; অধিক কি, যাহারা দুষ্কৃতচারী, তাহারা আত্মনিযমন সহকারে এখানে বাস করিলে ॥ ১৩ ॥ অনেকজন্মসঞ্চিত কলুষরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। এবং হৃদয়বিহারী, বিমলস্বরূপ, সনাতন বাসুদেবকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ কুরুক্ষেত্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মবেদি ; ব্রহ্মসর তাহার সান্নিধ্যেই প্রতিষ্ঠিত । উহার সেবা করিলে, লোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকলেরও কালবশে পতনভয় আছে, কুরুক্ষেত্রে মরিলে, কোন কালেই পতিত হইতে হয় না ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, যক্ষগণের সহিত মিলিত হইয়া, স্থানকামনায় এই কুরুক্ষেত্রের সেবা করেন ॥ ১৭ ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তথায় গমন ও স্থাণুহ্রদে স্নান করিলে, মনে মনে যাহার চিন্তা করা যায়, নিঃসন্দেহই তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ লোকে নিয়ম করিয়া, ব্রহ্মসরঃ প্রদক্ষিণ, রন্তুকে সমাগত হইয়া, পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা ॥ ১৯ ॥ এবং সরস্বতীতে স্নান করত, যক্ষকে দর্শন ও প্রণাম

পুণ্যং ধূপঞ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা বাচমুদীরয়েৎ ॥ ২০ ॥ তব প্রসাদাদ্‌যক্ষেন্দ্র বনানি সরিতস্তথা। ভ্রমিষ্যামি চ তীর্থানি অবিঘ্নং কুরু মে সদা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। বনানি সপ্ত নো ব্রূহি সপ্ত নদ্যশ্চ কাঃ স্মৃতাঃ। তীর্থানি চ সমগ্রাণি তীর্থস্নানফলং তথা ॥ ১ ॥ যেন যেন বিধানেন যস্য তীর্থস্য যৎ ফলং। তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণেহ ব্রূহি পৌরাণিকোত্তম ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। শৃণু সপ্ত বনানীহ কুরুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ। যেষাং নামানি পুণ্যানি সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ৩ ॥ কাম্যকঞ্চ বনং পুণ্যং ততোঽদিতিবনং মহৎ। ব্যাসস্য চ বনং পুণ্যং ফলকীবনমেব চ ॥ ৪ ॥ তথা সূর্য্যবনং স্থানং তথা মধুবনং মহৎ। পুণ্যং শীতবনং নাম সর্ব্বকল্মষনাশনং ॥ ৫ ॥ বনান্যেতানি বৈ সপ্ত নদীঃ শৃণুত মে দ্বিজাঃ। সরস্বতী নদী পুণ্যা তথা বৈতরণী নদী ॥ ৬ ॥ আপগা চ মহাপুণ্যা গঙ্গা মন্দাকিনী নদী। মধুস্রবা অম্লুনদী কৌশিকী পাপনাশিনী ॥ ৭ ॥ দৃষদ্বতী মহাপুণ্যা তথা হিরণ্বতী নদী। বর্ষাকালবহাঃ সর্ব্বা বর্জ্জয়িত্বা সরস্বতীং ॥ ৮ ॥ এতাসামুদকং পুণ্যং প্রাবৃট্‌কালে প্রকীর্ত্তিতং। রজস্বলাত্বমেতাসাং বিদ্যতে ন কদাচন। তীর্থস্য চ প্রভাবেন পুণ্যা হ্যেতাঃ সরিদ্বরাঃ ॥ ৯ ॥ শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ প্রীতাস্তীর্থস্নানফলং মহৎ। গমনং স্মরণঞ্চৈব সর্ব্বকল্মষনাশনং ॥ ১০ ॥ রন্তুকং চ নরো দৃষ্ট্বা দ্বারপালং মহাবলং। যক্ষং সমভিবাদ্যৈব তীর্থযাত্রাং সমারভেৎ ॥ ১১ ॥ ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্দ্রা নাম্নাদিতিবনং মহৎ।

এবং পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্য সম্প্রদান পূর্ব্বক এইরূপ বলিবে ॥ ২০ ॥ হে যক্ষেন্দ্র! তোমার প্রসাদে আমি নদী, বন ও তীর্থ সকল ভ্রমণ করিব, সর্ব্বদা আমার অবিঘ্নসম্পাদন কর ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যনামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, আমাদের নিকট সপ্ত বন ও সপ্ত নদী কাহাকে বলে, এবং সমগ্র তীর্থ ও তত্তৎ তীর্থস্নানের ফল কীর্ত্তন কর। তুমি পৌরাণিকগণের মধ্যে প্রধান। যে যে বিধানে যে যে তীর্থের ফললাভ হয়, তৎসমস্তও সবিস্তারে বর্ণন কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী সপ্ত বন শ্রবণ করুন। উঁহাদের নাম করিলে, পরমপবিত্র ও সর্ব্ববিধপাপমুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩ ॥ কাম্যকবন, অদিতিবন, ব্যাসবন, ফলকীবন ॥ ৪ ॥ সূর্য্যবন, মধুবন ও শীতবন, ইহারা সকলেই পরমপবিত্রতা বিধান ও অশেষ কলুষ নিরাস করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ হে দ্বিজগণ! এই সপ্তবন কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, নদী সকলের নাম শ্রবণ করুন। পরমপবিত্র সরস্বতী, বৈতরণী ॥ ৬ ॥ গঙ্গা, মন্দাকিনী, মধুস্রবা, অম্লু, পাপনাশিনী কৌশিকী ॥ ৭ ॥ মহাপুণ্যা দৃষদ্বতী ও হিরণ্বতী, ইহারা সকলেই বর্ষাকালে প্রবাহিতা হইয়া থাকে, কেবল সরস্বতী নহে ॥ ৮ ॥ বর্ষাকালে ইহাদের জল পরমপবিত্র বলিয়া, প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহারা কখনই রজস্বলা হয় না। তীর্থের প্রভাববশেই ইহারা ঐরূপ পবিত্রভাবাপন্ন হইয়াছে ॥ ৯ ॥

অধুনা, হে মুনিগণ! প্রীতচিত্তে তীর্থস্নানের মহাফল শ্রবণ করুন। তীর্থ সকলে গমন ও তাহাদের স্মরণ করিলেও, অশেষ কলুষ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ লোকে রন্তুকতীর্থ দর্শন ও মহাবল দ্বারপাল যক্ষের অভিবাদন করিয়া, তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১১ ॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ!

অদিত্যা যত্র পুত্রার্থে কৃতং ঘোরং মহত্তপঃ ॥ ১২ ॥ তত্র স্নাত্বা চ সংপূজ্য হ্যদিতিং দেবমাতরম্। পুত্রং জনয়তে শূরং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্। আদিত্যশতসঙ্কাশং বিমানঞ্চাধিরোহতি ॥ ১৩ ॥ ততো গচ্ছন্তি বিপ্রেন্দ্রা বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্। সন্ততং নাম বিখ্যাতং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥ বিমলে চ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ বিমলেশ্বরম্। নির্ম্মলঃ স্বর্গমায়াতি রুদ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ হরিং চ বলদেবং চাপ্যেকাদশ্যাং সমন্বিতৌ। দৃষ্ট্বা দোষৈর্বিমুচ্যেত কলিকল্মষসম্ভবৈঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ পারিপ্লবং গচ্ছেত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ব্রহ্মাণং বেদসংযুতম্ ॥১৭॥ ব্রহ্মযজ্ঞফলং প্রাপ্য নির্ম্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ। তত্রাপি সংভবং রম্যং কৌশিক্যাস্তীর্থসম্ভবং ॥১৮॥ সংগমে চ নরঃ স্নাত্বা প্রাপ্নোতি পরমং পদম্। অরণ্যে চাপরাধা যে কৃতা হি পুরুষেণ বৈ। সর্ব্বাংস্তান্ ক্ষমতে তত্র স্নাতমাত্রস্য দেহিনঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দক্ষাশ্রমে গত্বা দৃষ্ট্বা দক্ষেশ্বরং শিবম্। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২০ ॥ ততঃ শালূকিনং গচ্ছেৎ স্নাত্বা তীর্থে দ্বিজোত্তমঃ। হরিং হরেণ সংযুক্তং পূজয়িত্বা তু ভক্তিতঃ ॥ প্রাপ্নোত্যভিমতং লোকং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥ সার্পন্দধিং সমাসাদ্য নাগানাং তীর্থমুত্তমম্। তত্র স্নানং নরঃ কৃত্বা মুক্তো নাগভয়াদ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রা নরকোদ্ধারস্তকম্ ॥২৩॥ তত্রাপি রজনীমেকাং স্নাত্বা তীর্থবরে শুভে। তত্র দ্বিতীয়ং সংপূজ্য দ্বারপালং প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ। তব প্রসাদাদ্যক্ষেন্দ্র মুক্তোহহং সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধির্ময়াভিলষিতা সংসারে তাং লভাম্যহং। এবং প্রসাদ্য যক্ষেন্দ্রস্ততঃ পঞ্চনদং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥ পঞ্চনদ্যশ্চ

অনন্তর মহাতীর্থ অদিতিবনে গমন করিবে। অদিতি পূর্ব্বে পুত্রপ্রার্থনাপ্রণোদিত হইয়া, এই স্থানে অতিমাত্র কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ তথায় স্নান ও দেবজননী অদিতির পূজা বিধান করিলে, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত শৌর্য্যশালী পুত্রের জনক এবং আদিত্যসন্নিভ বিমানে অধিরূঢ় হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥ অনন্তর অনুত্তম বিষ্ণুস্থানে গমন করিবে ॥ ১৪ ॥ এই তীর্থ সন্তত স্বনামবিখ্যাত। এখানে হরি সন্নিহিত আছেন। বিমল তীর্থে স্নান ও বিমলেশ্বরকে দর্শন করিলে, নির্ম্মল হইয়া, স্বর্গে গমন ও রুদ্রলোকে প্রয়াণ করা যায় ॥ ১৫ ॥ একাদশীতে ভগবান্ হরি ও বলদেব, উভয়কে একত্র দর্শন করিলে, কলিকলুষসমুদ্ভব দোষ সমস্ত পরিহৃত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর ত্রৈলোক্যবিখ্যাত পারিপ্লবতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিয়া, বেদসংযুক্ত ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে ॥ ১৭ ॥ নির্ম্মল ও ব্রহ্মযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গে গমন করা যায়। তথায় কৌশিকাতীর্থসংভূত রমণীয় সম্ভবতীর্থ বিরাজমান আছে ॥ ১৮ ॥ সেই সঙ্গমে স্নান করিলে, পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তত্রত্য অরণ্যে স্নান করিবামাত্র লোকের যাবতীয় অপরাধ তৎক্ষণাৎ নিরাকৃত হয় ॥ ১৯ ॥ অনন্তর দক্ষাশ্রমে গমন ও দক্ষেশ্বর শিবকে সন্দর্শন করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ অনন্তর শালূকীতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিয়া, হরের সহিত বিরাজিমান হরির ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত অভিমত লোকলাভ হয় ॥ ২১ ॥ তথা হইতে নাগগণের উৎকৃষ্ট তীর্থ সর্পিদধিতে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে, সর্পভয় দূর হইয়া যায় ॥ ২২ ॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! অনন্তর নরকোদ্ধার রন্তুকতীর্থে গমন করিবে ॥ ২৩ ॥ সেই পরমমঙ্গলাবহ তীর্থবরে এক রাত্রি বাস করিয়া, স্নানানন্তর প্রযত্নসহকারে দ্বিতীয় দ্বারপাল যক্ষের বিহিত বিধানে পূজা সমাধান ॥ ২৪ ॥ ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া, প্রণিপাতপূর্ব্বক এই বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, হে যক্ষেন্দ্র! আপনার প্রসাদে আমার সমুদায় পাপ পরিহৃত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ এক্ষণে সংসারে সিদ্ধিলাভের যে অভিলাষ করিয়াছি, তাহা যেন প্রাপ্ত হই। এইরূপে যক্ষেন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া, পরে

রুদ্রেণ কৃতা দানবভীষণাঃ। তেন সর্ব্বেষু লোকেষু তীর্থং পঞ্চনদং স্মৃতং ॥ ২৭ ॥ কোটিতীর্থানি রুদ্রেণ সমাহৃত্য যতস্ততঃ। তেন ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং কোটিতীর্থং প্রচক্ষতে ॥ ২৮ ॥ তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কোটীশ্বরং হরম্। পঞ্চ যজ্ঞানবাপ্নোতি নিত্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ২৯ ॥ তত্রৈব বামনো দেবঃ সর্ব্বদেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তত্রাপি চ নরঃ স্নাত্বা হ্যগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৩০ ॥ অশ্বিনোস্তীর্থমাসাদ্য শ্রদ্ধাবান্ যো জিতেন্দ্রিয়ঃ। রূপবান্ ভাগ্যযুক্তশ্চ স যশস্বী ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ বরাহতীর্থমাখ্যাতং বিষ্ণুনা পরিকল্পিতম্। তস্মিন্ স্নাত্বা শ্রদ্দধানঃ প্রযাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥ তত্র গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ সোমতীর্থমনুত্তমম্। যত্র সোমস্তপস্তপ্ত্বা ব্যাধিমুক্তোঽভবৎ পুরা ॥ ৩৩ ॥ তত্র সোমেশ্বরং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা তীর্থবরে শুভে। রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্যাধিভ্যশ্চ বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ। সোমলোকমবাপ্নোতি চন্দ্রেণ রমতে চিরং ॥ ৩৫ ॥ ভূতেশ্বরঞ্চ তত্রৈব জ্বালামালেশ্বরং তথা। তচ্চ লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য ন ভূয়ো জন্ম চাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥ একহংসে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ। কৃতশৌচঃ সমাসাদ্য তীর্থসেবী দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৭॥ পৌণ্ডরীকমবাপ্নোতি কৃতশৌচো ভবেন্নরঃ ॥৩৮॥ ততো মুঞ্জবটং নাম মহাদেবস্য ধীমতঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ তত্রৈব চ মহাভাগা যক্ষিণী লোকবিশ্রুতা ॥ ৩৯ ॥ স্নাত্বাভিগম্য তত্রৈব মহাপাতকনাশনং। কুরুক্ষেত্রস্য তদ্দ্বারং বিশ্রুতং পুণ্যবর্দ্ধনং ॥ ৪০ ॥ প্রদক্ষিণমুপাবর্ত্ত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ। পুষ্করঞ্চ ততো গত্বা হ্যভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪১ ॥ জামদগ্ন্যেন রামেণ কৃতস্তচ্চ মহাত্মনা। কৃতকৃত্যো

পঞ্চনদে গমন করিবে ॥ ২৬ ॥ স্বয়ং রুদ্র তথায় পাঁচটী নদীর প্রতিষ্ঠা করেন। সেইজন্য সকল লোকে উহার নাম পঞ্চনদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। দানবগণের অধিষ্ঠানবশতঃ ঐ সকল নদী অতীব-ভয়ঙ্করভাবাপন্ন ॥ ২৭ ॥ যেহেতু, রুদ্র কোটি তীর্থের সমাহরণ করিয়াছেন; সেইহেতু কোটিতীর্থ বলিয়া, ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ সেই তীর্থে স্নান করিয়া, কোটীশ্বর হরকে দর্শন করিলে, পঞ্চ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ তথায় সকল দেবতার সহিত বামনদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেখানে স্নান করিলে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥ শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, অশ্বিনীকুমারের তীর্থে গমন করিলে, রূপবান্, ভাগ্যবান্ ও কীর্ত্তিমান্ হওয়া যায়, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুকর্ত্তৃক পরিকল্পিত বরাহ-তীর্থ নামে যে তীর্থ আছে, শ্রদ্ধাসহকারে তথায় স্নান করিলে, পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩২॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! তথা হইতে অনুত্তম সোমতীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে সোম যেখানে তপশ্চরণ করিয়া, ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ তথায় সোমেশ্বরকে দর্শন ও সেই পবিত্র তীর্থবরে স্নান করিলে, রাজসূয়যজ্ঞের ফলসংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ এবং ব্যাধিমুক্ত ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত হইয়া, সোমলোক লাভ করিয়া, চন্দ্রের সহিত চিরকাল বিহার করা যাইতে পারে ॥ ৩৫ ॥ তথায় ভূতেশ্বর ও জ্বালামালেশ্বর নামে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদের সমন্ত্রবিধানে অর্চ্চনা করিলে, পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! তীর্থ-সেবী পুরুষ কৃতশৌচ হইয়া, একহংসে স্নান করিলে, গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥ এবং পৌণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহাও সংগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর মহাদেবের মুঞ্জবটনামক তীর্থে এক রজনী উপবাস করিয়া অবস্থিতি করিলে, গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। তথায় সর্ব্বলোকবিখ্যাতা মহাভাগা যক্ষিণী অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ সেখানে অভিগমন ও স্নান করিলে, মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহাই কুরুক্ষেত্রের পুণ্যবর্দ্ধন দ্বার বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৪০ ॥ উহা প্রদক্ষিণক্রমে উপাবৃত্ত হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। অনন্তর পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া, পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪১ ॥ মহাত্মা জামদগ্ন্য রাম

ভবেদ্রাজা অশ্বমেধঞ্চ বিন্দতি ॥ ৪২ ॥ কন্যাদানঞ্চ যত্রত্র কার্ত্তিক্যাং বৈ করিষ্যতি। প্রসন্না দেবতাস্তস্য দাস্যন্ত্যভিমতং ফলং ॥ ৪৩ ॥ কপিলশ্চ মহাযক্ষো দ্বারপালঃ স্বয়ং স্থিতঃ। বিঘ্নং করোতি পাপানাং দুর্গতিঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥ পত্নী তস্য মহাযক্ষী নাম্নোলূখলমেখলা। আহত্য দুন্দুভিং সা তু ভ্রমতে নিত্যমেব হি ॥ ৪৫ ॥ সা দদর্শ স্ত্রিয়ঞ্চৈকাং সপুত্রাং পাপদেশজাং। তামুবাচ তদা যক্ষী আহত্য নিশি দুন্দুভিং ॥ ৪৬ ॥ যুগন্ধরে দধি প্রাশ্য উষিত্বা চাচ্যুতস্থলে। তদ্বদ্ভূতালয়ে স্নাত্বা সপুত্রা বস্তুমিচ্ছসি ॥ ৪৭ ॥ দিবা ময়া তে কথিতং রাত্রৌ ভক্ষ্যামি নিশ্চিতং। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং প্রণিপত্য চ যক্ষিণীং ॥ ৪৮ ॥ উবাচ দীনয়া বাচা প্রসাদং কুরু ভামিনি। ততঃ সা যক্ষিণী তাং তু প্রোবাচ কৃপয়ান্বিতা ॥ ৪৯ ॥ যদা সূর্য্যস্য গ্রহণং কালেন ভবিতা কচিৎ। সরস্বত্যাং তদা স্নাত্বা পূতা স্বর্গং গমিষ্যসি ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে সপ্তবনাদিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। ততো রামহ্রদং গচ্ছেত্তীর্থসেবী দ্বিজোত্তমঃ। তত্র রামেণ বিপ্রেণ তরসা দীপ্ততেজসা ॥ ১ ॥ ক্ষত্রমুৎসাদ্য বিপ্রেণ হ্রদাঃ পঞ্চ নিবেশিতাঃ। পূরয়িত্বা নরব্যাঘ্র রুধিরেণেতি নঃ শ্রুতং ॥ ২ ॥ পিতরস্তর্পিতাস্তেন তথৈব চ পিতামহাঃ। ততস্তে পিতরঃ প্রীতা রামমূচুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ রাম রাম মহাবাহো প্রীতাঃ স্মস্তব ভার্গব। অনয়া পিতৃভক্ত্যা চ বিক্রমেণ

ঐ তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় গমন করিলে, রাজা কৃতকৃত্য ও অশ্বমেধযজ্ঞফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪২ ॥ কার্ত্তিকী একাদশী আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে কোন তিথিতে তথায় কন্যা দান করিলে, দেবগণ প্রসন্ন হইয়া, অভিমত ফল প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ তথায় মহাযক্ষ কপিল স্বয়ং দ্বারপালরূপে অবস্থিত আছেন। তিনি পাপীগণের বিঘ্ন ও তাহাদিগকে দুর্গতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ তদীয় পত্নী মহাযক্ষী উলূখলমেখলা নামে বিখ্যাতা। তথায় সে নিত্য দুন্দুভিবাদনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ সেই মহাযক্ষী পাপদেশসমুদ্ভূতা সপুত্রা কোন স্ত্রীকে অবলোকন করিয়া, রজনীতে দুন্দুভিবাদনসহকারে তাহারে কহিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ যুগন্ধরে দধিভোজন, অচ্যুতস্থলে অবস্থান ও ভূতালয়ে স্নান করিয়া, পুত্রের সহিত বাস করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ ॥ ৪৭ ॥ আমি দিবসে তোমারে কহিলাম; রাত্রিতে নিশ্চয়ই তোমারে ভক্ষণ করিব ॥৪৮॥

সেই রমণী এই কথা শুনিয়া, যক্ষিণীকে কহিল, অয়ি ভামিনি! আমার প্রতি প্রসন্না হও।

তখন যক্ষিণী কৃপান্বিতা হইয়া, তাহারে কহিল ॥ ৪৯ ॥ কোন সময়ে যখন সূর্য্যগ্রহণ হইবে, তৎকালে সরস্বতীতে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিবে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সপ্তবনাদিবর্ণন নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৪ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, তীর্থসেবী দ্বিজোত্তম তথা হইতে রামহ্রদে গমন করিবে। তথায় দীপ্ততেজা, পরমপ্রভাবশালী, পরশুরাম ॥ ১ ॥ ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া, তাহাদের শোণিতে পরিপূর্ণ করত, পাঁচটী হ্রদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে ॥ ২ ॥ তদ্দ্বারা তিনি পিতৃগণ ও পিতামহগণের তর্পণ করিলে, তাঁহারা প্রীতিমান্ হইয়া, সেই রামকে কহিলেন, রাম! মহাবাহু রাম! তোমার এই পিতৃভক্তি ও পরাক্রম দর্শনে আমরা তোমার

চ তে বিভো ॥ ৪ ॥ বরং বৃণীষ ভদ্রন্তে কমিচ্ছসি মহাযশঃ। এবমুক্তস্তু পিতৃভী রামঃ প্রভবতাম্বরঃ ॥ ৫ ॥ অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সপিতৄন্‌ গগনস্থিতান্‌। ভবন্তো যদি মে প্রীতা যদনুগ্রাহ্যতামহং ॥ ৬ ॥ পিতৃপ্রসাদাদিচ্ছেহং তপসোপ্যাপনং পুনঃ। যস্তো রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ময়া ॥ ৭ ॥ ততস্তু পাপান্মুচ্যেয়ং যুষ্মাকং তেজসা হ্যহং। হ্রদাশ্চৈতে তীর্থভূতা ভবেয়ুর্ভুবি বিশ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥ এবং শ্রুত্বা শুভং বাক্যং রামস্য পিতরস্তদা। প্রত্যূচুঃ পরমপ্রীতা রামং হর্ষপুরস্কৃতাঃ ॥ ৯ ॥ তপস্তে বর্দ্ধতাং পুত্র পিতৃভক্ত্যা বিশেষতঃ। যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ত্বয়া ॥ ১০ ॥ ততশ্চ পাপান্মুক্তস্ত্বং পাতিতাস্তে স্বকর্ম্মভিঃ। হ্রদাশ্চৈতেদ্য তীর্থত্বং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ হ্রদেষ্বেতেষু যঃ স্নাত্বা স্বান্‌ পিতৄংস্তর্পয়িষ্যতি। তস্য দাস্যন্তি পিতরো যথাভিলষিতং ফলং ॥ ১২ ॥ ঈপ্সিতান্‌ মানসান্‌ কামান্‌ স্বর্গবাসঞ্চ শাশ্বতং। এবং দত্বা বরান্‌ বিপ্রা রামস্য পিতরস্তদা ॥ ১৩ ॥ রামং স্বভার্গবং প্রীতাস্তত্রৈবান্তর্দ্দধুস্তদা। এবং রামহ্রদাঃ পুণ্যা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥ স্নাত্বা হ্রদেষু রামস্য ব্রহ্মচারী শুচিব্রতঃ। রামং সমভ্যর্চ্য তথা বিন্দেদ্বহুসুবর্ণকম্‌ ॥ ১৫ ॥ বংশমূলং সমাসাদ্য তীর্থসেবী সুসংযতঃ। স্ববংশমুদ্ধরেদ্বিপ্রাঃ স্নাত্বা চৈব সমূলকং ॥ ১৬ ॥ কায়শোধনমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। শরীরশুদ্ধিমাপ্নোতি স্নাতস্তস্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ শুদ্ধদেহশ্চ সংযাতি যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ। তাবদ্ভ্রমন্তি তীর্থেষু সিদ্ধাস্তীর্থপরায়ণাঃ। যাবন্ন প্রাপ্নুবন্তীহ তীর্থং তৎকায়শোধনং ॥ ১৮ ॥ তস্মিংস্তীর্থে চ

প্রতি প্রীতিমান্‌ হইয়াছি ॥ ৩॥৪ ॥ হে মহাযশা! তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। প্রভবদ্বরিষ্ঠ মহাবীর রাম পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ॥ ৫ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটে সেই গগনবিহারী পিতৃগণকে কহিলেন, আপনারা যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই অনুগ্রহ করুন ॥ ৬ ॥ আমি আপনাদের প্রসাদে পুনরায় তপঃপ্রাপ্তির ইচ্ছা করি। যেহেতু, আমি রোষাভিভূত হইয়া, ক্ষত্রিয়দিগকে উৎসাদিত করিয়াছি, সেইহেতু আমার যে পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, আপনাদের তেজে যেন তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি। এবং আমার প্রতিষ্ঠিত এই হ্রদ সকলও যেন পৃথিবীতে তীর্থরূপে পরিণত ও বিখ্যাত হয় ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

পিতৃগণ রামের এই শুভ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া, পরম প্রীত ও হর্ষপুরস্কৃত হইয়া, প্রতিবচনপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৯ ॥ পিতৃভক্তিপ্রভাবে তোমার তপস্যার বিশিষ্ট বিধানে উপচয় হইবে। অপর, তুমি রোষাভিভূত হইয়া, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ ॥১০॥ তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। কেননা, সেই ক্ষত্রিয় সকল স্ব স্ব কর্ম্মবলেই পতিত হইয়াছে। অদ্য হইতে তোমার কৃত হ্রদ সকলও তীর্থ হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি এই সকল হ্রদে স্নান করিয়া, পিতৃগণের তর্পণ করিবে সেই পিতৃগণ তাহারে অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন ॥ ১২ ॥ তদ্ব্যতীত, তাঁহাদের প্রসাদে তাহার অভীপ্সিত আন্তরিক কামনা ও অক্ষয় স্বর্গবাসও লাভ হইবে। হে বিপ্রবর্গ! পিতৃগণ রামকে এইরূপ বর দিয়া ॥ ১৩ ॥ সেই ভার্গববরিষ্ঠ রামের প্রতি প্রীতিমান্‌ হইয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা পরশুরামের হ্রদ সকল এই কারণেই পবিত্র তীর্থ হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মচারী ও শুচিব্রত হইয়া, রামহ্রদে স্নান ও রামের অভ্যর্চ্চনা করিলে, বহু সুবর্ণ লাভ হয় ॥ ১৫ ॥ অনন্তর তীর্থসেবী দ্বিজোত্তম বংশমূল তীর্থে সমাপন্ন হইয়া, তথায় স্নান করিয়া, স্বকীয় বংশের উদ্ধার করিবেন ॥ ১৬ ॥ তথা হইতে ত্রিলোকবিখ্যাত কায়শোধনতীর্থে সমাগত হইয়া, স্নান করিলে, শরীরশুদ্ধি সংঘটিত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ দেহ শুদ্ধ হইলে, যাহা হইতে পুনরায় আবর্ত্তিত হইতে হয় না, সেই স্থানে গমন করা যায়। তীর্থপরায়ণ সিদ্ধগণ যাবৎ কায়শোধনতীর্থ প্রাপ্ত না হন, তাবৎ তীর্থ সকলে

সংপ্লাব্য কায়ং সংযতমানসঃ। পরম্পদমবাপ্নোতি যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ১৯॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রাস্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। লোকা যত্রোদ্ধৃতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ২০॥ লোকোদ্ধারং সমাসাদ্য তীর্থং স্মরণতৎপরঃ। স্নাত্বা তীর্থবরে তস্মিন্ লোকং পশ্যতি শাশ্বতং॥ ২১॥ যত্র বিষ্ণুঃ স্থিতো নিত্যং শিবো দেবশ্চ শাশ্বতঃ। তৌ দেবৌ প্রণিপাতেন প্রসাদ্য মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ২২॥ শ্রীতীর্থং তু ততো গচ্ছেচ্ছালিগ্রামমনুত্তমং। যত্র স্নাতস্য সান্নিধ্যং সদা দেবঃ প্রযচ্ছতি॥ ২৩॥ কপিলাহ্রদমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দেবতানি পিতৄংস্তথা॥ ২৪॥ কপিলানাং সহস্রস্য ফলং বিন্দতি মানবঃ। তত্র স্থিতং মহাদেবং কাপিলবপুরাশ্রিতং॥ ২৫॥ দৃষ্ট্বা মুক্তিমবাপ্নোতি ঋষিভিঃ পূজিতং শিবং। সূর্য্যতীর্থং সমাসাদ্য স্নাত্বা নিয়তমানসঃ॥ ২৬॥ অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবানুপবাসপরায়ণঃ। অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সূর্য্যলোকং চ গচ্ছতি॥ ২৭॥ সহস্রকিরণং দেবং ভানুং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। দৃষ্ট্বা মুক্তিমবাপ্নোতি নরো জ্ঞানসমন্বিতঃ॥ ২৮॥ ভবানীবনমাসাদ্য তীর্থসেবী যথাক্রমং। তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণো গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ২৯॥ পিতামহস্য পিবতো হ্যমৃতং পূর্ব্বমেব হি। উদ্গারাৎ সুরভির্জাতা সা চ পাতালমাশ্রিতা॥ ৩০॥ তস্যাঃ সুরভয়ো জাতা মাতরো লোকমাতরঃ। তাভিস্তৎ সকলং ব্যাপ্তং পাতালং সুনিরন্তরং॥ ৩১॥ পিতামহস্য যজতো দক্ষিণার্থমুপাহৃতাঃ। আহূতা ব্রাহ্মণাস্তে চ বিভ্রান্তা বিবরেণ হি॥ ৩২॥ তস্মিন্ বিবরদ্বারে তু স্থিতো গণপতিঃ স্বয়ং। যং দৃষ্ট্বা সকলান্ কামান্ প্রাপ্নোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥৩৩॥

ভ্রমণ করিয়া থাকেন॥ ১৮॥ সেই তীর্থে সংযত চিত্তে শরীর সংপ্লাবিত করিলে, পরম পদপ্রাপ্তি হয়; যাহা হইতে পুনরায় আবর্ত্তিত হইতে হয় না॥ ১৯॥

অনন্তর হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ঐ স্থানে সমুদায় লোকের উদ্ধার করিয়াছিলেন॥ ২০॥ এই লোকোদ্ধারে গমন করিয়া, ধ্যান-তৎপর হইয়া, স্নান করিলে, শাশ্বত লোক সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২১॥ অবিনাশিস্বরূপ বিষ্ণু ও মহাদেব উভয়ে তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলে, মুক্তিসংগ্রহ হয়॥ ২২॥ অনন্তর অনুত্তম শ্রীতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে, ভগবান্ কেশব তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকেন॥ ২৩॥ অনন্তর কপিলাহ্রদনামক ত্রৈলোক্যবিখ্যাত তীর্থে গমন করিয়া, স্নান এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে॥ ২৪॥ কপিলাসহস্রদানের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথায় মহাদেব কপিলবপুঃ আশ্রয় করিয়া, বিরাজমান আছেন॥ ২৫॥ সেই ঋষিগণের পূজিত মহাদেবকে দর্শন করিলে, মুক্তিলাভ করা যায়। অনন্তর সূর্য্যতীর্থে সমাগত হইয়া, সংযতচিত্তে স্নান করিয়া॥ ২৬॥ উপ-বাস করত, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ ও সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ২৭॥ তথায় ত্রিলোকবিশ্রুত সহস্রকিরণ ভানুকে দর্শন করিলে, জ্ঞানসমন্বিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২৮॥ তীর্থসেবী পুরুষ ভবানীবনে গমন করিয়া, তথায় যথাবিধানে অভিষেক করিলে, গোসহস্রদানের ফললাভ করে॥ ২৯॥ পূর্ব্বকালে পিতামহ অমৃতপানে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় উদ্গার হইতে সুরভি সমুৎপন্ন হইয়া, পাতালতল আশ্রয় করে॥ ৩০॥ সেই সুরভির গর্ভে লোকমাতা সুরভিমাতা সকলের উদ্ভব হয়। তাহারা সকলে সমুদায় পাতাল নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপ্ত করিয়া আছে॥ ৩১॥ পিতামহ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় দক্ষিণার্থ সেই সকল সুরভি উপাহৃত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ সেই যজ্ঞে আহুত হইয়া, বিবর-দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন॥ ৩২॥ সেই বিবরের দ্বারদেশে স্বয়ং গণপতি অবস্থিতি করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিলে, সমুদায় কামনাই সম্পন্ন হয়॥ ৩৩॥

সঙ্গিনীন্তু সমাসাদ্যতীর্থং মুক্তিসমাশ্রয়ম্। দেব্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা লভতে রূপমুত্তমং ॥ ৩৪ ॥ অনন্তাং শ্রিয়মাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈঃ সমন্বিতঃ। ভোগাংশ্চ বিপুলাল্লব্ধা প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মজ্ঞানসমন্বিতঃ। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রাণান্ মুঞ্চতি চেচ্ছয়া ॥ ৩৬ ॥ ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্দ্রা দ্বারপালঞ্চ রন্তুকং। তত্র তীর্থে সরস্বত্যাং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র স্নানং সমাসাদ্য হ্যুপবাসপরায়ণঃ। যক্ষস্য চ প্রসাদেন লভতে কামিকং ফলং ॥ ৩৮ ॥ ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মাবর্ত্তং মুনিস্তুতং। ব্রহ্মাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্ম চাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ৩৯ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ সুতীর্থকমনুত্তমং। তত্র সন্নিহিতা নিত্যং পিতরো দৈবতৈঃ সহ ॥ ৪০ ॥ তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ। অশ্বমেধমবাপ্নোতি পিতৃন্ প্রীণাতি শাশ্বতম্ ॥ ৪১ ॥ ততোঽম্ববত্যাং ধর্ম্মজ্ঞ সমাসাদ্য যথাক্রমং। কামেশ্বরস্য তীর্থে তু স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম চাপ্নোতি নিশ্চিতং। মাতৃতীর্থঞ্চ তত্রৈব যত্র স্নাতস্য ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রজা বিবর্দ্ধতে নিত্যমনন্তাং চাপ্নুয়াচ্ছ্রিয়ং। ততঃ শীতাবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ৪৪ ॥ তীর্থং তত্র মহাবিপ্রা মহদন্যত্র দুর্ল্লভং। পুনাতি দর্শনাদেব পুরুষানেকবিংশতিং ॥ ৪৫ ॥ কেশানভুক্ষ্য চৈকস্মিন্ পূতো ভবতি পাপতঃ। তত্র তীর্থবরং চান্যচ্ছ্বনাং লোমাপহং মহৎ ॥ ৪৬ ॥ তত্র বিপ্রা মহাপ্রাজ্ঞা বিদ্বাংসস্তীর্থতৎপরাঃ। শ্ববিলোমাপহে তীর্থে বিপ্রাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে ॥ ৪৭ ॥ প্রাণায়ামৈর্নির্হরন্তি স্বলোমানি দ্বিজোত্তমাঃ। পূতাত্মানশ্চ তে বিপ্রাঃ প্রযান্তি পরমাং গতিং ॥ ৪৮ ॥ দশাশ্বমেধিকং চৈব তত্র তীর্থং সুবিশ্রুতং।

মুক্তির সাক্ষাৎ আস্পদ সঙ্গিনীনামক তীর্থে গমন করিলে, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। দেবীতীর্থে স্নান করিলে, উৎকৃষ্ট রূপ সংগ্রহ হয় ॥ ৩৪ ॥ এবং পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া, অনন্ত শ্রী ও বিপুল ভোগরাশি লাভ করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাবর্ত্তে অভিষেক করিলে, লোকে নিঃসন্দেহই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, ইচ্ছামৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর দ্বারপাল রন্তুকে গমন করিবে। মহাত্মা যক্ষেন্দ্র তথায় নিয়ত বিরাজমান হইতেছে। সরস্বতীস্থ সেই তীর্থে স্নান করিয়া ॥ ৩৭ ॥ উপবাসপরায়ণ হইলে, যক্ষের প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া, কামিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! তথা হইতে দ্বিতীয় ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিবে। মুনিগণ এই তীর্থের স্তব করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান করিলে, লোকের নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ৩৯ ॥ তদনন্তর অনুত্তম সুতীর্থে গমন করিবে। পিতৃগণ দেবগণের সহিত তথায় নিয়ত সন্নিহিত আছেন ॥ ৪০ ॥ তথায় পিতৃগণও দেবগণের অর্চ্চনাপরায়ণ হইয়া, অভিষেক করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয় এবং পিতৃদিগকে চিরকাল আপ্যায়িত করা যায় ॥ ৪১ ॥ অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ যথাক্রমে অম্ববতীতে গমন ও কামেশ্বরতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে অভিষেক করিলে ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত ও ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহাতে সন্দেহ নাই। তথায় যে মাতৃতীর্থ আছে, তাহাতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে ॥ ৪৩ ॥ নিত্য প্রজা বর্দ্ধিত ও অনন্ত শ্রীলাভ হয়। অনন্তর নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক আহার সংযত করিয়া, শীতাবনে গমন করিবে ॥ ৪৪ ॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! তথায় যে মহাতীর্থ আছে, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। তাহার দর্শনমাত্রেই একবিংশতি পুরুষের তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ তত্রত্য একতর তীর্থে কেশপাশ উভুক্ষিত করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয়। তথায় শ্ববিলোমাপহ নামে যে অন্যতর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪৬ ॥ মহাপ্রাজ্ঞ বিদ্বান্ বিপ্রবর্গ তীর্থতৎপর হইয়া, সেখানে বাস করিতেছেন। ঐ শ্বলোমাপহতী ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ॥ ৪৭ ॥ দ্বিজোত্তমগণ প্রাণায়ামসহকারে তথায় স্বকীয় লোমরাজি নির্হরণ করেন। তৎপ্রভাবে তাঁহারা পূতাত্মা হইয়া, পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮ ॥ তথায় দশাশ্বমেধিক

তত্র স্নাত্বা ভক্তিযুক্তস্তদেব লভতে ফলম্ ॥ ৪৯ ॥ ততো গচ্ছেদ্ধি শ্রদ্ধাবান্ মানুষং লোকবিশ্রুত। দর্শনাত্তস্য যত্তীর্থস্য মুক্তো ভবতি কিল্বিষৈঃ ॥ ৫০ ॥ পুরা কৃষ্ণমৃগাস্তত্র ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ। অবগাহ্য সরস্যস্মিন্মানুষত্বমুপাগতাঃ ॥ ৫১ ॥ ততো ব্যাধাশ্চ তে সর্বে তানপৃচ্ছন্ দ্বিজোত্তমান্। মৃগাঃ ক ঋষয়ো যাতা অস্মাভিঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ৫২ ॥ নিমগ্নাস্তে সরঃ প্রাপ্য কিং তদত্রৈব দ্বিজোত্তমাঃ। তেঽব্রুবংস্তত্র বৈ পৃষ্টা বয়ন্তে চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥ অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যান্মানুষ্যত্বমুপাগতাঃ। তস্মাদ্যূয়ং শ্রদ্দধানাঃ স্নাত্বা তীর্থে বিমৎসরাঃ ॥ ৫৪ ॥ সর্ব-পাপবিনির্মুক্তা ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ। ততঃ স্নাতাশ্চ তে সর্বে শুদ্ধদেহা দিবঙ্গতাঃ ॥ ৫৫ ॥ এত-তীর্থস্য মাহাত্ম্যং মানুষস্য দ্বিজোত্তমাঃ। যে শৃণ্বন্তি শ্রদ্ধানাস্তেঽপি যান্তি পরাঙ্গতিং ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বিবিধতীর্থানুকীর্ত্তন নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষ উবাচ। মানুষস্য তু পূর্বেণ ক্রোশমাত্রে দ্বিজোত্তমাঃ। আপগা নাম বিখ্যাতা নদী দ্বিজনিষেবিতা ॥ ১ ॥ শ্যামাকং পয়সা সিদ্ধমাজ্যেন চ পারিপ্লুতং। যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্য-স্তেষাং পাপং ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥ যে তু শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি প্রাপ্য তামাপগাং নদীং। তে সর্বকাম-সংযুক্তা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ স্মরন্তি পিতরস্তস্য স্মরন্তি চ পিতামহাঃ। অস্মাকং চ

নামে সুবিখ্যাত তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে ভক্তিযুক্ত হইয়া, স্নান করিলে, দশাশ্বমেধিক ফললাভ হয় ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, মানুষতীর্থে গমন করিবে। সেই তীর্থ দর্শন করিলে, সমুদায় পাপ পরিহৃত হয় ॥ ৫০ ॥ পূর্ব্বকালে কৃষ্ণমৃগ সকল তথায় ব্যাধকর্ত্তৃক শরপীড়িত হইয়া, তত্রত্য সরোবরে অবগাহন করিয়া, মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥ অনন্তর ব্যাধ সকল সেই দ্বিজোত্তমরূপী মৃগদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ঋষিগণ! অস্মৎকর্ত্তৃক শরপীড়িত হইয়া, সেই সকল মৃগ কোথায় গমন করিল? ॥৫২॥ হে দ্বিজোত্তমবর্গ! তাহারা কি সরোবর প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতে নিমগ্ন হইয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

তাহারা এইরূপ পরিপৃষ্ট হইয়া কহিল, আমরাই সেই সকল মৃগ ॥ ৫৩ ॥ এই তীর্থের মাহাত্ম্যে মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তোমরা মাৎসর্য্যপরিহারপুরঃসর শ্রদ্ধাশীল হইয়া, এই তীর্থে স্নান কর ॥ ৫৪ ॥ তাহা হইলে, তোমাদের সমুদায় পাপক্ষয় হইবে, সন্দেহ নাই। তখন তাহারা সকলে তথায় স্নান করিয়া, শুদ্ধদেহ হইয়া, স্বর্গে গমন করিল ॥ ৫৫ ॥ হে দ্বিজো-ত্তমসমূহ! যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে এই মানুষতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহারাও পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥৫৬॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিবিধতীর্থবর্ণন নামক ষটত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমবর্গ! মানুষতীর্থের পূর্ব্বে ক্রোশমাত্র দূরে আপগানামে বিখ্যাতা দ্বিজগণনিষেবিতা নদী প্রবাহিতা হইতেছে ॥ ১ ॥ যাহারা তথায় দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ ও আজ্যে পরিপ্লুত করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে শ্যামাক প্রদান করে, তাহাদের পাপ দূর হইয়া যায় ॥ ২ ॥ যাহারা সেই আপগানদী প্রাপ্ত হইয়া, শ্রাদ্ধ করে; তাহারা সর্ব্ববিধ মনোরথ-সিদ্ধি সংগ্রহ করে, সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ তাহাদের পিতৃগণ ও পিতামহবর্গ এইরূপ মনে করেন,

কুলে পুত্রঃ পৌত্রো বাপি ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ স আপগাং নদীং গত্বাস্মাংস্তিলৈস্তর্পয়িষ্যতি। তেন তৃপ্তা ভবিষ্যামো যাবৎ কুলশতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥ নভস্যে মাসি সংপ্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। চতুর্দ্দশ্যান্তু মধ্যাহ্নে পিণ্ডদো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমং। ব্রহ্মোদুম্বরমিত্যেবং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতং ॥ ৭ ॥ তত্র ব্রহ্মর্ষিকুণ্ডেষু স্নাতস্য দ্বিজসত্তমাঃ। সপ্তর্ষীণাং প্রসাদেন সপ্তসোমফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ জমদগ্নিশ্চ কশ্যপঃ। বিশ্বামিত্রো বশিষ্ঠশ্চ অত্রিশ্চ ভগবানৃষিঃ ॥ ৯ ॥ এতে সমেত্য তৎ কুণ্ডং কল্পিতং ভুবি দুর্লভং। ব্রহ্মণা সেবিতং তস্মাদ্ব্রহ্মোদুম্বরমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১১॥ দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যো বিপ্রং পূজয়িষ্যতি। পিতরস্তস্য সুখিতা দাস্যন্তি ভুবি দুর্লভম্ ॥১২॥ সপ্তর্ষীংশ্চ সমুদ্দিশ্য পৃথক্স্নানং সমাচরেৎ। ঋষীণাঞ্চ প্রসাদেন সপ্তলোকাধিপো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ কপিলস্থেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাতকনাশনং। যস্মিন্ স্থিতঃ স্বয়ং দেবো বৃদ্ধকেদারসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ রুদ্রং দণ্ডিসমন্বিতং। অন্তর্দ্ধানমবাপ্নোতি শিবলোকে স মোদতে ॥ ১৫ ॥ যস্তত্র তর্পণং কৃত্বা পিবতে চুলকত্রয়ং। দেবদেবং নমস্কৃত্য কেদারস্য ফলং লভেৎ ॥১৬॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং শিবমুদ্দিশ্য মানবঃ। চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ১৭ ॥ কলস্যান্তু ততো গচ্ছেদ্যত্র দেবী চ সংস্থিতা। দুর্গা কাত্যায়নী ভদ্রা নিদ্রা মায়া সনাতনী ॥ ১৮ ॥ কলস্যাঞ্চ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দুর্গান্তটস্থিতাং। সংসারগহনং দুর্গং নিস্তরেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৯॥ ততো গচ্ছেদ্ধি সরকং ত্রৈলোক্য-

---

আমাদের বংশে পুত্র বা পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৪ ॥ সে আপগায় গমন করিয়া, তিলপ্রদানপূর্ব্বক আমাদের তর্পণ করিবে। তদ্দারা আমরা যাবৎ কুলশত পরিতৃপ্ত হইব ॥৫॥ শ্রাবণমাস উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে মধ্যাহ্নসময়ে তথায় পিণ্ড প্রদান করিয়া, মুক্তিলাভ করা যায় ॥ ৬ ॥ অনন্তর ব্রহ্মোদুম্বরনামক সর্ব্বলোকবিখ্যাত উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে। উহা পিতামহ ব্রহ্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র ॥ ৭ ॥ তথায় ব্রহ্মর্ষি-কুণ্ডসমূহে স্নান করিলে, সপ্তর্ষিপ্রসাদে সপ্ত সোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ ভরদ্বাজ, গৌতম, জমদগ্নি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভগবান্ অত্রি ॥ ৯ ॥ ইঁহারা সমবেত হইয়া, ঐ সকল ভূলোকদুর্লভ কুণ্ড পরিকল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা উহাদের সেবা করেন; এইজন্য ব্রহ্মোদুম্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার এই উৎকৃষ্ট তীর্থে স্নান করিলে, তদীয় লোকলাভ হইয়া থাকে; এবিষয়ে বিচারণা করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি তথায় পিতৃগণ ও দেবগণ, ইঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের পূজা করে, তদীয় পিতৃগণ সুখিত হইয়া, তাহারে পৃথিবীদুর্লভ পদার্থ প্রদান করেন ॥ ১২ ॥ তথায় উল্লিখিত সপ্ত ঋষিকে উদ্দেশ করিয়া, পৃথগ্‌বিধানে স্নান করিবে। তাহা হইলে, তাঁহাদের প্রসাদে সপ্তলোকাধিপত্যলাভ হইয়া থাকে ॥১৩॥

কপিলস্থ নামে বিখ্যাত সর্ব্বপাতকবিনাশন তীর্থে স্বয়ং বৃদ্ধ কেদার নাম ধারণ করিয়া, মহাদেব অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ তথায় স্নান করিয়া, দণ্ডিসমন্বিত রুদ্রের অর্চ্চনা করিলে, অন্তর্দ্ধান লাভ করিয়া, শিবলোকে সুখে বিহার করা যায় ॥ ১৫ ॥ যে ব্যক্তি সেখানে তর্পণ করিয়া, চুলুকত্রয় পান ও দেবদেব মহাদেবকে নমস্কার করে, সে কেদারফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥ যে ব্যক্তি শিবকে উদ্দেশ করিয়া, ঐ তীর্থে চৈত্রমাসীয় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পরম পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ অনন্তর কলসীতে গমন করিবে। ঐ তীর্থে নিদ্রারূপিণী, মায়াস্বরূপিণী, ভদ্রা, দেবী, সনাতনী কাত্যায়নী দুর্গা সন্নিহিতা আছেন ॥ ১৮ ॥ তথায় স্নান করিয়া, তীরে বিরাজমানা দেবী দুর্গার দর্শন করিলে, সংসারগহনরূপ দুর্গ পার হওয়া যায় সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

স্যাপি দুর্লভং। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরং ॥ ২০ ॥ লভতে সর্ব্বকামাংশ্চ শিবলোকং স গচ্ছতি। তিস্রঃ কোট্যস্তু তীর্থানাং সরকে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২১ ॥ রুদ্রকোটিস্তথা কূপে সরোমধ্যে ব্যবস্থিতা। তস্মিন্ সরসি যঃ স্নাত্বা রুদ্রকোটিং স্মরেন্নরঃ ॥ ২২ ॥ পূজিতা রুদ্রকোটিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। রুদ্রাণাঞ্চ প্রসাদেন সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৩ ॥ ঐন্দ্রযানেন সংযুক্তঃ পরমপদমবাপ্নুয়াৎ। ইড়াস্পদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং পাপভয়াপহং ॥ ২৪ ॥ যস্মিন্ মুক্তিমবাপ্নোতি দর্শনাদেব মানবঃ। তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ পিতৃদেবগণানপি ॥ ২৫ ॥ ন দুর্গতিমবাপ্নোতি চিন্তিতং মনসাপ্নুয়াৎ। কেদারঞ্চ মহাতীর্থং সর্ব্বকল্মষনাশনং ॥ ২৬ ॥ তত্র স্নাত্বা তু পুরুষঃ সর্ব্বদানফলং লভেৎ। কিংরূপঞ্চ মহাতীর্থং তত্রৈব ভুবি দুর্লভং ॥ তস্মিন্ স্নাতস্তু পুরুষঃ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ২৭ ॥ সরকস্য তু পূর্ব্বেণ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং ॥ অস্য জন্ম ভুবি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥ ২৮ ॥ নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা হত্বা দানবমূর্জ্জিতম্। তির্য্যগ্‌যোনিস্থিতো বিষ্ণুঃ সিংহেষু রতিমাপ্তবান্ ॥ ২৯ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা আরাধ্য বরদং শিবং। ঊচুঃ প্রণতসর্ব্বাঙ্গা বিষ্ণুদেহস্য লম্ভনে ॥ ৩০ ॥ ততো দেবো মহাত্মাসৌ শারভং রূপমাস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ যুদ্ধঞ্চকার সুমহদ্দিব্যং বর্ষসহস্রকং। যুধ্যমানৌ তু তৌ দেবৌ পতিতৌ হ্রদমধ্যতঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মিন্ সরস্তটে বিপ্রা দেবর্ষির্নারদঃ স্থিতঃ। অশ্বত্থস্থানমাশ্রিত্য ধ্যানস্থস্তৌ দদর্শ হ ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণুশ্চতুর্ভুজো জজ্ঞে লিঙ্গাকারঃ শিবঃ স্থিতঃ। তৌ দৃষ্ট্বা তত্র পুরুষৌ

অনন্তর ত্রৈলোক্য দুর্লভ সরকতীর্থে গমন করিবে; তথায় কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে দেব মহাদেবকে দর্শন করিলে ॥ ২০ ॥ সমুদায় কামনা সম্পন্ন ও শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। হে দ্বিজসত্তমসমূহ! এই সরকতীর্থে তিন কোটি তীর্থ সন্নিহিত আছে ॥ ২১ ॥ এবং সরোমধ্যস্থ কূপে রুদ্রকোটি বিরাজ করিতেছেন। সেই সরোবরে স্নান করিয়া, রুদ্রকোটির ধ্যান করিবে ॥ ২২ ॥ অনন্তর রুদ্রকোটির পূজা করিলে, রুদ্রগণের প্রসাদে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত হওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ এবং ঐন্দ্রযানে আরোহণ করিয়া, পরমপদপ্রাপ্তি হয়। তথায় ইড়াস্পদ নামে যে তীর্থ আছে, তাহা সমুদায় পাপভয় নিরাকৃত করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ তাহার দর্শনমাত্রেই লোক সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে ॥ ২৫ ॥ কোন কালেই দুর্গতিলাভ হয় না; মনে যাহা ভাবা যায়, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেদার নামে সর্ব্বপাপবিনাশন মহাতীর্থে ॥ ২৬ ॥ স্নান করিলে, সর্ব্ববিধ দানের ফললাভ হয়। তথায় কিংরূপ নামে যে লোকদুর্লভ মহাতীর্থ আছে, সেখানে স্নান করিলে, লোকে সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৭ ॥ সরকের পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত যে তীর্থ আছে, তাহার জন্ম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তথায় গমন করিলে, সর্ব্বপাপ প্রণষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥ বিষ্ণু ঐ তীর্থে নারসিংহ দেহ ধারণ ও মহাবল দানবকে নিধন করিয়া, তির্য্যগ্‌যোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক সিংহ সকলে অনুরাগবদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥ তদ্দর্শনে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, বরদাতা শিবের আরাধনানন্তর, সর্ব্বাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, বিষ্ণুর স্বদেহপ্রাপ্তির জন্য নিবেদন করিলেন ॥ ৩০ ॥ তদনুরোধে মহাত্মা মহাদেব শরভবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ॥ ৩১ ॥ দিব্য বর্ষসহস্র তুমুল যুদ্ধ করিলেন। বিষ্ণু ও হর উভয়ে ঐরূপে যুদ্ধ করিয়া হ্রদমধ্যে পতিত হইলেন ॥ ৩২ ॥ সেই সরোবরতটে দেবর্ষি নারদ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অশ্বত্থস্থান আশ্রয় করিয়া, তৎকালে ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন। তদবস্থায় তাঁহাদিগকে নয়নগোচর করিলেন ॥ ৩৩ ॥ হ্রদে পতিত হইলে, বিষ্ণু চতুর্ভুজ ও শিব লিঙ্গাকারে বিরাজমান হইলেন। নারদ তদবস্থ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, ভক্তিভাবে স্তব করিতে

তুষ্টাব ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ শিবায় দেবায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে। হরায় চ উমাভর্ত্রে স্থিতি-কালভৃতে নমঃ ॥ ৩৫ ॥ হরায় বহুরূপায় বিশ্বরূপায় বিষ্ণবে। ত্র্যম্বকায় সুসিদ্ধায় কৃষ্ণায় জ্ঞান-হেতবে ॥ ৩৬ ॥ ধন্যোঽহং সুকৃতী নিত্যং যদ্দৃষ্টৌ পুরুষোত্তমৌ। মমাশ্রমমিদং পুণ্যং যুবাভ্যাং বিমলীকৃতং ॥ ৩৭ ॥ অদ্য প্রভৃতি ত্রৈলোক্যে ধন্যাং জয়েতি বিশ্রুতং। যঁ ইহাগত্য চ স্নাত্বা পিতৃন্ সন্তর্পয়িষ্যতি ॥ ৩৮ ॥ তস্য শ্রদ্ধান্বিতস্যেহ জ্ঞানমৈন্দ্রং ভবিষ্যতি। অশ্বত্থস্য চ যন্মূলং সদা তত্র বসাম্যহং ॥ ৩৯ ॥ অশ্বত্থবন্দনং কৃত্বা শিবং কৃষ্ণং নমস্যতি। ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্দ্রা নাগস্য হ্রদমুত্তমং। পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য তত্র স্নাত্বা ফলং লভেৎ ॥ ৪০ ॥ দশম্যাং শুক্ল-পক্ষস্য চৈত্রস্য তু বিশেষতঃ। স্নানং জপস্তথা শ্রাদ্ধং মুক্তিমার্গপ্রদায়কং ॥ ৪১ ॥ ততস্ত্রি বিষ্টপঙ্গচ্ছেত্তীর্থং দেবনিষেবিতং ॥ ৪২ ॥ তত্র বৈতরণী পুণ্যা নদী পাপপ্রমোচনী। তত্র স্নাত্বা-র্চ্চয়িত্বা চ শূলপাণিং বৃষধ্বজং ॥ ৪৩ ॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিং। ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্দ্রা রসাবর্ত্তনমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥ তত্র স্নাত্বা ভক্তিযুক্তঃ সিদ্ধিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্। চৈত্রশুক্ল-চতুর্দ্দশ্যাং তীর্থে স্নাত্বা হ্যলেপকে ॥ ৪৫ ॥ পূজয়িত্বা শিবং তত্র পাপলেপো ন বিদ্যতে। ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্দ্রাঃ ফলকীবনমুত্তমং ॥ ৪৬ ॥ যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সাধ্যাশ্চ ঋষয়স্তথা। তপশ্চ-রন্তি বিপুলং দিব্যং বর্ষসহস্রকং ॥ ৪৭ ॥ দৃষদ্বত্যাং নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ। অগ্নিষ্টো-মাতিরাত্রস্য ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৮ ॥ সোমক্ষয়ে চ সংপ্রাপ্তে সোমস্য চ দিনে তথা। যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে মর্ত্ত্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪৯ ॥ গয়ায়াঞ্চ যথা শ্রাদ্ধং পিতৄন্ প্রীণাতি নিত্যশঃ।

লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ ভগবান্ ভবানীপতি ও প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু উভয়কে নমস্কার। হরি ও উমাপতি উভয়েই স্থিতিকালভৃৎ। উভয়কে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ বহুরূপী হর ও বিশ্বরূপী বিষ্ণুকে নমস্কার। পরমসিদ্ধস্বরূপ মহাদেব ও জ্ঞানের হেতুস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ আমিই ধন্য! আমিই সুকৃতিমান্! যেহেতু, উভয় পুরুষোত্তমকেই দর্শন করিলাম। আপনারা আমার এই আশ্রমকে পরম পবিত্র ও সর্ব্বথা মালিন্যলেশপরিশূন্য করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অদ্য প্রভৃতি এই স্থান ধন্য ও জয়নামে বিশ্রুত হইল। যে ব্যক্তি এখানে আচমন ও স্নান করিয়া, পিতৃদিগকে সন্তর্পিত করিবে ॥ ৩৮ ॥ সেই শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ, ইন্দ্রের ন্যায়, জ্ঞানসম্পন্ন হইবে। আমি এই অশ্বত্থমূলে সর্ব্বদাই বাস করিব ॥ ৩৯ ॥ এই অশ্বত্থের বন্দনা করিয়া, পরে হরিহরের নমস্কার করিবে ॥ ৪০ ॥

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! অনন্তর নাগহ্রদে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয় ॥ ৪১ ॥ বিশেষতঃ, চৈত্রমাসীয় শুক্লপক্ষের দশমীতে তথায় স্নান, জপ ও শ্রাদ্ধ করিলে, মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর দেবগণের নিষেবিত ত্রিপিষ্টপ তীর্থে গমন করিবে ॥ ৪২ ॥ তথায় পাপ-প্রমোচনী, পুণ্যস্বরূপিণী স্রোতস্বিনী বৈতরণী প্রবাহিনী হইতেছেন। তথায় স্নান করিয়া শূলপাণি বৃষধ্বজের অভ্যর্চ্চনা করিলে ॥ ৪৩ ॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ও পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর রসাবর্ত্তননামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে ॥ ৪৪ ॥ তথায় ভক্তি সহকারে স্নান করিলে, অনুত্তম সিদ্ধিসংগ্রহ হয়। চৈত্রশুক্ল চতুর্দ্দশীতে অলেপকনামক তীর্থে স্নান করিয়া ॥ ৪৫ ॥ তথায় বিরাজমান ভগবান্ ভবানীপতিকে পূজা করিলে, পাপলেশ বিদূরিত হয়। অনন্তর, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! উৎকৃষ্ট ফলকীবননামক তীর্থে গমন করিবে ॥ ৪৬ ॥ যেখানে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ দিব্যবর্ষসহস্র বিপুল তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥ দৃষদ্বতীতে স্নান করিয়া, দেবগণের তর্পণ করিলে, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় ॥ ৪৮ ॥ চন্দ্রের ক্ষয়সময়ে অথবা সোমবাসরে যে ব্যক্তি তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ॥ ৪৯ ॥ গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, যেরূপ নিত্য

তথা শ্রাদ্ধঞ্চ কর্ত্তব্যং ফলকীবনমাশ্রিতৈঃ ॥ ৫০ ॥ মনসা স্মরতে যস্তু ফলকীবনমুত্তমং। তস্যাপি পিতরস্তৃপ্তিং প্রযাস্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ তত্রাপি তীর্থং সুমহৎ সর্ব্বদেবৈরলংকৃতং। তস্মিন্ স্নাতস্তু পুরুষো গোসহস্রফলং লভেৎ। ৫২ ॥ পাণিখাতে নরঃ স্নাত্বা পিতৄন্ সন্তর্প্য মানবঃ। অবাপ্নুয়াদ্রাজসূয়ং সাংখ্যং যোগঞ্চ বিন্দতি। ৫৩ ॥ ততো গচ্ছেদ্ধি সুমহৎ তীর্থং মিশ্রকমুত্তমং। তত্র তীর্থানি মুনিনা মিশ্রিতানি মহাত্মনা ॥ ৫৪ ॥ ব্যাসেন মুনিশার্দ্দূল দধীচ্যর্থং মহাত্মনা। সর্ব্বতীর্থেষু স স্নাতো মিশ্রকে স্নাতি যো নরঃ ॥ ৫৫ ॥ ততো ব্যাসবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ। মনোজবে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মনীষিণং ॥ ৫৬ ॥ মনসা চিন্তিতং সর্ব্বং সিদ্ধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। গত্বা মধুবনঞ্চৈব দেব্যাস্তীর্থং নরঃ শুচিঃ ॥ ৫৭ ॥ তত্র স্নাত্বা চ বৈ দেবান্ পিতৄংশ্চ প্রযতো যজেৎ। স দেব্যা সমনুজ্ঞাতো যথা সিদ্ধিং লভেন্নরঃ ॥ ৫৮ ॥ কৌশিক্যাঃ সংগমে যস্তু দৃষদ্বত্যা নরোত্তমঃ। স্নায়ীত নিয়তাহারঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৫৯ ॥ ততো ব্যাসস্থলীং গচ্ছেদ্যত্র ব্যাসেন ধীমতা। পুত্রশোকাভিভূতেন দেহত্যাগায় নিশ্চয়ঃ ॥ ৬০ ॥ কৃতো দেবৈশ্চ বিপ্রেন্দ্র পুনরুত্থাপিতস্তদা। অভিগম্য স্থলীং তস্য পুত্রশোকং ন বিন্দতি। ৬১ ॥ কিংদত্তকূপমাসাদ্য তিলপ্রস্থং প্রদায় চ। গচ্ছেচ্চ পরমাং সিদ্ধিং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২ ॥ অহ্নঞ্চ সুদিনঞ্চৈব দ্বে তীর্থে ভুবি দুর্লভে। তয়োঃ স্নাত্বা বিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩ ॥ কৃতপুণ্যং ততো গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং। তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত গঙ্গায়াং প্রযতঃ স্থিতঃ। ৬৪ ॥ অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবমশ্বমেধফলং লভেৎ। কোটিতীর্থং চ তত্রৈব দৃষ্ট্বা কোটীশ্বরং প্রভুং। ৬৫ ॥ তত্র স্নাত্বা শ্রদ্ধধানঃ কোটিযজ্ঞফলং

পিতৃপুরুষগণের প্রীতি সমুৎপাদন করা যায়, সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। ফলকীবন আশ্রয় করিয়া, ঐরূপে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৫০ ॥ যে ব্যক্তি মনে মনেও ফলকীবনের স্মরণ করে, তাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥ তথায় সমুদায় দেবগণে অলঙ্কৃত যে সুমহাতীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, গোসহস্রদানের ফললাভ হয় ॥ ৫২ ॥ পাণিখাতে স্নান করিয়া, পিতৃগণের তর্পণ করিলে, রাজসূয়যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও সাংখ্যযোগলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ তথা হইতে মিশ্রকনামক সুমহৎ উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে। তথায় মুনি-শার্দ্দূল দধীচির জন্য মহাত্মা ব্যাস তীর্থ সকল মিশ্রিত করিয়াছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি মিশ্রকে স্নান করে, তাহার সমুদায় তীর্থেই স্নান্ করা হয় ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর নিয়ত ও সংযতাহার হইয়া, ব্যাসবনে গমন করিবে। মনোজবতীর্থে স্নান করিয়া, ভগবান্ মনীষীকে দর্শন করিলে ॥৫৬॥ যাহা মনে ভাবা যায় তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। সর্ব্বথা শৌচ অবলম্বনপূর্ব্বক দেবীতীর্থ মধুবনে গমন করিয়া ॥ ৫৭ ॥ স্নানানন্তর প্রয়ত হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের আরাধনা করিলে, দেবী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, যথা সিদ্ধি লাভ করা যায় ॥ ৫৮ ॥ যে ব্যক্তি নিয়তাহার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদ্বতী উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করে, তাহার সমস্ত পাপমোচন হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ তথা হইতে ব্যাসস্থলীতে গমন করিবে। যেখানে ধীমান্ ব্যাস পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় ॥ ৬০ ॥ হইলে, দেবগণ পুনরায় তাঁহারে উত্থাপিত করেন। সেই ব্যাসস্থলীতে গমন করিলে, পুত্রশোক পাইতে হয় না ॥ ৬১ ॥ কিংদত্তকূপনামক তীর্থে গমন করিয়া, তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, পরম সিদ্ধিলাভ ও তৎপরে মুক্তিসংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ অহ্ন ও সুদিন নামক তীর্থদ্বিতয় পৃথিবীতে দুর্লভ। সেই দুই তীর্থে স্নান করিলে, বিশুদ্ধাত্মা ও সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর ত্রিভুবনবিখ্যাত কৃতপুণ্য তীর্থে গমন করিবে। তথায় প্রয়ত হইয়া, অবস্থানপূর্ব্বক গঙ্গাতে স্নান করিবে ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। তথায় কোটিতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই তীর্থে বিরাজমান প্রভু কোটীশ্বরকে দর্শন করিয়া ॥ ৬৫ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে স্নান

লভেৎ। ততো বামনকং গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং ॥ ৬৬ ॥ যত্র বামনরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। বলেরপহৃতং রাজ্যমিন্দ্রায় প্রতিপাদিতং ॥ ৬৭ ॥ তত্র বিষ্ণুপদে স্নাত্বা অর্চ্চয়িত্বা চ বামনং। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥ জ্যেষ্ঠাশ্রমং চ তত্রৈব সর্ব্বপাতকনাশনং। তত্ত দৃষ্ট্বা নরো মুক্তিং সংপ্রযাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ জ্যেষ্ঠমাসে সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ। দ্বাদশ্যাং চ নরঃ স্নাত্বা জ্যেষ্ঠত্বং লভতে নৃষু ॥ ৭০ ॥ তত্র প্রতিষ্ঠিতা বিপ্রা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। দীক্ষা প্রতিষ্ঠাসংযুক্তা বিষ্ণুপ্রীণনতৎপরাঃ ॥ ৭১ ॥ তেভ্যো দত্তানি শ্রাদ্ধানি দানানি বিবিধানি চ। অক্ষয়াণি ভবিষ্যন্তি যাবন্মন্বন্তরস্থিতিঃ ॥ ৭২ ॥ তত্রৈব কোটিতীর্থং চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং। তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৭৩ ॥ কোটীশ্বরং নরো দৃষ্ট্বা তস্মিংস্তীর্থে মহেশ্বরং। মহাদেবপ্রসাদেন গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥ তত্রৈব সুমহত্তীর্থং সূর্য্যস্য চ মহাত্মনঃ। তস্মিন্ স্নাত্বা ভক্তিযুক্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৭৫ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রাস্তীর্থং কল্মষনাশনং। কুলোত্তারণকং নাম্না বিষ্ণুনা কল্পিতং পুরা ॥ ৭৬ ॥ বর্ণানামাশ্রমাণাং চ তারণায় সুনির্ম্মলং। তেপি তত্তীর্থমাসাদ্য গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ ৭৭ ॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা। কুলানি তারয়েৎ স্নাতঃ সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ ॥ ৭৮ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ তৎপরাঃ। তীর্থস্নাতা ভক্তিযুতাঃ গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ ৭৯ ॥ দূরস্থোঽপি স্মরেদযস্তু কুরুক্ষেত্রং সবামনং। সোপি মুক্তিমবাপ্নোতি কিং পুনস্তু বসন্নরঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বিবিধতীর্থানুকীর্ত্তন নাম ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

করিলে, কোটিযজ্ঞের ফললাভ হয়। তথা হইতে বামনকে গমন করিবে। ঐ তীর্থ ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ৬৬ ॥ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বামনরূপে ঐ তীর্থে বলির রাজ্য হরণ করিয়া, ইন্দ্রকে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥ তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামনদেবের অর্চ্চনা বিধান করিলে, সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া, বিষ্ণুলোকে গমন করা যায় ॥ ৬৮ ॥ তত্রত্য সর্ব্বপাপবিমোচন জ্যেষ্ঠাশ্রমতীর্থ দর্শন করিলে, লোকে মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৬৯ ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিয়া, দ্বাদশীতে স্নান করিলে, জ্যেষ্ঠত্বলাভ হয় অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় ॥ ৭০ ॥ তথায় প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যে ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দীক্ষাপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং সকলেই বিষ্ণুর প্রীতিসাধনে তৎপর ॥ ৭১ ॥ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিবিধ দান করিলে, যাবৎ মন্বন্তর অবস্থিতি করে, তাবৎ তৎ সমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥ তথায় ত্রিভুবনে বিখ্যাত যে কোটি তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, কোটিযজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ৭৩ ॥ ঐ তীর্থে কোটীশ্বর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে, তদীয় প্রসাদে গাণপত্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥ তথায় মহাত্মা সূর্য্যের যে সুমহৎ তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, শক্তিসম্পন্ন ও সূর্য্যলোকে পূজিত হওয়া যায় ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর কুলোত্তারণনামক কল্মষবিনাশন তীর্থে গমন করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বে এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ৭৬ ॥ তিনি সমুদায় বর্ণের ও সমুদায় আশ্রমের উদ্ধারার্থ ঐ সুনির্ম্মল তীর্থ কল্পনা করিয়াছেন। ঐ তীর্থে গমন করিয়া, দর্শন করিলে, পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি তথায় স্নান করিলে, সপ্ত সপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৭৮ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী ও শূদ্রগণ তৎপর ও ভক্তিযুক্ত হইয়া, তথায় স্নান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৯ ॥ যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও বামনসহিত কুরুক্ষেত্রের স্মরণ করে, তাহারও যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন তথায় বাস করিলে যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়? ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিবিধতীর্থানুকীর্ত্তন নাম ষট্ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। পবনস্য হ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরং। বিমুক্তঃ সর্ব্বকলুষৈঃ শৈবং পদমবাপ্নুয়াৎ॥ ১॥ পুত্রশোকেন পবনো যস্মিংল্লীনো বভূব হ। ততঃ স ব্রহ্মকৈর্দ্দেবৈঃ স্তুত্বা তং ভক্তিসংযুতঃ॥ ২॥ ততো গচ্ছেদ্ধি হনুমৎস্থানং তচ্ছূলপাণিনঃ। যত্র দেবৈঃ সগন্ধর্ব্বৈর্হনুমান্ প্রকটীকৃতঃ॥ ৩॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা অমৃতত্বমবাপ্নুয়াৎ। কুলোত্তারণমাসাদ্য তীর্থসেবী দ্বিজোত্তমঃ॥ ৪॥ কুলানি তারয়েৎ সর্ব্বান্ মাতামহপিতামহান্। শালিহোত্রস্য রাজর্ষেস্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং॥ ৫॥ তত্র স্নাত্বা বিমুক্তস্তু কলুষৈর্দ্দেহসংভবৈঃ। শ্রীকুঞ্জন্তু সরস্বত্যাং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং॥ ৬॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ। ততো নৈমিষ-কুঞ্জন্তু সমাসাদ্য নরঃ শুচিঃ॥ ৭॥ নৈমিষস্য চ স্নানেন যৎ পুণ্যং তৎ সমাপ্নুয়াৎ। তত্র তীর্থং মহৎ খ্যাতং বেদবত্যা নিষেবিতং॥ ৮॥ রাবণেন গৃহীতায়াঃ কেশেষু দ্বিজসত্তমাঃ। তদ্বধায় চ সা প্রাণান্ মুমুচে শোককর্ষিতা॥ ৯॥ ততো জাতা গৃহে রাজ্ঞো জনকস্য মহাত্মনঃ। সীতা নামেতি বিখ্যাতা রামপত্নী পতিব্রতা॥ ১০॥ সা হৃতা রাবণেনৈব বিনাশায়াত্মনঃ স্বয়ং। রামেণ রাবণং হত্বা অভিষিচ্য বিভীষণং॥ ১১॥ সমানীতা গৃহং সীতা কীর্ত্তিরাত্মীয়কাং যথা। তস্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কন্যাযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ১২॥ বিমুক্তঃ কলুষৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদং। ততো গচ্ছেচ্চ সুমহদ্ ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমং॥ ১৩॥ যত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মণ্যং লভতে নরঃ। ব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধাত্মা পরম্পদমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৪॥ ততো গচ্ছেৎ সোমতীর্থং ত্রৈলোক্যে চাপি দুর্লভং।

লোমহর্ষণ কহিলেন, পবনহ্রদে স্নান করিয়া, দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করিলে, সর্ব্বকলুষ বিমুক্ত ও শৈবপদে অধিরূঢ় হওয়া যায়॥ ১। পবন পুত্রশোকে এই হ্রদে লীন হইয়াছিলেন। তথায় দেবগণ ও ব্রহ্মার সহিত সংমিলিত সেই পবনকে ভক্তিসহকারে স্তব করিবে॥ ২॥ অনন্তর শূলপাণির অধিষ্ঠানক্ষেত্র হনুমৎস্থানে গমন করিবে। যেখানে দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র মিলিত হইয়া, হনুমানকে প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন॥ ৩॥ সেই তীর্থে স্নান করিলে, লোকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তীর্থসেবী দ্বিজোত্তম কুলোত্তারণ তীর্থে সমাগত হইয়া॥ ৪॥ স্নান করিলে, মাতামহ, পিতামহ ও কুলপরম্পরার উদ্ধার করেন।

রাজর্ষি শালিহোত্রের তীর্থ ত্রৈলোক্যবিখ্যাত॥ ৫॥ তথায় স্নান করিলে, দেহসংভূত কলুষভারের পরিহার হইয়া থাকে। সরস্বতীতে শ্রীকুঞ্জনামে যে তীর্থ আছে, তাহা ত্রিভুবনে বিখ্যাত॥ ৬॥ তথায় ভক্তিসহকারে স্নান করিলে লোকে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞফল লাভ করে। অনন্তর শুচি হইয়া নৈমিষকুঞ্জে গমন করিবে॥ ৭॥ নৈমিষে স্নান করিলে, যে পুণ্য হয়, তথায় অভিষেক করিলেও, সেই পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। তথায় বেদবতী কর্ত্তৃক নিষেবিত বিখ্যাত মহাতীর্থ আছে॥ ৮॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! রাবণ সেই বেদবতীর কেশপাশ গ্রহণ করিয়াছিল। বেদবতী শোকে কর্ষিতা হইয়া, তদীয় বধসাধন মানসে ঐ স্থানে প্রাণ পরিহার করে॥ ৯॥ অনন্তর মহাত্মা জনকের গৃহে তাহার জন্ম হয়। সেই বেদবতীই রামের পতিব্রতা পত্নী সীতা নামে বিখ্যাতি লাভ করেন॥ ১০॥ রাবণ স্বয়ং আত্মবিনাশের জন্য তাঁহারে হরণ করিয়াছিল। তন্নিবন্ধন রাম রাবণকে সংহার ও বিভীষণকে অভিষিক্ত করিয়া॥ ১১॥ আপনার মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তিরূপিণী সীতারে গৃহে আনয়ন করেন। সেই তীর্থে লোকে স্নান করিলে, কন্যাযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে॥ ১২॥ এবং সর্ব্বকলুষবিমুক্ত হইয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মস্থাননামক পরমমহৎ উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে॥ ১৩॥ যেখানে বর্ণাধম পুরুষ স্নান করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। এবং ব্রাহ্মণ সেখানে অভিষেক করিলে, বিশুদ্ধাত্মা ও পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ১৪॥ তথা হইতে ত্রিভুবনদুর্লভ সোমতীর্থে গমন করিবে। যেখানে সোম তপশ্চরণ

যত্র লোমহর্ষণস্তপ্ত্বা দ্বিজরাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ তত্র আপ্লাব্যার্চ্চয়িত্বা চ পিতৄন্ দৈবতানি চ। নির্মুক্তঃ স্বর্গমাপ্নোতি কার্ত্তিক্যাং বামনং যথা ॥ ১৬ ॥ সপ্তসারস্বতং তীর্থং ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভং। যত্র সপ্তসরস্বত্য একীভূতা বহন্তি চ ॥ ১৭ ॥ সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিমলা মানসহ্রদা। সরস্বত্যোঘনাম্নী চ সুবর্ণা বিমলোদকা ॥ ১৮ ॥ পিতামহস্য যজতঃ পুষ্করেষু স্থিতস্য হ। অব্রুবন্ ঋষয়ঃ সর্ব্বে নায়ং যজ্ঞো মহাফলঃ ॥ ১৯ ॥ ন দৃশ্যতে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যস্মাদিহ সরস্বতী। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সস্মারাথ সরস্বতীং ॥ ২০ ॥ পিতামহেন যজতা আহুতা পুষ্করেষু চ। সুপ্রভা নাম সা দেবী তত্র খ্যাতা সরস্বতী ॥ ২১ ॥ তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ প্রীতা বেগযুক্তাং সরস্বতীং। পিতামহং মানয়ন্তীং তেপি তাং বহু মেনিরে ॥ ২২ ॥ এবমেষা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পুষ্করস্থা সরস্বতী। সমানীতা কুরুক্ষেত্রং মার্কণ্ডেন মহাত্মনা ॥ ২৩ ॥ নৈমিষে মুনয়ঃ স্থিত্বা শৌনকাদ্যাস্তপোধনাঃ। তে পৃচ্ছন্তি মহাত্মানং পুরাণং লোমহর্ষণং ॥ ২৪ ॥ কথং নঃ স্যাদ্যজ্ঞফলং বর্ত্ততাং সৎপথে মুনে। ততোব্রবীন্মহাভাগঃ প্রণম্য শিরসা মুনীন্ ॥ ২৫ ॥ সরস্বতী স্থিতা যত্র তত্র যজ্ঞফলং মহৎ। এতচ্ছ্রুত্বা তু মুনয়ো নানাস্বাধ্যায়বেদিনঃ ॥ ২৬ ॥ সমাগম্য ততঃ সর্ব্বে সংস্মরন্তি সরস্বতীং। সা তু ধ্যাতা ততস্তত্র ঋষিভিঃ সত্রযাজিভিঃ ॥ ২৭ ॥ সমাগতা প্লাবনার্থং যজ্ঞে তেষাং মহাত্মনাং। নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী তু মঙ্কণেন মহৌজসা ॥ ২৮ ॥ সমায়াতা কুরুক্ষেত্রং পুণ্যতোয়া সরস্বতী। গয়স্য যজমানস্য গয়ায়াং চ মহাক্রতৌ ॥ ২৯ ॥ আহূতা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।

করিয়া, দ্বিজগণের রাজপদ সংগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে, কার্ত্তিকীতে বামনদেবের আরাধনা দ্বারা যেমন স্বর্গলাভ হয়; তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৬ ॥ সপ্তসারস্বত নামে যে তীর্থ আছে, তাহা ত্রৈলোক্যেদুর্লভ। যেখানে সপ্ত সরস্বতী একীভূত হইয়া, প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ এই সপ্ত সরস্বতীর নাম যথা, সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিমলা, মানসহ্রদা, সরস্বত্তোয়া, সুবর্ণা ও বিমলোদকা ॥ ১৮ ॥ পিতামহ পুষ্করে অধিষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষিগণ সকলে বলিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ মহাফলজনক নহে ॥ ১৯ ॥ যেহেতু, এখানে সম্মুখবাহিনী সরিদ্বরা সরস্বতীরে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ভগবান্ পদ্মযোনি ঋষিগণের কথা কর্ণগোচর করিয়া, প্রীতিমান্ হইয়া, সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন ॥ ২০ ॥ যজ্ঞপ্রবৃত্ত পিতামহ স্মরণ করিলে, দেবী সরস্বতী সুপ্রভারূপে বিখ্যাত হইয়া, তথায় প্রবাহিতা হইলেন ॥ ২১ ॥ মুনিগণ বেগবতী সরস্বতীরে অবলোকন করিয়া, প্রীতি অনুভব করিলেন। এবং পিতামহের সম্মাননায় সমুদ্যতা সেই সরস্বতীর বহু-মাননায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে সরিদ্বরা সরস্বতী পুষ্করগামিনী হইলে, মহাত্মা মার্কণ্ডেয় তাহারে কুরুক্ষেত্রে আনয়ন করেন ॥ ২৩ ॥

শৌনকাদি তপোধন মুনিগণ নৈমিষে অবস্থিতি করিয়া, মহাত্মা লোমহর্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৪ ॥ আমরা সৎপথে অধিষ্ঠান করিতেছি। কিরূপে যজ্ঞফল লাভ করিব। মহাত্মা লোমহর্ষণ তাঁহাদিগকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কহিলেন ॥ ২৫ ॥ সরস্বতী যেখানে অধিষ্ঠিতা আছেন, সেখানে যজ্ঞ করিলে, মহাফললাভ হয়। বিবিধ স্বাধ্যায়বেদী মুনিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া ॥ ২৬ ॥ নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইয়া, সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন। সত্রযাজী ঋষিগণ স্মরণ করিলে, সরস্বতী ॥ ২৭ ॥ সেই মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞে প্লাবনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি নৈমিষে আগমন করিলে, তাঁহার নাম কাঞ্চনাক্ষী হইল। মহাতেজা মঙ্কণ ॥ ২৮ ॥ সেই পুণ্যতোয়া সরস্বতীরে সমভিব্যাহারে গ্রহণ করিয়া, কুরুক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। অনন্তর গয় গয়াক্ষেত্রে মহাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে ॥ ২৯ ॥ সরস্বতী তথায় আহূতা হইলেন। সংশিতব্রত ঋষিগণ

বিশালাং নাম তাং প্রাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩০ ॥ সরিৎ সা হি সমাহূতা মঙ্কণেন মহাত্মনা। কুরুক্ষেত্রং সমায়াতা প্রবিষ্টা চ মহানদী ॥ ৩১ ॥ উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে দেবর্ষিসেবিতে। উদ্দালকেন মুনিনা তত্র ধ্যাতা সরস্বতী ॥ ৩২ ॥ আজগাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তং দেশং মুনিকারণাৎ। পূজ্যমানা মুনিগণৈর্বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ মনোহরেতি বিখ্যাতা কেদারে যা সরস্বতী। সর্ব্বপাপক্ষয়া জ্ঞেয়া ঋষিসিদ্ধনিষেবিতা ॥ ৩৪ ॥ সাপি তেনেহ মুনিনা হ্যারাধ্য পরমেশ্বরং। ঋষীণা-মুপকারার্থং কুরুক্ষেত্রং প্রবেশিতা ॥ ৩৫ ॥ দক্ষেণ যজতা সাপি গঙ্গাদ্বারে সরস্বতী। বিমলোদা ভগবতী দক্ষেণ প্রকটীকৃতা ॥ ৩৬ ॥ সমাহূতা যযৌ তত্র মঙ্কণেন মহাত্মনা। কুরুক্ষেত্রে তু কুরুণা যজতা চ সরস্বতী ॥ ৩৭ ॥ সরোমধ্যে সমানীতা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। অভিষ্টূয় মহাভাগঃ পুণ্যতোয়াং সরস্বতীং। যত্র মংকণকঃ সিদ্ধঃ সপ্তসারস্বতে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে সরস্বতীমাহাত্ম্যং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। কথং মংকণকঃ সিদ্ধঃ কস্মাজ্জাতো মহানৃষঃ। নৃত্যমানস্তু দেবেন কিমর্থং স নিবারিতঃ ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। কশ্যপস্য সুতো জজ্ঞে মানসো মংকণো মুনিঃ। স্নানং কর্ত্তুং ব্যবসিতো গৃহীত্বা বল্কলং দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥ তত্রাগতা হ্যপ্সরসো রম্ভাদ্যাঃ প্রিয়দর্শনাঃ। স্নান্ত্যেব রুচিরাকারা মুক্তবস্ত্রা অনিন্দিতাঃ ॥ ৩ ॥ ততো মুনেস্তদা ক্ষোভাদ্রেতঃ স্কন্নং যদম্ভসি। ব্যাধে অগ্রাহ তত্রেতঃ

তথায় তাঁহার নাম বিশালা রাখিলেন ॥ ৩০ ॥ মহাত্মা মঙ্কণ পুনরায় তাহারে আহ্বান করিলে, সেই মহানদী কুরুক্ষেত্রে সমাগত ও প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩১ ॥ দেবর্ষিগণনিষেবিত পরমপবিত্র উত্তর কোশলাপ্রদেশে উদ্দালক মুনি ধ্যান করিলে ॥ ৩২ ॥ সেই সরস্বতী তাঁহার জন্য তথায় আগমন করিলেন। বল্কলাজিনপরিবীত ঋষিগণ তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ কেদারে সরস্বতী মনোহরা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহার সেবা করেন। এই মনোহরা সর্ব্বপাপক্ষয়করা বলিয়া বিদিত আছেন ॥ ৩৪ ॥ মঙ্কণ পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া, তাঁহাকেও মুনিগণের উপকারার্থ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিত করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ দক্ষ গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই বিমলতোয়া ভগবতী সরস্বতীরে তথায় প্রকটিতা করেন ॥ ৩৬ ॥ মহাত্মা মঙ্কণ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া, তিনি তথায় সমাগতা হন। অনন্তর কুরুক্ষেত্রে কুরু যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তথায় তাঁহারে লইয়া যান ॥ ৩৭ ॥ ধীমান্ মার্কণ্ডেয় তাঁহারে সরোমধ্যে সমানীত করেন। পরে মহাভাগ মঙ্কণক পুণ্যতোয়া দেবী সরস্বতীরে সবিশেষ স্তব করিয়া, সপ্তসারস্বতে অবস্থানপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরস্বতী মাহাত্ম্য নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৭ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষি মঙ্কণক কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছিলেন? কাহা হইতে জন্মগ্রহণ করেন? তিনি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিজন্যই বা মহাদেব তাঁহারে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, মঙ্কণক মহর্ষি কশ্যপের মানস পুত্র। তিনি বল্কল গ্রহণ করিয়া, স্নান করিতে ব্যবসিত হইলে ॥ ২ ॥ রম্ভাদি প্রিয়দর্শনা অপ্সরারা তথায় সমাগত হইল। অনন্তর সেই রুচিরাকারসম্পন্ন অনিন্দিত অপ্সরোগণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, স্নান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩ ॥

কলশে তু ক্ষিপস্তথা ॥৪॥ সপ্তধা প্রবিভাগং তু কলশস্থং জগাম হ। তত্রর্ষয়ঃ সপ্ত জাতা বিজ্ঞেয়া মরুতো গণান্ ॥ ৫ ॥ বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুহা বায়ুমণ্ডলঃ। বায়ুকালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬ ॥ এতে তনয়াস্তস্যর্ষে র্ধারয়ন্তি চরাচরং। পুরা মংকণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি মে শ্রুতং ॥ ৭ ॥ ক্ষতাৎ কিল করে বিপ্রাস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ। স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টঃ প্রনৃত্তবান্ ॥ ৮ ॥ ততঃ সর্ব্বং প্রনৃত্তঞ্চ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ। প্রনৃত্তঞ্চ জগদ্দৃষ্ট্বা তেজসা তস্য মোহিতং ॥৯॥ ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈস্তদ্বৎ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ। বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেবো মুনেরর্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥১০॥ নায়ং নৃত্যেদ্যথা দেব তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি। ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টমতিস্তদা ॥ ১১ ॥ সুরাণাং হিতকামার্থং মহাদেবোঽভ্যভাষত। হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবৈবং মুনিসত্তম। তপস্বিনো ধর্ম্মপথি স্থিতস্য দ্বিজসত্তম ॥ ১২ ॥

ঋষিরুবাচ। কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসঃ স্রুতঃ। যং দৃষ্ট্বা চ প্রনৃত্তো বৈ হর্ষেণ মহতান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥ তং প্রহস্যাব্রবীদ্দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতং। অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র গচ্ছামীহ প্রপশ্য মাং ॥ ১৪ ॥ এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং দেবদেবো মহাদ্যুতিঃ। অঙ্গুল্যগ্রেণ বিপ্রেন্দ্রাঃ স্বাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽভবৎ ॥ ১৫ ॥ ততো ভস্ম ক্ষতাত্তস্মান্নির্গতং হিমসন্নিভং। তদ্দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো বিপ্রঃ পাদয়োঃ পতিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥ নান্যদ্দেবাদহং মন্যে শূলপাণের্ম্মহাত্মনঃ। চরাচরস্য জগতো গুরুস্ত্বমসি শূলধৃক্ ॥ ১৭ ॥ ত্বদাশ্রয়াশ্চ দৃশ্যন্তে সুরা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ। সর্ব্বস্ত-

---

তদ্দর্শনে মঙ্কণকের মন ক্ষুব্ধ হওয়াতে, তদীয় রেতঃ স্খলিত ও জলে পতিত হইল। এক ব্যাধ তাহা গ্রহণ করিয়া, কলসমধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ৪ ॥ কলসমধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, উহা সপ্তধাবিভক্ত হইয়া গেল। তাহাতে সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন। উঁহাদিগকে মরুদ্বর্গ বলিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ উঁহাদিগের নাম বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুকাল, বায়ুরেতা, ও বায়ুচক্র ॥ ৬ ॥ সেই ঋষির এই সকল তনয় চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, পূর্ব্বে মঙ্কণক কুশাগ্রসহায়ে সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ৭ ॥ হে বিপ্রবর্গ! কুশাগ্র দ্বারা তদীয় হস্ত ক্ষত হইলে, সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি সেই শাকরস দর্শন করিয়া, হর্ষাবিষ্ট হইয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥ তাহাতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ নৃত্য করিতে লাগিল। তদীয় তেজে মোহিত হইয়া, সমুদায় জগৎ ঐরূপে নৃত্যপরায়ণ হইল, দর্শন করিয়া ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মাদি সুরগণ ও তপোধন ঋষিগণ সকলে মুনির জন্য মহাদেবের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন ॥ ১০ ॥ হে দেব! যাহাতে এই ঋষি নৃত্য না করেন, আপনাকে তাহা করিতে হইবে। তখন মহাদেব মুনিকে হর্ষাবিষ্টচিত্ত দর্শন করিয়া ॥১১॥ সুরগণের হিতকামার্থ বলিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! তুমি তপস্বী এবং ধর্ম্মমার্গে অবস্থিতি করিতেছ। তোমার হর্ষের কারণ কি? ১২ ॥

ঋষি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না, আমার হস্ত হইতে শাকরস বিনিঃসৃত হইতেছে ॥ ১৩ ॥ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়াই, আমি অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, নৃত্য করিতেছি।

তখন মহাদেব হাস্য করিয়া, সেই রাগমোহিত মঙ্কণককে কহিলেন, হে বিপ্র! অবলোকন কর, এই ব্যাপার দর্শনে আমার বিস্ময় উপস্থিত হয় নাই ॥ ১৪ ॥ দেবদেব মহাদ্যুতি মহাদেব ঋষিশ্রেষ্ঠকে এইরূপ কহিয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্বকীয় অঙ্গুষ্ঠ আহত করিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন সেই ক্ষতস্থান হইতে হিমসন্নিভ ভস্ম বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিপ্র মঙ্কণক ব্রীড়াযুক্ত ও তদীয় পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ আমি মহাত্মা শূলপাণি মহাদেব ব্যতিরেকে আর কাহাকেও মানি না। হে শূলধৃক্! আপনিই চরাচর জগতের গুরু ॥ ১৭ ॥

ম্নি দেবানাং কর্ত্তা কারয়িতা মহান্॥ ১৮ ॥ ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্ব্বে মোদন্তে হ্যকুতোভয়াঃ। সুরাসুরস্য চাধীশ ন তপো মে ক্ষয়েন্মহৎ॥ ১৯॥

লোমহর্ষণ উবাচ। এবং স্তুত্বা মহাদেবমৃষিঃ স প্রণতোঽভবৎ। ততো দেবঃ প্রসন্নাত্মা তমৃষিং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২০॥

ঈশ্বর উবাচ। তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা॥ আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমহং সদা॥ ২১॥ সপ্তসারস্বতে স্নাত্বা যো মামর্চ্চয়তে নরঃ। ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ॥ ২২॥ সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। শিবস্য চ প্রসাদেন প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥ ২৩॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে মঙ্কণকসিদ্ধির্নাম অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। ততশ্চৌশনসং তীর্থং গচ্ছেত্তু শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। উশনা যত্র সংসিদ্ধো গ্রহত্বং সমবাপ্তবান্॥ ১॥ তস্মিন্ পুণ্যে কুরুক্ষেত্রে পাতকৈর্জন্মসম্ভবৈঃ। মুক্তো যাতি পরং ব্রহ্ম যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২॥ রহোদরো নাম মুনির্যত্র সিদ্ধো বভূব হ। মহতা শিরসা গ্রস্তস্তীর্থমাহাত্ম্যদর্শনাৎ॥ ৩॥

ঋষয় ঊচুঃ। কথং রহোদরো গ্রস্তঃ কথং মোক্ষমবাপ্তবান্। তীর্থস্য তস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং॥ ৪॥

লোমহর্ষণ উবাচ। পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাত্মনা। বসতা দ্বিজশার্দ্দূলা রাক্ষসাস্তত্র

হে অনঘ! ব্রহ্মাদি সুরগণ আপনারই আশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। আপনি সর্ব্বস্বরূপ এবং আপনিই কর্ত্তা, কারয়িতা ও ভূমাস্বরূপ॥ ১৮॥ আপনার প্রসাদেই সুরগণ অকুতোভয়ে আমোদ করিয়া থাকেন। আপনিই সুরাসুরগণের অধীশ্বর। যাহাতে আমার এই অতিযত্ন-সঞ্চিত তপস্যার ক্ষয় না হয়, তাহা করুন॥ ১৯॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, ঋষি এইরূপে স্তব করিয়া, প্রণাম করিলে, মহাদেব প্রসন্নচিত্তে কহিলেন॥ ২০॥ হে বিপ্র! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যার সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইবে। আর, আমি তোমার সহিত সর্ব্বদা এই আশ্রমে অবস্থিতি করিব॥ ২১॥ যে ব্যক্তি এই সপ্তসারস্বতে আগমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া, আমায় আরাধনা করিবে, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকিবে না॥ ২২॥ সে ব্যক্তি সারস্বতলোক প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এবং আমার প্রসাদে পরমপদ সংগ্রহ করিবে॥ ২৩॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মঙ্কণকসিদ্ধির্নাম অষ্টত্রিংশ অধ্যায়॥ ৩৮॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, ঔশনসতীর্থে গমন করিবে। উশনা যেখানে সিদ্ধ ও গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১॥ সেই পবিত্র কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে, জন্মসম্ভব-পাতক-মুক্ত ও পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না॥ ২॥ রহোদরনামক মুনি বিশাল মস্তকগ্রস্ত হইয়া, তীর্থমাহাত্ম্যদর্শনপূর্ব্বক যেখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন॥ ৩॥

ঋষিগণ কহিলেন, রহোদর মুনি কিরূপে গ্রস্ত ও কিরূপেই বা মুক্তি প্রাপ্ত হন? সেই তীর্থের মাহাত্ম্য শুনিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হইতেছে॥ ৪॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, পূর্ব্বে মহাত্মা রাম দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিয়া, রাক্ষসদিগকে নিহত

হিংশিতাঃ ॥ ৫ ॥ তত্রৈকস্য শিরশ্ছিন্নং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ। ক্ষুরেণ শতধারেণ তৎ পপাত মহাবনে ॥ ৬ ॥ মহোদরস্য তল্লগ্নং গ্রীবায়াঞ্চ যদৃচ্ছয়া। বনে বিচরতস্তস্য অস্থি ভিত্বা বিবেশ হ ॥ ৭ ॥ স তেন লগ্নেন তদা বিহর্ত্তুং ন শশাক হ। অভিগম্য মহাপ্রাজ্ঞস্তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ৮ ॥ স তু তেনাপি শ্রবতা বেদনার্ত্তো মহামুনিঃ। জগাম সর্ব্বতীর্থানি পৃথিব্যাং যানি কানি চিৎ ॥ ৯ ॥ ততঃ স কথয়ামাস ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাং। তেঽব্রুবন্ বরো বিপ্র প্রযাহ্যৌশনসং প্রতি ॥ ১০ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম স মহোদরঃ। তত ঔশনসন্তীর্থং তস্যাপস্পৃশতস্তদা ॥ ১১ ॥ তচ্ছিরঃ শরণং মুক্ত্বা পপাতান্তর্জ্জলে দ্বিজাঃ। ততঃ স বিরজা ভূত্বা পূতাত্মা বীতকল্মষঃ ॥ ১২ ॥ আজগামাশ্রমং প্রীতঃ কথয়ামাস চাখিলং। তে শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব্বে তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমং ॥ ১৩ ॥ কপালমোচনমিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ। তত্রাপি সুমহত্তীর্থং বিশ্বামিত্রস্য বিশ্রুতং ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে ধ্রুবং ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণস্তু বিশুদ্ধাত্মা পরম্পদমবাপ্নুয়াৎ। ততঃ পৃথূদকং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ১৬ ॥ তত্র সিদ্ধস্তু ব্রহ্মর্ষিঃ ঋষঙ্গুরিতি নামতঃ। জাতিস্মর ঋষঙ্গুস্তু গঙ্গাদ্বারে সদা স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ অন্তকালং ততো দৃষ্ট্বা পুত্রান্ বচনমব্রবীৎ। স্মৃত্বা তীর্থগুণান্ সর্ব্বান্ প্রাহেদম্ বদতাম্বান্ ॥ ১৮ ॥ সরস্বত্যুত্তরে তীর্থে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্। পৃথূদকে জপ্যপরো নৈতস্য মরণং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ তত্রৈব ব্রহ্মযোগুস্তি ব্রহ্মণা যত্র বৈ পুরা। পৃথূদকং সমাশ্রিত্য সরস্বত্যাস্তটে স্থিতম্ ॥২০॥ চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সৃষ্ট্যর্থমাত্মজ্ঞান-

---

করেন ॥ ৫ ॥ তন্মধ্যে তিনি শতধার ক্ষুর দ্বারা কোন দুরাত্মা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। ঐ ছিন্ন মস্তক মহাবনে পতিত ॥ ৬ ॥ এবং মহোদরের গ্রীবাদেশে যদৃচ্ছাক্রমে লগ্ন হয়। তিনি অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐ মস্তক তদীয় অস্থি ভেদ করিয়া, গলমধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৭ ॥ মস্তক লগ্ন হইলে, তিনি আর তীর্থ ও আয়তন সকলে অভ্যাগত হইয়া, বিহারে সমর্থ হইলেন না ॥ ৮ ॥ ক্রমে তিনি বেদনায় অতিমাত্র কাতর হইয়া উঠিলেন। তদবস্থায় সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহামুনি পৃথিবীতে যে কোন তীর্থ আছে,তৎসমস্ত পর্য্যটন করিলেন ॥৯॥ অনন্তর ভাবিতাত্মা ঋষিদিগকে এই ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা বলিলেন, হে বিপ্র! আপনি ঔশনসতীর্থে গমন করুন ॥ ১০ ॥ তাঁহাদের কথা শুনিয়া মহোদর তথায় গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই ঔশনসতীর্থে অভিষেক করিলে ॥ ১১ ॥ সেই মস্তক গলদেশ পরিত্যাগ করিয়া, জলমধ্যে পতিত হইল। হে দ্বিজগণ! তখন তিনি রজোহীন, পাপহীন ও পূতাত্মা হইয়া ॥ ১২ ॥ প্রীতহৃদয়ে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, যাবতীয় ঘটনা গোচর করিলে, ঋষিগণ সকলে তীর্থের এই বিশিষ্টরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ॥ ১৩ ॥ তথায় সমাগত হইয়া, তীর্থের নাম কপালমোচন রাখিলেন। তথায় বিশ্বামিত্রের সর্ব্বলোকবিখ্যাত মহাতীর্থ আছে ॥১৪॥ মহামুনি বিশ্বামিত্র এই স্থানে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন। সেই তীর্থবরে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণ তথায় অভিষেক করিলে, বিশুদ্ধাত্মা হইয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অনন্তর নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া, পৃথূদকে গমন করিবে ॥ ১৬ ॥ তথায় ঋষঙ্গুনামে ঋষি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি জাতিস্মর হইয়া, গঙ্গাদ্বারে সতত অবস্থিতি করেন। অনন্তর অন্তকাল উপস্থিত অবলোকন করিয়া, তীর্থের গুণ সমস্ত স্মরণপূর্ব্বক আপনার ঋষিসত্তম পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন ॥১৭॥১৮॥ যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরতীর্থে আত্মতনু ত্যাগ করে এবং পৃথূদকে জপপরায়ণ হইয়া থাকে, তাহার কখন মৃত্যু হয় না ॥ ১৯ ॥ তথায় যে ব্রহ্মযোনি আছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা সেই স্থানে পৃথূদক আশ্রয় করিয়া, সরস্বতীর তটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি-নিমিত্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়াছিলেন। সেই অব্যক্ত-

পয়োঽভবৎ। তস্যাভিধ্যায়তঃ সৃষ্টিং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ২১ ॥ মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা। উরুভ্যাং বৈশ্যজাতীয়াঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রাস্ততোঽভবন্ ॥ ২২ ॥ চাতুর্বর্ণ্যং ততো দৃষ্ট্বা আশ্রমাঃ স্থাপিতাস্ততঃ। এবং প্রতিষ্ঠিতং তীর্থং ব্রহ্মযোনীতিসংজ্ঞিতং ॥ ২৩ ॥ তত্রৈব তীর্থং বিখ্যাতমবকীর্ণেতি নামতঃ ॥ ২৪ ॥ যস্মিংস্তীর্থে বকো দাল্ভ্যো রাষ্ট্রং বৈ চিত্য ধর্ষণাৎ। জুহাব ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং তত্রাবুধ্যত্ততো নৃপঃ ॥ ২৫ ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ। কথং প্রতিষ্ঠিতং তীর্থমবকীর্ণেতি নামতঃ। ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা স কিমর্থং ন প্রসাদিতঃ ॥ ২৬ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। নৈমিষেয়াশ্চ ঋষয়ো দক্ষিণার্থং যযুঃ পুরা। তত্রৈব চ বকো দাল্ভ্যো ধৃতরাষ্ট্রমযাচত ॥ ২৭ ॥ তেনাপি তত্র নিন্দার্থমুক্তং যচ্চ ধৃতস্ত তৎ। ততঃ ক্রোধেন মহতা মাংসা-ন্যুৎকৃত্য তত্র হ ॥ ২৮ ॥ পৃথূদকে মহাতীর্থে অবকীর্ণেতিনামতঃ। জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং নরপতে-স্ততঃ ॥ ২৯ ॥ দূয়মানে তদা রাষ্ট্রে প্রবৃত্তে যজ্ঞকর্ম্মণি। অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রে নৃপতের্দুষ্কৃতেন বৈ ॥৩০॥ ততঃ স চিন্তয়ামাস ব্রাহ্মণস্য বিচেষ্টিতং। পুরোহিতেন সহিতো রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ ॥৩১॥ প্রসাদনার্থং বিপ্রস্য ত্ববকীর্ণে যযৌ তদা। প্রসাদিতঃ স রাজ্ঞা চ তুষ্টঃ প্রোবাচ তং নৃপং ॥ ৩২। ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিজানতা। ব্রাহ্মণশ্চেদবজ্ঞাতো হন্যাৎ ত্রিপুরুষং কুলং ॥ ৩৩ ॥ এবমুক্ত্বা স নৃপতিমাজ্যেন পয়সা পুনঃ। উত্থাপয়ামাস মৃতাংস্তস্য রাজ্ঞো হিতে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ স্নাতি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ। স প্রাপ্নোতি নরো দিব্যং মনসা চিন্তিতং ফলং ॥৩৫॥

জন্মা ব্রহ্মা ধ্যানমার্গের অনুসরণ করিলে, তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সকল জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয় সকল প্রাদুর্ভূত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার উরুদ্বিতয় হইতে বৈশ্যজাতীয়ের উদ্ভব হইল এবং পদযুগল হইতে শূদ্র সকল জন্মগ্রহণ করিল। ২১ ॥ ২২ ॥ তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রাদুর্ভাব অবলোকন করিয়া, আশ্রম সকল স্থাপন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ঐ তীর্থের নাম ব্রহ্মযোনি হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ মুক্তিকাম হইয়া, তথায় অভিষেক করিলে, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ঐ স্থানেই অবকীর্ণনামে বিখ্যাত তীর্থ আছে ॥ ২৪ ॥ বকদাল্ভ্য অবমাননাপ্রযুক্ত রাষ্ট্রচ্ছেদন করিয়া, ব্রাহ্মণগণের সহিত তথায় হোম করেন। তদ্দর্শনে রাজার চৈতন্যসঞ্চার হয় ॥ ২৫ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, কিরূপে অবকীর্ণনামে বিখ্যাত তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল? রাজা ধৃতরাষ্ট্রই বা কিজন্য তাঁহারে প্রসন্ন করেন নাই? ॥২৬॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, পূর্ব্বে নৈমিষারণ্য ঋষিগণ দক্ষিণার্থ গমন করিলে, তাঁহাদের মধ্যে বকদাল্ভ্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাচ্ঞা করেন ॥ ২৭ ॥ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জন্য ঋষি অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, মাংস উৎকর্ত্তনপূর্ব্বক ॥ ২৮ ॥ অবকীর্ণনামক পৃথূদকস্থ মহাতীর্থে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যহোম করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ এইরূপে যজ্ঞকার্য্য প্রবর্ত্তিত ও তন্নিবন্ধন সমুদায় রাজ্য দূয়মান হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজার পাপে রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ॥৩০॥ নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণের বিচেষ্টিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুরোহিতের সহিত রত্ন সকল গ্রহণ করিয়া ॥ ৩১ ॥ বকদাল্ভ্যের প্রসাদনার্থ অবকীর্ণে গমন এবং তাঁহারে প্রসন্ন করিলেন। তখন তিনি তুষ্ট হইয়া, রাজাকে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ জ্ঞানবান্ পুরুষ কখন ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবেন না। ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করিলে, ত্রিপুরুষ কুল দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩৩ ॥ তিনি রাজাকে এইরূপ কহিয়া, তদীয় হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, আজ্য ও পয়ঃপ্রক্ষেপপূর্ব্বক মৃত-দিগকে পুনরায় উত্থাপিত করিলেন ॥ ৩৪ ॥ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ঐ তীর্থে স্নান করে, সে মনঃকল্পিত দিব্য ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ তথায় যাযাতিনামক সুবিখ্যাত

তত্র তীর্থং সুবিখ্যাতং যাযাতং নাম নামতঃ। যস্তেহ যজমানস্য মধু সুস্রাব বৈ নদী ॥ ৩৬ ॥
তস্মিন্ স্নাতোঽথ ভক্ত্যা তু মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ফলং প্রাপ্নোতি যজ্ঞস্য হ্যশ্বমেধস্য মানবঃ ॥৩৭॥
মধুস্রবঞ্চ তত্রৈব তীর্থং পুণ্যতমং দ্বিজাঃ। তস্মিন্ স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা মধুনা তর্পয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৩৮ ॥
তত্রাপি সুমহত্তীর্থং বসিষ্ঠোদ্বাহসংজ্ঞকং। তত্র স্নাতো ভক্তিযুতো বাসিষ্ঠং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥
ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বিবিধতীর্থানুকীর্ত্তনং নাম একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। বসিষ্ঠস্যাপবাহে হসৌ মহাবেগো বভুব হ। কিমর্থং সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তমৃষিং প্রত্য-বাহয়ৎ ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। বিশ্বামিত্রস্য রাজর্ষের্ব্বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। ভৃশং বৈরং বভূবেহ তপঃ-স্পর্দ্ধাকৃতে মহৎ ॥ ২ ॥ আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্য স্থাণুতীর্থে বভুব হ। তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৩ ॥ যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ স্থাণুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীং। স্থাপয়ামাস দেবেশো লিঙ্গাকারাং সরস্বতীং ॥ ৪ ॥ বসিষ্ঠস্তত্র তপসা ঘোররূপেণ সংস্থিতঃ। তস্যেহ তপসা হীনো বিশ্বামিত্রো বভুব হ ॥ ৫ ॥ সরস্বতীং সমাহূয় ইদং বচনমব্রবীৎ। বসিষ্ঠং মুনিশার্দ্দূলং স্বেন বেগেন চানয় ॥ ৬ ॥ ইহায়াস্তং মুনিশ্রেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ব্যথিতা সা নদী কিল ॥ ৭ ॥ তথা তাং ব্যথিতাং দৃষ্ট্বা বেপমানাং মহানদীং। বিশ্বামিত্রো হবদৎ ক্রুদ্ধো বসিষ্ঠং শীঘ্রমানয় ॥ ৮ ॥ ততো গত্বা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বসিষ্ঠং মুনিসত্তমং। কথয়ামাস রুদতী

তীর্থ আছে। যেথানে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নদী মধুক্ষরণ করিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥ তথায় ভক্তিসহকারে স্নান করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ হে দ্বিজগণ! তথায় মধুস্রবনামে তীর্থ আছে। ঐ পবিত্র তীর্থে ভক্তিসহকারে স্নান করিয়া, মধুপ্রদানপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিবে ॥ ৩৮ ॥ তথায় বশিষ্ঠোদ্বাহনামক মহাতীর্থ আছে। ভক্তিযুক্ত হইয়া, তথায় স্নান করিলে, বশিষ্ঠ-লোকলাভ হয় ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিবিধতীর্থানুকীর্ত্তন নামক উনচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, বশিষ্ঠ মহাবেগে অপবাহিত হইয়াছিলেন। সরিদ্বরা সরস্বতী কিজন্য তাঁহারে ঐরূপে প্রতিবাহিত করেন? ১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহাত্মা বশিষ্ঠ উভয়ের তপস্পর্দ্ধানিমিত্তক অতিমাত্র শত্রুতা সংঘটিত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ স্থাণুতীর্থে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারই পশ্চিম দিগ্‌বিভাগে শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল ॥ ২।৩ ॥ ভগবান্ স্থাণু যেথানে যজ্ঞ ও সরস্বতীর অর্চ্চনা করিয়া, লিঙ্গাকারা সরস্বতীরে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ বশিষ্ঠ তথায় ঘোররূপ তপশ্চরণসহকারে অবস্থিতি করিলে, বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই তপঃপ্রভাবে ক্ষীণভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥ তখন তিনি সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠকে স্বীয় বেগে আনয়ন কর ॥ ৬ ॥ এখানে আসিলেই, তাঁহাকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। সরস্বতী এই কথা শুনিয়া, ব্যথিতা হইলেন ॥ ৭ ॥ এবং কম্পান্বিতা হইতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র তদবস্থা তাঁহারে দর্শন করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, কহিলেন, বশিষ্ঠকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ৮ ॥

তখন সরিদ্বরা সরস্বতী গমন করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে, ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের

বিশ্বামিত্রস্য তদ্বচঃ॥ ৯॥ তপঃকৃশাং বিবর্ণাঞ্চ ভৃশং শোকসমন্বিতাং। উবাচ তাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং বিশ্বামিত্রায় মাং বহ॥ ১০॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্য সা সরিৎ। প্লাবয়ামাস তৎ স্থানং প্রবাহেণাংভসস্তদা॥ ১১॥ স চ কূলাপহারেণ মৈত্রাবরুণিরুহ্যতঃ। বহমানশ্চ তুষ্টাব তদা দেবীং সরস্বতীং॥ ১২॥ পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি। ব্যাপ্তং ত্বয়া জগৎ সর্ব্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ॥ ১৩॥ ত্বমেব কামগা দেবী মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ। সর্ব্বাস্ত্বাপস্ত্বমেবেতি ত্বত্তোবয়ং মহামহে॥ ১৪॥ পুষ্টির্ধৃতিস্তথা কীর্ত্তিঃ সিদ্ধিঃ কান্তিঃ ক্ষমা তথা। স্বধা স্বাহা তথা বাণী তবায়ত্তমিদং জগৎ॥ ১৫॥ ত্বমেব সর্ব্বভূতেষু বাণীরূপেণ সংস্থিতা। এবং সরস্বতী তেন স্তুতা ভগবতী তদা॥ ১৬॥ সুখেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি। ন্যবেদয়ত্তদার্চ্চিত্বা বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্॥ ১৭॥ তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমন্বিতঃ। অথান্বিষৎ প্রহরণং বসিষ্ঠান্তকরং তদা॥ ১৮॥ তন্তু ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মহত্যাভয়ান্নদী। অপোবাহ বসিষ্ঠঞ্চ মধ্যেন স্বাম্ভসস্ততঃ॥ ১৯॥ উভয়োঃ কুর্ব্বতী বাক্যং বঞ্চয়িত্বা চ গাধিজং। ততোঽপবাহিতং দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠমৃষিসত্তমং॥ ২০॥ অব্রবীৎ ক্রোধরক্তাক্ষো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ। যস্মান্মাং সরিতাং শ্রেষ্ঠে বঞ্চয়িত্বা বিনির্গতা॥ ২১॥ শোণিতং বহ কল্যাণি রক্ষোগ্রামসুসংযুতা। ততঃ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা॥ ২২॥ অবহচ্ছোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং সম্বৎসরং তদা। অথর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তদা॥ ২৩॥ সরস্বতীং তদা দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভৃশদুঃখিতা। তস্মিংস্তীর্থবরে রম্যে শোণিতং সমুপাবহৎ॥ ২৪॥ ততো ভূতপিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সমাগতাঃ। ততস্তে

ঐ কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৯॥ সেই মহানদী তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র কৃশ ও বিবর্ণ এবং শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহারে কহিলেন, তুমি বিশ্বামিত্রের জন্য বহন কর॥১০॥

কৃপাশীল ঋষির এই কথা শুনিয়া মহানদী সরস্বতী স্বকীয় সলিলপ্রবাহে সেই স্থান প্লাবিত করিলেন॥ ১১॥ তখন মিত্রাবরুণনন্দন বশিষ্ঠ কূলাপহরণ দ্বারা বহমান ও উদ্যত হইয়া, এই বলিয়া দেবী সরস্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন॥১২॥ অয়ি সরস্বতি! তুমি ব্রহ্মসর হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছ। এবং স্বকীয় পবিত্র সলিলে সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছ॥ ১৩॥ হে দেবি! তুমি কামগামিনী এবং তুমিই মেঘ জল সৃজন করিয়া থাক; তুমিই সমস্ত সলিল। তোমা হইতেই আমরা মহামহিমায় অবস্থিত হইয়াছি॥ ১৪॥ তুমিই পুষ্টি, ধৃতি ও কীর্ত্তি। তুমিই সিদ্ধি, কান্তি ও ক্ষমা। তুমিই স্বধা, স্বাহা ও বাণী। এবং সমস্ত জগৎ তোমাতেই আয়ত্ত হইয়া আছে॥ ১৫॥ তুমিই সর্ব্বভূতে বাণীরূপে বিরাজ করিতেছ। তিনি এইরূপে স্তব করিলে, ভগবতী সরস্বতী॥ ১৬॥ তৎক্ষণাৎ সুখসহকারে তাঁহারে বিশ্বামিত্রের আশ্রমোদ্দেশে প্রবাহিত করিলেন। এবং বিশ্বামিত্রকে অর্চ্চনা করিয়া, ঋষির কথা বলিলেন॥ ১৭॥ বিশ্বামিত্র সরস্বতী ক ক সমানীত বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়া, রোষাবিষ্ট হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠের বিনাশকর অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন॥ ১৮॥ বিশ্বামিত্রকে জাতক্রোধ দেখিয়া, মহানদী সরস্বতী ব্রহ্মহত্যাভয়ে ভীত হইয়া, বশিষ্ঠকে আপনার জলমধ্যে অপবাহিত করিলেন॥ ১৯॥ এইরূপে তিনি বিশ্বামিত্রকে বঞ্চনা করিয়া, উভয়ের বাক্যরক্ষা করিলে, ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে ঐরূপে অপবাহিত অবলোকন করিয়া॥ ২০॥ মহাতপা বিশ্বামিত্র রোষকষায়িত লোচনে সরস্বতীরে কহিলেন, হে সরিদ্বরে! যেহেতু আমাকে বঞ্চনা করিয়া, তুমি বিনির্গতা হইলে॥২১॥ সেইহেতু, হে কল্যাণি! তোমাকে রাক্ষসগণে সমন্বিত হইয়া, শোণিত বহন করিতে হইবে। ধীমান্ বিশ্বামিত্র অভিশপ্ত করিলে॥২২॥ সরস্বতী সংবৎসর শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ॥ ২৩॥ সরস্বতীকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। সরস্বতী সেই রমণীয় তীর্থবরে শোণিত বহন করিতে লাগি-

শোণিতং সর্ব্বে পিবন্তি সুখমাসতে ॥ ২৫ ॥ তৃপ্তাশ্চ তেন সুভৃশং সুখিতা বিগতজ্বরাঃ। নৃত্যংতশ্চ হসন্তশ্চ যথা স্বর্গজিতস্তথা ॥ ২৬ ॥ কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মুনয়ঃ শতযোজনাৎ। তীর্থযাত্রাং সমাজগ্মুঃ সরস্বত্যাং তপোধনাঃ ॥ ২৭ ॥ তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ পীয়মানাং মহানদীং। পরিত্রাণে সরস্বত্যাঃ পরং যত্নং প্রচক্রিরে ॥ ২৮ ॥ তে তু সর্ব্বে মহাভাগাঃ সমাগম্য মহাব্রতাঃ। আহূয় সরিতাং শ্রেষ্ঠামিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ২৯ ॥ কিং কারণং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে শোণিতেন বহস্যথো। এবমাকুলতাং যাতাং শ্রুত্বা পৃচ্ছামহে বয়ং। ৩০ ॥ ততঃ সা সর্ব্বমাচষ্ট বিশ্বামিত্রবিচেষ্টিতং। ততস্তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ সরস্বত্যাং সমানয়ন্ ॥ ৩১ ॥ অরুণাং পুণ্যতোয়ৌঘাং সর্ব্বদুষ্কৃতনাশনীং। দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যা রাক্ষসা দুঃখিতা ভৃশং ॥ ৩২ ॥ উচুস্তান্ বৈ মুনীন্ সর্ব্বান্ দৈন্যযুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ। বয়ং হি ক্ষুধিতাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মহীনাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৩৩ ॥ ন চ নঃ কামকারোয়ং যদ্বয়ং পাপকারিণঃ। যুষ্মাকঞ্চ প্রসাদেন দুষ্কৃতেন চ কর্ম্মণা ॥ ৩৪ ॥ পক্ষোয়ং বর্দ্ধতেঽস্মাকং যতশ্চ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। এবং বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৫ ॥ যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ। আচার্য্যং মাতরং চৈব পিতরং যে দ্বিষন্তি হ ॥ ৩৬ ॥ বৃদ্ধানামবমানেন তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ। যোষিতাং চৈব পাপানাং যোনিদোষেণ বর্দ্ধতে ॥ ৩৭ ॥ শক্তা ভবন্তঃ সর্ব্বেষাং লোকানামপি তারণে। তেষাং তে মুনয়ঃ শ্রুত্বা কৃপাশীলাঃ পুনশ্চ তে ॥ ৩৮ ॥ ঊচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে তপ্যমানাশ্চ তে দ্বিজাঃ। ক্ষুৎকীটাবপন্নঞ্চ যত্তুশিষ্টাশিতং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ কেশাবপন্নমাধূতং মারুতশ্বাসদূষিতং। এতৈঃ সংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগো

লেন ॥ ২৪ ॥ তদ্দর্শনে ভূতগণ, পিশাচগণ ও রাক্ষসগণ সমাগত হইয়া, সকলে সেই শোণিত পান করত, সুখে অবস্থিতি করিল ॥ ২৫ ॥ এবং সকলেই অতিমাত্র গর্ব্বিত, সুখিত ও সন্তাপবিবর্জ্জিত হইয়া, স্বর্গবিজয়ীর ন্যায় হাস্য ও নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তপোধন ঋষিগণ শত যোজন হইতে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সেই সরস্বতীতে সমাগত হইলেন ॥ ২৭ ॥ দেখিলেন, ভয়ঙ্কর নিশাচরনিকর তাহার জল পান করিতেছে। তদ্দর্শনে সরস্বতীর পরিত্রাণে তাঁহারা পরমযত্নপরায়ণ হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই সমস্ত মহাভাগ ও মহাব্রত মুনিগণ সরিদ্বরা সরস্বতীরে আশ্রয় করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অয়ি সরিদ্বরা সরস্বতি! তুমি কিকারণে শোণিত সলিল বহন করিতেছ? তোমারে এইরূপ আকুল দেখিয়াই, আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩০ ॥

তখন সরস্বতী বিশ্বামিত্রের অনুষ্ঠিত সমস্ত ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা সকলে প্রীতিমান্ হইয়া, পবিত্রসলিলপ্রবাহিনী সর্ব্বদুষ্কৃতনাশিনী অরুণানদীরে সরস্বতীতে আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণ অতিমাত্র দুঃখিত ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ও দৈন্যগণের সমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া, সেই সকল ঋষিকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আমরা স্বভাবতঃ ধর্ম্মহীন ও ক্ষুধিত; কোন কালেই আমাদের ক্ষয় নাই ॥ ৩৩ ॥ আমরা কখন ইচ্ছা করিয়া, পাপ করি না। আপনাদের প্রসাদে ও দুষ্কৃত অনুষ্ঠানবলে ॥ ৩৪ ॥ আমাদের পক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। যেহেতু আমরা ব্রহ্মরাক্ষস। এইরূপে বৈশ্য, শূদ্র ও ক্ষত্রিয়গণ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ॥ ৩৫ ॥ ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষী হইলেই, রাক্ষস হইয়া থাকে। যাহারা আচার্য্য, প্রসূতি ও পিতা, ইঁহাদের দ্বেষ করে ॥ ৩৬ ॥ এবং বৃদ্ধগণের অবমাননা করিয়া থাকে, তাহারা রাক্ষসযোনি লাভ করে। পাপচারিণী কামিনীগণের যোনিদোষেও আমাদের পক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ আপনারা সকল লোকেরই পরিত্রাণ করিতে পারেন।

কৃপাশীল ঋষিগণ তাঁহাদের কথা শুনিয়া, পুনরায় ॥ ৩৮ ॥ তপ্যমান হইয়া, পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ক্ষুত ও কীটাপবিদ্ধ, অশিষ্টগণের ভাক্ষত ॥ ৩৯ ॥ কেশাবপন্ন, আধূত ও মারুত-

বৈ রাক্ষসো ভবেৎ॥ ৪০॥ তস্মাজ্জ্ঞাত্বা সদা বিদ্বাংস্তান্যেতানি বিবর্জয়েৎ। রাক্ষসান্ ভোজয়তে সোঽন্নং ভুংক্তে যস্ত্বীদৃশম্॥ ৪১॥ শোধয়িত্বা তু তত্তীর্থমৃষয়স্তে তপোধনাঃ। মোক্ষার্থং রক্ষসাং তেষাং সঙ্গমং চাপ্যকল্পয়ন্॥ ৪২॥ অরুণায়াঃ সরস্বত্যাঃ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে। ত্রিরাত্রোপোষিতঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ৪৩॥ প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে অধর্ম্মে প্রত্যুপস্থিতে। অরুণাসঙ্গমে স্নাত্বা মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৪৪॥ ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে স্নাত্বা পাপবিবর্জ্জিতাঃ। দিব্যমাল্যাম্বরধরাঃ স্বর্গস্ত্রীভিঃ সমন্বিতাঃ॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে সরস্বতীতীর্থশোধনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ। সমুদ্রাস্তত্র চত্বারো ঋষিণা নির্ম্মিতাঃ পুরা। প্রত্যেকঞ্চ নরঃ স্নাতো গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ১॥ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তস্মিংস্তপস্তীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। পরিপূর্ণং হি তৎ সর্ব্বমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥ ২॥ শতসাহস্রকং তীর্থং তত্রৈব শতিকং দ্বিজাঃ। উভয়োরিহ যঃ স্নাতো গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৩॥ সোমতীর্থঞ্চ তত্রাপি সরস্বত্যাস্তটে স্থিতং। যস্মিন্ স্নাতস্তু পুরুষো রাজসূয়ফলং লভেৎ॥ ৪॥ রেণুকাষ্টকমাসাদ্য শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ। মাতৃভক্ত্যা তু যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥৫॥ ঋণমোচনমাসাদ্য তীর্থং ব্রাহ্মণসেবিতং। কুমারস্যাভিষেকঞ্চ ওজসং নাম বিশ্রুতং॥ ৬॥ তস্মিন্ স্নাতস্তু পুরুষো যশসা চ সমন্বিতঃ। কৌমারং পুরমাপ্নোতি কৃতস্নানস্তু মানবঃ॥ ৭॥ চৈত্রষষ্ঠ্যাং শুক্লপক্ষে যস্তু শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। গয়াশ্রাদ্ধে চ যৎ পুণ্যং তৎ ফলং

শ্বাসদূষিত, ঈদৃশ অন্নই রাক্ষসগণের ভক্ষ্য হইয়া থাকে॥ ৪০॥ অতএব জ্ঞানী পুরুষগণ জানিয়া, সর্ব্বদা তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ঈদৃশ অন্ন ভোজন করে, তাহার রাক্ষসগণকে ভোজন করান হয়॥ ৪১॥ এই বলিয়া, সেই তপোধন ঋষিগণ ঐ তীর্থশোধনপূর্ব্বক রাক্ষসগণের মোক্ষার্থ সঙ্গম কল্পনা করিলেন॥ ৪২॥ অরুণা ও সরস্বতী উভয় নদীর সেই লোকবিখ্যাত সঙ্গমে স্নান করিয়া, তিন রাত্রি উপবাস করিলে, সমুদায় পাপের মোচন হইয়া থাকে॥ ৪৩॥ ঘোর কলিযুগ প্রাপ্ত ও অধর্ম্ম প্রত্যুপস্থিত হইলে, অরুণাসঙ্গমে স্নান করিলেই, মুক্তিলাভ হয়॥৪৪॥ অনন্তর ঐ সকল রাক্ষস সেই সঙ্গমে স্নান করিয়া, পাপমুক্ত হইয়া, দিব্য মাল্য ও দিব্য অম্বর ধারণপূর্ব্বক স্বর্গরমণীগণের সহিত সংমিলিত হইল॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরস্বতীতীর্থশোধন নামক চত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪০॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, তথায় ঋষিগণ পূর্ব্বে সমুদ্রচতুষ্টয় নির্ম্মাণ করেন। তাহাদের প্রত্যেকে স্নান করিলে, গোসহস্রদানের ফললাভ হয়॥ ১॥ হে দ্বিজোত্তমবর্গ! তথায় যে কিছু তপস্যা করা যায়, দুষ্কৃতকর্ম্মারও তৎসমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া থাকে॥ ২॥ হে বিপ্রগণ! তথায় শতসাহস্রক ও শতিকনামে যে তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্তি হয়॥৩॥ তথায় সরস্বতীর তটে যে সোমতীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে॥ ৪॥ জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া, রেণুকাষ্টকে গমন করিলে, মাতৃভক্তি দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্য লাভ করা যায়॥ ৫॥

ব্রাহ্মণগণের নিষেবিত ঋণমোচন, কুমারাভিষেক ও ওজসতীর্থে গমন করিয়া॥ ৬॥ স্নান করিলে, যশস্বী ও কৌমার পুর প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৭॥ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতিথিতে

প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৮ ॥ সন্নিহত্যাং যথা শ্রাদ্ধং বায়ুনা কথিতং পুরা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ যস্তু স্নানং শ্রদ্দধানঃ চৈত্রষষ্ঠ্যাং করিষ্যতি। অক্ষয়ঞ্চোদকং তস্য পিতৃণা-মুপজায়তে ॥ ১০ ॥ তত্র পঞ্চবটং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। মহাদেবঃ স্থিতো যত্র যোগ-মূর্ত্তিধরঃ স্বয়ং ॥ ১১ ॥ তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দেবদেবং মহেশ্বরং। গাণপত্যমবাপ্নোতি দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥ ১২ ॥ কুরুক্ষেত্রঞ্চ বিখ্যাতং কুরুণা যত্র বৈ তপঃ। তপ্তং সু ঘোরং ক্ষেত্রস্য কর্ষণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥ তস্য ঘোরেণ তপসা তুষ্ট ইন্দ্রোব্রবীদ্বচঃ। রাজর্ষে পরিতুষ্টোঽস্মি তপসা তেন সুব্রত ॥ ১৪ ॥ যজ্ঞঞ্চ যে কুরুক্ষেত্রে করিষ্যন্তি শতক্রতুং। তে গমিষ্যন্তি সুকৃতাংল্লোকান্ পাপ-বিবর্জ্জিতান্ ॥ ১৫ ॥ অবহস্য ততঃ শক্রো জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ। আগম্যাগম্য চৈবৈনং ভূয়ো-ভূয়োঽবহস্য চ ॥ ১৬ ॥ শতক্রতুরনির্ব্বিণ্ণঃ পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ। যদা তু তপসোগ্রেণ সন্তপ্তং দেহমাত্মনঃ। ততঃ শক্রোঽব্রবীৎ প্রীতো ব্রূহি যত্তে চিকীর্ষিতং ॥ ১৭ ॥

কুরুরুবাচ। যে শ্রদ্দধানাস্তীর্থেঽস্মিন্ মানবা নিবসন্তি হ। তে প্রাপ্নুবন্তি সদনং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥ অন্যত্র কৃতপাপা যে পঞ্চপাতকদূষিতাঃ। অস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাতা মুক্তা যান্তু পরাং গতিং ॥ ১৯ ॥ কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতমে কুরুক্ষেত্রং দ্বিজোত্তমাঃ। তং দৃষ্ট্বা মুক্তপাপস্তু পরং পদমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥ কুরুক্ষেত্রে নরঃ স্নাত্বা মুক্তো ভবতি কিল্বিষৈঃ। কুরুণা সমনুজ্ঞাতঃ প্রাপ্নোতি পরমম্পদং ॥ ২১ ॥ ততো গচ্ছেদনরকং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। যত্র পূর্ব্বং স্থিতো

তথায় শ্রাদ্ধ করিলে, গয়াশ্রাদ্ধে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বে বায়ু বলিয়াছিলেন, সন্নিহতীতে শ্রাদ্ধ করিলে, যে পুণ্যলাভ হয়, তথায় শ্রাদ্ধ করিলেও, সেই পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই কারণে প্রযত্নপূর্ব্বক ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি চৈত্র-শুক্ল ষষ্ঠী তিথিতে তথায় স্নান করে, পিতৃগণের উদ্দেশে তাহার সলিল অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ তথায় পঞ্চবটনামক ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে। মহাদেব স্বয়ং যোগমূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক সেখানে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ তথায় স্নান করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে, গাণপত্যলাভ ও দেবগণের সহিত আমোদ করিতে পারা যায় ॥ ১২ ॥

হে দ্বিজোত্তমগণ! কুরুক্ষেত্র বিখ্যাত তীর্থ। সেখানে কুরু ক্ষেত্রের কর্ষণার্থ সুঘোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র তাঁহার সেই অতিকঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, হে সুব্রত! হে রাজর্ষে! আমি তোমার এই তপস্যায় পরম তুষ্ট হইয়াছি ॥ ১৪ ॥ যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিবে, তাহারা পাপবর্জ্জিত সুকৃত লোক সকল প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥ এই বলিয়া, প্রভু ইন্দ্র অবহাস করিয়া, চলিয়া গেলেন। তিনি বারংবার আগমন ও বারংবার অব-হাস ॥ ১৬ ॥ এবং বারংবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, অনির্ব্বিণ্ণচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন উগ্র তপস্যায় স্বকীয় দেহ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল, তখন ইন্দ্র প্রীতিমান্ হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, তোমার অভিলাষ কি, বল ॥ ১৭ ॥

কুরু কহিলেন, যে সকল লোক শ্রদ্ধাসহকারে এই কুরুক্ষেত্রতীর্থে বাস করিবে, তাহারা যেন পরমাত্মা ব্রহ্মার সদন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥ যাহারা অন্যত্র পাপ করিবে, যাহারা পঞ্চপাপে দূষিত হইবে, তাহারাও যেন এখানে থাকিলে, ব্রহ্মলোকে গমন করে। আর, এই তীর্থে স্নান করিলে, যেন মুক্ত হইয়া, পরমগতিলাভে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! পুণ্য-তম কুরুক্ষেত্রে যে কুরুক্ষেত্রতীর্থ আছে, তাহা দর্শন করিলে, মুক্তপাপ ও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২০ ॥ কুরুক্ষেত্রে স্নান করিলে, সমুদায় পাপ পরিহৃত হইয়া থাকে। এবং কুরুর এইরূপ আজ্ঞা আছে, পরমপদ লাভ করিতে পারিবে ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম ঋষয়শ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ রুদ্রপত্নী পশ্চিমতঃ পদ্মনাভোত্তরে স্থিতঃ। মধ্যে হ্যনরকং তীর্থং ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভং ॥ ২৩ ॥ যস্মিন্ স্নাতাস্তু পুরুষাঃ প্রমুচ্যন্তে চ পাতকৈঃ। বৈশাখে চ যদাষ্টম্যাং মঙ্গলস্য দিনং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ তদা স্নানং তত্র কৃত্বা মুক্তো ভবতি পাতকৈঃ। যঃ প্রযচ্ছেচ্চ কনকং তুর্য্যভাগেন সংযুতং ॥ ২৫ ॥ কলশঞ্চ তথা দদ্যাদপূপৈঃ পরিশোভিতং। দেবতাঃ প্রীণয়েৎ পূর্ব্বং করকৈরন্নসংযুতৈঃ ॥ ২৬ ॥ ততস্তু কলশৌ দদ্যাৎ সর্ব্বপাতকনাশনৌ। অনেনৈব বিধানেন যস্তু স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৭ ॥ স মুক্তঃ কলুষৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রযাতি পরমং পদং। অন্যত্রাপি যদা ষষ্ঠী মঙ্গলেন ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ তত্রাপি মুক্তিফলদা কৃতা তস্মিন্ ভবিষ্যতি। তীর্থে চ সর্ব্বতীর্থানাং যস্মিন্ স্নাতো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বদেবৈরনুজ্ঞাতঃ পরমমাপ্নুয়াৎ পদং। কাম্যকঞ্চ বনং পুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনং ॥ ৩০ ॥ যস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রস্তু মুক্তো ভবতি কিল্বিষৈঃ। সমাশ্রিত্য বনং পুণ্যং সবিতা প্রকটঃ স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ পূষা নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠা দর্শনান্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ। আদিত্যস্য দিনে প্রাপ্তে তস্মিন্ স্নাতস্তু মানবঃ। বিশুদ্ধমানসোঽভ্যেতি মনসা চিন্তিতং ফলং ॥৩২॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানুকীর্ত্তনং নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। কাম্যকস্য তু পূর্ব্বেণ কুঞ্জং দেবৈর্নিষেবিতং। তস্য তীর্থস্য সম্ভূতিং বিস্তরেণ ব্রবীহি নঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর অনরকনামে ত্রিভুবনবিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। যেখানে পূর্ব্বতন সময়ে ব্রহ্মা ও মহাদেব ঋষিগণ মধ্যে অবস্থিত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ পশ্চিম দিকে রুদ্রপত্নী ও উত্তর বিভাগে পদ্মনাভ অবস্থিত আছেন ; ইহার মধ্যে অনরকতীর্থ বিরাজমান হইতেছে ; উহা ত্রিভুবনে দুর্লভ ॥ ২৩ ॥ ঐ তীর্থে স্নান করিলে, লোকে পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। বৈশাখমাসের অষ্টমীতে মঙ্গলবার হইলে ॥ ২৪ ॥ তথায় যদি স্নান করা যায়, তাহা হইলে, পাপমুক্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুর্য্যভাগসংযুক্ত স্বর্ণ ॥২৫॥ ও অপূপপরিশোভিত কলস প্রদান করে, তাহারও পাপমোচন হয়। প্রথমে রত্নসংযুক্ত করক দ্বারা দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে ॥ ২৬ ॥ পরে সর্ব্বপাতকবিনাশন কলসযুগ্ম প্রদান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে অভিষেক করে ॥ ২৭ ॥ সে সর্ব্বকলুষবিমুক্ত হইয়া, পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। অন্য সময়েও মঙ্গলসহিত ষষ্ঠী তিথি উপস্থিত হইলে ॥ ২৮ ॥ তথায় যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাতে মুক্তিফললাভ হইয়া থাকে। সমুদায় তীর্থের তীর্থস্বরূপ উক্ত তীর্থে স্নান করিলে ॥ ২৯ ॥ দেবগণের অনুজ্ঞাক্রমে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাম্যকবন সর্ব্ববিধ পাপ প্রশমন করে ॥ ৩০ ॥ তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র পাপ সকল হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সূর্য্য ঐ বন আশ্রয় করিয়া প্রকটভাবে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! উঁহার দর্শন করিলে, মুক্তিলাভ হয় ॥ রবিবার সমাগত হইলে, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, তাহার মনঃশুদ্ধসংগ্রহ ও সমুদায় অভিলষিত ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থানুকীর্ত্তন নামক একচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, কাম্যকের পূর্ব্বে দেবগণনিষেবিত যে কুঞ্জ আছে, সেই তীর্থ যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, বিস্তারক্রমে তাহা বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ ॥ শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমং। ঋষীণাং চরিতং শ্রুত্বা মুক্তো ভবতি কিল্বিষৈঃ ॥ ২ ॥ নৈমিষেয়াশ্চ ঋষয়ঃ কুরুক্ষেত্রং সমাগতাঃ। সরস্বত্যাস্ত স্নানার্থং প্রবেশং ন চ লেভিরে ॥ ৩ ॥ ততস্তে কল্পয়ামাসুস্তীর্থং য জ্ঞাপবীতিনং। শেষাস্তু মুনয়স্তত্র ন প্রবেশং হি লেভিরে ॥ ৪ ॥ রন্তুকস্যাশ্রমাদ্যাবত্তাবত্তীর্থঞ্চ চক্রকং। ব্রাহ্মণৈঃ পরিপূর্ণন্তু দৃষ্ট্বা দেবী সরস্বতী ॥ ৫ ॥ হিতার্থং সর্ব্ববিপ্রাণাং কৃত্বা কুঞ্জানি সা নদী। প্রযাতা পশ্চিমং মার্গং সর্ব্বভূতহিতে স্থিতা ॥ ৬ ॥ পূর্ব্বপ্রবাহে যঃ স্নাতি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ। প্রবাহে দক্ষিণে তস্যা নর্ম্মদা সরিতাম্বরা ॥ ৭ ॥ পশ্চিমে তু দিশা ভাগে যমুনা চাশ্রিতা নদী। যদা হ্যুত্তরতো যাতি সিন্ধুর্ভবতি সা নদী ॥ ৮ ॥ এবং দিশা প্রবাহেণ হ্যতিপুণ্যা সরস্বতী। তস্যাং স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ৯ ॥ ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ মদনস্য মহাত্মনঃ। তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং বিহারং নাম নামতঃ ॥ ১০ ॥ যত্র দেবাঃ সমাগম্য শিবদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। সমাগতা নচাপশ্যন্ দেবং দেব্যা সমন্বিতং ॥ ১১ ॥ তে স্তবন্তো মহাদেবং নন্দিনং গণনায়কং। ততঃ প্রসন্নো নন্দীশঃ কথয়ামাস চেষ্টিতং ॥ ১২ ॥ ভবস্য উময়া সর্ব্ববিহারে ক্রীড়িতং মহৎ। তচ্ছ্রুত্বা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পত্নীমাহূয় তে গতাঃ ॥ ১৩ ॥ তেষাং ক্রীড়াবিনোদেন তুষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ। যোঽস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাতি বিহারে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥ ধনধান্যপ্রিয়ৈর্যুক্তো ভবতে নাত্র সংশয়ঃ। দুর্গাতীর্থং ততো গচ্ছেদ্দুর্গয়া সেবিতং মহৎ ॥ ১৫ ॥ যত্র স্নাত্বা পিতৄন্ পূজ্য ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ। তত্রাপি চ সরস্বত্যাঃ কূপং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং ॥ ১৬ ॥ দর্শনান্মুক্তিমাপ্নোতি সর্ব্বপাতকবর্জ্জিতঃ। যস্তত্র

লোমহর্ষণ কহিলেন, আপনারা তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। মুনিগণের চরিত্র শ্রবণ করিলে, পাপ সকল নিরাকৃত হয় ॥ ২ ॥ নৈমিষবাসী ঋষি সকল কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, সরস্বতীতে স্নানার্থ প্রবেশ লাভ করিলেন। ৩ ॥ অনন্তর তাঁহারা যজ্ঞোপবীতীনামক প্রশস্ত তীর্থ কল্পনা করিলেন। অবশিষ্ট মুনিগণ প্রবেশলাভে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪ ॥ রন্তুকের আশ্রম যত দূর সন্নিবিষ্ট, চক্রকতীর্থ ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ তীর্থ ব্রাহ্মণগণে পরিপূরিত পর্য্যবেলোকন করিয়া, দেবী সরস্বতী ॥ ৫ ॥ সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের হিতার্থ কুঞ্জনির্ম্মাণপূর্ব্বক পশ্চিমমার্গে প্রবাহিতা হইলেন। তিনি সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ॥ ৬ ॥ তাঁহার পূর্ব্বপ্রবাহে যে ব্যক্তি স্নান করে, সে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিয়া থাকে। সরিদ্বরা নর্ম্মদা তাঁহার দক্ষিণ প্রবাহ একত্র মিলিতা হইয়াছে ॥ ৭ ॥ পশ্চিম দিক যমুনা নদী আশ্রয় করিয়া আছে। যখন ঐ নদী উত্তরদিগ্‌বাহিনী হয়, তখন সিন্ধু হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ এইরূপে অতিপুণ্যা সরস্বতী দিকে দিকে প্রবাহিতা হইয়াছেন। তাহাতে স্নান করিলে, সকল তীর্থেই স্নান করা হয় ॥ ৯ ॥

অনন্তর মহাত্মা মদনের তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ বিহার নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছে ॥ ১০ ॥ যেখানে দেবগণ শিবদর্শনকামনাবশংবদ হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু আগমন করিয়া, দেবীর সহিত মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ১১ ॥ তখন তাঁহারা মহাদেব, নন্দী ও গণনায়কের স্তব করিতে লাগিলেন। নন্দীশ্বর প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাদিগকে, মহাদেব দেবীর সহিত বিহারতীর্থে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। দেবগণ ইহা শ্রবণ করিয়া, সকলে পত্নীকে আহ্বানপূর্ব্বক গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

মহাদেব তাঁহাদের ক্রীড়াবিনোদদর্শনে তুষ্ট হইয়া, কহিলেন, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, এই বিহারতীর্থে স্নান করিবে ॥ ১৪ ॥ সে ধন, ধান্য ও অন্যান্য প্রিয় পদার্থে যুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

অনন্তর দুর্গাতীর্থে গমন করিবে। দেবী দুর্গা ইহার সেবা করেন। যেখানে স্নান করিয়া, পিতৃগণের পূজা করিলে, দুর্গতিসংঘটন হয় না। সেখানেও সরস্বতীর ত্রিলোকবিখ্যাত কূপ বিদ্যমান আছে ॥ ১৬ ॥ দর্শনমাত্র মুক্তিলাভ ও সর্ব্বপাতকমোচন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি

তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়া নরঃ ॥ ১৭ ॥ অক্ষয্যং লভতে সর্ব্বং পিতৃতীর্থং বিশিষ্যতে। মাতৃহা পিতৃহা যশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ॥ ১৮ ॥ স্নাত্বা শুদ্ধিমবাপ্নোতি যত্র প্রাচী সরস্বতী। দেবমার্গং প্রবিষ্টায় দেবমার্গেণ নিঃসৃতা ॥ ১৯ ॥ প্রাচী সরস্বতী পুণ্যা অপি দুষ্কৃতকর্ম্মণাং। ত্রিরাত্রং যে করিষ্যন্তি প্রাচীং প্রাপ্য সরস্বতীং ॥ ২০ ॥ তেষাং ন দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। নর-নারায়ণৌ দেবৌ ব্রহ্মা স্থাণুস্তথা ঋষিঃ ॥ ২১ ॥ প্রাচীং দিশং নিষেবন্তে সদা দেবাঃ সবাসবাঃ। যে তু শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি প্রাচীমাশ্রিত্য মানবাঃ ॥ ২২ ॥ তেষাং ন দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। তস্মাৎ প্রাচী সদা সেব্যা পঞ্চম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥ পঞ্চম্যাং সেবমানস্তু লক্ষ্মী-বাংশ্চ ভবেন্নরঃ। তীর্থমৌশনসং তত্র ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভং ॥ ২৪ ॥ উশনা যত্র সংসিদ্ধ আরাধ্য পরমেশ্বরং। গ্রহমধ্যেষু চাতে স তস্য তীর্থস্য সেবনাৎ ॥ ২৫ ॥ এবং শুক্রেণ মুনিনা সেবিতং তীর্থমুত্তমং। যে সেবন্তে শ্রদ্ধধানাস্তে যান্তি পরমাং গতিং ॥ ২৬ ॥ যস্তু শ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা তস্মিংস্তীর্থে করিষ্যতি। পিতরস্তারিতাস্তেন ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ চতুর্ম্মুখং ব্রহ্মতীর্থং যত্র মর্য্যাদয়া স্থিতং। যে সেবন্তে চতুর্দ্দশ্যাং সোপবাসা বসন্তি চ ॥ ২৮ ॥ অষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষস্য চৈত্রে মাসি দ্বিজোত্তমাঃ। তে পশ্যন্তি পরং সূক্ষ্মং যস্মান্নাবর্ত্তনঃ পুনঃ ॥ ২৯ ॥ স্থাণু-তীর্থং ততো গচ্ছেৎ সহস্রলিঙ্গশোভিতং। তত্র স্থাণুবটং দৃষ্ট্বা মুক্তো ভবতি কিল্বিষৈঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থাণুতীর্থাদিকথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, সেখানে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করবে ॥ ১৭ ॥ তাহার সমুদায় অক্ষয় হইয়া থাকে। উহা পিতৃতীর্থ অপেক্ষাও বিশিষ্টভাবাপন্ন। যে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে ॥ ১৮ ॥ ঐ স্থানে স্নান করিলে, তাহারও শুদ্ধিলাভ হয়। সরস্বতী তথায় প্রাচী দিকে প্রবাহিতা হইয়াছেন। এবং দেবমার্গ-প্রবিষ্টের জন্য দেবমার্গযোগে বিনির্গমন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ প্রাচী সরস্বতী দুষ্কৃতকারিগণেরও পুণ্যবিধান করেন। যে ব্যক্তি প্রাচী সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া, ত্রিরাত্র করে ॥ ২০ ॥ কোনরূপ দুষ্কৃতিই তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, স্থাণু, ঋষি ॥২১॥ ও ইন্দ্রসহিত সমুদায় দেবতা প্রাচী সরস্বতীর সেবা করেন। যাহারা প্রাচী সরস্বতী আশ্রয় করিয়া, শ্রাদ্ধ করে ॥ ২২ ॥ তাহাদের ইহলোকে ও পরলোকে কিছুই দুর্লভ হয় না। অতএব সর্ব্বদা, বিশেষতঃ পঞ্চমীতে প্রাচী সরস্বতীর সেবা করিবে ॥ ২৩ ॥ পঞ্চমীতে প্রাচীর সেবা করিলে, লক্ষ্মীলাভ হয়। তথায় ত্রৈলোক্যদুর্লভ ঔশনসতীর্থ আছে ॥ ২৪ ॥ উশনা পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া, যেখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই তীর্থের সেবা করিয়া, তিনি গ্রহমধ্যে গণনীয় হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে উশনা ঐ উৎকৃষ্ট তীর্থের সেবা করিয়াছিলেন। যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে তাহার সেবা করে, তাহাদের পরমগতিলাভ হয় ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মতীর্থ চতুর্ম্মুখ, যেখানে মর্য্যাদা অবস্থিত আছে, চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া, তাহার সেবা ও চৈত্র মাসীয় কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে তথায় বাস করিলে হে দ্বিজোত্তমগণ! অব্যক্তস্বরূপ পরব্রহ্মের দর্শন লাভ করা যায়, এবং তাহাতেই পুনর্জ্জন্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর সহস্রলিঙ্গশোভিত স্থাণুতীর্থে গমন করবে। তথায় স্থাণুবট দর্শন করিলে, সমুদায় পাপমুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্থাণুতীর্থ দিকীর্ত্তননামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। স্থাণুতীর্থস্য মাহাত্ম্যং বটস্যাপি মহামুনে। সন্নিহত্যাঃ সমুৎপত্তিং পূরণং পাংশুনা ততঃ ॥ ১ ॥ লিঙ্গানাং দর্শনাৎ পুণ্যং স্পর্শনেন চ কিং ফলং। তথৈব সরমাহাত্ম্যং ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বে পুরাণং বামনং মহৎ। যচ্ছ্রুত্বা মুক্তিমাপ্নোতি প্রসাদাদ্বামনস্য তু ॥ ৩ ॥ সনৎকুমারমাসীনং স্থাণোর্ব্বটসমীপতঃ। ঋষিভির্ব্বালখিল্যাদ্যৈ-র্ব্রহ্মপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয়ো মুনিস্তত্র বিনয়েনাভিগম্য চ। পপ্রচ্ছ সরমাহাত্ম্যং প্রমাণঞ্চ স্থিতং তথা ॥ ৫ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। ব্রূহি মে সরমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপ-ভয়াপহং ॥ ৬ ॥ কানি তীর্থানি দৃশ্যানি গুহ্যানি দ্বিজসত্তম। লিঙ্গানি হ্যতি পুণ্যানি স্থাণো-র্যানি সমীপতঃ ॥ ৭ ॥ যেষাং দর্শনমাত্রেণ মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানবঃ। বটস্য দর্শনং পুণ্যমুৎ-পত্তিং কথয়স্ব মে ॥ ৮ ॥ প্রদক্ষিণায়াং যৎ পুণ্যং তীর্থস্নানেন যৎ ফলং। গুহ্যেষু দেবদৃষ্টেষু যৎ পুণ্যমভিজায়তে ॥ ৯ ॥ দেবদেবো যথা স্থাণুঃ সরমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। কিমর্থং পাংশুনা শক্রস্তীর্থং পূরিতবান্ পুনঃ ॥ ১০ ॥ স্থাণুতীর্থস্য মাহাত্ম্যং চক্রতীর্থস্য যৎ ফলং। সূর্য্যতীর্থস্য মাহাত্ম্যং সোম-তীর্থস্য ব্রূহি মে ॥ ১১ ॥ শঙ্করস্য চ গুহ্যানি বিষ্ণোঃ স্থানানি যানি চ। কথয়স্ব মহাভাগ সরস্বত্যাঃ সবিস্তরং ॥ ১২ ॥ ব্রূহি দেবাধিদেবস্য মাহাত্ম্যং বেদতত্ত্বতঃ। বিরিঞ্চস্য প্রসাদেন বিদিতং সর্ব্বমেব চ ॥ ১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, মহামুনে! স্থাণুতীর্থের ও স্থাণুবটের মাহাত্ম্য, সন্নিহত্যার উৎপত্তি ও পাংশু দ্বারা তাহার পরিপূরণ ॥ ১ ॥ লিঙ্গ সকলের দর্শন ও স্পর্শন করিলে, যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এবং সরোমাহাত্ম্য, এই সমুদায় অশেষতঃ কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, আপনারা সকলে দেবতাস্বরূপ। বামন মহাপুরাণ শ্রবণ করুন। যাহা শ্রবণ করিলে বামনের প্রসাদে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৩ ॥ সনৎকুমার স্থাণুবটের সমীপে আসীন আছেন এবং ব্রহ্মপুত্র মহাত্মা বালখিল্যাদি ঋষিগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে বিরাজ করিতে-ছেন ॥ ৪ ॥ এমন সময়ে মার্কণ্ডেয় বিনয়সহকারে অভ্যাগত হইয়া, সরোমাহাত্ম্য, তাহার প্রমাণ ও সংস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি ব্রহ্মার পুত্র ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। যাহা শুনিলে, সর্ব্ববিধ পাপভয় পরিহৃত হয়, সেই সরোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন ॥ ৬ ॥ হে দ্বিজসত্তম! কোন্ কোন্ তীর্থই বা দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবাপন্ন; সমীপস্থ এই সকল স্থাণুলিঙ্গের মধ্যে কোন্ কোন্ লিঙ্গই বা পবিত্র ॥ ৭ ॥ যাহাদের দর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়। স্থাণুবটের কিরূ-পেই বা দর্শন করিলে, পুণ্যফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার উৎপত্তিই বা কিরূপে হইয়াছে, কীর্ত্তন করুন ॥ ৮ ॥ তীর্থ সকল প্রদক্ষিণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহাতে অভিষেক করিলেই বা কীদৃশ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, গুহ্য ও দেবদৃষ্ট তীর্থ সকলেই বা কিরূপ পুণ্য সমুদ্ভূত হয় ॥ ৯ ॥ দেবদেব স্থাণু যেরূপে সরোমধ্যে ব্যবস্থিত আছেন, শক্রই বা কিজন্য পাংশু দ্বারা ঐ তীর্থ পুনরায় পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ স্থাণুতীর্থের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ; চক্রতীর্থেই বা কিরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়; সূর্য্যতীর্থ ও সোমতীর্থই বা কিরূপমাহাত্ম্যসম্পন্ন, আমারে বলুন ॥ ১১ ॥ শঙ্কর ও বিষ্ণু উভয়ের গুপ্তস্থানই বা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে? হে মহাভাগ! সরস্বতীর স্থান সকলও বর্ণন করুন ॥ ১২ ॥ আপনি ভগবান্ বিরিঞ্চির প্রসাদে দেবমাহাত্ম্য যথাতত্ত্ব বিদিত ও সমুদায়ই সবিশেষ অবগত আছেন ॥ ১৩ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ। মার্কণ্ডস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাত্মা স মহামুনিঃ। অতিভক্ত্যা তু তীর্থস্য প্রবণীকৃতমানসঃ ॥ ১৪ ॥ পর্য্যঙ্কং শিথিলীকৃত্য নমস্কৃত্বা মহেশ্বরং। কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং যচ্ছ্রুতং ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ১৫ ॥

সনৎকুমার উবাচ। নমস্কৃত্বা মহাদেবমীশানং বরদং শুভং। উৎপত্তিঞ্চ প্রবক্ষ্যামি তীর্থানাং ব্রহ্মভাষিতাং ॥ ১৬ ॥ পূর্ব্বমেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। বৃহদণ্ডমভূদেকং প্রজানাং বীজসম্ভবং ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্নণ্ডে স্থিতো ব্রহ্মা শয়নায়োপচক্রমে। সহস্রযুগপর্য্যন্তং সুপ্ত্বা স প্রত্যবুধ্যত ॥ ১৮ ॥ সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমপশ্যত। সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য রজসা মোহিতস্য চ ॥ ১৯ ॥ রজঃ সৃষ্টিগুণং প্রোক্তং সত্ত্বং স্থিতিগুণং বিদুঃ। উপসংহারকালে চ প্রবর্ত্ততে তমোগুণঃ ॥ ২০ ॥ গুণাতীতঃ স ভগবান্ ব্যাপকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ। তেনেদং সকলং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিজ্জীবসংজ্ঞিতং ॥ ২১ ॥ স ব্রহ্মা স চ গোবিন্দ ঈশ্বরঃ স সনাতনঃ। যস্তং বেদ মহাত্মানং স সর্ব্বং বেদ নিশ্চিতং ॥ ২২ ॥ গুণাতীতঃ স পুরুষঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। যস্তং বেদ মহাত্মানং স সর্ব্বং বেদ মোক্ষবিৎ ॥ ২৩ ॥ কিং তেষাং সকলৈস্তীর্থৈরাশ্রমৈর্ব্বা প্রয়োজনং। যেষাঞ্চানন্তকং চিত্তমাত্মন্যেব ব্যবস্থিতং ॥ ২৪ ॥ আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলশমাদিযুক্তা। তস্যাং স্নাতঃ পুণ্যকর্ম্মা পুনাতি ন বারিণা শুদ্ধ্যতি চান্তরাত্মা ॥ ২৫ ॥ এতৎ প্রধানং পুরুষস্য কর্ম্ম যদাত্মসম্বোধসুখে প্রবিষ্টঃ। জ্ঞেয়ন্তদেব প্রবদন্তি সন্তস্তৎ প্রাপ্য দেহী বিজহাতি কামান্ ॥ ২৬ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিয়া, তীর্থের প্রতি অতিমাত্র ভক্তির উদয় হওয়াতে, তৎপ্রভাবে মহামুনি ব্রহ্মাত্মা সনৎকুমারের মন প্রবণীকৃত হইয়া উঠিল ॥ ১৪ ॥ তখন তিনি পর্য্যঙ্ক শিথিলীকৃত ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কহিলেন, যিনি সকলের নিয়ন্তা ও বরদাতা সেই মঙ্গলস্বরূপ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া, ব্রহ্মার কথিত তীর্থোৎপত্তিপ্রকরণ কীর্ত্তন করিব ॥ ১৬ ॥ পূর্ব্বে ঘোর একার্ণবের আবির্ভাবে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম প্রণষ্ট হইলে, প্রজাগণের বীজসম্ভব বৃহৎ এক অণ্ড প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে অবস্থিতি করিয়া, শয়নের উপক্রম করিলেন। সহস্রযুগ পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া, পরে প্রতিবুদ্ধ হইলেন ॥ ১৮ ॥ তিনি একমাত্র সত্ত্বগুণে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। জাগরিত হইয়া দেখিলেন, সমুদায় লোক শূন্য রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ তন্নিবন্ধন, তিনি রজোগুণে মোহিত হইয়া, সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রজঃ, সৃষ্টির গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্ব, স্থিতির গুণ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে। আর, প্রলয়সময়ে তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ গুণাতীত বলিয়া, পরিগণিত হন। যাহা কিছু জীবসংজ্ঞিত, তৎসমুদায়ই তিনি ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ॥ ২১ ॥ তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই গোবিন্দ এবং তিনিই সনাতনস্বরূপ মহাদেব। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মাকে অবগত আছেন, তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ ॥ ২২ ॥ সেই পুরুষ গুণাতীত, পরমাত্মা ও নিত্য বিদ্যমান। যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে, সেই সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই মোক্ষজ্ঞ ॥ ২৩ ॥ যাহাদের মন অখণ্ডিত ভাবে সেই পরমাত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, তাহাদের তীর্থসেবায় প্রয়োজন কি এবং আশ্রমচর্য্যায় ফলই বা কি? ॥ ২৪ ॥ আত্মা নদীস্বরূপ। সংযম তাহার পবিত্র তীর্থ ও সত্য তাহার জল। সেই শমদমাদিযুক্ত নদীতে স্নান করিলেই, পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ পবিত্র হন। সলিল দ্বারা অন্তরাত্মা কখন শুদ্ধিলাভ করে না ॥ ২৫ ॥ আত্মজ্ঞানরূপ সুখে সর্ব্বদাই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে, ইহাই পুরুষের প্রধান কর্ম্ম। সাধুগণ বলিয়াছেন, তাহাই পুরুষের একমাত্র জ্ঞেয় এবং তাহাই প্রাপ্ত হইলে, লোকে এককালেই কামনাশূন্য হয় ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণের এমন চিহ্ন নাই,

নৈতাদৃশং ব্রহ্মণস্যাস্তি চিত্তং যত্রৈকতা সমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবমতো-ঽস্তমতশ্চোপরমঃ ক্রিয়াস্থ॥ ২৭॥ অপি ব্রহ্ম সমাসেন ময়োক্তং তে দ্বিজোত্তম। যজ্জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম পরমং প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ॥ ২৮॥ ইদানীং শৃণু চোৎপত্তিং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি॥ ২৯॥ আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তাসু শেতে স যস্মাচ্চ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ৩০॥ বিশুদ্ধসলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতং জগৎ। অণ্ডং বিভেদ ভগবাংস্তস্মাদোমিত্যজায়ত॥ ৩১॥ ততো ভূরভবত্তস্মাদ্ভুব ইত্যপরঃ স্মৃতঃ। স্বঃশব্দশ্চ তৃতীয়োঽভূৎ ভূর্ভুবঃস্বেতিসংজ্ঞিতাঃ॥ ৩২॥ তস্মাত্তেজঃ সমভবত্তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং যৎ। উদকং শোষয়ামাস যত্তেজোঽণু বিনিঃসৃতং॥ ৩৩॥ তেজসা শোষিতং শেষং কললত্বমুপাগতং। কললাদ্বুদ্বুদং জ্ঞেয়ং ততঃ কাঠিন্যতাং গতঃ॥ ৩৪॥ কাঠিন্যাদ্ধরিণী জ্ঞেয়া ভূতানাং ধারিণী হি সা। যস্মিন্ স্থানে স্থিতং হ্যণ্ডং তস্মিন্ সন্নিহিতং সরঃ॥ ৩৫॥ যদাদ্যং নিঃসৃতং তেজস্তস্মাদাদিত্য উচ্যতে। অণ্ডমধ্যে সমুৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৩৬॥ তস্যোল্বং মেরুরভবজ্জরায়ুঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ। গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তথা নদ্যঃ সহস্রশঃ॥৩৭॥ নাভিস্থানাদ্যদুদকং ব্রহ্মণো নির্ম্মলং মহৎ। মহৎ সুরস্তেন পূর্ণং বিমলেন বরাম্ভসা॥ ৩৮॥ তস্মিন্ মধ্যে স্থাণুরূপী বটবৃক্ষো মহামনাঃ। তস্মাদ্বিনির্গতা বর্ণা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ॥ ৩৯॥ শূদ্রাশ্চ তস্মাদুৎপন্নাঃ শুশ্রূষার্থং দ্বিজন্মনাং। ততশ্চিন্তয়তঃ সৃষ্টিং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ৪০॥ বালখিল্যাঃ সমুৎপন্না মানসাঃ শুদ্ধিরূপিণঃ। অষ্টাশীতি সহস্রাণি বভূবুশ্চোর্দ্ধরেতসঃ॥ ৪১॥ ততঃ সৃষ্টিং চিন্তয়তো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।

যাহাতে একতা, সমতা, সত্যতা, শীল, স্থিতি, দণ্ডনিধান ও ঋজুতা এবং ক্রিয়া নিবৃত্তি লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ২৭॥ হে দ্বিজোত্তম! তোমার নিকট সংক্ষেপে যে ব্রহ্মস্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, তাহা জানিলেই, তুমি সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই॥ ২৮॥

অধুনা পরমাত্মা ব্রহ্মার উৎপত্তি শ্রবণ কর। নারায়ণের উদ্দেশে এইরূপ শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে॥ ২৯॥ জলকে নার বলে। যেহেতু, জল নরের অপত্য। তাহাতে শয়ন করেন, এই জন্য নারায়ণ নাম হইয়াছে॥ ৩০॥ সেই বিশুদ্ধ সলিলে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া আছে, জানিয়া, ভগবান উক্ত অণ্ড ভেদ করিলে, তাহা হইতে ওং সমুৎপন্ন হয়॥ ৩১॥ সেই ওঁ হইতে, ভু, ভুবঃ ও তৃতীয় স্বঃশব্দ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। উহাদের একযোগে নাম ভূর্ভুবঃস্বঃ॥ ৩২॥ তাহা হইতে সবিতার বরেণ্য তেজঃ প্রাদুর্ভূত হয়। যে তেজ হইতে অণু বিনিঃসৃত হইয়া, সমুদায় সলিল শোষণ করে॥ ৩৩॥ তেজোবলে শোষিত হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কললত্ব প্রাপ্ত হয়। কলল হইতে বুদ্‌বুদের জন্ম হইয়া থাকে, জানিবে। এই বুদ্‌বুদ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে॥ ৩৪॥ সেই কাঠিন্য হইতে ধারিণী প্রাদুর্ভূত হয়। উহাই ভূতগণের ধারিণী। যে স্থানে অণ্ড অবস্থিতি করে, সেই স্থানেই সরঃ সন্নিহিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥ যে আদ্য তেজঃ নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে আদিত্যের জন্ম হইয়া থাকে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে সমুৎপন্ন হন॥ ৩৬॥ মেরু তাঁহার গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম; পর্ব্বত সকল তাঁহার জরায়ু, সমুদ্র ও সহস্র সহস্র নদী তাঁহার গর্ভোদক॥ ৩৭॥ তদীয় নাভিস্থান হইতে যে পরম নির্ম্মল উদক বহির্গত হয়, সেই বিমল উৎকৃষ্ট সলিলেই মহাসর পূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৩৮॥ এই সরোমধ্যে স্থাণুরূপী বটবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। তাহা হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিনির্গত হইয়াছে॥৩৯॥ এবং তাহা হইতেই দ্বিজগণের শুশ্রূষার্থ শূদ্র সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

অনন্তর অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে॥ ৪০॥ সাক্ষাৎ শুদ্ধিস্বরূপ বালখিল্য ঋষিগণ তাঁহার মন হইতে সমুৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা অষ্টাশীতি সহস্র এবং তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা হইলেন॥ ৪১॥ অনন্তর অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টিচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে,

অন্যেন্যে মানসা জাতাঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ৪২ ॥ পুনশ্চিন্তয়তস্তস্য প্রজাকামস্য ধীমতঃ। ঋষয়ঃ সপ্ত চোৎপন্নাস্তে প্রজাপতয়োঽভবন্ ॥ ৪৩ ॥ পুনশ্চিন্তয়তস্তস্য রজসা মোহিতস্য চ। বালখিল্যাঃ সমুৎপন্নাস্তপঃস্বাধ্যায়তৎপরাঃ ॥ ৪৪ ॥ তে সদা স্নাননিরতা দেবার্চ্চনপরায়ণাঃ। উপবাসৈর্ব্রতৈস্তীব্রৈঃ শোষয়ন্তি কলেবরং ॥ ৪৫ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রন্তে কৃশা ধমনিসন্ততাঃ। আরাধয়ন্তি দেবেশং ন চ তুষ্যতি শঙ্করঃ ॥ ৪৬ ॥ ততঃ কালেন মহতা উময়া সহ শঙ্করঃ। আকাশমার্গেণ তদা দৃষ্ট্বা দেবী সুদুঃখিতা ॥ ৪৭ ॥ প্রসাদ্য দেবদেবেশং শঙ্করং প্রাহ সুব্রতা। ক্লিশ্যন্তি তে মুনিগণা দেবদারুবনাশ্রয়াঃ ॥ ৪৮ ॥ তেষাং ক্লেশক্ষয়ং দেব বিধেহি কুরু মে দয়াং। কিং দেব ধর্ম্মনিষ্ঠানামনন্তং দেব দুষ্কৃতং ॥ ৪৯ ॥ নাদ্যাপি যেন সিধ্যন্তি শুষ্কস্নায়ুবিশোষিতাঃ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাঃ পিনাকী পতিতাঙ্কুশঃ। প্রোবাচ প্রহসন্মূর্দ্ধ্নি চারুচন্দ্রাংশুশোভিতঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ। ন বেৎসি দেবি তত্ত্বেন ধর্ম্মস্য গহনাং গতিং। নৈতে ধর্ম্মং বিজানন্তি নচ কামবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫১ ॥ ন চ ক্রোধেন নির্ম্মুক্তাঃ কেবলং মূঢ়বুদ্ধয়ঃ। এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীদ্দেবী মৈবং মং শংসিতব্রতং ॥ ৫২ ॥ দেব প্রদর্শয়াত্মানং পরং কৌতূহলং হি মে। স ইত্যুক্ত উবাচেদং দেবদেবঃ স্মিতাননঃ ॥ ৫৩ ॥ তিষ্ঠ ত্বমত্র যাস্যামি যত্রৈতে মুনিপুঙ্গবাঃ। সাধয়ন্তি তপো ঘোরং দর্শয়িষ্যামি চেষ্টিতং ॥ ৫৪ ॥ ইত্যুক্তা তু ততো দেবী শঙ্করেণ মহাত্মনা। গচ্ছস্বেত্যাহ মুদিতা ভর্ত্তারং ভুবনেশ্বরী ॥ ৫৫ ॥ যত্র তে মুনয়ঃ সর্ব্বে কাষ্ঠলোষ্ট্রসমাঃ স্থিতাঃ। অধ্যায়না মহাভাগাঃ কৃতাগ্নি-

---

সনকাদি ঋষিগণ তাঁহার মন হইতে উদ্ভূত হইলেন। ৪২ ॥ অনন্তর সেই ধীমান্ ব্রহ্মা পুনর্ব্বার প্রজাকামনায় সৃষ্টিচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রজাপতি হইলেন ॥ ৪৩ ॥ পুনর্ব্বার রজোমোহিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলে, তপঃস্বাধ্যায়তৎপর বালখিল্য সকল প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা স্নাননিরত ও দেবার্চ্চনাপরায়ণ হইয়া, উপবাস ও কঠোর-ব্রতানুষ্ঠান সহকারে কলেবর শোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহারা কৃশ ও ধমনীসন্তত হইয়া, দিব্য বর্ষসহস্র দেবদেব শঙ্করের আরাধনা করিলেন। তথাপি তিনি প্রসন্ন হইলেন না ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, মহাদেব উমার সহিত আকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন। দেবী তাঁহাদিগকে দেখিয়া, অতিমাত্র দুঃখিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥ এবং দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, দেবদারুবনাশ্রিত ঋষিগণ ক্লেশভোগ করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥ দেব! আমার প্রতি দয়া করিয়া, তাঁহাদের ক্লেশ ক্ষয় করুন। হে দেব! ইঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ। এমন কি অক্ষয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥ যাহাতে শুষ্কস্নায়ুমাত্রাবশিষ্ট হইয়া, অদ্যাপি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছেন না?

পতিতাঙ্কুশ পিনাকী পার্ব্বতীর বচন আকর্ণন করিয়া, হাস্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবি! ধর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। তুমি প্রকৃতরূপে তাহা অবগত নহ। ইঁহারা ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহেন। এবং কামনাশূন্যও হন নাই ॥ ৫১ ॥ ইঁহাদের এখনও ক্রোধ দূর হয় নাই। বুদ্ধিও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

দেবী এই কথা কর্ণগোচর করিয়া তাঁহারে কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে দেব! আপনি ইঁহাদের সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হউন। আমার অতিমাত্র কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ অভিহিত হইয়া, সস্মিতবদনে কহিলেন ॥ ৫৩ ॥ তুমি এখানে অপেক্ষা কর। ঐ সকল ঋষিশ্রেষ্ঠগণ যেখানে অবস্থিতি করিয়া, ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি তথায় যাইব এবং ইঁহাদের ব্যবহার অবলোকন করিব ॥ ৫৪ ॥

মহাত্মা শঙ্কর এইরূপ বলিলে, ভুবনেশ্বরী দেবী হর্ষসহকারে কহিলেন, আপনি গমন করুন ॥ ৫৫ ॥ তখন, সেই সকল মহাভাগ মহর্ষিগণ অগ্নিসদনক্রিয়ায় অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বাধ্যায়-

সাদনক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥ তান্ বিলোক্য তদা দেবো নগ্নঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ । বনমালাকৃতাপীড়ো যুবা ভিক্ষাকপালভৃৎ ॥ ৫৭ ॥ আশ্রমে পর্য্যটন্ ভিক্ষাং মুনীনামাশ্রমং প্রতি । দেহি ভিক্ষান্ততশ্চোক্ত্বা স ভ্রমন্নাশ্রমং যযৌ ॥ ৫৮ ॥ তং বিলোক্যাশ্রমগতং যোষিতো ব্রহ্মবাদিনাং । স কৌতুকস্বভাবেন হৃষ্ট রূপেণ মোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ প্রোচুঃ পরস্পরং নার্য্য এহি পশ্যাম ভিক্ষুকং । পরস্পরমিতি প্রোক্ত্বা গৃহ্য মূলফলং বহু ॥ ৬০ ॥ গৃহাণ ভিক্ষামূচুস্তাস্তং দেবং মুনিযোষিতঃ । স তু ভিক্ষাকপালং তৎ প্রসার্য্য বহু সাদরং ॥৬১॥ দেহি ভিক্ষাং শিবং বোস্তু ভবতীভ্যস্তপোধনাঃ । হসমানশ্চ দেবেশস্তত্র দেব্যা নিরীক্ষিতঃ ॥ ৬২ ॥ তস্ম দত্বৈব তাং ভিক্ষাং পপ্রচ্ছুস্তাঃ স্মরাতুরাঃ ।

নার্য্য ঊচুঃ । কোঽসৌ নাম ব্রতবিধিস্ত্বয়া তাপস সেব্যতে ॥ ৬৩ ॥ যত্র নগ্নেন লিঙ্গেন বনমালাবিভূষিতঃ । ভবান্ বৈ তাপসো হৃদ্যো হৃদ্যাঃ স্মো যদি মন্যসে ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্তস্তাপসস্তাভিঃ প্রোবাচ হসিতাননঃ । ইদং মম ব্রতং কিঞ্চিন্ন রহস্যং প্রকাশ্যতে ॥ ৬৫ ॥ শৃণ্বন্তি বহবো যত্র তত্র ব্যাখ্যা ন বিদ্যতে । অস্য ব্রতস্য সুভগা ইতি মত্বা গমিষ্যথ ॥ ৬৬ ॥ এবমুক্তাস্তদা তেন তাস্তু প্রত্যূচুস্তং তদা মুনিং । ততোভো হি গমিষ্যামো মুনে নঃ কৌতুকং মহৎ ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা তাস্তদা তং বৈ জগৃহুঃ পাণিপল্লবৈঃ । কাচিৎ কণ্ঠে সকন্দর্পা কাচিৎ কামপরা তথা ॥ ৬৮ ॥ জানুভ্যামপরা নারী কেশেষু লুলিতাপরা । অপরা তু কটীরন্ধ্রে অপরা পাদয়োরপি ॥ ৬৯ ॥ ক্ষোভং বিলোক্য

নিরত হইয়া, যেখানে কাষ্ঠলোষ্ট্রের সমান অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, নগ্ন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বনমালায় বিভূষিতদেহ যুবা বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক কপালহস্তে ॥ ৫৭ ॥ মুনিগণের আশ্রম উদ্দেশে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । এবং ভিক্ষা দাও, বলিয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে, আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মবাদিগণের ঋষিদবর্গ তাঁহাকে আশ্রমগত অবলোকন করিয়া, তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া উঠিলেন । এবং সকৌতুক স্বভাব বশতঃ ॥ ৫৯ ॥ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আইস, ভিক্ষুককে দর্শন করিব । পরস্পর এইরূপ কহিয়া, বহুবিধ মূলফল গ্রহণ করিয়া ॥ ৬০ ॥ সেই মহাদেবকে কহিলেন, ভিক্ষা গ্রহণ কর । তখন তিনি বহু আদর সহকারে সেই ভিক্ষাকপাল প্রসারিত করিয়া, ছিলেন ॥ ৬১ ॥ হে তপস্বিনীগণ ! তোমাদের মঙ্গল হউক আমারে ভিক্ষা প্রদান কর । তিনি হাস্যসহকারে এইরূপ বলিলে, দেবী পার্ব্বতী তাহা দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

তখন তাঁহারা ভিক্ষা প্রদান করিয়া স্মরাতুর হইয়া, কহিলেন, অয়ি তাপস ! তুমি এই কীদৃশ ব্রতবিধির অনুসারী হইয়াছ ? দেখ, তোমার শরীর নগ্ন ও বনমালায় বিভূষিত । তদ্দ্বারা তুমি তপস্বীবেশেও মনোহারী হইয়াছ । যদি অভিরুচি হয়, তাহা হইলে, সবিশেষ সমস্ত কীর্ত্তন কর ॥ ৬৩।৬৪ ॥ তাপসবেশী শঙ্কর এইরূপ অভিহিত হইয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, আমার এই ব্রত কিঞ্চিৎ রহস্যময় ; সেই হেতু প্রকাশ করিবার নহে ॥ ৬৫ ॥ যেখানে বহু লোক শুনিতে পায়, সেখানে ইহার রহস্য ভেদ করি না । অয়ি সুভগ সমূহ ! ইহা বিবেচনা করিয়া গমন কর ॥ ৬৬ ॥

তিনি এইরূপ কহিলে, ঐ সকল রমণী তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, মুনে ! অতএব চল, আমরা গমন করিব । আমাদের এবিষয়ে অতিমাত্র কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥ এই বলিয়াই তাঁহারা পাণিপল্লব দ্বারা তাঁহারে গ্রহণ করিলেন । তন্মধ্যে কেহ কন্দর্পাকুল হইয়া, তাঁহার কণ্ঠে লগ্ন হইলেন । কেহ কামপরবশ হইয়া ॥ ৬৮ ॥ জানুযুগলে ধারণ করিলেন । কেহ কেশপাশে লুলিত হইতে লাগিলেন । কেহ কটিরন্ধ্রে সমাসক্তা হইলেন । কেহ বা তাঁহার পাদযুগ্ম ধারণ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

ঋষয় আশ্রমে তু স্বযোষিতাম্ । হন্যতামিতি সম্ভাষ্য কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ ॥ ৭০ ॥ পাতয়ন্তিস্ম দেবস্য লিঙ্গমূর্দ্ধং বিভীষণং । পাতিতে তু ততো লিঙ্গে গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ ॥ ৭১ ॥ দেব্যা সহাস ভগবান্ কৈলাসং নগমাশ্রিতঃ । পতিতে দেবদেবস্য লিঙ্গে পৃষ্ঠে চরাচরে ॥ ৭২ ॥ ক্ষোভো বভূব সুমহানৃষীণাং ভাবিতাত্মনাং । এবং বিদিত্বা তে তত্র বর্ত্তন্তে ব্যাকুলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৩ ॥ উবাচৈকো মুনিবরস্তত্র বুদ্ধিমতাম্বরঃ । ন বয়ং বিদ্মঃ সদ্ভাবং তাপসস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৪ ॥ বিরিঞ্চিং শরণং যামঃ স হি জানাতি চেষ্টিতং । এবমুক্তাঃ সর্ব্ব এব মুনয়ঃ স্বজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭৫ ॥ ব্রহ্মণঃ সদনং জগ্মুর্দ্দেবৈঃ সর্ব্বৈর্নিষেবিতং । প্রণিপত্যাথ দেবেশং লজ্জয়াঽধোমুখাঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৬ ॥ অথ তান্ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ । অহো মুগ্ধা যদা যূয়ং ক্রোধেন কলুষীকৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥ ন ধর্ম্মশ্চ ক্রিয়াং কাঞ্চিজ্জানন্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ । শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং তাপসাঃ ক্রূরকর্ম্মণঃ ॥ ৭৮ ॥ বিদিত্বা যদ্বুধঃ ক্ষিপ্রং ধর্ম্মস্য ফলমাপ্নুয়াৎ । যোঽসাবাত্মনি দেহেঽস্মিন্ বিভুর্নিত্যো ব্যবস্থিতঃ ॥৭৯॥ সোঽনাদিঃ স মহাস্থাণুঃ পৃথক্ত্বে পরিসূচিতঃ । মণির্যথোপধানেন ধত্তে বর্ণোজ্জ্বলং বপুঃ ॥ ৮০ ॥ তন্ময়ো ভবতে তদ্বদাত্মাপি মনসা কৃতঃ । মনসো ভেদমাশ্রিত্য কর্ম্মভিশ্চোপচীয়তে ॥ ৮১ ॥ ততঃ কর্ম্মবশাদ্ভুংক্তে সম্ভোগান্ স্বর্গনারকান্ । তন্মনঃ শোধয়েদ্ধীমান্ জ্ঞানযোগাদ্যুপক্রমৈঃ ॥৮২॥ তস্মিন্ শুদ্ধে হ্যন্তরাত্মা স্বয়মেব নিরাকুলঃ । ন শরীরস্য সংক্লেশৈরপি নির্দ্দহনাত্মকৈঃ ॥ ৮৩ ॥ শুদ্ধিমাপ্নোতি পুরুষঃ সংশুদ্ধং যস্য বৈ মনঃ । ক্রিয়া নিয়মনার্থায় পাতকেভ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥

আশ্রমবাসী ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীগণের এবংবিধ চিত্তবিকৃতি দর্শন করিয়া, এই তাপসকে বধ কর, বলিয়া, কাষ্ঠ ও পাষাণহস্তে ॥ ৭০ ॥ মহাদেবের ভয়ঙ্কর উর্দ্ধলিঙ্গ নিপাতিত করিলেন। লিঙ্গ পাতিত হইলে, মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৭১ ॥ এবং দেবীর সহিত হাস্য করিতে করিতে, কৈলাসপর্ব্বত আশ্রয় করিলেন।

এদিকে দেবদেবের লিঙ্গ চরাচরপৃষ্ঠে পতিত হইলে ॥ ৭২ ॥ সেই ভাবিতাত্মা ঋষিগণের অতিমাত্র ক্ষোভের সঞ্চার হইল। তাহারা তথায় ব্যাকুল হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৭৩॥ তখন তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমদবরিষ্ঠ কোন ঋষিশ্রেষ্ঠ কহিলেন, এই মহাত্মা তাপসের সদভিপ্রায় আমাদের পরিজ্ঞাত নহে ॥ ৭৪ ॥ অতএব পিতামহের শরণাপন্ন হইব। তিনি ইহার বিচেষ্টিত বিদিত আছেন।

তিনি ঐরূপ কহিলে, সমুদায় জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ ॥ ৭৫ ॥ সমুদায় দেবগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। এবং দেবগণের নিয়ন্তা ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৭৬ ॥ তাঁহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া, পিতামহ কহিলেন, অহো, তোমরা অতি মূঢ়! সেইজন্য ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়াছিলে ॥ ৭৭ ॥ মূঢ়বুদ্ধিরা কোনরূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়া বিদিত নহে। তোমরা ক্রূরকর্ম্মা। ধর্ম্মসর্ব্বস্ব শ্রবণ কর ॥ ৭৮ ॥ ইহা পরিজ্ঞাত হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। যে বিভু এই দেহে আত্মাতে ব্যবস্থিত আছেন ॥৭৯॥ তাঁহার আদি নাই। তিনিই মহাস্থাণু এবং সর্ব্বথা নির্লিপ্ত বলিয়া পরিসূচিত হন। মণি যেমন গুণ দ্বারা বর্ণোজ্জ্বল দেহ ধারণ করে ॥ ৮০ ॥ আত্মাও তদ্রূপ মনঃ দ্বারা কৃত হইলে, তন্ময় হইয়া থাকে। এবং মন হইতে ভেদ আশ্রয় করিলে, কর্ম্ম দ্বারা উপচিত হয় ॥ ৮১ ॥ তখন কর্ম্মবশে তাহার যথাক্রমে স্বর্গনরকভোগ হইয়া থাকে। এই কারণে ধীমান্ ব্যক্তি তত্তৎ শুদ্ধি-সাধন সহায়ে মনঃ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের শুদ্ধিবিধান করিবে ॥ ৮২ ॥ সেই আত্মাকে জানিতে পারিলে, অন্তরাত্মা স্বয়ং নিরাকুল হইয়া থাকেন। এবং শারীরিক ক্লেশপরম্পরায় কখন দহ্যমান হন না ॥ ৮৩ ॥ যাহার মনঃ শুদ্ধিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই শুদ্ধিলাভ করে। সৎক্রিয়া সকল পাতক-পরম্পরা হইতে লোককে পরিত্রাত করে ॥ ৮৪ ॥ যেহেতু, দেহ অতিমাত্র মলিন হইলে, শীঘ্র

যস্মাদত্যাবিলং দেহং ন শীঘ্রং শুদ্ধ্যতে কিল। তেন লোকেষু মার্গোঽয়ং সৎপথস্য প্রবর্ত্তকঃ ॥৮৫॥
বর্ণাশ্রমবিভাগোঽয়ং লোকাধ্যক্ষেণ কেনচিৎ। নিবৃত্তমেতদমাহাত্ম্যং নিরূবোত্তমজ্ঞানিনাং ॥ ৮৬ ॥
ভবন্তঃ ক্রোধকামাভ্যামভিভূতাশ্রমে স্থিতাঃ। জ্ঞানিনামাশ্রমো বেশ্ম বেশ্মাশ্রমমযোগিনাং ॥ ৮৭ ॥
ক্ব চ ন্যস্তসমস্তেচ্ছা ক্ব চ নারীময়ো ভ্রমঃ। ক্ব ক্রোধ ঈদৃশো ঘোরো যেনাত্মানং ন জানথ ॥ ৮৮ ॥
যৎ ক্রোধনো যজতি যচ্চ দদাতি নিত্যং যদ্বা তপস্তপতি যচ্চ জুহোতি তস্য। প্রাপ্নোতি নৈব কিমপি
ফলং হি লোকে মোঘং ফলং তস্য হি কোপনস্য ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে ব্রহ্মানুশাসনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব্ব এব তে। পুনরেব চ পপ্রচ্ছুর্জগতঃ শ্রেয়ঙ্কারণং ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ। গচ্ছামঃ শরণং দেবং শূলপাণিং ত্রিলোচনং। প্রসাদাদ্দেবদেবস্য ভবিষ্যথ যথা পুরা ॥ ২ ॥ ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সার্দ্ধং কৈলাসং গিরিমুত্তমং। দদৃশুস্তে সমাসীনমুময়া সহিতং হরং ॥ ৩ ॥ ততঃ স্তোতুং সমারব্ধো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। দেবাধিদেবং বরদং ত্রৈলোক্যস্য শিবং প্রভুং ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ। অনন্তায় নমস্তুভ্যং বরদায় পিনাকিনে। মহাদেবায় দেবায় স্থাণবে পরমাত্মনে ॥ ৫ ॥ নমোঽস্তু ভুবনেশায় তুভ্যং তারক সর্ব্বদা। জ্ঞানানাং দায়কো দেবস্ত্বমেকঃ পুরু-

---

শুদ্ধলাভ করে না। এইজন্য লোকপরম্পরায় এই মার্গই সৎপথপ্রবর্ত্তক ॥ ৮৫ ॥ প্রচলিত বর্ণাশ্রমবিভাগ কোন লোকাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে মোক্ষের মাহাত্ম্য নাই ॥ ৮৬॥ কিন্তু তোমরা আশ্রমস্থ হইয়াও, ক্রোধ ও কামে অভিভূত হইয়াছ। আশ্রমই জ্ঞানিগণের গৃহ। এবং গৃহই অযোগিগণের আশ্রম ॥ ৮৭ ॥ কোথায় সমস্তবাসনাপরিত্যাগ; আর কোথায় নারীময় ভ্রম এবং কোথা ই বা ঈদৃশ ভয়াবহ ক্রোধ। ইহা দ্বারা আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥ ক্রোধবশ হইয়া পূজা করিলে, দান করিলে, তপস্যা করিলে, এবং হোম করিলে, কিছুরই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সকলই ব্যর্থ হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ব্রহ্মানুশাসন নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৩ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া, ঋষিগণ সকলেই তাঁহারে পুনরায় জগতের শ্রেয়ঃকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আমরা ভগবান্ শূলপাণি ত্রিলোচনের শরণ গ্রহণ করি, চল। তবে মরা সেই দেবদেবের প্রসাদে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২ ॥

পিতামহ এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলে তাঁহার সমভিব্যাহারে গিরিবর কৈলাসে গমন করিয়া, দেখিলেন, ভগবান্ ভব দেবী উমার সহিত উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের অধিদেব, সকলের বরদাতা, ত্রিলোকের প্রভু শিবের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তুমি অনন্ত, তোমাকে নমস্কার। তুমি বরদাতা ও পিনাকধনু ধারণ কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্থাণু, পরমাত্মা, দেব ও মহাদেব ॥ ৫ ॥ তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, ও সর্ব্বদা সকলকে উদ্ধার করিয়া থাক। তুমি সকলের জ্ঞানদাতা, তুমি অদ্বয়স্বরূপ দেব ও

যোত্তম ॥ ৬ ॥ নমস্তে পদ্মগর্ভায় হৃৎপদ্মশায়িনে নমঃ। ঘোরশাস্তিতপাপায় চণ্ডক্রোধ নমো-হস্তু তে ॥ ৭ ॥ নমস্তে দেব বিশ্বেশ নমস্তে সুরনায়ক। শূলপাণে নমস্তেহস্তু নমস্তে বিশ্বভাবন ॥ ৮ ॥ এবং স্তুতো মহাদেবো ব্রহ্মণা ঋষিভিস্তদা। উবাচ তানাব্রজত লিঙ্গধো ভবিতা পুনঃ ॥৯॥ ক্রিয়তাং মদ্বচঃ শীঘ্রং যেন মে প্রীতিরুত্তমা। ভবিষ্যতি প্রতিষ্ঠায়াং লিঙ্গস্যাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ যে লিঙ্গং পূজয়িষ্যন্তি মামকং ভক্তিমাশ্রিতাঃ। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥১১॥ সর্ব্বেষামপি পাপানাং কৃতানামপি জানতা। শুদ্ধ্যতে লিঙ্গপূজায়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২ ॥ যুষ্মাভিঃ পাতিতং লিঙ্গং তারয়িত্বা মহৎ সরঃ। সন্নিহত্যাং তু বিখ্যাতং তস্মিন্ শীঘ্রং প্রতিষ্ঠিতং ॥১৩॥ যথাভিলষিতং কামং ততঃ প্রাপ্স্যথ ব্রাহ্মণাঃ। স্থাণুর্নাম হি লোকেষু পূজনীয়ো দিবৌকসাং ॥ ১৪ ॥ স্থাণ্বীশ্বরে স্থিতো যস্মাৎ ততঃ স্থাণ্বীশ্বরঃ স্মৃতঃ। যে স্মরন্তি সদা স্থাণুং তে মুক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১৫ ॥ শুদ্ধদেহা ভবিষ্যন্তি দর্শনান্মোক্ষগামিনঃ। ইত্যেবমুক্তা দেবেন ঋষয়ো ব্রহ্মণা সহ ॥ ১৬ ॥ তস্মাদ্দারুবনাল্লিঙ্গং নেতুং সমুপচক্রমুঃ। তচ্চালয়িতুমশক্তাঃ দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ ॥ ১৭ ॥ শ্রমেণ মহতা যুক্তা ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ। তেষাং শ্রমাভিপন্নানামিদং ব্রহ্মাব্রবী-দ্বচঃ ॥ ১৮ ॥ কিম্বা শ্রমেণ মহতা ন যূয়ং বহনক্ষমাঃ। স্বেচ্ছয়া পতিতং লিঙ্গং দেবদেবেন শূলিনা ॥ ১৯ ॥ তস্মাত্তমেব শরণং যাস্যামঃ সহিতাঃ সুরাঃ। প্রসন্নশ্চ মহাদেবঃ স্বয়মেব সমেষ্যতি ॥ ২০ ॥ ইত্যেবমুক্তা ঋষয়ো দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ। কৈলাসং গিরিমাসাদ্য রুদ্রদর্শন-

---

পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥ তুমি পদ্মগর্ভ, তোমাকে নমস্কার। তুমি হৃৎপদ্মে শয়ন করিয়া আছ, তোমারে নমস্কার। তুমি ভয়াবহ পাপ সকল বিনাশিত কর, এবং তোমার ক্রোধ অতি ভয়ঙ্কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ তুমি দেব ও বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সুরগণের নায়ক, তোমাকে নমস্কার। তুমি শূলপাণি, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বভাবন, তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা ও ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গমন কর, পুনর্ব্বার লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইবে ॥ ৯ ॥ তোমরা শীঘ্র আমার আদেশ প্রতিপালন কর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেই, আমি পরমপ্রীতিমান্ হইব, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০ ॥ যাহারা ভক্তি আশ্রয় করিয়া, মদীয় লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহাদের কখনও কোন বস্তুই দুর্লভ হইবে না ॥ ১১ ॥ অধিক কি, লিঙ্গের পূজা করিলে, জ্ঞানকৃত সমুদায় পাপও বিনাশ পাইবে ; এ বিষয়ে বিচারণার আবশ্যকতা নাই ॥ ১২ ॥ তোমাদের পাতিত লিঙ্গ সন্নিহতীতে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, মহাসরের উদ্ধার করিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ১৩ ॥ তাহা হইলেই, তোমরা যথাভিলষিত সিদ্ধি সংগ্রহ করিবে। স্থাণু নামে ঐ লিঙ্গ দেবগণের পূজনীয় হইবে ॥১৪॥ স্থাণ্বীশ্বরে অবস্থানপ্রযুক্ত স্থাণ্বীশ্বর নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। যাহারা সর্ব্বদা স্থাণুর ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা সমুদায় পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১৫ ॥ স্থাণুর দর্শনমাত্রেই তাহাদের দেহ শুদ্ধ ও মোক্ষভোগ হইবে।

ভগবান্ শূলী এইপ্রকার কহিলে, ঋষিগণ পিতামহের সমভিব্যাহারে ॥ ১৬ ॥ লিঙ্গকে সেই দারুবন হইতে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু দেবগণ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়াও, তাহার চালনা করিতে পারিলেন না ॥ ১৭ ॥ তখন একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পিতামহ সেই শ্রমাভিপন্ন দেবতাদিগকে কহিলেন ॥ ১৮ ॥ তোমাদের আর অতিশ্রমে প্রয়োজন নাই। কেন না, তোমরা লিঙ্গের বহন করিতে কোনমতেই সমর্থ হইবে না। দেবদেব শূলী স্বেচ্ছাবশেই লিঙ্গ পাতিত করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ অতএব সুরগণ! সকলে মিলিয়া তাঁহারই শরণগ্রহণ করিব। মহাদেব প্রসন্ন হইলে, স্বয়ং লিঙ্গের চালনা করিবেন ॥ ২০ ॥

কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২১ ॥ ন চ পশ্যন্তি তে দেবং ততশ্চিন্তাসমন্বিতাঃ। ব্রহ্মাণমূচুর্নিষ্কঃ ক স দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ ততো ব্রহ্মা চিরং ধ্যাত্বা দেবদেবং মহেশ্বরং। হস্তিরূপেণ তিষ্ঠন্তং মুনিভিঃ-র্মানসৈর্বৃতং ॥ ২৩ ॥ অথ তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ। গতা মহৎ সরঃ পুণ্যং যত্র দেবঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ ন চ পশ্যন্তি তে দেবমন্বিষন্তস্ততস্ততঃ। ততশ্চিন্তান্বিতা দেবা ব্রহ্মণা সহিতাস্তথা ॥ ২৫ ॥ পশ্যন্তি দেবীং সুপ্রীতাং কমণ্ডলুবিভূষিতাং। প্রীয়মাণা ভবাদেবমিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥ ক দেবি মাতর্দ্দেবেশো দৃশ্যতে সর্ব্বদঃ সমঃ। শ্রমেণ মহতা যুক্তা অন্বিষন্তো মহেশ্বরং ॥ ২৭ ॥ ততস্তু কৃপয়াবিষ্টা দেবী বচনমব্রবীৎ। অত্রৈবাদ্য মহাভাগাস্তং দ্রক্ষ্যথ মহেশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥ পীয়তামমৃতং দেবাস্ততো জ্ঞাস্যথ শঙ্করং। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ভবান্যা সমুদাহৃতং ॥ ২৯ ॥ সুখোপবিষ্টাস্তে দেবাঃ পপুস্তদমৃতং শুচি। অনন্তরং সুবিশ্রান্তাঃ পপ্রচ্ছুঃ পরমেশ্বরীং ॥ ৩০ ॥ ক স দেব ইহায়াতো হস্তিরূপধরঃ স্থিতঃ। দর্শিতশ্চ তদা দেব্যা সরোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥৩১॥ দৃষ্ট্বা দেবং হর্ষযুক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥৩২॥ ত্বয়া ত্যক্তং মহাদেব লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবন্দিতং। তস্য চানয়নে নান্যঃ সমর্থঃ স্যান্মহেশ্বর ॥ ৩৩ ॥ ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ দেবো ব্রহ্মাদিভির্হরঃ। জগাম ঋষিভিঃ সার্দ্ধং দেবদারুবনাশ্রমং ॥ ৩৪ ॥ তত্র গত্বা মহাদেবো হস্তিরূপধরো হরঃ। করেণ জগ্রাহ ততো লীলয়া পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥ তস্যা-

---

ঋষিগণ ও দেবগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া, ব্রহ্মার সহিত মহাদেবের দর্শনকামনায় কৈলাসাচলে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ কিন্তু তথায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, সকলেই চিন্তাক্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন, সেই ভগবান্ শূলী কোথায় ॥ ২২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা বহুক্ষণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া, অবলোকন করিলেন, মুনিগণের মানসসংবৃত দেবদেব মহেশ্বর হস্তী রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ তখন ঋষিগণ ও দেবগণ সকলে ব্রহ্মার সহিত পরমপবিত্র মহাসরোবরে গমন করিলেন, যেখানে দেব মহেশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ২৪ ॥ কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। চিন্তাক্রান্ত হৃদয়ে ব্রহ্মার সহিত ঐরূপ অন্বেষণপ্রসঙ্গে ॥ ২৫ ॥ কমণ্ডলুবিভূষিতা পরমপ্রীতিযুক্তা দেবীরে দর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ প্রীয়মাণ হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ হে দেবি! হে মাতঃ! কোথায় গেলে সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বদাতা, দেবদেব মহাদেবকে দেখিতে পাইব? আমরা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া, তাঁহারে অন্বেষণ করিতেছি ॥ ২৭ ॥

দেবী কৃপাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা অদ্য এই স্থানেই সেই মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবে ॥ ২৮ ॥ হে দেববর্গ! তোমরা অমৃত পান কর। তাহা হইলেই, মহেশ্বরকে জানিতে পারিবে। ভবানীর সমুদীরিত এবংবিধ বাক্য আকর্ণন করিয়া ॥ ২৯ ॥ দেবগণ সুখাসীন হইয়া, পরমপবিত্রভাবে অমৃত পান করিলেন। অনন্তর সম্যক্‌রূপে শ্রান্তি দূর হইলে, পরমেশ্বরীরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সেই মহাদেব হস্তিরূপ ধারণ করিয়া, এখানে আগমনপূর্ব্বক কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? তখন দেবী, সরোমধ্যে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, দেখাইয়া দিলেন ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, সবাসব সমস্ত দেবতা হর্ষিত হইয়া, পিতামহকে পুরস্কৃত করিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হে মহাদেব! আপনি যে লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার আনয়নে অপর কেহই সমর্থ হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ কহিলে, ভগবান্ হর ঋষিগণের সহিত দারুবনাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তথায় গমন করিয়া, তিনি হস্তিরূপ ধারণপূর্ব্বক করদ্বারা অনায়াসেই সেই

গৃহ্য মহাদেবঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ । নিবেশয়ামাস তদা সরঃপার্শ্বে তু পশ্চিমে ॥ ৩৬ ॥ ততো দেবাঃ সর্ব্ব এব ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ । আত্মানং সফলং দৃষ্ট্বা স্তোত্রং চক্রুর্মহেশ্বরে ॥ ৩৭ ॥ নমস্তে পরমাত্মন্ অনন্তযোনে লোকসাক্ষিন্ পরমেষ্ঠিন্ ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান জ্ঞেয় সর্ব্বেশ্বর মহাবিরিঞ্চে মহাবিভূতে মহাক্ষেত্রজ্ঞ মহাপুরুষ সর্ব্বভূতাবাস আদিদেব মহাদেব সদাশিব ঈশান দুর্ব্বিজ্ঞেয় দুরারাধ্য মহাভূতেশ্বর ত্র্যম্বক মহাযোগিন্ পরব্রহ্ম পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মবিদুত্তম ওঁকার বষট্কার স্বাহাকার স্বধাকার পরমকারণ সর্ব্বগত সর্ব্বদর্শন সর্ব্বদেব অজ সহস্রার্চ্চিঃ সুধামন্ হরধাম বংশবর্ত্ত সংবর্ত্ত সংকর্ষণ বড়বানল অগ্নীষোমাত্মক পবিত্র মহাপবিত্র মহামেঘ মহাকামহন্ হংস পরমহংস মহারাজিক মহেশ্বর মহাকামুক মহাহংস ভবক্ষয়কর সুরসিদ্ধার্চ্চিত হিরণ্যবাহ হিরণ্যরেতঃ হিরণ্যনাভ হিরণ্যাগ্রকেশ মুঞ্জকেশিন্ সর্ব্বলোকবরপ্রদ সর্ব্বানুগ্রহকর কমলেশয় হৃদয়েশয় জ্ঞানোদধে শম্ভো চ বিভো মহাযজ্ঞ মহাযাজ্ঞিক সর্ব্বযজ্ঞময় সর্ব্বযজ্ঞসংস্তুত নিরাশ্রয় সমুদ্রেশ অত্রিসম্ভূত ভক্তানুকম্পক অভগ্নযোগ যোগধর বাসুকিমহাহিবিদ্যোতিতবিগ্রহ হরিতনয়ন ত্রিলোচন জটাধর নীলকণ্ঠ চন্দ্রার্দ্ধধর উমাশরীরার্দ্ধধর শূলধর পিনাকধর খড়্গচর্ম্মধর গজচর্ম্মধর দুস্তরসংসারমহাসংহারকর প্রসীদ ভক্তজনবৎসল ॥ ৩৮ ॥ এবং স্তুতো দেবগণৈঃ সুভক্ত্যা সব্রহ্মমুখ্যৈশ্চ পিতামহেন । ত্যক্ত্বা তদা হস্তিরূপং মহাত্মা লিঙ্গে তদা সন্নিধানং চকার ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে হরস্তুতির্নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পরমেশ্বররূপী লিঙ্গকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ গ্রহণ করিয়া, মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, সরোবরের পশ্চিম পার্শ্বে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তখন দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ আত্মাকে সফল অবলোকন করিয়া, মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পরমাত্মন্ ! হে অনন্তযোনে ! হে লোকসাক্ষিন্ ! হে পরমেষ্ঠিন্ ! হে ভগবন্ ! হে সর্ব্বজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞানজ্ঞেয় ! হে সর্ব্বেশ্বর, মহাবিরিঞ্চে ও মহাবিভূতে ! হে মহাক্ষেত্রজ্ঞ ও মহাপুরুষ ! হে সর্ব্বভূতাবাস, মনোনিবাস, আদিদেব ও মহাদেব ! হে সদাশিব ! হে ঈশান ! হে দুর্ব্বিজ্ঞেয় ! হে দুরারাধ্য ! হে মহাভূতেশ্বর ! হে পরমেশ্বর ! হে মহাযোগেশ্বর ! হে ত্র্যম্বক ! হে মহাযোগিন্ ! হে পরব্রহ্ম ও পরমজ্যোতিঃ ! হে ব্রহ্মবিদুত্তম ! হে ওঁকার, বষট্কার, স্বাহাকার ও স্বধাকার ! হে পরমকারণ, সর্ব্বগত ও সর্ব্বদর্শন ! হে সর্ব্বশক্ত ও সর্ব্বদেব ! হে অজ ! হে সহস্রার্চ্চিঃ ! হে সুধামন্ ও হরধাম ! হে বংশবর্ত্ত ও সংবর্ত্ত ! হে সংকর্ষণ, বড়বানল ও অগ্নীষোমাত্মক ! হে পবিত্র ও মহাপবিত্র ! হে মহামেঘ ও মহাকামহন্ ! হে হংস ও পরমহংস ! হে মহারাজিক, মহেশ্বর, মহাকামুক ও মহাহংস ! হে ভবক্ষয়কর ! হে সুরসিদ্ধার্চ্চিত হিরণ্যবাহ, হিরণ্যরেতঃ, হিরণ্যনাভ ও হিরণ্যাগ্রকেশ ! হে মুঞ্জকেশিন ! হে সর্ব্বলোকবরপ্রদ ও সর্ব্বানুগ্রহকর ! হে কমলেশয় ও হৃদয়েশয় ! হে জ্ঞানোদধে ! হে শম্ভো, বিভো, মহাযজ্ঞ, মহাযাজ্ঞিক, সর্ব্বযজ্ঞময় ও সর্ব্বযজ্ঞসংস্তুত ! হে নিরাশ্রয় ! হে সমুদ্রেশ ! হে অত্রিসংভূত ! হে ভক্তানুকম্পক ! হে অভগ্নযোগ ! হে যোগধর ! হে বাসুকিমহাহিবিদ্যোতিতবিগ্রহ ! হে হরিতনয়ন, ত্রিলোচন, জটাধর, নীলকণ্ঠ, চন্দ্রার্দ্ধধর, উমাশরীরার্দ্ধধর, শূলধর, পিনাকধর, খড়্গচর্ম্মধর ও গজচর্ম্মধর ! হে দুস্তরসংসারমহাসংহারকর ! হে ভক্তবৎসল ! তোমারে নমস্কার, তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মমুখ্য দেবগণ ও স্বয়ং পিতামহ ভক্তিসহকারে এই প্রকারে স্তব করিলে, মহাত্মা মহাদেব তৎক্ষণাৎ হস্তিরূপ ত্যাগ করিয়া, সেই লিঙ্গমধ্যে সন্নিধান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরস্তুতি নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৪ ॥

সনৎকুমার উবাচ। অথোবাচ মহাদেবো দেবান্ ব্রহ্মপুরোগমান্। ঋষীণাং চৈব প্রত্যক্ষং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমং ॥ ১ ॥ এতৎ সন্নিহিতং প্রোক্তং সরঃ পুণ্যতমং মহৎ। ময়োপবেশিতং যস্মাত্তস্মান্মুক্তিপ্রদায়কং ॥ ২ ॥ ইহ যে পুরুষাঃ কেচিদ্ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ। লিঙ্গস্য দর্শনাদেব প্রাপ্স্যন্তি পরমং পদং ॥ ৩ ॥ অহন্যহনি তীর্থানি আসমুদ্রাৎ সরাংসি চ। স্থাণুতীর্থং সমেষ্যন্তি মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥ ৪ ॥ স্তোত্রেণানেন সততং যে মাং স্তোষ্যন্তি ভক্তিতঃ। তস্যাহং সুলভো নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৫॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রো হ্যন্তর্দ্ধানং গতঃ প্রভুঃ। দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে স্বানি স্থানানি ভেজিরে ॥ ৬ ॥ ততো নিরন্তরং স্বর্গং মানুষৈর্মিশ্রিতং কৃতং। স্থাণুলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যদর্শনাৎ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণঃ শরণং যযুঃ। তানুবাচ তদা ব্রহ্মা কিমর্থমিহ চাগতাঃ ॥ ৮ ॥ ততো দেবাঃ সর্ব্ব এব ইদং বচনমব্রুবন্। মানুষেভ্যো ভয়ং জাতং রক্ষাস্মাকং পিতামহ ॥ ৯ ॥ তানুবাচ তদা ব্রহ্মা দেবং ত্রিদশনায়কং। পাংশুনা পূর্য্যতাং শীঘ্রং সার্দ্ধং শক্রেহিতং কুরু ॥ ১০ ॥ ততো ববর্ষ ভগবান্ পাংশুনা পাকশাসনঃ। সপ্তাহং পূরয়ামাসুঃ সেন্দ্রা দেবাস্তদা স্থিতাঃ ॥ ১১ ॥ তং দৃষ্ট্বা পাংশুবর্ষঞ্চ দেবদেবো মহেশ্বরঃ। করেণ ধারয়ামাস লিঙ্গং তীর্থবটং তথা ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং পাদ্যং যত্রোদকং স্থিতং। তস্মিন্ স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩ ॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং বটলিঙ্গস্য চান্তরে। তস্য প্রীতাশ্চ পিতরো দাস্যন্তি ভুবি দুর্লভং ॥ ১৪ ॥ পূরিতন্তু ততো দৃষ্ট্বা ঋষয়ঃ সর্ব্ব এবতে।

সনৎকুমার কহিলেন, অনন্তর মহাদেব পিতামহপ্রমুখ দেবগণকে ঋষিগণের সমক্ষে তীর্থমাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ এই সন্নিকর্ষস্থ সরঃ নিরতিশয় পুণ্যতম বলিয়া, কথিত হইয়া থাকে। যেহেতু, আমি ইহা উপবেশিত করিয়াছি, সেইজন্য ইহ মুক্তিপ্রদায়ক ॥ ২ ॥ এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, যে কোন পুরুষ আগমনপূর্ব্বক লিঙ্গ দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার পরমপদ সাক্ষাৎকারে সমাগত হয় ॥ ৩ ॥ দিবাকর গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে সমাগত হইলে প্রতিদিন সমুদায় সরোবর ও সমুদ্র পর্য্যন্ত তীর্থ সকল স্থাণুতীর্থে আগমন করিবে ॥৪॥ আর, যাহারা ভক্তিসহকারে উল্লিখিত স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, আমি নিত্য তাহাদের সুলভ হইব, সংশয় নাই ॥ ৫ ॥ এই বলিয়া, ভগবান্ রুদ্র অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ ও ঋষিগণ সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

এদিকে স্থাণুলিঙ্গের মাহাত্ম্যসন্দর্শনে লোক সকল স্বর্গ লাভ করিতে লাগিল। তাহাতে স্বর্গভুবন মানুষে এককালে মিশ্রিত হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ তদ্দর্শনে দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিজন্য আগমন করিয়াছ? ॥ ৮ ॥ দেবগণ প্রত্যুত্তর করিলেন, আমরা মানুষ হইতে ভীত হইয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥ পিতামহ সেই সকল দেবতা ও তাঁহাদের নেতা ইন্দ্রকে কহিলেন, তোমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, পাংশু দ্বারা পূরণ ও দেবরাজের হিত বিধান কর ॥ ১০ ॥ তখন স্বয়ং ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র পাংশু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ এক সপ্তাহ পাংশু বর্ষণ করিয়া, পরিপূর্ণ করিলে ॥ ১১ ॥ দেবদেব মহেশ্বর সেই পাংশুবৃষ্টি দৃষ্টিগোচর করিয়া, হস্ত দ্বারা লিঙ্গ ও তীর্থবট ধারণ করিলেন ॥ ১২ ॥ এই কারণেই ঐ তীর্থ পুণ্যতম হইয়াছে; যেখানে পাদোদক প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ তীর্থে স্নান করিলে, সমুদায় তীর্থেই স্নান করা হয় ॥ ১৩ ॥ যাহারা সেই বটলিঙ্গের অন্তরে শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তাহাদের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া, তাহাকে পৃথিবীদুর্লভ দান করেন ॥ ১৪ ॥

পাংশুনা সর্ব্বগাত্রাণি স্পৃশন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ১৫ ॥ তেপি নির্ধূতপাপাশ্চ পাংশুনা মুনয়ো গতাঃ। পূজ্যমানাঃ সুরগণৈঃ প্রয়াতা ব্রহ্মণঃ পদং ॥ ১৬ ॥ যে তু সিদ্ধা মহাত্মানস্তে লিঙ্গং পূজয়ন্তি চ। ব্রজন্তি পরমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্লভাং ॥ ১৭ ॥ এবং জ্ঞাত্বা তদা ব্রহ্মা লিঙ্গং শৈলময়ং তদা। আদ্যং লিঙ্গং তদা স্থাপ্য তস্যোপরি বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ ততঃ কালেন মহতা তেজসা তস্য রঞ্জিতং। তস্যাপি স্পর্শনাৎ সদ্যঃ পরম্পদমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দেবৈঃ পুনর্ব্রহ্মা বিজ্ঞপ্তো দ্বিজসত্তমাঃ। এতে যান্তি পরাং সিদ্ধিং লিঙ্গস্য দর্শনাৎ পরাং ॥ ২০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা দেবানাং হিতকাম্যয়া। উর্দ্ধ্যুপরি লিঙ্গানি সপ্ত তত্র চকার হ ॥ ২১ ॥ ততো যে মুক্তিকামাশ্চ সিদ্ধাশ্রমপরায়ণাঃ। সেব্য পাংশুং প্রযত্নেন প্রযাতাঃ পরমপদং ॥ ২২ ॥ পাংশবোপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ। মহাদুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ প্রযান্তি পরমপদং ॥ ২৩ ॥ অজ্ঞানজ্জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা। নশ্যতে দুষ্কৃতং সর্ব্বং স্থাণুতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৪ ॥ লিঙ্গস্য দর্শনান্মুক্তিঃ স্পর্শনাচ্চ বটস্য চ। তৎসন্নিধৌ জলে স্নাত্বা প্রাপ্নোত্যভিমতং ফলং ॥ ২৫ ॥ পিতৄণাং তর্পণং যস্তু জলে তস্মিন্ করিষ্যতি। বিন্দৌ বিন্দৌ তু তোয়স্য হ্যনন্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ যস্তু কৃষ্ণতিলৈঃ শ্রাদ্ধং স্থাণোর্লিঙ্গস্য পশ্চিমে। তর্পয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স প্রীণয়েদ্যুগত্রয়ং ॥ ২৭ ॥ যাবন্মন্বন্তরং প্রোক্তং যাবল্লিঙ্গস্য চ স্থিতিঃ। তাবৎ প্রীতাশ্চ পিতরঃ পিবন্তে জলমুত্তমং ॥ ২৮ ॥ কৃতে যুগে সান্নিহত্যাস্ত্রেতায়াং বায়ুসংজ্ঞিতং। কলিদ্বাপরয়োর্ম্মধ্যে কূপে রুদ্রহ্রদং স্মৃতং ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ঋষিগণ উহা পূরিত অবলোকন করিয়া, সকলেই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, পাংশু দ্বারা সমুদায় শরীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ তদ্দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও স্বর্গভবনে সমাগত এবং তথায় সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, চরমে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ যে সকল মহানুভব সিদ্ধপুরুষ লিঙ্গের পূজা করেন, তাঁহারা পুনরাবৃত্তিদুর্লভ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥

এইরূপে পিতামহ ব্রহ্মা লিঙ্গকে শৈলময় অবগত হইয়া, তাহার উপরি আদ্যলিঙ্গ স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, তদীয় তেজে তাহা রঞ্জিত হইয়া উঠিল। লোক সকল তাহারও স্পর্শমাত্র সিদ্ধ হইয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ হে দ্বিজসত্তমবর্গ! তখন দেবগণ পুনর্ব্বার ব্রহ্মার গোচরে নিবেদন করিলেন, এই সকল লোক লিঙ্গের দর্শনমাত্র পরম সিদ্ধি লাভ করিতেছে ॥ ২০ ॥ ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রবণ করিয়া, দেবগণের হিতকামনায় উপর্য্যুপরি সাতটী লিঙ্গ স্থাপন করিলেন ॥ ২১ ॥ তখন সিদ্ধাশ্রমপরায়ণ মুক্তিকাম পুরুষগণ প্রযত্নসহকারে সেই পাংশু সেবন করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্রে বায়ুবশে পাংশুরাশি সমুদীরিত হইলে, মহাদুষ্কর্ম্মা পুরুষগণও তাহার স্পর্শমাত্র পরম পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারেও পাপ করিলে, স্থাণুতীর্থের প্রভাবে সেই দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ॥ ২৪ ॥ লিঙ্গের দর্শন করিলে, যেমন মুক্তি হয়, বটের স্পর্শ করিলেও তদ্রূপ মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। আবার, তাহার সান্নিধ্যে জলে স্নান করিলেও, অভিমত ফলসংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি সেই সলিলে পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহার বিন্দুতে বিন্দুতে অনন্ত ফলভাগী হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি স্থাণুলিঙ্গের পশ্চিমে কৃষ্ণতিল দ্বারা শ্রাদ্ধ এবং শ্রদ্ধাসহকারে তর্পণ করে, সে যুগত্রয় আপ্যায়িত করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ এবং এইরূপ কথিত হইয়াছে, যতদিন মন্বন্তর অবস্থিতি করে এবং যাবৎ লিঙ্গ বিরাজমান হন, তাবৎ পিতৃগণ প্রীতিমান্ হইয়া, সেই উৎকৃষ্ট সলিল পান করেন ॥ ২৮ ॥ সত্যযুগে সান্নিহত্য, ত্রেতায় বায়ুসংজ্ঞিত এবং কলি ও দ্বাপরের মধ্যে কূপে রুদ্রহ্রদ বিরাজ করে, বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ সাধু পুরুষ চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে

চৈত্রস্য কৃষ্ণপক্ষে চ চতুর্দ্দশ্যাং নরোত্তমঃ। স্নাত্বা রুদ্রকরে তীর্থে পরমপদমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩০॥ যস্তু বটে স্থিতো রাত্রৌ ধ্যায়তে পরমেশ্বরং। স্থাণোর্ব্বটপ্রসাদেন স চিন্তিতং ফলং লভেৎ॥৩১।
ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থাণুবটমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫॥

ষট্ চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। স্থাণোর্ব্বটস্যোত্তরতঃ শুক্রতীর্থং প্রকীর্ত্তিতং। স্থাণোর্ব্বটস্য পূর্ব্বেণ ব্যোমতীর্থং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১॥ স্থাণোর্ব্বটং দক্ষিণতো দক্ষতীর্থমুদাহৃতম্। স্থাণোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নকুলস্য গণঃ স্মৃতঃ॥ ২॥ এতানি পুণ্যতীর্থানি মধ্যোস্থাণুরিতি স্মৃতঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥ ৩॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং যস্ত্বেতানি পরিক্রমেৎ। উমা চ লিঙ্গরূপেণ হরপার্শ্বং ন মুঞ্চতি॥ ৪॥ তস্যা দর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ। বটস্য উত্তরে পার্শ্বে তক্ষকেণ মহাত্মনা॥ ৫॥ প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং সর্ব্বকামপ্রদায়কং। বটস্য পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বিশ্বকর্ম্মকৃতং মহৎ॥ ৬॥ লিঙ্গং প্রত্যঙ্মুখং দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ। তত্রৈব লিঙ্গরূপেণ স্থিতা দেবী সরস্বতী॥ ৭॥ প্রণম্য তাং প্রযত্নেন বুদ্ধিং মেধাঞ্চ বিন্দতি। বটপার্শ্বে স্থিতং লিঙ্গং ব্রহ্মণা তৎ প্রতিষ্ঠিতং॥ ৮॥ দৃষ্ট্বা বটেশ্বরং দেবং প্রযাতি পরমং পদং। ততঃ স্থাণুবটং দৃষ্ট্বা কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণং॥৯॥ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। স্থাণোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নকুলীশো গণঃ স্মৃতঃ॥ ১০॥ তমভ্যর্চ্য প্রযত্নেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে তীর্থং রুদ্রাকরং স্মৃতং॥ ১১॥ তস্মিন্ স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থে স্নাতো ভবতি

রুদ্রকরতীর্থে স্নান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ৩০॥ যে ব্যক্তি স্থাণুবটে অবস্থিতি করিয়া, রাত্রিতে পরমেশ্বরের ধ্যান করে, সেই স্থাণুবটের প্রসাদে তাহার যাবতীয় অভীষ্ট ফল লাভ হয়॥ ৩১॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্থাণুবটমাহাত্ম্য নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৫॥

সনৎকুমার কহিলেন, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, স্থাণুবটের উত্তরে শুক্রতীর্থ; পূর্ব্বে ব্যোমতীর্থ॥ ১॥ দক্ষিণে দক্ষতীর্থ ও পশ্চিমে নকুলগণ প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ২॥ চতুর্দ্দিকে এই সকল পুণ্যতীর্থ, মধ্যে স্থাণু বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৩॥ অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে এই সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিবে। উমা এই লিঙ্গরূপী মহাদেবের পার্শ্ব কখন ত্যাগ করেন না॥ ৪॥ তাঁহার দর্শনমাত্রে লোকে সিদ্ধি লাভ করে।
বটের উত্তর পার্শ্বে মহাত্মা তক্ষক কর্ত্তৃক॥ ৫॥ সর্ব্বকামপ্রদায়ক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগে বিশ্বকর্ম্মার কৃত॥ ৬॥ প্রত্যঙ্মুখ মহালিঙ্গ দর্শন করিলে, সিদ্ধিলাভ হয়। দেবী সরস্বতী লিঙ্গরূপে সেই স্থানেই বিরাজমান আছেন॥ ৭॥ প্রযত্নসহকারে তাঁহারে দর্শন করিলে, বুদ্ধি ও মেধা লাভ হয়। বটপার্শ্বে যে লিঙ্গ আছে, স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন॥ ৮॥ সেই ভগবান্ বটেশ্বরকে দর্শন করিলে, পরমপদে প্রয়াণ হইয়া থাকে। অনন্তর স্থাণুবটদর্শনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলে॥ ৯॥ সপ্তদ্বীপা মেদিনী প্রদক্ষিণ করা হয়। স্থাণুর পশ্চিমদিগ্‌বিভাগে নকুলীশগণ প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ১০॥ প্রযত্নসহকারে তাহার অভ্যর্চনা করিলে, সমুদায় পাপে পরিহারপ্রাপ্তি হয়। তাহার দক্ষিণ দিগ্‌বিভাগে রুদ্রকরতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ১১॥ তাহাতে স্নান করিলে, সমুদায় তীর্থে স্নান করা হয়। তাহার উত্তর

মানবঃ। তস্য চোত্তরদিগ্ভাগে রাবণেন মহাত্মনা ॥ ১২ ॥ প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং গোকর্ণং নাম নামতঃ। আষাঢ়মাসে যা কৃষ্ণা ভবিষ্যতি চতুর্দ্দশী ॥ ১৩ ॥ তত্র স্নাত্বা সোপবাসো মুক্তো ভবতি কিল্বিষৈঃ। তত্রৈব সিদ্ধিদং লিঙ্গং মেঘনাদেন স্থাপিতং ॥ ১৪ ॥ সংপূজ্য তু যত্নেন লভতে মহতীং শ্রিয়ং। তস্য পশ্চিমদিগ্ভাগে কুম্ভকর্ণেন পূজিতং ॥ ১৫ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসি সিতে পক্ষে অষ্টম্যাং শ্রদ্ধয়া নরঃ। সোপবাসো বসেদ্যস্তু তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৬ ॥ পদে পদে যজ্ঞফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ। এতানি মুনিভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্বসুভিস্তথা ॥ ১৭ ॥ মরুদ্ভির্বহ্নিভিশ্চৈব সেবিতানি প্রযত্নতঃ। অন্যেপি প্রাণিনঃ কেচিৎ প্রবিষ্টাঃ স্থাণুমুত্তমং ॥ ১৮ ॥ তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তাঃ প্রযান্তি পরমং পদং। অস্তি যৎ সন্নিধৌ লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১৯ ॥ উমা সা লিঙ্গরূপেণ হরপার্শ্বং ন মুঞ্চতি। যশ্চ পশ্যতি গোকর্ণং তস্য পুণ্যফলং লভেৎ ॥ ২০ ॥ কামতোঽকামতো বাপি যৎ পাপং তেন সংচিতং। তস্মাদ্বিমুচ্যতে পাপাৎ পূজয়িত্বা হরং শুচিঃ ॥ ২১ ॥ কৌমারে ব্রহ্মচর্য্যেণ যৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে নরৈঃ। তৎ পুণ্যং শঙ্করং তস্যামষ্টম্যাং যোঽর্চ্চয়েচ্ছিবং ॥ ২২ ॥ যদীচ্ছেৎ পরমং রূপং সৌভাগ্যং ধনসম্পদঃ। কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যাৎ সিদ্ধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তস্য চোত্তরদিগ্ভাগে লিঙ্গং পূজ্য বিভীষণঃ। অজরশ্চামরশ্চৈব কল্পয়িত্বা বভূব হ ॥ ২৪ ॥ আষাঢস্য তু মাসস্য শুক্লায়াঞ্চাষ্টমী ভবেৎ। তস্যাং পূজ্য সোপবাসশ্চামৃতত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ পূর্ব্বে পূর্ণেরিতং লিঙ্গং তস্মিন্ স্থানে দ্বিজোত্তম। তং পূজয়িত্বা যত্নেন সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ দূষণস্ত্রিশিরাশ্চৈব তত্র পূজ্য মহেশ্বরং। যথাভিলষিতান্ কামানাপতুস্তৌ মুদান্বিতৌ ॥ ২৭ ॥ চৈত্রমাসে সিতে পক্ষে যো নরস্তত্র পূজয়েৎ। তস্য তৌ বরদৌ

দিগ্বিভাগে মহাত্মা রাবণ ॥ ১২ ॥ গোকর্ণনামে বিখ্যাত মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আষাঢ় মাসে যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ সেই সময়ে উপবাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করিলে, সমুদায় পাপ বিনাশ পাইয়া থাকে, ঐ স্থানেই মেঘনাদ যে সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ স্থাপন করেন ॥ ১৪ ॥ যত্নসহকারে তাহার অভ্যর্চ্চনা করিলে, মহাশ্রীলাভ হইয়া থাকে। তাহার পশ্চিম দিগ্বিভাগে কুম্ভকর্ণের পূজিত লিঙ্গ আছে ॥ ১৫ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসের সিতপক্ষীয় অষ্টমীতে শ্রদ্ধাপর হইয়া, অনশনসহকারে তথায় বাস করিলে, যে পুণ্যফললাভ হয়, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ পদে পদে যজ্ঞফল-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সংশয় নাই। মুনিগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ, বহ্নিগণ প্রযত্নপূর্ব্বক এই সকল তীর্থের সেবা করেন। অন্যান্য যে কোন প্রাণী এই স্থাণুতীর্থে প্রবেশ করিলে ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া, পরমপদ সংগ্রহ করে। ইহার সান্নিধ্যে দেবদেব শূলীর যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৯ ॥ উমা সেই লিঙ্গরূপী মহাদেবের পার্শ্ব কখনই পরিত্যাগ করেন না। যে ব্যক্তি গোকর্ণতীর্থ দর্শন করে, তাহারও পুণ্যফল লাভ হয় ॥ ২০ ॥ যে ব্যক্তি কামতঃ বা অকামতঃ যে পাপ করে, সে শুচি হইয়া তথায় মহাদেবের পূজা করিলে, সেই পাতক হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২১ ॥ লোকে কৌমারে ব্রহ্মচারি ব্রত অবলম্বন করিলে, যে পুণ্যলাভ করে, তথায় অষ্টমীতে শঙ্করের অর্চ্চনা করিলে, তাদৃশ পুণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥ যদি পরম রূপ, সৌভাগ্য ও ধনসম্পৎ লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, কুমারেশ্বর মাহাত্ম্যে তৎসমস্ত সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ তাহার উত্তর দিগ্বিভাগে বিভীষণ লিঙ্গের পূজা করিয়া, অজর ও অমর হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ আষাঢ়মাসে শুক্লপক্ষে যে অষ্টমী হয়, সেই তিথিতে উপবাস করিয়া, উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলে, অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ হে দ্বিজোত্তম! তথায় পূর্ণেরিতনামে বিখ্যাত যে লিঙ্গ আছে, যত্নসহকারে তাহার পূজা করিলে, সমুদায় কামনাই সিদ্ধ হয় ॥ ২৬ ॥ দূষণ ও ত্রিশিরা ঐ স্থানে মহাদেবের পূজা করিয়া, যথাভিলষিত বিষয় সকল প্রাপ্ত ও হর্ষাবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥ যে ব্যক্তি চৈত্রমাসীয় শুক্লপক্ষে তথায় মহাদেবের পূজা

দেবৌ প্রযচ্ছতোহভিবাঞ্ছিতং ॥ ২৮ ॥ স্থাণোর্ব্বটস্য পূর্ব্বেণ হস্তিপাদেশ্বরঃ শিবঃ । তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপৈরন্যজন্মনি সংস্কৃতৈঃ ॥ ২৯ ॥ তস্য দক্ষিণতো লিঙ্গং হারীতস্য ঋষেঃ স্থিতং । যৎ প্রণম্য প্রযত্নেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩০ ॥ তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু বাপী তস্য মহাত্মনঃ । লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শিবং ॥ ৩১ ॥ কঙ্কালরূপিণা চাপি রুদ্রেণ সুমহাত্মনা । প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥ ৩২ ॥ ভুক্তিদং মুক্তিদং প্রোক্তং সর্ব্বকিল্বিষনাশনং । লিঙ্গস্য দর্শনাদেব অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৩৩ ॥ তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে লিঙ্গং সিদ্ধং প্রতিষ্ঠিতং । সিদ্ধেশ্বরং তু বিখ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥ ৩৪ ॥ তস্য দক্ষিণদিগ্‌ভাগে মৃকণ্ডেন মহাত্মনা । তত্র প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং দর্শনাৎ সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥ তস্য পূর্ব্বে চ দিগ্‌ভাগে আদিত্যেন মহাত্মনা । প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গবরং সর্ব্বকিল্বিষনাশনং ॥৩৬॥ চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বো রম্ভা চাপ্সরসাম্বরা । পরস্পরং সানুরাগৌ স্থাণুদর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট্বা স্থাণুং পূজয়িত্বা সানুরাগৌ পরস্পরং । আগম্য বরদং দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরং ॥ ৩৮ ॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বরং দৃষ্ট্বা তথা রম্ভেশ্বরং দ্বিজ । সুভগো দর্শনীয়শ্চ কুলে জন্ম মাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ তস্য দক্ষিণতো লিঙ্গং বজ্রিণা স্থাপিতং পুরা । তস্য প্রসাদাৎ সংপ্রাপ্তং মনসা চিন্তিতং ফলং ॥ ৪০ ॥ পরাশরেণ মুনিনা তথৈবারাধ্য শঙ্করং । প্রাপ্তং কবিত্বং পরমং দর্শনাচ্ছঙ্করস্য চ ॥ ৪১ ॥ বেদব্যাসেন মুনিনা আরাধ্য পরমেশ্বরং । সর্ব্বজ্ঞত্বং ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাপ্তং দেবপ্রসাদতঃ ॥ ৪২ ॥ স্থাণোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে লিঙ্গং হিমবতেশ্বরং । প্রতিষ্ঠিতং পুণ্যকৃতাং দর্শনাৎ সিদ্ধিদায়কং ॥ ৪৩ ॥ তস্যাপি পশ্চিমে ভাগে কার্ত্তবীর্য্যেণ স্থাপিতং । লিঙ্গং পাপহরং সদ্যো দর্শনাৎ পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥ তস্যাপ্যুত্তরতো ভাগে

করে, মহাদেব ও মহাদেবী উভয়েই তাহার অভিবাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ স্থাণু-বটের পূর্ব্বে হস্তিপাদেশ্বর মহাদেব বিরাজমান হইতেছেন । তাঁহারে দর্শন করিলে, পরজন্মকৃত পাতক সকল নিরাকৃত হয় ॥ ২৯ ॥ তাহার দক্ষিণ দিকে মহর্ষি হারীতের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বিরাজমান হইতেছেন । প্রযত্নপূর্ব্বক যাঁহারে পূজা করিলে, লোকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে সেই মহাত্মার যে বাপী আছে, তাহাতে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত, সর্ব্বপাপহর, পরমমঙ্গলস্বরূপ লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ কঙ্কালরূপী পরমমহাত্মা স্বয়ং সেই সর্ব্বপাপ-বিনাশন মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠাপন করেন ॥ ৩২ ॥ ঐ লিঙ্গ ভুক্তি, মুক্তি ও যাবতীয়-পাপ-পরিহারক বলিয়া বিখ্যাত । উহার দর্শনমাত্র অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞফল-লাভ হয় ॥ ৩৩ ॥ উহার পশ্চিম দিগ্‌বিভাগে সিদ্ধলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । ঐ লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর নামে বিখ্যাত । যেহেতু, উহা সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করে ॥ ৩৪ ॥ উহার দক্ষিণ দিগ্‌বিভাগে মহাত্মা মৃকণ্ডু যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার দর্শনমাত্র সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৩৫ ॥ তাহার পূর্ব্বদিকে মহাত্মা আদিত্য যে লিঙ্গবর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা অশেষ কিল্বিষ বিনাশ করে ॥ ৩৬ ॥ গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদ ও অপ্সরোবরা রম্ভা পরস্পর অনুরাগরক্ত হইয়া, স্থাণুর দর্শনকামনা পরবশ হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর স্থাণুক দর্শন ও পরস্পর সানুরাগে পূজা করিয়া, দেবদেব মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করত, স্বগৃহে প্রত্যাগত হয় ॥ ৩৮ ॥ হে দ্বিজ ! সেই চিত্রাঙ্গদেশ্বর ও রম্ভেশ্বর এই উভয় লিঙ্গের দর্শন করিলে, সুভগ, দর্শনীয় ও মহাকুলে সমুৎপন্ন হওয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ তাহার দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বতন সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তদীয় প্রসাদে মনঃকল্পিত ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ তথায় মহর্ষি পরাশর মহেশ্বরের আরাধনা ও তাঁহারে দর্শন করিয়া, পরম কবিত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহর্ষি বেদব্যাসও তথায় পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া, তদীয় প্রসাদে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ॥ ৪২ ॥ স্থাণুর পশ্চিম দিগ্‌বিভাগে হিমাবুলেশ্বরনামে বিখ্যাত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । পুণ্যকৃদ্গণের স্থাপিত সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৪৩ ॥ তাহার পশ্চিমভাগে কার্ত্তবীর্য্যের স্থাপিত পাপহর লিঙ্গ দর্শন করিলে, সদ্য সমস্ত পাপহরণরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া

সুপার্শ্বেনা পিতং পুনঃ। আরাধ্য হনুমাংশ্চাপ সিদ্ধিং দেবপ্রসাদতঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। আরাধ্য বরদং দেবং চক্রমধ্যে সুদর্শনং ॥ ৪৬ ॥ তস্যাপি পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ইন্দ্রেণ বরুণেন চ। প্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গবরে সর্ব্বকামপ্রদায়কে ॥ ৪৭ ॥ এতানি মুনিভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্ব্বসুভিস্তথা। সেবিতানি প্রযত্নেন সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥৪৮॥ স্বয়ংভুবং তথা স্থাণুমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। প্রতিষ্ঠিতানি লিঙ্গানি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৪৯ ॥ তস্যাপ্যুত্তরতশ্চৈব যাবদোঘবতী নদী। সহস্রমেকং লিঙ্গানাং দেবপশ্চিমতঃ স্থিতং ॥ ৫০ ॥ তস্যাপি পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বালখিল্যৈর্মহাত্মভিঃ। প্রতিষ্ঠিতারুদ্রকোটির্যাবৎ সন্নিহিতং সরঃ ॥ ৫১ ॥ দক্ষিণেন তু দেবস্য গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষকিন্নরৈঃ। প্রতিষ্ঠিতানি লিঙ্গানি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৫২ ॥ তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটি চ লিঙ্গানাং বায়ুরব্রবীৎ। অসংখ্যাতা সহস্রাণি যদ্রুদ্রস্থানমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ এতজ্‌জ্ঞাত্বা শ্রদ্ধধানঃ স্থাণুলিঙ্গং সমাশ্রয়েৎ। যস্য প্রসাদাৎ প্রাপ্নোতি মনসা চিন্তিতং ফলং ॥ ৫৪ ॥ অকামো বা সকামো বা প্রবিশ্য স্থাণুমন্দিরং। বিমুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥৫৫॥ চৈত্রে মাসে ত্রয়োদশ্যাং দিব্যনক্ষত্রযোগিতঃ। শুক্রার্কচন্দ্রসংযোগে দিনে পুণ্যতমে শুভে ॥ ৫৬ ॥ প্রতিষ্ঠিতং স্থাণুলিঙ্গং ব্রহ্মণা লোকধারিণা। ঋষিভির্দ্দেবসংঘৈশ্চ পূজ্যতং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ৫৭ ॥ তস্মিন্‌ কালে নিরাহারা মানবাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। পূজয়ন্তি শিবং যে বৈ তেযান্তি পরমং পদং ॥ ৫৮ ॥ তদারূঢ়পদং জ্ঞাত্বা কুর্ব্বন্তি চ প্রদক্ষিণাং। প্রদক্ষিণীকৃতা তৈস্তু সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে লিঙ্গমাহাত্ম্যং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

যায় ॥ ৪৪ ॥ তাহার উত্তরভাগে সুপার্শ্বের স্থাপিত যে লিঙ্গ আছে, হনুমান্‌ তাহার আরাধনা করিয়া, তদীয় প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ তাহার পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু চক্রমধ্যে যে পরমসুন্দর ও সকলের অভীষ্টবিধায়ক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার আরাধনা করিলে, অভীষ্ট প্রতিপত্তিসংঘটন হয় ॥৪৬॥ তাহারও আবার পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগে ইন্দ্র ও বরুণ উভয়ে যে দুইটী লিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহারা উভয়েই সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

মুনিগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সকলে প্রযত্নপূর্ব্বক এই সকল পাপহর লিঙ্গের এবং স্বয়ম্ভু স্থাণুর সেবা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ অন্যান্য যে সকল লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা নাই ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ইহার উত্তর দিকে যাবৎ ওঘবতী নদী, তাবৎ স্থাণুর পশ্চিমদিকে এক সহস্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৫০ ॥ তাহারও পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগে মহাত্মা বালখিল্যগণের প্রতিষ্ঠিত রুদ্রকোটিনামে তীর্থ আছে। উহা ব্রহ্মসরের সন্নিহিত ॥ ৫১ ॥ উহার দক্ষিণদিকে গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণের প্রতিষ্ঠিত যে সকল লিঙ্গ আছে, তাহাদের সংখ্যা নাই ॥ ৫২ ॥ বায়ু বলিয়াছেন, এপর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বসমেত সার্দ্ধ তিন কোটি লিঙ্গ আছে; তদ্ভিন্ন আর কত সহস্র আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। সমুদায়ই রুদ্রস্থান আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ৫৩ ॥ ইহা অবগত হইয়া, শ্রদ্ধাসহকারে স্থাণুলিঙ্গের আশ্রয় করিবে, যাহার প্রসাদে মনঃকল্পিত ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥ অকাম বা সকাম যে কোন অবস্থায় স্থাণুমন্দিরে প্রবেশ করিলে, সমুদায় ভয়ঙ্কর পাপ বিনষ্ট ও পরমপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ৫৫ ॥ চৈত্রমাসীয় ত্রয়োদশীতে দিব্যনক্ষত্রযোগে শুক্র, অর্ক ও চন্দ্র এই সকলের সংক্রমণে পরম পবিত্র দিবসে ॥ ৫৬ ॥ লোকধারী ব্রহ্মা ঐ স্থাণুলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। ঋষিগণ ও দেবগণ তদবধি চিরকালই তাহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ সেই সময়ে নিরাহার ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, যাহারা মহাদেবের পূজা করে, তাহারা পরমপদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ যাহারা তথায় মহাদেব অধিরূঢ় আছেন, জানিয়া, প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের সপ্তদ্বীপসমন্বিত সমুদায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয় ॥৫৯॥ ইতি শ্রীবামনপুরাণে লিঙ্গস্থাণু মাহাত্ম্য নাম ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। স্থাণুতীর্থপ্রভাবস্তু শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে। কেন সিদ্ধিরিহ প্রাপ্তা সর্ব্বপাপভয়াপহা ॥ ১ ॥

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু সর্ব্বমশেষেণ স্থাণুমাহাত্ম্যমুত্তমং। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ২ ॥ একার্ণবে জগত্যস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে। বিষ্ণোর্নাভিসমুদ্ভূতঃ সর্ব্বলোক-পিতামহঃ ॥ ৩ ॥ তস্মান্মরীচিরভবন্মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ। কশ্যপাদভবত্তাস্বাংস্তস্মান্মনুরজায়ত ॥৪॥ মনোস্তু ক্ষুবতঃ পুত্র উৎপন্নো মুখসম্ভবঃ। পৃথিব্যাশ্চতুরন্তায়া রাজা ধর্ম্মস্য রক্ষিতা ॥৫॥ তস্য পত্নী বভূবাথ ভয়া নাম ভয়াবহা। মৃত্যোঃ সকাশাদুৎপন্না কালস্য দুহিতা তদা ॥ ৬ ॥ তস্যাং সমভবদ্বেণো দুরাত্মা বেদনিন্দকঃ। স দৃষ্ট্বা পুত্রবদনং ক্রুদ্ধো রাজা বনং যযৌ ॥ ৭ ॥ তত্র কৃত্বা তপো ঘোরং ধর্ম্মেণ বৃত্য রোদসী। প্রাপ্তবাংস্তৎ পরং ধাম পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভং ॥ ৮ ॥ বেণো রাজা সমভবৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে। স মাতামহদোষেণ বেণঃ কালাত্মজাত্মজঃ ॥ ৯ ॥ ঘোষয়ামাস নগরে দুরাত্মা বেদনিন্দকঃ। ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং কদাচন ॥ ১০ ॥ অহমেকোঽত্র বৈ বন্দ্যঃ পূজ্যোঽহং ভবতাং সদা। ময়া হি পালিতা যূয়ং নিবসধ্বং যথাসুখং ॥ ১১ ॥ তন্মত্তোঽন্যো ন দেবোঽস্তি যুষ্মাকং যৎ পরায়ণং। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনমৃষয়ঃ সর্ব্ব এব তে ॥১২॥ পরস্পরং সমাগম্য রাজানং বাক্যমব্রুবন্। শ্রুতিঃ প্রমাণং ধর্ম্মস্য ততো যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১৩॥ যজ্ঞৈর্ব্বিনা নো প্রীযন্তে দেবাঃ স্বর্গনিবাসিনঃ। ন প্রীতাস্তে প্রযচ্ছন্তি সস্যস্য চ বিবৃদ্ধয়ে ॥১৪॥ তস্মাদ্যজ্ঞৈশ্চ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনে! আমি স্থাণুতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। কোন্ ব্যক্তি এখানে সর্ব্ব বধ-পাপভয়বিনাশিনী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন? ॥ ১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, স্থাণুমাহাত্ম্য সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিলে, লোকে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥২॥ এই জগৎ একার্ণব ও তৎসংকারে স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, বিষ্ণুর নাভি হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার জন্ম হয় ॥ ৩ ॥ তাঁহা হইতে মরীচি প্রাদুর্ভূত হন। মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতে ভাস্বানের জন্ম হয়। ভাস্বানের পুত্র মনু ॥ ৪ ॥ মনু ক্ষুৎকারে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার মুখসংভব পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্র সাগরান্তা পৃথিবীর রাজা ও ধর্ম্মের রক্ষিতা হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ তাঁহার পত্নীর নাম ভয়া। তিনি সকলেরই ভয়াবহা ছিলেন। তিনি মৃত্যুরূপী কাল হইতে সমুৎপন্না হন ॥ ৬ ॥ তাঁহার গর্ভে দুরাত্মা বেদনিন্দক বেণের জন্ম হয়। রাজা ক্রুদ্ধ পুত্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া, অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ তথায় ঘোর তপস্যা ও ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত করিয়া, পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভ পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ তখন বেণ সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের রাজপদ গ্রহণ করিলেন। সেই কালাত্মজাত্মজ বেণ মাতামহের দোষে ॥ ৯ ॥ দুরাত্মা ও বেদনিন্দক হইয়া, নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, কেহ কখন দান করিবে না, যজ্ঞ করিবে না ও হোম করিবে না ॥ ১০ ॥ এক আমিই সংসারে তোমাদের বন্দনীয় ও সর্ব্বদা পূজনীয়। আমিই তোমাদের পালন করিতেছি। তোমরা সুখে বাস কর ॥ ১১ ॥ সংসারে অন্য কোন দেবতা নাই, যাহাকে অদ্বিতীয়রূপে আশ্রয় করিতে পার।

ঋষিগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই ॥ ১২ ॥ পরস্পর সমাগত হইয়া, রাজাকে বলিতে লাগিলেন, শ্রুতি ধর্ম্মের প্রমাণ। তাহাতেই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৩ ॥ যজ্ঞ ব্যতিরেকে স্বর্গবাসী অমরগণের প্রীতি সমুৎপন্ন হয় না। তাঁহারা প্রীত না হইলে, শস্যবিবৃদ্ধির জন্য বর্ষণ করেন না ॥ ১৪ ॥ এইরূপে যজ্ঞ ও দেবগণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন।

সেবৈশ্চ পূজ্যতে সচরাচরং। এতচ্ছ্রুত্বা ক্রোধদৃষ্টির্বেণঃ প্রাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ ন যষ্টব্যং ন দাতব্যমিত্যাহ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টা ঋষয়ঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ১৬ ॥ নির্জঘ্নুর্মন্ত্রপূতৈস্তে কুশৈর্বজ্রসমৈর্ব্রতৈঃ। ততস্ত্বরাজকে লোকে তমসা সংবৃতে তদা ॥ ১৭ ॥ দস্যুভিঃ পীড্যমানাস্তানৃষীংস্তে শরণং যযুঃ। ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে মমন্থুস্তস্য বৈ করং ॥১৮॥ সব্যং তস্মাৎ সমুত্তস্থৌ পুরুষো হ্রস্বদর্শনঃ। তমূচুর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে নিষীদ তু ভবানিতি ॥ ১৯ ॥ তস্মান্নিষাদা উৎপন্না বেণকল্মষসম্ভবাঃ। ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে মমন্থুর্দক্ষিণং করং ॥ ২০ ॥ মথ্যমানে করে তস্মিন্নুৎপন্নঃ পুরুষোঽপরঃ। বৃহচ্ছৈলপ্রতীকাশো দিব্যলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ২১ ॥ ধনুর্ব্বাণাঙ্কিতকরশ্চক্রধ্বজসমন্বিতঃ। তমুৎপন্নং তদা দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ২২ ॥ অভ্যষিঞ্চন্ পৃথিব্যাস্তং রাজানং ভূমিপালকং। ততঃ স রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মেণ পৃথিবীং তদা ॥ ২৩ ॥ পিত্রা বিরঞ্জিতা তস্য তেন সা পরিপালিতা। ততো রাজেতি শব্দোঽস্য পৃথিব্যাং রঞ্জনাদভূৎ ॥২৪॥ স রাজ্যং প্রাপ্য বৈণস্তু চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ। পিতা মম অধর্ম্মিষ্ঠো যজ্ঞবিচ্ছিত্তিকারকঃ ॥ ২৫ ॥ কথং তস্য ক্রিয়া কার্য্যা পরলোকসুখাবহা। ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য নারদোঽভ্যাজগাম হ ॥ ২৬ ॥ তস্মৈ স চাসনং দত্বা প্রণিপত্য চ পৃষ্টবান্। ভগবন্ সর্ব্বলোকস্য জানাসি ত্বং শুভাশুভং ॥ ২৭ ॥ পিতা মম দুরাচারো দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ। স্বধর্ম্মরহিতো বিপ্র পরলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ ততোঽব্রবীন্নারদস্তং জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা। ম্লেচ্ছমধ্যে সমুৎপন্নং ক্ষয়কুষ্ঠসমন্বিতঃ ॥ ২৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা

এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, বেণ ক্রোধদৃষ্টিসঞ্চালন সহকারে বারংবার বলিতে লাগিলেন, কেহই দান বা যজ্ঞ করিতে পাইবে না ॥ তিনি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, এইরূপ কহিলে, ঋষিগণ সকলে জাতক্রোধ হইয়া ॥ ১৫ ॥ তাঁহারে বজ্রসমন্বিত মন্ত্রপূত কুশসমূহ দ্বারা নিহত করিলেন। তখন রাজ্য অরাজক হইলে, অন্ধকারে সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ॥ ১৭ ॥ তন্নিবন্ধন, লোক সকল দস্যুগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া, ঐ সকল ঋষির শরণাপন্ন হইল। তদ্দর্শনে ঋষিগণ সকলে মিলিয়া, বেণের কর মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ সেই সব কর মথিত হইলে, তাহা হইতে হ্রস্বদর্শন পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঋষিগণ তাহাকে কহিলেন, তুমি নিষীদ অর্থাৎ নিষণ্ণ হও ॥ ১৯ ॥ ঐ পুরুষ হইতে বেণের কল্মষসম্ভূত নিষাদ সকল সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর ঋষিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলেন ॥২০॥ দক্ষিণ কর মথ্যমান হইলে, তাহা হইতে অপর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পুরুষ বৃহৎপর্ব্বতপ্রতিম ও দিব্যলক্ষণলক্ষিত ॥ ২১ ॥ তদীয় হস্ত ধনুর্ব্বাণাঙ্কিত ও চক্রধ্বজসংযুক্ত। সবাসব সমস্ত অমরবর্গ সেই উৎপন্ন পুরুষকে অবলোকন করিয়া, তাঁহারে পৃথিবীতে ভূমিপাল রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর রঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ তদীয় পিতা বেণ পৃথিবীর বিরসতা সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি তাহারে পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথিবীর রঞ্জন করাতে তাঁহার নাম রাজা হইল ॥ ২৪ ॥ সেই বেণতনয় রাজ্য প্রাপ্ত ও রাজা হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, মদীয় পিতা নিতান্ত অধার্ম্মিক ছিলেন এবং যজ্ঞ সকলের উৎসাদন করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ কিরূপে কীদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার পরলোকে সুখভোগ হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নারদ সমাগত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন তিনি দেবর্ষিকে বসিতে আসন দিয়া, প্রণাম করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি সকল লোকেরই শুভাশুভ সবিশেষ বিদিত আছেন ॥ ২৭ ॥ মদীয় পিতা দুরাচার, বেদনিন্দক ও স্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিলেন। তদবস্থাতেই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ দেবর্ষি নারদ দিব্য দৃষ্টি সহায়ে অবগত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, তোমার পিতা ম্লেচ্ছমধ্যে সমুৎপন্ন ও ক্ষয়কুষ্ঠসমন্বিত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

বচনং তস্য নারদস্য মহাত্মনঃ। চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তঃ কথং কার্য্যং ময়া ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য মতির্জ্জাতা মহাত্মনঃ। পুত্রঃ স কথ্যতে লোকে যঃ পিতৃংস্ত্রায়তে ভয়াৎ। এবং সঞ্চিন্ত্য স তদা নারদং পৃষ্টবান্মুনিং ॥ ৩১ ॥

নারদ উবাচ। গচ্ছ ত্বং তস্য তং দেহং তীর্থেষু কুরু নির্ম্মলং। যত্র স্নাতো মহত্তীর্থং সরঃ সন্নিহিতং প্রতি ॥ ৩২ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং নারদস্য মহাত্মনঃ। চিন্তয়ামাস তং দেশং রাজা স চ জগাম হ ॥ ৩৩ ॥ স গত্বা উত্তরং দেশং ম্লেচ্ছমধ্যে দদর্শ হ। কুষ্ঠরোগেণ তং বীক্ষ্য ক্ষয়েণ চ সমন্বিতং ॥ ৩৪ ॥ ততঃ শোকেন মহতা সংতপ্তো বাক্যমব্রবীৎ। হা ম্লেচ্ছা নৌমি পুরুষং স্বগৃহঞ্চ নয়াম্যহং ॥ ৩৫ ॥ তত্রাহমেনং নিরুজং করিষ্যে যদি মন্যথ। তথেতি সর্ব্বতো ম্লেচ্ছাঃ পুরুষং তং দয়াপরং ॥ ৩৬ ॥ ঊচুঃ প্রণতসর্ব্বাঙ্গা যথা জানাসি তৎ কুরু। ততঃ আনীয় পুরুষান্ শিবিকা-বাহনোচিতান্ ॥ ৩৭ ॥ দত্বা শুল্কঞ্চ দ্বিগুণং সুখেনানীয়তাং দ্বিজঃ। ততঃ শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাজ্ঞো দয়াবতঃ ॥ ৩৮ ॥ গৃহীত্বা শিবিকাং ক্ষিপ্রং কুরুক্ষেত্রেণ যান্তি তে। তত্র নীত্বা স্থাণুতীর্থমবতীর্য্য ততো গতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ স রাজা মধ্যাহ্নে তং স্নাপয়িতুমুদ্যতঃ। ততো বায়ুরন্তরিক্ষে ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥ মা তাত সাহসকার্ষীস্তীর্থং রক্ষ প্রযত্নতঃ। অয়ং পাপেন ঘোরেণ অতীবপরিবেষ্টিতঃ ॥ ৪১ ॥ বেদনিন্দা মহৎ পাপং তস্যান্তো নৈব লভ্যতে। সোঽয়ং স্নাতো মহত্তীর্থং নাশয়িষ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥ এতদ্বায়োর্ব্বচঃ শ্রুত্বা দুঃখেন মহতান্বিতঃ। উবাচ শোকসন্তপ্তস্তস্য দুঃখেন দুঃখিতঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যেঽহং যদ্বদিষ্যন্ত দেবতাঃ। ততস্তা

মহাত্মা নারদের এই কথা শুনিয়া, তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য? ৩০ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সেই মহাত্মার মনে হইল, তাহাকেই পুত্র বলে, যে পিতাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৩১ ॥ এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩১ ॥

দেবর্ষি কহিলেন, তুমি তীর্থ সকলে গমন করিয়া, তদীয় দেহ নিমগ্ন কর। সরঃসান্নিধ্যে যে মহাতীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, শুদ্ধিসংঘটন হইবে ॥ ৩২ ॥

মহাত্মা নারদের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তিনি মনে মনে ম্লেচ্ছদেশের চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেখানে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি উত্তর দেশে গমন করিয়া, ম্লেচ্ছ-মধ্যে দেখিলেন, পিতা কুষ্ঠরোগে ও ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ তদ্দর্শনে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, হা ম্লেচ্ছগণ! আমি নমস্কার করিতেছি। এই পুরুষকে নিজ গৃহে লইয়া যাইব ॥ ৩৫ ॥ যদি তোমাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে তথায় লইয়া গিয়া, ইঁহারে রোগমুক্ত করিব। ম্লেচ্ছগণ সেই দয়াপর রাজার কথায় সম্মত হইল ॥ ৩৬ ॥ এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি যাহা জানেন, তাহাই করুন। তখন বেতনময় শিবিকা-বাহক পুরুষদিগকে আনয়ন করিয়া ॥ ৩৭ ॥ দ্বিগুণ শুল্ক দানপূর্ব্বক কহিলেন, ইহাকে সুখে লইয়া চল। তাহারা দয়াবান্ রাজার কথা শুনিয়া ॥ ৩৮ ॥ শিবিকা গ্রহণ করিয়া, সত্বরে কুরুক্ষেত্রে লইয়া চলিল। এবং তথায় আনয়ন করিয়া, স্থাণুতীর্থে অবতরণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর রাজা মধ্যাহ্নে তাঁহারে স্নান করাইতে উদ্যত হইলে, বায়ু অন্তরিক্ষে থাকিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ তাত! এই সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। প্রযত্নপূর্ব্বক তীর্থ রক্ষা কর। এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর পাপে অতিমাত্র পরিবেষ্টিত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥ বেদনিন্দা মহাপাপ, তাহার অন্ত লাভ হওয়া দুর্ঘট। অতএব এই ব্যক্তি স্নান করিলেই, তৎক্ষণাৎ এই মহাতীর্থ বিনষ্ট করিবে ॥ ৪২ ॥ রাজা বায়ুর এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। এবং তদীয় দুঃখে দুঃখিত হইয়া, শোকসন্তপ্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

দেবতাঃ সর্ব্বা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৪৪ ॥ স্নাত্বা স্নাত্বা চ তীর্থে ত্বমভিষিঞ্চস্ব বারিণা। আগসো লুম্পনং যাবৎ প্রতি কূলাং সরস্বতীং ॥ ৪৫ ॥ স্নাত্বা মুক্তিমবাপ্নোতি পুরুষঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। এষ স্বপোষণপরো দেবদূষণতৎপরঃ ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তো নৈব শুদ্ধ্যতি কর্হিচিৎ। তস্মাদেনং সমুদ্দিশ্য স্নাহি তীর্থেষু ভক্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥ অভিষিঞ্চস্ব তোয়েন ততঃ পূতো ভবিষ্যতি। ইত্যেবমুক্তঃ শ্রুত্বা তু স তস্যাশ্রমমুত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥ তীর্থযাত্রাং যযৌ রাজা উদ্দিশ্য জনকং স্বকং। স তেষামবগাহং কুর্ব্বংস্তীর্থেষু চ দিনে দিনে ॥ ৪৯ ॥ অভ্যষিঞ্চ স্বং পিতরং তীর্থতোয়েন নিত্যশঃ। এতস্মিন্নেব কালে তু সারমেয়ো জগাম হ ॥ ৫০ ॥ স্থাণোর্মঠে কৌলপতির্দ্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা। পরিগ্রহস্য দ্রব্যস্য পালকো যস্য সদা ॥ ৫১ ॥ প্রিয়স্তু সর্ব্বলোকেষু দেবকার্য্যপরায়ণঃ। স ত্বেবং বর্ত্তমানস্তু ধর্ম্মমার্গে স্থিতস্য চ ॥ ৫২ ॥ কালেন চলিতা বুদ্ধির্দ্দেবদ্রব্যস্য নাশনে। তেনাধর্ম্মেণ মৃতস্য পরলোকগতস্য চ ॥ ৫৩ ॥ দৃষ্ট্বা যমোঽব্রবীদ্বাক্যং শ্বযোনিং ব্রজ মাচিরং। তদা নিমেষাজ্জাতঃ শ্বা বৈ সৌগন্ধিকে বনে ॥ ৫৪ ॥ ততঃ কালেন মহতা শ্বযূথপরিবারিতঃ। পরিভূতঃ সারমেয়ো দুঃখেন মহতা বৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্যক্ত্বা দ্বৈতবনং পুণ্যং সান্নিহত্যং যযৌ সরঃ। তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রস্তু স্থাণোরেব প্রসাদতঃ ॥ ৫৬ ॥ অতীব তৃষয়া যুক্তঃ সরস্বত্যাং মমজ্জ হ। তত্র সংপ্লুতদেহস্তু বিমুক্তঃ সর্ব্ব কল্মষৈঃ ॥ ৫৭ ॥ আহারলোভেন তদা প্রবিবেশ কুলং মঠং। প্রবিশন্তং তদা দৃষ্ট্বা রাজানং ভয়সম্বৃতং ॥ ৫৮ ॥ স তং পরস্পর্শ শনকৈঃ স্থাণুতীর্থে মমজ্জ হ। পতিতঃ পূর্ব্বতীর্থেষু বক্রকৈঃ [illegible] চ [illegible] ॥ ৫৯ ॥ শুনোঽস্য গাত্রসংভূতৈর্ব্বারিবিন্দুভিঃ স সিক্তঃ।

এই ব্যক্তি ঘোর পাপে অতিমাত্র পরিবেষ্টিত নহেন। অতএব দেবগণ যেরূপ বলিবেন, তদনুরূপেই আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। তখন দেবগণ বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন ॥ ৪৪ ॥] তুমি প্রত্যেক তীর্থে স্নান করিয়া, স্বকীয় সলিলে ইহারে অভিষিক্ত কর। যাবৎ পাপের ক্ষয় না হয়, তাবৎ প্রতিকূলবাহিনী সরস্বতীতে ॥ ৪৫ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে স্নান করিলে, লোকে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি আত্মপোষণপর ও দেবদূষণতৎপর ॥ ৪৬ ॥ তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, কখন শুদ্ধিলাভ করিবে না। অতএব স্বয়ং ইহার উদ্দেশে তুমি তীর্থ সকলে ভক্তিপূর্ব্বক ॥ ৪৭ ॥ স্নান করিয়া সলিল দ্বারাই ইহারে অভিষিক্ত কর; তাহা হইলেই সর্ব্বথা শুদ্ধি সম্পন্ন হইবে। রাজা দেবগণের এই কথা শুনিয়া, তাঁহার জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ॥ ৪৮ ॥ আপনার সেই জনকের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিলেন এবং প্রতিদিন সেই সকলে স্নান ॥ ৪৯ ॥ এবং স্বীয় পিতাকে নিত্য অভিষেক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক কুক্কুর স্থাণুমঠে গমন করিল। সে পূর্ব্বে কৌলগণের অধিনায়ক ছিল দেবদ্রব্যের রক্ষা ও সর্ব্বদা তজ্জাত দ্রব্যের পরিগ্রহ করিত ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ এবং দেবকার্য্যপরায়ণ ও তজ্জন্য সকল লোকের প্রিয় ছিল। এইরূপে ধর্ম্মমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ॥ ৫২ ॥ কালসংকারে দেবদ্রব্যের বিনাশসাধনে তাহার মতি হইল। ঈদৃশ অধর্ম্মে ব্যাপৃত হওয়াতে, মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করিল ॥ ৫৩ ॥ সে পরলোকে গমন করিলে, যম তাহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এখনই কুক্কুরযোনি লাভ কর। তাঁহার বাক্যের অবসানেই সে সৌগন্ধিকবনে কুক্কুর হইয়া জন্মিল ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, সে কুক্কুরযূথে পরিবৃত ও পরিভূত হইয়া, একান্ত দুঃখাক্রান্ত হৃদয়ে ॥ ৫৫ ॥ দ্বৈতবন ত্যাগ করিয়া, সান্নিহত্য সরে গমন করিল। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র স্থাণুর প্রসাদে ॥ ৫৬ ॥ অতীব পিপাসাযুক্ত হইয়া সরস্বতীতে মগ্ন হইল। তদীয় কলেবর সরস্বতী-সলিলে পরিপ্লুত হইলে, সমুদায় পাপ দূরে গমন করিল ॥ ৫৭ ॥ তখন আহারলোভে কুলমঠে প্রবিষ্ট হইল। তথায় সে ভীতচিত্তে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া ॥ ৫৮ ॥ বেণ ধীরে ধীরে তাহারে স্পর্শ করিয়া স্থাণুতীর্থে মগ্ন হইলেন। পূর্ব্বতীর্থ সকলে পতিত ও তাহাদের জলবিন্দুতে পরি-

বিরক্তচিত্তঃ স ভূনঃ ক্ষণেন চ ততঃ পরং ॥ ৬০ ॥ স্থাণুতীর্থস্য মাহাত্ম্যাৎ স পুত্রেণ চ তারিতঃ।
নিরস্তস্তৎক্ষণাজ্জাতো দিব্যদেহসমন্বিতঃ। প্রণিপত্য তদা স্থাণুং স্তুতিং কর্ত্তুং প্রচক্রমে ॥ ৬১ ॥

বেণ উবাচ। প্রপদ্যে দেবমীশানং ত্বামজং চন্দ্রভূষণং। মহাদেবং মহাত্মানং বিশ্বস্য জগতঃ পতিং ॥ ৬২ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ সর্ব্বশত্রুনিষূদন। দেবেশ বলিবিষ্টম্ভন্ দেবৈ-র্দৈত্যৈশ্চ পূজিত ॥ ৬৩ ॥ বিরূপাক্ষ সহস্রাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষেশ্বরপ্রিয়। সর্ব্বতঃ পাণিপাদ ত্বং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ ॥ ৬৪ ॥ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি। শঙ্কুকর্ণমহাকর্ণ কুম্ভকর্ণার্ণবালয় ॥ ৬৫ ॥ গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমোঽস্তু তে। শতজিহ্ব শতাবর্ত্ত শতোদর শতানন ॥ ৬৬ ॥ গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো হ্যর্চয়ন্ত্যর্কমর্চ্চিণঃ। ব্রহ্মাণং ত্বাং শতক্রতোরূর্দ্ধং ত্বামিহ মেনিরে ॥ ৬৭ ॥ মূর্ত্তৌ হি তে মহামূর্ত্তে সমুদ্রাম্বু ধরা তথা। দেবতাঃ সর্ব্ব এবাত্র গোষ্ঠে গাব ইবাসতে ॥ ৬৮ ॥ শরীরে তব পশ্যামি সোমমগ্নিং জলেশ্বরং। নারায়ণং তথা সূর্য্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং ॥ ৬৯ ॥ ভগবন্ কারণং কার্য্যং ক্রিয়া করণমেব তৎ। প্রভবঃ প্রলয়শ্চৈব সদসচ্চাপি দৈবতং ॥ ৭০ ॥ নমো ভবায় শর্ব্বায় বরদায়োগ্ররূপিণে। অন্ধকাসুরহন্ত্রে চ পশূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৭১ ॥ ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলাসক্তপাণয়ে। ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুরঘ্ন নমোঽস্তু তে ॥ ৭২ ॥ নমো মুণ্ডায় চণ্ডায় অণ্ডায়োৎপত্তিহেতবে। ডিণ্ডিমাসক্ত-হস্তায় দণ্ডিমুণ্ডায় তে নমঃ ॥ ৭৩ ॥ নমোর্দ্ধকেশদংষ্ট্রায় শুষ্কায় বিকৃতায় চ। ধূম্রলোহিত-

---

সেচিত ॥ ৫৯ ॥ এবং অধুনা ঐ কুক্কুরের গাত্রসম্ভূত সলিলকণায় সংসক্তি হওয়াতে, তিনি ক্ষণমধ্যে সংসারে বিরক্তচিত্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে স্থাণুতীর্থের মাহাত্ম্যে পুত্রকর্ত্তৃক উদ্ধারলাভ হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্যদেহসমন্বিত ও জিতাত্মা হইয়া উঠিলেন। তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক স্থাণুর স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬১ ॥ তুমি দিব্যলীলাবিগ্রহ ও সকলের নিয়ন্তা এবং চন্দ্র ভূষণ। আমি তোমার শরণাপন্ন হই। তুমি মহাদেব, মহাত্মা ও বিশ্বজগতের পতি; আমি তোমার শরণাপন্ন হই ॥ ৬২ ॥ হে দেবদেবেশ! হে সর্ব্বশত্রুবিনাশন! তুমি দেবগণেরও ঈশ্বর: তুমি বলবান্দিগকে বিষ্টব্ধ করিয়া থাক এবং দেব ও দৈত্যগণ তোমার পূজা করেন। তোমারে নমস্কার করি ॥ ৬৩ ॥ তুমি বিরূপাক্ষ, সহস্রাক্ষ ও ত্রিলোচন। তুমি যক্ষেশ্বরের পরমপ্রীতিভাজন। সকল দিকেই তোমার পাণিপাদ বিস্তৃত। তোমার অক্ষি, মুখ ও মস্তকও বিশ্বের তদাদি তদন্ত ব্যাপিয়া আছে ॥ ৬৪ ॥ তুমি সংসারে সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ এবং সমুদায় আবৃত করিয়া, বিরাজ করিতেছ। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ ও অর্ণবনিলয় ॥ ৬৫ ॥ তুমি গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ; তোমারে নমস্কার। তুমি শতজিহ্ব, শতাবর্ত্ত, শতোদর ও শতানন ॥ ৬৬ ॥ গায়ত্রীর উপাসকগণ তোমার মহিমা গান করেন ও অর্কের উপাসকগণ অর্করূপী তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও শতক্রতুর ঊর্দ্ধে বিরাজমান বলিয়া পরিগণিত হও ॥ ৬৭ ॥ তুমি মহামূর্ত্তি। গোষ্ঠে গো সকলের ন্যায়, তোমারই মূর্ত্তিতে সমুদ্র সকল, দেবতা সমগ্র ও এই সমস্ত মেদিনীমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৬৮ ॥ আমি তোমার শরীরে সোম, অগ্নি, বরুণ নারায়ণ, সূর্য্য, ব্রহ্মা, ভব, বৃহস্পতিকে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬৯ ॥ হে ভগবন্! তুমিই কারণ ও কার্য্য। তুমিই ক্রিয়া ও তাহার কর্ত্তা। তুমিই সৃষ্টি ও প্রলয়। তুমিই সদসৎ ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৭০ ॥ তুমি ভব, শর্ব্ব, বরদ ও উগ্ররূপী; তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্ধকাসুরের নিহন্তা ও পশুগণের পতি; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭১ ॥ তুমি ত্রিজট ও ত্রিশীর্ষ। তুমি ত্রিশূলাসক্তপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরনিহন্তা; তোমারে নমস্কার ॥ ৭২ ॥ তুমি মুণ্ডস্বরূপ, চণ্ডস্বরূপ, অণ্ডস্বরূপী এবং উৎপত্তির হেতুস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি ডিণ্ডিমাসক্তহস্ত ও দণ্ডিমুণ্ড; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৩ ॥ তুমি ঊর্দ্ধকেশ ও

কৃষ্ণায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ ॥ ৭৪ ॥ নমোঽস্ত্বপ্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায় চ। সূর্য্যমালায় সূর্য্যায় স্বরূপধ্বজমালিনে ॥ ৭৫ ॥ নমো নানাভিমানায় নমঃ পটুতরায় চ। নমো গণেন্দ্রনাথায় বৃষস্কন্ধায় ধন্বিনে ॥ ৭৬ ॥ সংক্রন্দনায় চণ্ডায় পর্ণধারপুটায় চ। নমো হিরণ্যবর্ণায় নমঃ কনকবর্চ্চসে ॥ ৭৭ ॥ নমঃ স্তুতায় স্তুত্যায় স্তুতিস্থায় নমোঽস্তু তে। সর্ব্বায় সর্ব্বভক্ষায় সর্ব্বভূতশরীরিণে ॥ ৭৮ ॥ নমো হোত্রে চ হন্ত্রে চ সিতোদগ্রপতাকিনে। নমো নম্যায় নম্রায় নমঃ কটকটায় চ ॥ ৭৯ ॥ নমোঽস্তু কৃশনাশায় শয়িতায়োত্থিতায় চ। স্থিতায় ধাবমানায় মুণ্ডায় কুটিলায় চ ॥ ৮০ ॥ নমো নর্ত্তনশীলায় লয়বাদিত্রশালিনে। নাট্যোপহারলুব্ধায় মুখবাদিত্রশালিনে ॥ ৮১ ॥ নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলাতিবলঘাতিনে। কালনাশায় কালায় সংসারক্ষয়রূপিণে ॥ ৮২ ॥ হিমবদ্দুহিতুর্ভর্ত্রে ভৈরবায় নমোঽস্তু তে। উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমোঽস্তু দশবাহবে ॥ ৮৩ ॥ চিতিভস্মপ্রিয়ায়ৈব কপালাসক্তপাণয়ে। বিভীষণায় ভীমায় হিমব্রতধরায় চ ॥ ৮৪ ॥ নমো বিকৃতবক্ত্রায় বক্রপ্রান্তোগ্রদৃষ্টয়ে। পক্বামমাংসলুব্ধায় তুম্বীবীণাপ্রিয়ায় চ ॥ ৮৫ ॥ নমো বৃষাঙ্কবৃক্ষায় গোসিংহে নমস্তে নমঃ। কটংকটায় ভীমায় নমঃ পচপচায় চ ॥ ৮৬ ॥ নমঃ সর্ব্ববরিষ্ঠায় বরায় বরদায়িনে। নমো বিরক্তবক্ত্রায় ভাবনায়াক্ষমালিনে ॥ ৮৭ ॥ বিভেদভেদভিন্নায় ছায়ায়ৈ তপনায় চ। অঘোরঘোররূপায় ঘোরঘোরতরায় চ ॥ ৮৮ ॥ নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততমায় চ। বহুনেত্রকপালায় একমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে ॥ ৮৯ ॥ নমঃ

ঊর্দ্ধদংষ্ট্র, তুমি শুক্র ও বিকৃতিস্বরূপ। তুমি ধূম্র, লোহিত, কৃষ্ণবর্ণ ও নীলগ্রীব; তোমারে নমস্কার ॥ ৭৪ ॥ তুমি অপ্রতিরূপ, বিরূপ ও শিবস্বরূপ। তুমি সূর্য্যমাল ও সূর্য্যস্বরূপ এবং স্বরূপধ্বজমালায় অলঙ্কৃত; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৫ ॥ তুমি বহুরূপ ও অভিমানস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি পটুতর; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৬ ॥ তুমি সংক্রন্দন ও পর্ণধারপুট এবং চণ্ডস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি হিরণ্যবর্ণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি কনকবর্চ্চাঃ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৭ ॥ তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তুতিস্থ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বভক্ষ ও সর্ব্বভূতশরীরী; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৮ ॥ তুমি হোতা, হন্তা ও সিতোদগ্রপতাকী; তোমাকে নমস্কার। তুমি নম্যস্বরূপ ও নম্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কটকটস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৯ ॥ তুমি কৃশনাশ, শয়িত ও উত্থিত; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্থিত, ধাবমান, মুণ্ড ও কুটিল; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮০ ॥ তুমি নর্ত্তনশীল ও লয়বাদিত্রশালী, তোমাকে নমস্কার। তুমি নাট্যোপহারলুব্ধ ও মুখবাদ্যশালী; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮১ ॥ তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলাতিবলঘাতী, কালনাশক, কালস্বরূপ ও সংসারক্ষয়রূপী; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮২ ॥ তুমি হিমালয়দুহিতার ভর্ত্তা ও ভৈরব; তোমাকে নমস্কার। তুমি উগ্র; তোমাকে নিত্য নমস্কার করি। তুমি দশবাহু; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৩ ॥ তুমি চিতিভস্মপ্রিয় ও কপালসক্তপাণি, তুমি বিভীষণ ও ভীম এবং হিমব্রতধর; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৪ ॥ তুমি বিকৃতবক্ত্র ও বক্রপ্রান্তোগ্রদৃষ্টি তোমাকে নমস্কার। তুমি পক্ব ও আমমাংস লুব্ধ। তুমি তুম্বী ও বীণাপ্রিয়; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৫ ॥ তুমি বৃষাঙ্কবৃক্ষ ও গোসিংহ; তোমাকে নমস্কার। তুমি কটংকট ও পচপচ এবং ভীমস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৬ ॥ তুমি সর্ব্ববরিষ্ঠ, বরদায়ী ও বরস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিরক্তবক্ত্র, ভাবন ও অক্ষমালী; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৭ ॥ তুমি বিভেদভেদভিন্নস্বরূপ এবং ছায়া ও তপনস্বরূপ; তুমি অঘোর ও ঘোররূপ; তুমি ঘোর ও ঘোরতরস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৮ ॥ তুমি শিব ও শান্তস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি শান্ততম; তোমাকে নমস্কার। তুমি বহুনেত্রকপালস্বরূপ; তুমি একমূর্ত্তি; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৯ ॥ তুমি ক্ষুদ্র, লুব্ধ ও যজ্ঞভাগপ্রিয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি

ক্ষুদ্রায় লুব্ধায় যজ্ঞভাগপ্রিয়ায় চ। পঞ্চালায় সিতাঙ্গায় নমো যমনিয়মিনে ॥ ৯০ ॥ নমশ্চিত্রোরু-ঘণ্টায় ঘণ্টাঘণ্টনির্ঘণ্টিনে। সহস্রশতঘণ্টায় ঘণ্টামালাবিভূষিণে ॥ ৯১ ॥ প্রাণিসংঘট্টঘণ্টায় নমঃ কিলকিলাপ্রিয়। হুংহুংকারায় পারায় হুঙ্কারায় প্রিয়ায় চ ॥ ৯২ ॥ নমঃ সমসমে নিত্যং গৃহবৃক্ষনিকেতনে। গর্ভমাংসশৃগালায় তারকায় তরায় চ। ৯৩ ॥ নমো যজ্ঞায় যজিনে হুতায় প্রহুতায় চ। যজ্ঞবাহায় হব্যায় তপ্যায় তপনায় চ। ৯৪॥ নমস্তুণ্ডায় তুণ্ড্যায় তুণ্ডানাং পতয়ে নমঃ। অন্নদায়ান্নপতয়ে নমো নানান্নভোজিনে ॥ ৯৫ ॥ নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চ। সহস্রোদ্যতশূলায় সহস্রাভরণায় চ ॥ ৯৬॥ বালানুচরগোপুত্রে বাললীলাবিলাসিনে। নমো বালায় বৃদ্ধায় ক্ষুব্ধায় ক্ষোভণায় চ ॥ ৯৭ ॥ গঙ্গালুলিতকেশায় মুঞ্জকেশায় বৈ নমঃ। নমঃ ষট্‌কর্ম্মতুষ্টায় ত্রিকর্ম্মনিরতায় চ ॥ ৯৮ ॥ নগ্নপ্রাণায় চণ্ডায় কৃশায়াস্ফোটনায় চ। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং কথ্যায় কথনায় চ ॥ ৯৯ ॥ সাংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় সাংখ্যযোগমুখায় চ। নমো বিরথরথ্যায় চতুষ্পথরথায় চ ॥ ১০০ ॥ কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় হরিকেশ নমোঽস্তু তে। ত্র্যম্বকা-ম্বিকনাথায় ব্যক্তাব্যক্তায় বেধসে ॥ ১০১ ॥ কাম কামদ কামঘ্ন তৃপ্তাতৃপ্তবিচারিণে। নমঃ সর্ব্বদ্বাপঘ্ন কল্পসন্ধ্যাবিচারিণে ॥ ১০২ ॥ মহাসত্ত্ব মহাবাহো মহাবল নমোঽস্তু তে। মহামেঘ-ধরপ্রখ্য মহাকাল মহাদ্যুতে ॥ ১০৩ ॥ মেঘাবর্ত্ত যুগাবর্ত্তচন্দ্রার্কপতয়ে নমঃ। ত্বমন্নমন্নভোক্তা চ পক্বভুক্ পাবনোঽনলঃ ॥ ১০৪ ॥ জরায়ুজাশ্চাণ্ডজাশ্চ স্বেদোদ্ভিজ্জাশ্চ তে নমঃ। ত্বমেব

পঞ্চাল, সিতাঙ্গ ও যমের নিয়ন্তা। তোমাকে নমস্কার ॥ ৯০ ॥ তুমি চিত্রোরুঘণ্ট ও ঘণ্টা-ঘণ্টনিঘণ্টী; তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্রশতঘণ্ট ও ঘণ্টামালাবিভূষিত; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯১ ॥ তুমি প্রাণিসংঘট্টঘণ্টস্বরূপ; তুমি কিলকিলাপ্রিয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি হুহুঙ্কার, পার হুঙ্কার ও প্রিয়স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯২ ॥ তুমি সমসম ও গৃহ-বৃক্ষনিকেতন; তোমাকে নমস্কার। তুমি গর্ভমাংসের শৃগালস্বরূপ এবং তারক ও তরস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৩ ॥ তুমি যজ্ঞ ও যজমান; তুমি হুত ও প্রহুত; তোমাকে নম-স্কার। তুমি যজ্ঞবাহ, হব্য, তপ্য ও তপন; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৪ ॥ তুমি তুণ্ড, তুণ্ড্য এবং তুণ্ডগণের পতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্নদাতা, অন্নপতি ও বিবিধান্নভোক্তা; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৫ ॥ তুমি সহস্রশিরা ও সহস্রপাদ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্র সহস্র শূল উদ্যত করিয়া আছ এবং সহস্র সহস্র আভরণে ভূষিতদেহ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৬ ॥ তুমি বালানুচর ও বাললীলাবিলাসী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বালক ও বৃদ্ধ স্বরূপ এবং ক্ষুব্ধ ও ক্ষোভণস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৭ ॥ তোমার কেশপাশে ভাগীরথী লুলিত হইতে-ছেন। তুমি মুঞ্জকেশ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৮ ॥ তুমি নগ্নপ্রাণ ও চণ্ডস্বরূপ। তুমি কৃশ ও স্ফোটনস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের কথ্য ও কথন স্বরূপ ॥ ৯৯ ॥ তুমি সাংখ্য, সাংখ্যমুখ্য ও সাংখ্যযোগের মুখস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিরথ, রথ্য ও চতুষ্পথরথস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার ॥ ১০০ ॥ তুমি কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় বিশিষ্ট ও হরিতকেশ; তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্র্যম্বক ও অম্বিকানাথ। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ এবং তুমি সকলের বিধাতা; তোমাকে নমস্কার ॥ ১০১ ॥ তুমি কাম, কামদ ও কামঘ্ন এবং তুমি তৃপ্ত, অতৃপ্ত ও বিচারবিশিষ্ট; তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের প্রতি দয়া-সম্পন্ন এবং কল্পসন্ধ্যাবিচারী; তোমাকে নমস্কার ॥ ১০২ ॥ তুমি মহাসত্ত্ব, মহাবাহু ও মহাবল, তোমাকে নমস্কার। তুমি মহামেঘধরপ্রখ্য, মহাকাল ও মহাদ্যুতি, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০৩ ॥ তুমি মেঘাবর্ত্ত, যুগাবর্ত্ত ও চন্দ্রার্কপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, পক্বভুক, পাবন ও অনল ॥ ১০৪ ॥ তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ

দেবদেবেশ তুহ্যমাঁশ্চতুর্ব্বিধঃ। ১০৫ ॥ স্রষ্টা চরাচরস্যাস্য পাতা হর্ত্তা তথৈব চ। ত্বামাহু-
র্ব্রহ্মবিদ্বাংসঃ পরং ব্রহ্ম বিদাং গতিং ॥ ১০৬ ॥ মনসঃ পরমং জ্যোতির্জ্যোতিষাং জ্যোতিষামপি।
হংসো বৃক্ষো মধুকরঃ প্রাহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১০৭ ॥ যজ্ঞেষ্টকঃ শ্রেষ্ঠকশ্চ ত্বামাহুর্মুনয়স্তথা।
পঠ্যসে স্তুতিভির্নিত্যং বেদোপনিষদাং গণৈঃ ॥ ১০৮ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণাবরা-
শ্চ যে। ত্বমেব মেঘসংঘাশ্চ বিদ্যুতোঽশনিগর্জ্জিতং ॥ ১০৯ ॥ সম্বৎসরস্ত্বমৃতবো মাসো
মাসার্দ্ধমেব চ। যুগা নিমেষাঃ কাষ্ঠাশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহা বলাঃ ॥ ১১০ ॥ বৃক্ষাণাং ককুভোঽসি ত্বং
গিরীণাং হিমবান্ গিরিঃ। ব্যাঘ্রো মৃগাণাং পততাং তার্ক্ষ্যোঽনন্তশ্চ ভোগিনাং ॥ ১১১ ॥
ক্ষীরোদোঽস্যুদধীনাঞ্চ যন্ত্রাণাং ধনুরেব চ। বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ ॥ ১১২ ॥
ত্বমেব দ্বেষ ইচ্ছা চ রাগো মোক্ষঃ ক্ষমাক্ষমে। ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্রোধৌ জয়াজয়ৌ ॥১১৩॥
ত্বং শরী ত্বং গদী চাপি খট্বাঙ্গী চ শরাসনী। ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্ত্তাসি মন্তা নেতা সনাতনঃ ॥১১৪॥
দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্ম্মোঽর্থঃ কাম এব চ। সমুদ্রাঃ সরিতো গঙ্গা পর্ব্বতাশ্চ সরাংসি চ ॥ ১১৫ ॥
লতা বল্ল্যস্তৃণৌষধ্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ। পৃথুকর্ম্মগুণারম্ভঃ কালঃ পুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ১১৬ ॥
আদিশ্চান্তশ্চ বেদানাং গায়ত্রী প্রণবস্তথা। লোহিতো হরিতো নীলঃ কৃষ্ণঃ পীতঃ সিতস্তথা ॥১১৭॥
কদ্রুশ্চ কপিলশ্চৈব কপোতো মেচকস্তথা। সবর্ণশ্চাপ্যবর্ণশ্চ কর্ত্তা হর্ত্তা ত্বমেব হি ॥ ১১৮ ॥
ত্বমিন্দ্রশ্চ যমশ্চৈব বরুণো ধনদোঽনিলঃ। উপপ্লবশ্চন্দ্র ভানুঃ স্বর্ভানুর্ভানুরেব চ ॥ ১১৯ ॥
শিষ্যা হৌত্রং ত্রিসৌপর্ণং যজুষাং শতরুদ্রিয়ং। পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং ॥ ১২০ ॥
তিন্দুকো গিরিজো বৃক্ষো মুদাঞ্চাখিলজীবিনাং। প্রাণাঃ সত্ত্বং রজশ্চৈব তমশ্চ প্রতিপৎ

স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি দেব ও দেবগণেরও ঈশ্বর। তোমাকে নমস্কার ॥ ১০৫ ॥
তুমি এই চরাচর বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গ তোমাকেই পর ব্রহ্ম ও
ব্রহ্মবিদ্গণের গতি বলিয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥ তুমি মনের পরম জ্যোতিঃ ও জ্যোতিষ্কগণেরও
জ্যোতিঃস্বরূপ। ব্রহ্মবাদীরা তোমাকে হংস, বৃক্ষ ও মধুকর নামে নির্দ্দেশ করেন ॥ ১০৭ ॥
মুনিগণ তোমাকে যজ্ঞেষ্টক ও শ্রেষ্ঠক বলিয়া থাকেন। বেদ ও উপনিষদ্ সহায়ে নিত্য তোমার
স্তুতি পাঠ করা হয় ॥ ১০৮ ॥ তুমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বর্ণসমূহ।
তুমিই মেঘসংঘ। তুমিই বিদ্যুৎপুঞ্জ এবং তুমিই অশনিগর্জ্জন ॥ ১০৯ ॥ তুমিই সংবৎসর, ঋতু,
মাস ও মাসার্দ্ধ। তুমিই যুগ, নিমেষ, কাষ্ঠা, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ ॥ ১১০ ॥ তুমিই বৃক্ষগণের মধ্যে
ককুভ, গিরিগণের মধ্যে হিমালয়, মৃগগণের মধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষিগণের মধ্যে তার্ক্ষ্য ও সর্পগণের
মধ্যে অনন্ত ॥ ১১১ ॥ তুমিই উদধি সকলের মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্র সকলের মধ্যে ধনু, প্রহরণ
সকলের মধ্যে বজ্র ও ব্রত সকলের মধ্যে সত্য ॥ ১১২ ॥ তুমিই দ্বেষ, ইচ্ছা, রাগ, মোক্ষ, ক্ষমা ও
অক্ষম। তুমিই ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ ও জয়াজয় ॥ ১১৩ ॥ তুমিই শরী। তুমিই
গদী। তুমিই খট্বাঙ্গী ও শরাসনী। তুমিই ছেত্তা, ভেত্তা, প্রহর্ত্তা, মন্তা ও অবিনাশীস্বরূপ ॥১১৪॥
তুমিই দশলক্ষণসংযুক্ত ধর্ম্ম। তুমিই অর্থ ও কাম। তুমিই সমুদ্র, সরিৎ, গঙ্গা, পর্ব্বত ও সরোবর
সমূহ ॥ ১১৫ ॥ তুমিই যাবতীয় লতা ও বল্লী। তুমিই সমুদায় তৃণ ও ওষধি। তুমিই সমস্ত
পশু, মৃগ ও পক্ষী স্বরূপ। তুমিই পৃথুকর্ম্মগুণারম্ভ ও পুষ্পফলপ্রদ কাল ॥ ১১৬ ॥ তুমিই লোহিত,
হরিত, নীল, কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত স্বরূপ ॥ ১১৭ ॥ তুমিই কদ্রু, কপিল, কপোত ও মেচক বর্ণ।
তুমিই সবর্ণ ও অবর্ণ। তুমিই কর্ত্তা ও হর্ত্তা ॥ ১১৮ ॥ তুমিই ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের ও বহ্নি।
তুমিই উপপ্লব, সূর্য্য, স্বর্ভানু ও ভানু ॥ ১১৯ ॥ তুমিই শিষ্য, হৌত্র, ত্রিসৌপর্ণ ও শতরুদ্রিয়।
তুমিই পবিত্র সকলের পবিত্র ও মঙ্গল সকলেরও মঙ্গল স্বরূপ ॥ ১২০ ॥ তুমিই তিন্দুক ও অখিল

পতিঃ॥ ১২১॥ প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ। উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ ক্ষুতং জৃম্ভিতমেব চ॥ ১২২॥ লোহিতান্তর্গতো দৃষ্টির্মহাবক্ত্রো মহোদরঃ। শুচিরোমা হরিশ্মশ্রুরূর্দ্ধকেশশ্চলাচলঃ॥ ১২৩॥ গীতবাদিত্রনৃত্যজ্ঞো গীতবাদিত্রকপ্রিয়ঃ। মৎস্যো জালো জলৌকশ্চ কালকেলিঃ কলাকলিঃ॥ ১২৪॥ অকালশ্চ বিকালশ্চ দুষ্কালঃ কাল এব চ। মৃত্যুশ্চ মৃত্যুকর্ত্তা চ যজ্ঞো যজ্ঞভয়ঙ্করঃ। ১২৫॥ সম্বর্ত্তকোঽন্তকশ্চৈব সম্বর্ত্তকবলাহকঃ। ঘণ্টী ঘণ্টী মহাঘণ্টী চরী মালী চ মাতলিঃ॥ ১২৬॥ ব্রহ্মকালযমাগ্নীনাং দণ্ডী মুণ্ডী ত্রিমুণ্ডধৃক্। চতুর্যুগশ্চতুর্বেদশ্চতুর্হোত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১২৭॥ চাতুরাশ্রম্যনেতা চ চাতুর্বর্ণ্যকরস্তথা। নিত্যমক্ষপ্রিয়ো মূর্ত্তো গণাধ্যক্ষো গণাধিপঃ॥ ১২৮॥ রক্তমাল্যাম্বরধরো গিরিকো গৈরিকপ্রিয়ঃ। শিল্পী চ শিল্পিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১২৯॥ ভগনেত্রাঙ্কুশঃ শম্ভুঃ পূষ্ণো দন্তবিনাশনঃ। স্বাহা স্বধা বষট্কারো নমস্কারো নমো নমঃ॥ ১৩০॥ গূঢ়ব্রতো গুহ্যতপাস্তারকস্তারকাময়ঃ। ধাতা বিধাতা সন্ধাতা পৃথিব্যা ধরণে পরঃ॥ ১৩১॥ ব্রহ্মা তপশ্চ সত্যঞ্চ ব্রতচর্য্যমথার্জ্জবং। ভূতাত্মা ভূতকৃদ্ভূতির্ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ॥ ১৩২॥ ভূর্ভুবঃ স্বঋতশ্চৈব ধ্রুবো দান্তো মহেশ্বরঃ। দীক্ষিতোঽদীক্ষিতঃ কান্তো দুর্দান্তো দান্তসম্ভবঃ॥ ১৩৩॥ চন্দ্রাবর্ত্তো যুগাবর্ত্তঃ সম্বর্ত্তঃ সংপ্রবর্ত্তকঃ। বিন্দুঃ কামো হ্যণুঃ স্থূলং কর্ণিকারস্রজপ্রিয়ঃ॥ ১৩৪॥ নন্দিমুখো ভীমমুখঃ সুমুখো দুর্মুখস্তথা। হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্মহোরগপতির্ব্বিরাট্॥ ১৩৫॥ অধর্ম্মহা মহাদেবো দণ্ডধারো গণোৎকটঃ। গোনর্দ্দো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ। ১৩৬॥ ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো গোমার্গো মার্গ এব চ। স্থিরঃ শ্রেষ্ঠশ্চ স্থাণুশ্চ বিকোপঃ কোপ এব চ॥ ১৩৭॥ দুর্ব্বারণো দুর্ব্বিষহো দুঃসহো

জীবীগণের মুদ্গ স্বরূপ। তুমিই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও প্রজাপতিপতি॥ ১২১॥ তুমিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। তুমিই উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুত ও জৃম্ভিত॥ ১২২॥ তুমিই লোহিতান্তর্গতদৃষ্টি, মহাবক্ত্র ও মহোদর। তুমিই শুচিরোম, হরিশ্মশ্রু, ঊর্দ্ধকেশ ও চলাচল॥ ১২৩॥ তুমিই গীত বাদিত্র ও নৃত্যজ্ঞ এবং বাদিত্রকপ্রিয়। তুমিই মৎস্য, জাল, জলৌকা, কাল, কেলি ও কলাকলি॥ ১২৪॥ তুমিই অকাল, বিকাল, দুষ্কাল ও কাল স্বরূপ। তুমিই মৃত্যু ও মৃত্যুকর্ত্তা। তুমিই যজ্ঞ ও যজ্ঞভয়ঙ্কর॥ ১২৫॥ তুমিই সংবর্ত্তক, অন্তক ও সংবর্ত্তকবলাহক। তুমিই ঘণ্ট, ঘণ্টী ও মহাঘণ্টী। তুমিই চরী, মালী ও মাতলি॥ ১২৬॥ তুমিই ব্রহ্মা, কাল, যম ও অগ্নি ইহাদের দণ্ডকর্ত্তা। তুমিই মুণ্ডী ও ত্রিমুণ্ডী। তুমিই চতুর্যুগ, চতুর্বেদ, ও চতুর্হোত্রের প্রবর্ত্তক॥ ১২৭॥ তুমিই চতুরাশ্রমের নেতা ও চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠাতা। তুমি নিত্য অক্ষপ্রিয়, মূর্ত্তিমান, গণাধ্যক্ষ ও গণাধিপ॥ ১২৮॥ তুমি রক্তমাল্য ও রক্ত বস্ত্র ধারণ কর। গিরিগৈরিক তোমার পরম প্রীতি সমুৎপাদন করে। তুমি শিল্পী ও শিল্পীগণের শ্রেষ্ঠ। এবং সমুদায় শিল্পের প্রবর্ত্তক॥ ১২৯॥ তুমি ভগনেত্রাঙ্কুশ, শম্ভু, ও পূষার দশন বিনাশ করিয়াছ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্কার ও নমস্কার। তোমাকে নমস্কার—নমস্কার॥ ১৩০॥ তুমি গূঢ়ব্রত, গুহ্যতপা, তারক ও তারকাময়। তুমি ধাতা, বিধাতা ও পৃথিবীর সংধাতা॥ ১৩১॥ তুমি ব্রহ্মা, তপস্যা, সত্য, ব্রতচর্য্য ও ঋজুতা। তুমি ভূতাত্মা, ভূতকৃৎ, ভূতি এবং ভূতভব্যভবোদ্ভব॥ ১৩২॥ তুমি ভূর্ভুবঃ ও স্বঃস্বরূপ। তুমি ঋত, ধ্রুব, দান্ত ও মহেশ্বর। তুমি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, কান্ত, দুর্দান্ত ও দান্তসম্ভব॥ ১৩৩॥ তুমি চন্দ্রাবর্ত্ত, যুগাবর্ত্ত, সংবর্ত্ত ও সংপ্রবর্ত্তক। তুমি বিন্দু, কাম, অণু, স্থূল, ও কর্ণিকারস্রজপ্রিয়॥ ১৩৪॥ তুমি নন্দিমুখ, ভীমমুখ, সুমুখ, ও দুর্মুখ। তুমি হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোরগপতি ও বিরাট্স্বরূপ॥ ১৩৫॥ তুমি অধর্ম্মহন্তা, মহাদেব, দণ্ডধার ও গণোৎকট। তুমি গোনর্দ্দ, গোপ্রতার, ও গোবৃষেশ্বরবাহন॥ ১৩৬॥ তুমি ত্রৈলোক্যগোপ্তা, গোবিন্দ, গোমার্গ ও মার্গস্বরূপ। তুমি স্থির, শ্রেষ্ঠ,

দুরতিক্রমঃ। দুর্দ্ধর্ষো দুষ্প্রকাশশ্চ দুর্দর্শো দুর্জ্জয়ো জয়ঃ। ১৩৮॥ শশাঙ্কানলশীতোষ্ণক্ষুত্তৃষ্ণাশ্চ জরাময়াঃ। আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব আধিহা ব্যাধিনাশনঃ। ১৩৯॥ সমূহশ্চাসমূহশ্চ হন্তা দেবঃ সনাতনঃ। শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকবনালয়ঃ॥ ১৪০॥ ত্র্যম্বকো দণ্ডধারশ্চ উগ্রদংষ্ট্রঃ কুলান্তকঃ। বিষাপহং যঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোমপাস্ত্বং মরুৎপতে॥ ১৪১। অমৃতাশী জগন্নাথো দেবদেবো গণেশ্বরঃ। বিষাগ্নিপাঃ সোমপাশ্চ ক্ষীরপা আজ্যপ স্তথা॥ ১৪২। মধুশ্চ্যুতানাং মধুপা ব্রহ্মবাংস্ত্বং ঘৃতচ্যুতঃ। সর্ব্বলোকস্য ভোক্তা ত্বং সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ১৪৩॥ হিরণ্যরেতাঃ পুরুষস্ত্বমেকস্ত্বং স্ত্রী পুমাংস্ত্বং হি নপুংসকঞ্চ। বালো যুবা স্থবিরো জীর্ণদংষ্ট্রস্ত্বং নাগেন্দ্রঃ শক্রবিশ্বকৃদ্বিশ্বকর্ত্তা॥ ১৪৪॥ ত্বং বৈ ধাতা বিশ্বকৃতো বরেণ্যাস্ত্বাং পূজয়ন্তি প্রণতাঃ সদৈব। চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী তে ভবানী ত্বমেব চাগ্নিঃ প্রপিতামহশ্চ। সরস্বতী বাগ্বলমূলমাতা অহোরাত্রে নিমিষোন্মেষকর্ত্তা॥ ১৪৫॥ ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পৌরাণা ঋষয়ো ন তে। মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যাথাতথ্যেন শঙ্কর॥ ৪৬॥ পুংসাং শতসহস্রাণি যৎ সমাবৃত্য তিষ্ঠতি। মহতস্তমসঃ পারে গোপ্তা মন্তা ভবান্ সদা॥ ১৪৭॥ যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সুজিতেন্দ্রিয়াঃ। জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥ ১৪৮॥ যা মূর্ত্তয়শ্চ সূক্ষ্মাস্তে ন শক্যা যা নিদর্শিতুং। তাভির্মাং সততং রক্ষ পিতা পুত্রমিবৌরসং॥ ১৪৯॥ রক্ষ মাং রক্ষণীয়োঽহং তবানঘ নমোঽস্তু তে। ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তশ্চাহং সদা ত্বয়ি॥ ১৫০॥ জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদর তথা ক্রতো। দীর্ঘজিহ্ব মহাদংষ্ট্র তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ॥ ১৫১॥ যস্য কেশেষু জীমূতা নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু। কুক্ষৌ

স্থাণু বিকোপ ও কোপস্বরূপ॥ ১৩৭। তুমি দুর্ব্বারণ, দুর্ব্বিষহ দুঃসহ ও দুরতিক্রম। তুমি দুর্দ্ধর্ষ, দুষ্প্রকাশ, দুর্দ্দর্শ, দুর্জ্জয় ও জয়স্বরূপ॥ ১৩৮॥ তুমি শশাঙ্ক, অগ্নি, শীত উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও আময়। তুমি আধি ও ব্যাধি এবং তুমি আধিনাশক ও ব্যাধিনির্হারক॥ ১৩৯॥ তুমি সমূহ ও অসমূহ। তুমি হন্তা ও শাশ্বতস্বরূপ। তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ, ও পুণ্ডরীকবননিবাসী॥ ১৪০॥ তুমি ত্র্যম্বক, দণ্ডধার, উগ্রদংষ্ট্র ও কুলান্তক। তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, সোমপ ও মরুৎপতি॥ ১৪১॥ তুমি অমৃতাশী, জগন্নাথ, দেবদেব ও গণেশ্বর। তুমি বিষাগ্নিপায়ী, সোমপায়, ক্ষীরপায়ী ও আজ্যপায়ী॥ ১৪২। তুমি মধু ও মধুপ। তুমি ব্রহ্মবান্ ও ঘৃতচ্যুত। তুমি সকল লোকের ভোক্তা ও সকল লোকের পিতামহ॥ ১৪৩॥ তুমি হিরণ্যরেতাঃ ও অদ্বিতীয় পুরুষস্বরূপ। তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ ও তুমিই নপুংসক। তুমি বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও জীর্ণদংষ্ট্র। তুমি বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বকর্ত্তা॥ ১৪৪। তুমি বিশ্বকৃদ্গণেরও বিধাতা। তুমি বরেণ্য এবং বিশ্বকৃদ্গণ প্রণত হইয়া তোমার পূজা করেন। সূর্য্য ও চন্দ্র তোমার চক্ষু। তুমি অগ্নি ও প্রপিতামহ তুমি বাগবলমূলজননী সরস্বতী ও অহোরাত্র। তুমি নিমেষ ও উন্মেষকর্ত্তা॥ ১৪৫॥ ব্রহ্মা, গোবিন্দ ও প্রাচীন ঋষিকদম্ব ইহাঁরা কেহই তোমার মাহাত্ম্য যথাযথ অবগত হইতে সমর্থ নহেন॥ ১৪৬। তুমি শতসহস্র পুরুষ ব্যাপ্ত করিয়া অসীম তমঃপারে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি গোপ্তা ও মন্তা॥ ১৪৭। লোকে জিতশ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় এবং সত্ত্বগুণের অনুসারী হইয়া, যোগমার্গের আশ্রয়পূর্ব্বক যে জিতনিদ্রে দর্শন করে, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ যোগাত্মা তোমাকে নমস্কার করি॥ ১৪৮॥ তোমার যে মূর্ত্তি সকল অব্যক্ত এবং তজ্জন্য যাহাদের নিদর্শন করা সাধ্যায়ত্ত নহে, সেই মূর্ত্তি সকল দ্বারা পিতা যেমন ঔরসপুত্রকে, তদ্রূপ আমাকে রক্ষা কর॥ ১৪৯॥ হে অপাপবিদ্ধ, আমি তোমার রক্ষণীয়। আমাকে রক্ষা কর। তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ভক্তানুকম্পী ভগবান্। আমি সর্ব্বদা তোমারই ভক্ত॥ ১৫০॥ তুমি জটী, দণ্ডী, লম্বোদর ও ক্রতুস্বরূপ। তুমি দীর্ঘজিহ্ব ও মহাদংষ্ট্র। এবং তুমি রুদ্রাত্মা। তোমাকে নমস্কার॥ ১৫১॥ যাঁহার কেশসমূহে মেঘ সকল, সর্ব্বাঙ্গসন্ধিতে নদী সমস্ত ও কুক্ষি মধ্যে

সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ॥ ১৫২ ॥ সংভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে। যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেঽম্বুশায়িনং ॥ ১৫৩ ॥ প্রবিশ্য বদনং রাহোর্যঃ সোমং পিবতে নিশি। গ্রসত্যর্কঞ্চ স্বর্ভানুং রক্ষিতস্তে চ তেজসা ॥ ১৫৪ ॥ যে চাত্রপতিতা গর্ভা রুদ্র তোক্ষ্যা রক্ষিণঃ। নমস্তেস্তু স্বধা স্বাহা প্রাপ্নুবন্তি মুদন্তু তে ॥ ১৫৫ ॥ যেঽঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থা যত্র দেহিনাং। রক্ষন্তু দেহিনাং নিত্যান্তে মমাপ্যায়য়ন্তু বৈ ॥ ১৫৬ ॥ যে নদীষু সমুদ্রেষু পর্ব্বতেষু গুহাসু চ। বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ১৫৭ ॥ চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ। হস্ত্যশ্বরথশালাসু জীর্ণোদ্যানালয়েষু চ ॥ ১৫৮ ॥ যে চ পঞ্চসু ভূতেষু দিশাসু বিদিশাসু চ। চন্দ্রার্কয়োর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিষু ॥ ১৫৯ ॥ রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎ পরং গতাঃ। নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥ ১৬০ ॥ যেষাং ন বিদ্যতে সংখ্যা প্রমাণং রূপমেব চ। অসংখ্যা যে গণা রুদ্রা নমস্তেভ্যোঽস্তু নিত্যশঃ ॥ ১৬১ ॥ প্রসীদ মম ভদ্রন্তে তব ভাবগতস্য চ। ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেব ত্বয়ি বুদ্ধির্মতিস্ত্বয়ি ॥ ১৬২ ॥ স্তুত্বৈবং স মহাদেবং বিররাম দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৬৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে হরস্তুতির্নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ। অথৈনমব্রবীদ্দেবস্ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ। আশ্বাসনকরঞ্চাস্য বাক্যবিদ্বাক্যমুত্তমং ॥ ১ ॥

শিব উবাচ। অহো তুষ্টোঽস্মি তে রাজন্ স্তবেন নেন সুব্রত। বহুনাত্র কিমুক্তেন মৎসমীপে-

---

সাগর সমুদায়, সেই তোয়াত্মা তোমাকে নমস্কার। ১৫২। প্রলয়সময় সমুপস্থিত হইলে, যিনি সর্ব্বভূতসংভক্ষণপূর্ব্বক জলমধ্যস্থ হইয়া, শয়ন করেন, সেই অম্বুশায়ী তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥১৫৩॥ যিনি রাহুর বদনে প্রবেশ করিয়া, রাত্রিতে সোমপান করেন, যিনি সূর্য্যকে গ্রাস করিবার সময়ে স্বর্ভানুকে স্বকীয় তেজে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫৪ ॥ যাহারা পতিত গর্ভ সকলের রক্ষা করেন, যাহারা স্বধা ও স্বাহাস্বরূপ । ১৫৫ ॥ যাহারা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে সকল দেহে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমারে রক্ষা ও আমার সান্নিধ্যে আগমন করুন ॥ ১৫৬ ॥ যাঁহারা নদী সকলে, সমুদ্রসমূহে, পর্ব্বত সমস্তে ও গুহা সমুদয়ে, যাঁহারা বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে ও কান্তারগহনে ॥ ১৫৭ ॥ যাঁহারা চতুষ্পথে, রথ্যায়চত্বরে ও সভা সকলে, যাঁহারা হস্তিশাল, রথশালা ও অশ্বশালাসমূহে, সুজীর্ণ উদ্যান ও আলয় সমস্তে ॥ ১৫৮ । যাঁহারা পঞ্চভূত, দিগ্‌বলয়ে ও বিদিক্‌প্রান্তসমূহে ; যাঁহারা চন্দ্র ও সূর্য্যের অভ্যন্তরে, যাঁহারা তাঁহাদের রশ্মিমধ্যে ॥১৫৯। যাঁহারা রসাতলে ও তাহার উপরিদেশে, অবস্থিতি ও গমন করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে নমস্কার, নমস্কার ও নমস্কার ॥ ১৬০ ॥ যাঁহাদের সংখ্যা নাই, প্রমাণ নাই ও রূপ নাই, সেই অগণ্য রুদ্রগণকে সর্ব্বদা নমস্কার, নমস্কার ॥ ১৬১ ॥ তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেব! আমার হৃদয় যেন তোমাতেই নিবদ্ধ হয় ; আমার বুদ্ধি যেন তোমাতেই সংসক্ত হয় এবং আমার মতিও যেন তোমাতেই সন্নিবিষ্ট হয় ॥ ১৬২ ॥

বেণ এইরূপে মহাদেবের স্তব করিয়া, বিরত হইলেন । ১৬৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে হরস্তুতির্নাম সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৭ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, ত্রৈলোক্যাধিপতি বাক্যবিৎ মহাদেব আশ্বাসজনক প্রশস্ত বাক্যে তাঁহারে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অহো, রাজন্! আমি তোমার এই স্তব দ্বারা তুষ্ট

বসিষ্যসি ॥ ২ ॥ উষিত্বা সুচিরং কালং মম গাত্রোদ্ভবঃ পুনঃ। অসুরো হন্ধকো নাম ভবিষ্যসি সুরান্তকৃৎ ॥৩॥ হিরণ্যাক্ষগৃহে জন্ম প্রাপ্য বৃদ্ধিং গমিষ্যসি। পূর্ব্বাধর্ম্মেণ ঘোরেণ বেদনিন্দাকৃতেন চ ॥৪॥ সাভিলাষো জগন্মাতুর্ভবিষ্যসি যদা তদা। দেহং শূলেন হত্বাহং পাবয়িষ্যে সমার্জ্জবং ॥৫॥ তত্রাপকল্মষত্যক্তঃ দৃষ্ট্বা মাং ভক্তিতঃ পুনঃ। খ্যাতো গণাধিপো ভূত্বা নাম্না ভৃঙ্গিরিটিঃ স্মৃতঃ ॥৬॥ মৎসন্নিধানে স্থিত্বা ত্বং ততঃ সিদ্ধিং গমিষ্যসি। বেনপ্রোক্তং স্তবমিমং কীর্ত্তয়েদ্যঃ শৃণোতি চ ॥৭॥ নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ। যথা সর্ব্বেষু দেবেষু বিশিষ্টো ভগবান্ শিবঃ ॥ ৮ ॥ তথা স্তবো বরিষ্ঠোঽয়ং স্তবানাং বেননির্ম্মিতঃ। যশোরাজ্যসুখৈশ্বর্য্যধনমানার্থকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৯ ॥ শ্রোতব্যো ভক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ। ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চৌররাজভয়ান্বিতঃ ॥১০॥ রাজকার্য্যবিমুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ। অনেনৈব তু দেহেন গণানাং শ্রেষ্ঠতাং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥ তেজসা যশসা চৈব যুক্তো ভবতি নির্ম্মলঃ। ন রাক্ষসাঃ পিশাচা বা ন ভূতা ন বিনায়কাঃ ॥ ১২ ॥ বিঘ্নং কুর্য্যুর্গৃহে তত্র যত্রায়ং পঠ্যতে স্তবঃ। শৃণুয়াদ্যা স্তবং নারী অনুজ্ঞাং প্রাপ্য ভর্ত্তৃতঃ ॥ ১৩ ॥ মাতৃপক্ষে পিতুঃ পক্ষে পূজ্যা ভবতি দেবিবৎ। শৃণুয়াদ্যঃ স্তবং দিব্যং কীর্ত্তয়েদ্বা সমাহিতঃ ॥ ১৪ ॥ তস্য সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্তি নিত্যশঃ। মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচানুকীর্ত্তিতং। সর্ব্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবনস্যানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৫ ॥ মনসা কর্ম্মণা বাচা কৃতমেনো বিনশ্যতি। বরং বরয় ভদ্রন্তে যত্ত্বয়া মনসেপ্সিতং ॥ ১৬ ॥

হইয়াছি। এ বিষয়ে অধিক বলিয়া প্রয়োজন কি? তুমি আমার সমীপে বাস করিবে ॥ ২ ॥ বহুকাল বাস করিয়া, পুনরায় আমার গাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া, অন্ধকনামক অসুর রূপে অবতীর্ণ হইবে ও দেবগণের বিনাশ করিবে ॥ ৩ ॥ এবং হিরণ্যাক্ষের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সংবর্দ্ধিত হইবে। বেদনিন্দাজনিত ভয়ঙ্কর পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মে তুমি এইরূপ অসুরযোনি লাভ করিবে। জগজ্জননী পার্ব্বতীর প্রতি অভিলাষপরবশ হইলেই, আমি তোমারে শূলপ্রহারে সংহার করিয়া, পবিত্র করিব ॥ ৪।৫ ॥ তখন তুমি নিষ্পাতক হইয়া, আমারে ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া, পুনরায় ভৃঙ্গিরিটি নামে সুবিখ্যাত গণাধিপতি ও সর্ব্বদা আমার সান্নিধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক চরমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি বেণের কথিত এই স্তব কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবে ॥ ৭ ॥ সে কোনরূপ অশুভগ্রস্ত হইবে না, এবং দীর্ঘায়ু হইবে। সমুদয় দেবতার মধ্যে ভগবান্ শিব যেমন বিশিষ্টভাবাবিষ্ট ॥৮॥ বেণপ্রণীত এই স্তবও তেমন স্তবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যশঃ, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, সুখ, ধন ও মানার্থী ব্যক্তিরা ॥ ৯ ॥ এবং বিদ্যাকাম পুরুষগণ ভক্তি আশ্রয় করিয়া, যত্নসহকারে ইহা শ্রবণ করিবে। ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত, দৈন্যদশাগ্রস্ত ও রাজভয়গ্রস্ত ॥ ১০ ॥ এবং রাজকার্য্য বিমুক্ত ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিলে, মহাভয় হইতে বিমুক্ত হয়। এবং এই শরীরেই বর্ণ সকলের মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১। অধিকন্তু, তেজস্বী, যশস্বী ও সর্ব্বথা শুদ্ধসম্পন্ন হয়। রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, ভূতগণ ও বিনায়কগণ ॥ ১২ ॥ যে গৃহে এই স্তব পাঠ হয়, তথায় বিঘ্ন করিতে পারে না। যে স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, এই স্তব শ্রবণ করে ॥ ১৩ ॥ সে দেবীর ন্যায়, মাতৃপক্ষে ও পিতৃপক্ষে পূজনীয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই দিব্য স্তব কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে ॥ ১৪ ॥ তাহার সমুদায় কার্য্য নিত্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অধিকন্তু, সে মনে মনে যাহা চিন্তা ও বাক্যে যাহা কীর্ত্তন করে ॥ ১৫ ॥ এই স্তবের সংকীর্ত্তন প্রভাবে তৎ সমস্ত সম্পন্ন হয়। এবং তাহার মনঃকৃত, কর্ম্মজনিত ও বাচিক পাতকও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধুনা, তুমি আপনার যথাভিলষিত বর গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক ॥ ১৬ ॥

বেণ উবাচ। অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাত্তথা লিঙ্গস্য দর্শনাৎ। মুক্তোহং পাতকৈঃ সর্ব্বৈস্তব দর্শনতঃ কিল ॥ ১৭ ॥ যদি তুষ্টোসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। দেবদ্রব্যভক্ষণাজ্জাতঃ শ্বযোনৌ তব সেবকঃ ॥ ১৮ ॥ এতস্যাপি প্রসাদং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি শঙ্কর। এতস্যাপি ভয়ান্মধ্যে সরসোহহং নিমজ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥ দেবৈর্নিবারিতঃ পূর্ব্বং তীর্থেস্মিন্ স্নানকারণাৎ। অয়ং কৃতোপকারশ্চ এতদর্থে বৃণোম্যহং ॥ ২০ ॥ তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা তুষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ। অয়োহ'প পাপনির্ম্মুক্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ প্রসাদান্মে মহাবাহো শিবলোকং গমিষ্যতি। তথা স্তবমিমং শ্রুত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২২ ॥ কুরুক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সরসোহস্য মহীপতে। মম লিঙ্গস্য চোৎপত্তিং শ্রুত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

সনৎকুমার উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ। পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৪ ॥ স চ শ্বা তৎক্ষণাদেব স্মৃত্বা জন্ম পুরাতনং। দিব্যমূর্ত্তিধরো ভূত্বা তং রাজানমুপস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥ কৃত্বা স্নানং ততো বৈণ্যঃ পিতৃদর্শনলালসঃ। স্থাণুতীর্থে কুটীং শূন্যাং দৃষ্ট্বা শোকসমন্বিতঃ ॥ ২৬ ॥ দৃষ্ট্বাব্রবীত্ততো বাক্যং হর্ষেণ মহতান্বিতঃ। সৎপুত্রেণ ত্বয়া বৎস ত্রাতোহহং নরকার্ণবাৎ ॥ ২৭ ॥ ত্বয়াভিষেকিতো নিত্যং তীর্থস্থপুলিনে স্থিতঃ। অস্য সাধোঃ প্রসাদেন স্থাণোর্দ্দেবস্য দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥ মুক্তপাপশ্চ স্বর্লোকং যাস্যে যত্র শিবঃ স্থিতঃ। ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরং ॥ ২৯ ॥ স্থাণুতীর্থে যযৌ সিদ্ধিং তেন পুত্রেণ তারিতঃ। স চ শ্বা পরমাং সিদ্ধিং স্থাণুতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৩০ ॥ বিমুক্তঃ কলুষৈঃ

বেণ কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এই লিঙ্গের মাহাত্ম্যে ও এই লিঙ্গের দর্শন প্রাপ্তে এবং আপনার সাক্ষাৎকারপ্রভাবে সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছি ॥ ১৭ ॥ হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমারে বরদান করা অভিমত হয়, তাহা হইলে, আপনার এই যে সেবক দেবদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, কুক্কুর যোনি লাভ করিয়াছে ॥ ১৮ ॥ ইহারও প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। হে শঙ্কর! আমি ইহারই ভয়ে সরোমধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছি ॥১৯॥ দেবগণ পূর্ব্বে আমারে এই তীর্থে স্নান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি আমার উপকার করে। এই জন্যই এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২০ ॥

মহাদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া, তুষ্ট হইয়া, কহিলেন, এই ব্যক্তিও পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ অয়ি মহাবাহো! আমার প্রসাদে ইহার শিবলোক লাভ হইবে, এবং তোমার এই স্তব শ্রবণ করিলে, সমুদায় পাপ পরিহার করিবে ॥ ২২ ॥ রাজন্! কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এই সরোবরের মহিমা এবং মদীয় লিঙ্গের উৎপত্তি ঘটনা শ্রবণ করিলে, পাপমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, সর্ব্বলোক নমস্কৃত ভগবন্ ভব এই প্রকার কহিয়া, সকল লোকের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ সেই কুক্কুরও তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া, দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, রাজা বেণের সকাশে সমুপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ এদিকে বেণ তনয় পিতৃদর্শন লালসায় স্নান করিয়া, স্থাণু তীর্থস্থ পর্ণশালা শূন্য দেখিয়া শোকে সমাচ্ছন্ন হইলেন ॥২৬॥

বেণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি আমার সৎপুত্র। আমাকে নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ ॥ ২৭ ॥ তীর্থস্থ পুলিনে অবস্থান সময়ে তুমি নিত্য আমারে অভিষেক করিয়াছ। তৎপ্রভাবে এবং স্থাণুর প্রসাদে ও সাক্ষাৎকার সংঘটন প্রযুক্ত ॥ ২৮ ॥ আমার সমুদায় পাপ নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমি শিবলোকে গমন করিব। রাজাকে এই কথা বলিয়া, মহেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়া ॥ ২৯ ॥ স্থাণু তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং পুত্র কর্তৃক উদ্ধৃত হইলেন। সেই কুক্কুরও স্থাণু তীর্থের প্রভাবে পরমসিদ্ধি

সর্ব্বৈর্লোকং প্রাপ্য ভবমন্বিয়ঃ। রাজা পিতৃঋণৈর্মুক্তঃ প্রতিপাল্য বসুন্ধরাং ॥ ৩১ ॥ পুত্রানুৎপাদ্য ধর্ম্মেণ কৃত্বা যজ্ঞং নিরর্গলং। দত্বা কামাংশ্চ বিপ্রেভ্যো ভুক্ত্বা ভোগান্ পৃথগ্বিধান্ ॥ ৩২ ॥ সুহৃদো দ্রবিণৈর্যুক্তান্ কামৈঃ সন্তর্প্য চ স্ত্রিয়ঃ। অভিষিচ্য সুতং রাজ্যে কুরুক্ষেত্রং যযৌ নৃপঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্র তপ্ত্বা তপো ঘোরং পূজয়িত্বা চ শঙ্করং। আত্মেচ্ছয়া তনুং ত্যক্ত্বা প্রয়াতঃ পরমং পদং ॥ ৩৪ ॥ এতৎ প্রভাবং তীর্থস্য স্থাণোর্যঃ শৃণুয়ান্নরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমাং গতিং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থাণুতীর্থপ্রভাবানুকীর্ত্তনং নাম অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। চতুর্ম্মুখানামুৎপত্তিং বিস্তরেণ মমানঘ। পৃথ্বীশ্বরাণাঞ্চ তথা শ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥ ১ ॥

সনৎকুমার উবাচ। শৃণু সর্ব্বমশেষেণ কথয়িষ্যামি তেনঘ। ব্রহ্মণঃ স্রষ্টুকামস্য যদ্বৃত্তং পদ্মজন্মনঃ ॥ ২ ॥ উৎপন্ন এব ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি চ ॥ ৩ ॥ পুনশ্চিন্তয়তঃ সৃষ্টিং যজ্ঞে কন্যা মনোরমা। নীলোৎপলদলশ্যামা তনুমধ্যা সুলোচনা ॥ ৪ ॥ তাং দৃষ্ট্বাভিমতাং ব্রহ্মা মৈথুনায়াজুহাব তাং। তেন পাপেন মহতা শিরোঽস্য শীর্য্যত বেধসঃ ॥ ৫ ॥ তেন শীর্ণেন স যযৌ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং। সান্নিহত্যং সরঃ পুণ্যং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহং ॥ ৬ ॥ তত্র পুণ্যে স্থাণুতীর্থে ঋষিসিদ্ধনিষেবিতে। সমস্তভূতত্রয়ে

প্রাপ্ত ॥ ৩০ ॥ এবং সমুদায় পাপ বিমুক্ত হইয়া, ভবলোকে সমাগত হইল। রাজাও ঋণ মুক্ত হইয়া, পৃথিবীর পালন ॥ ৩১ ॥ পুত্র সকল সমুৎপাদন ও ধর্ম্মানুসারে নির্ব্বিঘ্ন যজ্ঞ সম্পাদন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, বিবিধ ভোগ সম্ভোগ ॥ ৩২ ॥ সুহৃদ্‌দিগকে দ্রবিণ সম্প্রদান ও স্ত্রীসকলের পরম তৃপ্তি বিধান ও পুত্রক রাজপদে অভিষেক, করিয়া, কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তথায় ঘোর তপশ্চরণ সহকারে শঙ্করের আরাধনা করিয়া, আপনার ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিহার পুরঃসর, পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ যে ব্যক্তি স্থাণুর এবংবিধ প্রভাব শ্রবণ করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ বিমুক্ত হইয়া, পরমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থাণুতীর্থ প্রভাবানুকীর্ত্তন নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ॥৪৮॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অনঘ! আমার নিকট চতুর্ম্মুখগণের উৎপত্তি ও পৃথ্বীশ্বরগণের সকল কথা সবিস্তার বর্ণন করুন। উহা শুনিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে অনঘ! পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সৃষ্টিকাম হইলে, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্ত সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ লোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া, স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে সর্ব্ববিধ ভূত সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥ পুনরায় তিনি সৃষ্টির জন্য চিন্তাপরায়ণ হইলে, এককন্যা সমুদ্ভূত হইল। ঐ কন্যা সকলের মনোহারিণী ও নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, উহার মধ্যদেশ ক্ষীণ ও লোচনযুগল পরম সুন্দর ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা সেই অভিমতা কন্যাকে নয়নগোচর করিয়া, মৈথুনার্থ আহ্বান করিলেন। সেই মহাপাপে তাঁহার শির শীর্ণ হইয়া গেল ॥ ৫ ॥ তিনি সেই শীর্ণ শিরেই ত্রৈলোক্যবিখ্যাত তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থের নাম সান্নিহিত্য সরঃ। উহা পরম পবিত্র ও সর্ব্ব পাপ ক্ষয়কারক ॥ ৬ ॥ তিনি সেই ঋষিসিদ্ধ নিষেবিত পবিত্র স্থাণু তীর্থে

তীরে প্রতিষ্ঠাপ্য চতুর্মুখঃ ॥ ৭ ॥ আরাধয়ামাস তদা ধূপৈর্গন্ধৈর্মনোহরৈঃ। উপহারৈস্তথা দিব্যৈরুদ্রসূক্তৈর্দিনেদিনে ॥ ৮ ॥ তস্যৈবং ভক্তিযুক্তস্য শিবপূজারতস্য চ। স্বয়মেবাজগামাথ ভগবান্নীললোহিতঃ ॥ ৯ ॥ তমাগতং শিবং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। প্রণম্য শিরসা ভূমৌ স্তুতিং তস্য চকার হ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোবাচ। নমস্তেস্তু মহাদেব ভূতভব্যভবাশ্রয়। নমস্তে স্তুতিনিত্যায় নমস্ত্রৈলোক্যপালিনে ॥ ১১ ॥ নমঃ পবিত্রদেহায় সর্ব্বকল্মষনাশিনে। চরাচরগুরো গুহ্যং গুহ্যাদ্যক প্রকাশকৃৎ ॥ ১২ ॥ রোগা ন যান্তি ভিষজৈঃ সর্ব্বরোগবিনাশন। রৌরব জিনসংবীত বীতশোক নমোস্তু তে ॥ ১৩ ॥ বারিকল্লোলসংক্ষুব্ধ মহাবুদ্ধিবিঘট্টন। ত্বন্নামজাপিনো দেব ন ভবন্তি ভবাশ্রয়াঃ ॥ ১৪ ॥ নমস্তে নিত্যনিত্যায় নমস্ত্রৈলোক্যনাশিনে। শঙ্করায়াপ্রমেয়ায় ব্যাধীনাং শমনায় চ ॥ ১৫ ॥ পরায়াপরিমেয়ায় সর্ব্বভূতপ্রিয়ায় চ। যোগেশ্বরায় দেবায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ ॥ ১৬ ॥ নমঃ স্থাণে প্রসিদ্ধায় সিদ্ধবন্দিস্তুতায় চ। ভূতসংসারদুর্গায় বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ১৭ ॥ ফণীন্দ্রোক্তমহিম্নে তে ফণীন্দ্রাঙ্গ ধারিণে। ফণীন্দ্রবরহারায় ভাস্করায় নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥ এবং স্তুতো মহাদেবো ব্রহ্মাণং প্রাহ শঙ্করঃ। নচ মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যো ভাবিন্যর্থে কদাচন ॥ ১৯ ॥ পুরা যাবাহকন্মে তে যন্ময়াপকৃতং শিরঃ। চতুর্ম্মুখঞ্চ তদ্ভূয় কদাচিন্ন শিষ্যতি ॥ ২০ ॥ অস্মিন্ সন্নিহিতে তীর্থে লিঙ্গানি মম ভক্তিতঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য বিমুক্তস্ত্বং সর্ব্বপাপৈর্ভবিষ্যসি ॥ ২১ ॥ সৃষ্টিকামেন চ ত্বয়া যতোহহং প্রেরিতঃ কিল। তেনাহং ত্বং তথেত্যুক্ত্বা ভূতেভ্যো দর্শনং গতঃ ॥ ২২ ॥ দীর্ঘকালং তপস্তপ্ত্বা মযঃ সন্নিহিতে স্থিতঃ।

সরস্বতীর উত্তর তীরে মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করি ॥ ৭ ॥ মনোহর ধূপ, গন্ধ, স্বর্গীয় উপহার এবং রুদ্রসূক্ত দ্বারা দিন দিন তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

তিনি এইরূপে ভক্তিযুক্ত হইয়া, শিবপূজায় রত হইলে, ভগবান্ নীললোহিত স্বয়ং সমাগত হইলেন ॥ ৯ ॥ লোকপিতামহ ব্রহ্মা শিবকে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া, মস্তক দ্বারা ভূমিতে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ হে মহাদেব! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আশ্রয়। তোমাকে নমস্কার। তুমি স্তুতিনিত্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোকীর পালনকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার ॥১১॥ তুমি পবিত্রদেহবিশিষ্ট এবং সমুদায় পাপ বিনাশ করিয়া থাক। তুমি রৌরব অজিন পরিধান কর এবং সর্ব্বথা শোকের বহির্ভূত; তোমাকে নমস্কার ॥১২॥১৩॥ তুমি বারিকল্লোলসংক্ষুব্ধ এবং মহাবুদ্ধিবিঘট্টন। হে দেব! তোমার নাম জপ করিলে, পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৪ ॥ তুমি নিত্যস্বরূপ ও ত্রৈলোক্যের বিনাশকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্কর ও অপ্রমেয়স্বরূপ এবং ব্যাধি সকলের উপশম করিয়া থাক ॥১৫॥ তুমি পর, অপরিমেয় ও সর্ব্বভূতপ্রিয়। তুমি যোগেশ্বর, দিব্যমূর্ত্তি ও সর্ব্বপাপবিনাশক, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ তুমি স্থাণু, প্রসিদ্ধ ও সিদ্ধবন্দিস্তুত তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতসংসারদুর্গস্বরূপ ও বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ তুমি ফণীন্দ্রোক্ত-মহিম্নবিশিষ্ট, এবং ফণীন্দ্রাঙ্গ ধারণ করিয়া থাক। তুমি ভাস্কর ও ফণীন্দ্ররূপ বরহারে ভূষিত, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, ভাবি-বিষয়ে মন্যু করা কদাচ তোমার উচিত নহে ॥ ১৯ ॥ আমি পূর্ব্বে বারাহকল্পে তোমার যে মস্তক অপহৃত করিয়াছিলাম, তাহাই চতুর্ম্মুখ হইয়াছে, কদাচ উহা বিনষ্ট হইবে না ॥ ২০ ॥ এই সন্নিহিততীর্থে ভক্তিসহকারে মদীয় লিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠাপিত করিলে, তোমার সর্ব্বপাপবিমোচন হইবে ॥ ২১ ॥ তুমি সৃষ্টিবাসনায় আমারে প্রেরণ করিয়াছিলে। সেইজন্য আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইয়া, ভূতদিগকে দর্শন দান করিয়াছিলাম ॥ ২২ ॥ আমি দীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিয়া, এই

সুমহান্তং ততঃ কালং ত্বং প্রতীক্ষ্যাহ সমাকরোঃ ॥ ২৩ ॥ স্রষ্টাহং সর্ব্বভূতানাং মনসা কল্পিত-স্তথা । সোহব্রবীত্বাং তথা দৃষ্ট্বা মাং মহং চ ততোহতপসি ॥ ২৪ ॥ যদি নৈবাগ্রজস্ত্বেত্ত্যক্তঃ সৃজ্যামহে প্রজাঃ । ত্বয়ৈবোক্তশ্চ নৈবাস্তি ত্বত্তঃ পুরুষোহগ্রজঃ ॥ ২৫ ॥ স্থাণুরেষ জলে মগ্নো বিবশঃ কুরু মদ্বিতং । স সর্ব্বভূতানসৃজদ্দক্ষাদীংশ্চ প্রজাপতীন্ ॥ ২৬ ॥ যৈরিমং প্রাকরোৎ সর্ব্বং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধং । তাঃ সৃষ্টমাত্রাঃ ক্ষুধিতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিং ॥ ২৭ ॥ বিভক্ষয়িষবো ব্রহ্মন্ সহসা প্রাদ্রবংস্তদা । সংভক্ষ্যমাণস্ত্রাণার্থী পিতামহমুপাদ্রবৎ ॥ ২৮ ॥ অথা-সাঞ্চ মহাবৃত্তিঃ প্রজানাং সংবিধীয়তাং । দত্তং তাভ্যস্তদা হ্যন্নং স্থাবরাণাং মহৌষধীঃ ॥ ২৯ ॥ জঙ্গমানি চ ভূতানি দুর্ব্বলানি বলীয়সাং । বিহিতান্নাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পুনর্জ্জগ্মুর্যথাগতং ॥ ৩০ ॥ ততো ববৃধিরে সর্ব্বাঃ প্রীতিযুক্তাঃ পরস্পরং । ভূতগ্রামে বিবৃদ্ধে তু তুষ্টে লোকগুরৌ ত্বয়ি ॥ ৩১ ॥ সমুত্তিষ্ঠন্ জলাত্তস্মাৎ প্রজাঃ সংদৃষ্টবানহং । ততোহহন্তাঃ প্রজা দৃষ্ট্বা বিহিতাঃ স্বেন তেজসা ॥ ৩২ ॥ ক্রোধেন মহতা যুক্তো লিঙ্গমুৎপাট্য চাক্ষিপম্ । তৎ ক্ষিপ্তং সরসো মধ্যে ঊর্দ্ধমেব যদা স্থিতং ॥ ৩৩ ॥ তদা প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ স্থাণুরিত্যেব বিশ্রুতঃ । সকৃদ্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রয়াতি পরমং মোক্ষং যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ । যশ্চেহ তীর্থে নিবসেৎ কৃষ্ণাষ্টম্যাং সমাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥ স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈরগম্যাগমজাতবৈঃ । ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মা বিগতপাপশ্চ পূজ্য দেবং চতুর্ম্মুখং । লিঙ্গানি দেবদেবস্য সহস্রং সমস্থাপয়ত্ ॥ ৩৭ ॥ আদ্যং

সলিলে মগ্ন হইয়াছিলাম । সেইজন্য তুমি বহুকাল আমার অপেক্ষা করিয়াছ ॥ ২৩ ॥ আমি সমুদায় ভূতের স্রষ্টা । তুমি মনে মনে আমার ভাবনা করিয়াছ ॥ ২৪ ॥ তুমি বলিয়াছ, তোমা অপেক্ষা আর কোন পুরুষই অগ্রে জন্মগ্রহণ করে নাই ॥ ২৫ ॥ এই স্থাণু জলে মগ্ন ও বিবশ হইয়া উঠিয়াছেন । অতএব তুমি আমার উপকার কর । দক্ষাদি প্রজাপতিসমূহও যাবতীয় ভূতগ্রামের সৃষ্টি করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই প্রজাপতিগণ চতুর্ব্বিধ ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন । ঐ সকল প্রজা সৃষ্টমাত্র ক্ষুধিত হইয়া, সকলেই প্রজাপতিকে ॥ ২৭ ॥ ভক্ষণার্থ উদ্যত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সবেগে পলায়মান হইলেন এবং পরিত্রাণবাসনায় পিতামহের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন ॥ ২৮ ॥ এই সকল প্রজার মহাবৃত্তি সংবিধান করুন । এই কথায় তিনি তাহাদিগকে অন্নদান করিলেন । তাহাতে, মহৌষধি সকল স্থাবরগণের ভক্ষ্য ॥ ২৯ ॥ আর জঙ্গম দুর্ব্বল ভূতগণ বলীয়ানদিগের খাদ্য হইল । এইরূপে অন্নবিধান করা হইলে প্রজা সকল যথাগত প্রস্থান করিল ॥ ৩০ ॥ অনন্তর তাহারা সকলে পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া, বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । এইরূপে ভূতগ্রাম অতিমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও তন্নিবন্ধন লোকগুরু তুমি প্রসন্ন হইলে ॥ ৩১ ॥ আমি সেই সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া, প্রজা সকলকে সন্দর্শন করিলাম । আমারই তেজে তাহারা বিহিত হইয়াছে । তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া ॥ ৩২ ॥ আমি অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া, লিঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলাম । ঐ লিঙ্গ সরোমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিতি করিল ॥ ৩৩ ॥ তদবধি উহা সংসারে স্থাণুনামে বিখ্যাত হইল । ঐ স্থাণুর সকৃৎ দর্শনমাত্রেই সকল পাপ-মোচন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ এবং পুনর্ব্বার যাহাতে সংসারে আসিতে না হয়, সেইরূপেই মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে । যে ব্যক্তি কৃষ্ণাষ্টমীতে সমাহিত হইয়া, এই তীর্থে বাস করে ॥ ৩৫ ॥ সে অগম্যাগমনোদ্ভূত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

এই বলিয়া ভগবান্ ভব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ এদিকে ব্রহ্মাও পাপমুক্ত হইয়া, চতুর্ম্মুখের আরাধনা করিয়া, সেই সরোমধ্যে দেবদেবের লিঙ্গ সকল স্থাপন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মসরঃ পুণ্যং হরেঃ পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিতং। দ্বিতীয়ং ব্রহ্মসদনং স্বকীয়ে হ্যাশ্রমে কৃতম্॥৩৮॥ তদৈব পূর্ব্বদিগ্ভাগে তৃতীয়ঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্। চতুর্থং ব্রহ্মণো লিঙ্গং সরস্বত্যাস্তটে স্থিতং॥৩৯॥ কৃতমেতানি তীর্থানি পুণ্যানি পাবনানি চ। যে পশ্যন্তি নিরাহারাস্তে যান্তি পরমাং গতিং॥৪০॥ কৃতে যুগে হরেঃ পার্শ্বে ত্রেতায়াং ব্রহ্মণোশ্রমে। দ্বাপরে তস্য পূর্ব্বেণ সরস্বত্যাস্তটে কলৌ॥৪১॥ এতানি পূজয়িত্বা তু দৃষ্ট্বা ভক্তিসমন্বিতাঃ। বিমুক্তাঃ কল্মষৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রযান্তি পরমাং গতিং॥৪২॥ সৃষ্টিকালে ভগবতা পূজিতস্তু মহেশ্বরঃ। সরস্বত্যুত্তরে তীরে নাম্না খ্যাতশ্চতুর্মুখঃ॥৪৩॥ তং পূজয়িত্বা যত্নেন সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অগম্যাগমনৈর্দোষৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৪৪॥ ততস্ত্রেতাযুগে প্রাপ্তে স্থাণোর্ব্বৈ সমীপতঃ। পূজিতং সুমহল্লিঙ্গং তত্রাপি চ চতুর্মুখং॥৪৫॥ তং প্রণম্য শ্রদ্ধধানো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। লীলাশঙ্করসংভূতং তথা বৈ ভ্রূহশঙ্করং॥৪৬॥ তথৈব দ্বাপরে প্রাপ্তে স্বাশ্রমে স্থাপ্য শঙ্করং। বিমুক্তো রাক্ষসৈর্ভাবৈর্ব্বর্ণসঙ্করসম্ভবৈঃ॥৪৭॥ ততঃ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং পূজয়িত্বা তু মানবঃ। বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈরভোজ্যান্নাশনোদ্ভবৈঃ॥৪৮॥ কলিকালে তু সংপ্রাপ্তে বশিষ্ঠাশ্রমমাশ্রিতঃ। চতুর্মুখং স্থাপয়িত্বা যযৌ সিদ্ধিমনুত্তমাং॥৪৯॥ তত্রাপি যে নিরাহারাঃ শ্রদ্ধধানা জিতেন্দ্রিয়াঃ। পূজয়ন্তি মহাদেবং তে যান্তি পরমং পদং॥৫০॥ ইত্যেতৎ স্থাণুতীর্থস্য মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তব। তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তো ভবতি মানব॥৫১॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থাণুতীর্থমাহাত্ম্যং নাম একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৪৯॥

তন্মধ্যে প্রথম ব্রহ্মসরঃ। উহা পরম পবিত্র। হরের পার্শ্বে উহার প্রতিষ্ঠা হইল। দ্বিতীয় ব্রহ্মসদন স্বকীয় আশ্রমে সংবিধান করিলেন॥৩৮॥ তাহার পূর্ব্বদিগ্বিভাগে তদীয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। চতুর্থ লিঙ্গ সরস্বতীর তটদেশে স্থাপন করিলেন॥৩৯॥ তৎকর্ত্তৃক এই সকল পরম পবিত্র ও সকলের পবিত্রতাজনক তীর্থ বিনির্ম্মিত হইল। যাহারা নিরাহার হইয়া এই সকল দর্শন করে, তাহাদের পরমগতিলাভ হয়॥৪০॥ সত্যযুগে হরির পার্শ্বে, ত্রেতায় ব্রহ্মাশ্রমে, দ্বাপরে তৎপূর্ব্বে এবং কলিযুগে সরস্বতীর তটে প্রতিষ্ঠিত তীর্থ সেবনীয়॥৪১॥ ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, এই সকল লিঙ্গের পূজা ও দর্শন করিলে, সর্ব্বকলুষবিমুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়॥৪২॥ সৃষ্টিসময়ে ভগবান্ পিতামহ সরস্বতীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠিত চতুর্ম্মুখ নামে বিখ্যাত মহেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন॥৪৩॥ জিতেন্দ্রিয় ও উপবাসী থাকিয়া, যত্নসহকারে তাঁহার পূজা করিলে, অগম্যাগমনজনিত সমুদায় পাতক পরিহৃত হয়॥৪৪॥ অনন্তর ত্রেতাযুগ প্রাপ্ত হইলে, স্থাণুর সমীপস্থ চতুর্ম্মুখনামক অন্যতম লিঙ্গের তিনি পূজা করেন॥৪৫॥ শ্রদ্ধধান হইয়া, তাঁহারে পূজা করিলে, অশেষ কলুষনিরাস হয়। তথায় লীলাশংকরসংভূত যে ভ্রূশঙ্কর বিরাজমান আছেন, তাঁহার ঐরূপে পূজা করিলে, ঐরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়॥৪৬॥ অনন্তর দ্বাপর যুগসমাগতে স্বকীয় আশ্রমস্থ শঙ্করের শ্রদ্ধাসহ অভ্যর্চ্চনা করিলে, বর্ণসংকরসম্ভূত রাক্ষস ভাবের পরিহার হইয়া থাকে॥৪৭॥ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে তাঁহারে পূজা করিলে, অভোজ্যান্নভক্ষণজনিত সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়॥৪৮॥ অনন্তর কলিকালসমাগমে বশিষ্ঠাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, চতুর্মুখের স্থাপন করিলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে॥৪৯॥ তন্মধ্যে যে সকল ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে আহার পরিহার ও ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে মহাদেবের পূজা করে, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥৫০॥ আমি তোমার নিকট স্থাণুতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। লোকে ইহা শ্রবণ করিলে, অশেষপাপবিমুক্ত হয়॥৫১॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্থাণুতীর্থমাহাত্ম্য নামে একোনপঞ্চাশ অধ্যায়॥৪৯॥

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ। ততোঽব্রবীদ্দেববরস্তং তীর্থং যস্মাত্ত্বয়ানেকতয়া প্রযাতি। পৃথূদকেত্যেব চ নাম তুভ্যং ভবিষ্যতে তীর্থবরঃ পৃথিব্যাং॥ ১॥ এবং পৃথূদকং দেবাঃ পুণ্যং পাপভয়াপহং। তং গচ্ছধ্বং মহাতীর্থং যাচিষ্যধ্বো নিবোধথ॥ ২॥ যদা মৃগশিরোঋক্ষে শশিসূর্য্যৌ বৃহস্পতিঃ। তিষ্ঠন্তি সা তিথিঃ পুণ্যা অক্ষয়া পরিগীয়তে॥ ৩॥ তদাগচ্ছধ্বং সুরশ্রেষ্ঠা যত্র প্রাচী সরস্বতী। পিতৄনারাধয়ধ্বং তত্র শ্রাদ্ধেন ভক্তিতঃ॥ ৪॥ ততো মুরারেবচনং শ্রুত্বা দেবাঃ সবাসবাঃ। সমাজগ্মুঃ কুরুক্ষেত্রে পুণ্যং তীর্থং পৃথূদকং॥ ৫॥ তত্র স্নাত্বা সুরাঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিমচোদয়ন্। বিশস্ব ভগবন্ ঋক্ষং মৃগশিরঃ কুরু॥ ৬॥ পুণ্যাং তিথিং পাপহরাং তব কালোঽয়মাগতঃ। প্রবর্ত্ততে রবিস্তত্র চন্দ্রমাপি বিশত্যসৌ॥ ৭॥ ত্বদায়ত্তং গুরো কার্য্যং সুরাণাং তৎ কুরুষ্ব নঃ। ইত্যেবমুক্তো দেবৈস্তু দেবাচার্য্যোঽব্রবীদিদং॥ ৮॥ যদি বর্ষাধিপোঽহং স্যাং ততো যাস্যামি দেবতাঃ। বাঢ়মূচুঃ সুরাঃ সর্ব্বে ততোঽসৌ প্রাক্রমন্মৃগং॥ ৯॥ আষাঢ়ে মাসি মার্গর্ক্ষে চন্দ্রক্ষয়তিথির্হি যা। তস্যাং পুরন্দরঃ প্রীতঃ পিণ্ডং পিতৃষু ভক্তিতঃ॥ ১০॥ প্রাদাত্তিলমধুম্মিশ্রং হবিষ্যান্নং প্রভুজ্য বৈ। ততঃ প্রীতাস্তু পিতরস্তাং দদুস্তনয়াং নিজাং॥ ১১॥ মেনাং দেবাশ্চ শৈলায় হিমযুক্তায় বৈ দদুঃ। তাং মেনাং হিমবাঁল্লব্ধ্বা প্রসাদাদ্দৈবতেষ্বথ। প্রীতিমানভবচ্চাসৌ রেমে স তু যথেচ্ছয়া॥ ১২॥ ততো হিমাদ্রিঃ পিতৃকন্যয়া সমং

সনৎকুমার কহিলেন, অনন্তর দেববর মহাদেব সেই তীর্থকে বলিলেন, যেহেতু তুমি একতাসহকারে প্রয়াণ করিতেছে, সেইহেতু, পৃথূদক নামে বিখ্যাত ও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান তীর্থ হইবে॥ ১॥ হে দেবগণ! এইরূপে পৃথূদক যেমন পরমপবিত্র, সেইরূপ সর্ব্ববিধ পাপভয় নিরাকৃত করে। তোমরা সেই মহাতীর্থে গমন করিগা, যেরূপে যাচ্ঞা করিবে, তাহা শ্রবণ কর॥ ২॥ যে সময়ে শশী, সূর্য্য ও বৃহস্পতি মৃগশিরানক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, তৎকালে সেই তিথি অক্ষয়া নামে পরিগণিত হয়॥ ৩॥ অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠ সকল! যেখানে সরস্বতী প্রাচীনমুখী হইয়াছেন, তথায় গমন করিয়া, ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধসংবিধানপূর্ব্বক পিতৃগণের আরাধনা কর॥ ৪॥

ইন্দ্রসহিত দেবগণ মুরারির এই বচন আকর্ণন করিয়া, কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থ পৃথূদকে সমাগত হইলেন॥ ৫॥ তথায় স্নান করিয়া, সকলে বৃহস্পতিকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ বিদ্বন্! আপনি মৃগশিরানক্ষত্রকে পাপহারিণী ও পুণ্যজননী তিথি রূপে সংবিহিত করুন। আপনার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। সূর্য্য তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। চন্দ্রমাও প্রবেশ করিয়াছেন॥ ৬॥ ৭॥ হে গুরো! দেবগণের এই কার্য্য আপনারই আয়ত্ত। অতএব তাহা সম্পাদন করুন।

দেবগুরু বৃহস্পতি দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, বলিতে লাগিলেন॥৮॥ হে দেবতাবর্গ! যদি আমি বর্ষাধিপতি হইতে পারি, তাহা হইলে, করিব। দেবগণ এই নিয়মে সম্মত হইলে, তিনি মৃগশিরায় সংক্রমণ করিলেন। তাহাতে, আষাঢ়মাসে মৃগশিরানক্ষত্রে যে চন্দ্রক্ষয়তিথি সমুপস্থিত হইল, পুরন্দর প্রীতিমান্ ও ভক্তিযুক্ত হইয়া, সেই সময়ে পিতৃগণের উদ্দেশে॥ ৯॥ ১০॥ হবির্নিয়োজনপূর্ব্বক মধুমিশ্রিত তিলপিণ্ড প্রদান করিলেন। তখন পিতৃগণ প্রীত হইয়া, আপনাদের তনয়াকে প্রদান করিলেন॥ ১১॥ দেবগণ হিমালয়হস্তে তাঁহাকে পত্নীরূপে অর্পণ করিলেন। হিমালয় দেবগণের প্রসাদাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত ও তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া, যথেচ্ছ বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১২॥ অনন্তর তিনি পিতৃকন্যা মেনার সহিত যথেষ্ট বিষয়-

গন্ধর্ব্বান্ দৈব বিদ্যধান্ সথোষৈং। অজীজনৎ সা তনয়াশ্চ তিস্রো রূপান্বিতযুক্তাঃ সুরযোষিতস্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। মেনায়াং কন্যকাস্তিস্রো জাতা রূপগুণান্বিতাঃ। সুনাভ ইতি চ খ্যাতশ্চতুর্থস্তনয়োঽভবৎ ॥ ১ ॥ রক্তাঙ্গী রক্তনেত্রা চ রক্তাম্বরবিভূষিতা। রাগিণী নাম সঞ্জাতা জ্যেষ্ঠা মেনাসুতা মুনে ॥ ২ ॥ শুভাঙ্গী পদ্মপত্রাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা। শ্বেতমাল্যাম্বরা ধরা কুটিলা নাম চাপরা ॥ ৩ ॥ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যা নীলেন্দীবরলোচনা। রূপেণানুপমা কালী জঘন্যা মেনকাসুতা ॥ ৪ ॥ আসাং তিস্রঃ কন্যকাস্তিস্রঃ ষড়ব্দাৎ পুরতো মুনে। কর্ত্তুং তপঃ প্রযাতাশ্চ দেবাস্তা দদৃশুঃ শুভাঃ ॥ ৫ ॥ ততো দিবাকরৈঃ সর্ব্বৈর্বসুভিশ্চ তপস্বিনী। কুটিলা ব্রহ্মলোকন্তু নীতা শশিকরপ্রভা ॥ ৬ ॥ অথোচুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিং ত্বিয়ং জনয়িষ্যতে। পুত্রং মহিষহন্তারং ব্রহ্মন্ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭ ॥ ততোঽব্রবীৎ সুরপতির্নেয়ং শক্তা তপস্বিনী। শার্ব্বং ধারয়িতুং তেজো বরাকী মুচ্যতাং ত্বিয়ং ॥ ৮ ॥ ততস্তু কুটিলা ক্রুদ্ধা ব্রহ্মাণং প্রাহ নারদ। তথা যতিষ্যে ভগবন্ যথা শার্ব্বং সুদুর্দ্ধরং ॥ ৯ ॥ ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তথৈব শৃণু সত্তম। তপসাহং সুতপ্তেন সমারাধ্য জনার্দ্দনং ॥ ১০ ॥ যথা হরস্য মূর্দ্ধানং নময়িষ্যে পিতামহ। তথা দেব করিষ্যামি সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ১১ ॥

ভোগ করত পরম পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিলেন। মেনা ঐ সময় তাঁহার সহবাসে অভিনব সৌন্দর্য্যশালিনী তিন কন্যা সমুৎপাদন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সুররমণী হইয়াছিলেন ॥১৩॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য নাম পঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৫০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মেনার গর্ভে রূপগুণসম্পন্ন তিন কন্যা এবং সুনাভনামে বিখ্যাত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১ ॥ তন্মধ্যে মেনার জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম রাগিণী। তাঁহার অঙ্গ রক্তবর্ণ, লোচন রক্তবর্ণ এবং অম্বরও রক্তবর্ণ ॥ ২ ॥ মেনার দ্বিতীয়া কন্যার নাম কুটিলা। তাঁহার অঙ্গ নিতান্ত সৌষ্ঠবসম্পন্ন, লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ, কেশপাশ কুঞ্চিত ও নীলবর্ণ। এবং তাঁহার মাল্য ও অম্বর শ্বেতবর্ণে অলঙ্কৃত ॥ ৩ ॥ মেনার কনিষ্ঠা কন্যার নাম কালী। তিনি নীলাঞ্জনচয়সন্নিভা নীলেন্দীবরলোচনা এবং রূপে উপমশূন্যা ॥ ৪ ॥ হে মুনে! সেই কন্যাত্রয় ছয় বৎসরের পূর্ব্বেই তপশ্চরণার্থ প্রস্থান করিলে, দেবগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন ॥ ৫ ॥ তখন আদিত্যগণ ও বসুগণ সেই শশিকরসন্নিভা তপস্বিনী কুটিলাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলে ॥ ৬ ॥ দেবগণ সকলে ব্রহ্মার গোচরে নিবেদন করিলেন, ইনি কি মহিষহন্তা পুত্র প্রসব করিবেন, বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৭ ॥ সুরপতি পিতামহ উত্তর করিলেন, এই তপস্বিনী শম্ভুর তেজঃ ধারণ করিতে পারিবেন না। অতএব এই বরাকীকে ছাড়িয়া দাও ॥ ৮ ॥

নারদ! তখন কুটিলা ক্রুদ্ধা হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি যাহাতে শম্ভুর দুর্দ্ধর তেজ ধারণ করিতে পারিব, তদনুরূপ যত্ন করিব। হে সত্তম! শ্রবণ করুন। আমি পুনরায় ॥৯॥১০॥ যাহাতে মহাদেবের মস্তক অবনত করিতে সমর্থ হইব, হে দেব পিতামহ! সত্য সত্য বলিতেছি, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিব ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ পিতামহঃ ক্রুদ্ধঃ কুটিলাং প্রাহ দারুণাং । ভগবানাদিকৃদ্ ব্রহ্মা সর্ব্বেশোহপি মহামুনে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ । যস্মান্মদ্বচনং পাপে ন কৃতং কুটিলে ত্বয়া । তস্মান্মচ্ছাপনির্দ্দগ্ধা সর্ব্বাম্বাপো ভবিষ্যসি ॥ ১৩ ॥ ইত্যেবং ব্রহ্মণা শপ্তা হিমবদ্ দুহিতা মুনে । আপোময়ী ব্রহ্মলোকং প্লাবয়ামাস বেগিনী ॥ ১৪ ॥ তামুদ্বৃত্তজলাং দৃষ্ট্বা প্রববন্ধ পিতামহঃ । ঋক্সামাথর্ব্বযজুর্ভির্বন্ধনৈঃ সর্ব্বতো দৃঢ়ং ॥ ১৫ ॥ সা বদ্ধা সংস্থিতা ব্রহ্মংস্তত্রৈব গিরিকন্যকা । আপোময়ী প্লাবয়ন্তী ব্রহ্মণো বিমলাং তনুং ॥১৬॥ যা সা রাগবতী নাম সাপি নীতা সুরৈর্দিবং । ব্রহ্মণে তাং নিবেদ্যৈব তামপ্যাহ প্রজাপতিঃ ॥ ১৭ ॥ সাপি ক্রুদ্ধাব্রবীচ্চৈনং তথা তপ্স্যে মহত্তপঃ । যথা মন্নামসংযুক্তো মহিষয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ তাং শশাপাথ স ব্রহ্মা সন্ধ্যারাগো ভবিষ্যতি । যা মদ্বাক্যমলঙ্ঘ্যং বৈ সুরৈর্নৈন্ত্যরসে বলাৎ ॥ ১৯ ॥ সাপি জাতা মুনিশ্রেষ্ঠ সন্ধ্যারাগবতী ততঃ । প্রতীচ্ছন্ কৃত্তিকাভাগে শৈলেষ্যা বিগ্রহং দৃঢ় ॥ ২০ ॥ ততো গতে কন্যকে দ্বে জ্ঞাত্বা মেনা তপস্বিনী । তপসো বারয়ামাস উ মেত্যেবাব্রবীচ্চ সা ॥ ২১ ॥ তদেব মাতা নামাস্যাশ্চক্রে পিতৃপ্রতা শুভা । উমেত্যেব হি কন্যায়াঃ সা জগাম তপোবনং ॥ ॥ ২২ ॥ ততঃ সা মনসা দেবং শূলপাণিং বৃষধ্বজং । রুদ্রং চেতসি সন্ধার্য্য তপস্তেপে সুদুষ্করং ॥ ২৩ ॥ ততো ব্রহ্মাব্রবীদ্দেবান্ গচ্ছধ্বং হিমবৎসুতাং । ইহানয়ধ্বং তৎকালং তপস্যন্তীং হিমালয়ে ॥ ২৪ ॥ ততো দেবাঃ সমাজগ্মুর্দদৃশুঃ

পুলস্ত্য কহিলেন হে মহামুনে ! সকলের পিতামহ, ঈশ্বর ও আদিকৃৎ ভগবান ব্রহ্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই দারুণপ্রকৃতি কুটিলারে কহিলেন ॥ ১২ ॥ অয়ি পাপে কুটিলে ! যেহেতু, তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিলে না, সেইহেতু, আমার শাপে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, সলিলমাত্রে পরিণত হইবে ॥ ১৩ ॥ মুনে ! হিমালয়নন্দিনী কুটিলা এইরূপ অভিশপ্তা হইয়া বেগবতী আপোময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে উদ্দামসলিলা দর্শন করিয়া ঋক, সাম, অথর্ব্ব ও যজু রূপ বন্ধন দ্বারা সর্ব্বথা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মন্ ! গিরিকন্যা কুটিলা এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া, আপোময় কলেবরে পরমনির্ম্মল ব্রহ্মনিলয় প্লাবিত করিয়া, সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

এদিকে দেবগণ সেই রাগিণীনামক দ্বিতীয়া হিমালয়নন্দিনীকে স্বর্গে আনয়ন ও পিতামহের গোচরে নিবেদন করিলেন । পিতামহ তাহাকেও ঐরূপ বলিলেন ॥ ১৭ ॥ রাগিণী তচ্ছ্রবণে জাতক্রোধা হইয়া, কহিলেন, আমি সেইরূপ কঠোর তপশ্চরণ করিব যাহা ত আমার নামসংযুক্ত হইয়া, মহিষকন্যা জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ১৮ ॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহারেও শাপ দিয়া কহিলেন, তুমি সন্ধ্যারাগ হইবে । যেহেতু, তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, বলপূর্ব্বক দেবগণকেও অতিক্রম করিলে ॥ ১৯ ॥ অনন্তর হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! রাগিণী ব্রহ্মার শাপে সন্ধ্যারাগ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২০ ॥

তদনন্তর তপস্বিনী মেনা যখন জানিতে পারিলেন, আপনার দুই কন্যা গত হইয়াছেন, তখন তৃতীয় কন্যাকে তপশ্চরণে বিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, উ মা অর্থাৎ তপস্যা করিও না ॥ ২১ ॥ তিনি তাহাই অর্থাৎ এই উমাশব্দেই কন্যার নাম করণ করিলেন । তাহাতে তাঁহার নাম উমা হইল । অনন্তর উমা তপোবন গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ তথায় তিনি ভগবান বৃষধ্বজ শূলপাণি রুদ্রকে মন দ্বারা হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া, সুদুষ্কর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, তোমরা হিমালয়ে গমন করিয়া, তথায় তপশ্চরণে সংসক্তা, হিমালয়দুহিতারে এখানে আনয়ন কর ॥ ২৪ ॥

শৈলনন্দিনীং। তেজসা বিজিতাস্তস্যা ন শেকুরুপসর্পিতুম্॥ ২৫॥ ইন্দ্রো দেবগণৈঃ সার্দ্ধং নির্দ্ধূতস্তেজসা তয়া। ব্রহ্মণোঽধিকতেজোঽস্যা বিনিবেদ্য প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২৬॥ ততো ব্রহ্মাব্রবীদ্দেবান্ ধ্রুবং শঙ্করবল্লভা। যূয়ং সতেজসো নূনং বিক্ষিপ্তাশ্চ হতপ্রভাঃ॥ ২৭॥ তস্মাদ্যূয়ং স্বকং স্বং হি স্থানং ভো বিগতজ্বরাঃ। সতারকং হি মহিষং বিদধ্বং নিহতং রণে॥ ২৮॥ ইত্যেবমুক্তা দেবেন ব্রহ্মণা সেন্দ্রকাঃ সুরাঃ। জগ্মুঃ স্বান্যেব ধিষ্ণ্যানি সদ্যো বৈ বিগতজ্বরাঃ॥ ২৯॥ উমামপি তপস্যন্তীং হিমবান্ পর্ব্বতেশ্বরঃ। নিবর্ত্ত্য তপসস্তস্মাৎ সদারো হ্যনয়দ্‌গৃহান্॥ ৩০॥ দেবোঽপ্যাশ্রিত্য তদ্রৌদ্রং ব্রতং নামনিরাশ্রয়ং। বিচচার মহাশৈলান্মেরুপ্রাগ্রান্ মহামতিঃ॥ ৩১॥ স কদাচিন্মহাশৈলং হিমবন্তং সমাগতঃ। তেনার্চ্চিতঃ শ্রদ্ধয়াসৌ তাং রাত্রিমবসদ্ধরঃ॥ ৩২॥ দ্বিতীয়েঽহ্নি গিরীশেন মহাদেবো নিমন্ত্রিতঃ। ইহৈব তিষ্ঠ বিভো তপঃসাধনকারণাৎ॥ ৩৩॥ ইত্যেবমুক্তো গিরিণা হরশ্চক্রে মতিং চ তাং। তথা চাশ্রমমাশ্রিত্য ত্যক্ত্বা স স্বং নিরাশ্রমং॥ ৩৪॥ বসতোঽপ্যাশ্রমে তস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ। তং দেশমগমৎ কালী গিরিরাজসুতা শুভা॥ ৩৫॥ তামাগতাং হরো দৃষ্ট্বা ভূয়ো জাতাং প্রিয়াং সতীং। স্বাগতেনাভিসংপূজ্য তস্থৌ যোগরতো হরঃ॥ ৩৬॥ সা চাভ্যেত্য বরারোহা কৃতাঞ্জলিপরিগ্রহা। ববন্দে চরণৌ শৈলে সখিভিঃ সহ ভামিনী॥ ৩৭॥ ততস্তু সুচিরাচ্ছর্ব্বঃ সমীক্ষ্য গিরিকন্যকাং। ন যুক্তং চৈবমুক্ত্বাথ

দেবগণ পিতামহের আদেশে যথাপ্রদেশে গমন করিয়া, শৈলনন্দিনীরে নয়নগোচর করিলেন। কিন্তু তদীয় তেজে পরাভূত হইয়া, তাঁহার সমীপে গমন করিতে পারিলেন না॥ ২৫॥ ইন্দ্র দেবগণের সহিত তাঁহার তেজে নির্দ্ধূত হইয়া, ব্রহ্মার সকাশে তাঁহার তেজের এইপ্রকার আধিক্য নিবেদন করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন॥ ২৬॥

ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, নিশ্চয়ই ইনি শঙ্করের বল্লভা হইবেন। কেননা, তোমরা সকলেই তাঁহার তেজে বিক্ষিপ্ত ও প্রভাশূন্য হইয়াছ॥ ২৭॥ অতএব, মহিষাসুর তারকের সহিত সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, নিশ্চয় করিয়া, সন্তাপপরিহারপুরঃসর স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান কর॥ ২৮॥

ইন্দ্রসহিত সমুদায় দেববর্গ ভগবান্ পিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও বিগতসন্তাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ২৯॥ এদিকে, উমা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, পর্ব্বতপতি হিমালয় পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহারে তপস্যা হইতে বিনিবর্ত্তিত করিয়া, গৃহে লইয়া আসিলেন॥ ৩০॥ মহামতি ভগবান্ মহাদেবও সেই নিরাশ্রম রৌদ্রব্রত আশ্রয় করিয়া, মেরু প্রমুখস্থ মহাশৈল সকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ তিনি বিচরণপ্রসঙ্গে কোন সময়ে মহাশৈল হিমালয়ে সমাগত হইলেন। তখন পর্ব্বতপতি হিমাচল শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার পূজাবিধি সম্পাদন করিলেন। এবং মহাদেব একরাত্রি তথায় বাস করিলেন॥ ৩২॥ দ্বিতীয় দিনে তাঁহারে নিমন্ত্রণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে বিভো! তপঃসাধনার্থ এই স্থানেই অধিষ্ঠান করুন॥ ৩৩॥ পর্ব্বতপতি এইরূপ নিবেদন করিলে, উমাপতি মহাদেব সেই নিরাশ্রম ব্রত ত্যাগ ও আশ্রম আশ্রয় করিয়া, তথায় বাস করিতে কৃতমতি হইলেন॥ ৩৪॥ দেবদেব শূলী এইরূপে আশ্রমী হইলে, গিরিরাজের তৃতীয়া কন্যা সেই সর্ব্বসুন্দরী কালী ঐ স্থানে সমাগতা হইলেন॥ ৩৫॥ মহাদেব আপনার প্রিয়া সতীকে পুনরায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, স্বাগতবাদসহকারে সবিশেষ অভিবাদনাদি করিয়া, যোগচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৬॥ তখন সেই বরারোহা ভামিনী কালী কৃতাঞ্জলিপরিগ্রহা হইয়া, অভ্যাগমনপূর্ব্বক সখীগণসমভিব্যাহারে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন॥ ৩৭॥ মহাদেব বহুক্ষণের পর গিরিকন্যাকে দর্শন করিয়া, কহিলেন, তোমার

সগণোঽন্তর্দ্দধে ততঃ ॥ ৩৮ ॥ সাপি শর্ব্ববচো ঘোরং শ্রুত্বা জ্ঞানসমন্বিতা। অন্তর্দুঃখেন দহ্যন্তী পিতরং প্রাহ পার্ব্বতী ॥ ৩৯ ॥ তাত যাস্যে মহারণ্যে তপ্তুং ঘোরং মহত্তপঃ। আরাধনায় দেবস্য শঙ্করস্য পিনাকিনঃ ॥ ৪০ ॥ তথেত্যুক্তং বচঃ পিত্রা পাদে তস্যৈব বিস্তৃতে। ললিতাখ্যা তপস্তেপে হরারাধনকাম্যয়া ॥ ৪১ ॥ তস্যাঃ সখ্যস্তদা দেব্যাঃ পরিচর্য্যান্তু কুর্ব্বতে। সমিৎকুশফলং চাপি মূলাহরণমাদিতঃ ॥ ৪২ ॥ বিনোদনার্থং পার্ব্বত্যা মৃণ্ময়ঃ শূলধৃগ্ হরঃ। কৃতস্তু তেজোযুক্তশ্চ রুদ্রো মেঽস্ত্বিতি সাব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥ পূজাং করোতি তস্যৈব তং পশ্যন্তী মুহুর্মুহুঃ। ততোঽস্যাস্তুষ্টিমগমচ্ছ্রদ্ধয়া ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ৪৪ ॥ বটুরূপং সমাধায় আষাঢী মুঞ্জমেখলী। যজ্ঞোপবীতী ছত্রী চ মৃগাজিনধরস্তথা ॥ ৪৫ ॥ কমণ্ডলুব্যগ্রকরো ভস্মারুণিতবিগ্রহঃ। প্রত্যাশ্রমং পর্য্যটন্ স তং কাল্যাশ্রমমাগতঃ ॥ ৪৬ ॥ তমুত্থায় তদা কালী সখীভিঃ সহ নারদ। পূজয়িত্বা যথান্যায়ং পর্য্যপৃচ্ছদিদং শুভা ॥ ৪৭ ॥

দেব্যুবাচ। কস্মাদাগম্যতে ভিক্ষো কুত্র স্থানে তবাশ্রমঃ। কুত্র ত্বং প্রতিগন্তাসি মম শীঘ্রং নিবেদয় ॥ ৪৮ ॥

ভিক্ষুরুবাচ। মমাশ্রমপদং বালে বারাণস্যাং শুচিব্রতে। অথৈতত্তীর্থযাত্রায়াং গমিষ্যামি পৃথূদকং ॥ ৪৯ ॥

দেব্যুবাচ। কিং পুণ্যং তত্র বিপ্রেন্দ্র যদ্যাসি ত্বং পৃথূদকে। পথি স্নানেন চ ফলং কেষু কিং লব্ধবানসি ॥ ৫০ ॥

এই অনুষ্ঠান সর্ব্বথা যুক্তিবহির্ভূত। এই বলিয়াই তিনি প্রমথগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

গিরিনন্দিনী তাঁহার এই অতীবভয়ঙ্কর বচন আকর্ণন করিয়া, জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত ও অন্তঃদুঃখে দহ্যমান হইয়া, পিতাকে আসিয়া কহিলেন ॥ ৩৯ ॥ তাত! আমি ভগবান্ মহাদেবের আরাধনামানসে ঘোর মহৎ তপশ্চরণার্থ মহাবনে গমন করিব ॥ ৪০ ॥ পিতা হিমালয় এই বাক্যে সম্মত হইলে, তিনি তাঁহারই বিস্তৃত পাদদেশে মহাদেবের আরাধনাভিলাষে ললিতানামধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ তৎকালে তদীয় সখীরা আদি হইতে ফল, মূল ও সমিৎ কুশ আহরণ করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥ এবং তাঁহার চিত্তবিনোদসমাধনার্থ মৃত্তিকানির্ম্মিত শূলধারী হর নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তিনি তদ্দর্শনে কহিলেন, এই তেজস্বী রুদ্র যেন আমারই হন ॥ ৪৩ ॥ এই বলিয়া, তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহারই পূজা করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরারি তাঁহার এইরূপ শ্রদ্ধাসন্দর্শনে তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর তিনি পলাশনির্ম্মিত দণ্ড, মুঞ্জ মেখলা, যজ্ঞোপবীত, ছত্র ও মৃগাজিন এই সকল অলঙ্কৃত বটু বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ॥ ৪৫ ॥ কমণ্ডলুব্যগ্র করে ভস্মারুণিত কলেবরে প্রতি আশ্রম পর্য্যটন করিতে করিতে সেই কালীর আশ্রমপদে পদার্পণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

নারদ! কালী তৎক্ষণাৎ সখীগণের সহিত উত্থান ও ন্যায়ানুসারে তাঁহার পূজা করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অয়ি ভিক্ষো! কোথা হইতে আসিতেছেন? কোথাই বা আপনার আশ্রম? কোথাই বা আপনি গমন করিবেন? শীঘ্র আমাকে বলুন ॥ ৪৭।৪৮ ॥

ভিক্ষু কহিলেন, অয়ি বালে! অয়ি শুচিব্রতে! বারাণসীতে আমার আশ্রম। অধুনা আমি তীর্থযাত্রা মনস্থে পৃথূদকে গমন করিব ॥ ৪৯ ॥

দেবী কহিলেন, আপনি যে পৃথূদকে যাইতেছেন, তথায় কিরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে? পথিমধ্যেই বা কোন্ কোন্ তীর্থে স্নান করিয়া, কিরূপ ফল লাভ করিয়াছেন? ॥ ৫০ ॥

ভিক্ষুরুবাচ। মম স্নানং প্রয়াগে তু কৃতং প্রথমমেব হি। ততোঽস্মি তীর্থে কুব্জাম্রে জয়ন্তে চণ্ডিকেশ্বরে ॥ ৫১ ॥ বন্ধুবৃন্দে চ কর্কন্ধে তীর্থে কনখলে তথা। সরস্বত্যামগ্নিকুণ্ডে ভদ্রায়াঞ্চ ত্রিবিষ্টপে ॥ ৫২ ॥ কোনটে কোটিতীর্থে চ তক্ষকে চ কৃশোদরি। নিষ্কামেন কৃতং স্নানং ততোঽভ্যাগাস্তবাশ্রমং ॥ ৫৩ ॥ ইহস্থাং ত্বং সমাভাষ্য গমিষ্যামি পৃথূদকং। পৃচ্ছামি যাদহং ত্বাং বৈ তত্র ন ক্রোদ্ধুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥ অহং যত্তপসাত্মানং শোষয়ামি কৃশোদরি। বাল্যেঽপি সংযততনুস্তত্তু শ্লাঘ্যং দ্বিজন্মনাং ॥ ৫৫ ॥ কিমর্থং ভবতী রৌদ্রং প্রথমে বয়সি স্থিতা। তপঃ সমাশ্রিতা ভীরু সংশয়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৫৬ ॥ প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং সহ ভর্ত্রা বিলাসিনি। সুভোগা ভোগিতাঃ কালা এরক্তি স্থিরযৌবনে ॥ ৫৭ ॥ তপসা বাঞ্ছন্তীহ গিরিজে সচরাচরং। রূপাভিজনমৈশ্বর্য্যং তচ্চ তে বর্ত্ততে বহু ॥ ৫৮ ॥ তৎ কিমর্থমপাস্যৈতানলংকারান্ জটা ধৃতাঃ। চীনাংশুকং পরিত্যজ্য কিং ত্বং বল্কলধারিণী ॥ ৫৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ততস্তু তপসা বৃদ্ধা দেব্যাঃ সোমপ্রভা সখী। ভিক্ষবে কথয়ামাস যথাবৎ সা হি নারদ ॥ ৬০ ॥

সোমপ্রভোবাচ। তপশ্চর্য্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পার্ব্বত্যা যেন কেতুনা। তং শৃণুষ্ব মহাকালী হরং ভর্ত্তারমিচ্ছতি ॥ ৬১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। সোমপ্রভায়া বচনং শ্রুত্বা সংকম্প্য বৈ শিরঃ। বিহস্য চ মহাহাসং ভিক্ষুরাহ বচস্ত্বিদং ॥ ৬২ ॥

ভিক্ষুরুবাচ। বদামি তে পার্ব্বতি বাক্যমেবং কেন প্রদত্তা তব বুদ্ধিরেষা। কথং করঃ

ভিক্ষু কহিলেন, আমি প্রথমে প্রয়াগে স্নান করিয়াছি। পরে যথাক্রমে কুব্জাম্রে, জয়ন্তে, চণ্ডিকেশ্বরে ॥ ৫১ ॥ বন্ধুবৃন্দে, কর্কন্ধে, কনখলে, সরস্বতীতে, অগ্নিকুণ্ডে, ভদ্রাতে, ত্রিবিষ্টপে॥৫২॥ কোনটে, কোটিতীর্থে ও তক্ষকে নিষ্কাম হইয়া, স্নান করিয়া, তোমার আশ্রমে আসিলাম ॥ ৫৩ ॥ এখানে তোমাকে সংভাষণ করিয়া, পৃথূদকে গমন করিব। তোমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাতে তুমি ক্রুদ্ধ হইও না ॥ ৫৪ ॥ অয়ি কৃশোদরি! আমি যে বাল্যকাল হইতেই সংযত-তনু হইয়া, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিয়াছি, তাহা দ্বিজাতিগণের পক্ষে শ্লাঘনীয় ॥ ৫৫ ॥ অয়ি ভীরু! তুমি প্রথম বয়সে অবস্থিতি করিয়া, কি উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥ অয়ি বিলাসিনি! প্রথম বয়সে স্বামীর সহিত বিবিধ উপাদেয় বিষয়ভোগেই স্ত্রীদিগের সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ অয়ি গিরিনন্দিনি! লোকে তপস্যা দ্বারা রূপ, অভিজন ও ঐশ্বর্য্য এই সকলই বাঞ্ছা করিয়া থাকে। তোমার ত সে সকল ভূরিপরিমাণেই আছে ॥ ৫৮ ॥ তবে তুমি কিজন্য অলঙ্কার পরিহার করিয়া, জটাভার ধারণ এবং চীনাংশুক ত্যাগ করিয়া, বল্কল পরিধান করিয়াছ ॥ ৫৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ! তখন সোমপ্রভানামে দেবীর তপোবৃদ্ধা অন্যতম সখী সেই ভিক্ষুকে যথাবৎ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পার্ব্বতী যেকারণে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। এই মহাকালী মহাদেবকে পতিরূপে কামনা করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভিক্ষুরূপী মহাদেব সোমপ্রভার এই কথা শুনিয়া, শিরঃকম্পন ও উচ্চৈঃস্বরে মহাহাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ অয়ি পার্ব্বতি! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ ব্যক্তি তোমারে এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিল? দেখ, তোমার পল্লবকোমল কর

কথং ভুজঙ্গাবৃতবাহোর্মহেশ্বরস্য করেণ সঙ্গং যাস্যতি পার্ব্বতী ? ॥ ৬৩ ॥ তথা দুকূলাম্বরশালিনী ত্বং মৃগারিচর্ম্মাভি-রুদ্ধ রুদ্রঃ। ত্বং চন্দনাঢ্যা স চ ভস্মভূষিতো ন যুক্তরূপং প্রতিভাতি মে ত্বিদং ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবং বাদিনি বিপ্রেন্দ্র পার্ব্বতী ভিক্ষুমব্রবীৎ। মা মৈবং বদ ভিক্ষো ত্বং হরঃ সর্ব্বগুণাধিকঃ ॥ ৬৫ ॥ শিবো বাপ্যথবা ভীমঃ সধনো নির্ধনোঽথবা। অলঙ্কৃতো বা দেবেশস্তথা বাপ্যনলঙ্কৃতঃ ॥ ৬৬ ॥ যাদৃশস্তাদৃশো বাপি স মে নাথো ভবিষ্যতি। নিবার্য্যতাময়ং ভিক্ষুর্ব্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতাধরঃ। ন তথা নিন্দকঃ পাপঃ যথা শ্রোতা শশিপ্রভে ॥ ৬৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা সমুত্থাতুমথৈচ্ছত। ততোঽত্যজদ্ভিক্ষুরূপং স্বরূপস্থো-ঽভবচ্ছিবঃ ॥ ৬৮ ॥ ভূত্বোবাচ প্রিয়ে গচ্ছ স্বমেব ভবনং পিতুঃ। তবার্থায় প্রেষয়িষ্যামি মহর্ষীন্ হিমবদ্গৃহে ॥ ৬৯ ॥ যচ্চেদং রুদ্রমীহন্ত্যা মৃণ্ময়শ্চেশ্বরঃ কৃতঃ। অসৌ ভদ্রেশ্বরেত্যেবং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষাঃ কিংপুরুষোরগাঃ। পূজয়িষ্যন্তি সততং মানবাশ্চ শুভেপ্সবঃ ॥ ৭১ ॥ ইত্যেবমুক্তা দেবেন গিরিরাজসুতা মুনে। জগামাম্বরমাবিশ্য স্বমেব ভবনং পিতুঃ ॥ ৭২ ॥ শঙ্করোঽপি মহাতেজা বিসৃজ্য গিরিকন্যকাং। পৃথূদকং জগাম স্নানং চক্রে বিধানতঃ ॥ ৭৩ ॥ ততস্তু দেবপ্রবরো মহেশ্বরঃ পৃথূদকে। কৃত্বং তেন তদা স্নানমপাস্তসর্ব্বকল্মষঃ ॥ ৭৪ ॥ কৃত্বা সনন্দী সগণঃ সবাহনো মহাগিরিং মন্দরমাজগাম। আযাতি ত্রিপুরান্তকে সহ গণৈঃ পর্য্যাবৃতৈঃ সপ্তভির্মারোঽথপুলকো বভৌ গিরিবরঃ সংহৃষ্টচিত্তঃ

কিরূপে মহাদেবের ভুজঙ্গ বেষ্টিত করের সহিত সংগত হইবে ? ॥ ৬৩ ॥ অধিক কি, তুমি দুকূলাম্বর ধারণ করিতেছ। কিন্তু মহাদেব মৃগারিচর্ম্ম পরিধান করেন। তুমি চন্দনে চর্চিত, কিন্তু মহাদেব ভস্মে বিভূষিত। সুতরাং, এই ঘটনা আমার যুক্তরূপ প্রতিভাত হইতেছে না। ৬৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভিক্ষু এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, পার্ব্বতী তাঁহারে বলিতে লাগিলেন, অয়ি ভিক্ষো ! আপনি এরূপ কথা মুখে আনিবেন না। কেননা, মহাদেব সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ॥ ৬৫ । অথবা, তিনি শিবই হউন, আর ভীমই হউন, ধনীই হউন, আর নির্ধনই বা হউন, অলঙ্কৃতই হউন, আর অনলঙ্কৃতই বা হউন ; অথবা তিনি যেমন তেমনই বা হউন, তিনিই আমার নাথ। সখি ! এই ভিক্ষুককে নিবারণ কর। দেখ, আবার কি বলিবার জন্য ইঁহার অধর স্ফুরিত হইতেছে। মহাদেবের নিন্দা করিলে, যত না পাপ হয়, সেই নিন্দা শ্রবণ করিলে, ততোধিক পাপ হইয়া থাকে ॥ ৬৬।৬৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বরদা পার্ব্বতী এইমাত্র কহিয়া, উত্থান করিতে অভিলাষিণী হইলেন। তদর্শনে মহাদেব ভিক্ষুরূপ পরিত্যাগ করিয়া, স্বরূপ ধারণ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর তাঁহারে বলিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে ! তুমি এখন পিতার ভবনেই গমন কর। আমি তোমার জন্য মহর্ষিদিগকে তথায় প্রেরণ করিব ॥ ৬৯ ॥ তুমি রুদ্রের প্রাপ্তিকামনাবশংবদ হইয়া, তাঁহার যে মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছ, ঐ মূর্ত্তি ভদ্রেশ্বরনামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৭০ ॥ দেবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষগণ, উরগগণ এবং মানবগণ সকলেই শুভাভিলাষ-পরায়ণ হইয়া, সতত তাঁহার পূজা করিবে। ৭১ ॥

ভগবান্ ভব এইরূপ কহিলে, গিরিরাজনন্দিনী আকাশে আরোহণপূর্ব্বক পিতার নিলয়ে গমন করিলেন ॥ ৭২ ॥ তখন মহাতেজা মহাদেবও তাঁহারে বিসর্জনপূর্ব্বক পৃথূদকে সমাগত ও তথায় যথাবিধানে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ৭৩ ॥ এইরূপে দেবপ্রবর মহেশ্বর পৃথূদকে স্নান করিয়া, সর্ব্ব পাপবিমুক্ত হইয়া ॥ ৭৪ ॥ নন্দী ও প্রমথগণ এবং বাহনের সমভিব্যাহারে মহাগিরি মন্দরে গমন করিলেন। ত্রিপুরান্তক সেই মহাদেব গণের সমাগত হইলে, অসংখ্যভূধর পরমপুলকিত

ক্ষণাৎ। চক্রে দিব্যফলৈর্জলেন শুচিনা মূলৈশ্চ কন্দাদিভিঃ পূজাং সর্ব্বগণেশ্বরৈঃ সহ বিভো-র্দ্রিয়েনেজস্ত ভূ। ৭৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে মন্দরগিরিপ্রবেশো নাম একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ সংপূজিতো রুদ্রঃ শৈলেন প্রীতিমানভূৎ। সস্মার চ মহর্ষীংস্তা অরুন্ধত্যা সমং ততঃ॥ ১॥ তে সংস্মৃতাস্তু ঋষয়ঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা। সমাজগ্মুর্মহাশৈলং মন্দরং চারুকন্দরং॥ ২॥ তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব দেবস্ত্রিপুরনাশনঃ। অভ্যুত্থায়াভিপূজ্যৈতানিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩॥ ধন্যোঽয়ং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ শ্লাঘ্যঃ পূজ্যশ্চ দৈবতৈঃ। ধূতপাপস্তথা জাতো ভবতাং পাদপঙ্কজৈঃ। ৪॥ স্থীয়তাং বিস্তৃতে রম্যে গিরিপ্রস্থে সমে শুভে। শিলাসু পদ্মবর্ণাসু শ্লক্ষ্ণাসু চ মৃদুষ্বথ॥ ৫॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তা দেবেন শঙ্করেণ মহর্ষয়ঃ। সমবেত্য স্বরুন্ধত্যা বিবিশুঃ শৈলসানুনি॥ ৬॥ উপবিষ্টেষু ঋষিষু নন্দী দেবগণাগ্রণীঃ। অর্ঘাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য স্থিতঃ প্রযতমানসঃ॥ ৭॥ ততোঽব্রবীৎ সুরপতিঃ ধর্ম্ম্যং বাক্যং হিতং স্মরান্। আত্মনো যশসো বৃদ্ধ্যৈ সপ্তর্ষীন্ বিনয়ান্বিতান্॥ ৮॥

হর উবাচ। কশ্যপাত্রে বারুণেয় গাধেয় শৃণু গৌতম। ভরদ্বাজ শৃণুষ্ব ত্বমঙ্গিরস্ত্বং শৃণুষ্ব চ॥ ৯॥ মমাসীদ্দক্ষতনুজা প্রিয়া সা দক্ষকোপতঃ। উৎসসর্জ্জ সতী প্রাণান্ যোগং দৃষ্ট্বা পুরা কিল॥ ১০॥ সাদ্য ভূয়ঃ সমুদ্ভূতা শৈলরাজসুতা উমা। তাং মদর্থে শৈলেন্দ্রো যাচ্যতাং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১১॥

ও তৎক্ষণাৎ অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইল। এবং দিব্য ফল মূল ও পরমপবিত্র সলিল প্রদান করিয়া, সেই সর্ব্বগণেশ্বরসংমিলিত বিভু পশুপতির পূজা করিল॥ ৭৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মন্দরগিরিপ্রবেশ নামক একপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫১॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হিমালয় বিশেষ বিধানে পূজা করিলে, মহাদেব প্রীতিমান্ হইয়া, অরুন্ধতী-সমেত সপ্ত মহর্ষিকে স্মরণ করিলেন॥ ১॥ মহাত্মা শঙ্কর স্মরণ করিবামাত্র, তাঁহারা চারুকন্দর-শোভিত মন্দরাচলে সমাগত হইলেন॥ ২॥ দেব ত্রিপুরনাশন তাঁহাদিগকে সমাগত দর্শন করিয়া, অভ্যুত্থান ও সবিশেষ পূজা বিধানপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন॥৩॥ এই মন্দরপর্ব্বত আপনাদের পাদপঙ্কজসংসর্গে ধন্য, শ্রেষ্ঠ, শ্লাঘাবিশিষ্ট ও দেবগণেরও পূজনীয় এবং সর্ব্বথা পাতকপবিশূন্য হইল॥ ৪॥ অধুনা, আপনারা এই সম, শুভ, রমণীয় ও বিস্তৃত গিরিপ্রস্থে মৃদু, শ্লক্ষ্ণ ও পদ্মসবর্ণ শিলাতলে অবস্থিতি করুন॥ ৫॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহর্ষিগণ ভগবান্ শঙ্করকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, অরুন্ধতীর সহিত শৈলসানুতে প্রবেশ করিলেন॥ ৬॥ অনন্তর সকলে উপবিষ্ট হইলে, দেবগণাগ্রণী নন্দী অর্ঘ্যাদি দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করিয়া, প্রযতমানসে দণ্ডায়মান রহিলেন॥ ৭॥ তখন সুরপতি মহাদেব আপনার যশোবৃদ্ধিমানসে সেই বিনয়ান্বিত সপ্তর্ষিকে ধর্ম্মসঙ্গত হিতবাক্যে কহিলেন॥ ৮॥ হে কশ্যপ! হে অত্রে! হে বারুণেয়! হে গাধেয়! হে গৌতম! সকলে শ্রবণ করুন। হে ভরদ্বাজ! আপনিও শ্রবণ করুন। হে অঙ্গিরঃ! আপনিও শ্রবণ করুন॥ ৯॥ দক্ষদুহিতা সতী পূর্ব্বে আমার প্রিয়া ছিলেন। দক্ষের প্রতি রোষবশতঃ তিনি যোগমার্গের অনুসরণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন॥ ১০॥ অধুনা তিনি শৈলরাজদুহিতা উমারূপে পুনরায় সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমার জন্য সেই শৈলেন্দ্রের নিকট উমাকে যাচ্ঞা করুন॥ ১১॥

পুলস্ত্য উবাচ। সপ্তর্ষয়স্তৈবমুক্তা বাঢমিত্যব্রুবন্ বচঃ। ওঁ নমঃ শঙ্করায়েতি প্রোক্ত্বা জগ্মুর্হিমালয়ং ॥ ১২ ॥ ততোঽরুন্ধতীং শর্ব্বঃ প্রাহ গচ্ছস্ব সুন্দরি। পুরন্ধ্র্যো হি পুরন্ধ্রীণাং গতিং ধর্ম্মস্য বৈ বিদুঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যেবমুক্তা দুর্জ্জ্ঞেয়া লোকাচারাদরুন্ধতী। নমস্তে রুদ্র ইত্যুক্ত্বা জগাম পতিনা সহ ॥ ১৪ ॥ গত্বা হিমাদ্রিশিখরমোষধিপ্রস্থমেব চ। দদৃশুঃ শৈলরাজস্য পুরন্দরপুরীমিব ॥ ১৫ ॥ ততঃ সংপূজ্যমানাস্তে শৈলবোধৈস্তপোধনৈঃ। সুনাভাদিভির্ব্যগ্রৈঃ পূজ্যমানা বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥ গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈস্তথৈবান্যৈঃ পুরঃসরৈঃ। বিবিশুর্ভবনং রম্যং হিমাদ্রের্হাটকোজ্জ্বলং ॥ ১৭ ॥ ততঃ সর্ব্বে মহাত্মানস্তপসা ধৌতকল্মষাঃ। সমাসাদ্য মহাদ্বারং সংতস্থুর্দ্বাররক্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥ ততস্তু ত্বরিতো ভাগাদ্দ্বারস্থোঽদ্রির্গন্ধমাদনঃ। ধারয়ন্বৈ করে দণ্ডং পদ্মরাগময়ং মহৎ ॥ ১৯ ॥ ততস্তমূচুর্মুনয়ো গত্বা শৈলপতিং শুভং। নিবেদয়াস্মান্ সংপ্রাপ্তান্ মহৎকার্য্যার্থিনো বয়ং ॥ ২০ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ শৈলেন্দ্রং স ঋষির্গন্ধমাদনঃ। জগাম তত্র যত্রাস্তে শৈলরাজোঽদ্রিভির্বৃতঃ ॥ ২১ ॥ নিধায় ভুবি জানুভ্যাং দত্ত্বা হস্তৌ মুখে গিরিঃ দণ্ডং নিক্ষিপ্য কক্ষায়াং মহৎ বচন ব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

গন্ধমাদন উবাচ। ইমে হি ঋষয়ঃ প্রাপ্তা শৈলরাজ তবাজিরে। দ্বারে স্থিতাঃ কার্য্যিণস্তে তব দর্শনলালসাঃ ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। দ্বাস্থবাক্যং সমাকর্ণ্য সমুত্থায়াচলেশ্বরঃ। স্বয়মভ্যাগমদ্দ্বারি সমাদায়ার্ঘমুত্তমং ॥ ২৪ ॥ তানর্চ্চয়িত্বা নিন্যে শৈলঃ সমানীয় সভাতলং। উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সপ্তর্ষিরা এইরূপ অভিহিত হইয়া, তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। অনন্তর সকলে, ওঁ নমঃ শঙ্করায়, বলিয়া, হিমালয়ে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ তখন শঙ্কর অরুন্ধতীকেও বলিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমিও হিমালয়ে গমন কর। কেননা, পুরন্ধ্রীরা পুরন্ধ্রীগণের ও ধর্ম্মের গতি বিদিত আছেন ॥ ১৩ ॥ অরুন্ধতী এইরূপ অভিহিত হইয়া, দুর্জ্জ্ঞেয় লোকাচারের অনুরোধে, রুদ্র! তোমাকে নমস্কার, এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপূর্ব্বক স্বামীর সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর সকলে ওষধিপ্রস্থনামক হিমাদ্রিশেখরে সমাগত হইয়া, পুরন্দরপুরীর ন্যায়, তদীয় নগরী নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ তাঁহারা সমাগত হইলে, তত্রত্য যোধিদগণ ও সুনাভাদি অন্যান্য বন্ধুবর্গ অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাদের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ তদনন্তর তাঁহারা, সকলে গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ ও অন্যান্য পুরঃসরগণ সমভিব্যাহারে হিমালয়ের স্বর্ণসমুজ্জ্বল রমণীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৭ ॥ তাঁহারা সকলেই মহাত্মা এবং সকলেই তপোবলে সর্ব্বথা নিষ্পাপ হইয়াছেন। মহাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া, দ্বারবানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ দ্বাররক্ষী স্বয়ং গন্ধমাদন পর্ব্বত ঝটিতি অভ্যাগত হইল। তাহার হস্তে পদ্মরাগনির্ম্মিত বৃহৎ দণ্ড ॥ ১৯ ॥ ঋষিগণ তাহারে কহিলেন, তুমি যাইয়া হিমালয়কে জানাও, আমরা কোন মহৎ কার্য্যের জন্য আসিয়াছি ॥ ২০ ॥ গন্ধমাদন ঋষিগণের এই কথায় হিমালয় যেখানে পর্ব্বতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া, ভূমিন্যস্তজানু উপবেশন ও মুখে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক কক্ষমধ্যে দণ্ডনিক্ষেপসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১।২২ ॥ হে শৈলরাজ! ঋষিগণ আপনার প্রাঙ্গণভূমিতে পদার্পণপূর্ব্বক দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা কোন কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন, আপনার দর্শনবাসনা করেন ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দ্বাস্থের কথা শুনিয়া, অচলেশ্বর হিমালয় স্বয়ং অর্ঘ্যগ্রহণপূর্ব্বক, দ্বারদেশে সমাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ এবং তাঁহাদিগকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া, সভাতলে বহুসহকারে আনয়ন

হিমবানুবাচ। অনভ্রবৃষ্টিঃ কিমিয়মুতাহোহকুসুমং ফলং। অপ্রতর্ক্যমচিন্ত্যঞ্চ ভবদাগমনমিদং ॥ ২৬ ॥ অদ্য প্রভৃতি ধন্যোহস্মি শৈলরাজোহস্মি সত্তমাঃ। সংশুদ্ধদেহো স্যদৈব যদ্ভবন্তো মমাজিরং ॥ ২৭ ॥ অসৎসংসর্গসংশুদ্ধং কৃতবন্তো দ্বিজোত্তমাঃ। দৃষ্টিপূতং পদাক্রান্তং তীর্থং সারস্বতং যথা ॥ ২৮ ॥ দাসোহহং ভবতাং বিপ্রাঃ কৃতপুণ্যশ্চ সাম্প্রতং। যেনার্থিনো হি তে যূয়ং তন্ম আজ্ঞাতুমর্হথ ॥ ২৯ ॥ সদারোহহং সমং পুত্রৈর্ভৃত্যৈন প্রভুরব্যয়ঃ। কিংকরোহস্মি স্থিতো যুষ্মদাজ্ঞাকারী তদুচ্যতাং ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৈলরাজবচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। উচুরঙ্গিরসং বৃদ্ধং কার্য্যমদ্রৌ নিবেদয় ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবং নোদিতঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিঃ কশ্যপাদিভিঃ। প্রত্যুবাচ পরং বাক্যং গিরিরাজং তমঙ্গিরাঃ ॥ ৩২ ॥

অঙ্গিরা উবাচ। শ্রূয়তাং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ যেন কার্য্যেণ বৈ বয়ং। সমাগতাস্তৎসদনমরুন্ধত্যা সমন্বিতে ॥ ৩৩ ॥ যোহসৌ মহাত্মা সর্ব্বাত্মা দক্ষযজ্ঞক্ষয়ঙ্করঃ। শঙ্করঃ শূলধৃক্ শর্ব্ব স্ত্রিনেত্রো বৃষবাহনঃ ॥ ৩৪ ॥ জীমূতকেতুঃ শত্রুঘ্নো যজ্ঞভোক্তা স্বয়ং প্রভুঃ। যমীশ্বরং বদন্ত্যেকে শিবং স্থাণুং ভবং হরং ॥ ৩৫ ॥ ভীমমুগ্রং মহেশানং মহাদেবং পশোঃ পতিং। বয়ং তেন প্রেষিতাঃ স্মস্তৎসকাশং গিরীশ্বর ॥ ৩৬ ॥ ইয়ং যা ত্বৎসুতা কালী সর্ব্বলোকেষু সুন্দরী। তাং প্রার্থয়তি দেবেশস্তাং ভবান্দাতুমর্হসি ॥ ৩৭ ॥ স এব ধন্যো হি পিতা যস্য পুত্রী পতিং শুভং। রূপাভিজনসংপন্না প্রপ্নোতি গিরিসত্তম ॥ ৩৮ ॥ যাবন্তো জঙ্গমাগম্যা ভূতাঃ শৈল চতুর্ব্বিধাঃ। তেষাং

করিলেন ॥ ২৫ ॥ অনন্তর তাঁহারা আসন পরিগ্রহ করিলে, সেই বাক্যজ্ঞ হিমালয় বলিতে লাগিলেন, ইহা কি বিনামেঘে বৃষ্টি অথবা কুসুম ব্যতিরেকেই ফলোৎপত্তি? আপনাদের আগমন সর্ব্বথা চিন্তা ও তর্কের অতীত ॥ ২৬ ॥ হে সত্তমগণ! অদ্য হইতে আমি ধন্য ও যথার্থই শৈলগণের রাজা হইলাম। এবং আমার দেহও সর্ব্বথা শুদ্ধ হইল। যেহেতু, আপনারা মদীয় অজিরে পদার্পণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ বলিতে কি, আপনারা পদার্পণ ও দৃষ্টিদ্বারা পবিত্র করিয়া অসৎ সংসর্গে সর্ব্বথা মলিন মদীয় অজিরকে সাক্ষাৎ সারস্বত তীর্থে পরিণত করিলেন ॥ ২৮ ॥ হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদের দাস। সংপ্রতি কৃতপুণ্য হইলাম। আপনারা যেজন্য আসিয়াছেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ২৯ ॥ আমি পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত আপনাদের আজ্ঞাকারী কিঙ্কররূপে অবস্থিতি করিতেছি; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সংশিতব্রত ঋষিগণ শৈলরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদীয় গোচরে কার্য্য নিবেদন করিবার জন্য বৃদ্ধ অঙ্গিরাকে প্রেরণা করিলেন ॥ ৩১ ॥ অঙ্গিরা কশ্যপাদি ঋষিগণের অনুমোদনপরতন্ত্র হইয়া, গিরিরাজকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আমরা যে কার্য্যের জন্য অরুন্ধতীর সহিত ভবদীয় সদনে আগমন করিয়াছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥ যিনি মহাত্মা ও সর্ব্বাত্মা; যিনি দক্ষযজ্ঞের ভয়সমুৎপাদক, যিনি শঙ্কর ও শূলধৃক্, যিনি শর্ব্ব ও ত্রিনেত্র, যিনি বৃষবাহন ॥ ৩৪ ॥ যিনি জীমূতকেতু ও শত্রুঘ্ন, যিনি যজ্ঞভোক্তা ও স্বয়ং প্রভু, যাঁহাকে ঈশ্বর, শিব, স্থাণু, ভব ও হর বলিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যিনি ভীম, উগ্র, মহেশান, মহাদেব ও পশুপতি নামে পরিগণিত, হে গিরীশ্বর! আমরা তাঁহারই কর্ত্তৃক ত্বদীয় সকাশে প্রেরিত হইয়াছি ॥ ৩৬ ॥ তোমার দুহিতা এই সর্ব্বলোকসুন্দরী কালীকে সেই দেবদেব মহাদেব প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব তুমি দান কর ॥ ৩৭ ॥ হে গিরিসত্তম! সেই পিতাই ধন্য, যাহার কন্যা রূপ ও অভিজন সম্পদের সহিত সর্ব্বথা লোকোত্তর-সৌভাগ্যসম্পন্ন পতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে গিরীন্দ্র! স্থাবর ও জঙ্গমভেদে যাবতীয়

আসাঞ্চ দেবী বঃ প্রোক্তঃ পিতা হরঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রণম্য শঙ্করং দেবাঃ প্রণমন্তু সুতাং তব। কুরুষ পাদং শত্রূণাং মূর্দ্ধ্নি ভস্ম পরিপ্লুতং ॥৪০॥ যাচিতারো বয়ং শর্কো বরো দাতা ত্বমপ্যুমা। বধূঃ সর্ব্বজগন্মাতা কুরু যচ্ছ্রেয়সে তব ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যঙ্গিরসঃ শ্রুত্বা কালী তস্থাবধোমুখী। হর্ষমাগম্য সহসা পুনর্দৈন্যমুপাগতা ॥ ৪২ ॥ ততঃ শৈলপতিঃ প্রাহ পর্ব্বতং গন্ধমাদনং। গচ্ছ শৈলানুপামন্ত্র্য সর্ব্বানাহর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৩ ॥ ততঃ শীঘ্রতরঃ শৈলো গৃহাদ্‌গৃহমগাজ্জবী। মের্ব্বাদ্যান্ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠানাজুহাব সমস্ততঃ ॥ ৪৪ ॥ তেপ্যাজগ্মুস্ত্বরন্তঃ কার্য্যং মত্বা মহত্তদা। বিবিশুর্ব্বিস্ময়াবিষ্টাঃ সৌবর্ণেষ্বাসনেষু চ ॥ ৪৫ ॥ উদয়ো হেমকূটশ্চ রম্যকো মন্দরস্তথা। উদ্দালকো বারুণশ্চ বরাহো গরুড়াসনঃ ॥ ৪৬ ॥ শুক্তিমান্ বেগসানুশ্চ দৃঢ়শৃঙ্গোপি শৃঙ্গবান্। চিত্রকূটস্ত্রিকূটশ্চ তথান্যে ক্ষুদ্রপর্ব্বতাঃ ॥ ৪৭ ॥ উপবিষ্টাঃ সভায়াং বৈ প্রণিপত্য ঋষীংশ্চ তান্। ততো গিরীশঃ স্বাং ভার্য্যাং মেনামাহূতবান্ স্বয়ং ॥ ৪৮ ॥ সম গচ্ছতু কল্যাণী সমং পুত্রেণ ভামিনী। সাভিবন্দ্য ঋষীণাঞ্চ চরণাংশ্চ তপস্বিনী। সর্ব্বান্ জ্ঞাতীন্ সমাভাষ্য বিবেশ সসুতা তদা ॥ ৪৯ ॥ ততোঽদ্রিষু মহাশৈল উপবিষ্টেষু নারদ। উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ সর্ব্বানাভাষ্য সুস্বরং ॥ ৫০ ॥

হিমবানুবাচ। ইমে সপ্তর্ষয়ঃ পুণ্যা যাচিতারঃ সুতাং মম। মহেশ্বরার্থং কন্যান্তু তচ্চাবেদ্যং ভবৎসু বৈ ॥ ৫১ ॥ তদ্বদধ্বং যথান্যায়ং জ্ঞাতয়ো যূয়মেব মে। নোল্লঙ্ঘ্য যুষ্মান্ দাস্যামি তৎ ক্ষমং বক্তুমর্হথ ॥ ৫২ ॥

চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই দেবী কালী তাহাদের জননী হইবেন। যেহেতু, মহাদেব তাহাদের পিতা বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩৯ ॥ দেবগণ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া, তোমার এই পুত্রীকে প্রণাম করুন। তুমি শত্রুগণের মস্তকে ভস্মপরিপ্লুত চরণ ন্যস্ত কর ॥ ৪০ ॥ আমরা যাচক, স্বয়ং মহাদেব বর, তুমি সম্প্রদাতা, এবং সর্ব্ব-জগতের জননী এই উমা বধূ। অতএব যাহাতে তোমার ভাল হয়, তাহা কর ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অঙ্গিরার এই কথা শুনিয়া, কালী অধোমুখী হইয়, অবস্থিতি করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে হর্ষের অভ্যুদয় ও পরে পুনরায় দৈন্যভাবের আবির্ভাব হইল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর শৈলপতি হিমালয় গন্ধমাদনকে কহিলেন, তুমি গমন করিয়া, সমুদয় পর্ব্বতকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আনয়ন কর। গন্ধমাদন তদীয় আদেশানুসারে বেগভরে অতি সত্বর গৃহ হইতে গৃহে গমন করিয়া, মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আহ্বান করিল ॥ ৪৪ ॥ তাঁহারাও সকলে কার্য্যের গৌরববত্তা বিবেচনা করিয়া, ত্বরাসহকারে গিরিরাজ-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে সুবর্ণনির্ম্মিত আসন সকলে উপবিষ্ট হইল ॥ ৪৫ ॥ এইরূপে উদয়, হেমকূট, রম্যক, মন্দর, উদ্দালক, বারুণ, বরাহ, গরুড়াসন ॥ ৪৬ ॥ শুক্তিমান, বেগসানু, দৃঢ়শৃঙ্গ, শৃঙ্গবান, চিত্রকূট, ত্রিকূট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্ব্বত সকল ॥ ৪৭ ॥ সেই সকল ঋষিকে প্রণাম করিয়া, সভামধ্যে উপবেশন করিল। ঐ সময়ে গিরিরাজ স্বকীয় সহধর্ম্মিণী মেনাকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া কহিলেন ॥ ৪৮ ॥ কল্যাণী! তুমি পুত্রের সহিত সমাগত হও। তখন তপস্বিনী মেনা ঋষিগণের চরণ বন্দনা করিয়া, সমুদায় জ্ঞাতিকে আভাষণপূর্ব্বক কন্যার সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর পর্ব্বত সকল উপবিষ্ট হইলে, মহাশৈল হিমালয় তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া, সুস্বর-বচন-বিন্যাস-সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ এই পরমপবিত্র সপ্তর্ষি মহাদেবের জন্য মদীয় দুহিতাকে প্রার্থনা করিতেছেন। আমি তোমাদের সকলকেই তজ্জন্য জানাইতেছি ॥ ৫১ ॥ তোমরা আমার জ্ঞাতি। এ বিষয়ে যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহা কীর্ত্তন কর। আমি তোমাদিগকে

পুলস্ত্য উবাচ। হিমবদ্বচনং শ্রুত্বা মের্ব্বাদ্যাঃ স্থাবরোত্তমাঃ। সর্ব্ব এবাব্রুবন্ বাক্যং স্থিতাস্তেষ্বাসনেষু তে ॥ ৫৩ ॥ যাচিতারশ্চ মুনয়ো বরস্ত্রিপুরহা হরঃ। দীয়তাং শৈল কালীয়ং জামাতাভিমতো হি নঃ ॥ ৫৪ ॥ মেনাথ প্রাহ ভর্ত্তারং শৃণু শৈলেন্দ্র মে বচঃ। পিতৃভিস্তনয়া মহ্যং দত্তানেনৈব হেতুনা ॥ ৫৫ ॥ যত্তস্যাঃ ভূতপতিনা পুত্রো জাতো ভবিষ্যতি। স হনিষ্যতি দৈত্যেন্দ্রং মহিষন্তারকং তথা ॥ ৫৬ ॥ ইত্যেবং মেনয়া প্রোক্তঃ শৈলে শৈলেশ্বরঃ সুতাং। প্রোবাচ পুত্রি দত্তাসি শর্ব্বায় ত্বং ময়াধুনা ॥ ৫৭ ॥ ঋষীংশ্চোবাচ কালীয়ং মম পুত্রী তপোধনাঃ। প্রণামং শঙ্করবধূর্ভক্তিনম্রা করোতি বঃ ॥ ৫৮ ॥ ততোঽপ্যরুন্ধতী কালীমঙ্কমারোপ্য চাটুকৈঃ। বিলজ্জমানামাশ্বাস্য হরনামোচিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ সপ্তর্ষয়ঃ প্রোচুঃ শৈলরাজ নিশাময়। জামিত্রগুণসংযুক্তাং তিথিং পুণ্যাং সুমঙ্গলাং ॥ ৬০ ॥ উত্তরাফাল্গুনীযোগং তৃতীয়েহ্নি হিমাংশুমান্। গমিষ্যতি চ তত্রোক্তো মুহূর্ত্তো মৈত্রনামকঃ ॥ ৬১ ॥ তস্যাং তিথৌ হরঃ পাণিং গ্রহীষ্যতি সমন্ত্রকং। তব পুত্র্যা বয়ং যামস্তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৬২ ॥ ততঃ সংপূজ্য বিধিনা ফলমূলাদিভিঃ শুভৈঃ। বিসর্জ্জয়ামাস শনৈঃ শৈলরাড্ ঋষিপুঙ্গবান্ ॥ ৬৩ ॥ তেঽপ্যাজগ্মুর্মহাবেগাদাক্রম্য মন্দালয়ং। আসাদ্য মন্দরগিরিং ভূয়োঽপশ্যন্ত শঙ্করং ॥ ৬৪ ॥ প্রণম্যোচুর্মহেশানং ভবান্ ভর্ত্তাদ্রিজা বধূঃ। সব্রহ্মকাস্ত্রয়ো লোকা দ্রক্ষ্যন্তি ঘনবাহনং ॥ ৬৫ ॥ ততো মহেশ্বরঃ প্রীত ঋষীন্ সর্ব্বাননুক্রমাৎ। পূজয়ামাস বিধিনা অরুন্ধত্যা সমং হরঃ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ

উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোন মতেই কন্যাদান করিতে পারিব না। অতএব, কি করিলে, সকল দিক্ রক্ষা হয়, তাহা কীর্ত্তন কর ॥ ৫২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হিমালয়ের কথা শুনিয়া, মেরু প্রভৃতি সমবেত সমস্ত ভূধর আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ সপ্তর্ষিগণ স্বয়ং যাচ্ঞা করিতেছেন, সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেব বর। জামাতা সর্ব্বাংশেই আমাদের অভিমত। অতএব আপনি কালীকে সম্প্রদান করুন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর মেনা স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈলেন্দ্র। আমার বাক্য শ্রবণ করুন। মহাদেবকে দিবার জন্যই পিতৃগণ আমাকে এই কন্যা দান করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ ইহাঁর গর্ভে ভূতপতি মহাদেব যে পুত্র সমুৎপাদন করিবেন, দৈত্যেন্দ্র মহিষ ও তারক তাঁহারই হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৬ ॥ মেনা এইরূপ কহিলে, শৈলেন্দ্র হিমালয় কালীকে বলিলেন, বৎসে! আমি অধুনা তোমাকে মহাদেবহস্তে সম্প্রদান করিলাম ॥ ৫৭ ॥ এই বলিয়া, তিনি ঋষিদিগকে কহিলেন, হে তপোধনবর্গ। আমার নন্দিনী এই কালী শংকরের বধূ হইলেন। ভক্তিনম্র হইয়া, আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥ তখন অরুন্ধতী একান্ত-লজ্জাক্রান্তা কালীকে অঙ্কে আরোপিত করিয়া, মহাদেবের নামসমুচিত পরমপবিত্র মিষ্টবাক্যে আশ্বাসিত করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর সপ্তর্ষিগণ শৈলরাজকে কহিলেন, শ্রবণ কর, জামিত্র গুণসংযুক্ত তিথি অতিশয় পবিত্র ও পরম মঙ্গলময়ী ॥ ৬০ ॥ তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনীর সহিত তাহার যোগ হইবে। ঐ যোগমুহূর্ত্তের নাম মৈত্র ॥ ৬১ ॥ মহাদেব সেই তিথিতেই মন্ত্রপূর্ব্বক তোমার কন্যার পাণিপীড়ন করিবেন। এক্ষণে অনুমতি দাও, আমরা গমন করি ॥ ৬২ ॥

শৈলরাজ হিমালয় তখন পবিত্র ফলমূলাদি প্রদানপূর্ব্বক যথাবিধানে ঋষিদিগের পূজা করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন ॥ ৬৩ ॥ তাঁহারাও মহাবেগে আকাশে উত্থানপূর্ব্বক পুনরায় মন্দরভূধরে সমাগত হইয়া, মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৬৪ ॥ এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনি ভর্ত্তা ও অদ্রিনন্দিনী আপনার বধূ হইয়াছেন। অধুনা, ব্রহ্মার সহিত লোকত্রয় ঘনবাহনকে সপত্নী সন্দর্শন করিবে ॥ ৬৫ ॥ তখন মহেশ্বর প্রীতিমান্ হইয়া, অনুক্রমানুসারে যথাবিধানে অরুন্ধতীর সহিত ঋষিদিগের পূজা করিলেন ॥ ৬৬ ॥

সংপূজিতা জগ্মুঃ সুরাণাং মন্ত্রণায় তে। তেঽথাজগ্মুর্হরং দ্রষ্টুং ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রভাস্করাঃ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ সমভ্যেত্য মহেশ্বরস্য কৃতপ্রণামা বিবিশুর্মহর্ষে। সস্মার নন্দিপ্রমুখাংশ্চ সর্বানভ্যেত্য তে বন্দ্য হরং নিষণ্ণাঃ ॥ ৬৮ ॥ দেবৈর্গণৈশ্চাপি বৃতো গণেশঃ সংশোভতে মুক্তজটাগ্রভারঃ। যথা বনে সর্জ্জকদ্রুমমধ্যে প্ররোহমূলোঽথ বনস্পতির্বা ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে গৌরীবিবাহে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। সমাগতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা নন্দিরাখ্যাতবান্ বিভো। অথোত্থায় হরিং ভক্ত্যা পরিষজ্য ন্যপীড়য়ৎ। ব্রহ্মাণং শিরসা নত্বা সমাভাষ্য শতক্রতুং। আলোক্যান্যান্ সুরগণান্ সম্ভাবয়ৎ স শঙ্করঃ ॥ ২ ॥ গণাশ্চ জয় দেবেতি বীরভদ্রপুরোগমাঃ। শৈবাঃ পাশুপতাদ্যাশ্চ বিবিশুর্মন্দরাচলং ॥ ৩ ॥ ততস্তস্মান্মহাশৈলং কৈলাসং সহ দৈবতৈঃ। জগাম ভগবান্ শর্ব্বঃ কর্ত্তুং বৈবাহিকং বিধিং ॥ ৪ ॥ ততস্তস্মিন মহাশৈলে দেবমাতাদিতিঃ শুভা। সুরভিঃ সুরমা চান্যাশ্চক্রুর্মণ্ডনমাকুলাঃ ॥ ৫ ॥ মহাস্থিশেখরী চারুরোচনাতিলকো হরঃ। সিংহাজিনী চাতিনীল ভুজঙ্গকৃতকুণ্ডলঃ ॥ ৬ ॥ মহাহিরত্নবলয়ো হারকেয়ূরনূপুরঃ। সমুন্নতজটাভারো বৃষভস্থো বিরাজতে ॥ ৭ ॥ তস্যাগ্রতো গণাঃ স্বৈঃ স্বৈরারূঢা যান্তি বাহনৈঃ। দেবাশ্চ পৃষ্ঠতো জগ্মু-র্হুতাশনপুরোগমাঃ ॥ ৮ ॥ বৈনতেয়ং সমারূঢঃ সহ লক্ষ্ম্যা জনার্দনঃ। প্রযাতি দেবপার্শ্বস্থো

তাঁহারা বিশিষ্টরূপে পূজিত হইয়া, দেবতা সকলের নিমন্ত্রণার্থ গমন করিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও ভাস্কর মহাদেবকে দেখিবার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ৬৭ ॥ হে মহর্ষে! তাঁহারা মহেশ্বরের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহারে প্রণাম ও তদীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে মহাদেব স্মরণ করিলে, নন্দিপ্রমুখ সমুদায় গণ অভ্যাগত হইয়া, তাঁহারে বন্দনাপূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিল ॥ ৬৮ ॥ এইরূপে দেবগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলে, মহাদেব জটাগ্রভার-মোচনপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া, অরণ্যাভ্যন্তরে সর্জ্জসমূহমধ্যে সন্নিবিষ্ট প্ররোহমূল বনস্পতির ন্যায় শোভমান হইলেন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে গৌরীবিবাহে নাম দ্বিপঞ্চাশোত্তম অধ্যায় ॥ ৫২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নন্দী দেবতাদিগকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, মহাদেবকে নিবেদন করিল, হে বিভো! দেবগণ আগমন করিয়াছেন। তখন মহাদেব গাত্রোত্থান করিয়া, ভক্তিপ্রদর্শনপুরঃসর হরিকে আলিঙ্গন ও তদীয় পাণি নিপীড়িত করিলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর ব্রহ্মাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম, ইন্দ্রকে সম্ভাষণ ও অন্যান্য দেবগণকে অবলোকন করিয়া, সংভাবিত করিলেন। তখন বীরভদ্রপ্রমুখ প্রমথগণ, এবং পাশুপতাদি শৈবগণ সকলে তদীয় জয় ঘোষণা করিয়া, মন্দরাচলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩ ॥ অনন্তর মহাদেব বৈবাহিক ব্যাপার সমাধানার্থ সেই মন্দরপর্ব্বত হইতে দেবগণের সহিত কৈলাসাচলে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥ দেবমাতা অদিতি, সুরভি ও সুরমা প্রভৃতি অন্যান্য রমণীগণ তাঁহারে সাজাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তখন মহাদেব মহাস্থিশেখর, সুন্দর রোচনাতিলক, সিংহাজিন, নীল ভুজঙ্গরূপ কুণ্ডল ॥ ৬ ॥ মহাসর্পরূপ রত্নবলয়, হার কেয়ূর ও নূপুর এবং সমুন্নত জটাভার, এই সকলে অলঙ্কৃত হইয়া, বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক পরম শোভা বিস্তার করিলেন ॥ ৭ ॥ গণ সকল স্ব স্ব বাহনে অধিরূঢ় হইয়া, তাঁহার অগ্রগামী হইল। হুতাশনপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥ ৮ ॥

হংসেন চ পিতামহঃ ॥ ৯ ॥ গজাধিরূঢ়ো দেবেন্দ্রশ্ছত্রং শুক্লপটং বিভো। ধারয়ামাস বিততং সহেন্দ্রাণ্যা সহস্রদৃক্ ॥ ১০ ॥ যমুনা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বালব্যজনমুত্তমং। শ্বেতং প্রগৃহ্য হস্তেন কচ্ছপে সংস্থিতা যযৌ ॥ ১১ ॥ হংসকুন্দেন্দুসংকাশং বালব্যজনমুত্তমং। সরস্বতী সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গজারূঢ়া সমাদধে ॥ ১২ ॥ ঋতবঃ ষট্ সমাদায় কুসুমং গন্ধসংযুতং। পঞ্চবর্ণং মহেশার্থে জগ্মুস্তে কামচারিণঃ ॥ ১৩ ॥ মত্তমৈরাবণনিভং গজমারুহ্য বেগবান্। অনুলেপনমাদায় যযৌ তত্র পৃথূদকঃ ॥ ১৪ ॥ গন্ধর্ব্বাস্তুংবরুমুখা গায়ন্তো মধুরস্বরং। অনুজগ্মুর্মহাদেবং বাদয়ন্তশ্চ কিন্নরাঃ ॥ ১৫ ॥ নৃত্যন্ত্যপ্সরসশ্চৈব স্তুবন্তো মুনয়শ্চ তং। গন্ধর্ব্বা যান্তি দেবেশং ত্রিনেত্রং শূলপাণিনং ॥ ১৬ ॥ একাদশ তথা কোট্যো রুদ্রাণাং তত্র বৈ যযুঃ। দ্বাদশৈকাদিত্যেয়ানামষ্টৌ কোট্যো বসূনপি ॥ ১৭ ॥ সপ্তষষ্টিস্তথা কোট্যো গণানামৃষিসত্তমাঃ। চতুর্ব্বিংশত্তদা জগ্মুর্গণানামূর্দ্ধরেতসাং ॥ ১৮ ॥ অসংখ্যাতানি যূথানি যক্ষকিন্নররক্ষসাং। অনুজগ্মুর্মহেশানং বিবাহায় সমাকুলাঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ ক্ষণেন দেবেশং স্থাবরাধিপতেস্তলং। সংপ্রাপ্তশ্চাগমন্ শৈলাঃ কুঞ্জরস্থাঃ সমংততঃ ॥ ২০ ॥ ততো ননাম ভগবাংস্ত্রিনেত্রঃ স্থাবরাধিপং। শৈলাঃ প্রণেমুরীশানং ততোঽসৌ মুদিতোঽভবৎ ॥ ২১ ॥ সমং সুরৈঃ পার্ষদৈশ্চ বিবেশ বৃষকেতনঃ। নন্দিনা দর্শিতে মার্গে শৈলরাজপুরং মহৎ ॥ ২২ ॥ জীমূতকেতুরায়াত ইত্যেবং নগরস্ত্রিয়ঃ। নিজকর্ম্ম পরিত্যজ্য দর্শনারাদৃতাভবন্ ॥ ২৩ ॥ মাল্যদাম সমাদায় করেণৈকেন ভামিনী। কেশপাশং দ্বিতীয়েন শঙ্করাভিমুখী গতা ॥ ২৪ ॥ অন্যালক্তকরাগাঢ্যং পাদং কৃত্বা কুলেক্ষণা। অনলক্তকমেকং হি

জনার্দ্দন লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া, এবং পিতামহ হংসবাহনে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার পার্শ্বদেশ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রয়াণ করিলেন ॥ ৯ ॥ সহস্রলোচন দেবরাজ শচীর সহিত ঐরাবতে অধিরূঢ় হইয়া, শুক্লপটাবৃত সুবিস্তৃত ছত্র ধারণ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারী হইলেন ॥ ১০ ॥ সরিদ্বরা যমুনা হস্তে উৎকৃষ্ট শ্বেত ব্যজন গ্রহণ করিয়া, কচ্ছপারোহণে প্রস্থান করিলেন ॥ ১১ ॥ স্রোতস্বিনীপ্রধানা সরস্বতী হংস, কুন্দ ও ইন্দুসন্নিভ উত্তম বালব্যজন ধারণপূর্ব্বক গজপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ॥ ১২ ॥ কামচারী ঋতুষট্ক পরমসুগন্ধি পঞ্চবর্ণ কুসুম মহাদেবের জন্য যত্নসহকারে গ্রহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ পৃথূদক ঐরাবতসন্নিভ মত্ত গজে আরোহণ করিয়া, অনুলেপন হস্তে সবেগে প্রস্থান করিল ॥ ১৪ ॥ তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে গান ও কিন্নরগণ বাদ্যবাদনপূর্ব্বক মহাদেবের অনুগামী হইল ॥ ১৫ ॥ অপ্সরোগণ নৃত্য ও মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ একাদশকোটি রুদ্র, দ্বাদশকোটি আদিত্য ও অষ্টকোটি বসু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥ সপ্তষষ্টিকোটি প্রমথগণ, এবং চতুর্ব্বিংশকোটি ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ তদ্ব্যতীত, অসংখ্যেয় রাক্ষস, কিন্নর ও যক্ষসম্প্রদায় বিবাহার্থ নিতান্ত আকুল হইয়া, পশ্চাদ্গামী হইল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর মহাদেব ক্ষণমধ্যেই হিমালয়তলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পর্ব্বত সকল হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সমন্ততঃ প্রত্যুদ্গমন করিল ॥ ২০ ॥ অনন্তর ত্রিলোচন স্থাবরাধিপতি হিমালয়কে প্রণাম করিলে, ঐ সকল শৈল তাঁহারে প্রণাম করিল। হিমালয় অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন ॥ ২১ ॥ তৎকালে নন্দী পথ প্রদর্শন করিলে, মহাদেব পার্ষদ ও অমরগণের সহিত শৈলরাজের সুবিশাল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥ জীমূতকেতু মহাদেব আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া, পুররমণীরা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তদীয় দর্শনার্থ অনুরাগিণী হইল ॥ ২৩ ॥ তন্মধ্যে কোন ভামিনী এক হস্তে মাল্যদাম ও অন্য হস্তে কেশপাশ গ্রহণ করিয়া, শঙ্করের অভিমুখে গমন করিল ॥ ২৪ ॥ অন্য রমণী এক পদ অলক্তকরাগে রঞ্জিত ও অপর

হরং দ্রষ্টুমুপাগতা ॥ ২৫ ॥ একেনাক্ষ্ণাঞ্জিতেনৈব শ্রুত্বা ভীমমুপাগতং। সাঞ্জনাঞ্চ প্রগৃহ্যান্যা শলাকাং স্মৃষ্টু ধাবতি ॥ ২৬ ॥ অন্যা সবসনং ব সঃ পাণিনাদায় সুন্দরী। উন্মত্তেবাগমন্নগ্না হরদর্শনলালসা ॥ ২৭ ॥ অন্যাত্তিক্রান্তমীশানং শ্রুত্বা স্তনভরালসা। অনিন্দত কুচৌ বালা যৌবনং স্বকৃশোদরী ॥ ২৮ ॥ ইথং স নাগরস্ত্রীণাং ক্ষোভং সংজনযন্ হরঃ। জগাম বৃষমারূঢ়ো দিব্যং শ্বশুরমন্দিরং ॥ ২৯ ॥ ততঃ প্রবিষ্টং প্রসমীক্ষ্য শম্ভুং শৈলেন্দ্রবেশ্মন্যবলা ব্রুবন্তি। স্থানে তপো দুশ্চরমম্বিকায়াশ্চীর্ণং মহানেব সুরস্তু শম্ভুঃ ॥ ৩০ ॥ স এব যেনাজমনঙ্গতাং কৃতং কন্দর্পনাম্নঃ কুসুমায়ুধস্য। ক্রতোঃ ক্ষয়ী দক্ষবিনাশকর্ত্তা ভগাক্ষিহা শূলধরঃ পিনাকী ॥ ৩১ ॥ নমো নমঃ শঙ্কর শূলপাণে মৃগারিচর্ম্মাংবর কালশত্রো। মহাহিহারাঙ্কিতকুণ্ডলায় নমো নমঃ পার্ব্বতিবল্লভায় ॥ ৩২ ॥ ইথং সংস্তূযমানঃ সুরপতিবিধৃতেনাতপত্রেণ শম্ভুঃ সিদ্ধৈর্বন্দ্যঃ সর্পৈঃ কেয়ূরীকৃতবলয়ী চারুভস্মোপলিপ্তঃ। অগ্রস্থেনাগ্রজেন প্রমুদিতমনসা বিষ্ণুনা চানুগেন বৈবাহীং মঙ্গলাঢ্যাং হুতবহসহিতামাকরোহাথ বেদীং ॥ ৩৩ ॥ আযাতি ত্রিপুরান্তকে সহচরৈঃ সার্দ্ধঞ্চ সপ্তর্ষিভির্ব্যগ্রোভূদ্গিরিরাজবেশ্মনি জনঃ কন্যাসমালঙ্কৃতৌ। ব্যাকুল্যং সমুপাগতাশ্চ গিরয়ঃ পূজাদিনা দেবতাঃ প্রায়ো ব্যাকুলিতা ভবন্তি সুহৃদঃ কন্যাবিবাহোৎসুকাঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রসাধ্য দেবীং গিরিজাং ততঃ স্ত্রিয়ো দুকূলশুক্লাবৃতাঙ্গযষ্টিকাং। ভ্রাত্রা সুনাভেন তদোৎসবে কৃতে সা শঙ্করাভ্যাসমথোপপাদিতা ॥ ৩৫ ॥ ততঃ শুভে হর্ম্যতলে হিরণ্ময়ে স্থিতাঃ সুরাঃ

পদ অনলক্তক করিয়া, আকুল নয়নে মহাদেবকে দেখিবার জন্য ধাবমান হইল ॥ ২৫ ॥ কোন কামিনী, মহাদেব আসিয়াছেন, শুনিয়া, এক চক্ষু অঞ্জনাক্ত করিয়া, অঞ্জনশলাকা হস্তেই সবেগে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ অপরা সুন্দরী হরদর্শনবাসনাবশবর্ত্তিনী হইয়া, বসনাসহিত বস্ত্র হস্তে ন্যস্ত করিয়া, উন্মত্তার ন্যায়, নগ্না হইয়াই, ধাবমানা হইল ॥ ২৭ ॥ স্তনভাবে মন্থরগমনা কৃশোদরী সুশোভনা অন্য ললনা, মহাদেব অতিক্রম করিয়াছেন, শুনিয়া, আপনার কুচযুগল ও যৌবন, উভয়ের নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ এইরূপে মহাদেব নগরবাসিনী রমণীগণের ক্ষোভ-সমুৎপাদনপূর্ব্বক বৃষভারোহণে দিব্য শ্বশুরমন্দিরে সমাগত হইলেন ॥ ২৯ ॥ তিনি শৈলেন্দ্রভবনে প্রবেশ করিয়াছেন, অবলোকন করিয়া, তত্রত্য কামিনীকদম্ব বলিতে লাগিল অম্বিকা যে দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা উপযুক্ত হইয়াছে। কেননা, এই শম্ভু সাক্ষাৎ মহাদেব ॥৩০॥ ইনিই কুসুমায়ুধ কন্দর্পকে অনঙ্গ করিয়াছেন। ইনিই ক্রতুর ক্ষয়কর্ত্তা, ইনিই দক্ষের বিনাশয়িতা; ইনিই ভগ দেবতার দৃষ্টিনিহন্তা এবং ইনিই ত্রিশূল ও পিনাক ধারণ করিয়া থাকেন ॥৩১॥ হে শঙ্কর! তোমাকে নমস্কার। হে শূলপাণে! তোমাকে নমস্কার। হে মৃগারিচর্ম্মাম্বর! হে কালশত্রু! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি মহানাগরূপ হার ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত, তোমাকে নমস্কার। তুমি পার্ব্বতীর বল্লভ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥ মহাদেব এইরূপে অঙ্গনাগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান ও সর্পক সিদ্ধগণে বন্দ্যমান হইয়া, পরমমঙ্গলময়ী অগ্নিসহিত বৈবাহিক বেদিতে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার হস্তে সর্পের বলয়। কলেবর সুবিশদ ভস্মভারে বিভূষিত। স্বয়ং সুরপতি তৎকালে তাঁহার মস্তকে আতপত্র ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা প্রমুদিত মানসে তাঁহার অগ্রগামী হইলেন। এবং বিষ্ণু হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে অনুগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ ত্রিপুরান্তক মহাদেব সপ্তর্ষি ও সহচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া, আগমন করিলে, গিরিরাজভবনস্থ জন সকল ব্যগ্র হইয়া, কন্যাকে সাজাইতে লাগিলেন। সমবেত পর্ব্বত সকলও পূজাদি-ব্যাপার-সংসর্গে সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কন্যাবিবাহে সমুৎসুক সুহৃদ্বর্গ প্রায়ই ঐরূপে ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর স্ত্রী সকল দেবী কালীকে সুসজ্জিত ও শুক্ল দুকূলে তদীয় অঙ্গযষ্টি পরিবৃত করিয়া, শঙ্করের সান্নিধ্যে লইয়া গেল। তৎকালে ভ্রাতা সুনাভ উৎসব সমাহিত করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সমাগত সুরগণ পরম

শঙ্করকালীচেষ্টিতং । পশ্যন্তি দেবোপি সমং কৃশাঙ্গ্যা লৌকানুভূতং পদমাসসাদ ॥ ৩৬ ॥ যত্র ক্রীড়াবিচিত্রাঃ সকুসুমতরবো বারিণো বিন্দুপাতৈর্গন্ধাঢ্যৈর্গন্ধচূর্ণৈঃ প্রবিরলমবনৌ গুণ্ঠিতৌ গুণ্ডিকায়াং । মুক্তাদামৈঃ প্রকামং হরগিরিতনয়াক্রীড়নার্থং তদায়ন্ পশ্চাৎ সিন্দূরপুঞ্জৈরবিরতবিততৈশ্চক্রতুঃ ক্ষ্মাং সুরক্তাং ॥ ৩৭ ॥ এবং ক্রীড়াং হরঃ কৃত্বা সমং চ গিরিকন্যয়া । আগচ্ছদ্দক্ষিণাং বেদিমৃষিভিঃ সেবিতাং দৃঢ়াং ॥ ৩৮ ॥ অথাজগাম হিমবান্ শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ । পবিত্রপাণিরাদায় মধুপর্কমথাকুলং ॥ ৩৯ ॥ উপবিষ্টস্ত্রিনেত্রস্তু শাক্রীমাশামপশ্যত । সপ্তর্ষিকাংশ্চ শৈলেন্দ্রঃ সূপবিষ্টোবিলোকয়ন্ ॥ ৪০ ॥ সুখাসীনস্য সর্বস্য কৃতাঞ্জলিপুটো গিরিঃ । প্রোবাচ বচনং শ্রীমান্ ধর্ম্মসাধনমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

হিমবানুবাচ । মৎপুত্রীং ভগবন্ কালীং পৌত্রীং চ পুলহাগ্রজে । পিতৄণামপি দৌহিত্রীং প্রতীচ্ছেমাং ময়োদিতাং ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্ত্বা শৈলেন্দ্রো হস্তং হস্তেন যোজয়ন্ । প্রাদাৎ প্রতীচ্ছ ভগবন্ ইদমুচ্চৈরুদীরয়ন্ ॥ ৪৩ ॥

হর উবাচ । ন মেঽস্তি মাতা ন পিতা তথৈব ন জ্ঞাতয়ো বাপি চ বান্ধবাদ্যাঃ । নিরাশ্রয়োঽহং গিরিশৃঙ্গবাসী সুতাং প্রতীচ্ছামি তবাদ্রিরাজ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বরদোঽবপীড়য়ৎ করং করেণাদ্রিকুমারিকায়াঃ । সা চাপি সংস্পর্শমবাপ্য শম্ভোঃ পরাম্মুদং লব্ধবতী সুরর্ষে ॥ ৪৫ ॥ তথাধিরূঢ়ো বরদোঽথ বেদিং সহাদ্রিপুত্র্যা মধুপর্কমশ্নন্ । দত্ত্বা চ লাজান্ কলমস্য শুক্লাংস্ততো

শোভন হিরণ্ময় হর্ম্যতলে অধিষ্ঠান করিয়া, শঙ্কর ও কালী উভয়ের বিচেষ্টিত অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে হর কৃশাঙ্গী কালীর সহিত লৌকিক ব্যবহারপদ্ধতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তথায় কুসুমিত তরু সকলও বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহারা তৎকালে গুণ্ডিকাভূমিতে তাঁহাদের ক্রীড়নার্থ বারিবিন্দু পাত ও গন্ধাঢ্য গন্ধচূর্ণে গুণ্ঠিতদেহ হরপার্ব্বতীকে মুক্তাদাম দ্বারা যথেচ্ছ আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে অবিরত-বিতত সিন্দূর-পুঞ্জ দ্বারা ভূমিতল নিতান্ত রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহাদেব এইরূপে গিরিকন্যার সহিত ক্রীড়া করিয়া, ঋষিগণে পরিসেবিত দৃঢ়বদ্ধ দক্ষিণা বেদিতে সমাগত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন হিমবান্ শুচি হইয়া, শুক্লবস্ত্র পরিধান ও ব্যগ্রচিত্তে মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া, কুশহস্তে আগমন করিলেন। ৩৯ ॥ ঐ সময়ে মহাদেব উপবিষ্ট হইয়া, ঐন্দ্রী দিক্ ও গিরিরাজ সুখাসীন হইয়া, সপ্তর্ষিদিগকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ অনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া, সুখোপবিষ্ট শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া, আপনার ধর্ম্মসাধন বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪১ ॥ হে ভগবন্! আমার পুত্রী ও পুলহাগ্রজের পৌত্রী এবং পিতৃগণের দৌহিত্রী এই কালীকে প্রতিগ্রহ করুন, আমি সম্প্রদান করিতেছি ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শৈলরাজ এবংবিধ বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে, হে ভগবন্! প্রতিগ্রহ করুন। এই প্রকার উদীরণাসহকারে হস্ত দ্বারা হস্তযোজনা করিয়া, কালীকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তখন মহাদেব কহিলেন, আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতি নাই এবং বান্ধবাদি নাই। আমি সর্ব্বথা নিরাশ্রয়। এবং গিরিশৃঙ্গেই আমার বাস। হে অদ্রিরাজ! সেই আমি আপনার পুত্রীকে প্রতিগ্রহ করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ এই বলিয়া, বরদ মহাদেব হস্ত দ্বারা অদ্রিকুমারীর হস্ত পীড়ন করিলেন। হে সুরর্ষে! তখন তিনি মহাদেবের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া, পরম হর্ষান্বিতা হইলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর মহাদেব অদ্রিনন্দিনীর সহিত বেদিতে অধিরোহণ ও মধুপর্ক উপযোগ করিয়া, শুক্লবর্ণ-কলম-লাজবিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবসানে স্বয়ং পিতামহ দেবী

বিরঞ্চো গিরিজামুবাচ হ ॥ ৪৬ ॥ কালি পশ্যেশবদনং রম্যং শশধরপ্রভং। সমদৃষ্টিঃ স্থিরা ভূত্বা কুরুষ্বাগ্নেঃ প্রদক্ষিণাং ॥ ৪৭ ॥ ততোঽম্বিকাহরমুখে দৃষ্টে শৈত্যমুপাগতা। যথার্ককরনির্দগ্ধা প্রাপ্য বৃষ্টিমিবাবনিঃ ॥ ৪৮ ॥ ভূয়ঃপ্রাহ বিভোর্বক্ত্রমীক্ষস্বেতি পিতামহঃ। লজ্জয়া সাপি দৃষ্টেতি শনৈর্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ সমং গিরিজয়া তেন হুতাশস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং। কৃতো লাজাশ্চ হবিষা সমং ক্ষিপ্তা হুতাশনে ॥ ৫০ ॥ ততো হরাঙ্ঘ্রির্মালিন্যা গৃহীতো দায়কারণাৎ। কিং যাচসি চ দাস্যামি মুঞ্চস্বেতি হরোঽব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ মালিনী শঙ্করং প্রাহ মৎসখ্যা দেহি শঙ্কর। সৌভাগ্যং নিজগোত্রীয়ং ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ৫২ ॥ অথোবাচ মহাদেবো দত্তং মালিনি মুঞ্চ মাং। সৌভাগ্যং নিজগোত্রীয়ং যোঽস্যাস্তং শৃণু বচ মি তে ॥ ৫৩ ॥ যোঽসৌ পীতাম্বরধরঃ শঙ্খচক্রধরঃ মধুসূদনঃ। এতদীয়ং হি সৌভাগ্যং দত্তং মত্তোঽপমেব হি ॥ ৫৪ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে প্রমুমোচ বৃষধ্বজং। মালিনী নিজগোত্রস্ত শুভচারিত্রমালিনী ॥ ৫৫ ॥ যদা হরো হি মালিন্যা গৃহীতশ্চরণে শুভে। তদা কালীমুখং ব্রহ্মা দদর্শ শশিনোঽধিকং ॥ ৫৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা মোক্ষমগমচ্ছুক্রচ্যুতিমবাপ চ। তচ্ছুক্রং বালুকায়াঞ্চ খিলীচক্রে সসাধ্বসঃ ॥ ৫৭ ॥ ততোঽব্রবীদ্ধরো ব্রহ্মন্ ন দ্বিজান্ হন্তুমর্হসি। অমী মহর্ষয়ো ধন্যা বালখিল্যাঃ পিতামহ ॥ ৫৮ ॥ ততো মহেশবাক্যান্তে সমুত্তস্থুস্তপস্বিনঃ। অষ্টাশীতি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ৫৯ ॥ ততো বিবাহে নির্বৃত্তে প্রবিষ্টঃ কৌতুকং হরঃ। রেমে সহোময়া রাত্রিং প্রভাতে পুনরুত্থিতঃ ॥ ৬০ ॥

কালীকে কহিলেন ॥ ৪৬ ॥ অয়ি কালি! তুমি শঙ্করের শশাঙ্কসন্নিভ রমণীয় মুখমণ্ডল অবলোকন এবং সমদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির হইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ কর ॥ ৪৭ ॥ পিতামহের এই বাক্যে অম্বিকা হরমুখ দর্শন করিয়া, সূর্য্যকরসন্তপ্তা মেদিনী যেমন বৃষ্টি পাইলে, শৈত্য অনুভব করেন, তদ্রূপ অন্তরে শীতল হইলেন ॥ ৪৮ ॥ পিতামহ পুনরায় কহিলেন, মহাদেবের মুখ নিরীক্ষণ কর। তিনি লজ্জাপ্রযুক্ত ব্রহ্মাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, দর্শন করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর মহাদেব গিরিনন্দিনীর সহিত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও তাহাতে লাজ সকল নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫০ ॥

ঐ সময়ে মালিনীনামক অম্বিকার কোন সখী দায় নিমিত্ত মহাদেবের চরণ ধারণ করিলে, তিনি কহিলেন, ছাড়িয়া দাও, কি প্রার্থনা করিতেছ, বল; তাহা প্রদান করিব ॥ ৫১ ॥ মালিনী কহিলেন, হে শঙ্কর! আমার সখী কালীকে নিজগোত্রীয় সৌভাগ্য প্রদান করুন, তাহা হইলে, পরিহার পাইবেন ॥ ৫২ ॥

মহাদেব কহিলেন, অয়ি মালিনী! আমি তাহাই দিলাম। এক্ষণে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার এই সখীকে নিজ গোত্রীয় সৌভাগ্যস্বরূপ যাহা দিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৫৩॥ এই যে শঙ্খচক্রপীতাম্বরধারী মধুসূদন বিরাজ করিতেছেন, আমি ইঁহারই সৌভাগ্য ও নিজ গোত্র প্রদান করিলাম ॥ ৫৪ ॥ বৃষধ্বজ এইরূপ বলিলে, নিজ গোত্রের শুভচারিত্রমালিনী মালিনী তাঁহারে ছাড়িয়া দিল ॥৫৫॥ মালিনী যখন মহাদেবের চরণগ্রহণ করে, তখন ব্রহ্মা দেখিলেন, দেবী কালীর মুখমণ্ডল শশাঙ্ক অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যে লাঞ্ছিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ তদ্দর্শনে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন এবং তাঁহার রেতও স্খলিত হইল। তিনি সভয়ে সেই শুক্র বালুকামধ্যে খিলীকৃত করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মহাদেব এই ঘটনা অবলোকনে তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্বিজদিগকে বধ করা আপনার উচিত হয় না। হে পিতামহ! ইঁহারা সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকবরণীয় বালখিল্য মহর্ষি ॥ ৫৮ ॥ মহাদেবের বচনাবসানে অষ্টাশীতি সহস্র তপস্বী সমুত্থিত হইলেন। তাঁহাদের নাম বালখিল্য হইল ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, মহাদেব কৌতুকমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, উমার সহিত বিহারপুরঃসর পুনরায় প্রভাতে উত্থিত

ততোঽদ্রিপুত্রীং সমবাপ্য শম্ভুঃ সর্বৈঃ সমং ভূতগণৈশ্চ হৃষ্টঃ। সংপূজিতঃ পর্বতপার্থিবেন স্বমন্দিরং শীঘ্রমুপাজগাম ॥ ৬১ ॥ ততঃ সুরান্ ব্রহ্মহরীন্দ্রমুখ্যান্ প্রণম্য সংপূজ্য যথাবিভাগং। বিসৃজ্য ভূতৈঃ সহিতো মহীধ্রমধ্যাবসন্মন্দরমষ্টমূর্ত্তিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে গৌরীবিবাহো নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গিরৌ বসন্ রুদ্রঃ স্বেচ্ছয়া বিচরন্ মুনে। বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় প্রোবাচ কুরু মে গৃহং ॥ ১ ॥ ততশ্চকার শর্ব্বস্য গৃহং স্বস্তিকলক্ষণং। যোজনানি চতুঃষষ্টিং প্রমাণেন হিরণ্ময়ং ॥ ২ ॥ দন্ততোরণনির্ব্যূহং মুক্তাজালান্তরং শুভং। শুদ্ধস্ফটিকসোপানং বৈদূর্য্যকৃতরূপকং ॥ ৩ ॥ সপ্তকক্ষং সুবিস্তীর্ণং সর্ব্বং সমুদিতং গুণৈঃ। ততো দেবপতিশ্চক্রে যজ্ঞং গার্হস্থ্যলক্ষণং ॥ ৪ ॥ তং পূর্ব্বচরিতং মার্গমনুযাতি স্ম শঙ্করঃ। তথা সতস্ত্রিনেত্রস্য মহান্ কালোঽভ্যগান্মুনে ॥ ৫ ॥ রমতঃ সহ পার্ব্বত্যা ধর্ম্মাপেক্ষী জগৎপতিঃ। ততঃ কদাচিদ্ধর্ম্মার্থং কালীত্যুক্তা ভবেন হি ॥ ৬ ॥ পার্ব্বতী মন্যুনাবিষ্টা শঙ্করং বাক্যমব্রবীৎ। সংরোহতীষুণা বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং। বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন প্ররোহতি বাক্ক্ষতং ॥ ৭ ॥ বাক্সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি তৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি। ন তান্ বিমুঞ্চেত হি পণ্ডিতো জনস্তদদ্য ধর্ম্মং বিতথত্বয়া কৃতং ॥ ৮ ॥ তস্মাদ্ব্রজামি দেবেশ তপস্তপ্তুং মনুত্তমং। তথা যতিষ্যে ন যথা ভবান্ কালীতি

হইলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে তিনি অদ্রিসুতাকে লাভ করিয়া, পর্ব্বতপতি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত ও সংপূজিত হইয়া, সমুদায় ভূতগণের সমভিব্যাহারে সত্বরে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে যথাবিভাগে প্রণামপূর্ব্বক পূজা করিয়া, বিদায় দিয়া, ভূতগণের সহিত মন্দরমহীধরে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে গৌরীবিবাহনামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনে! মহাদেব সেই মন্দরাচলে অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া, কহিলেন, আমার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দাও ॥ ১ ॥ তখন বিশ্বকর্ম্মা মহাদেবের স্বস্তিক-লক্ষণ গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ গৃহ প্রমাণে চতুঃষষ্টিযোজন ও সুবর্ণে নির্ম্মিত। উহার তোরণ হস্তিদন্তের। উহার অন্তরবিভাগ মুক্তাজালে খচিত ও সোপান সকল শুদ্ধ স্ফটিকে নির্ম্মিত; বৈদূর্য্যে কৃতরূপক সেই গৃহ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ সপ্তকক্ষায় বিচ্ছিন্ন, অতীববিস্তীর্ণ এবং সর্ব্ববিধ-গুণসম্পন্ন। গৃহ নির্ম্মিত হইলে, দেবপতি পশুপতি গার্হস্থ্যলক্ষণ যজ্ঞ করিলেন ॥ ৪ ॥ মুনে! তিনি পূর্ব্বাচরিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবস্থায় অবস্থিতি করিয়া, সেই ত্রিনেত্রের বহুকাল পর্য্যবসিত হইল ॥ ৫ ॥ তিনি ধর্ম্মাপেক্ষী হইয়া, পার্ব্বতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্ত পার্ব্বতীরে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন ॥ ৬ ॥ তন্নিবন্ধন, পার্ব্বতী মন্যুযুক্ত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, অরণ্য বাণবিদ্ধ অথবা কুঠার দ্বারা ছিন্ন হইলে, পুনরায় প্ররোহিত হয়। কিন্তু দুরুক্তবাক্যে বীভৎসরূপে বিদ্ধ করিলে, তাহার আর পুনরুত্থান হয় না ॥ ৭ ॥ বদন হইতে বাক্সায়ক সকল নিষ্পতিত হইয়া, যাহাকে আঘাত করে, সে দিন রাত্রি শোক করিয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহাদিগকে কখন বিমোচন করিতে পারেন না। এই কারণে অদ্য তুমি ধর্ম্মের বৈতথ্য বিধান করিলে ॥ ৮ ॥ অতএব, হে দেবেশ! আমি

বক্ষ্যতি ॥ ৯ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা গিরিজা প্রণম্য চ মহেশ্বরং। অনুজ্ঞাতা ত্রিনেত্রেণ দিবমেবোৎপপাত হ ॥ ১০ ॥ সমুৎপত্য চ বেগেন হিমাদ্রেঃ শিখরং শিবং। টঙ্কচ্ছিন্নং প্রযত্নেন বিধাত্রা নির্ম্মিতং যথা ॥ ১১ ॥ ততোঽবতীর্য্য সস্মার জয়াং চ বিজয়াং তথা। জয়ন্তীং চ মহাপুণ্যাং চতুর্থীমপরাজিতাং ॥ ১২ ॥ তাঃ সংস্মৃতাঃ সমাজগ্মুঃ কালীদ্রষ্টুং হি দেবতাঃ। অনুজ্ঞাতাস্তথা দেব্যাঃ শুশ্রূষাং চক্রিরে শুভাঃ ॥ ১৩ ॥ ততস্তপসি পার্ব্বত্যাং স্থিতায়াং হিমবদ্বনাৎ। সমাজগাম তং দেশং ব্যাঘ্রো দংষ্ট্রানখায়ুধঃ ॥ ১৪ ॥ একপাদস্থিতায়াং বৈ দেব্যাং ব্যাঘ্রস্তু চিন্তয়ৎ। যদা পতিষ্যতে চেয়ং তদা দাস্যামি বৈ অহং ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবঞ্চিন্তয়ন্নেব দত্তদৃষ্টির্মৃগাধিপঃ। পশ্যমানস্তু বদনমেকদৃষ্টিরজায়ত ॥ ১৬ ॥ ততো বর্ষশতং দেবী গৃণন্তী ব্রহ্মণঃ পদং। তপোঽতপ্যত্ততোভ্যাগাদ্ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ পিতামহস্ততোবাচ দেবীং প্রীতোঽস্মি শাশ্বতে। তপসা ধুতপাপাসি বরং বৃণু যথেপ্সিতং ॥ ১৮ ॥ অথোবাচ বচঃ কালী ব্যাঘ্রস্য কমলোদ্ভব। বরদো ভব তেনাহং যাস্যে প্রীতিমনুত্তমাং ॥ ১৯ ॥ ততঃ প্রাদাদ্বরং ব্রহ্মা ব্যাঘ্রস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ। গাণপত্যং বিভৌ ভক্তিমজেয়ত্বঞ্চ ধর্ম্মিতাং ॥ ২০ ॥ বরং ব্যাঘ্রায় দত্ত্বৈবং শিবকান্তামথাব্রবীৎ। বৃণীষ বরমব্যগ্রা বরং দাস্যে তবাম্বিকে ॥ ২১ ॥ ততো বরং গিরিসুতা প্রাহ দেবী পিতামহং। বরঃ প্রদীয়তাং ব্রহ্মন্ বর্ণং কনকসন্নিভং ॥ ২২ ॥ তথেত্যুক্ত্বা গতো ব্রহ্মা পার্ব্বতী চাভবত্ততঃ। কোশং কৃষ্ণং পরিত্যজ্য পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভা ॥ ২৩ ॥

অত্যুত্তম তপশ্চরণার্থ গমন ও এইরূপ যত্ন করিব, যাহাতে আর তুমি আমারে কালী বলিতে পারিবে না ॥ ৯ ॥

গিরিনন্দিনী মহেশ্বরকে এইরূপ কহিয়া, প্রণাম করিয়া, তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণান্তর স্বর্গে সমুৎপতিতা হইলেন ॥ ১০ ॥ তিনি সবেগে সমুৎপতনপূর্ব্বক হিমালয়ের পরম প্রশস্ত শেখরে অবতরণ করিলেন ॥ ১১ ॥ অবতরণ করিয়াই, জয়া, বিজয়া, মহ পুণ্যা জয়ন্তী ও অপরাজিতারে স্মরণ করিলেন ॥১২॥ স্মরণ করিবামাত্র, তাহারা দেবী কালীকে দর্শন করিবার জন্য তথায় সমাগত হইলেন এবং তদীয় অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর পার্ব্বতী তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলে, দংষ্ট্রানখায়ুধ এক ব্যাঘ্র হিমালয়ের বন হইতে বহির্গত হইয়া, সেই স্থানে আগমন করিল ॥ ১৪ ॥ দেবী পার্ব্বতী একপাদে অবস্থিতি করিলে, ব্যাঘ্র চিন্তা করিতে লাগিল, এই দেবী পতিতা হইলেই, আমি ইহাকে গ্রহণ করিব ॥ ১৫ ॥ মৃগাধিপ এই প্রকার চিন্তা করিয়া, দত্তদৃষ্টি হইয়া, পার্ব্বতীর বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং তদবস্থায় একদৃষ্টি হইয়া রহিল। ১৬ ॥ এদিকে দেবী ব্রহ্মপদসমুচ্চারণসহকারে একশত বৎসর তপস্যা করিলে, ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মা সমাগত হইলেন। ১৭ ॥ এবং পার্ব্বতীরে কহিলেন, অয়ি শাশ্বতস্বরূপিণি ! আমি প্রীত হইয়াছি। তপঃপ্রভাবে তোমার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়াছে। যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৮ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে কমলোদ্ভব ! এই ব্যাঘ্রকে বরদান করুন। তাহা হইলেই, আমি পরম প্রীতিমতী হইব ॥ ১৯ ॥

তখন কমলযোনি সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাঘ্রকে বর দিয়া, বলিলেন, তুমি গণপতি হইবে; মহাদেবে ভক্তিযুক্ত হইবে, অজেয় হইবে এবং ধার্ম্মিক হইবে ॥ ২০ ॥ এইরূপে তিনি ব্যাঘ্রকে বর দিয়া, শিবকান্তা পার্ব্বতীকে কহিলেন, অয়ি অম্বিকে ! তুমি অব্যগ্রচিত্তে বর বরণ কর, আমি প্রদান করিব ॥ ২১ ॥

গিরিনন্দিনী দেবী পিতামহকে কহিলেন, ব্রহ্মন্। আমার বর্ণ যেন কনকসন্নিভ হয়। আমাকে এই বর দিন ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা তাহাই হইবে, বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতীও কৃষ্ণ-

তস্মাৎ কোশাচ্চ সা জাতা ভূয়ঃ কাত্যায়নী মুনে। তামভ্যেত্য সহস্রাক্ষঃ প্রতিজগ্রাহ দক্ষিণাং। প্রোবাচ গিরিজাং দেবো বাক্যং স্বর্গায় বাসবঃ॥ ২৪॥

ইন্দ্র উবাচ। ইয়ং প্রদীয়তাং মহ্যং ভগিনী মেহস্তু কৌশিকী। ত্বৎকোশসম্ভবা চেয়ং কৌশিকী কৌশিকোপ্যয়ং॥ ২৫॥ তাং প্রাদাদিতি সংশ্রুত্য কৌশিকীং রূপসংযুতাং। সহস্রাক্ষোহপি তাং গৃহ্য বিন্ধ্যং বেগাজ্জগাম চ॥ ২৬॥ তত্র গত্বা ত্বথোবাচ তিষ্ঠ চাত্র মহাচলে। পূজ্যমানা সুরৈর্নাম্না খ্যাতা ত্বং বিন্ধ্যবাসিনী॥ ২৭॥ তত্র স্থাপ্য হরির্দেবীং দত্বা সিংহঞ্চ বাহনং। ভবামরারিহন্ত্রী চেত্যুক্ত্বা স্বর্গমুপাগমৎ॥ ২৮॥ উমাপি তদ্বরং লব্ধ্বা মন্দিরং পুনরেত্য চ। প্রণম্য চ মহেশানং স্থিতা সবিনয়ং মুনে॥ ২৯॥ ততোহমরগুরুঃ শ্রীমান্ পার্ব্বত্যা সহিতোব্যয়ঃ। তস্থৌ বর্ষসহস্রং হি মহামোহনকং মুনে॥ ৩০॥ মহামোহস্থিতে রুদ্রে ভুবনাশ্চেলুরুদ্ধতাঃ। চুক্ষুভুঃ সাগরাঃ সপ্ত দেবাশ্চ ভয়মাগমন্॥ ৩১॥ ততঃ সুরা মহেন্দ্রেণ ব্রহ্মণঃ সদনং গতাঃ। প্রণম্যোচুর্ম্মহেশানং জগৎ ক্ষুব্ধং তু কিং ত্বিদং॥ ৩২॥ তানুবাচ ভবো নূনং মহামোহনকে স্থিতঃ। তেনাক্রান্তাস্ত্বিমে লোকা জগ্মুঃ ক্ষোভং দুরত্যয়ং॥ ৩৩॥ ইত্যুক্ত্বা সোভবত্তূষ্ণীং ততোপ্যূচুঃ সুরা হরিং। আগচ্ছ শক্র গচ্ছামো যাবত্তন্ন সমাপ্যতে॥ ৩৪॥ সমাপ্তে মোহনে বালো যঃ সমুৎপৎস্যতেহব্যয়ঃ। স নূনং দেবরাজস্য পদমৈন্দ্রং হরিষ্যতি॥ ৩৫॥ ততোহমরাণাং বচনাদ্দিবৌকো-বলঘাতিনঃ। [illegible]জ্ঞানং ততো নষ্টং ভাবিকর্ম্মপ্রচোদনাৎ॥ ৩৬॥ ততঃ শক্রঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং বহ্নিনা চ সহস্রদৃক্। জগাম মন্দরগিরিং তচ্ছৃঙ্গেদপি সত্তম॥ ৩৭॥ অশক্তাঃ সর্ব্ব এবৈ-

---

কেশ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মরাগপ্রতিমা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ২৩॥ মুনে! তিনি সেই কোশ হইতে পুনরায় কাত্যায়নীরূপে সমুদ্ভূতা হইলেন। তখন সহস্রাক্ষ ইন্দ্র অভ্যাগত হইয়া, দেবী গিরিনন্দিনীকে কহিলেন॥ ২৪॥ আপনার এই ভগিনী কৌশিকাকে আমায় প্রদান করুন। আপনার কোশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, বলিয়া, ইহার নাম কৌশিকী হইবে॥২৫॥

দেবী এই কথা শুনিয়া, পরমসৌন্দর্য্যশালিনী কৌশিকাকে প্রদান করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, সবেগে বিন্ধ্যাচলে সমাগত হইলেন॥ ২৬॥ তথায় গমন করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, আপনি এই মহাচলে অধিষ্ঠান করুন। দেবগণ আপনার পূজা করিবেন এবং আপনি বিন্ধ্যবাসিনীনামে বিখ্যাতা হইবেন॥ ২৭॥ দেবরাজ দেবীকে তথায় স্থাপন ও সিংহবাহন প্রদান করিয়া, আপনি সুরশত্রু সকলের সংহারকর্ত্রী হউন, এই প্রকার কহিয়া, স্বর্গভুবনে সমাগত হইলেন॥ ২৮॥ উমাও বরলাভ করিয়া, নিজ মন্দিরে প্রত্যাগমনানন্তর মহাদেবকে সবিনয়ে প্রণাম করিয়া, অবস্থিতি করিলেন॥ ২৯॥ অনন্তর অমরগুরু অবিনাশী শ্রীমান্ মহাদেব বর্ষসহস্র মহামোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন॥ ৩০॥ তিনি মহামোহের বশবর্ত্তী হইলে, ভুবন সমুদায় উদ্ধত ও বিচলিত হইয়া উঠিল, সপ্ত সাগর ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হইল; দেবগণ ভয়ে অভিভূত হইলেন॥ ৩১॥ তখন সুরগণ মহেন্দ্রের সহিত ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া, সেই মহেশানকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, কিজন্য বিশ্বসংসার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে?॥ ৩২॥ তিনি কহিলেন, ভগবান্ ভব মহামোহের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, দুরত্যয় ক্ষোভের আয়ত্তীকৃত হইয়াছে॥ ৩৩॥ এই বলিয়া, তিনি তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে, দেবগণ হরিকে কহিলেন, হে শক্র! আগমন করুন। যাবৎ মহাদেবের মোহ নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ আমরা গমন করি; চলুন॥ ৩৪॥ মোহন নিবৃত্ত হইলে, যে অবিনাশী বালক সমুৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবরাজের ইন্দ্রপদ হরণ করিবেন॥ ৩৫॥ দেবগণের বচনে স্বর্গবাসিগণের বলবিনাশী ভয় ও ভাবিকর্ম্মের প্রণোদনাপ্রযুক্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল॥ ৩৬॥ তখন দেবরাজ অগ্নি ও অমরগণের সহিত মন্দরভূধরে সমাগত হইলেন। কিন্তু-

স্তে প্রবেষ্টুং ভবরাজিরং। চিন্তয়িত্বা তু সুচিরং পাবকস্তে ব্যসর্জয়ন্ ॥ ৩৮ ॥ স চাভেত্য সুর-শ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা দ্বারে চ নন্দিনং। দুপ্রবেশস্তু তং দৃষ্ট্বা চিন্তাং বহ্নিঃ পরাক্ততঃ ॥ ৩৯ ॥ স তু চিন্তার্ণবে মগ্নঃ প্রাপশ্যদ্ধংভুসদ্মনঃ। নিষ্ক্রামন্তীং মহাপঙ্‌ক্তিং হংসানাং বিমলাং তথা ॥ ৪০ ॥ অসাবুপায় ইত্যুক্ত্বা হংসরূপী হুতাশনঃ। বঞ্চয়িত্বা প্রতীহারং প্রবিবেশ হরাজিরং ॥ ৪১ ॥ প্রবিশ্য সূক্ষ্মমূর্তিশ্চ শিরোদেশে কপর্দ্দিনঃ। প্রাহ প্রহস্য গম্ভীরং দেবা দ্বারি স্থিতা ইতি ॥ ৪২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় পরিত্যজ্য গিরেঃ সুতাং। বিনিষ্ক্রান্তোজিরাচ্ছর্বো বহ্নিনা সহ নারদ ॥ ৪৩ ॥ বিনিষ্ক্রান্তে সুরপতৌ দেবা মুদিতমানসাঃ। শিরোভির্নবনীং জগ্মুঃ সেন্দ্রার্কশশিপাবকাঃ ॥৪৪॥ ততঃ প্রীত্যা সুরানাহ বদধ্বং কার্য্যমাশু মে। প্রণামাবনতা যৌ হি দাস্যেহং বরমুত্তমং ॥ ৪৫ ॥

দেবা উচুঃ। যদি তুষ্টোসি দেবানাং বরং দাতুমিহেচ্ছসি। তদিহ ত্যজ্যতাং তাবন্মহা মৈথুনমীশ্বর ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবতু সন্ত্যক্তো ময়া ভাবোঽমরোত্তমাঃ। মমেদং তেজ উদ্রিক্তং কশ্চিদেব প্রতীচ্ছতু ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তাঃ শম্ভুনা দেবাঃ সেন্দ্রচন্দ্রদিবাকরাঃ। অসীদন্ত যথা মগ্নাঃ পঙ্কে বৃন্দারকা ইব ॥ ৪৮ ॥ সীদৎসু দৈবতদেব হুতাশোভ্যেত্য শঙ্করং। প্রোবাচ মুঞ্চ তেজস্ত্বং প্রতীচ্ছাম্যেব শঙ্কর ॥ ৪৯ ॥ ততো মুমোচ ভগবাংস্তদ্রেতঃ স্কন্নমেব তু জলং তৃষার্তো বৈ যদ্বত্তৈল-পানং পিপাসতঃ ॥ ৫০ ॥ ততঃ পীতে রেতসি বৈ শার্ব্বে দেবেন বহ্নিনা। স্বস্থাঃ সুরাঃ সমা-

---

তাহার শৃঙ্গে ॥ ৩৭ ॥ মহাদেবের অজিরমধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে না পারিয়া, বহুক্ষণ চিন্তার পর অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ সুরশ্রেষ্ঠ বহ্নি দ্বারদেশে অভ্যাগত হইয়া, নন্দিকে দর্শন ও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য নিরীক্ষণ করিয়া, অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ তিনি চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া, অবলোকন করিলেন, মহাদেবের ভবন হইতে বিমল হংসপংক্তি বিনিষ্ক্রান্ত হই-তেছে ॥ ৪০ ॥ তদ্দর্শনে, ইহাই উপায়, এইরূপ কহিয়া, হুতাশন হংসরূপী হইয়া, প্রতীহারকে বঞ্চনা করিয়া, মহাদেবের অজিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪১ ॥ প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মমূর্ত্তিধারণ-পূর্ব্বক কপর্দ্দীর শিরোদেশ আশ্রয় করত, উচ্চৈঃহাস্যসহকারে গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, দেবগণ দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪২ ॥ নারদ! মহাদেব এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ উত্থান ও গিরিনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, বহ্নির সহিত অজির হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ সুরপতি বিনিষ্ক্রমণ করিলে, দেবগণ মুদিত মানসে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও পাবকের সমভিব্যাহারে ধরাতলে মস্তক ন্যস্ত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন ভগবান্ ভব দেবগণকে প্রীতিভরে কহিলেন, সত্বর বল, আমাকে কি করিতে হইবে। তোমরা প্রণামাবনত হইয়াছ। অতএব তোমাদিগকে বর দিব ॥ ৪৫ ॥

দেবগণ কহিলেন, যদি দেবগণের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া, বরদানে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, হে ঈশ্বর! মহামৈথুন পরিত্যাগ করুন ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, হে সুরোত্তমসমূহ! আচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি ইহা একবারেই ত্যাগ করিলাম। আমার এই উদ্রিক্ত তেজঃ কোন ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করুক ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ইন্দ্র, চন্দ্র ও দিবাকরসহিত দেবগণ শম্ভুকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, পঙ্কমগ্ন বৃন্দারকবৃন্দের ন্যায়, অবসন্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৮ ॥ তাঁহারা অবসন্ন হইলে, হুতাশন সম্মুখীন হইয়া, শঙ্করকে কহিলেন, হে শঙ্কর! আপনি তেজঃ মোচন করুন; আমি প্রতিগ্রহ করিব ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর ভগবান্ ভব সেই তেজ মোচন করিলে, উহা যেমন প্রস্কন্দিত হইল, তৃষ্ণার্ত্ত জলের ন্যায়, অগ্নি তেমন তাহা পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫০ ॥ এইরূপে দেব বহ্নি শম্ভুর তেজ পান করিলে,

মন্ত্রা হৃষ্টং জগ্মুস্ত্রিবিষ্টপং ॥ ৫১ ॥ সংপ্রযাতেষু দেবেষু হরোঽপি নিজমন্দিরং। অভ্যেত্য মহাদেবীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥ দেবী দেবৈরিহাভ্যেত্য যত্নাৎ প্রেষ্য হুতাশনং। তত্র প্রোক্তো নিষিদ্ধশ্চ পুত্রোৎপত্তিং ত্বদাশ্রয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ সাপি ভর্ত্তুর্বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধা রক্তান্তলোচনা। শশাপ দেবতাঃ সর্ব্বা নষ্টপুত্রোস্তথা শিবা ॥ ৫৪ ॥ যস্মান্নেচ্ছন্তি তে দুষ্টা মম পুত্রং মনোরমং। তস্মাত্তে ন জনিষ্যন্তি স্বাসু যোষিৎসু পুত্রকান্ ॥ ৫৫ ॥ এবং শপ্ত্বা সুরান্ গৌরী শৌচশালামুপাগমৎ। আহূয় মালিনীং স্নাতুং মতিং চক্রে তপোধন ॥৫৬॥ মালিনী সুরভিং গৃহ্য শ্লক্ষ্ণমুদ্বর্ত্তনং শুভা। দেব্যাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়ন্তে করাভ্যাং কনকপ্রভা ॥ ৫৭ ॥ তচ্ছৌচং পার্ব্বতী নৈব মেনে কীটগুণেন হি। উদ্বর্ত্ত্য পার্ব্বতীং তাং তু শুভেনোদ্বর্ত্তনেন চ ॥ ৫৮ ॥ মালিনীং তূর্ণমগমদ্গৃহং স্নানস্য কারণাৎ। তস্যাং গতায়াং শৈলেয়ী মলাচ্চক্রে গজাননং ॥ ৫৯ ॥ চতুর্ভুজং পীনবক্ষঃ পুরুষং লক্ষণান্বিতং। কৃত্বোৎসসর্জ্জ তং ভূম্যাং স্থিতা ভদ্রাসনে পুনঃ ॥ ৬০ ॥ মালিনী তচ্ছিরঃস্নানং দদৌ বিহসতী তদা। ঈষদ্ধাসমুখীং দৃষ্ট্বা মালিনীং প্রাহ নারদ ॥ ৬১ ॥ কিমর্থং ভীরু শনকৈর্হসসি ত্বমতীব চ। সাথোবাচ হসাম্যেবং ভবত্যাস্তনয়ঃ কিল ॥ ৬২ ॥ ভবিষ্যতীতি দেবেন প্রোক্তো নন্দিগণাধিপঃ। তচ্ছ্রুত্বা মম হাসোঽয়ং সঞ্জাতে'দ্য কৃশোদরি ॥ ৬৩ ॥ যস্মাদ্দেবি পুত্রকামাচ্ছঙ্করো বিনিবারিতঃ। এতচ্ছ্রুত্বা বচো দেবী সস্নৌ তত্র বিধানতঃ ॥৬৪ ॥ স্নাত্বার্চ্চ্য শঙ্করং ভক্ত্যা সমভ্যাগাদ্গৃহং প্রতি। ততঃ শম্ভুঃ সমাগত্য তস্মিন্ ভদ্রাসনেঽপি চ ॥ ৬৫ ॥ স্নাতস্তস্য ততস্তস্মাৎ স্থিতঃ সমলপূরুষঃ।

সুরগণ স্বস্থ হইয়া, মহাদেবকে বিহিতবিধানে আমন্ত্রণ করিয়া, স্বর্গে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৫১ ॥ দেবগণ প্রস্থান করিলে, মহাদেবও নিজ মন্দিরে অভ্যাগত হইয়া মহাদেবীকে কহিলেন ॥ ৫২ ॥ দেবি! দেবগণ এখানে উপাগত হইয়া, যত্নসহকারে হুতাশনকে প্রেরণ করিয়া, তোমার উদর হইতে পুত্রোৎপত্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

তিনি স্বামীর কথা শুনিয়া, রোষভরে রক্তান্তলোচন হইয়া, সমুদায় দেববর্গকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, তোমাদের কখন পুত্রোৎপত্তি হইবে না ॥ ৫৪ ॥ তোমরা দুষ্টপ্রকৃতি; সেইজন্য যেমন আমার পুত্রোৎপত্তিকামনা করিতেছ না, তেমন, তোমরা কখন স্ব স্ব স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিতে পারিবে না ॥ ৫৫ ॥ গৌরী দেবগণকে এইরূপ শাপ দিয়া, শৌচশালায় গমন ও মালিনীকে আহ্বান করিয়া, স্নান করিতে কৃতমতি হইলেন ॥ ৫৬ ॥ কনকপ্রভা মালিনী পরম সুগন্ধি ও শ্লক্ষ্ণ উদ্বর্ত্তন গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা তদীয় অঙ্গ উদ্বর্ত্তিত করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ কিন্তু পার্ব্বতীর সেই শৌচ মনোমত হইল না। তখন মালিনী পরমপবিত্র ও নিরতিপ্রশস্ত উদ্বর্ত্তন দ্বারা পার্ব্বতীকে উদ্বর্ত্তিত করিয়া ॥ ৫৮ ॥ তদীয় স্নানহেতু সত্বরে গৃহমধ্যে গমন করিল। মালিনী গমন করিলে, শৈলনন্দিনী আপনার দেহকমল হইতে চতুর্ভুজ, বিশালবক্ষঃ ও লক্ষণান্বিত গজাননকে সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া, ভূমিতে উৎসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বয়ং ভদ্রাসনে পুনরায় উপবিষ্টা হইলেন ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ তদ্দর্শনে মালিনী হাসিতে হাসিতে সেই শিরঃস্নান প্রদান করিল। নারদ! মালিনীকে ঈষৎ হাস্যমুখী দেখিয়া, দেবী কহিলেন ॥ ৬১ ॥ অয়ি ভীরু! কিজন্য ধীরে ধীরে অতীব হাস্য করিতেছ? মালিনী কহিল, আপনার পুত্র হইবে; ভগবান্ ভব গণাধিপ নন্দীকে এই কথা বলিয়াছেন; তজ্জন্য আমি হাসিতেছি ॥৬২॥৬৩॥ ইহার কারণ এই, দেবগণ মহাদেবকে পুত্রকাম হইতে প্রতিষেধ করিয়াছেন। দেবী এই কথা শুনিয়া, যথাবিধানে তথায় স্নান করিলেন ॥৬৪॥ স্নানানন্তর ভক্তিসহকারে অভ্যর্চ্চনা করিয়া, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহাদেব সমাগত হইয়া, সেই ভদ্রাসনে ॥ ৬৫ ॥ উপবেশন পূর্ব্বক স্নান করিলেন।

উমাস্বেদভবস্বেদং জলভূমিসমন্বিতং ॥ ৬৬ ॥ তৎসম্পর্কাৎ সমুদ্ভূতৌ ফুৎকৃত্য করমুত্তমং। অপত্যং হি বিদিত্বা চ প্রীতিমান্ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥ তমাদায় হরো নন্দিমুবাচ ভগনেত্রহা। কৃত্বঃ স্নাত্বার্চ্য দেবাদীন্ বাগ্ভিরগ্নিং পিতৄনপি ॥ ৬৮ ॥ জপ্ত্বা সহস্রনামানমুমাপার্শ্বমুপাগতঃ। সমেত্য দেবীং বিহসন্ শঙ্করঃ শূলধৃগ্বচঃ ॥ ৬৯ ॥ প্রাহ ত্বং পশ্য শৈলেয়ি স্বংসুতং গুণসংযুতং। যস্যাঙ্গমলাদ্দিব্যাং স্মৃতো গজমুখো নরঃ ॥ ৭০ ॥ ইত্যুক্তা পর্ব্বতসুতা হ্যুপেত্যাপত্যমদ্ভুতং। ততঃ প্রীত্যা পিরিষ্বজ্য তং পুত্রং পরিষস্বজে ॥ ৭১ ॥ মূর্দ্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় ততঃ শর্ব্বোঽব্রবীদুমাং। নায়কেন বিনা দেবী মম ভূতাপি পুত্রক: ॥ ৭২ ॥ যস্মাজ্জাতস্ততো নাম্না ভবিষ্যতি বিনায়কঃ। এষ বিঘ্নসহস্রাণি দেবাদীনাং হনিষ্যতি ॥ ৭৩ ॥ পূজয়িষ্যন্তি দেবাশ্চ দেবি লোকাশ্চরাচরাঃ। ইত্যেবমুক্ত্বা দেব্যাস্তু দত্তবাংস্তনয়ং স হি ॥ ৭৪ ॥ সহায়ন্তু গণশ্রেষ্ঠং নাম্না খ্যাতং ঘটোদরং। তথা মাতৃগণা ঘোরা ভূতা বিঘ্নকরাশ্চ যে ॥ ৭৫ ॥ তে সর্ব্বে পরমেশেন দেব্যাঃ প্রীত্যোপপাদিতাঃ। দেবী চ তং সুতং দৃষ্ট্বা পরাং মুদমবাপ চ ॥ ৭৬ ॥ রেমেঽথ শম্ভুনা সার্দ্ধং মন্দিরে চারুকন্দরে। এবং ভূয়োঽভবদ্দেবী ইয়ং কাত্যায়নী বিভো। যা জঘান মহাদৈত্যৌ পুরা শুম্ভনিশুম্ভকৌ ॥ ৭৭ ॥ এতত্তবোক্তং বচনং সুভাষ্যং যথোদ্ভবঃ পর্ব্বততো মৃড়ান্যাঃ। স্বর্গ্যং যশস্যং চ তথাঘহারি আখ্যানমূর্জ্জস্করমদ্রিপুত্র্যাঃ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে বিনায়কোৎপত্তির্নাম চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

সেই সমল পুরুষ গজানন স্নানান্তর তথায় অবস্থিত হইলেন। উমার স্বেদ ও মহাদেবের স্বেদ জলভূমিতে সংসক্ত হইয়াছিল ॥ ৬৬ ॥ তাহার সম্পর্কে ফুৎকার সহকারে গজাননের পরম প্রশস্ত হস্ত সমুত্থিত হইল। ভুবনেশ্বর মহেশ্বর আপনার অপত্যকে অবগত হইয়া প্রীতিমান্ হইলেন ॥ ৬৭ ॥ অনন্তর তিনি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, নন্দিকে কহিলেন, ইনি আমার পুত্র। পরে তিনি স্নানানন্তর পিতৃগণ, দেবগণ ও অগ্নির পূজা ॥ ৬৮ ॥ এবং সহস্রনামার জপ করিয়া, উমার পার্শ্বে উপাগত হইলেন। এবং তাঁহার সহিত সংমিলিত হইয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন ॥ ৬৯ ॥ অয়ি শৈলেয়ি! গুণগ্রামভূষিত ত্বদীয় অপত্যকে অবলোকন কর। তোমারই অঙ্গমল হইতে এই গজমুখ দিব্যাকৃতি নর বিনির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৭০ ॥ পার্ব্বতী এই কথায় সমীপস্থ হইয়া, সেই অদ্ভুতস্বভাব পুত্রকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রীতিভরে গাঢ় আলিঙ্গন ॥ ৭১ ॥ এবং মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তখন শম্ভু তাহাঁকে কহিলেন, আমি তোমার নায়ক। এই পুত্র সেই নায়ক বিনা উৎপন্ন হইয়াছে। এই হেতু ॥ ৭২ ॥ বিনায়ক নামে বিখ্যাত হইবে, এবং দেবাদিগণের বিঘ্ন সহস্র বিনাশ করিবে ॥ ৭৩ ॥ হে দেবি! এই কারণে দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম লোক সকল ইহার পূজা করিবে। এই বলিয়া দেবীকে তিনি সেই পুত্র দান করিলেন ॥ ৭৪ ॥ অনন্তর ঘটোদরনামক গণশ্রেষ্ঠকে তাহার সহায় করিয়া দিলেন। তদ্ব্যতীত, মাতৃগণ, ঘোরস্বভাব ভূতগণ এবং অন্যান্য বিঘ্নকরগণ ॥ ৭৫ ॥ সকলকেই তিনি দেবীর প্রীতি নিমিত্ত তাহার সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। দেবী সেই পুত্রকে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র প্রীতিমতী হইলেন ॥৭৬॥ এবং শম্ভুর সহিত সুন্দরকন্দরবিমণ্ডিত মন্দরভূধরে বিহার করিতে লাগিলেন।

হে বিভো! এইরূপে দেবী কাত্যায়নী পুনরায় সমুৎপন্না হইয়াছিলেন। এবং মহাদৈত্য শম্ভু ও নিশুম্ভকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥ মৃড়ানী যেরূপে হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হন, আমি আপনার নিকট সেই এই সুভাষ্য আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। অদ্রিনন্দিনীর এই আখ্যান শ্রবণ করিলে, স্বর্গলাভ হয়, যশঃসঞ্চয় হয়, সমুদয় পাপের ধ্বংস হয়, এবং পরমতেজঃসংবৃদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিনায়কোৎপত্তিনামক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কশ্যপস্য দনুর্নাম্না ভার্য্যাসীদ্দ্বিজসত্তম। তস্যাঃ পুত্রত্রয়ং চাসীৎ সহস্রাক্ষ-বলাধিকং॥ ১॥ জ্যেষ্ঠঃ শুম্ভ ইতি খ্যাতো নিশুম্ভশ্চাপরোঽসুরঃ। তৃতীয়ো নমুচির্নাম মহাবলসমন্বিতঃ॥ ২॥ যোঽসৌ নমুচিরিত্যেবং খ্যাতো দনুসুতোঽসুরঃ। তং হন্তুমিচ্ছতি হরিঃ প্রগৃহ্য কুলিশং করে। ৩॥ ত্রিদিবেশং সমায়ান্তং নমুচিস্তু ভয়াদথ। প্রবিবেশ রথং ভানোস্ততো নাশকদচ্যুতঃ॥ ৪॥ শক্রস্তেনাথ সময়ং প্রচক্রে স মহামনাঃ। অবধ্যত্বং বরং প্রাদাচ্ছস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ নারদ॥ ৫॥ ততোঽবধ্যত্বমাজ্ঞায় শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ নারদ। সংত্যজ্য ভাস্কররথং পাতালমুপয়াদথ॥ ৬॥ স নিমজ্জন্নপি জলে সামুদ্রং ফেনমুত্তমং। দদৃশে দানব-পতিস্তং প্রগৃহ্যেদমব্রবীৎ॥ ৭॥ যদুক্তং দেবপতিনা বাসবেন বচোঽস্তু তৎ। অয়ং স্পৃশতু মাং ফেনঃ করাভ্যাং গৃহ্য দানবঃ॥ ৮॥ মুখনাসাদিকর্ণাদীন্ সমাপূর্য্য যথেচ্ছয়া। তস্মিন্ শক্রোঽসৃজদ্বজ্রমন্তর্হিতমপীশ্বরং॥ ৯॥ তেনাসৌ রুদ্ধনাসাস্যঃ পপাত চ মমার চ। সময়েন তথা নষ্টে ব্রহ্মহত্যাস্পৃশদ্ধরিং॥ ১০॥ স তৈত্তীর্থমাসাদ্য স্নাতঃ পাপাদমুচ্যত। ততোঽস্য ভ্রাতরৌ বীরৌ ক্রুদ্ধৌ শুম্ভনিশুম্ভকৌ॥ ১১॥ উদ্যোগং সুমহৎ কৃত্বা সুরান্ বাধিতুমা-গতৌ। সুরাস্তেঽপি সহস্রাক্ষং পুরস্কৃত্য বিনির্যযুঃ॥ ১২॥ জিতাস্ত্বাক্রম্য দৈত্যাভ্যাং সবলাঃ সপদানুগাঃ। শক্রস্যাহৃত্য চ গজো যাম্যশ্চ মহিষো বলাৎ॥ ১৩॥ বরুণস্য মণিং ছত্রং গদাং বৈ মাধবস্য চ। নিধয়ঃ শঙ্খপদ্মাদ্যাহৃতাস্ত্বাক্রম্য দানবৈঃ॥ ১৪॥ ত্রিলোকী বশগা চাস্তেঽনয়োর্নারদ দৈত্যয়োঃ। আজগ্মতুর্মহীপৃষ্ঠং দদৃশাতে মহাসুরং॥ ১৫॥ রক্তবীজমথোচু-

---

পুলস্ত্য কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! কশ্যপের দনুনামে যে ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা তিন জনেই সহস্রাক্ষ অপেক্ষা অধিক বলবান্॥ ১॥ তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শম্ভু, মধ্যমের নাম নিশুম্ভ ও তৃতীয়ের নাম নমুচি। এই নমুচি মহাবলসমন্বিত ছিল॥২॥ দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র হস্তে গ্রহণ করিয়া, নমুচি নামে বিখ্যাত দনুর ঐ পুত্রকে সংহার করিতে সংকল্প করিলেন॥ ৩॥ নমুচি ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া, ভয়ে ভানুমানের রথে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র আর তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না॥ ৪॥ তখন সেই মহামনা ইন্দ্র তাহার সহিত নিয়ম বন্ধন করিলেন, এবং তুমি অস্ত্র বা শস্ত্রে বধ্য হইবে না, বলিয়া বর দিলেন॥ ৫॥

নারদ! অসুর আপনাকে অস্ত্র ও শস্ত্রে অবধ্য জানিয়া, ভাস্করের রথ পরিহার করিয়া, পাতালে গমন করিল। এবং সমুদ্রসলিলে নিমগ্ন হইয়া, উৎকৃষ্ট ফেন দর্শন ও তাহা গ্রহণ করিয়া, বলিতে লাগিল॥ ৬॥ ৭॥ দেবরাজ ইন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হউক। এই ফেণ আমারে স্পর্শ করুক। এই বলিয়া, হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া॥ ৮॥ ইচ্ছানুসারে তদ্দ্বারা আপনার মুখ নাসাদি ও কর্ণাদি পরিপূরিত করিলে, ঈশ্বর ইন্দ্র তাহাতে অন্তর্হিত বজ্র সৃষ্টি করিলেন॥ ৯॥ তদ্দ্বারা নাসিকা রুদ্ধ হওয়াতে, নমুচি যেমন পড়িল, অমনি মরিল। তখন ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের শরীরে আবিষ্ট হইল॥ ১০॥ তিনি তীর্থযাত্রা করিয়া, তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, পাপমুক্ত হইলেন।

এদিকে নমুচির ভ্রাতা বীর শুম্ভ ও নিশুম্ভ জাতক্রোধ হইয়া॥ ১১॥ বিপুল উদ্যম সহকারে দেবগণকে ব্যাহত করিবার মানসে আগমন করিল। তদ্দর্শনে সুরগণ ইন্দ্রকে অগ্রগামী করিয়া, বহির্গত হইলেন॥ ১২॥ শুম্ভ ও নিশুম্ভ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, বল ও পদানুগ সহিত পরাজয় করিল। এবং বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের ঐরাবত ও যমের মহিষ॥ ১৩॥ বরুণের মণি ও ছত্র এবং মাধবের গদা কাড়িয়া লইল। অনন্তর দানবগণ আক্রমণ করিয়া, শঙ্খ পদ্মাদি নিধি সকল হরণ করিল॥ ১৪॥ হে নারদ! সমুদায় ত্রিলোকী এই দুই দৈত্যের বশীভূত হইল। অনন্তর

স্তে কো ভবানিতি সোঽব্রবীৎ। স তাহ দৈত্যোঽস্মি বিভো সচিবো মহিষস্য তু ॥ ১৬ ॥ রক্তবীজেতি বিখ্যাতো মহাবীর্য্যো মহাভুজঃ। অমাত্যৌ রুচিরৌ বীরৌ চণ্ডমুণ্ডাবিতি শ্রুতৌ ॥ ১৭ ॥ তাবাস্তাং সলিলে মগ্নৌ ভয়াদ্দেব্যা মহাভুজৌ। যস্ত্বাসীৎ প্রভুরস্মাকং মহিষো নাম দানবঃ ॥ ১৮ ॥ নিহতঃ স মহাদেব্যা বিন্ধ্যশৈলে সুবিস্তৃতে। ভবন্তৌ কস্য তনয়ৌ কিং বা নাম্না পরিশ্রুতৌ। কিংবীর্য্যৌ কিংপ্রকারৌ চ এতচ্ছংসিতুমর্হথ ॥ ১৯ ॥

শুম্ভ উবাচ। অহং শুম্ভ ইতি খ্যাতো দনোঃ পুত্রস্তথৌরসঃ। নিশুম্ভোঽয়ং মম ভ্রাতা কনীয়ান্ শক্রদর্পহা ॥ ২০ ॥ অনেন বহুশো দেবাঃ সেন্দ্ররুদ্রদিবাকরাঃ। সমেত্য নির্জ্জিতা বীরা যে চান্যে বলবত্তরাঃ ॥ ২১ ॥ তদুচ্যতাং কথং দৈত্যো নিহতো মহিষাসুরঃ। যাবত্তান্ ঘাতয়িষ্যাবঃ স্বসৈন্যপরিবারিতৌ ॥ ২২ ॥ ইত্থং তয়োস্তু বদতোর্নর্ম্মদায়াস্তটে মুনে। জলবাসাদ্বিনিষ্ক্রান্তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ চ দানবৌ ॥ ২৩ ॥ ততোঽভ্যেত্যাসুরশ্রেষ্ঠৌ রক্তবীজং সমাশ্রিতৌ। উচতুর্ব্বচনং শ্লক্ষ্ণং কোঽয়ং তব পুরঃস্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ স চোক্তৌ প্রাহ দৈত্যোঽসৌ শুম্ভো নাম সুরার্দ্দনঃ। কনীয়ানস্য চ ভ্রাতা দ্বিতীয়ো হি নিশুম্ভকঃ ॥ ২৫ ॥ এতাবাশ্রিত্য তাং হৃষ্টাং মহিষঘ্নীং ন সংশয়ঃ। অহং বিবাহয়িষ্যামি রত্নভূতাং জগত্রয়ে ॥ ২৬ ॥

চণ্ড উবাচ। ন সম্যগুক্তং ভবতা রত্নার্হোঽসি ন সংপ্রতং। যঃ প্রভুঃ স্যাৎ স রত্নার্হস্তস্মাচ্ছুম্ভায়

তাহারা মহীপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া, মহাসুর রক্তবীজকে দর্শন করিল ॥ ১৫ ॥ দর্শন করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কে?

রক্তবীজ উত্তর করিল, আমি দৈত্য ও বিভু মহিষের সচিব ॥ ১৬ ॥ এবং মহাবীর্য্য ও মহাবাহু রক্তবীজ নামে বিখ্যাত। মহিষের আর দুইজন অমাত্য আছেন। তাঁহাদের নাম চণ্ড ও মুণ্ড। তাহারা উভয়েই রুচিরভাববিশিষ্ট। এবং অতিমাত্র বীর্য্যসম্পন্ন ॥ ১৭ ॥ সেই মহাবাহু চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ভয়ে সলিলে মগ্ন হইয়া আছে। আমাদের যিনি প্রভু ছিলেন, সেই দানব মহিষ ॥ ১৮ ॥ মহাদেবী কর্ত্তৃক সুবিস্তৃত বিন্ধ্যশৈলে নিহত হইয়াছেন। আপনারা কাহার পুত্র? আপনাদের নামই বা কি? বীর্য্যই বা কিরূপ? প্রভাবই বা কীদৃশ? এই সমুদায় কীর্ত্তন করুন ॥ ১৯ ॥

শুম্ভ কহিল, আমি দনুর ঔরস পুত্র শুম্ভ নামে বিখ্যাত। আর এই নিশুম্ভ আমার কনীয়ান্ ভ্রাতা ও ইন্দ্রের দর্পনিহন্তা ॥ ২০ ॥ এই নিশুম্ভ ইন্দ্র, রুদ্র ও দিবাকর সহিত দেবগণকে ও অন্যান্য বলবত্তর বীরদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ এক্ষণে, বল, মহিষাসুর কিরূপে নিহত হইয়াছে। আমরা উভয়ে স্বকীয় সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া, ঘাতকদিগকে সংহার করিব ॥ ২২ ॥

মুনে! তাহারা নর্ম্মদাতটে অবস্থিতি করিয়া, এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে দানব চণ্ড ও মুণ্ড উভয়ে জলবাস হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ২৩ ॥ এবং রক্তবীজকে আশ্রয় করিয়া, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল, ইনি কে তোমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

রক্তবীজ তাহাদের উভয়কে কহিল, ইহার নাম সুরনিহন্তা শম্ভু। আর এই দ্বিতীয় ইহার কনিষ্ঠ নিশুম্ভ নামে বিখ্যাত ॥ ২৫ ॥ আমি ইহাদের উভয়কে আশ্রয় করিয়া, জগতের রত্নস্বরূপ সেই হৃষ্টা মহিষনিহন্ত্রীকে বিবাহ করিব; সংশয় নাই ॥ ২৬ ॥

চণ্ড কহিল, তোমার এই বাক্য সমীচীন নহে। কেননা, তুমি আজিও রত্নলাভের উপযুক্ত হও নাই। যে প্রভু হইয়া থাকে, সেই রত্নার্হ। এই কারণে শুম্ভকেই সেই স্ত্রীরত্ন প্রদান করা

বোহস্তাং ॥ ২৭ ॥ তদাচচক্ষে শুম্ভায় নিশুম্ভায় চ কৌশিকীং। ভূয়োপি তদ্বিধাং জাতাং কৌশিকীং রূপশালিনীং ॥ ২৮ ॥ ততঃ শুম্ভো নিজং দূতং সুগ্রীবং নাম দানবং। দৈত্যঞ্চ প্রেষয়ামাস সকাশং বিন্ধ্যবাসিনীং ॥ ২৯ ॥ স গত্বা তদ্বচঃ শ্রুত্বা দেব্যাগত্য মহাসুরঃ। নিশুম্ভ-শুম্ভাবাহেদং মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ॥ ৩০ ॥

সুগ্রীব উবাচ। যুবয়োর্ব্বচনাদ্দেবী প্রদিষ্টো দৈত্যনায়কৌ। গতবানস্ম্যহং তামহং বাক্যমব্রুবং ॥ ৩১ ॥ যথা শুম্ভোতিবিখ্যাতঃ ককুদং দানবেষপি। স ত্বাং প্রাহ মহাভাগে প্রভুরস্মি জগত্রয়ে ॥ ৩২ ॥ যানি স্বর্গে মহীপৃষ্ঠে পাতালে চাপি সুন্দরি। রত্নানি সন্তি তাবন্তি মম বেশ্মনি নিত্যশঃ ॥ ৩৩ ॥ ত্বমুক্তা চণ্ডমুণ্ডাভ্যাং রত্নভূতা কৃশোদরী। তস্মাত্তজস্ব মাং বা ত্বং নিশুম্ভং বা মমানুজং ॥ ৩৪ ॥ সা চাহ মাং বিহসতী শৃণু সুগ্রীব মদ্বচঃ। সত্যমুক্তং ত্রিলোকেশঃ শুম্ভো রত্নাহ এব চ ॥ ৩৫ ॥ কিং ত্বস্তি দুর্ব্বিনীতায়া হৃদয়ে মে মনোরথঃ। যো মাং বিজয়তে যুদ্ধে স ভর্ত্তা স্যান্মহাসুরঃ ॥ ৩৬ ॥ ময়া চোক্তাবলিপ্তাসি যো জয়েৎ সসুরাসুরান্। স ত্বাং কথং ন জয়তে সা সমুত্তিষ্ঠ ভামিনী ॥ ৩৭ ॥ সাথ মাং প্রাহ কিং কুর্ম্মো যদনালোচিতঃ কৃতঃ। মনোরথস্তু তদ্গচ্ছ শুম্ভায় ত্বং নিবেদয় ॥ ৩৮ ॥ তয়ৈবমুক্তস্ত্বভ্যাগাং ত্বৎসকাশং মহাসুর। জ্ঞাং চাগ্নিকোটিসংকাশাং মত্বৈবং কুরু যৎ ক্ষমং ॥৩৯॥ প্রাহ দূতং ত্বিদং শুম্ভো দানবং ধূম্রলোচনং।

শুম্ভ উবাচ। ধূম্রাক্ষ গচ্ছ তাং দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাং। সাপরাধাং যথা দাসীং কৃত্বা

হউক ॥ ২৭ ॥ এই বলিয়া, সে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট কৌশিকীর কথা বর্ণন করিল এবং কহিল, সেই রূপশালিনী কৌশিকী পুনরায় সেইরূপেই জন্মিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

তখন শুম্ভ আপনার দূত সুগ্রীবনামক দানবকে বিন্ধ্যবাসিনীর সকাশে প্রেরণ করিল ॥ ২৯ ॥ মহাসুর সুগ্রীব গমন করিয়া, দেবীর কথা শুনিয়া, প্রত্যাগত হইয়া, রোষাবিষ্ট চিত্তে শুম্ভ নিশুম্ভকে কহিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ হে দৈত্যনায়কযুগল! আপনাদের বচনানুসারে অদ্যই গমন করিয়া, দেবীকে কহিলাম ॥ ৩১ ॥ অয়ি মহাভাগে! শম্ভু অতি বিখ্যাত ও দানবগণের অগ্রগণ্য। তিনি তোমারে কহিয়াছেন, আমি জগৎত্রয়ের প্রভু ॥ ৩২ ॥ অয়ি সুন্দরি! স্বর্গে, মহীপৃষ্ঠে, পাতালে যে কিছু রত্ন আছে, তৎসমস্ত নিত্য আমার গৃহে বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ অয়ি কৃশোদরি! চণ্ডমুণ্ড বলিয়াছে, তুমি সাক্ষাৎ রত্নস্বরূপ। অতএব, তুমি আমাকে, অথবা মদীয় অনুজ নিশুম্ভকে ভজনা কর ॥ ৩৪ ॥ দেবী এই কথায় হাসিতে হাসিতে আমারে কহিলেন, হে সুগ্রীব! শ্রবণ কর। সত্য বলিতেছি, ত্রিলোকপতি শম্ভু রত্নলাভেরই যোগ্য-পাত্র ॥ ৩৫ ॥ কিন্তু আমি অতীব উদ্ধতা। আমার হৃদয়ে এইরূপ মনোরথ আছে, যে মহাসুর যুদ্ধে আমারে জয় করিবে, সেই আমার স্বামী হইবে ॥ ৩৬ ॥ আমি উত্তর করিলাম, তুমি অতিমাত্র গর্ব্বিতা হইয়াছ। দেখ, যিনি সুরাসুরসমেত সমুদায় লোক জয় করিয়াছেন, তিনি কি তোমারে জয় করিতে পারিবেন না? অতএব, ভামিনী উত্থান কর ॥ ৩৭ ॥ দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি কি করিব, বিবেচনা না করিয়াই, এইরূপ মনোরথ কল্পনা করিয়াছি। অতএব তুমি গমন করিয়া, শুম্ভকে আমার কথা জানাও ॥ ৩৮ ॥ হে মহাসুর! দেবীর এই কথা শুনিয়া, আমি আপনার সকাশে আসিলাম। সেই দেবী অগ্নিকোটির প্রভা। ইহা জানিয়া যাহা যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা করুন ॥ ৩৯ ॥

এই কথা শুনিয়া, শুম্ভ আপনার অন্যতর দূত দানব ধূম্রলোচনকে কহিল, অয়ি ধূম্রাক্ষ! তুমি গমন করিয়া, সেই দুষ্টাকে সাপরাধা দাসীর ন্যায়, কেশাকর্ষণসহকারে বিহ্বলিত করতঃ

শীঘ্রমিহানয় ॥ ৪০ ॥ যস্তাস্যাঃ পক্ষকৃৎ কশ্চিদ্ভবিষ্যতি মহাবলঃ। স হন্তব্যোঽবিচার্য্যৈব যদি হি স্যাৎ পিতামহঃ ॥ ৪১ ॥ স এবমুক্তঃ শুম্ভেন ধূম্রাক্ষোঽক্ষৌহিণীশতৈঃ। বৃতঃ ষড়্ভির্মহাতেজা বিন্ধ্যং গিরিমুপাদ্রবৎ ॥ ৪২ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা চ তাং দুর্গাং ভ্রান্তদৃষ্টিরুবাচ হ। এহ্যেহি মূঢ়ে ভর্ত্তারং শুম্ভমিচ্ছস্ব কৌশিকি। ন চেদ্বলান্নয়িষ্যামি কেশাকর্ষণবিহ্বলাং ॥ ৪৩ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ। প্রেষিতোঽসীহ শুম্ভেন বলান্নেতুং হি মামিহ। তত্র কিং হ্যবলা কুর্য্যাদ্যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তো বিভাবর্য্যা বলবান্ ধূম্রলোচনঃ। হুঙ্কারেণৈব তং ভস্মসাৎ চকারাংবিকা তথা ॥ ৪৫ ॥ ততো হাহাকৃতমভূজ্জগত্যস্মিংশ্চরাচরে। স বলং ভস্মসান্নীতং কৌশিক্যা বীক্ষ্য দানবং ॥ ৪৬ ॥ তঞ্চ শুম্ভোঽপি শুশ্রাব মহচ্ছব্দমুদীরিতং। অথাদিদেশ বলিনৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥ ৪৭ ॥ রুরুঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং তথা জগ্মুর্মুদান্বিতাঃ। তেষাঞ্চ সৈন্যমতুলং গজাশ্বরথসঙ্কুলং ॥ ৪৮ ॥ সমাজগাম সহসা যত্রাস্তে কোশসম্ভবা। তদায়ান্তং রিপুবলং দৃষ্ট্বা কোটিশতাবরং ॥ ৪৯ ॥ অথ সিংহো ধুতসটঃ পাটয়ন্ দানবান্ রণে। কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ কাংশ্চিদাস্যেন লীলয়া ॥ ৫০ ॥ নখরৈঃ কাংশ্চিদাক্রম্য উরসাস্তমিয়াৎ চ। তে বধ্যমানাঃ সিংহেন গিরিকন্দরবাসিনা ॥ ৫১ ॥ ভূতৈশ্চ দেব্যানুচরৈঃ চণ্ডমুণ্ডৌ সমাশ্রয়ং। তাবার্ত্তং স্ববলং দৃষ্ট্বা কোপপ্রস্ফুরিতাধরৌ ॥ ৫২ ॥ সমাদ্রবেতাং দুর্গাং বৈ পতঙ্গাবিব পাবকং। তাবায়াস্তৌ ততো রৌদ্রৌ দৃষ্ট্বা ক্রোধপরিপ্লুতা ॥৫৩॥ ত্রিশিখাং ভ্রূকুটীঞ্চৈব চকার পরমেশ্বরী। ভ্রূকুটী-

---

সত্বরে এখানে আনয়ন কর ॥ ৪০ ॥ যে মহাবল ইহার পক্ষকৃৎ হইবে, সে স্বয়ং পিতামহ হইলেও, কোন বিচার না করিয়া, বধ করিব ॥ ৪১ ॥

ধূম্রাক্ষ এইরূপ আদিষ্ট ও ছয় অক্ষৌহিণীতে পরিবৃত হইয়া, মহাতেজে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিল ॥ ৪২ ॥ এবং সেই দেবী দুর্গাকে দর্শন করিয়া, ভ্রান্তদৃষ্টি হইয়া, বলিতে লাগিল, অয়ি মূঢ়ে কৌশিকি! আগমন কর এবং শুম্ভকে স্বামিত্বে প্রতিগ্রহ কর। নতুবা, কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বিহ্বলিত করিয়া, বলপ্রয়োগসহকারে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥

দেবী কহিলেন, আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার জন্য শুম্ভ তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। আমি অবলা, কি করিতে পারি। অতএব তোমার যেমন ইচ্ছা, কর ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, কৌশিকী এইরূপ বলিয়াই মহাবল ধূম্রলোচনকে তৎক্ষণাৎ ভস্ম করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫ ॥ কৌশিকী দানবকে ঐরূপে বলসহিত ভস্মসাৎ করিলেন, দর্শন করিয়া, সমস্ত সংসারে হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৪৬ ॥ এই তুমুল হাহাকার শব্দ শুম্ভেরও কর্ণগোচরে নিপতিত হইল। তখন সে মহাবল মহাসুর চণ্ড মুণ্ড ও বলিশ্রেষ্ঠ রুরুকে আদেশ করিলে তাহারা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গমন করিল। তাহাদের গজাশ্বরথসংকুল অতুল সৈন্য ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ তৎক্ষণাৎ কৌশিকীর অধিষ্ঠিত প্রদেশে সমাগত হইল। তখন, কোটিশত রিপুবল আগমন করিতেছে, দেখিয়া ॥ ৪৯ ॥ দেবীর বাহন কেশরী সটাচ্ছটাবিকম্পিত করিয়া, দানবদিগকে যুদ্ধে বিদারিত করিতে লাগিল ॥৫০॥ কাহাকে কর প্রহারে ও কাহাকেও বা আস্য দ্বারা অবলীলাক্রমে বিপাটিত করিল। কাহাকে নখরপ্রহারপুরঃসর ও কাহাকেও বা বক্ষস্থলসহায়ে আক্রমণ করিয়া, যমালয়ের অতিথি করিতে লাগিল। দৈত্যগণ গিরিকন্দরবিহারী কেশরী কর্ত্তৃক বধ্যমান ॥ ৫১ ॥ এবং দেবীর অনুচর ভূতগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া, চণ্ডমুণ্ডের আশ্রয়ে সমাগত হইল। তাহারা স্বকীয় সৈন্য সকলকে আর্ত্তভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া, রোষভরে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া ॥ ৫২ ॥ পতঙ্গ পাবকের ন্যায়, দেবীর উদ্দেশে ধাবমান হইল। দেবী সেই উগ্রপ্রকৃতি চণ্ডমুণ্ডকে আগমন করিতে দেখিয়া, ক্রোধে পরিপ্লুতা হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৩ ॥ এবং তৎক্ষণাৎ

কুটিলাদ্দেব্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতং। কালী করালবদনা নিঃসৃতা যোগিনী শুভা ॥ ৫৪ ॥ খট্বাঙ্গ-মাদায় করেণ রৌদ্রমসিঞ্চ কালোজ্জ্বলকোশমুগ্রং। সংশুষ্কগাত্রী রুধিরাপ্লুতাঙ্গী নরেন্দ্রমূর্দ্ধস্রজমুদ্বহন্তী ॥ ৫৫ ॥ কাংশ্চিৎ খড়্গেন চিচ্ছেদ খট্বাঙ্গেন পরান্ রণে। ন্যষূদয়দ্ভৃশং ক্রুদ্ধা সরথাশ্বগজান্ রিপূন্ ॥ ৫৬ ॥ চর্ম্মাঙ্কুশং মুদ্গরঞ্চ সধনুষ্কং সঘণ্টিকং। কুঞ্জরং সহ যন্ত্রেণ প্রচিক্ষেপ মুখেঽম্বিকা ॥ ৫৭ ॥ সচক্রকূবররথং সসারথিতুরঙ্গমং। সমং যোধেন বদনে ক্ষিপ্য চর্ব্বয়তেঽম্বিকা ॥ ৫৮ ॥ একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামপরং তথা। পাদেনাক্রম্য চৈবান্যং প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৫৯ ॥ ততস্তু তদ্বলং দেব্যা ভক্ষিতং সগণাধিপং। রুরুর্দৃষ্ট্বা প্রদুদ্রাব তং চণ্ডো দদৃশে স্বয়ং ॥ ৬০ ॥ আজঘানাথ শিরসি খট্বাঙ্গেন মহাসুরং। স পপাত হতো ভূম্যাং ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৬১ ॥ ততস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা পশোরিব বিভাবরী। কোশমুৎকর্ত্তয়ামাস করাদিচরণান্তিকং ॥ ৬২ ॥ সা চ কোশং সমাদায় ববন্ধ বিমলা জটাঃ। একা ন বন্ধমগমৎ তামুৎ-পাট্যাক্ষিপদ্ভুবি ॥ ৬৩ ॥ সা জাতা সুতরাং রৌদ্রা তৈলাভ্যক্তশিরোরুহা। কৃষ্ণার্দ্ধমর্দ্ধশুক্লঞ্চ ধারয়ন্তী স্বকং বপুঃ ॥ ৬৪ ॥ সাব্রবীদ্যদহমেকং মারয়ামি মহাসুরং। তস্যা নাম তদা চক্রে চণ্ড-মারীতি বিশ্রুতং ॥ ৬৫ ॥ প্রাহ গচ্ছস্ব সুভগে চণ্ডমুণ্ডাবিহানয়। স্বয়ং হি মারয়িষ্যামি তাবানেতুং ত্বমর্হসি ॥ ৬৬ ॥ শ্রুত্বৈবং বচনং দেব্যাঃ সাভ্যদ্রবত তাবুভৌ। প্রদুদ্রুবতুর্ভয়ার্ত্তৌ দিশমাশ্রিত্য

ত্রিশিখা ভ্রুকুটি আবিষ্কৃত করিলেন। তখন সেই ভ্রুকুটিকুটিল দেবীর ললাটফলক হইতে সর্ব্ব-মঙ্গলসম্পন্না, করালবদনা, যোগিনী কালী বিনিঃসৃতা হইলেন ॥ ৫৪ ॥ তাঁহার হস্তে ভয়ঙ্কর খট্বাঙ্গ এবং কালের ন্যায় উগ্র ও অতীব প্রচণ্ড নিষ্কোশিত অসি। তাঁহার কলেবর অতিশুষ্ক ও রুধিররাশিতে পরিপূর্ণ। এবং গলদেশে নরেন্দ্রমস্তকের মালা বিলম্বিত ॥ ৫৫ ॥ তিনি বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াই, কাহাকে খড়্গ দ্বারা ছেদন ও কাহাকে খট্টাঙ্গ দ্বারা বিদারণ করিলেন। এবং অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, অশ্ব, গজ ও রথসহিত রিপুকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর সেই অম্বিকা চর্ম্ম, অঙ্কুশ, মুদ্গর ধনু, ঘণ্টা ও যন্ত্রসহিত গজ মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ এবং চক্র ও কূবরসহিত রথ, সারথিসহিত অশ্ব ও যোধদিগকে বদনগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ তিনি কাহারও কেশপাশ গ্রহণ, কাহারও গ্রীবাদেশ ধারণ ও কাহারও পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, শমনভবন প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর দেবী গণাধিপসহিত সমুদায় সৈন্য ভক্ষণ করিলেন, দেখিয়া, রুরুনামক দৈত্য তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। চণ্ড স্বয়ং এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ তখন দেবী ঐ মহাসুরকে মস্তকে খট্টাঙ্গ প্রহার করিলে, সে নিহত হইয়া, ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া গেল ॥ ৬১ ॥

দেবী তাহারে পতিত দেখিয়া, তাহার কর হইতে চরণ পর্য্যন্ত কোষ উৎকীর্ণ ॥ ৬২ ॥ এবং তাহা গ্রহণ করিয়া, বিমল জটাভার বন্ধন করিলেন। তন্মধ্যে একগাছি জটা বদ্ধ হইল না। তৎক্ষণাৎ তাহা উৎপাটিত করিয়া, ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই জটা অতীব ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। উহার কেশপাশ তৈলাভ্যক্ত, এবং কলেবর অর্দ্ধকৃষ্ণ ও অর্দ্ধ-শুক্ল ॥ ৬৪ ॥ সে প্রাদুর্ভূত হইয়াই কহিল, আমি একজন প্রধান মহাসুরকে সংহার করিব। দেবী তাহার নাম চণ্ডমারী রাখিলেন। ঐ নাম ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ৬৫ ॥ অনন্তর তিনি চণ্ডমারীকে কহিলেন, অয়ি সুভগে! চণ্ডমুণ্ডকে এখানে আনয়ন কর। আমি তাহাদিগকে স্বয়ং সংহার করিব। তুমি আনিয়া দাও ॥ ৬৬ ॥

চণ্ডমারী দেবীর এই কথা শুনিয়া, সবেগে ধাবমান হইলেন। চণ্ডমুণ্ড তদ্দর্শনে ভয়ার্ত্ত হইয়া

দক্ষিণাং ॥ ৬৭ ॥ ততস্তাবপি বেগেন প্রাধাবত্যজবাসসা। খরিরুহ্য মহাবেগং খরসভং গরুড়োপমং ॥ ৬৮ ॥ যতো গতৌ হি তৌ দৈত্যৌ তত্র যাতবতী শিবা। সা দদর্শ তদা পৌণ্ড্রং মহিষং বৈ যমস্য চ ॥ ৬৯ ॥ সা তস্যোৎপাটয়ামাস বিষাণং ভুজগাকৃতিং। তং প্রগৃহ্য করেণৈব দানবানন্বগাজ্জবাৎ ॥ ৭০ ॥ তৌ চাপি ভূমিং সন্ত্যজ্য জগ্মতুর্গগনং তদা। বেগেনাভিসৃতা সা চ খরালয়েন মহেশ্বরী ॥ ৭১ ॥ ততো দদর্শ গরুড়ং পন্নগেন্দ্রং বিষাদিবু। কর্কোটকং স দৃষ্টৈব ঊর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত ॥ ৭২ ॥ ভয়ার্ত্তশ্চৈব গরুড়ো মাংসপিণ্ডোপমোবভৌ। স্রপতংস্তস্য পত্রাণি রৌদ্রাণি হি পতত্রিণঃ ॥ ৭৩ ॥ খগেন্দ্রপত্রাণ্যাদায় নাগং কর্কোটকং তথা। বেগেনাথাসরদ্দেবী চণ্ডমুণ্ডৌ ভয়াতুরৌ ॥ ৭৪ ॥ সংপ্রাপ্তৌ চ তদা দেব্যা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ। বদ্ধৌ কর্কোটকেনৈব বদ্ধা বিন্ধ্যমুপাগমৎ ॥ ৭৫ ॥ নিবেদয়িত্বা কৌশিক্যাঃ কোশমাদায় ভৈরবং। শিরোভির্দ্দানবেন্দ্রাণাং তার্ক্ষ্যপত্রৈশ্চ শোভনৈঃ ॥ ৭৬ ॥ কৃত্বা স্রজমনোপম্যাং চণ্ডিকায়ৈ ন্যবেদয়ৎ। ঘর্ঘরাঞ্চ মৃগেন্দ্রস্য চর্ম্মণঃ সা সমর্পয়ৎ ॥ ৭৭ ॥ স্রজমন্যাং খগেন্দ্রস্য পত্রৈর্মূর্দ্ধ্নি নিবধ্য চ। আত্মনা সা পপৌ পানং রুধিরং দানবেষপি ॥ ৭৮ ॥ চণ্ডং ত্বাদায় মুণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চাসুরনায়কৌ। চকার কুপিতা দুর্গা বিশিরস্কৌ মহাসুরৌ ॥ ৭৯ ॥ তয়োরেব তদা দেব্যা শেখরঃ শিরসা কৃতঃ। কৃত্বা জগাম কৌশিক্যাঃ সকাশং শর্ব্বয়া সহ ॥ ৮০ ॥ সমেত্য সাব্রবীদ্দেবি গৃহ্যতাং শেখরোত্তমঃ। গ্রথিতো দৈত্যশীর্ষাভ্যাং নাগরাজেন বেষ্টিতঃ ॥৮১॥ তং শেখরং শিবা গৃহ্য চামুণ্ডা মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতং। ববন্ধ প্রাহ চৈবৈনাং

দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ তখন চণ্ডমারী গরুড়সদৃশ মহা-বেগবিশিষ্ট গর্দ্দভে আরোহণ ও বসন ত্যাগ করিয়া, সবেগে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমানা হইলেন ॥ ৬৮ ॥ সেই দৈত্যদ্বয় যেখানে গমন করিল, দেবী সেইখানেই তাহাদের অনুগামিনী হইলেন। গমনসময়ে যমের বাহন পৌণ্ড্রনামক মহিষকে অবলোকন করিয়া ॥ ৬৯ ॥ তদীয় ভুজগাকৃতি বিষাণযুগল উৎপাটিত করিলেন। এবং তাহা গ্রহণ করিয়া, বেগভরে তাহাদের অনুগমনে প্রবৃত্তা হইলেন ॥ ৭০ ॥ তদ্দর্শনে তাহারা ভূমি ত্যাগ করিয়া, আকাশে গমন করিলে, সেই পরমেশ্বরী গর্দ্দভারোহণে সবেগে অভিসরণ করিলেন ॥ ৭১ ॥ পথিমধ্যে গরুড ও পন্নগ-পতি কর্কোটককে দর্শন করিয়া, ঊর্দ্ধরোমা হইলেন ॥ ৭২ ॥ তদ্দর্শনে গরুড় ভয়ার্ত্ত হইয়া মাংসপিণ্ডের সাদৃশ্য ধারণ করিল।' এবং তাহার ভয়ঙ্কর পতত্র সকল নিপতিত হইল ॥ ৭৩ ॥ তিনি সেই পতত্র সকল গ্রহণ ও কর্কোটককে হস্তধারণপূর্ব্বক সবেগে ভয়াতুর চণ্ডমুণ্ডের অভি-সরণ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ অনন্তর দেবী মহাসুর চণ্ডমুণ্ডকে সংপ্রাপ্ত হইয়া, কর্কোটক দ্বারা বন্ধন করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপাগত হইলেন ॥ ৭৫ ॥ এবং কৌশিকীকে নিবেদন ও ভয়ঙ্কর কোশ গ্রহণ করিয়া, দানবেন্দ্রগণের মস্তকপরম্পরা ও গরুড়ের শোভন পত্রসমূহ দ্বারা ॥ ৭৬ ॥ নিরুপম মাল্য রচনাপূর্ব্বক চণ্ডিকার গোচরীকৃত এবং মৃগেন্দ্রচর্ম্মের ঘঘরা তাঁহারে সমর্পণ করিলেন ॥৭৭॥ অনন্তর গরুড়ের পত্র দ্বারা অন্যতর মাল্য রচনা করিয়া, মস্তকে বন্ধনপূর্ব্বক দানবরুধিররূপ পান পান করিলেন ॥ ৭৮ ॥

এদিকে দেবী দুর্গা অসুরনায়ক চণ্ডমুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া, রোষভরে তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৯ ॥ এবং তাহাদের মস্তক দ্বারা শেখর রচনা করিয়া, শর্ব্বার সহিত কৌশিকীর সকাশে সমাগত হইলেন ॥ ৮০ ॥ অনন্তর তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া কহিলেন, এই শেখরোত্তম গ্রহণ করুন। নাগরাজ দ্বারা বেষ্টন করিয়া, দৈত্যমস্তক দ্বারা ইহা গ্রথিত হইয়াছে ॥ ৮১ ॥ চামুণ্ডা সেই শেখর গ্রহণ ও মস্তকে বিস্তৃতরূপে বন্ধন করিয়া, তাঁহারে

কৃতং কর্ম্ম সুদারুণং ॥ ৮২ ॥ শেখরং চণ্ডমুণ্ডাভ্যাং যস্মাদ্ধারয়সে শুভং । তস্মাল্লোকে তব খ্যাতিশ্চামুণ্ডেতি ভবিষ্যতি ॥ ৮৩ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ত্রিনেত্রাহ রং চণ্ডমুণ্ডস্রগধারিণীং বৈ । দিগ্বাসসকাভ্যবদৎ প্রতীতা নিষূদয়ারিবলান্যমূনি ॥ ৮৪ ॥ সা দেবমুক্তাথ বিষাণকোট্যা মহাবেগযুক্তেন শরাসনেন । নিষূদয়ন্তী রিপুসৈন্যমুগ্রং চচার চাস্যানসুরাংস্তথাদ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । চণ্ডমুণ্ডৌ চ নিহতৌ দৃষ্ট্বা সৈন্যঞ্চ বিদ্রুতং । সমাদিদেশাতিবলং রক্তবীজং মহাসুরং ॥ ১ ॥ অক্ষৌহিণীনাং ত্রিংশদ্ভিঃ কোটিভিঃ পরিবারিতং । তমাপতন্তং দৈত্যানাং বলং দৃষ্ট্বৈব চণ্ডিকাঃ ॥ ২ ॥ মুমোচ সিংহনাদং বৈ কাল্যা সহ মহেশ্বরী । নিনদন্ত্যাস্ততো দেব্যা ব্রহ্মাণী মুখতোঽভবৎ ॥ ৩ ॥ হংসযুক্তবিমানস্থা সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ । মাহেশ্বরী ত্রিনেত্রা চ বৃষারূঢ়া ত্রিশূলিনী ॥ ৪ ॥ মহাহিবলয়া রৌদ্রা জাতা কুণ্ডলিনী ক্ষণাৎ । ততোঽথ জাতা কৌমারী বর্হিপত্রা চ শক্তিনী ॥ ৫ ॥ সমুদ্ভূতা চ দেবর্ষে ময়ূরবরবাহনা । বাহুভ্যাং গরুড়ারূঢ়া শঙ্খ-চক্র-গদাসিনী । ৬ ॥ শার্ঙ্গবাণধরা জাতা বৈষ্ণবী রূপশালিনী । মহোগ্রমুষলা রৌদ্রা দংষ্ট্রো-ল্লিখিতভূতলা ॥ ৭ ॥ বারাহী পৃষ্ঠতো জাতা শেষনাগোপরি স্থিত । বিক্ষিপন্তী সটাক্ষেপৈগ্র হ-নক্ষত্রতারকাঃ ॥ ৮ ॥ নখিনী হৃদয়াজ্জাতা নারসিংহী সুদারুণা । তা ভনিপগতমানন্ত নিরীক্ষ্য বলমাসুরং ॥ ৯ ॥ ননাদ ভূয়ো নাদান্ বৈ চণ্ডিকা নির্ভয়া রিপূন । তন্নিনাদং মহচ্ছ্রু ত্বা ত্রৈ-

---

কহিলেন, তুমি অতি দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ ॥ ৮২ ॥ যেহেতু, চণ্ডমুণ্ডের মস্তক দ্বারা গ্রথিত শেখর ধারণ করিতেছ সেইহেতু লোকে চামুণ্ডা বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৮৩ ॥ চণ্ডমুণ্ডের মাল্য-ধারিণী সেই ত্রিনেত্রাকে এইরূপ কহিয়া, প্রীতিভরে দিগ্বস্ত্রাকে কহিলেন, তুমি এই সমস্ত শত্রুসৈন্য সংহার কর ॥ ৮৪ ॥ তিনি এইরূপ উক্ত হইয়া, বিষাণকোটি ও বেগবান্ শরাসন দ্বারা প্রচণ্ড রিপুবল সংহার ও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, অন্যান্য অসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চণ্ডমুণ্ডবধনামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, চণ্ডমুণ্ড নিহত ও সৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়িত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, শুম্ভ মহাসুর রক্তবীজকে আদেশ করিল ॥ ১ ॥ তখন ত্রিংশৎকোটি অক্ষৌহিণীতে পরিবৃত হইয়া, রক্তবীজ ও দৈত্যসৈন্য আগমন করিতেছে, অবলোকন করিয়া পরমেশ্বরী চণ্ডিকা ॥ ২ ॥ কালীর সহিত সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন। তিনি ঐরূপে শব্দ করিলে তাঁহার মুখ হইতে ব্রহ্মাণী প্রাদুর্ভূতা হইলেন ॥ ৩ ॥ তিনি অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তে হংসযুক্ত বিমানে অধিষ্ঠিত আছেন। তৎক্ষণাৎ ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়নী, বৃষারোহিণী মহাহিবলয়শোভিনী, কুণ্ডলিনী ঘোর-প্রকৃতিশালিনী মহেশ্বরীও সমুদ্ভূতা হইলেন। অনন্তর বর্হিপত্রশোভিনী, শক্তিনী কৌমারীও জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ হে দেবর্ষে! তিনি ময়ূরবাহনে আরোহণ করিয়া আছেন। পরে তাঁহার বাহুযুগল হইতে শঙ্খচক্রগদাসিধারিণী, গরুড়ারোহিণী ও শার্ঙ্গবাণশোভিনী, রূপশালিনী বৈষ্ণবী আবির্ভূতা হইলেন। অনন্তর দংষ্ট্রা দ্বারা ভূতল বিদারিত করিয়া মহোগ্র মুষলহস্তে ভীষণপ্রকৃতি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ শেষনাগস্থিতি বারাহী তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অবতরণ করিলেন। পরে সটাচ্ছটা বিক্ষেপ করিয়া, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে নখরশালিনী অতীবদারুণপ্রকৃতি নারসিংহী তাঁহার হৃদয় হইতে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহারা অসুরবল-পাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ চণ্ডিকা নির্ভয়ে রিপুগণকে

ত্রৈলোক্যপ্রতিপূরকং ॥ ১০ ॥ সমাজগাম দেবেশঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ । অভ্যেত্য বন্দ্য চৈবেমাং প্রাহ বাক্যং বদাম্বিকে ॥১১॥ সমায়াতোঽস্মি বৈ দুর্গে দেহ্যাজ্ঞাং কিংকরোঽস্মি তে । তদ্বাক্যসমকালঞ্চ দেব্যা দেহে ভবা শিবা ॥১২॥ জাতা সা চাহ দেবেশং গচ্ছ দৌত্যেন শঙ্কর । ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥১৩॥ তদ্গচ্ছধ্বং দুরাচারাঃ সপ্তমং হি রসাতলং । বাসবো লভতাং স্বর্গং দেবাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥১৪॥ যজন্তু ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ বর্ণা যজ্ঞাংশ্চ সাংপ্রতং । নোচেদ্বলাবলেপেন ভবন্তো যোদ্ধুমিচ্ছথ ॥ ১৫ ॥ তদাগচ্ছধ্বমব্যগ্রা এষাহং বিনিষূদয়ে । যতস্তু সা শিবং দৌত্যে ন্যযোজয়ত নারদ ॥ ১৬ ॥ ততো নাম মহাদেব্যাঃ শিবদূতীত্যজায়ত । তে চাপ শঙ্করবচঃ শ্রুত্বা গর্ব্বসমন্বিতং । হুঙ্কারাভ্যদ্রবন্ সর্ব্বে যত্র কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ১৭ ॥ ততঃ শরৈঃ শক্তিভিরঙ্কুশৈর্ব্বরৈঃ পরশ্বধৈঃ শূলভুশুণ্ডিপট্টিশৈঃ । প্রাসৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ পরিঘৈশ্চ বিস্তৃতৈর্ব্ববর্ষুর্দৈত্যবরৌ বরব্রতাং ॥ ১৮ ॥ সা চাপি বাণৈর্ব্বরকার্ম্মুকচ্যুতৈশ্চিচ্ছেদ শস্ত্রাণ্যথ বাহুভিঃ সহ । জঘান চান্যান্ রণচণ্ডবিক্রমা মহাসুরান্ বাণশতৈর্মহেশ্বরী ॥ ১৯ ॥ মারী ত্রিশূলেন জঘান চান্যান্ খট্বাঙ্গপাতৈরপরাংশ্চ কৌশিকী । মহাজলক্ষেপহতপ্রভাবান্ ব্রাহ্মী তথান্যানসুরাংশ্চকার ॥ ২০ ॥ মাহেশ্বরী শূলবিদারিতোরসশ্চকার দগ্ধাংশ্চ পরাংশ্চ বৈষ্ণবী । শক্ত্যা কুমারী কুলিশেন চণ্ডী তুণ্ডেন চক্রেণ বরাহরূপিণী ॥ ২১ ॥ নখৈর্ব্বিভিন্নানপি নারসিংহী অট্টাট্টহাসৈ-

---

উদ্দেশ করত, পুনর্ব্বার শব্দ করিয়া উঠিলেন ॥ ১০ ॥ তদ্দ্বারা সমুদায় ত্রিভুবন প্রপূরিত হইয়া গেল। সেই সুবিপুল শব্দ শ্রবণ করিয়া, দেবেশ শূলপাণি ত্রিলোচন তথায় সমাগত হইলেন। সমাগত হইয়া, অম্বিকাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন ॥ ১১ ॥ অয়ি দুর্গে! আমি আসিয়াছি; আজ্ঞা কর, আমি তোমার কিঙ্কর।

মহাদেবের বাক্যসমকালেই দেবীর দেহ হইতে শিবা সমুদ্ভূতা হইয়া ॥ ১২ ॥ সেই দেবেশকে কহিলেন, হে শঙ্কর! আপনি দৌত্যভারগ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া, শুম্ভনিশুম্ভকে বলুন, যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে ॥ ১৩ ॥ তাহা হইলে, রে দুরাচারগণ। সপ্তম পাতালে গমন কর। বাসব স্বর্গলাভ করুন, দেবতারা গতব্যথ হউন ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুন। নচেৎ, বলগর্ব্ববশতঃ যদি যুদ্ধবাসনা কর ॥ ১৫ ॥ তাহা হইলে, অব্যগ্র চিত্তে আগমন কর, আমি সংহার করিব। হে নারদ। যেহেতু তিনি শিবকে এইরূপে দৌত্যে নিযোজিত করিলেন ॥ ১৬ ॥ সেইহেতু সেই মহাদেবীর নাম শিবদূতী হইল।

দৈত্যগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গর্ব্বভরে হুঙ্কারপরিহারপুরঃসর সকলেই কাত্যায়নীর অধিষ্ঠিত প্রদেশে সত্বরে আগমন করিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর রাশি রাশি শর, শক্তি, অঙ্কুশ ও পরশ্বধ, ভূরি ভূরি শূল, ভুশুণ্ডি ও পট্টিশ, সুতীক্ষ্ণ ও সুবিস্তৃত পরিঘ দেবীর উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ তিনিও বরকার্ম্মুকপরিচ্যুত শরসমূহ সন্ধান করিয়া, তাহাদের বাহুসহিত শস্ত্র অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এবং সেই রণচণ্ডবিক্রমা মহাদেবী বাণশতপ্রয়োগপূর্ব্বক অন্যান্য মহাসুরদিগকেও শমনসদনে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥ ঐ সময়ে দেবী মারী ত্রিশূল দ্বারা অপরাপর অসুরদিগকে সংহার ও কৌশিকী খট্বাঙ্গপ্রহারে অন্যান্যদিগের প্রাণহরণে প্রবৃত্তা হইলে, ব্রাহ্মী মহাসলিল বিক্ষিপ্ত করিয়া, অপরাপর দৈত্যগণের প্রভাব পরিহৃত করিলেন ॥ ২০ ॥ তখন মহেশ্বরী শূলপ্রহারে অসুরদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও বৈষ্ণবী তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবী কুমারী শক্তি দ্বারা, চণ্ডী বজ্র দ্বারা ও বারাহী তুণ্ড ও চক্র দ্বারা অন্যান্যদিগকে সংহার করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর নারসিংহী অপরাপরকে নখরসমূহে বিদারিত, রুদ্রদূতী অট্টাট্টহাস্য সহকারে নিপাতিত, এবং

রপি রুদ্রদূতী। রুদ্রস্ত্রিশূলেন তথৈব তাস্তান্ বিনায়কশ্চাপি পরশ্বধেন ॥ ২২ ॥ এবং হি দেব্যা বিবিধৈস্ত রূপৈর্নিপাত্যমানা দনুপুঙ্গবাস্তে। পেতুঃ পৃথিব্যাং ভুবি চাপি ভূতৈস্তে ভক্ষ্যমাণাঃ প্রলয়ং প্রজগ্মুঃ ॥ ২৩ ॥ তে বধ্যমানাস্ত্বথ দেবতাভির্মহাসুরা মাতৃভিরাকুলাশ্চ। বিমুক্তকেশাস্তরলেক্ষণা ভয়াত্তে রক্তবীজং শরণং হি জগ্মুঃ ॥ ২৪ ॥ স রক্তবীজঃ সহসাভ্যুপেত্য বরাস্ত্রমাদায় চ মাতৃমণ্ডলং। বিদ্রাবয়ন্ ভূতগণান্ সমন্তাদ্বিবেশ কোপাৎ স্ফুরিতাধরশ্চ ॥ ২৫ ॥ তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য মাতরঃ শস্ত্রৈঃ শিতাগ্রৈর্দ্দিতিজং ববর্ষুঃ। যো রক্তবিন্দুস্তু পতৎ পৃথিব্যাং স তৎপ্রমাণস্ত্বসুরোঽপি জজ্ঞে ॥ ২৬ ॥ ততশ্চ মারী স্বয়মম্বিকাথ প্রহস্যতাং সাম্প্রতমিত্যুবাচ। পিবস্ব চণ্ডে রুধিরং ত্বরান্বিতা বিস্তার্য্য বক্ত্রং বড়বানলাভং ॥ ২৭ ॥ সা ত্বেবমুক্তা বরদাম্বিকা হি বিতত্য বক্ত্রং বিকরালমুগ্রং। তুণ্ডং নভঃস্পৃক্ পৃথিবীস্পৃগাস্যং কৃত্বা চিরং তিষ্ঠতি চর্ম্মমুণ্ডা ॥ ২৮ ॥ ততোঽম্বিকা কেশবিকর্ষণাকুলং কৃত্বা রিপুং প্রাক্ষিপত স্ববক্ত্রে। বিভেদ শূলেন তথাপ্যুরস্তঃ ক্ষতোদ্ভবো বাপ্যপতংশ্চ বক্ত্রে ॥ ২৯ ॥ ততস্তু শোষং প্রজগাম রক্তং রক্তক্ষয়ে হীনবলো বভূব। তং হীনবীর্য্যং শতধা চকার চক্রেণ চামীকরভূষিতেন ॥ ৩০ ॥ তস্মিন্ হতে বৈ দনুসৈন্যনাথে তে দানবা দীনতরং বিনেদুঃ। হা তাত হা ভ্রাতরিতি ব্রুবন্তঃ ক যাসি তিষ্ঠস্ব মুহূর্ত্তমেব হি ॥ ৩১ ॥ তথাপরে বিলুলিতকেশপাশা বিশীর্ণচর্ম্মাভরণা দিগম্বরাঃ। নিপাতিতা ধরণিতলে মৃডান্যা প্রদুদ্রুবুর্গিরি-

---

রুদ্র ত্রিশূলপ্রয়োগে সংহার ও বিনায়ক পরশ্বধের আঘাতে শমনসদনের অতিথিসাৎ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে দেবী বিবিধ-স্বরূপ-পরিগ্রহপূর্ব্বক সংহারকার্য্যে প্রবৃত্তা হইলে, দনুপুঙ্গবগণ পৃথিবীপৃষ্ঠে যেমন পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ ভূতগণ কর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া, প্রলয়দশা লাভ করিল ॥ ২৩ ॥ সেই মহাসুরগণ দেবতাগণ কর্তৃক বধ্যমান ও মাতৃগণ কর্তৃক ব্যাকুলিত হইয়া, বিমুক্তকেশে চঞ্চল নয়নে সভয়ান্তঃকরণে রক্তবীজের শরণাপন্ন হইল ॥ ২৪ ॥ রক্তবীজ তৎক্ষণাৎ বরাস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক অভ্যাগত হইয়া, সমন্তাৎ ভূতদিগকে বিদ্রাবিত করিতে করিতে রোষভরে প্রস্ফুরিতাধরে মাতৃমণ্ডলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২৫ ॥ মাতৃগণ তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া, তাহার উপরি শিতাগ্র শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার শরীর হইতে পৃথিবীতে যে রক্তবিন্দু নিপতিত হইল, তাহা হইতে সেই রক্তবীজের সমানাকৃত অপর রক্তবীজ জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৬ ॥ তদ্দর্শনে দেবী মারী ও স্বয়ং অম্বিকা বলিতে লাগিলেন, ইহাকে এখনই নিপাতিত কর। অয়ি চণ্ডে! তুমি বড়বানলাভ বদন বিতত করিয়া, এই শত্রুর রক্ত পান কর ॥ ২৭ ॥

সেই বরদা অম্বিকা এইপ্রকার কহিয়া, অতীব প্রচণ্ড ও বিকরাল বক্ত্রব্যাদান করিয়া, অবস্থিতি করিলেন। তদ্দর্শনে দেবী চর্ম্মমুণ্ডা আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী বদন আবিষ্কৃত করিয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর অম্বিকা সেই শত্রুকে কেশে আকর্ষণপূর্ব্বক বিহ্বলিত করিয়া, স্বকীয় বদনমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিলেন। পরে শূল দ্বারা তদীয় বক্ষস্থল বিদারিত করিলে, তাহার ক্ষতোদ্ভূত অসৃক্ অসুরও বদনমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ২৯ ॥ তাহাতে রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল, রক্ত ক্ষয় হইলে, রক্তবীজ হীনবল হইয়া পড়িল। সে হীনবীর্য্য হইলে, চামীকরভূষিত চক্র দ্বারা তাহারে শতখণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০ ॥

দনুসৈন্যনাথ রক্তবীজ নিহত হইলে, দানবগণ অতিমাত্র দীনভাবে শব্দ করিয়া উঠিল এবং হাহাকাররবসহকারে, হা ভ্রাতঃ! হা তাত! তুমি বিনষ্ট হইলে; কোথায় যাইতেছ; মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর, আগমন কর, এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ মৃডানী অন্যান্য অসুরদিগকে ধরাতলে নিপাতিত করিলে, তাহাদের কেশপাশ বিলুলিত হইতে লাগিল। তাহাদের চর্ম্ম ভরণ বিশীর্ণ হইয়া গেল। এবং তাহারা নগ্ন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট অসুরগণ পলায়ন করিতে

[illegible] দৈত্যাঃ ॥ ৩২ ॥ বিশীর্ণচর্ম্মায়ুধভূষণং তদ্বলং নিরীক্ষ্যৈব হি দানবেন্দ্রঃ । বিকীর্ণচক্রাক্ষরথে নিশুম্ভঃ ক্রোধান্মৃড়ানীং সমুপ জগাম ॥ ৩৩ ॥ খড্গং সমাদায় চ চর্ম্ম তারম্বরমুদ্ধূন্বন্ শিরঃ প্রেক্ষ্য চ রূপমস্যাঃ । সংস্তভ্য মোহং জরপীড়িতোথ চিত্রে যথাসৌ লিখিতো বভূব ॥ ৩৪ ॥ তং স্তম্ভিতং বীক্ষ্য সুরারিমগ্রে প্রোবাচ দেবী বচনং বিহস্য । অনেন বীর্য্যেণ সুরাস্ত্বয়া জিতা অনেন মাং প্রার্থয়সে বলেন ॥ ৩৫ ॥ শ্রুত্বা তু বাক্যং কৌশিক্যা দানবঃ সুচিরাদিব । প্রোবাচ চিন্তয়িত্বাথ বচনং বদতাম্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ সুকুমারশরীরা ত্বং মচ্ছস্ত্রপতনাদপি । শতধা যাস্যসে ভীরু আমপাত্রমিবাম্ভসি ॥ ৩৭ ॥ এবং সঞ্চিন্তয়ন্নর্থং ত্বাং প্রহর্ত্তুং ন সুন্দরি । করোমি বুদ্ধিং তস্মাত্ত্বং মাং ভজস্বায়তেক্ষণে ॥ ৩৮ ॥ মম খড্গনিপাতং হি নেন্দ্রো ধারয়িতুং ক্ষমঃ । নিবর্ত্তয় মতিং যুদ্ধাদ্ভার্য্যা মে ভব সাম্প্রতং ॥ ৩৯ ॥ ইত্থং নিশুম্ভবচনং শ্রুত্বা যোগেশ্বরী মুনে । বিহস্য ভাবগম্ভীরং নিশুম্ভং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥ নাজিতাহং রণে বীর ভবে ভার্য্যা হি কস্যচিৎ । ভবান্ যদীহ ভার্য্যার্থী ততো মাং জয় সংযুগে ॥ ৪১ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে খড্গমুদ্যম্য দানবঃ । প্রচিক্ষেপ তদা বেগাৎ কৌশিকীং প্রতি নারদ ॥ ৪২ ॥ তমাপতন্তং নিস্ত্রিংশং ষড়্ভির্বর্হিণবাজিভিঃ । চিচ্ছেদ চর্ম্মণা সার্দ্ধং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৩ ॥ খড্গে সচর্ম্মণি ছিন্নে গদাং গৃহ্য মহাসুরঃ । সমাদ্রবৎ কোশভবাং বায়ুবেগসমো জবে ॥ ৪৪ ॥ তস্যাপতত এবাশু করৌ শ্লিষ্টৌ সমৌ দৃঢ়ৌ । গদয়া সহ চিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ রণেঽম্বিকা ॥ ৪৫ ॥ তস্মিন্নিপতিতে রৌদ্রে সুরশত্রৌ ভয়ঙ্করে । চণ্ড্যাদ্যা মাতরো হৃষ্টাশ্চক্রুঃ কিলকিলাধ্বনিং ॥ ৪৬ ॥ গগনস্থাস্ততো দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ ।

লাগিল ॥ ৩২ ॥ সৈন্য সকলের চর্ম্ম, আয়ুধ ও ভূষণ সমস্ত বিকীর্ণ হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, দানবেন্দ্র শুম্ভ বিকীর্ণচক্রাক্ষ রথে আরোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে মৃড়ানীর সম্মুখীন হইল ॥ ৩৩ ॥ এবং ভাস্বর খড্গগ্রহণ, চর্ম্ম ও শরাসনধারণ ও মস্তককম্পন পুরঃসর, তদীয় রূপ দর্শন করিয়া, মোহসংস্তম্ভনসহকারে জরপীড়িত হইয়া, চিত্রলিখিতের ন্যায় হইল ॥ ৩৪ ॥ দেবী সেই সম্মুখীন সুরারিকে সংস্তম্ভিত নিরীক্ষণ করিয়া, উচ্চৈঃহাস্য করত বলিতে লাগিলেন, তুমি এইরূপ বীর্য্য-সহায়েই অমরদিগকে পরাভূত করিয়াছ এবং এইরূপ বলসাহায্যেই আমাকেও প্রার্থনা করিতেছ ? ॥ ৩৫ ॥ বদতাম্বর শুম্ভ কৌশিকীর কথা কর্ণগোচর করিয়া, বহুক্ষণ চিন্তানন্তর বক্ষ্যমাণ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল ॥ ৩৬ ॥ অয়ি ভীরু ! তোমার কলেবর অতি কোমল ও মৃদুলভাবাপন্ন । আমার শস্ত্রপাতমাত্রেই জলসম্পর্কে আমপাত্রের ন্যায় শতখণ্ড হইয়া যাইবে ॥ ৩৭ ॥ অয়ি সুন্দরি ! এইরূপ চিন্তা করিয়াই তোমাকে প্রহার করিতে মানস করি নাই । অতএব, অয়ি আয়তলোচনে ! আমাকে ভজনা কর ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রও আমার খড্গাঘাত সহ্য করিতে পারেন না । অতএব যুদ্ধমতি ত্যাগ করিয়া, সম্প্রতি আমার ভার্য্যা হও ॥ ৩৯ ॥

মুনে ! যোগেশ্বরী নিশুম্ভের এই কথা শুনিয়া, উচ্চৈঃহাস্য করিয়া, ভাবগম্ভীর বচনে তাহাকে কহিলেন ॥ ৪০ ॥ হে বীর ! যুদ্ধে আমাকে জয় না করিলে আমি কাহারও ভার্য্যা হই না । অতএব তুমি যদি ভার্য্যার্থী হইয়া থাক, যুদ্ধে আমাকে জয় কর ॥ ৪১ ॥

মৃড়ানী এই কথা বলিলে দানব খড্গ উদ্ভ্রামিত করিয়া, সবেগে কৌশিকীর প্রতি প্রয়োগ করিল ॥ ৪২ ॥ দেবী ময়ূরপক্ষভূষিত দৃঢ় শরে সেই আপতিত খড্গ চর্ম্মের সহিত ছেদন করিলেন, তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল ॥ ৪৩ ॥ চর্ম্মসহিত খড্গ ছিন্ন হইলে, মহাসুর গদা গ্রহণ করিয়া, বায়ুবেগসমান গতি অবলম্বনপূর্ব্বক কৌশিকীর প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৪৪ ॥ অম্বিকা ধাবনসময়েই ক্ষুরপ্রপ্রহার করিয়া, গদার সহিত তাহার সম, শ্লিষ্ট, দৃঢ় হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫ ॥ সেই ভয়ঙ্কর রৌদ্রপ্রকৃতি সুরারি বিনিপাতিত হইলে, চণ্ডাদি মাতৃকারা হৃষ্ট হইয়া, কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ শত্রু নিপাতিত হইলে, গগনে অবস্থিতি

জয়স্ব বিজয়ে হৃষ্টাঃ শত্রৌ নিপাতিতে ॥ ৪৭ ॥ ততস্তূর্য্যাণ্যবাদ্যন্ত ভূতসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ। পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ মুমুচুঃ সুরাঃ কাত্যায়নীং প্রতি। ৪৮ ॥ নিশুম্ভং পতিতং দৃষ্ট্বা শুম্ভঃ ক্রোধান্মহামুনে। বৃন্দারকং সমারুহ্য প্রাসপাণিঃ সমভ্যগাৎ ॥ ৪৯ ॥ তমাপতন্তং দৃষ্ট্বাথ সগজং দানবেশ্বরং। জগ্রাহ চতুরো বাণান্ চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসঃ ॥ ৫০ ॥ ক্ষুরপ্রাভ্যাং সমং পাদৌ প্রচিচ্ছেদ দ্বিপস্য সা। বাভ্যাঞ্চ কুম্ভে জগ্রাহ হসন্তী লীলয়াম্বিকা ॥ ৫১ ॥ নিকৃত্তাভ্যাং গজঃ পদ্ভ্যাং নিপপাত যথেচ্ছয়া। শক্রবজ্রসমাক্রান্তং শৈলরাজশিরো যথা ॥ ৫২ ॥ তস্যাবর্জ্জিতনাগস্য শুম্ভস্যাপ্যুৎপতিষ্যতঃ। শিরশ্চিচ্ছেদ বাণেন কুণ্ডলালঙ্কৃতং শিবা ॥ ৫৩ ॥ ছিন্নে শিরসি দৈত্যেন্দ্রো নিপপাত সকুঞ্জরঃ। যথা স মহিষঃ ক্রৌঞ্চে মহাসেনেন সংহতঃ ॥ ৫৪ ॥ শ্রুত্বা সুরাসুররিপূ নিহতৌ মৃড়ান্যা সেন্দ্রাঃ সসূর্য্যামরুদশ্ববসুপ্রধানাঃ। আগত্য বিন্ধ্যগিরিবরং বিনয়াবনম্রা দেব্যাস্তদা স্তুতিমুদীরিতবন্ত ঈশাম্ ॥৫৫॥

দেবা ঊচুঃ। ওঁ ॥ নমোঽস্তু তে ভগবতি পাপনাশিনি নমোঽস্তু তে সুররিপুদর্পশাতনি। নমোঽস্তু তে হরিহররাজ্যদায়িনি নমোঽস্তু তে মখভুজকার্য্যকারিণি ॥ ৫৬ ॥ নমোঽস্তু তে ত্রিদশরিপুক্ষয়ঙ্করি নমোঽস্তু তে শতমখপাদপূজিতে। নমোঽস্তু তে মহিষবিনাশকারিণি নমোঽস্তু তে হরিহরভাস্করস্তুতে ॥ ৫৭ ॥ নমোঽস্তু তেঽষ্টাদশবাহুশালিনি নমোঽস্তু তে শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি। নমোঽস্তু তে চার্ত্তিহরে ত্রিশূলিনি নমোঽস্তু নারায়ণি চক্রধারিণি ॥৫৮॥ নমোঽস্তু বারাহি সদা ধরাধরে ত্বাং নারসিংহি প্রণতা নমোঽস্তু তে। নমোঽস্তু তে বজ্রধরে গজধ্বজে নমোঽস্তু কৌমারি ময়ূরবাহিনি ॥ ৫৯ ॥

করিয়া, শতক্রতুপ্রমুখ দেবগণ হৃষ্টচিত্তে কাত্যায়নীর জয় হউক, বলিয়া উঠিলেন ॥ ৪৭ ॥ ভূতগণ চতুর্দ্দিকে তূর্য্যসকল বাজাইতে আরম্ভ করিল। দেবগণ কাত্যায়নীর উপরি পুষ্পবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ মহামুনে! নিশুম্ভ পতিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, শুম্ভ ক্রোধভরে বৃন্দারকে আরোহণপূর্ব্বক প্রাসহস্তে সমাগত হইল ॥ ৪৯ ॥ দেবী দানবেশ্বরকে গজারোহণে আগমন করিতে দেখিয়া, চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চস বাণচতুষ্টয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৫০ ॥ এবং ক্ষুরপ্রযুগলপ্রয়োগপূর্ব্বক এককালেই হস্তীর দুই পা কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে অন্য দুই ক্ষুরপ্রে তাহার কুম্ভ আহত করিলেন ॥ ৫১ ॥ পদদ্বয় নিকৃত্ত হইলে, সেই হস্তী, শক্রবজ্রসমাক্রান্ত শৈলরাজশেখরের ন্যায় যথেচ্ছ নিপতিত হইল ॥ ৫২ ॥ হস্তী পতিত হইলে, শুম্ভ যেমন উৎপতিত হইবার উপক্রম করিল, তৎক্ষণাৎ শিবা তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে, শুম্ভ হস্তির সহিত পতিত হইল ॥৫৪॥

মৃড়ানী সুরাসুরশত্রু শুম্ভ নিশুম্ভকে সংহার করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র, সূর্য্য, মরুৎ, অশ্বী ও বসুগণপ্রমুখ দেবগণ গিরিবর বিন্ধ্যে আগমন করিয়া, বিনয়বশে অবনম্র হইয়া, স্তুতিমুখসমুৎপাদনসহকারে দেবীর স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥ ওঁ ভগবতি! তুমি পাপ বিনাশ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি সুর-শত্রুসকলের দর্প দলিত কর; তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবগণের কার্য্য সংবিধান কর; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৬ ॥ তুমি ত্রিদশগণের রিপুক্ষয় করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। শতমখ ইন্দ্র তোমার পাদপূজা করেন; তোমাকে নমস্কার। তুমি মহিষবিনাশকারিণী; তোমাকে নমস্কার। হরি, হর ও ভাস্কর তোমার স্তব করেন; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥ তুমি অষ্টাদশবাহুশালিনী; তোমাকে নমস্কার। তুমি শুম্ভনিশুম্ভনিপাতিনী; তোমাকে নমস্কার। তুমি আর্ত্তিহারিণী ও ত্রিশূলিনী; তোমাকে নমস্কার। তুমি নারায়ণী ও চক্রধারিণী; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮ ॥ তুমি সর্ব্বদা ধরাধারিণী বারাহী; তোমাকে নমস্কার। তুমি নারসিংহী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বজ্রধারিণী ও গজধ্বজশালিনী; তোমাকে নমস্কার। তুমি ময়ূরবাহিনী কৌমারী, তোমাকে নমস্কার ॥৫৯॥

নমোস্তু পৈতামহি হংসবাহনে নমোস্তু মালাবিকটে সুকেশিনি। নমে স্তু তে রাসভপৃষ্ঠবাহিনি নমোস্তু সর্বার্ত্তিহরে জগন্ময়। ৬০॥ নমোস্তু বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং নিষূদয়ারিং দ্বিজদেবতানাং। নমোস্তু তে সর্ব্বময়ি ত্রিনেত্রে নমো নমোস্তে বরদে প্রসীদ॥৬১॥ ব্রহ্মাণী ত্বং মৃড়ানী বরশিখিগমনা শক্তিহস্তা কুমারী বারাহী ত্বং সুবক্ত্রা খগপতিগমনা বৈষ্ণবী ত্বং সশার্ঙ্গী। দুর্দ্দর্শা নারসিংহী ঘুরুঘুরিতরবা ত্বং তথৈন্দ্রী সবজ্রা ত্বং মারী চণ্ডমুণ্ডাশবগমনরতা যোগিনী যোগসিদ্ধা ।৬২॥ ওঁ নমস্তে ত্রিনেত্রে ভগবতি তব চরণানুশ্রিতা যে অহরহর্ব্বিনতশিরোধরাংসনম্রাঃ। নহি নহি পরিভবমস্ত্যশুভং চ তেষাং স্তুতিবলিকুসুমকরাঃ সততং যে॥ ৬৩॥ ওঁ। এবং স্তুতা সুরবরৈঃ সুরশত্রুনাশিনী প্রাহ প্রহস্য সুরসিদ্ধমহর্ষিবর্য্যান্। প্রাপ্তো ময়াদ্ভুততমো ভবতাং প্রসাদাৎ সংগ্রামমূর্দ্ধ্নি সুরশত্রুজয়ঃ প্রমর্দ্দাৎ॥ ৬৪। ইমাং স্তুতিং ভক্তিপরা নরোত্তমা ভবদ্ভিরুক্তামনুকীর্ত্তয়ন্তি। দুঃস্বপ্ননাশো ভবিতা ন সংশয়ো বরস্তথান্যো ব্রিয়তামভীপ্সতঃ॥ ৬৫॥

দেবা ঊচুঃ। যদি বরদা ভবতী ত্রিদশানাং দ্বিজশিশুগোষু যতস্বং হিতায়। পুনরপি দেবরিপূনপরাংস্ত্বং প্রদহ হুতাশনতুল্যশরীরে॥ ৬৬॥

দেব্যুবাচ। ভূয়ো বধিষ্যামি সুরারিমুত্তমং সম্ভূয় নন্দস্য গৃহে যশোদয়া। তত্রাবতীর্ণা লবণং তথাপরৌ শুম্ভং নিশুম্ভং দশনপ্রকারিণী॥ ৬৭॥ ভূয়ঃ সুরাস্তিষ্যযুগে নিরাশনা নিরীক্ষ্য মারী চ গৃহে শতক্রতোঃ। সম্ভূয় দেবা ইতি সপ্তধা ময়া স্তুর ন্ ভরিষ্যামি চ শাকসঙ্কটৈঃ॥ ৬৮॥ ভূয়ো

তুমি হংসবাহিনী ব্রহ্মাণী; তোমাকে নমস্কার। তুমি মালাবিকটা ও সুকেশিনী; তোমাকে নমস্কার। তুমি রাসভপৃষ্ঠবাহিনী, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আর্ত্তিহারিণী ও জগন্ময়ী; তোমাকে নমস্কার॥ ৬০॥ তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বপালন ও দ্বিজদেবগণের শত্রু সংদলন কর; তুমি সর্ব্বময়ী ও ত্রিলোচনী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বরদা; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও॥ ৬১॥ তুমি ব্রহ্মাণী; তুমি মৃড়ানী; তুমি শক্তিহস্তা কুমারী ও বরশিখিবাহনে আরোহণ করিয়া থাক; তুমি সুন্দরবদনশালিনী বারাহী, তুমি গরুড়বাহিনী শার্ঙ্গধারিণী বৈষ্ণবী; তুমি অতি দুষ্প্রেক্ষণীয়া নারসিংহী; ঘুরঘুরিত শব্দ করিয়া থাক, তুমি বজ্রধারিণী ঐন্দ্রী; তুমি মারী ও চর্ম্মচণ্ডা, তুমি শববাহিনী যোগসিদ্ধা যোগিনী॥ ৬২॥ তুমি ত্রিনেত্রা ও ভগবতী; তোমাকে নমস্কার। যাহারা অহরহ শিরোধরাংস অবনত করিয়া, নম্র হইয়া, তোমার চরণ আশ্রয় করে, এবং যাহারা সতত স্তুতিপরায়ণ, ও বলিকুসুমহস্ত, তাহাদিগকে কখন অশুভ ভোগ করিতে হয় না। ৬৩।

সুরশত্রুনাশিনী কাত্যায়নী সুরবরনিকর কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া, সহাস্য আস্যে সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিদিগকে কহিতে লাগিলেন, আমি আপনাদেরই প্রসাদে এইরূপে যুদ্ধে প্রমর্দ্দনপূর্ব্বক অদ্ভুততম সুরশত্রুবিজয় লাভ করিয়াছি॥ ৬৪॥ যে সকল নরোত্তম আপনাদের প্রণীত এই স্তব ভক্তিপর হইয়া, অনুকীর্ত্তন করিবে, তাঁহাদের দুঃস্বপ্ননাশ হইবে, সংশয় নাই। অধুনা আপনারা অন্তবিধ অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। ৬৫।

দেবগণ কহিলেন, যেহেতু, আপনি গো, ব্রাহ্মণ ও শিশুদিগের হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদাই নিরত, অতএব যদি অমরদিগকে বর দিতে উদ্যতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, হুতাশনতুল্য শরীরে আবির্ভূত হইয়া, পুনরায় অপরাপর দেবশত্রুদিগের সংহার করুন। ৬৬।

দেবী কহিলেন, আমি নন্দগৃহে যশোদাগর্ভে অবতীর্ণা হইয়া, পুনরায় সুরশত্রু সকলের সংহরণ করিব। এবং ঐরূপে আবির্ভূতা হইয়া, লবণ এবং দশনপ্রহারসমুদ্যত অপপর শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ৬৭। হে সুরগণ! পুনরায় আমি তিষ্যযুগে লোকদিগকে নিরশন নিরীক্ষণ করিয়া, শতক্রতুর গৃহে মারীরূপে প্রাদুর্ভূত হইব। এবং শাকসঙ্কর

বিপক্ষক্ষপণায় দেবা বিপ্রো ভবিষ্যাম্যৃষিরক্ষণার্থং। দুর্বৃত্তচেষ্টান্ বিনিহত্য দৈত্যান্ ভূয়ঃ সমেষ্যামি সুরা জয়ং হি॥ ৬৯॥ যদারুণাক্ষো ভবিতা মহাসুরস্তদা ভবিষ্যামি হিতায় দেবতাঃ। মহালিরূপেণ বিনষ্টজীবিতং কৃত্বা সমেষ্যামি পুনস্ত্রিবিষ্টপং॥ ৭০॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা সুরাণাং কৃত্বা প্রণামং দ্বিজপুঙ্গবানাং। বিসৃজ্য ভূতানি জগাম দেবী খং সিদ্ধসঙ্ঘৈরনুগম্যমানা॥ ৭১॥ ইদং পুরাণং পরমং পবিত্রং দেব্যা জয়ং মঙ্গলদায়ি পুংসাং। শ্রোতব্যমেতন্নিয়তৈঃ স দৈব রক্ষোঘ্নমেতদ্ভগবানুবাচ॥ ৭২॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভবধো নাম ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কথং স মহিষঃ ক্রৌঞ্চো ভিন্নঃ স্কন্দেন সুব্রত। এতন্মে বিস্তরাদ্ব্রহ্মন্ কথয়স্বামিতদ্যুতে॥ ১॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্ব কথয়িষ্যামি কথাং পুণ্যাং পুরাতনীং। যশোবৃদ্ধিং কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্য নারদ॥ ২॥ যত্তৎ পীতং হুতাশেন স্কন্নং শুক্রং পিনাকিনঃ। তেনাক্রান্তোঽভবদ্ব্রহ্মন্ মন্দতেজা হুতাশনঃ॥ ৩॥ ততো জগাম দেবানাং সকাশমমিতদ্যুতিঃ। তৈশ্চাপি প্রহিতস্তূর্ণং ব্রহ্মলোকং জগাম হ॥ ৪॥ স গচ্ছন্ কুটিলাং দেবীং দদর্শ পথি পাবকঃ। তাং দৃষ্ট্বা প্রাহ কুটিলে তেজ এতৎ সুদুর্দ্ধরং॥ ৫॥ মহেশ্বরেণ সন্ত্যক্তং নির্দ্দহেদ্ভুবনান্যপি। তস্মাৎ প্রতীচ্ছ পুত্রোঽয়ং তব ধন্যো ভবিষ্যতি॥ ৬॥ ইত্যগ্নিনা সা কুটিলা স্মৃত্বা স্বমতমুত্তমং। প্রক্ষিপস্বাম্ভসি মম প্রাহ

দ্বারা সুর সকলের ভরণ করিব॥ ৬৮॥ হে দেবগণ! পুনরায় আমি বিপক্ষপক্ষক্ষপণ ও ঋষিগণের রক্ষার্থ দুর্বৃত্ত দৈত্যদিগকে দলন করিয়া, সুরগণের জয় সংবিধান করিব॥ ৬৯॥ হে দেবগণ! যখন অরুণাক্ষ মহাসুর উদ্ভূত হইবে, তখন সকলের হিতের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইব। এবং মহালিরূপে তাহারে বিনষ্টজীবিত করিয়া, পুনরায় স্বর্গে আগমন করিব॥ ৭০॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বরদা কাত্যায়নী সুরদিগকে এইরূপ কহিয়া, দ্বিজ পুঙ্গবদিগকে প্রণাম করিয়া, ভূতসকলকে বিদায় দিয়া, সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমানা হইয়া, আকাশে উত্থিত হইলেন॥ ৭১॥ দেবীর এই পরমপবিত্র পুরাণ জয়াখ্যান পুরুষের মঙ্গল সমুৎপন্ন করে। এবং স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, ইহা রাক্ষস বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব নিরত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবে॥ ৭২॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শুম্ভনিশুম্ভবধ নামক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়॥ ৫৬॥

নারদ কহিলেন, হে সুব্রত! কার্ত্তিকেয় কিরূপে সেই মহিষ ও ক্রৌঞ্চকে বিদারিত করেন? হে অমিতদ্যুতে! হে ব্রহ্মন্! আমার নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন॥ ১॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ! শ্রবণ কর, আমি কার্ত্তিকেয়ের যশোবর্দ্ধিনী, পবিত্রকারিণী, পুরাতনী কথা কীর্ত্তন করিব॥ ২॥ হুতাশন পিনাকীর স্খলিত তেজঃ পান করিয়া, তাহার আক্রমণপ্রযুক্ত মন্দতেজা হইয়া উঠিলেন॥ ৩॥ অনন্তর অমিতদ্যুতি অনল দেবগণের সকাশে গমন করিলেন। তাঁহারা সত্বর পাঠাইয়া দিলে, ব্রহ্মলোকে সমাগত হইলেন॥ ৪॥ তিনি গমনসময়ে পথিমধ্যে দেবী কুটিলাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, অয়ি কুটিলে! এই সুদুর্দ্ধর তেজঃ॥ ৫॥ মহেশ্বর ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ভুবন সমুদায় অনায়াসেই দগ্ধ করিতে পারে। অতএব তুমি ইহা প্রতিগ্রহ কর। তোমার ত্রিভুবনপূজ্য পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইবে॥ ৬॥

বহ্নিং মহাপগা ॥ ৭ ॥ ততস্তধারয়দ্দেবী শার্বতেজস্ত্বপূপুষৎ। হুতাশনোঽপি ভগবান্ কামচারী পরিভ্রমন্ ॥ ৮ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ধৃতবান্ হব্যভুক্ ততঃ। মাংসমস্থীনি রুধিরং মেদোমজ্জাথ তস্য হি ॥ ৯ ॥ রোমশ্মশ্রুক্ষিকেশাদ্যাঃ সর্ব্বে জাতা হিরণ্ময়াঃ। হিরণ্যরেতা লোকেষু তেন গীতস্তু পাবকঃ ॥ ১০ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কুটিলা জ্বলনোপমং। ধারয়ন্তী তদা গর্ভং ব্রহ্মণঃ স্থানমাগতা ॥ ১১ ॥ তাং দৃষ্টবান্ পদ্মজন্মা সংতৃপ্যন্তীং মহাপগাং। দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কেনায়ং তব গর্ভঃ সমাহিতঃ ॥ ১২ ॥ সা চাহ শঙ্করং যত্তচ্ছুক্রং পীতং হি বহ্নিনা। তদশক্তেন তেনাদ্য নিক্ষিপ্তং ময়ি সত্তম ॥ ১৩ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ধারয়ন্ত্যা পিতামহ। গর্ভস্য বর্ত্ততে কালো নায়ং পততি কর্হিচিৎ ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা ভগবানাহ গচ্ছ ত্বমুদয়ং গিরিং। তত্রাস্তি যোজনশতং রৌদ্রং শরবণং মহৎ ॥ ১৫ ॥ তত্রৈনং ক্ষিপ সুশ্রোণি বিস্তীর্ণে গিরিসানুনি। দশবর্ষসহস্রান্তে ততো বালো ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ সা শ্রুত্ব ব্রহ্মণো বাক্যং রূপিণী গিরিজা গতা। আগত্য গর্ভস্তত্যাজ মুখেনৈবাগ্নি-জম্ভিনী ॥ ১৭ ॥ সানুসন্ত্যজ্য তং বালং ব্রহ্মাণং সহসাগমৎ। আপোময়ী মন্ত্রবশাৎ সঞ্জাতা কুটিলা সতী ॥ ১৮ ॥ তেজসা চাপি শর্ব্বেণ রৌক্মং শরবণং মহৎ। তন্নিবাসরতাশ্চান্তে পাদপা মৃগপক্ষিণঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দশসু পূর্ণেষু শরদাং হি শতেষথ। বালার্কদীপ্তিঃ সঞ্জাতো বালঃ কমললোচনঃ ॥ ২০ ॥ উত্তানশায়ী ভগবান্ দিব্যে শরবণে স্থিতঃ। মুখেঽঙ্গুষ্ঠং সমাক্ষিপ্য রুরোদ

মহাপগতা কুটিলা অগ্নির বাক্যে আপনার অভিপ্রেত স্মরণ করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, আমার সলিলমধ্যে ইহা প্রক্ষিপ্ত করুন ॥ ৭ ॥ তখন অগ্নি উহা নিক্ষেপ করিলে, দেবী তাহা ধারণ করিয়া, পোষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান হুতাশনও ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥ হব্যভুক্ অগ্নি সেই তেজঃ পঞ্চবর্ষসহস্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে, তাঁহার মাংস, অস্থি, রুধির, মেদ, মজ্জা ॥ ৯ ॥ রোম, শ্মশ্রু, অক্ষি, কেশ প্রভৃতি সমুদায় হিরণ্ময় হইয়া উঠে। সেই কারণে লোকে তাঁহার নাম হিরণ্যরেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ এদিকে, কুটিলাও পঞ্চ বর্ষসহস্র সেই অনলোপম গর্ভ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মের সকাশে সমাগতা হইলেন ॥ ১১ ॥ পদ্মযোনি সেই মহাপগা কুটিলাকে পরমতৃপ্তিমতী দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি তোমায় এই গর্ভ সমাধান করিল ॥ ১২ ॥ তিনি বলিলেন, মহাদেব যে তেজঃ ত্যাগ করেন, অগ্নি তাহা পান করিয়াছিলেন। অনন্তর হে সত্তম ! তিনি অশক্ত হইয়া, আমাতে উহা নিক্ষেপ করেন ॥ ১৩ ॥ হে পিতামহ ! আমি পঞ্চবর্ষসহস্র ঐ তেজঃ ধারণ করিতেছি। গর্ভকালও উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি উহা কোনরূপেই পতিত হইতেছে না ॥ ১৪ ॥ ভগবান্ পিতামহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি উদয়পর্ব্বতে গমন কর। তথায় যোজনশতবিস্তৃত অতীব বিশাল ও নিতান্ত ভয়াবহ যে শরবণ আছে ॥ ১৫ ॥ সেইখানে, হে সুশ্রোণি ! বিস্তীর্ণ গিরিসানুতে উহা নিক্ষেপ কর। দশবর্ষসহস্রপর্য্যবসানে বালক জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ১৬ ॥ রূপিণী কুটিলা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, উদয়গিরিতে সমাগত হইলেন। সমাগত হইয়া, মুখযোগে গর্ভত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে তিনি সেই বালককে ত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ পিতামহের গোচরে আগমন করিলেন এবং মন্ত্রবশে আপোময়ী হইলেন ॥ ১৮ ॥

এদিকে, সেই শম্ভুতেজের সংসর্গবশতঃ সুবিশাল শরবন স্বর্ণময় হইয়া উঠিল। তত্রত্য পাদপ ও মৃগ পক্ষিগণও স্বর্ণময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর দশশত বৎসর পূর্ণ হইলে, তরুণারুণসমদ্যুতি কমললোচন বালক সমুদ্ভূত হইল ॥ ২০ ॥ সেই পূর্ণৈশ্বর্য্যসমন্বিত বালক উত্তান-শায়ী হইয়া, শরবন আশ্রয় ও মুখে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া, মনস্বান্তের ন্যায়, গম্ভীরস্বরে রোদন

স্বনয়া ভুবি ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দিব্যাঃ কৃত্তিকাঃ ষট্ সুতেজসঃ। দদৃশুঃ স্বেচ্ছয়া যান্ত্যো বালং শরবণে স্থিতং ॥ ২২ ॥ কৃপান্বিতাঃ সমাজগ্মুর্যত্র স্কন্দঃ স্থিতোহভবৎ। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং তস্মৈ স্তন্যং বিচুক্রুশুঃ ॥ ২৩ ॥ বিবদন্তীঃ স তা দৃষ্ট্বা ষণ্মুখঃ সমজায়ত। অপীপ্যংশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ শিশু-স্নেহাচ্চ কৃত্তিকাঃ ॥ ২৪ ॥ ভ্রিয়মাণঃ স তাভিস্তু বৃদ্ধিমগান্মুনে। কার্ত্তিকেয় ইতি খ্যাতো জাতঃ স বলিনাম্বরঃ ॥ ২৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ পাবকং প্রাহ পদ্মভূঃ। কিংপ্রমাণঃ পুত্রস্তে বর্ত্ততে সাংপ্রতং গুহঃ ॥ ২৬ ॥ স তদ্বচনমাকর্ণ্য জানন্নপি হি চাত্মজং। প্রোবাচ বহ্নির্দ্দেবেশং ন বেদ্মি কতমো গুহঃ ॥ ২৭ ॥ তং প্রাহ ভগবান্ প্রীতস্তেজঃ পীতং পুরা ত্বয়া। ত্রৈয়ম্বকং ত্রিলোকেশো জাতঃ শরবণে শিশুঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রুত্বা পিতামহবচঃ পাবকস্ত্বরিতোহভ্যগাৎ। বেগিনং মেষমারুহ্য কুটিলা তং দদর্শ হ ॥ ২৯ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ কুটিলা শীঘ্রং ক ব্রজসে কবে। সোহব্রবীৎ পুত্রদৃষ্ট্যর্থং জাতঃ শরবণে শিশুঃ ॥ ৩০ ॥ সাব্রবীত্তনয়ো মহ্যং মমেত্যাহ চ পাবকঃ। বিবদন্তৌ দদর্শাথ স্বেচ্ছাচারী জনার্দ্দনঃ ॥ ৩১ ॥ তৌ পপ্রচ্ছ কিমর্থং বা বিবাদমিহ চক্রতুঃ। তাবূচতুঃ পুত্রহেতো রুদ্রশুক্রোদ্ভবো যদি ॥ ৩২ ॥ তাবুবাচ হরির্দ্দেবৌ গচ্ছতং ত্রিপুরান্তিকং। স যদ্বক্ষ্যতি দেবেশস্তৎ কুরুধ্বমসংশয়ং ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তৌ বাসুদেবেন কুটিলাগ্নী হরান্তিকে। সমভ্যেত্যো-চতুস্তথ্যং কস্য পুত্রেতি নারদ ॥ ৩৪ ॥ রুদ্রস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হর্ষনির্ভরমানসঃ। দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি

করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এই অবসরে পরমতেজস্বিনী দিব্যরূপিণী ছয় কৃত্তিকা স্বেচ্ছাক্রমে গমন করিতে করিতে, তদবস্থ বালককে বিলোকন করিলেন ॥ ২২ ॥ এবং কৃপাযুক্ত হইয়া, বালকের অধিষ্ঠিত প্রদেশে উপাগত হইলেন। এবং আমি অগ্রে, আমি অগ্রে ইহাকে স্তনপান করাইব, বলিয়া, পরস্পর চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ তাহাঁদিগকে বিবাদপরায়ণ অবলোকন করিয়া, বালকের ছয় মুখ আবির্ভূত হইল। তখন তাহাঁরা সকলেই শিশুর প্রতি স্নেহবশতঃ তাহাকে ভরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ মুনে! তাঁহাদের কর্ত্তৃক ভ্রিয়মাণ হইয়া, বালক ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। এবং কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত ও বলবান্‌গণের অগ্রগণ্য হইলেন ॥ ২৫ ॥

ঐ সময়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মা পাবককে কহিলেন, সম্প্রতি তোমার পুত্র গুহ কীদৃশ আকৃতি সম্পন্ন হইয়াছেন? ॥ ২৬ ॥ হুতাশন তদীয় বচন আকর্ণনপূর্ব্বক, গুহকে আপনার আত্মজ জানিয়াও, দেবেশ কমলযোনিকে কহিলেন, গুহ কে, তাহা জানি না ॥ ২৭ ॥ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া, তাহাঁকে কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে যে শার্ব্ব তেজঃ পান করিয়াছিলে, তাহা হইতেই, ত্রিলোকের ঈশ্বর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া, শরবনে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ পিতামহের কথা শুনিয়া, পাবক ত্বরান্বিত হইয়া, বেগগামী মেষে আরোহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। কুটিলা তাহাঁরে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর কুটিলা জিজ্ঞাসিলেন, বহ্নে! শীঘ্র কোথায় যাইতেছ? তিনি কহিলেন, পুত্রকে দেখিবার জন্য। সেই শিশু শরবণে জন্মিয়া, তথায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩০ ॥ কুটিলা কহিলেন, ঐ পুত্র আমার। অগ্নি কহিলেন, তোমার নহে, আমারই।

স্বেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত জনার্দ্দন তাহাদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া, ॥ ৩১ ॥ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিজন্য বিবাদ করিতেছ? তাহাঁরা কহিলেন, রুদ্রের শুক্রোদ্ভব পুত্রের জন্য বিবাদ করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ জনার্দ্দন কহিলেন, তোমরা ত্রিপুরনিহন্তা মহাদেবের নিকট গমন কর। সেই দেবেশ যাহা বলিবেন, নিঃসংশয় হইয়া, তাহা বিধান কর ॥ ৩৩ ॥

কুটিলা ও অগ্নি বাসুদেবের বচনানুসারে মহাদেবের সমীপস্থ হইয়া, কহিলেন, ঐ পুত্র কাহার? ॥ ৩৪ ॥

গিরিজাং প্রোত্থু তপুলকোঽব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥ ততোঽম্বিকা প্রাহ হরং দেব গচ্ছাব তং শিশুং। প্রষ্টুং যমাশ্রয়েদেবং স তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥ বাঢ়মিত্যেব ভগবান্ সমুত্তস্থৌ বৃষধ্বজঃ। সহোময়া কুটিলয়া পাবকেন চ ধীমতা ॥ ৩৭ ॥ সংপ্রাপ্তাস্তে শরবণং হরোমাকুটিলাগ্নয়ঃ। দদৃশুঃ শিশুকন্তঞ্চ কৃত্তিকোৎসঙ্গশায়িনং ॥ ৩৮ ॥ ততঃ স বালকস্তেষাং মত্বা চিন্তিতমাদরাৎ। যোগাচ্চতুর্মূর্ত্তিরভূচ্ছিশুত্বেঽপি চ ষণ্মুখঃ ॥ ৩৯ ॥ কুমারঃ শঙ্করমগাদ্বিশাখো গিরিজামগাৎ। কুটিলামভ্যগাচ্ছাখো নৈগমেয়োঽগ্নিমভ্যগাৎ ॥ ৪০ ॥ ততঃ প্রীতিযুতো রুদ্র উমা চ কুটিলা তথা। পাবকশ্চাপি দেবেশঃ পরাং মুদমবাপ হ ॥ ৪১ ॥ ততোঽব্রুবন্ কৃত্তিকাস্তাঃ ষণ্মুখঃ কিং হরাত্মজঃ। ততোঽব্রবীদ্ধরঃ প্রীত্যা বিশেষবচনং মুনে ॥ ৪২ ॥ নাম্না তু কার্ত্তিকেয়েতি যুষ্মাকঞ্চ ভবত্বসৌ। কুটিলায়াঃ কুমারেতি পুত্রোঽয়ং ভবিতাব্যয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ স্কন্দ ইত্যেব বিখ্যাতো গৌরীপুত্রো ভবত্বসৌ। গুহ ইত্যেব নাম্না চ মমাসৌ তনয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ মহাসেন ইতি খ্যাতো হুতাশস্যাস্তু পুত্রকঃ। সারস্বত ইতি খ্যাতঃ পুত্রঃ শরবণস্য চ ॥ ৪৫ ॥ এবমেষ মহাযোগী পৃথিব্যাং খ্যাতিমেষ্যতি। ষড়্বংশত্বান্মহাবাহুঃ ষণ্মুখো নাম গীযতে ॥ ৪৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ শূলপাণিঃ পিতামহং। সস্মার দৈবতৈঃ সার্দ্ধং তেঽপ্যাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রণিপত্য চ কামারিমুমাঞ্চ গিরিনন্দিনীং। দৃষ্ট্বা হুতাশনং প্রীত্যা কুটিলাং কৃত্তিকাস্তথা ॥ ৪৮ ॥ দদৃশুর্বালমত্যুগ্রং ষণ্মুখং সূর্য্যসন্নিভং। মুষ্ণন্তমিব চক্ষুংষি তেজসা স্বেন দেবতাঃ ॥ ৪৯ ॥ কৌতুকাভিবৃতাঃ

নারদ! রুদ্র সেই কথা শুনিযা, হর্ষনির্ভর হৃদয়ে পুলকান্বিত কলেবরে গিরিজারে বারংবার বলিতে লাগিলেন, আহা, কি সৌভাগ্য ॥ ৩৫

তখন অম্বিকা মহাদেবকে কহিলেন, হে দেব! আমরা সেই শিশুর নিকট গমন করি চলুন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে, সে যাহারে আশ্রয করিবে, তাহারই পুত্র হইবে ॥ ৩৬ ॥ ভগবান্ বৃষধ্বজ, তাহাই হইবে, বলিয়া, উমা, কুটিলা ও ধীমান বহ্নির সহিত উত্থিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর সকলে শরবনে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, সেই কোমলাঙ্গ শিশু কৃত্তিকাগণের উৎসঙ্গে শযন করিযা রহিযাছেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই বালক আদরসহকারে তাঁহাদের অভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া, যোগবলে সেই শিশু অবস্থাতেও চতুর্মূর্ত্তি ও ষড়্বদন হইলেন ॥ ৩৯ ॥ তন্মধ্যে কুমাররূপে শঙ্করকে, বিশাখরূপে গিরিজাকে, শাখরূপে কুটিলাকে ও নৈগমেয়রূপে অগ্নিকে আশ্রয করিলেন ॥ ৪০ ॥ তন্নিবন্ধন, রুদ্র, উমা ও কুটিলা, সকলেই প্রীতিযুক্ত এবং দেবেশ অগ্নিও অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর কৃত্তিকারা বলিতে লাগিলেন, এই ষড়্বদন কি মহাদেবের আত্মজ? তচ্ছ্রবণে মহাদেব প্রীতিভরে বিশেষ বচনে কহিলেন ॥ ৪২ ॥ এই বালক কার্ত্তিকেয নামে তোমাদের হইলেন। আর, কুমার নামে কুটিলার পুত্র হইবেন ॥ ৪৩ ॥ পুনশ্চ, এই বালক স্কন্দ নামে গৌরীর পুত্র হউন। এবং গুহ নামে আমার তনয বলিযা, বিখ্যাত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ আর, মহাসেন নামে হুতাশনের পুত্র হউন। এবং সারস্বত নামে শরবনের তনয় হইবেন ॥ ৪৫ ॥ এইরূপে এই মহাযোগী পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবেন। ষড়্বংশত্বপ্রযুক্ত এই মহাবাহু ষড়্বদন নামে পরিগণিত হইবেন ॥ ৪৬ ॥

ভগবান্ শূলপাণি পিতামহকে এইরূপ কহিয়া, দেবগণকে স্মরণ করিলে, তাঁহারা ত্বরান্বিত হইয়া আগমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ এবং কামারি ও গিরিনন্দিনী উমাকে প্রণিপাত করিয়া, প্রীতিভরে হুতাশন, কুটিলা ও কৃত্তিকাদিগকে দৃষ্টিদানপূর্ব্বক ॥ ৪৮ ॥ সেই সূর্য্যসন্নিভ, ষড়্বদনসম্পন্ন, অত্যুগ্র বালককে নয়নগোচর করিলেন। তিনি স্বকীয় তেজে যেন সকলের চক্ষু মুষিত করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তদ্দর্শনে সুরসত্তমগণ কৌতুকাকুলিত হইয়া, সকলেই বলিতে লাগিলেন,

সর্ব্বে এবমূচুঃ সুরোত্তমাঃ। দেবকার্য্যং ত্বয়া দেব কৃতং হিব্যাগ্নিনা তদা ॥ ৫০ ॥ তদুত্তিষ্ঠ ব্রজামোদ্য তীর্থমৌজসমব্যয়ং। কুরুক্ষেত্রং সরস্বত্যামভিষিঞ্চাম ষণ্মুখম্ ॥ ৫১ ॥ সেনায়াঃ পতিরস্ত্বেষ দেবগন্ধর্ব্বকিংনরাঃ। মহিষং ঘাতয়ত্বেষ তারকং চ সুদারুণং ॥ ৫২ ॥ বাঢ়মিত্যব্রবীচ্ছক্রঃ সমুত্তস্থুঃ সুরাস্ততঃ। কুমারসহিতা জগ্মুঃ কুরুক্ষেত্রং মহাফলং ॥ ৫৩ ॥ তত্রৈব দেবতাঃ সেন্দ্রা রুদ্রব্রহ্মজনার্দ্দনাঃ। যত্নমস্যাভিষেকার্থং চক্রুর্মুনিগণৈঃ সহ ॥ ৫৪ ॥ ততোঽম্বুনা সপ্তসমুদ্রবাহিনা নদীজলেনাপি মহাফলেন। বনৌষধিভেব সহস্রমূর্ত্তিভিস্তমভ্যষিঞ্চংস্ত হরাচ্যুতাদ্যাঃ ॥ ৫৫ ॥ অভিষিক্তে তু সেনান্যাং কুমারেদিব্যরূপিণি। জগুর্গন্ধর্ব্বা ঋষয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫৬ ॥ অভিষিক্তং কুমারং হি গিরিপুত্রী নিরীক্ষ্য চ। স্নেহাদুৎসংগগং স্কন্দং মূর্দ্ধ্যাজিঘ্রন্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৭ ॥ জিঘ্রতী কার্ত্তিকেযস্য অভিষেকার্দ্রমাননং। ভাত্যদ্রিজা যথেন্দ্রস্য দেবমাতাদিতিঃ পুরা ॥ ৫৮ ॥ তদাভিষিক্তং তনয়ং দৃষ্ট্বা শর্ব্বো মুদং যযৌ। পাবকঃ কৃত্তিকাশ্চৈব কুটিলা চ যশস্বিনী ॥ ৫৯ ॥ ততোঽভিষিক্তস্য হরঃ সেনাপত্যে গুহস্য চ। প্রমথাংশ্চতুরঃ প্রাদাচ্ছক্রতুল্যপরাক্রমান্ ॥ ৬০ ॥ ঘন্টাকর্ণং লোহিতাক্ষং নন্দিষেণং চ দারুণং। চতুর্থং বলিনাং মুখ্যং খ্যাতং কুমুদমালিনং ॥ ৬১ ॥ হরদত্তান্ গণান্ দৃষ্ট্বা দেবাঃ স্কন্দস্য নারদ। প্রদদুঃ প্রমথান্ স্বাংশ্চ সর্ব্বে ব্রহ্মপুরোগমাঃ ॥ ৬২ ॥ স্থাণুং ব্রহ্মা গণং প্রাদাদ্বিষ্ণুঃ প্রাদাদ্গণত্রয়ং। সংক্রমং বিক্রমং চৈব তৃতীয়ং চ পরাক্রমং ॥ ৬৩ ॥ উৎক্রেশপঙ্কজৌ শক্রো রবির্দণ্ডকপিঙ্গলৌ। চন্দ্রো মণিং বসুমণিমশ্বিনৌ বৎসনংদিনৌ ॥ ৬৪ ॥ জ্যোতির্হুতাশনঃ প্রাদাজ্জ্বলজ্জিহ্বং তথা

হে অগ্নি! তুমি দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ ॥ ৫০ ॥ অধুনা উত্থান কর। অদ্যই সকলে ওজস ও অব্যয় তীর্থ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া, সরস্বতীসলিলে ষড়বদনকে অভিষিক্ত করিব ॥ ৫১ ॥ হে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরনিকর! ইনিই সেনাপতি হইয়া, মহিষ ও অতি দারুণ-প্রকৃতি তারককে সংহার করুন ॥ ৫২ ॥

মহাদেব এই কথায় সম্মত হইলে, সুরগণ সমুত্থিত হইয়া, কুমারের সমভিব্যাহারে পরম-ফলোপধায়ক কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ তথায় রুদ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, জনার্দ্দন ও মুনিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, কুমারের অভিষেকার্থ যত্নপরায়ণ হইলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর হর ও অচ্যুত প্রভৃতি দেবগণ সপ্তসমুদ্রবাহী সলিল ও মহাফল নদীজল দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত করিলেন। ৫৫ ॥ দিব্যরূপধারী কার্ত্তিকেয় সেনানীপদে অভিষিক্ত হইলে, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ গান করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৫৬ ॥ গিরিপুত্রী কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহবশতঃ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া, বারম্বার মস্তকে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ তিনি কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকার্দ্র বদন আঘ্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্রের আননাঘ্রাণনিরত দেবমাতা অদিতির ন্যায় তাঁহার শোভা হইল ॥ ৫৮ ॥ তাঁহাকে অভিষিক্ত দর্শন করিয়া, মহাদেব আহ্লাদিত হইলেন। পাবক, কৃত্তিকাগণ এবং যশস্বিনী কুটিলাও নিরতিশয় আহ্লাদ অনুভব করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর মহাদেব সেনাপত্যে অভিষিক্ত গুহকে শক্রতুল্য-পরাক্রম প্রমথচতুষ্টয় প্রদান করিলেন ॥ ৬০ ॥ তাহাদের নাম ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিষেণ এবং বলিপ্রধান কুমুদমালী ॥ ৬১ ॥ নারদ! হরদত্ত গণচতুষ্টয়কে দর্শন করিয়া, দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করিয়া, স্ব স্ব গণ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ তন্মধ্যে ব্রহ্মা স্থাণুনামক গণ প্রদান করিলেন। বিষ্ণু সংক্রম বিক্রম ও পরাক্রম নামে প্রথিত গণত্রয় সম্প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ শক্র উৎক্রেশ ও পঙ্কজ, রবি দণ্ড ও কপিঙ্গল, চন্দ্র মণি ও বসুমণি, অশ্বিদ্বয় বৎস ও নন্দী ॥ ৬৪ ॥ হুতাশন জ্যোতিঃ ও জ্বলজ্জিহ্ব, এবং ধাতা কুন্দ, মুকুন্দ ও কুসুম

পুরং। কুন্দং মুকুন্দং কুসুমং ত্রীন্ ধাতাহনুচরান্ দদৌ ॥ ৬৫ ॥ চক্রানুচক্রৌ ত্বষ্টা চ বেধা নিস্থির-সুস্থিরৌ। পাণিতাজং কালিকং চ প্রাদাৎ পূষা মহাবলৌ ॥ ৬৬ ॥ স্বর্ণমালং ঘনাহ্বং চ হিমবান্ প্রমথোত্তমৌ। প্রাদাদেবোচ্ছ্রিতো বিন্ধ্যস্ত্বতিক্রুঞ্চং চ পার্ষদং ॥ ৬৭ ॥ সুবর্চ্চসং চ বরুণঃ প্রাদদৌ চাতিবর্চ্চসং। সংগ্রহং বিগ্রহং চাপি নাগা জয়পরাজয়ৌ ॥ ৬৮ ॥ উন্মাদং শঙ্কুকর্ণং চ পুষ্পদন্তং তথাম্বিকা। ঘসং চাতিঘসং বায়ুঃ প্রাদাদনুচরাবুভৌ ॥ ৬৯ ॥ পরিঘং বটকং ভীমং দাহাতিদহনৌ তথা। প্রদদাবংশুমান্ পঞ্চ প্রমথান্ ষণ্মুখায় হি ॥ ৭০ ॥ যমঃ প্রমথমুন্মাথং কালসেনং মহামুখং। তালপত্রং কালজঙ্ঘং ষড়েবানুচরান্ দদৌ ॥ ৭১ ॥ সুপ্রভং শুভকর্ম্মাণং দদৌ ধাতা গণেশ্বরৌ। সুব্রতং সত্যসন্ধং চ মিত্রঃপ্রাদাদ্দ্বিজোত্তম ॥ ৭২ ॥ অনন্তঃ শঙ্কুপীঠশ্চ নিকুম্ভঃ কুমুদোহম্বুজঃ। একাক্ষঃ কুনটী চক্ষুঃ কিরীটী কলশোদরঃ ॥ ৭৩ ॥ সূচীবক্ত্রঃ কোকনদঃ প্রহাসঃ প্রিয়কোহচ্যুতঃ। গণাঃ পঞ্চদশৈতে হি যক্ষৈর্দত্তা গুহস্য তু ॥ ৭৪ ॥ কালিন্দ্যা কলকঙ্কশ্চ নর্ম্মদায়া রণোৎকটঃ। গোদাবর্য্যা সিদ্ধযাত্রং তমসা সাদ্রিকম্পকৌ ॥ ৭৫ ॥ সহস্রবাহুঃ সীতায়াঃ বঞ্জুলায়াঃ সিতোদরঃ। মন্দাকিন্যাস্তদা গন্ধো বিপাশায়াঃ প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৭৬ ॥ ঐরাবত্যাশ্চতুর্দ্দংষ্ট্রঃ ষোড়শাখ্যো বিতস্তয়া। মার্জ্জারিং কৌশিকী প্রাদাৎ ক্রথক্রৌঞ্চৌ চ গৌতমী ॥ ৭৭ ॥ বাহুদা শতশীর্ষং চ বাহা গোনন্দনন্দিকৌ। ভীমং ভীমরথী প্রাদাদ্বেগারিং সরযূর্দদৌ ॥ ৭৮ ॥ অষ্টবাহুং দদৌ কালী সুবাহুমপি গণ্ডকী। মহানদী চিত্রদেবং শিপ্রা চিত্র-রথং দদৌ ॥ ৭৯ ॥ কুহূঃ কুবলয়ং প্রাদান্মধুবর্ণং মধূদকা। জম্বুকং ধুতপাপা চ বেত্রা শ্বেতাননন্দদৌ ॥৮০॥ শ্রুতং চ প্রথমং বেণা রেবা সাগরবেগিনং। প্রভাবার্থসহং প্রাদাৎ কাঞ্চনা কনকেক্ষণং ॥৮১॥ গৃধ্রবক্ত্রং চ বিমলা চারুপত্রং মনোহরা। ধুতপাপা মহারাবং কর্ণা বিদ্রুমসন্নিভম্ ॥৮২॥ সুপ্রসাদং সুবেণুঞ্চ জিষ্ণুমোঘবতী দদৌ। যজ্ঞবাহুং বিশালা চ সরস্বত্যো দহুর্গণান ॥ ৮৩ ॥

নামক গণত্রয় গুহের অনুচর্য্যার্থ নিযোগ করিয়া দিলেন ॥ ৬৫ ॥ অনন্তর ত্বষ্টা চক্র ও অনুচক্র নামে দুই গণ প্রদান করিলে, বেধা নিস্থির ও সুস্থির নামে বিখ্যাত গণদ্বিতয় সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর পূষা পাণিতাজ ও কালিক নামক দুই মহাবল গণ প্রদান করিলে ॥ ৬৬ ॥ হিমবান্ স্বর্ণমাল ও ঘন নামে দুই প্রধান প্রমথ তদীয় আনুচর্য্যে নিযোজিত করিয়া দিলেন। তদনন্তর বিন্ধ্যগিরি, অতিক্রুঞ্চ পার্ষদ ॥ ৬৭ ॥ বরুণ সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চা, নাগ সকল সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয় ও পরাজয় ॥ ৬৮ ॥ অম্বিকা উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ, পুষ্পদন্ত, বায়ু ঘস ও অতিঘস নামক অনুচর-দ্বয় ॥ ৬৯ ॥ ও অংশুমান্ গণ পঞ্চ প্রদান করিলেন। তাহাদের নাম পরিঘ, বটক, ভীম, দাহ ও অতিদহন ॥ ৭০ ॥ যম প্রমথ, উন্মথ, কালসেন, মহামুখ, তালপত্র ও কালজঙ্ঘ নামক ছয় গণ ॥ ৭১ ॥ ধাতা সুপ্রভ ও শুভকর্ম্মা, মিত্র সুব্রত ও সত্যসন্ধ ॥ ৭২ ॥ এবং যক্ষেরা অনন্ত, শংকুপীঠ, নিকুম্ভ, কুমুদ, অম্বুজ, একাক্ষ, কুনটী, চক্ষু, কিরীটী, কলশোদর ॥ ৭৩ ॥ সূচীবক্ত্র, কোকনদ, প্রহাস, প্রিয়ক, অচ্যুত এই পঞ্চদশ গণ গুহের সাহায্যার্থ নিয়োগ করিয়া দিলেন ॥৭৪॥ অনন্তর কালিন্দী কলকঙ্ক, নর্ম্মদা রণোৎকট, গোদাবরী সিদ্ধযাত্র, তমসা অদ্রি ও কম্পক ॥৭৫॥ সীতা সহস্রবাহু, বঞ্জুলা সিতোদর, মন্দাকিনী গন্ধ, বিপাশা প্রিয়ঙ্কর ॥ ৭৬ ॥ ঐরাবতী চতু-র্দংষ্ট্র, বিতস্তা ষোড়শ, কৌশিকী মার্জ্জারি, গৌতমী ক্রথ ও ক্রৌঞ্চ ॥ ৭৭ ॥ বাহুদা শতশীর্ষ, বাহা গোনন্দ ও নন্দিক, ভীমরথী ভীম, সরযূ বেগারি ॥ ৭৮ ॥ কালী অষ্টবাহু, গণ্ডকী সুবাহু, মহানদী চিত্রদেব, শিপ্রা চিত্ররথ ॥৭৯॥ কুহূ কুবলয, মধূদকা মধুবর্ণ, ধুতপাপা জম্বুক, বেত্রা শ্বেতানন ॥৮০॥ বেণা শ্রুত, রেবা সাগরবেগ, কাঞ্চনা প্রভাবার্থসহ ও কনকেক্ষণ ॥ ৮১ ॥ বিমলা গৃধ্রবক্ত্র, মনোহরা চারুপত্র, ধুতপাপা মহারাব, কর্ণা বিদ্রুমসন্নিভ ॥ ৮২ ॥ ওঘবতী সুপ্রসাদ ও সুবেণু, বিশালা যজ্ঞবাহু ॥ ৮৩ ॥ এবং কুটিলা ইন্দ্রতুল্যবলবিশিষ্ট ত্রিংশৎ গণ প্রদান করিলেন। ঐ গণ

কুটিলা তনয়ান্ প্রাদাত্রিংশচ্ছক্রবলান্ গণান্ । করালং সিতকেশং চ কৃষ্ণকেশং জটাধরা ॥ ৮৪ ॥
মেঘনাদং চতুর্দ্দংষ্ট্রং বিদ্যুজ্জিহ্বং দশাননং । সোমাপ্যায়নমেবোগ্রং দেবযাজিনমেব চ ॥ ৮৫ ॥
হংসাস্যং কুণ্ডজঠরং মুদগ্রীবং হয়াননং । কূর্ম্মগ্রীবং চ পঞ্চৈতান্ দদুঃ পুত্রায় কৃত্তিকাঃ ॥ ৮৬ ॥
স্থাণুজংঘং কুম্ভবক্ত্রং লাহজঙ্ঘং মহাননং । পিণ্ডারকঞ্চ পঞ্চৈতান্ দদুঃ কন্যায় চর্ষয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
নাগজিহ্বং চন্দ্রভাসং পাণিকূর্ম্মমশিক্ষকং । চাপবক্ত্রং চ জম্বকং দদৌ তীর্থং পৃথূদকং ॥ ৮৮ ॥
চক্রতীর্থং সুচক্রাখ্যং মকরাখ্যং গয়াশিরঃ । গণপঞ্চ শিবং নাম দদৌ কনখলং স্বকং ॥ ৮৯ ॥
বন্ধুদণ্ডং চাজিশিরা বাহুশালং চ পুষ্করং । সর্ব্বৌজসং মাহিষকং মানসঃ পিঙ্গলং তথা ॥ ৯০ ॥
রুদ্রমৌশনসঃ প্রাদাত্ততোঽন্যান্মাতরো দদুঃ । বসুদামং সোমতীর্থঃ প্রভাসো নন্দিনীমপি ॥ ৯১ ॥
ইন্দ্রতীর্থং বিশোকাং চ উদপানো ঘনস্বনাং । সপ্তসারস্বতঃ প্রাদান্মাতরশ্চতুরোঽদ্ভুতাঃ ॥ ৯২ ॥
গীতপ্রিয়াং মাধবীং চ তীর্থনেমিং স্মিতাননাং । একচূড়াং নাগতীর্থঃ কুরুক্ষেত্রং কলাম্পদং ॥ ৯৩ ॥
ব্রহ্মযোনিশ্চণ্ডশিতাং ভদ্রকালী ত্রিবিষ্টপং । রৌণ্ডীসেণ্ডীপোপভেণ্ডীং প্রাদাদ্দ্বিরদপাবনঃ ॥ ৯৪ ॥
সোপলীয়াং মহাপ্রাদাচ্ছালিকাং মানসো হ্রদঃ । শতঘণ্টাং শতানন্দা তথোলূখলমেখলাং ॥ ৯৫ ॥
পদ্মাবতীং মাধবীং চ দদৌ বদরিকাশ্রমং । সুষমামেকচূড়াং চ দেবী ধমধমাং তথা ॥ ৯৬ ॥
উৎক্রাথনী বেদমন্ত্রাং কেদারো মাতরো দদৌ । সুনক্ষত্রং কলুনাঞ্চ সুপ্রভাতং সুমঙ্গলং ॥ ৯৭ ॥
দেবমিত্রাং চিত্রসেনাং দদৌ রৌদ্রমহালয়ঃ । কোটরামূর্দ্ধবেণঞ্চ শ্রীমতীং বাহুপুত্রিকাং ॥ ৯৮ ॥
পতিতাং কমলাক্ষীঞ্চ প্রয়াগো মাতরো দদৌ । সুষমাং মধুপিঙ্গাঞ্চ কান্তিং দহদহাং পরং ॥ ৯৯ ॥
প্রাদাৎ খেটকরাং চান্যাং সর্ব্বপাপবিমোচনঃ । সন্তানিকাং চ বিকলাং ক্রমুকাং বরবাসিনীং ॥ ১০০ ॥
জলেশ্বরীং কর্কটিকাং সুদামা লোহমেখলাং । বপুষ্মত্যুল্মুকাক্ষী চ কোকনামা মহাসনী ।
রৌদ্রা কর্কটিকা তুণ্ডা শ্বেততীর্থো দদৌ ত্রিমাং ॥ ১০১ ॥ এতানি ভূতানি গণাংশ্চ মাতরো দৃষ্ট্বা

তাঁহার তনয় । জটাধরা করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, মেঘনাদ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দশানন সোমাপ্যায়ন, উগ্র, দেবযাজী ॥ ৮৪॥৮৫ ॥ এবং কৃত্তিকারা হংসাস্য, কুণ্ডজঠর, মুদগ্রীব-হয়ানন, কূর্ম্মগ্রীব এই পঞ্চ গণ, পুত্রের অনুচররূপে নিয়োগ করিয়া দিলেন ॥ ৮৬ ॥ ঋষিগণ স্থাণু-জংঘ, কুম্ভবক্ত্র, লাহজংঘ, মহানন, ও পিণ্ডারক এই পঞ্চ গণ প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥ পৃথূদক তীর্থ নাগজিহ্ব, চন্দ্রভাস, পাণিকূর্ম্ম, অশিক্ষক, চাপবক্ত্র, জম্বূক ॥ ৮৮ ॥ কনখল চক্রতীর্থ, মকরাখ্য, সুচক্রাখ্য, গয়াশিরঃ ও শিব ॥ ৮৯ ॥ পুষ্করতীর্থ বন্ধুদণ্ড, আজিশিরা ও বাহুশাল ; মানস-তীর্থ সর্ব্বৌজস, মাহিষ ও পিঙ্গল ॥৯০॥ ঔশনস রুদ্র ও মাতৃকারা অন্যান্য গণ সম্প্রদান করিলেন । অনন্তর সোমতীর্থ বসুদাম, প্রভাস নন্দিনী ॥ ৯১ ॥ ইন্দ্রতীর্থ বিশোকা, উদপান ঘনস্বনা, সপ্ত সারস্বত অদ্ভুতস্বভাববিশিষ্ট গীতপ্রিয়া, মাধবী তীর্থনেমি ও স্মিতানন নামে বিখ্যাত মাতৃকা-চতুষ্টয় নাগতীর্থ একচূড়া, কুরুক্ষেত্র কলাম্পদ ॥ ৯২ ॥ ॥ ৯৩॥ ব্রহ্মযোনি চণ্ডশীতা, ভদ্রকালী ত্রিবিষ্টপ, দ্বিরদপাবন রৌণ্ডীসেণ্ডীপোপভেণ্ডী ॥৯৪ ॥ মানসহ্রদ শালিকা শতানন্দা শতঘণ্টা ও উলূখলমেখলা ॥ ৯৫ ॥ বদরিকাশ্রম পদ্মাবতী, মাধবী, সুষমা ও একচূড়া, দেবী ধমধমা ॥ ৯৬ ॥ উৎক্রাথনী বেদমন্ত্রা, কেদার মাতৃকাসমূহ, সুনক্ষত্র কলুনা, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল ॥ ৯৭ ॥ রৌদ্রমহালয় দেবমিত্রা, চিত্রসেনা, কোটরা, মূর্দ্ধবেণা, শ্রীমতী, বাহুপুত্রিকা ॥ ৯৮ ॥ পতিতা ও কমলাক্ষী, সর্ব্বপাপবিমোচন প্রয়াগ মাতৃকাসমূহ, সুষমা, মধুপিঙ্গা, কান্তি, দহদহা ॥ ৯৯ ॥ খেটকরা, সন্তানিকা, বিকলা, ক্রমুকা, বরবাসিনী ॥ ১০০ ॥ জলেশ্বরী ও কর্কটিকা, সুদামা লোহমেখলা, শ্বেততীর্থ বপুষ্মতী, উল্মুকাক্ষী, কোকনামা, মহাসনী, রৌদ্রা, কর্কটিকা ও তুণ্ডা প্রদান করিল ॥ ১০১ ॥

মহাত্মা বিনতাতনুজঃ। দদৌ ময়ূরং স্বসুতং মহাজবং তথারুণস্তাম্রচূড়ং চ পুত্রকং ॥ ১০২ ॥ শক্তিং হুতাশোঽদ্রিসুতা চ বস্ত্রং দণ্ডং গুরুঃ সা কুটিলা কমণ্ডলুং। মালাং হরিঃ শূলধরঃ পতাকং কণ্ঠে চ হারং মঘবাম্বুরস্তঃ ॥ ১০৩ ॥ গণৈর্বৃতো মাতৃভিরধ্যবাতো ময়ূরসংস্থো বরশক্তিপাণিঃ। সৈনাধিপত্যে স কৃতো ভবেন রারাজ সূর্য্যোব মহাবপুষ্মান্ ॥ ১০৪ ॥

* ইতি শ্রীবামনপুরাণে কার্ত্তিকেয়াভিষেকে নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। সেনাপত্যেভিষিক্তস্তু কুমারো দৈবতৈরথ। প্রণিপত্য ভবং ভক্ত্যা গিরিজাং পাবকং শুচিং ॥ ১ ॥ ষট্ কৃত্তিকাশ্চ সরসা প্রণম্য কুটিলামপি। ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

কুমার উবাচ। নমো ভগবতীং দেবীমোং নমোঽস্তু তপোধনাঃ। যুষ্মৎপ্রসাদাজ্জেষ্যামি শত্রু মহিষতারকৌ ॥ ৩ ॥ শিশুরস্মি ন জানামি বক্তুং কিঞ্চন দেবতাঃ। দীয়তাং ব্রহ্মণা সার্দ্ধমনুজ্ঞাং মম সাংপ্রতং ॥ ৪ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে কুমারেণ মহাত্মনা। মুখং নিরীক্ষ্য তস্যৈব সর্ব্বে বিগতসাধ্বসাঃ ॥ ৫ ॥ শঙ্করোপি সুতস্নেহাৎ সমুত্থায় প্রজাপতিং। আদায় দক্ষিণে পাণৌ স্কন্দান্তিকমুপাযযৌ ॥ ৬ ॥ অথোমা প্রাহ তনয়ং পুত্র এহেহি শত্রুহন্। বন্দস্ব চরণৌ বিষ্ণোস্ত্রিলোকনমস্কৃতৌ ॥ ৭ ॥ ততো বিহস্যাহ গুহঃ কোয়ং মাতর্ব্বদস্ব মাং। যস্যাদরাৎ প্রণামোয়ং ক্রিয়তে মদ্বিধৈর্জ্জনৈঃ ॥ ৮ ॥ তং মাতা প্রাহ বচনং কৃতে কর্ম্মণি পদ্মভূঃ। বক্ষ্যতে তব

মহাত্মা গরুড় এই সকল গণ ও মাতৃকাগণকে দর্শন করিয়া, স্বীয় পুত্র মহাবেগ ময়ূরকে অরুণ নিজাত্মজ তাম্রচূড়কে প্রদান করিলে ॥ ২০২ ॥ হুতাশন শক্তি, অদ্রিসুতা বস্ত্র, গুরু দণ্ড, কুটিলা কমণ্ডলু, হরি মালা, শূলপাণি পতাকা ও ইন্দ্র কণ্ঠহার প্রদান করিলেন ॥ ১০৩ ॥ তখন মহাবপুষ্মান্ কার্ত্তিকেয় গণ সকলে পরিবৃত, মাতৃগণে অনুসৃত ও ময়ূরে অধিষ্ঠিত এবং মহাদেব কর্ত্তৃক সেনাধিপত্যে নিযোজিত হইয়া, হস্তে বরশক্তিধারণপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায়, বিরাজিত হইলেন ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কার্ত্তিকেয়াভিষেকনামক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, কুমার দেবগণ কর্ত্তৃক সেনাপতি নিযোজিত হইয়া, ভক্তিসহকারে মহাদেবকে প্রণিপাত, গিরিনন্দিনী, অগ্নি ॥১॥ ছয় কৃত্তিকা ও কুটিলাকে প্রণাম এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ ভগবতী দেবীকে নমস্কার। হে তপোধনগণ! আমি আপনাদের প্রসাদে শত্রু মহিষ ও তারককে জয় করিব ॥ ৩ ॥ হে দেবগণ! আমি শিশু, কিছু বলিতে জানি না। অতএব, সম্প্রতি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া, আমারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

মহাত্মা কুমার এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, সকলে বিগতসাধ্বস হইয়া, তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ শঙ্কর পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত সমুত্থিত হইয়া, প্রজাপতিকে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া, কুমারের অন্তিকে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ তখন উমা তাঁহারে কহিলেন, হে পুত্র! হে শত্রুহন্তা! আগমন কর এবং বিষ্ণুর সর্ব্বলোকনমস্কৃত চরণযুগল বন্দনা কর ॥ ৭ ॥ গুহ এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, মাতঃ! ইনি কে, আমারে বলুন। মদ্বিধ লোকমাত্রেই আদরসহকারে ইঁহারে প্রণাম করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ জননী তাঁহারে

যোঽয়ং হি মহাত্মা গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৯ ॥ কেবলং ত্বিহ মাং বেদ ত্বৎপিতা প্রাহ শঙ্করঃ । নাস্তঃ পরতরোঽস্মাত্তি বয়মন্যে চ দেহিনঃ ॥ ১০ ॥ পার্ব্বত্যা গদিতে স্কন্দঃ প্রণিপত্য জনার্দ্দনং । তস্থৌ কৃতাঞ্জলিপুটস্ত্বাজ্ঞাং প্রার্থয়তেঽচ্যুতাৎ ॥ ১১ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটং স্কন্দং ভগবান্ ভূতভাবনঃ । কৃত্বা স্বস্ত্যয়নং দেবো হ্যনুজ্ঞাং প্রদদৌ ততঃ ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ । যত্তৎ স্বস্ত্যয়নং পুণ্যং কৃতবান্ গরুড়ধ্বজঃ । শিখিধ্বজায় বিপ্রর্ষে তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু স্বস্ত্যয়নং পুণ্যং যৎ প্রাহ ভগবান্ হরিঃ । স্কন্দস্য বিজয়ার্থায় মহিষস্য চ ॥ ১৪ ॥ ওঁ স্বস্তি কুরুত ং ব্রহ্মা পদ্মযোনীরজোগুণঃ । স্বস্তি চক্রাঙ্কিতকরো বিষ্ণুস্তে বিদধাত্বজঃ ॥ ১৫ ॥ স্বস্তি তে শঙ্করো ভক্ত্যা সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ । পাবকঃ স্বস্তি তুভ্যঞ্চ করোতু শিখিবাহনঃ ॥ ১৬ ॥ দিবাকরঃ স্বস্তি করোস্তু তে সদা সোমঃ স ভৌমঃ স বুধো গুরুশ্চ । কাব্যঃ সদা স্বস্তিকরোস্তু তুভ্যং শনৈশ্চরঃ স্বস্ত্যয়নং করোতু ॥ ১৭ ॥ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুর্ব্বসিষ্ঠো ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ । মৃগাংকজস্তে কুরুতাচ্চ মঙ্গলং মহর্ষয়ঃ সপ্ত দিবিস্থিতাশ্চ যে ॥ ১৮ ॥ বিশ্বেশ্বিনৌ সাধ্যমরুদ্গণাগ্নয়ো দিবাকরাঃ শূলধরা মহেশ্বরাঃ । যক্ষাঃ পিশাচ ব সবোঽষ্ট কিন্নরাস্তে স্বস্তি কুর্ব্বন্তু সদোদ্যতাস্ত্বমী ॥ ১৯ ॥ নাগাঃ সুপর্ণাঃ সরিতঃ সরাংসি তীর্থানি পুণ্যানি হ্রদাঃ সমুদ্রাঃ । মহাবলা ভূতগণা গণেন্দ্রাস্তে স্বস্তি কুর্ব্বন্তু সদোদ্যতাস্ত্বমী ॥ ২০ ॥ স্বস্তি দ্বিপদিকেভ্যশ্চ চতুষ্পাদেভ্য এব চ । স্বস্তি তে বহুপাদেভ্যস্ত্বপাদেভ্যোঽপ্যনাময়ং ॥ ২১ ॥ প্রাগ্দিশং

কহিলেন, দেবকার্য্য সমাপ্ত হইলে, পদ্মযোনি এই মহাত্মা গরুড়ধ্বজের পরিচয় প্রদান করিবেন ॥ ৯ ॥ কেবল তোমার পিতা মহাদেব আমারে ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, আমরা বা অন্য কোন দেহীই ইহাঁ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহি ॥ ১০ ॥

পার্ব্বতী এইরূপ বলিলে, কুমার জনার্দ্দনকে প্রণিপাত করিয়া, তদীয় আজ্ঞাপ্রার্থনায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ১১ ॥ তখন ভূতভাবন ভগবান্ দেব কৃতাঞ্জলিপুট স্কন্দকে স্বস্ত্যয়ন করিয়া, অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

নারদ কহিলেন, গরুড়ধ্বজ শিখিধ্বজকে তৎকালে যে পরমপবিত্র স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমারে তাহা বলুন ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান হরি কার্ত্তিকেয়ের বিজয় ও মহিষের বধার্থ যে পরমপবিত্র স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥ পদ্মযোনি রজোগুণ ব্রহ্মা তোমার স্বস্তি বিধান করুন । চক্রাঙ্কিতহস্ত বিষ্ণু তোমার স্বস্তি সম্পাদন করুন ॥ ১৫ ॥ বৃষধ্বজ মহাদেব পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া, ভক্তিসহকারে তোমার স্বস্তি সংবিধান করুন । শিখিবাহন পাবক তোমার স্বস্তি সম্পাদন করুন ॥ ১৬ ॥ দিবাকর, ভৌমসহিত চন্দ্র, বুধসহিত গুরু, ইহারা সর্ব্বদা তোমার স্বস্তি সংবিধান করুন । কাব্য নিয়ত তোমার স্বস্তি সম্পাদন করুন । শনৈশ্চর তোমার স্বস্ত্যয়ন বিধান করুন ॥ ১৭ ॥ মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা, সোমাত্মজ, এবং স্বর্গস্থ সপ্ত মহর্ষি সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন ॥ ১৮ ॥ বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমার, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, অগ্নি সকল, আদিত্যগণ, শূলধারী মহেশ্বরবর্গ, যক্ষ ও পিশাচগণ, অষ্টবসু ও কিন্নরগণ, সকলে সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া, তোমার স্বস্তি বিধান করুন ॥ ১৯ ॥ নাগগণ, সুপর্ণসকল, সরিৎ ও সরোবরসমূহ, পবিত্র তীর্থ ও হ্রদসমস্ত, সমুদ্রসমুদায়, মহাবল ভূতগণ, ও গণেন্দ্রসকল সর্ব্বদা সমুদ্যত হইয়া, তোমার স্বস্তি বিধান করুন ॥ ২০ ॥ দ্বিপদগণ ও চতুষ্পদগণ হইতে তোমার স্বস্তি সংবিহিত হউক । বহুপাদ ও অপাদগণ তোমার স্বস্তি সাধন করুক ॥ ২১ ॥ বজ্রী তোমার

রক্ষত্বাং বজ্রী দক্ষিণং দণ্ডধৃক্ । পাশী প্রতীচীমবতু যক্ষেশঃ পাতু চোত্তরাং ॥ ২২ ॥ বহ্নির্দক্ষিণপূর্ব্বাস্তু কুবেরো দক্ষিণাপরাং । প্রতীচীমুত্তরাং বায়ুঃ শিবঃ পূর্ব্বোত্তরামপি ॥ ২৩ ॥ উপরিষ্টাৎ ধ্রুবঃ পাতু হ্যধস্তাচ্চ ধরাধরঃ । মুশলী লাংগলী বজ্রী ধনুষ্মানন্তরেষু চ ॥ ২৪ ॥ বারাহোম্বুনিধৌ পাতু দুর্গে পাতু নৃকেসরী । সামবেদধ্বনিঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতঃ পাতু মাধবঃ ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবং কৃতস্বস্ত্যয়নো গুহঃ শক্তিধরোহগ্রণীঃ । প্রণিপত্য সুরান্ সর্ব্বান্ সমুৎপপাত ভূতলাৎ ॥ ২৬ ॥ তমন্বে চ গণাঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনিদৈবতৈঃ । অনুজগ্মুঃ কুমারং তে কামরূপা বিহঙ্গমাঃ ॥ ২৭ ॥ মাতরশ্চ তথা সর্ব্বাঃ সমুৎপেতুর্নভস্তলং । সমং স্কন্দেন বলিনো হন্তুকামা মহাসুরান্ ॥ ২৮ ॥ ততঃ সুদীর্ঘমধ্বানং গত্বা স্কন্দোহব্রবীদ্গণান্ । ভূম্যাং তূর্ণং মহাবীর্য্যাঃ কুরুধ্বমবতারণং ॥ ২৯ ॥ গণা গুহবচঃ শ্রুত্বা অবতীর্য্য মহীতলং । আরাৎ পর্ব্বতমভ্যেত্য নাদং চক্রুর্ভয়ঙ্করং ॥ ৩০ ॥ তন্নিনাদো মহীং সর্ব্বামাপূর্য্য চ নভস্তলং । বিবেশার্ণবরন্ধ্রেণ পাতালং দানবালয়ং ॥ ৩১ ॥ শ্রুতঃ স মহিষেণাথ তারকেণ চ ধীমতা । বিরোচনেন কুম্ভেন নিকুম্ভেনাসুরেণ চ ॥ ৩২ ॥ শ্রুত্বা চ সহসা নাদং বজ্রপাতোপমং দৃঢ়ং । কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য তূর্ণং জগ্মুস্তদান্ধকং ॥ ৩৩ ॥ তে সমেত্যান্ধকেনৈব সমং দানবপুঙ্গবাঃ । মন্ত্রয়ামাসুরুদ্বিগ্নাস্তচ্ছব্দং প্রতি নারদ ॥ ৩৪ ॥ মন্ত্রয়ৎসু চ দৈত্যেষু পাতালাৎ শূকরাননঃ । পাতালকেতুর্দৈত্যেন্দ্রঃ সংপ্রাপ্তোহথ রসাতলং ॥ ৩৫ ॥ স বাণবিদ্ধো ব্যথিতঃ কম্পমানো মুহুর্মুহুঃ । অব্রবীদ্বচনং দীনং সমভ্যেত্যান্ধকাসুরং ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্ব দিক, দণ্ডধর তোমার দক্ষিণ দিক্, পাশী তোমার প্রতীচিদিক্ ও যক্ষেশ্বর তোমার উত্তর দিক্ রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥ বহ্নি দাক্ষণপূর্ব্ব দিক্, কুবের দক্ষিণপশ্চিম দিক্, বায়ু প্রতীচী ও উত্তর দিক্, ও শিব তোমার পূর্ব্বোত্তর দিক্ পালন করুন ॥ ২৩ ॥ ধ্রুবঃ তোমার উপরিষ্টাৎ রক্ষা ও ধরাধর তোমার অধস্তাৎ পালন করুক। আর, মুশলী, লাঙ্গলী, বজ্রী ও ধনুষ্মান্ তোমার অন্তর সকল রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥ বারাহ তোমারে সাগরে, নৃকেশরী দুর্গে, এবং সামবেদধ্বনি শ্রীমান্ মাধব সকল দিকে ও সকল স্থলে তোমারে রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ মাধব এইরূপে স্বস্ত্যয়ন করিলে, সকলের অগ্রণী শক্তিধর গুহ সমুদায় সুরবর্গকে প্রণিপাত করিয়া, ভূতল হইতে গগন তলে উৎপতিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন অন্যান্য গণ সকল ও দেবগণ মুনিগণের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই কামরূপ ॥ ২৭ ॥ তদ্দর্শনে মাতৃকাগণও আকাশে উৎপতিত হইলেন। তাঁহারা স্কন্দের সহিত যোগদান করিয়া, মহাবল মহাসুরদিগকে বধ করিতে অভিলাষিণী হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর কুমার সুদীর্ঘ পথ গমন করিয়া গণ সকলকে বলিলেন, হে মহাবীর্য্য সকল! তোমরা সত্বরে ভূমিতলে অবতরণ কর ॥ ২৯ ॥ গণ সকল গুহের আদেশানুসারে মহাভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ সেই শব্দ, সমুদায় মহীতল ও গগনতল সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিয়া, অর্ণবরন্ধ্র যোগে দানবগণের আলয় পাতালতলে প্রবেশ করিল ॥ ৩১ ॥ এবং মহিষ, ধীমান্ তারক, বিরোচন, কুম্ভ, নিকুম্ভ, এই সকল মহাসুরের শ্রুতিবিষয়ে পতিত হইল ॥ ৩২ ॥ তাহারা সকলে এই বজ্রপাতোপম দৃঢ় শব্দ সহসা শ্রবণ করিয়া, ইহা কি, এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, সত্বরে অন্ধকাসুরের অন্তিকে গমন করিল ॥ ৩৩ ॥ সেই সকল দানবপুঙ্গব অন্ধকের সহিত সমেত হইয়া, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সেই শব্দলক্ষ্যে মন্ত্রণা করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া, মন্ত্রণা করিতেছে, এমন সময়ে দৈত্যেন্দ্র শূকরানন পাতালকেতু পাতাল হইতে রসাতলে গমন করিল ॥ ৩৫ ॥ সে বাণবিদ্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্য ব্যথিত ও বারম্বার কম্পান্বিত হইয়া, অন্ধকাসুরের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক অতীব ব্যাকুল বচনে কহিল ॥ ৩৬ ॥

পাতালকেতুরুবাচ। গতোঽহম্মাসং দৈত্যেন্দ্র গালবস্যাশ্রমং প্রতি। তদ্বিধ্বংসয়িতুং যত্নঃ সমারব্ধো বলান্ময়া ॥ ৩৭ ॥ যাবচ্ছূকররূপেণ প্রবিশামি তদাশ্রমম্। ন জানেঽহং নরং রাজন্ যেন মে প্রহিতঃ শরঃ ॥ ৩৮ ॥ শরনির্ভিন্নজত্রুশ্চ ভয়ার্ত্তশ্চ মহাজবঃ। প্রপলায্যাশ্রমাত্তস্মাৎ স চ মাং পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ॥ ৩৯ ॥ তুরঙ্গখুরনির্ঘোষঃ শ্রূয়তে পরমোঽসুর। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি বদতঃ শূকরস্য চ পৃষ্ঠতঃ। তদ্ভয়াদস্মি জলধিং সংপ্রাপ্তো দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ৪০ ॥ যাবৎ পশ্যামি তত্রস্থান্ নানাবেশাকৃতীন্নরান্। কেচিদ্গর্জ্জন্তি ঘনবৎ প্রত্যগর্জ্জংস্তথা পরে ॥ ৪১ ॥ অন্যে চোচুর্বয়ং নূনং নিহন্মো মহিষাসুরং। তারকং ঘাতয়ামেত্য বদন্ত্যন্যে সুতেজসঃ ॥ ৪২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সুতরাং ত্রাসো মম জাতোঽসুরেশ্বর। মহার্ণবং পরিত্যজ্য পতিতোঽস্মি ভয়াতুরঃ ॥ ৪৩ ॥ ধরণ্যাং বিবৃতং গর্ত্তং স মামন্বপতদ্বশী। তদ্ভয়াৎ সংপরিত্যজ্য হিরণ্যপুরমাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥ ভবান্তিকমনুপ্রাপ্তঃ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি। তচ্ছ্রুত্বা চান্ধকো বাক্যং প্রাহ মেঘস্বনং বচঃ ॥ ৪৫ ॥ ন ভেতব্যং ত্বয়া তস্মাৎ সত্যং গোপ্তাস্মি দানব। মহিষস্তারকশ্চোগ্রো বাণশ্চ বলিনন্দনঃ ॥ ৪৬ ॥ অনাখ্যায়ৈব তে বীরাস্ত্বন্ধকং মহিষাদয়ঃ। স্বপরিগ্রহসংযুক্তা ভূমিযুদ্ধায় নির্য্যযুঃ ॥ ৪৭ ॥ যত্র তে দারুণাকারা গণাশ্চক্রুর্মহাস্বনং। তত্র দৈত্যাঃ সমাজগ্মুঃ সায়ুধাঃ সবলা মুনে ॥ ৪৮ ॥ দৈত্যানাং পতয়ো দৃষ্ট্বা কার্ত্তিকেয়গণাংস্ততঃ। অভ্যদ্রবন্ত সহসা স চোগ্রং মাতৃমণ্ডলম্ ॥ ৪৯ ॥ তেষাং পুরঃসরঃ স্থাণুঃ প্রগৃহ্য পরিঘং বশী। ন্যষূদয়ৎ পরবলং ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব ॥ ৫০ ॥ তন্নিঘ্নন্তং

হে দৈত্যেন্দ্র! এক মাস হইল, আমি গালবের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। এবং তাহা একবারেই ধ্বংস করিবার জন্য কৃতযত্ন হইয়াছিলাম ॥ ৩৭ ॥ আমি যেমন শূকররূপে সেই আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিলাম, তেমনি, জানি না, কোন্ মনুষ্য আমার প্রতি শর প্রয়োগ করিল ॥ ৩৮ ॥ জত্রুদেশ শরাঘাতে বিদারিত হওয়াতে, আমি ভয়ার্ত্ত হইয়া, মহাবেগে সেই আশ্রম হইতে পলায়মান হইলে, ঐ ব্যক্তি আমার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৯ ॥ হে অসুর! তৎকালে বিপুল তুরগখুরশব্দ শ্রূয়মাণ হইতে লাগিল। আমার পশ্চাতে থাকিয়া, ঐ ব্যক্তি আমারে থাক, থাক, বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভয়ে আমি দক্ষিণ সাগরে সমাগত হইলাম ॥ ৪০ ॥ তথায় আসিয়া, আমি নানাবেশধারী ও নানাকৃতিসম্পন্ন মানবদিগকে দর্শন করিলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন, কেহ প্রতিগর্জ্জন ॥ ৪১ ॥ ও কেহ বা এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, আমরা নিশ্চয়ই মহিষাসুরকে নিহত করিব। অন্যান্য পরমতেজস্বী ব্যক্তিরাও বলিতেছে, আমরা তারককে বিনাশ করিব ॥ ৪২ ॥ হে অসুরেশ্বর! এই সকল শুনিয়া, আমার অতিমাত্র ত্রাস উপস্থিত হইল। তখন আমি ভয়াতুর হইয়া, মহার্ণব পরিত্যাগ করিয়া, ধরণীতে বিবৃত গর্ত্তমধ্যে পতিত হইলে, ঐ ব্যক্তি আমার অনুপতন করিল। তাহার ভয়ে আমি আপনার হিরণ্যপুর পরিত্যাগ করিয়া ॥ ৪৩॥৪৪ ॥ ভবদীয় অন্তিকে আগমন করিলাম, অনুগ্রহবিতরণে আজ্ঞা হউক। এই কথা শুনিয়া, অন্ধক মেঘনিস্বন বচনে কহিতে লাগিল, তোমার ভয় নাই। আমি সত্যই তোমারে রক্ষা করিব ॥ ৪৫ ॥

এদিকে, ঐ কথা শুনিয়া, মহিষ, তারক, বলিনন্দন উগ্রপ্রকৃতি বাণ ॥ ৪৬ ॥ ইত্যাদি বীরবর্গ অন্ধককে না বলিয়াই, স্ব স্ব পরিকর সহ মিলিত হইয়া, ভূমিযুদ্ধের জন্য নির্যাণ করিল ॥ ৪৭ ॥ যেখানে সেই দারুণাকৃতি গণ সকল মহাশব্দ করিতেছে, দৈত্যগণ আয়ুধ হস্তে সবলে তথায় সমাগত হইল ॥ ৪৮ ॥ তাহারা কার্ত্তিকেয়ের গণসমস্তকে যেমাত্র দর্শন করিল, তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ডপ্রকৃতি মাতৃমণ্ডল তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৪৯ ॥ স্থাণু তাহাদের পুরোগামী হইয়া, পরিঘগ্রহণপূর্ব্বক, ক্রোধভরে রুদ্র যেমন পশুদিগকে, তদ্রূপ পরবল সকলকে সংহার

মহাদেবং নিরীক্ষ্য কলশোদরঃ। কুঠারং পাণিনাদায় হন্তি সর্বান্মহাসুরান্ ॥ ৫১ ॥ জ্বালামুখো ভয়করঃ করেণাদায় চাসুরং। সারথং সগজং সাশ্বং বিস্তৃতে বদনেঽক্ষিপৎ ॥ ৫২ ॥ দণ্ডকশ্চাপি সংক্রুদ্ধঃ প্রাসপাণিং মহাসুরং। সবাহনং প্রক্ষিপতি সমুৎপাট্য মহার্ণবে ॥ ৫৩ ॥ শঙ্কুকর্ণশ্চ মুশলী হলেনাহত্য দানবান্। সংচূর্ণয়তি মন্ত্রীব রাজানং হীনপৌরুষং ॥ ৫৪ ॥ খড়্গচর্ম্মধরো বীরঃ পুষ্পদন্তো গণেশ্বরঃ। দ্বিধাত্রিধা চ বহুধা চক্রে দৈতেয়দানবান্ ॥ ৫৫ ॥ পিঙ্গলো দণ্ডমুণ্ডৈশ্চ যত্র তত্র প্রধাবতি। তত্র তত্র প্রদৃশ্যন্তে রাশয়ঃ সর্ব্বদানবৈঃ ॥ ৫৬ ॥ সহস্রনয়নঃ শূলং ভ্রাময়ন্বৈ গণাগ্রণীঃ। নিজঘানাসুরান্ বীরঃ সবাজিরথকুঞ্জরান্ ॥ ৫৭ ॥ ভীমো ভীমশিলাবর্ষৈঃ স পুরঃসরিণোঽসুরান্। নিজঘান যথৈবেন্দ্রো বজ্রবৃষ্ট্যা নগোত্তমান্ ॥ ৫৮ ॥ রৌদ্রঃ শকটচক্রাখ্যো গণঃ পঞ্চশিখো বলী। ভ্রাময়ন্মুদ্গরং বেগান্নিজঘান বলাদ্রিপূন্ ॥ ৫৯ ॥ গিরিভেদী তলেনৈব সারোহং কুঞ্জরং রণে। ভস্ম চক্রে মহাবেগো রথঞ্চ রথিনা সহ ॥ ৬০ ॥ নাড়ীজঙ্ঘো নিপাতৈশ্চ মুষ্টিভির্জানুনাসুরান্। কীলাভির্বজ্রতুল্যাভির্জঘান বলবান্মুনে ॥ ৬১ ॥ কূর্ম্মগ্রীবোহয়গ্রীবা শিরসা চরণেন চ। লুণ্ঠনেন তদা দৈত্যান্ নিজঘান সবাহনান্ ॥ ৬২ ॥ পিণ্ডাকরস্তু তুণ্ডেন শৃঙ্গাভ্যাং চ কলিপ্রিয়ঃ। বিদারয়তি সংগ্রামে দানবান্ সমরোদ্ধতান্ ॥ ৬৩ ॥ ততো দৃষ্ট্বা বলমতুলং বধ্যমানং গণেশ্বরৈঃ। প্রদুদ্রাবাথ মহিষস্তারকশ্চ গণাগ্রণীঃ ॥ ৬৪ ॥ তে হন্যমানাঃ প্রমথা দানবানাং বরায়ুধৈঃ। পরিবার্য্য সমংতাত্তে যুযুধুঃ কুপিতাস্তদা ॥ ৬৫ ॥ হংসাস্যঃ পট্টিশেনাথ জঘান মহিষাসুরং। ষোড়শাখ্যস্ত্রিশূলেন শতশীর্ষো বরাসিনা ॥ ৬৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ তখন কলশোদর মহাদেবকে শত্রুবলসংহারে প্রবৃত্ত দর্শন করিয়া, হস্তে কুঠারগ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় মহাসুরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫১ ॥ ভয়ঙ্কর জ্বালামুখ অশ্ব, গজ ও রথের সহিত অসুরকে হস্তে গ্রহণ করিয়া, বিস্তৃত বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥ দণ্ডকও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রাসপাণি মহাসুরকে বাহনের সহিত সমুৎপাটিত করিয়া, মহার্ণবমধ্যে ফেলিয়া দিল ॥৫৩॥ মুসলধারী শঙ্কুকর্ণ হল দ্বারা দানবদিগকে আহত করিয়া, মন্ত্রী যেমন পৌরুষহীন রাজাকে, তেমনি তাহাদিগকে সংচূর্ণিত করিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥ খড়্গচর্ম্মধর বীর গণেশ্বর পুষ্পদন্ত দৈতেয় ও দানবদিগকে দ্বিধা, ত্রিধা ও বহুধা খণ্ডিত করিয়া ফেলিল ॥ ৫৫ ॥ পিঙ্গল দণ্ড ও মুণ্ডের সা.ত যে যে স্থানে ধাবমান হইল, সমুদায় দানবগণ সেই সেই স্থ ল‍ বহুরাশি দর্শন করিল ॥ ৫৬ ॥ গণাগ্রণী সহস্রনয়ন শূল ভ্রামিত করিয়া, অশ্ব, রথ ও গজের স ত অসুরদিগকে সংহার ক রতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ ভীম ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি সহকারে সপরিকর অসুরাদগকে, বজ্রবৃষ্টিপাতে নগো ত্তমদিগকে ইন্দ্রের ন্যায়, নিহত করিল ॥৫৮॥ চক্রনামক পঞ্চশিখাবিশিষ্ট, অতীব বিকটপ্রকৃতি, মহাবল গণ সবলে মুদ্গর ভ্রামিত করিয়া, দৈত্যদিগের প্রাণহরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ গিরিভেদিনামক গণ তলপ্রহারপুরঃসর আরোহ সহিত কুঞ্জর ও মহাবেগনামক গণ রথিসহিত রথ ভস্ম করিয়া ফেলিল ॥ ৬০ ॥ "মহাবল নাড়ীজংঘ নিপাতন, মুষ্ট্যাঘাত, জানুপ্রহার ও বজ্রতুল্য কীলাসকল দ্বারা অসুরসকলকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥" কূর্ম্মগ্রীব ও হয়গ্রীব শির ও চরণপ্রহারে এবং লুণ্ঠনসহকারে বাহনসহিত দৈত্যদিগকে যমভবনে প্রেরণ করিল ॥ ৬২ । পিণ্ডাকর তুণ্ড দ্বারা ও কলিপ্রিয় শৃঙ্গযুগল সহায়ে সংগ্রামে সংগ্রামোদ্ধত দানবদিগকে বিদারিত করিয়া ফেলিল ॥ ৬৩ ॥

গণেশ্বরগণ এইরূপে সেই অতুল দৈত্যবল নিহত করিতেছে, দর্শন করিয়া, দৈত্যগণাগ্রণী তারক ও মহিষ উভয়ে সবেগে তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৬৪ ॥ তখন প্রমথগণ দানবগণের বরায়ুধে হন্যমান হইয়া, ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্ পরিবৃত করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥ হংসাস্য পট্টিশ দ্বারা মহিষাসুরকে আহত করিলে, ষোড়শাখ্য তাহার উপরি ত্রিশূল প্রয়োগ ও

শ্রুতায়ুধস্তু গদয়া বিশোকো মুশলেন চ। বন্ধুদত্তস্তু শূলেন মূর্দ্ধি দৈত্যমতাড়য়ৎ॥ ৬৭॥ তথান্যৈঃ পার্ষদৈর্যুদ্ধে শূলশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ। নাকম্পত তুদ্যমানোঽপি মৈনাক ইব পর্ব্বতঃ॥ ৬৮॥ তারকো ভদ্রকাল্যা চ তথোলূখলয়া রণে। বধ্যতেঽনেকচূড়ায়া দার্য্যতেঽপরমায়ুধৈঃ॥ ৬৯॥ তৌ তাড্যমানৌ প্রমথৈর্মাতৃভিশ্চ মহাসুরৌ। ন ক্ষোভং জগ্মতুর্বীরৌ ক্ষোভয়ংতৌ গণানপি॥ ৭০॥ মহিষো গদয়া তূর্ণং প্রহারৈঃ প্রমথানপি। পরাজিত্য প্রযাত্যেব কুমারং প্রতি সায়ুধঃ॥ ৭১॥ তমাপতন্তং মহিষং সুচক্রাক্ষো নিরীক্ষ্য হি। চক্রমুদ্যম্য সংক্রুদ্ধো রুরোধ দনুনন্দনং॥ ৭২॥ গদাচক্রাঙ্কিতকরৌ গণাসুরমহারথৌ। অযুধ্যেতাং তদা ব্রহ্মন্ লঘু চিত্রং চ সুষ্ঠু চ॥ ৭৩॥ গদাং মুমোচ মহিষঃ সমাবিধ্য গণায় তু। সুচক্রাক্ষো নিজং চক্রমুৎসসর্জ্জ রথং প্রতি॥ ৭৪॥ গদাঞ্ছিত্বা সুতীক্ষ্ণারং চক্রং মহিষমাদ্রবৎ। তত উচ্চ ক্রুশুর্দৈত্যা হা হতো মহিষস্তিতি॥ ৭৫॥ তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবদ্বাণঃ পাশমাবিধ্য বেগবান্। জঘান চক্রং রক্তাক্ষং পঞ্চমুষ্টিশতেন হি॥ ৭৬॥ পঞ্চবাহুশতেনাপি সুচক্রাক্ষং ববন্ধ সঃ। বলবানপি বাণেন নিষ্প্রযত্নগতিঃ কৃতঃ॥ ৭৭॥ সুচক্রাক্ষং সুচক্রং হি বদ্ধং বাণাসুরেণ হি। দৃষ্ট্বাদ্রবদ্গদাপাণির্মকরাক্ষো মহাবলঃ॥ ৭৮॥ গদয়া মূর্দ্ধি পাত্যেন নিজঘান মহাবলঃ। স চাপি তেন সংযুক্তো ব্রীড়াযুক্তো মহামনাঃ॥ ৭৯॥ স সংগ্রামং পরিত্যজ্য শালিগ্রামমুপাযযৌ। বাণোঽপি মকরাক্ষেণ তাড়িতোঽভূৎ পরাঙ্মুখঃ॥ ৮০॥ বভঞ্জ তদ্বলং সর্ব্বং দৈত্যানাং সুরতাপস। প্রভজ্য তদ্বলং সর্ব্বং দৈত্যানাং তে গণেশ্বরাঃ॥ ৮১॥ অতিষ্ঠস্ত ভৃশং ক্রুদ্ধা দৈত্যান্ বিদ্রাবয়ন্ রণে। ততঃ স্ববলমীক্ষ্যৈব প্রভগ্নং তারকো বলী।

শতশীর্ষ তাহারে খরধার খড়্গের আঘাত॥ ৬৬॥ এবং শ্রুতায়ুধ গদা, বিশোক মুসল ও বন্ধুদত্ত শূল দ্বারা তাহার মস্তক তাড়িত করিল॥ ৬৭॥ অনন্তর অন্যান্য পার্ষদগণ শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পট্টিশ দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, সে, মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায়, কম্পমান হইল না॥ ৬৮॥ ঐ সময়ে ভদ্রকালী, উলূখলা ও অনেকচূড়া উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল প্রয়োগ করিয়া, তারককে আহত ও বিদারিত করিতে লাগিলেন। সেই মহাসুরদ্বয় প্রমথগণ ও মাতৃমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া, কোনমতেই ক্ষুব্ধ হইল না; প্রত্যুত, গণদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল॥৬৯॥৭০॥ মহিষ সত্বরে গদাপ্রহারে প্রমথদিগকে পরাজিত করিয়া, কুমারের প্রতি আয়ুধ হস্তে প্রস্থান করিল॥ ৭১॥ সুচক্রাক্ষ মহিষকে আপতমান নিরীক্ষণ করিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, চক্র উদ্যত করিয়া, তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল॥ ৭২॥ তাহারা পরস্পর গদা ও চক্রহস্তে লঘু, চিত্র ও সুষ্ঠুরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল॥৭৩॥ মহিষ গদা সমাবিদ্ধ করিয়া, সুচক্রাক্ষের প্রতি প্রয়োগ করিলে, সেই সুচক্রাক্ষ আপনার চক্র তাহার রথলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিল॥ ৭৪॥ ঐ সুতীক্ষ্ণ অরশোভিত চক্র গদা ছেদন করিয়া, মহিষের প্রতি ধাবমান হইলে, দৈত্যগণ হাহাকারপুরঃসর, মহিষ হত হইল, বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল॥ ৭৫॥ বাণ ঐ শব্দ শুনিয়া পাশ আবিদ্ধ করিয়া, সবেগে অভিগমনপূর্ব্বক পঞ্চমুষ্টিশত দ্বারা সেই চক্রকে আহত॥ ৭৬॥ ও পঞ্চবাহুশত দ্বারা সুচক্রাক্ষকে বন্ধন করিল। এইরূপে সুচক্রাক্ষ বলবান্ হইলেও, বাণাসুর তাহাকে নিষ্প্রযত্নগতি করিয়া ফেলিল॥ ৭৭॥

মহাসুর বাণ সুচক্রবিশিষ্ট সুচক্রাক্ষকে বদ্ধ করিয়াছে, দেখিয়া, মহাবল মকরাক্ষ গদাহস্তে ধাবমান হইল॥ ৭৮॥ এবং গদা মস্তকে পাতিত করিয়া বাণাসুরকে আহত করিল। মহামনা বাণ আহত হইয়া, লজ্জান্বিত হইল॥ ৭৯॥ তখন মকরাক্ষ সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া শালিগ্রামের সমীপে গমন করিল॥ ৮০॥ বাণাসুরও তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইল। হে দেবর্ষে! তদ্দর্শনে সমুদায় দৈত্যসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। তখন গণেশ্বর গণ সমুদায় দৈত্যবল প্রভগ্ন করিয়া॥ ৮১॥ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দানবদলদলন করত,

খড়্গোদ্যতকরো দৈত্যঃ প্রদুদ্রাব গণেশ্বরান্ ॥ ৮২ ॥ ততস্তে তেনাপ্রতিমেন সাসিনা তে হংসবক্ত্রপ্রমুখা গণেশ্বরাঃ। তা মাতরশ্চাপি পরাজিতা রণে স্কন্দং ভয়ার্ত্তাঃ শরণং প্রপেদিরে ॥৮৩॥ ভগ্নান্ গণান্ বীক্ষ্য মহেশ্বরাত্মজস্তং তারকং সাসিনমাপতন্তং। দৃষ্ট্বৈব শক্ত্যা হৃদয়ে বিভেদ স ভিন্নমর্ম্মাপ্যপতৎ পৃথিব্যাং ॥ ৮৪ ॥ তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি ভগ্নদর্পে ভয়াতুরোহভূন্মহিষো মহর্ষে। সংত্যজ্য সংগ্রামশিরো দুরাত্মা জগাম শৈলং স হিমাচলং চ ॥ ৮৫ ॥ বাণোহথ বীরে নিহতেহথ তারকে গতে হিমাদ্রৌ মহিষে ভয়ার্ত্তে। ভয়াদ্বিবেশোগ্রমপাং নিধানং গণৈর্ব্বলে বিধ্যতি সাপরাধে ॥ ৮৬ ॥ হত্বা কুমারো রণমূর্দ্ধি তারকং প্রগৃহ্য শক্তিং সুহৃতা জবেন। ময়ূরমারুহ্য শিখণ্ডমণ্ডিতং যযৌ নিহন্তুং মহিষাসুরস্য ॥ ৮৭ ॥ স পৃষ্ঠতঃ প্রেক্ষ্য শিখণ্ডিকেতনং সমাপতন্তং বরশক্তিপাণিনম্। কৈলাসমুৎসৃজ্য হিমাচলং তথা ক্রৌঞ্চং সমভ্যেত্য গুহাং বিবেশ ॥ ৮৮ ॥ দৈত্যং প্রবিষ্টং স পিনাকিসূনুর্জুগোপ যত্নাদ্ভগবান্ গুহোপি। স্ববন্ধুহন্তা ভবিতা কথং ত্বহং বিচিন্তয়ন্নেব ততঃ স্থিতোভূৎ ॥ ৮৯ ॥ ততোভ্যগাৎ পুষ্করসম্ভবশ্চ হরো মুরারিস্ত্রিদশেশ্বরশ্চ। অভ্যেত্য চোচুর্মহিষং সশৈলং ভিন্দস্ব শক্ত্যা কুরু দেবকার্য্যং ॥ ৯০ ॥ তৎ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রিয়মেব তথ্যং শ্রুত্বা বচঃ প্রাহ সুরান্ বিহস্য। কথং হি মাতামহনপ্তৃকঞ্চ স্বভ্রাতরং ভ্রাতৃসুতঞ্চ মাতুঃ ॥ ৯১ ॥ এষা শ্রুতিশ্চাপি পুরাতনী কিল গায়ন্তি যাং বেদবিদো মহর্ষয়ঃ। কৃত্বা চ যস্যাং মতমুত্তমায়াং স্বর্গং ব্রজন্তি হ্যতিপাপিনোপি ॥ ৯২ ॥ গাং ব্রাহ্মণং বৃদ্ধমথাপি চাঢ্যং বালং স্ববন্ধুং ললনাং সুদুষ্টাং। কৃতাপরাধামপি নৈব বধ্যাদাচার্য্যমুখ্যা গুরবস্তথৈব ॥ ৯৩ ॥ এবং

রণমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥ বলশালী তারক, স্ববল প্রভগ্ন হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, খড়্গোদ্যত হস্তে গণেশ্বরগণের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৮৩ ॥ তখন হংসবক্ত্র প্রমুখ গণেশ্বরনিকর এবং মাতৃকাসমূহ সেই অসিহস্ত অপ্রতিম তারক কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া, কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইলেন। মহেশ্বরাত্মজ কুমার গণদিগকে ভগ্ন ও তারককে অসি হস্তে সমাগত দেখিয়া, শক্তিপ্রহারে তদীয় হৃদয় বিদারিত করিলেন। মর্ম্মস্থল নির্ভিন্ন হইলে, তারক ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৮৪ ॥ ভ্রাতা তারক নিহত ও ভগ্নদর্প হইলে, মহিষ অতিমাত্র ভীত হইয়া, সংগ্রামশির পরিত্যাগ করিয়া, হিমালয়ে গমন করিল ॥ ৮৫ ॥ বীর তারক নিহত ও মহিষ ভয়ার্ত্ত হইয়া হিমালয়ে সমাগত এবং গণ কর্ত্তৃক সৈন্য সকল সমাহত হইলে, বাণ ভয়বশতঃ সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৬ ॥ এদিকে কুমার রণমস্তকে তারককে সংহার ও শক্তিগ্রহণ পূর্ব্বক, শিখণ্ডমণ্ডিত ময়ূরে আরোহণ করিয়া, মহাবেগে মহিষাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৭ ॥ মহিষ বরশক্তি হস্তে শিখণ্ডিকেতন কার্ত্তিকেয়কে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া, কৈলাস ত্যাগ করিয়া, ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে সমাগত ও গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৮ ॥ ভগবান্ পিনাকপাণিনন্দন গুহও, মহিষ প্রবেশ করিলে, যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে স্ববন্ধুহত্যায় প্রবৃত্ত হইব, এইরূপ চিন্তাক্রান্তচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৮৯ ॥ ইত্যবসরে পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ভগবান্ ভব, মুরারি ও দেবরাজ অভ্যাগত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, শক্তি-প্রহারপুরঃসর শৈলসহিত মহিষকে বিদারিত করিয়া, দেবগণের কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৯০ ॥

কার্ত্তিকেয় এই প্রিয় তথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্য আস্যে সুরদিগকে কহিলেন, আমি কিরূপে মাতামহের নপ্তা, আপনার ভ্রাতা ও জননীর ভ্রাতৃপুত্রকে বিদারিত করিব? ॥ ৯১ ॥ বেদবিদ্গণ যাহা গান করেন, এবং যাহার অনুষ্ঠান করিলে, অতি পাপাত্মারাও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, সেই পুরাতনী শ্রুতি এইরূপ প্রচলিত আছে ॥ ৯২ ॥ গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, আঢ্য, বালক, স্ববন্ধু, সুদুষ্টা ও কৃতাপরাধা ললনা এবং আচার্য্যমুখ্য গুরুসম্প্রদায়, ইঁহাদিগকে বধ

জানন্ ধর্ম্মমগ্র্যং সুরেন্দ্রা নাহং বধ্যাং ভ্রাতরং মাতুলেয়ং। যথা দৈত্যোভিগম্যিষ্যদগুহাত্তথা। শক্ত্যা ঘাতয়িষ্যামি শক্রং ॥ ৯৪ ॥ শ্রুত্বা কুমারবচনং ভগবান্ মহর্ষে কৃত্বা মতং স্বহৃদয়ে গুহমাহ শক্রঃ। মত্তো ভবান্ন মতিমান্ বদসে কিমিত্থং বাক্যং শৃণুষ্ব হরিণা গদিতং হি পূর্ব্বং ॥ ৯৫ ॥ নৈকস্যার্থে বহূন্ হন্যাদিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ। একং হন্যাদ্বহূনাং হি ন পাপী তেন জায়তে ॥ ৯৬ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ময়া পূর্ব্বং সময়স্তেন চাগ্নিজ। নিহতো নমুচিঃ পূর্ব্বং সোদরোপি সহানুজঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্মাদ্বহূনামর্থায় সক্রৌঞ্চং মহিষাসুরং। ঘাতয়স্ব পদাক্রম্য শক্ত্যা পাবকদত্তয়া ॥ ৯৮ ॥ পুরন্দরবচঃ শ্রুত্বা ক্রোধাদারক্তলোচনঃ। কুমারঃ প্রাহ বচনং কম্পমানঃ শতক্রতুম্ ॥ ৯৯ ॥ মূঢ় কিং তে বলং বাহ্বোঃ শারীরং বাপি বৃত্রহন্। যেনাধিক্ষিপসে মাং ত্বং ভুবনে মতিমানসি ॥ ১০০ ॥ তমুবাচ সহস্রাক্ষঃ স্বতোহং বলবান্ গুহ। তং গুহঃ প্রাহ এহ্যেহি যুদ্ধ্যস্ব বলবান্ যদি ॥ ১০১ ॥ শক্রঃ প্রাহাথ বলবান্ জায়তে কৃত্তিকাসুত। প্রদক্ষিণং শীঘ্রতরং যঃ কুর্য্যাৎ ক্রৌঞ্চমেব হি ॥ ১০২ ॥ শ্রুত্বা তদ্বচনং স্কন্দো ময়ূরং প্রোজ্ঝ্য তৎক্ষণাৎ। প্রদক্ষিণং পাদচারী কর্ত্তুং তূর্ণতরোভ্যগাৎ ॥ ১০৩ ॥ শক্রোবতীর্য্য নাগেন্দ্রাৎ পাদেনাথ প্রদক্ষিণাং। কৃত্বা তস্থৌ গুহোভ্যেত্য মূঢ় কিংস্থিৎ স্থিতো ভবান্ ॥ ১০৪ ॥ তমিন্দ্রঃ প্রাহ কৌটিল্যান্ময়া পূর্ব্বং প্রদক্ষিণা। কৃতাসা ত্বয়া পূর্ব্বং কুমারঃ শক্রমব্রবীৎ ॥ ১০৫ ॥ ময়া পূর্ব্বং ময়া পূর্ব্বং

করিতে নাই ॥ ৯৩ ॥ হে সুরেন্দ্রবর্গ! আমি এবংবিধ অগ্র্য ধর্ম্ম অবগত হইয়া, মাতুলেয় ভ্রাতাকে সংহার করিতে পারিব না। দৈত্য যেমন গুহা হইতে অভিগত হইবে, তেমনি শক্তি দ্বারা ইহারে সংহার করিব ॥ ৯৪ ॥

হে মহর্ষে! ভগবান্ ইন্দ্র কুমারের এই কথা কর্ণগোচর ও আপনার হৃদয়ে মত কল্পনা করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, আমা অপেক্ষা তুমি বুদ্ধিমান্ নহ। অতএব, কিজন্য এরূপ বলিতেছ? ভগবান্ হরি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর ॥ ৯৫ ॥ একের জন্য বহুর প্রাণ হরণ করিবে না, তাহাই শাস্ত্রের মীমাংসা। বহুর জন্য একতরের সংহার করিলে, পাপগ্রস্ত হইতে হয় না ॥ ৯৬ ॥ হে অগ্নিনন্দন! আমি এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বে সময়স্থাপনপূর্ব্বক সোদর ও অনুজের সহিত নমুচিরে নিহত করিয়াছিলাম ॥ ৯৭ ॥ অতএব বহুর জন্য ক্রৌঞ্চের সহিত মহিষকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, পাবকদত্ত শক্তি প্রহারে সংহার কর ॥ ৯৮ ॥

পুরন্দরের কথা শুনিয়া, কুমার ক্রোধে আরক্তলোচন ও কম্পমান হইয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৯৯ ॥ হে মূঢ় বৃত্রহন্! তোমার শরীরের অথবা বাহুর এমন কি বল আছে, যাহাতে আমারে অধিক্ষিপ্ত করিতেছ। আর ভূতলমধ্যে তুমিই বুদ্ধিমান্? ॥ ১০০ ॥

সহস্রাক্ষ উত্তর করিলেন, হে গুহ! আমি স্বতই বলবান্।

গুহ উত্তর করিলেন, যদি তুমি বলবান্, তাহা হইলে, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১০১ ॥

শক্র কহিলেন, হে কৃত্তিকানন্দন! আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি অতি সত্বরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে, সেই বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ১০২ ॥

স্কন্দ এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ময়ূর ত্যাগ করিয়া পাদচারে অতি শীঘ্র প্রদক্ষিণ করিবার জন্য অভ্যাগত হইলেন ॥ ১০৩ ॥ শক্রও নাগেন্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পাদচারে প্রদক্ষিণ করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিলেন। স্কন্দ অভ্যাগত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, মূঢ়! কিজন্য তুমি অবস্থিতি করিতেছ? ॥ ১০৪ ॥ ইন্দ্র কুটিলতাপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, আমি তোমার অগ্রেই প্রদক্ষিণ করিয়াছি; পরে তুমি প্রদক্ষিণ করিয়াছ। কুমার কহিলেন ॥ ১০৫ ॥

বিবদন্তৌ পরস্পরং। আগমোচুর্মহেশায় ব্রহ্মণে মাধবায় চ ॥ ১০৬ ॥ অথোবাচ হরিঃ স্কন্দং প্রষ্টুমর্হসি পর্ব্বতং। যোঽয়ং বক্ষ্যতি পূর্ব্বং স ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ১০৭ ॥ তস্মাধববচঃ শ্রুত্বা ক্রৌঞ্চমভ্যেত্য পাবকিঃ। পপ্রচ্ছাদ্রিমিদং কেন কৃতং পূর্ব্বং প্রদক্ষিণং ॥ ১০৮ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ ক্রৌঞ্চস্তু প্রাহ পূর্ব্বং মহামতিঃ। চকার গোত্রভিৎ পূর্ব্বং ত্বয়া কৃতমথো গুহ ॥ ১০৯ ॥ এবং ব্রুবন্তং ক্রৌঞ্চং স ক্রোধাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ। *বিভেদ শক্ত্যা কৌটিল্যান্মহিষেণ সমং তদা ॥ ১১০ ॥ তস্মিন্ হতেঽথ তনয়ে বলবান্ সুনাভো বেগেন ভূমিধরপার্থিবজস্তথাগাৎ। ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদশ্বিবসুপ্রধানা জগ্মুর্দিবং মহিষমীক্ষ্য হতং গুহেন ॥ ১১১ ॥ স্বমাতুলং বীক্ষ্য বলী কুমারঃ শক্তিং সমুৎপাট্য নিহন্তুকামঃ। নিবারিতশ্চক্রধরেণ বেগাদালিঙ্গ্য দোর্ভ্যাং গুরুরিত্যুদীর্য্য ॥ ১১২ ॥ সুনাভমভ্যেত্য হিমাচলস্তু প্রগৃহ্য হস্তেন নিনায় তত্র। হরিঃ কুমারং স শিখণ্ডিনং নযদ্বেগাদ্দিবং পন্নগশত্রুপুত্রঃ ॥ ১১৩ ॥ ততো গুহঃ প্রাহ হরিং সুরেশং মোহেন নষ্টো ভগবন্ বিবেকঃ। ভ্রাতা ময়া মাতুলেযো নিরস্তস্তস্মাৎ করিষ্যে স্বশরীরশোষং ॥ ১১৪ ॥ তমাহ বিষ্ণুর্ব্রজ তীর্থবর্য্যং পৃথূদকং পাপহরং কুমার। স্নাত্বৌঘবত্যাং হরমীক্ষ্য ভক্ত্যা ভবিষ্যসে সূর্য্যসমপ্রভাবঃ ॥ ১১৫ ॥ ইত্যেবমুক্তো হরিণা কুমারস্ত্বভ্যেত্য তীর্থং প্রসমীক্ষ্য শম্ভুং। স্নাত্বার্চ্চ্য দেবান্ স রবিপ্রকাশো জগাম শৈলং সদনং হরস্য ॥ ১১৬ ॥ সুচক্রনেত্রোঽপি মহাশ্রমে তপশ্চচার শৈলে পবনাশনস্থ।

আমি অগ্রে, আমি অগ্রে, এই বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে আগমন করিয়া, মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর গোচর করিলেন ॥ ১০৬ ॥ বিষ্ণু কহিলেন, স্কন্দ! তুমি ক্রৌঞ্চকেই জিজ্ঞাসা কর। এই ক্রৌঞ্চ যাহার কথা অগ্রে বলিবে, সেই বলবান্ হইবে ॥ ১০৭ ॥

পাবকি মাধবের এই কথা শুনিয়া, ক্রৌঞ্চকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে কে অগ্রে তোমারে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন? ॥ ১০৮ ॥

মহামতি ক্রৌঞ্চ এইরূপ উক্ত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হে গুহ! ইন্দ্র প্রথমে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। পরে তুমি করিয়াছ ॥ ১০৯ ॥

ক্রৌঞ্চ এইরূপ বলিলে, কুমার ক্রোধবশে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া, শক্তিপ্রহারপুরঃসর কুটিলতা করিয়া, মহিষের সহিত সেই ক্রৌঞ্চকে তৎক্ষণাৎ বিদারিত করিলেন ॥ ১১০ ॥

পুত্র নিহত হইলে, পর্ব্বতরাজনন্দন সুনাভ তথায় আগমন করিলেন। তখন রুদ্র, ইন্দ্র, মরুৎ, অশ্বী ও বসুপ্রমুখ দেবগণ মহিষকে নিহত দর্শন করিয়া, স্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ১১১ ॥ অনন্তর কুমার আপনার মাতুলকে দর্শন করিয়া, শক্তিসমুৎপাটন পূর্ব্বক সংহার করিতে সমুদ্যত হইলে, চক্রধর বিষ্ণু বাহুযুগলে আলিঙ্গন করিয়া, গুরুহত্যা করিও না বলিয়া, তাঁহারে নিবারিত করিলেন ॥ ১১২ ॥ ঐ সময়ে হিমাচলে অভ্যাগত হইয়া, সুনাভকে হস্তে গ্রহণ করিয়া, লইয়া গেলেন। ভগবান্ হরিও শিখণ্ডিবাহন কার্ত্তিকেয়কে সবেগে *স্বর্গে সমানীত করিলেন ॥ ১১৩ ॥ অনন্তর গুহ সুরেশ্বর হরিকে কহিলেন, ভগবন্! মোহবশে আমার বিবেক নষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্যই আমি মাতুলের ভ্রাতাকে নিরস্ত করিয়াছি। অতএব অধুনা স্বশরীর শোষিত করিব ॥ ১১৪ ॥ বিষ্ণু তাঁহারে কহিলেন, অয়ি কুমার! তুমি পাপহর তীর্থপ্রবর পৃথূদকে গমন কর। তথায় ওঘবতীতে স্নান ও ভক্তিসহকারে মহাদেবকে দর্শন করিলে, সূর্য্যসম-প্রভাসম্পন্ন হইবে ॥ ১১৫ ॥ কুমার এইরূপ অভিহিত হইয়া, পৃথূদকে অভ্যাগমন ও মহাদেবকে অবলোকন পূর্ব্বক স্নান ও দেবগণের অভ্যর্থনা করিয়া, রবির ন্যায় প্রকাশবিশিষ্ট হইয়া, মহাদেবের আলয় কৈলাসে গমন করিলেন ॥ ১১৬ ॥ ঐ সময়ে সুচক্রনেত্র নামক গণেশ্বর আয়ুমাত্র

আরাধয়ামাস বৃষধ্বজং তথা হরোঽপি তুষ্টো বরদো বভূব ॥ ১১৭ ॥ দৈত্যাৎ স বব্রে বরমায়ুধার্থে ক্রৌঞ্চান্তকারী রিপুবাহুখণ্ডং। ছিন্দ্যাৎ তথা ত্বৎপ্রতিমং করেণ বাণস্য তস্মৈ ভগবান্ দদাতু ॥ ১১৮॥ তমাহ শম্ভুর্ব্রজ দত্তমেতদ্বরং হি চক্রস্য তবায়ুধস্য। বাণস্য তদ্বাহুবনং প্রবৃদ্ধং সংচ্ছেৎস্যসে নাত্র বিচার্য্যমস্তি ॥ ১১৯ ॥ বরে প্রদত্তে ত্রিপুরান্তকেন গণেশ্বরঃ স্কন্দমুপাজগাম। নিপত্য পাদৌ প্রতিবন্দ্য হৃষ্টো নিবেদয়ামাস হরপ্রসাদং ॥ ১২০ ॥ এবং তবোক্তং মহিষাসুরস্য বধস্ত্রিনেত্রাত্মজশক্তিভেদাৎ। ক্রৌঞ্চস্য মৃত্যুঃ শরণাগতানাং পাপাপহং পুণ্যবিবর্দ্ধনঞ্চ ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরতারকোপাখ্যানে ক্রৌঞ্চভেদনং নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। যোঽসৌ মন্ত্রয়তাং প্রাপ্তো দৈত্যানাং শরতাডিতঃ। স কেনাঽত্র নির্ভিন্নঃ শরেণ দিতিজেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। আসীন্নৃপো রঘুকুলে রিপুজিন্মহর্ষে তস্যাত্মজো গুণগণৈকনিধির্মহাত্মা। শূরোঽরিসৈন্যদমনো বলবান্ সুহৃষ্টো বিপ্রান্ধদীনকৃপণার্ত্তিশমঃ পৃথিব্যাং ॥ ২ ॥ ঋতধ্বজো নাম মহামহীশঃ স গালবার্থে তুরগাধিরূঢ়ঃ। পাতালকেতুং নিজঘান পৃষ্ঠে বাণেন চন্দ্রার্দ্ধনিভেন বেগাৎ ॥ ৩ ॥

নারদ উবাচ। কিমর্থং গালবস্যাসৌ সাধয়ামাস সত্তম। যেনাসৌ পত্রিণা তূর্ণং নিজঘান নৃপাত্মজঃ ॥ ৪ ॥

ভক্ষণ করিয়া, মহাশ্রমে তপশ্চরণ সহকারে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। তিনি তুষ্ট হইয়া, বরদানে উদ্যত হইলেন ॥ ১১৭ ॥ তখন সুচক্র তাঁহার নিকট আয়ুধার্থে এই বর প্রার্থনা করিল, ক্রৌঞ্চান্তকারী কার্ত্তিকেয় তোমার সদৃশ হস্ত বিশিষ্ট বাণের বাহুসমূহ যাহা দ্বারা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহারে এইরূপ আয়ুধ প্রদান করিতে হইবে ॥ ১১৮ ॥

মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, তুমি গমন কর; যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহাই দিলাম। এই চক্রায়ুধ দ্বারাই বাণের সেই অতিবর্দ্ধিত বাহুবন ছেদন করিবে, ইহাতে আর বিচার্য্য নাই ॥ ১১৯ ॥ ত্রিপুরান্তক হর বরপ্রদান করিলে, গণেশ্বর কার্ত্তিকেয়ের গোচরে উপগত ও তদীয় পাদে নিপতিত হইয়া, প্রতিবন্দনাপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে মহাদেবের অনুগ্রহ বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ১২০ ॥ ত্রিনেত্রাত্মজ শক্তি দ্বারা বিদারিত করিয়া, মহিষাসুর ও ক্রৌঞ্চকে যেরূপে নিহত করেন, তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শুনিলে, পাপ সকলের ধ্বংস ও পুণ্যবিবর্দ্ধিত হয় ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরতারকোপাখ্যানে ক্রৌঞ্চভেদন নাম অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৮ ॥

নারদ কহিলেন, দৈত্যগণ মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই যে অসুর শরতাড়িত হইয়া, আগমন করিয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি তাহাকে শরপ্রহারে নির্ভিন্ন করিয়াছিল? ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহর্ষে! রঘুকুলে রিপুজিৎনামে রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজ গুণগণৈকনিধি, মহাত্মা, শূর, শত্রুসৈন্যমর্দ্দন, বলবান ও প্রহৃষ্টস্বভাব এবং বিপ্র, অন্ধ, দীন ও কৃপণগণের আর্ত্তপ্রশমন করিতেন। সেই মহামহীপতি ঋতধ্বজ গালবের জন্য তুরগাধিরূঢ় হইয়া, চন্দ্রার্দ্ধসন্নিভ বাণ দ্বারা পাতালকেতুর পৃষ্ঠদেশ আহত করেন ॥ ২।৩ ॥

নারদ কহিলেন, হে সত্তম! কিজন্য তিনি গালবের কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, যে সত্বরে দৈত্যকে শরাঘাত করেন? ॥ ৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। পুরা তপস্তপ্যতি গালবর্ষৌ মহাশ্রমে যে সততং নিবিষ্টে। পাতালকেতুস্তপসোদ্য বিঘ্নং করোতি মৌঢ্যাৎ স সমাধিভঙ্গং॥ ৫॥ ন চেষ্যতেঽসৌ তপসো ব্যয়ং হি শক্রোস্তি কর্তুং তব ভস্মসাত্তং। আকাশমীক্ষ্যাথ স দীর্ঘমুষ্ণং মুমোচ নিশ্বাসমনুত্তমং হি॥ ৬॥ ততোঽম্বরাদ্‌ভূরিবরঃ প্রপাত বভূব বাণী ত্বশরীরিণী চ। অসৌ তুরঙ্গো বলবান্ ক্রমেত অহ্না সহস্রাণি তু যোজনানাং॥ ৭॥ স তং প্রগৃহ্যাশ্ববরং তুরঙ্গমৃতধ্বজং যোজ্য তদাত্তশস্ত্রং। স্থিতস্তপস্যেব ততো মহর্ষির্দৈত্যং সমভ্যেত্য নৃপো বিভেদ॥ ৮॥

নারদ উবাচ। কেনাম্বরতলাদ্বাজী নিঃসৃষ্টো বদ সুব্রত। বাক্যাদেহিনী জাতা পরং কৌতূহলং মম॥ ৯॥

পুলস্ত্য উবাচ। বিশ্বাবসুর্নাম মহেন্দ্রগায়নো গন্ধর্বরাজো বলবান্ যশস্বী। নিসৃষ্টবান্ ভুবলয়ে তুরঙ্গমৃতধ্বজস্যৈব সুতার্থমাশু॥ ১০॥

নারদ উবাচ। কোঽর্থো গন্ধর্বরাজস্য যেনাশ্বপ্রৈষি মহাজবং। রাজ্ঞঃ কুবলয়াশ্বস্য কোঽর্থো নৃপসুতস্য চ॥ ১১॥

পুলস্ত্য উবাচ। বিশ্বাবসোঃ শীলগুণোপপন্না আসীৎ পুরন্ত্রী সুভগা ত্রিলোকে। লাবণ্যরাশিঃ শশিকান্তিতুল্যা মদালসা নাম মদালসেব॥ ১২॥ তাং নন্দনে দেবরিপুস্তরস্বী সংক্রীড়তীং রূপবতীং দদর্শ। পাতালকেতুস্ত জহার তন্বীং তস্যার্থতঃ সোঽশ্ববরঃ প্রদত্তঃ॥ ১৩॥ হত্বারিদৈত্যং নৃপতেস্তনুজো লব্ধা বরোরুমপি সংস্থিতোঽভূৎ। দৃষ্টো যথা দেবপতির্মহেন্দ্রঃ শচ্যা তথা রাজসুতো মৃগাক্ষ্যা॥ ১৪॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পূর্ব্বে মহর্ষি গালব স্বকীয় মহাশ্রমে সতত সন্নিবিষ্ট হইয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দৈত্য পাতালকেতু মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন ও সমাধি ভঙ্গ করিতে লাগিল॥ ৫॥ মহর্ষি অনায়াসেই তাহারে ভস্ম করিতে পারিতেন। কিন্তু তপস্যার ক্ষয় করিতে অভিলাষী হইলেন না। কেবল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অতিদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন॥ ৬॥ তখন অম্বর হইতে অশ্ববর পতিত ও তৎসহকারে এইরূপ অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল, এই বলবান্ তুরঙ্গ এক দিনেই সহস্রযোজন অতিক্রম করিবে। গালব সেই তুরঙ্গ গ্রহণ ও ঋতুধ্বজকে শস্ত্রধারণপূর্ব্বক রক্ষাকার্য্যে নিযোজিত করিয়া, তপশ্চরণে নিবিষ্ট হইলেন এবং রাজা দৈত্যকে সমভ্যাগত হইয়া, শর দ্বারা নির্ভিন্ন করিলেন॥ ৭॥৮॥

নারদ কহিলেন, হে সুব্রত! কোন্ ব্যক্তি অম্বরতল হইতে সেই অশ্ব নিঃসৃষ্ট করিলেন? কোন্ ব্যক্তিরই বা সেই অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল? শুনিবার জন্য পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে॥ ৯॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বিশ্বাবসু নাম ইন্দ্রের গায়ন, বলবান্, যশস্বী, গন্ধর্ব্বরাজ স্বকীয় কন্যার জন্য ঋতধ্বজের উদ্দেশে আশু ঐ অশ্ব ভূবলয়ে নিক্ষেপ করেন॥ ১০॥

নারদ কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু যে মহাবেগবিশিষ্ট অশ্ব নিসৃষ্ট করিলেন, তদ্দ্বারা কি ইষ্টাপত্তি সাধিত হইয়াছিল। আর,নৃপনন্দন রাজা কুবলয়াশ্বেরই বা কি উদ্দেশ্য সমাহিত হইল॥১১॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বিশ্বাবসুর মদালসার ন্যায়, মদালসানামে কন্যা ছিল। মদালসা যেমন শীলগুণশালিনী ও ত্রিলোকমধ্যে সুভগা, সেইরূপ, সাক্ষাৎ লাবণ্যরাশি ও শশিকান্তিসন্নিভা॥১২॥ সেই রূপবতী মদালসা নন্দনে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবরিপু পাতালকেতু দর্শন করিয়া, সেই তন্বীকে সবেগে হরণ করিল। তাহার উদ্ধার জন্য ঐ অশ্ব প্রদত্ত হইল॥ ১৩॥ নৃপনন্দন দেবারিকে নিহত করিয়া, সেই বরোরুকে লাভ করত, সংস্থিত হইলেন। মহেন্দ্র যেমন শচীসকাশে সেই রাজনন্দন তেমন ঐ মৃগাক্ষীর সংসর্গে বিরাজমান হইয়াছিলেন॥ ১৪॥

নারদ উবাচ। এবং নিরস্তে মহিষে তারকে চ মহাসুরে। হিরণ্যাক্ষসুতো ধীমান্ কিমাচেষ্টত বৈ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তারকং নিহতং দৃষ্ট্বা মহিষং চ রণেহন্ধকঃ। কোপঞ্চক্রে সুদুর্বুদ্ধির্দৈত্যানাং দেবসৈন্যহা ॥ ১৬ ॥ ততঃ স্বল্পপরীবারঃ প্রগৃহ্য পরিঘং করে। নির্জগামাথ পাতালাদ্বিচচার চ মেদিনীম্ ॥ ১৭ ॥ ততো বিচরতা তেন মন্দরে চারুকন্দরে। দৃষ্টা গৌরী চ গিরিজা সখী মধ্যস্থিতা শুভা ॥ ১৮ ॥ ততোহভূৎ কামবাণার্ত্তঃ সহসৈবান্ধকাসুরঃ। তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং গিরিরাজসুতাং বনে ॥ ১৯ ॥ অথোবাচাসুরো মূঢো বচনং মন্মথান্ধকঃ। কস্যেয়ং চারুসর্ব্বাঙ্গী বনে চরতি সুন্দরী ॥ ২০ ॥ ইয়ং যদি ভবেন্নৈব মমান্তঃপুরবাসিনী। তন্মদীয়েন জীবন ক্রিয়তে নিষ্ফলেন কিং ॥ ২১ ॥ যদস্যাস্তনুমধ্যায়া ন পরিষ্বক্তবানহং। অতো ধিঙ্ মম রূপেণ কিং স্থির রূপ প্রয়োজনং ॥ ২২ ॥ স মে বন্ধুঃ স সচিবঃ স ভ্রাতা সাংপরায়িকঃ। যো মমাসিতকেশীং তাং যোজয়েন্মৃগলোচনাং ॥ ২৩ ॥ ইত্থং বদতি দৈত্যেন্দ্রে প্রহ্লাদো বুদ্ধিসাগরঃ। পিধায় কর্ণৌ হস্তাভ্যাং শিরঃকম্পং বচোহব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ মা মৈবম্বদ দৈত্যেন্দ্র জগতো জননী ত্বিয়ং। লোকনাথস্য ভার্য্যেয়ং শঙ্করস্য ত্রিশূলিনঃ ॥ ২৫ ॥ মা কুরুষ সুদুর্বুদ্ধিং সদ্যঃ কুলবিনাশনীং। ভবতঃ পরদারেয়ং মা নিমজ্জ রসাতলে ॥ ২৬ ॥ সৎসু কুৎসিতমেবং হি অসৎস্বপি হি কুৎসিতং। শত্রবস্তে প্রকুর্ব্বন্তু পরদারাবগাহনং ॥ ২৭ ॥ কিং ন শ্রুতো নৈতানাথেন কিং স্ম গীতঃ শ্লোকো গাধিনা পার্থিবেন। দৃষ্ট্বা সৈন্যং বিপ্রযান্তঃ প্রসক্তং পথ্যং তথ্যং সর্ব্বলোকে হিতঞ্চ ॥ ২৮ ॥ বরং প্রাণাস্ত্যাজ্যা ন বক্ত

নারদ কহিলেন, এইরূপে মহাসুর তারক নিরস্ত হইলে, হিরণ্যাক্ষের পুত্র ধীমান্ অন্ধক পুনর য কি করিয়াছিল ? ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তারক ও মহিষ উভয়ে সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, দেবসৈন্যনিসূদন নিতান্ত দুর্বুদ্ধি অন্ধক জাতক্রোধ হইল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর স্বল্প পরিকরে পরিবৃত হইয়া, পরিঘহস্তে পাতাল হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ এইরূপ বিচরণপ্রসঙ্গে সে চারুকন্দরমণ্ডিত মন্দরভূধরে সখীমধ্যে সন্নিবিষ্ট গিরিনন্দিনী গৌরীকে অবলোকন করিল ॥ ১৮ ॥ সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী গিরিরাজনন্দিনীকে অরণ্যমধ্যে অবলোকন করিয়া, সে তৎক্ষণাৎ কামরাগে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর সে মোহের বশবর্ত্তী ও মদনোন্মাদে সন্দীপ্ত হইয়া, কহিতে লাগিল, এই চারুসর্ব্বাঙ্গী সুন্দরী ললনা কাহার পরিগ্রহ ? কিজন্য বনে বিচরণ করিতেছে ? ॥ ২০ ॥ এই কামিনী যদি আমার অন্তঃপুরবাসিনী না হয়, তাহা হইলে, আমার নিষ্ফল জীবন ধারণ করিয়াই বা ফল কি ? ২১ ॥ যদি আমি এই তনুমধ্যার আলিঙ্গন প্রাপ্ত না হই তাহা হইলে, আমাকে ধিক্ ! আমার স্থির রূপেই বা প্রয়োজন কি ? ॥ ২২ ॥ সেই আমার বন্ধু সেই আমার সচিব, সেই আমার ভ্রাতা এবং সেই আমার সাংপরায়িক, যে ব্যক্তি এই অসিতকেশী মৃগলোচনারে আমার সহিত যোজনা করিয়া দিবে ॥ ২৩ ॥

দৈত্যেন্দ্র অন্ধক এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে, বুদ্ধিসাগর প্রহ্লাদ হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন ও শিরঃকম্পন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র ! এরূপ বলিও না। কেননা, ইনি জগতের জননী। এবং সাক্ষাৎ লোকনাথ ত্রিশূলধারী শঙ্করের সহধর্ম্মিণী ॥ ২৫ ॥ তুমি এরূপ অতিমাত্র দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইও না ; ইহাতে সদ্যঃ বংশনাশ হইবে। ইনি তোমার পরদার। অতএব রসাতলে নিমগ্ন হইও না ॥ ২৬ ॥ পরদারাবমর্শন সাধুসমাজে যেমন নিন্দনীয়, অসাধুসমাজেও তেমন কুৎসিত। অতএব তোমার শত্রুগণই তাহাতে প্রবৃত্ত হউক ॥ ২৭ ॥ হে দৈত্যপতে ! রাজা গাধি এতৎসম্বন্ধে যে শ্লোক গান করিয়াছেন, তাহা কি তোমার শুনা নাই ? তাঁহার ঐ শ্লোক যেমন যাথার্থগুণে অলঙ্কৃত, সেইরূপ সকল লোকেরই হিতকর ও পরম কল্যাণ-

পরহিংসা অভিমতা বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং। বরং ক্লীবৈর্ভাব্যং ন চ পরকলত্রাভিগমনং বরং ভিক্ষার্থিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণং ॥ ২৯ ॥ স প্রহ্লাদবচঃ শ্রুত্বা ক্রোধান্ধো মদনাতুরঃ। ইয়ং সা শক্রজননীত্যেবমুক্ত্বা প্রদুদ্রুবে ॥ ৩০ ॥ ততো২নুধাবন্দৈতেয়া যন্ত্রমুক্তা ইবোপলাঃ। তানদ্রাবয়দায়ন্দী চক্রোদ্যতকরো২ব্যয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ময়তারপুরোগাস্তে বারিতা দ্রাবিতাস্তথা। কুলিশেনাহতাস্তূর্ণং জগ্মুর্ভীতা দিশো দশ ॥ ৩২ ॥ তানর্দ্দিতান্ রণে দৃষ্ট্বা নন্দিনান্ধকদানবঃ। পরিঘেণ সমাহত্য পাতয়ামাস নন্দিনং ॥ ৩৩ ॥ শৈলেয়ং পতিতং দৃষ্ট্বা ধাবমানং তথান্ধকং। শতরূপাভবদ্গৌরী ভয়াত্তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ স দেবীগণমধ্যসংস্থিতঃ পরিভ্রমন্ ভাতি মহাসুরেন্দ্রঃ। যথা বনে মত্তকরী পরিভ্রমন্ করেণুমধ্যে মদলোলদৃষ্টিঃ॥৩৫॥ ন পরিজ্ঞাতবাংস্তত্র কা তু সা গিরিকন্যকা। নাত্রাশ্চর্য্যং ন পশ্যন্তি চত্বারো২মী সদৈব হি ॥ ৩৬ ॥ ন পশ্যতীহ জাত্যন্ধো রাগান্ধো২পি ন পশ্যতি। ন পশ্যতি মদোন্মত্তো লোভাক্রান্তো ন পশ্যতি। সো২পশ্যমানো গিরিজাং পশ্যন্নপি তদান্ধকঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রদারয়দ্দদত্তাসাং যুবতী ইতি চিন্তয়ন্। ততো দেব্যা স দুষ্টাত্মা শতাবর্য্যা নিরাকৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ কুট্টিতঃ প্রবরৈঃ শস্ত্রৈর্নিপপাত মহীতলে। বীক্ষ্যান্ধকং নিপতিতং শতরূপা বিভাবরী ॥ ৩৯ ॥ তস্মাৎ স্থানাদপাক্রম্য গতান্তর্দ্ধানমম্বিকা। পতিতঞ্চান্ধকং দৃষ্ট্বা দৈত্যদানবযূথপাঃ ॥ ৪০ ॥ কুর্ব্বন্তঃ সুমহাশব্দং প্রাদ্রবন্ত রণার্থিনঃ।

ধায়ক ॥ ২৮ ॥ তিনি বলিয়াছেন, বরং প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি পরহিংসা কখন অভিমত নহে। বরং চুপ করিয়া থাকিবে, তথাপি কখন অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। বরং ক্লীব হইবে, তথাপি কখন পরস্ত্রীগমন করিবে না। বরং ভিক্ষার্থী হইবে, তথাপি কখন পরধন হরণ করিবে না ॥ ২৯ ॥

অন্ধক প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া, মদনাতুর ও ক্রোধান্ধ হইয়া, এই গৌরী শত্রুর জননী; এই কথা বলিয়াই ধাবমান হইল ॥ ৩০ ॥ তদ্দর্শনে অন্যান্য দৈত্যগণ যন্ত্রমুক্ত উপলের ন্যায়, তাহার অনুগমন করিল। নন্দী চক্রোদ্যতহস্তে তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ সেই ময়তারপুরোগম দৈত্যগণ নন্দী কর্ত্তৃক বারিত, দ্রাবিত ও বজ্রপ্রহারে আহত হইয়া, সত্বরে সভয়ে দশদিকে গমন করিল ॥ ৩২ ॥ অন্ধক নন্দী কর্ত্তৃক অসুরদিগকে বিদ্রাবিত বিলোকন করিয়া, পরিঘ দ্বারা আঘাত করত, তাহাকে ধরাতলে নিপাতিত করিল ॥ ৩৩ ॥ নন্দীকে পতিত ও অন্ধককে ধাবমান দর্শন করিয়া, গৌরী সেই দুরাত্মার ভয়ে শতরূপা হইলেন। ৩৪ ॥ তখন অন্ধকাসুর দেবীগণমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে অরণ্যমধ্যে করেণুসমাজে ভ্রমমাণ মদলোলদৃষ্টি করীর ন্যায়, তাহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩৫ ॥ তাঁহাদের মধ্যে কে, গিরিনন্দিনী সে তাহা জানিতে পারিল না। এবিষয় আশ্চর্য্য নহে। কেননা, সংসারে এই চারিজন, কোন কালেই দেখিতে পায় না ॥ ৩৬। প্রথম, যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, সে কখন দেখিতে পায় না। দ্বিতীয়, রাগান্ধ, তৃতীয়, মদান্ধ; এবং চতুর্থ, লোভান্ধও দেখিতে পায় না। সেই কারণে দেবীকে সে দেখিতে পাইল না। অনন্তর দেবীগণকে দর্শন করিয়া ॥ ৩৭ ॥ তাঁহাদিগকে যুবতী ভাবিয়া, বেগে ধাবমান হইল। দেবী সেই শতরূপেই সেই দুরাত্মাকে নিবারিত ॥ ৩৮ ॥ ও প্রবর শস্ত্রাঘাতে কুট্টিত করিলে, সে মহীতলে নিপতিত হইল। তখন শতরূপা গিরিনন্দিনী অন্ধককে নিপতিত দর্শন করিয়া ॥ ৩৯ ॥ সেই স্থান হইতে অপক্রমণপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

ঐ সময়ে অন্ধককে নিপতিত দেখিয়া, দৈত্য ও দানবযূথপতিগণ ॥ ৪০ ॥ তুমুল শব্দ করত

তেষামাপততাং শব্দং শ্রুত্বা তস্থৌ গণেশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥ আদায় বজ্রং বলবান্মঘবানিব কোপিতঃ। দানবান্ সময়ান্বীক্ষ্য পরাজিত্য গণেশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥ সমভ্যেত্যাম্বিকাং দৃষ্ট্বা ববন্দে চরণৌ শুভৌ। দেবী চ তা নিজা মূর্ত্তীস্তাহ গচ্ছধ্বমিচ্ছয়া ॥ ৪৩ ॥ বিহরধ্বং মহীপৃষ্ঠে পূজ্যমানা নরৈরিহ। বনস্তির্ব্বরতীনাঞ্চ উদ্যানেষু বনেষু চ ॥ ৪৪ ॥ বনস্পতিষু বৃক্ষেষু গচ্ছধ্বং বিগতজ্বরাঃ। ইত্যেবমুক্তাঃ শৈলেয্যা প্রণিপত্যাম্বিকাং ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥ দিক্ষু সর্ব্বাসু জগ্মুস্তা স্তূয়মানাশ্চ কিন্নরৈঃ। অন্ধকোপি স্মৃতিং লব্ধ্বা অপশ্যন্নদ্রিনন্দিনীম্। স্ববলং নির্জ্জিতং দৃষ্ট্বা ততঃ পাতালমাদ্রবৎ ॥ ৪৬ ॥ স্থিতো দুরাত্মা স তদান্ধকো মুনে পাতালমভ্যেত্য দিবা ন ভুংক্তে। রাত্রৌ ন শেতে মদনেষু তাড়িতো গৌরীং স্মরন্ কামবলাভিপন্নঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে অন্ধকপরাজয়ো নাম একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ক গতঃ শঙ্করো হ্যাসীদ্যেনাম্বা নন্দিনা সহ। অন্ধকং যোধয়ামাস এতন্মে বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। যদা বর্ষসহস্রন্তু মহামোহে স্থিতো ভবঃ। তদা প্রভৃতি নিস্তেজা হীনবীর্য্যঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ২ ॥ স্বমাত্মানং নিরীক্ষ্যাথ নিস্তেজোহংশং মহেশ্বরঃ। তপোর্থায় তদা চক্রে মতিং মতিমতাম্বরঃ ॥ ৩ ॥ স মহাব্রতমুৎপাদ্য সমাশ্বস্যাম্বিকাং বিভুঃ। শৈলাদিং স্থাপ্য গোপ্তারং

রণার্থী হইয়া, ধাবমান হইল। গণেশ্বর সেই আপতমান দৈত্যগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া, দণ্ডায়মান হইলে ॥ ৪১ ॥ বোধ হইল, যেন বলবান্ মঘবান্ বজ্র গ্রহণ করিয়া, কোপভরে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্তর গণেশ্বর মরুসহিত দানবদিগকে দর্শন ও পরাজয় করিয়া ॥ ৪২ ॥ অম্বিকার সকাশে গমন ও তাঁহারে সন্দর্শন পূর্ব্বক, তদীয় পবিত্র চরণযুগলে প্রণাম করিল। তখন দেবী আপনার সেই মূর্ত্তি সকলকে কহিলেন, তোমরা যথেচ্ছ গমন কর ॥ ৪৩ ॥ এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া, বিহার করিয়া বেড়াও। উদ্যান সকলে, অরণ্যসমূহে, বনস্পতিসমুদায়ে ও বৃক্ষসমস্তে তোমাদের বাস হইবে। তোমরা বিগতজ্বর হইয়া গমন কর।

শৈলনন্দিনী এইরূপ কহিলে, তাঁহারা তাঁহাকে যথাক্রমে প্রণিপাত করিয়া ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ কিন্নরগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া,সমুদায় দিকে গমন করিলেন। এ সময়ে অন্ধক সংজ্ঞালাভ করিয়া, অদ্রিনন্দিনীকে দেখিতে না পাইয়া, নিজসৈন্য সকল পরাজিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া পাতালে সমাগত হইল ॥ ৪৬ ॥ হে মুনে! দুরাত্মা অন্ধক বিষম শরের শরপাতে নিতান্ত আহত ও কামবলে অভিপন্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য, সে পাতালে অভ্যাগত হইয়া, দিবসে আহার পরিহার ও রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল দেবী গৌরীরই ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকপরাজয়নামক একোনষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৫৯ ॥

নারদ কহিলেন, দেবদেব শঙ্কর কোথায় গিয়াছিলেন, যে, সেইজন্য অম্বিকা স্বয়ং নন্দির সহিত মিলিত হইয়া, অন্ধকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাদেব বর্ষসহস্র মহামোহে অবস্থিতি করাতে, সেই অবধি নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তিনি স্বয়ং আপনাকে নিস্তেজোংশ নিরীক্ষণ করিয়া, তপোনুষ্ঠানার্থ কৃতসংকল্প হইলেন ॥ ৩ ॥ এবং মহাব্রত অবলম্বন ও অম্বিকাকে সমাশ্বাসিত

বিচচার মহীতলে ॥ ৪ ॥ মহামুদ্রার্পিতগ্রীবো মহাহিকৃতকুণ্ডলঃ। ধারয়ংশ্চ কটীদেশে মহা-শঙ্খস্য মেখলাং ॥ ৫ ॥ কপালং দক্ষিণে হস্তে সব্যে গৃহ্য কমণ্ডলুং। একাহবাসী বৃক্ষাদ্রি শৈল-সানুনদীষু চ ॥ ৬ ॥ স্থানং ত্রৈলোক্যমাশ্রায় মূলাহারোম্বুভোজনঃ। বায়্বাহারস্তথা তস্থৌ নববর্ষশতং ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥ ততো বীটাং মুখে ক্ষিপ্য নিরুচ্ছ্বাসো ভবেদযদি। বিস্তৃতে হিমবৎ-পৃষ্ঠে রম্যে সমশিলাতলে ॥ ৮ ॥ ততো বীটা বিদার্য্যৈব কপালং পরমেষ্ঠিনঃ। সার্চ্চিষ্মতী জটা-মধ্যান্নিক্ষিপ্তা ধরণীতলে ॥ ৯ ॥ বীটয়া তু পতন্ত্যাদ্রির্দারিতঃ স্মাসমোভবৎ। যাবত্তীর্থবরঃ পুণ্যঃ কেদার ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১০ ॥ ততো হরো বরং প্রাদাৎ কেদারে বৃষভধ্বজঃ। পুণ্যবৃদ্ধি-করং ব্রহ্মন্ পাপঘ্নং মোক্ষসাধনং ॥ ১১ ॥ যে জলং তাবকে তীর্থে পীত্বা সংযমিনো নরাঃ। মধু-মাংসনিবৃত্তাস্তু ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ ষণ্মাসাদ্ধারয়িষ্যন্তি নিবৃত্তাঃ পরপাকতঃ। তেষাং হৃৎপঙ্কজেষেব তল্লিঙ্গং ভবিতা ধ্রুবং ॥ ১৩ ॥ ন চাস্য পাপেষু রতির্ভবিষ্যতি কদাচন। পিতৃণাম-ক্ষয়ং শ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ স্নানদানতপাংসীহ হোমজপ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ভবি-ষ্যন্ত্যক্ষয়া নৃণাং মৃতানামপুনর্ভবঃ ॥ ১৫ ॥ এতদ্বরং হরাত্তীর্থং প্রাপ্য মুক্ত স্ব দেবতাঃ। পুনাতি পুংসাং কেদারস্ত্রিনেত্রবচনং যথা ॥ ১৬ ॥ কেদারায় বরং দত্বা জগাম ত্বরিতো হরঃ। স্নাতুং ভানুসুতাং দেবীং কালিন্দীং পাপনাশিনীং ॥ ১৭ ॥ অবতীর্য্য ততঃ স্নাতুং নিমগ্নশ্চ মহাম্ভসি। দ্রুপদাং নাম গায়ত্রীং জজাপান্তর্জ্জলে হরঃ ॥ ১৮ ॥ নিমগ্নে শঙ্করে দেব্যাং সরস্বত্যাং কলিপ্রিয়। সার্দ্ধঃ সম্বৎসরো যাতো ন চোন্মজ্জত্তদেশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ ভুবনাস্তর্ণবাস্তথা। চেলুঃ

করিয়া, নন্দীকে রক্ষকরূপে স্থাপনপূর্ব্বক মহীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ এব গ্রীবাদেশে মহামুদ্রা অর্পণ, মহাসর্পের কুণ্ডল ধারণ, কটিদেশে মহাশংখের মেখলা পরিধান ॥ ৫ ॥ দক্ষিণ হস্তে কপাল ও সব্যকরে কমণ্ডলু গ্রহণ, এবং বৃক্ষ, অদ্রি, শৈলসানু ও নদী সকল এক দিনমাত্র অবস্থান ॥ ৬ ॥ ত্রৈলোক্যস্থান আশ্রয়, মূল আহার, জল ভোজন ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া, ক্রমান্বয়ে নবশত বর্ষ যাপন করিলেন। ৭ ॥ অনন্তর মুখমধ্যে বীটা নিক্ষেপ করিয়া, সেই বিস্তৃত হিমবৎপৃষ্ঠে রমণীয় সমশিলাতলে শ্বাস বাধক বরার উপক্রম করিলে ॥ ৮ ॥ সেই বীটা তদীয় কপাল বিদারিত করিয়া, প্রভাজাল বিস্তার করত জটামধ্য হইতে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইল। ৯। বীটা পতিত হইলে, অদ্রি বিদারিত ও পৃথিবীর সমান হইয়া গেল। এবং কেদার নামে পরম পবিত্র তীর্থপ্রধানরূপে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১০ ॥ অনন্তর বৃষভধ্বজ হর কেদারে বরপ্রদান করি। কহিলেন, তোমার জল পুণ্য বর্দ্ধিত, পাপ বিনাশিত ও মোক্ষ সমাহিত করিবে ॥ ১১ ॥ যাহারা সংযত, মধুমাংসবিবর্জ্জিত, ব্রহ্মচারিব্রতেপ্রতিষ্ঠিত ও পরপাক হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, তোমার তীর্থে জলপান করিয়া, ছয় মাস ধারণ করিবে, তাহাদের হৃৎপঙ্কজে সেই লিঙ্গ আবির্ভূত হইবে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ তাঁহাদের পাপে কখন রত হইবে না। তাহারা পিতৃ-গণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অক্ষয় হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ এখানে মরিলে, তাহাকে পুনরায় সংসারে আসিতে হইবে না। এখানে স্নান, দান, তপস্যা, জপ ও হোমাদি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, অক্ষয় ফললাভ হইবে ॥ ১৫ ॥ মহাদেবের নিকট এইরূপ বর পাইয়া, সেই কেদারতীর্থ, সাক্ষাৎ তদীয় বাক্যের ন্যায়, লোকের পবিত্রতা সাধন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

মহাদেব এইরূপে কেদারকে বর দিয়া, সত্বরে সর্ব্বপাপবিনাশিনী ভানুনন্দিনীতে স্নান করি-বার জন্য গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ তথায় স্নানার্থ অবতীর্ণ ও গভীর সলিলে নিমগ্ন হইয়া, দ্রুপদা-নাম্নী গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ হে কলিপ্রিয়! শঙ্কর ঐরূপে অন্তর্জলে নিমগ্ন হইয়া, সার্দ্ধ বৎসর যাপন করিলেন। তথাপি উন্মগ্ন হইলেন না। ১৯ ॥ এই অবসরে সমুদায়

পেতুর্দ্ধরণ্যাঞ্চ নক্ষত্রং তারকৈঃ সহ ॥ ২০ ॥ আসনেভ্যঃ প্রচলিতা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । স্বস্ত্যস্তু লোকেভ্য ইতি জপন্তঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষুব্ধাশ্চ দেবা লোকেষু ব্রহ্মাণং প্রষ্টুমাগতাঃ । দৃষ্ট্বোচুঃ কিমিদং লোকাঃ ক্ষুব্ধাঃ সংশয়মাগতাঃ ॥ ২২ ॥ তানাহ পদ্মসম্ভূতো ন জানেহহং চ কারণং । তদা গচ্ছত বো যুক্তং দ্রষ্টুং চক্রগদাধরং ॥ ২৩ ॥ পিতামহেনৈবমুক্তা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । পিতামহং পুরস্কৃত্য মুরারিসদনং গতাঃ ॥ ২৪ ॥

নারদ উবাচ । কোহসৌ মুরারির্দ্দেবর্ষে দেবো যক্ষোহথ কিন্নরঃ । দৈত্যো বা রাক্ষসো বাপি পার্থিবো বা তদুচ্যতাং ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । যোহসৌ রজঃসত্ত্বময়ো গুণবাংশ্চ তমোময়ঃ । নির্গুণঃ সর্ব্বগো ব্যাপী মুরারির্মধুসূদনঃ ॥ ২৬ ॥

নারদ উবাচ । যোহসৌ মুর ইতি খ্যাতঃ কস্য পুত্রঃ স গীয়তে । কথঞ্চ নিহতঃ সংখ্যে বিষ্ণুনা তদ্বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি সুরাসুরনিবর্হণং । বিচিত্রমিদমাখ্যানং পুণ্যদং পাপনাশনং ॥ ২৮ ॥ কশ্যপস্যৌরসঃ পুত্রো মুরো নাম দনূদ্ভবঃ । স দদর্শ রণে ভগ্নান্ দিতিপুত্রান্ সুরোত্তমৈঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ স মরণাদ্ভীতস্তপ্ত্বা বর্ষগণান্ বহূন্ । আরাধয়ামাস বিভুং ব্রহ্মাণমপরাজিতং ॥ ৩০ ॥ ততোহস্য তুষ্টো বরদঃ প্রাহ বৎস বরং বৃণু । স চ বব্রে বরং দৈত্যো বরমেবং পিতামহাৎ ॥ ৩১ ॥ যং যং করতলেনাহং স্পৃশেয়ং সমরে বিভো । স স মৎকরসংস্পর্শাদমরোহপি

ভুবন ও সমুদায় সাগর বিচলিত হইয়া উঠিল । নক্ষত্র ও তারকা সকল ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২০ ॥ শক্রপ্রমুখ দেবগণ আসনভ্রষ্ট হইয়া উঠিলেন । পরমর্ষিগণ, লোকের স্বস্তি হউক, বলিয়া, জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ দেবগণ ক্ষুব্ধ হইয়া, ব্রহ্মাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিলেন । এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিজন্য লোক সকল ক্ষুব্ধ ও সংশয়ভাবাপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥ পদ্মযোনি কহিলেন, আমি ইহার কারণ অবগত নহি । তোমরা চক্রগদাধর বিষ্ণুর দর্শনার্থ গমন কর ; তাহাই যুক্তিযুক্ত ॥ ২৩ ॥ পিতামহের এইরূপ আদেশ পাইয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ তাঁহারে পুরস্কৃত করিয়া, মুরারিসদনে সমাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥

নারদ কহিলেন, হে দেবর্ষে ! সেই মুরারি কে ? দেবতা, না, যক্ষ, কিন্নর, না, রাক্ষস, দৈত্য, না, পার্থিব, নির্দ্দেশ করুন ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, যিনি রজঃসত্ত্বময় ; গুণময় ও তমোময়, যিনি নির্গুণ, সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, সেই মধুসূদনই মুরারিনামে বিখ্যাত ॥ ২৬ ॥

নারদ কহিলেন, যে সেই মুর নামে বিখ্যাত, সে কাহার পুত্র ? কিরূপে সংগ্রামে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হয়, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আমি এই সুরাসুরনিবর্হণ, পুণ্যসংজনন, পাপবিনাশন, বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥ কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে মুর নামে দানবের জন্ম হয় । সে অবলোকন করিল, সুরোত্তম সকল দিতিপুত্রদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তদ্দর্শনে সে মরণভয়ে আক্রান্ত হইয়া, বহুবর্ষগণ তপস্যা করিয়া, অপরাজিত বিভু ব্রহ্মার আরাধনা করিল ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মা তুষ্ট ও বরদানে উদ্যত হইয়া, কহিলেন, বৎস ! বর গ্রহণ কর । সে পিতামহের নিকট এই বর প্রার্থনা করিল ॥ ৩১ ॥ আমি সংগ্রামে যে যে ব্যক্তিকে করতল দ্বারা স্পর্শ করিব, হে প্রভো ! হে অজ ! সে অমর হইলেও আমার হস্তস্পর্শ মাত্রে যেন

ম্রিয়েরন্ ॥ ৩২ ॥ বাঢ়মিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ততোঽভ্যাগান্মহাতেজা মুরঃ সুরগিরিং বলী ॥ ৩৩ ॥ সমেত্যাহ্বয়তে দেবযক্ষং কিন্নরমেব বা। ন কশ্চিদযুধে তেন সমং দৈত্যেন নারদ ॥ ৩৪ ॥ ততোঽমরাবতীং ক্রুদ্ধঃ স গত্বা শক্রমাহ্বয়ৎ। নানেন সহ যোদ্ধুং বৈ মতিং চক্রে পুরন্দরঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ স করমুদ্যম্য প্রবিবেশামরাবতীং। প্রবিশন্তং ন তং কশ্চিন্নিবারয়িতুমুৎসহে ॥ ৩৬ ॥ স গত্বা শক্রসদনং প্রোবাচেন্দ্রং মুরস্তদা। দেহি যুদ্ধং সহস্রাক্ষ নোচেৎ স্বর্গং পরিত্যজ ॥ ৩৭ ॥ ইত্যেবমুক্তো দৈত্যেন ব্রহ্মন্ হরিহয়স্তদা। স্বর্গরাজ্যং পরিত্যজ্য ভুচরঃ সমজায়ত ॥ ৩৮ ॥ ততো গজেন্দ্রকুলিশৌ হৃতৌ শক্রস্য শত্রুণা। সকলত্রো মহাতেজা দেবৈঃ সহ সুতেন চ ॥ ৩৯ ॥ কালিন্দ্যা দক্ষিণে কূলে নিবিবেশ পুরং হরিঃ। মুরশ্চাপি মহাভোগান্ বুভুজে স্বর্গসংস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ দানবাশ্চাপরে রৌদ্রা ময়তারপুরোগমাঃ। মুরমাসাদ্য মোদন্তে স্বর্গে সুকৃতিনো যথা ॥ ৪১ ॥ স কদাচিন্মহীপৃষ্ঠং সমায়াতো মহাসুরঃ। একাকী কুঞ্জরারূঢ়ঃ সরযূং নিম্নগাং প্রতি ॥ ৪২ ॥ স সরয্বাস্তটে বীরং রাজানং সূর্য্যবংশজং। দদৃশে রঘুনামানং দীক্ষিতং যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৪৩ ॥ তমুপেত্যাব্রবীদ্দৈত্যো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি। নোচেন্নিবর্ত্ততাং যজ্ঞো নেষ্টব্যা দেবতাস্ত্বয়া ॥ ৪৪ ॥ তমুপেত্য মহাতেজা মিত্রাবরুণসম্ভবঃ। প্রোবাচ বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মন্ বশিষ্ঠস্তপতাম্বরঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং তে জিতৈর্নরৈর্দ্দৈত্য অজিতাননুশাসয়। প্রহর্ত্তুমিচ্ছসি যদি তং নিবারয় চান্তকং ॥ ৪৬ ॥ স বলী শাসনং তে বৈ ন করোতি মহাসুর। তস্মিন্ জিতে হি বিজিতং সর্ব্বমন্যচ্চ ভূতলং ॥ ৪৭ ॥ স তদ্বসিষ্ঠবচনং নিশম্য

মরিয়া যায় ॥ ৩২ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিলেন। মহাতেজা মহাবল মুর, বর পাইয়া, সুরগিরিতে সমাগত হইল ॥ ৩৩ ॥ সমাগত হইয়া, দেব, যক্ষ ও কিন্নরদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু নারদ! কেহই তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন না ॥ ৩৪ ॥ তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া, অমরাবতীতে গমন ও ইন্দ্রকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। কিন্তু পুরন্দর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর সে কর উদ্যত করিয়া, অমরাবতীতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার সময় কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সাহসী হইল না ॥ ৩৬ ॥ সে শক্রসদনে গমন করিয়া, তাঁহাকে কহিল, হে সহস্রাক্ষ! আমার সহিত যুদ্ধ কর। নচেৎ স্বর্গ ত্যাগ করিয়া যাও ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মন্! মুর এইরূপ কহিলে, ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন মুর ইন্দ্রের ঐরাবত ও বজ্র আত্মসাৎ করিল। ইন্দ্র পুত্র, কলত্র ও দেবগণের সহিত ॥ ৩৯ ॥ কালিন্দীর দক্ষিণ কূলে নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। মুর স্বর্গে থাকিয়া, মহাভোগ সকল ভোগ করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ ময় ও তারপ্রমুখ অপরাপর রৌদ্রপ্রকৃতি দানবগণ মুরের শরণাপন্ন হইয়া, স্বর্গে সুকৃতীগণের ন্যায়, আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥ কোন সময়ে মহাসুর মুর মহীপৃষ্ঠে সমাগত ও একাকী কুঞ্জরারোহণে সরযূনদীর তটে উপস্থিত হইল ॥ ৪২ ॥ তথায় সে অবলোকন করিল, সূর্য্যবংশীয় বীর রাজা রঘু যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ দৈত্য তাহার নিকট গিয়া কহিল, আমারে যুদ্ধ দাও। নচেৎ যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হও। দেবতাদের পূজা করিতে পাইবে না ॥ ৪৪ ॥

মহাতেজা, মহাবুদ্ধি, তপস্বিশ্রেষ্ঠ, মিত্রাবরুণনন্দন তাহার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে দৈত্য! মনুষ্যগণ তোমার নিকট পরাজিতই আছে। অতএব তাহাদিগকে জয় করিয়া, তোমার কি ইষ্টাপত্তি হইবে? যাহারা অজিত, তাহাদিগকে অনুশাসন কর। যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যমকে নিরস্ত কর ॥ ৪৬ ॥ যম অতি বলবান্। তোমার শাসন পালন করিবে না। তাহারে জয় করিলেই, তোমার সমুদায় সংসার জয় করা হইবে ॥ ৪৭ ॥

দনুপুঙ্গবঃ। জগাম ধর্ম্মরাজানং বিজেতুং দণ্ডপাণিনং ॥ ৪৮ ॥ তমায়ান্তং যমঃ শ্রুত্বা মত্ব বধ্যঞ্চ সংযুগে। স সমারুহ্য মহিষং কেশবান্তিকমাগমৎ ॥ ৪৯ ॥ সমেত্য চাভিবাদ্যৈনং প্রোবাচ মুরচেষ্টিতং। স চাহ গচ্ছ ম মদ্য প্রেষয়স্ব মহাসুরম্ ॥ ৫০ ॥ স বাসুদেববচনং শ্রুত্বা চ ত্বরয়ান্বিতঃ। এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যঃ সংপ্রাপ্তো নগরীং মুরঃ। ৫১ ॥ তুমাগতং যমঃ প্রাহ কিং মুরো কর্ত্তুমিচ্ছসি। বদস্ব বচনং কর্ত্তা ত্বদীয়ং দানবেশ্বর ॥ ৫২ ॥

মুর উবাচ। যম প্রজাসংযমনান্নিবৃত্তিং কর্ত্তুমর্হসি। নোচেত্ত্বাদ্য ছিত্বাহং মূর্দ্ধানং পাতয়ে ভুবি ॥ ৫৩ ॥ তমাহ ধর্ম্মরাট্ বাক্যং যদি সংযমসে ভবান্। গোপিতাসি মুরো নিত্যং করিষ্যে বচনং তব ॥ ৫৪ ॥ মুরস্তমাহ ভবতঃ কোঽধিকস্তং বদস্ব মে। অহমেব পরাজিত্য বারয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ যমস্তং প্রাহ মে বিষ্ণুর্দ্দেবশ্চক্রগদাধরঃ। শ্বেতদ্বীপনিবাসী যঃ স মাং সংযমতেঽব্যয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ তমাহ দৈত্যশার্দ্দূলঃ কাসৌ বসতি কীর্ত্তয়। স্বয়ং তত্র গমিষ্যামি তস্য সংযমনোদ্যতঃ ॥ ৫৭ ॥ তমুবাচ যমো গচ্ছ ক্ষীরোদং নাম সাগরং। তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্লোকনাথো জগন্ময়ঃ ॥ ৫৮ ॥ মুরস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রাহ গচ্ছামি কেশবং। কিং তু ত্বয়া ন তাবদ্ধি সংযম্যা ধর্ম্মমানবাঃ ॥ ৫৯ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং তূর্ণমভ্যগমন্মুরঃ। যত্রাস্তে শেষপর্য্যঙ্কে চতুর্ম্মূর্ত্তির্জনার্দ্দনঃ ॥ ৬০ ॥

দনুপুঙ্গব মুর তদীয় বচন আকর্ণন করিয়া, দণ্ডপাণি যমকে জয় করিবার জন্য গমন করিল ॥ ৪৮ ॥ যম তাহাকে আসিতে শুনিয়া, সংগ্রামে তাহাকে বধ করা যাইবে না, ভাবিয়া, মহিষে আরোহণ করিয়া, ভগবান্ কেশবের নিকট সমাগত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এবং সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারে অভিবাদন করিয়া, মুরের বিচেষ্টিত বিজ্ঞাপিত করিলেন। তিনি কহিলেন, তুমি যাইয়া, এখনই সেই মহাসুরকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও ॥ ৫০ ॥ ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের বচনানুসারে ত্বরান্বিত হইলেন। এই অবসরে মুর তদীয় নগরীতে আগমন করিল ॥ ৫১ ॥ সে আগমন করিলে, যম তাহারে কহিলেন, হে মুর! তোমার কি করিতে অভিলাষ, বল। হে দানবেশ্বর! আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৫২ ॥

অসুর কহিল, হে যম! আমি তোমাকে প্রজাগণের সংযমন হইতে নিবৃত্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছি। নতুবা, অদ্য তোমার মস্তক ছেদন করিয়া, পৃথিবীতে পাতিত করিব ॥ ৫৩ ॥

ধর্ম্মরাজ তাহারে কহিলেন, তুমি যদি আমারে সংযমন ও নিত্য রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার কথা রক্ষা করিতে পারি ॥ ৫৪ ॥

মুর কহিল, তোমা অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি প্রাধান্যবিশিষ্ট, আমারে বল। আমি তাহারে পরাজয়পূর্ব্বক প্রতিবিদ্ধ করিব, সংশয় নাই ॥ ৫৫ ॥

যম তাহারে কহিলেন, যিনি শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী, সেই চক্রগদাধর ভগবান্ অবিনাশী বিষ্ণু আমারে সংযমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

দৈত্যশার্দ্দূল মুর যমকে কহিল, কোথায় তাঁহার বাস, কীর্ত্তন কর। আমি স্বয়ং তাঁহার সংযমনোদ্যত হইয়া, তথায় গমন করিব ॥ ৫৭ ॥

যম তাহারে কহিলেন, তুমি ক্ষীরোদনামক সাগরে গমন কর। লোকনাথ, জগন্ময় ভগবান্ বিষ্ণু তথায় বিরাজমান আছেন ॥ ৫৮ ॥

মুর তাঁহার কথা শুনিয়া, কহিল, আমি কেশবের সকাশে গমন করিব। তুমি তাবৎকাল ধর্ম্মিষ্ঠ মানবদিগকে সংযমন করিও না ॥ ৫৯ ॥ এই কথা বলিয়া, সে ক্ষীরোদসাগরে গমন করিল, যেখানে চতুর্ম্মূর্ত্তি জনার্দ্দন শেষপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ৬০ ॥

নারদ উবাচ। চতুর্ম্মূর্ত্তিঃ কথং বিষ্ণুরেক এব নিগদ্যতে। সর্ব্বগত্বাৎ কথমপি অব্যক্তত্বাচ্চ তদ্বদ ॥৬১॥

পুলস্ত্য উবাচ। অব্যক্তঃ সর্ব্বগোঽপীহ এক এব মহামুনে। চতুর্ম্মূর্ত্তির্জগন্নাথো যথা ব্রহ্ম তথা শৃণু ॥ ৬২ ॥ অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং শুক্লং শান্তং পরাৎপরং। বাসুদেবাখ্যমব্যক্তং স্মৃতং দ্বাদশপত্রকং ॥ ৬৩ ॥

নারদ উবাচ। কথং শুক্লং কথং শান্তমপ্রতর্ক্যমনিন্দিতং। কান্যস্য দ্বাদশোক্তানি পত্রকাণি মহামুনে ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্ব বচনং গুহ্যং পরমেষ্ঠিপ্রভাবিতং। শ্রুতং সনৎকুমারেণ তেনাখ্যাতং চ মম ॥ ৬৫ ॥

নারদ উবাচ। কোঽয়ং সনৎকুমারেতি যথোক্তং ব্রহ্মণঃ স্বয়ং। তবাপি তেন গদিতং বদ মামনুপূর্ব্বশঃ ॥৬৬॥

পুলস্ত্য উবাচ। ধর্ম্মস্য ভার্য্যাহিংসাখ্যা তস্যাং পুত্রচতুষ্টয়ং। সংজাতং মুনিশার্দ্দূল যোগশাস্ত্রবিচারকং। ৬৭ ॥ জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারোভূদ্দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ। তৃতীয়ঃ সনকো নাম চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ ॥ ৬৮ ॥ সাংখ্যবেত্তারমপরং কপিলং বোঢ়ুমাসুরং। দৃষ্ট্বা পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠং যোগযুক্তং তপোনিধিং ॥ ৬৯ ॥ ততস্তস্যাসনং দদ্যাজ্জ্যায়ানপি কনীয়সে। মৌনগুহ্যং মহাযোগং কপিলাদীনুবাচ সঃ ॥ ৭০ ॥ সনৎকুমারশ্চাভ্যেত্য ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং। অপৃচ্ছদ্যোগবিজ্ঞানং তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মোবাচ। কথয়িষ্যামি তে সাধ্য যদি পুত্রেতি মে বচঃ। শৃণোষি কুরুষে তচ্চ জ্ঞানং সাংখ্যযুতো ভবান্ ॥ ৭২ ॥

নারদ কহিলেন, বিষ্ণু এক; কিজন্য তাঁহাকে চতুর্ম্মূর্ত্তি বলিয়া থাকে? তিনি সর্ব্বগ ও অব্যক্ত। তবে কিরূপে চতুর্ম্মূর্ত্তি হইলেন, নির্দ্দেশ করুন ॥ ৬১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহাত্মন! জগন্নাথ জনার্দ্দন সর্ব্বগ ও অব্যক্ত এবং এক হইলেও, যেরূপে চতুর্ম্মূর্ত্তি হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৬২ ॥ বাসুদেবনামক পরপদ অপ্রতর্ক্য, অনির্দ্দেশ্য, শুক্ল, শান্ত এবং দ্বাদশপত্রক বলিয়া, পরিগণিত ॥ ৬৩ ॥

নারদ কহিলেন, শুক্ল, শান্ত, অপ্রতর্ক্য ও অনিন্দিত, এই সকল কিরূপে হইয়াছে? হে মহামুনে! ইঁহার দ্বাদশপত্রই বা কিরূপ? ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পিতামহের কথিত এই গুহ্য আখ্যান শ্রবণ কর। সনৎকুমার উহা শুনিয়া, আমায় বলিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

নারদ কহিলেন, সনৎকুমার কে, ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁহাকে বলিয়াছেন? তিনি আবার আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। আনুপূর্ব্বিক আমারে বলুন ॥ ৬৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ধর্ম্মের ভার্য্যা অহিংসা। তাঁহার গর্ভে পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হন। হে মুনিশার্দ্দূল! তাঁহারা সকলেই যোগশাস্ত্রের বিচারক ছিলেন ॥ ৬৭ ॥ ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক, এবং চতুর্থের নাম সনন্দন ॥ ৬৮ ॥ তৎকালে কপিলকে সাংখ্যবেত্তা, যোগযুক্ত, তপোনিধি ও এই কারণে সকলের শ্রেষ্ঠ দেখিয়া ॥ ৬৯ ॥ সনৎকুমার জ্যেষ্ঠ হইলেও, কনিষ্ঠকে আসন প্রদান এবং কপিলাদি সকলকেই মৌনগুহ্য মহাযোগ উপদেশ করিলেন ॥ ৭০ ॥

সনৎকুমার কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া, যোগবিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রজাপতি তাঁহারে কহিলেন ॥ ৭১ ॥ হে ধর্ম্মনন্দন! যদি আমার কথা শুন, এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে, আমি যোগবিজ্ঞান উপদেশ করিব। যেহেতু, তুমি সাংখ্যযুক্ত ॥ ৭২ ॥

সনৎকুমার উবাচ। পুত্র এবাস্মি দেবেশ যতঃ শিষ্যোস্ম্যহং বিভো। ন বিশেষোঽস্তি পুত্রস্য শিষ্যস্য চ পিতামহ ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ। বিশেষঃ শিষ্যপুত্রাভ্যাং বিদ্যতে ধর্মনন্দন। ধর্ম্মকর্ম্মসমাযোগে তথাপি গদতঃ শৃণু ॥ ৭৪ ॥ পুন্নাম্নো নরকাত্রাতি পুত্রস্তেনেহ কীর্ত্ততে। শেষপাপহরঃ শিষ্য ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ৭৫ ॥

সনৎকুমার উবাচ। কোঽয়ং পুন্নামকো দেব যস্মাত্রাতি চ পুত্রকঃ। তস্মাচ্ছেষং তথা পাপং হরেচ্ছিষ্যশ্চ তদ্বদ ॥ ৭৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ। এতৎ পুরাণং পরমং মহর্ষে যোগাঙ্গযুক্তং চ তথা সদৈব। তথৈব চোগ্রং ভয়হারিপুণ্যং বদামি তে শাম্যতি যেন পাপম্ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মসনৎকুমারসংবাদো নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ। পরদারাভিগমনং পাপিনামুপসেবনং। পারুষ্যং সর্ব্বভূতানাং প্রথমং নরকং মতং ॥ ১ ॥ ফলস্তেয়ং মহাপাপং ফলহীনং তথাটনং। ছেদনং বৃক্ষজাতীনাং দ্বিতীয়ং নরকং স্মৃতং ॥ ২ ॥ বর্জ্যাদানং তথা ত্বন্ধবধ্যবধবন্ধনং। বিবাদো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং তৃতীয়ং নরকং মতং ॥ ৩ ॥ ভয়দং সর্ব্বসত্ত্বানাং ভবভূতিবিনাশনং। ভ্রংশনং নিজধর্ম্মাণাং চতুর্থং নরকং স্মৃতং ॥ ৪ ॥ মারণং মিত্রকৌটিল্যং মিথ্যাভিশংসনং চ যৎ। মিষ্টৈকাশনমিত্যুক্তং পঞ্চমং তু নৃযাতনং ॥ ৫ ॥ যন্ত্র ফলাদিহরণং যমনং যোগনাশনং। যানযুগ্মস্য হরণং ষষ্ঠমুক্তং

সনৎকুমার কহিলেন, হে দেবেশ! আমি আপনার পুত্র। যেহেতু, আপনার শিষ্য হইয়াছি। হে বিভো! হে পিতামহ! শিষ্য ও পুত্র এই উভয়ে বিশেষ নাই ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! ধর্ম্মকর্ম্মসমাযোগস্থলে শিষ্য ও পুত্র উভয়ে বিশেষ আছে। তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭৪ ॥ পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে, বলিয়া, পুত্র নাম হইয়াছে। আর, শেষ পাপ হরণ করে বলিয়া, শিষ্যনাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি প্রচলিত আছে ॥ ৭৫ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে দেব! পুত্র যাহা হইতে ত্রাণ করে, সেই পুন্নাম নরক কীদৃশ? আর, শেষ পাপ কাহাকে বলে, যাহা হরণ করে, বলিয়া, শিষ্য নাম হইয়াছে? ॥ ৭৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি তোমার নিকট পরমপ্রাচীন, যোগাঙ্গযুক্ত, সর্ব্বদা উগ্রভয়নিসূদন, পরমপবিত্র, এই আখ্যান কীর্ত্তন করিব। ইহা দ্বারা পাপ বিনাশিত হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মসনৎকুমারসংবাদনাম ষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পরদারাভিগমন, পাপিগণের উপসর্পণ ও পরুষতাবলম্বন, এই তিনটী সর্ব্বভূতের প্রথম নরক ॥ ১ ॥ চৌর্য্য, বৃথা পর্য্যটন ও বৃক্ষজাতিগণের ছেদন, এই কয়টী দ্বিতীয় নরক ॥ ২ ॥ বর্জ্য দ্রব্যের পরিগ্রহ, অবধ্যের বধ ও বন্ধন এবং বান্ধবর্গের সহিত বিবাদ, এই কয়টী তৃতীয় নরক ॥ ৩ ॥ ভবভূতি বিনাশ করিয়া, সর্ব্বসত্ত্বের ভয় সমুৎপাদন এবং নিজ ধর্ম্মের ভ্রংশন, ইহাদের নাম চতুর্থ নরক ॥ ৪ ॥ মারণ, মিত্রগণের প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন, মিথ্যাভিশংসন ও একাকী মিষ্টভোজন এই কয়টী পঞ্চম নরক ॥ ৫ ॥ ফলাদিহরণ, নিয়মন, যোগনাশন

সুর্য্যাত্তনং ॥ ৬ ॥ রাজভাগহরং মূঢ়ং রাজজায়ানিষেবণং। রাজ্ঞামহিতকর্ত্তৃত্বং সপ্তমং নরকং স্মৃতং ॥ ৭ ॥ লুব্ধত্বং লোলুপত্বং চ লব্ধধর্ম্মার্থনাশনং। লালাসংকীর্ণমেবোক্তমষ্টমং নরকং স্মৃতং ॥ ৮ ॥ বিপ্রোক্তং ব্রহ্মহরণং ব্রাহ্মণানাং বিনিন্দনং। বিরোধং বন্ধুভিশ্চোক্তং নবমং নরবাস্তনং॥ ৯ ॥ শিষ্টাচারবিনাশং চ শিষ্টদ্বেষং শিশোর্ব্বধং। শাস্ত্রস্তেয়ং ধর্ম্মস্তেয়ং দশমং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ১০ ॥ ষড়ঙ্গনিধনং ঘোরং ষাড়্গুণ্যপ্রতিষেধনং। একাদশং তথৈবোক্তং নরকং সদ্ভিরুত্তমং ॥ ১১ ॥ সৎসু নিন্দা সদা চৌরমনাচারমসৎক্রিয়া। সংস্কারপরিহীনত্বমিদং দ্বাদশমুচ্যতে। ১২ ॥ হানির্ধর্ম্মার্থকামানামপবর্গস্য হারণং। সংবেদঃ সংবিদামেতৎ ত্রয়োদশমমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ কৃপণং ধর্ম্মহীনং চ যদ্বর্জ্যং যচ্চ বহ্নিদং। চতুর্দ্দশং তথৈবোক্তং নরকং তদ্বিগর্হিতং ॥ ১৪ ॥ অজ্ঞানং চাপ্যসূয়ত্বমশৌচমশুভাবহং। স্মৃতং তৎ পঞ্চদশকমসত্যবচনানি চ ॥ ১৫ ॥ আলস্যং বৈ ষোড়শকং সক্রোধং চ বিশেষতঃ। সর্ব্বস্য চাততায়িত্বমাবাসেষগ্নিদাপনং ॥ ১৬ ॥ ইচ্ছা চ পরদারেষু নরকায় নিগদ্যতে। ঈর্ষ্যাভাবশ্চ শাস্ত্রেষু উদ্ধতত্বং বিগর্হিতং ॥ ১৭ ॥ এতৈস্তু পাপৈঃ পুরুষঃ পুন্নামাদ্যৈর্ন সংশয়ঃ। সংযুক্তঃ প্রীণয়েদ্দেবং সন্তত্যা জগতঃ পতিং ॥ ১৮ ॥ প্রীতঃ সৃষ্ট্যা তু শুভয়া সমধ্যাস্তে তমচ্যুতং। পুংনাম নরকং ঘোরং বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্মাৎ কারণাৎ সাধ্য ততঃ পুত্রেতি গদ্যতে। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শেষপাপস্য লক্ষণং ॥ ২০ ॥ দেয়ে দেবর্ষিভূতানামমনুজানাং পিতৄনথ। লিপ্সা পরধনেষেব সর্ব্ববর্ণেষু চৈকতা ॥ ২১ ॥ ওঙ্কারাদপি নিবৃত্তিঃ পাপকারিস্মৃতিশ্চ সঃ। গুরোর্ব্বাদো মহাপাপমগম্যাগমনং তথা ॥ ২২ ॥ সুতাদিবিক্রয়ো ঘোরশ্চণ্ডালাদিপরিগ্রহঃ। স্বদোষচ্ছাদনং পাপং পরদোষপ্রকাশনং ॥ ২৩ ॥ মৎসরিত্বং বাগ্দুষ্টত্বং নিষ্ঠুরত্বং তথা পরে। টাকিত্বং

ও যানযুগ্মহরণ, ইহাদের নাম ষষ্ঠ নরক ॥ ৬ ॥ মোহবশতঃ রাজভাগহরণ, রাজপত্নীগমন ও রাজার অহিতাচরণ, ইহাদের নাম সপ্তম নরক ॥ ৭ ॥ লুব্ধতা, লোলুপতা, লব্ধধর্ম্মার্থবিনাশন, ইহাদের নাম অষ্টম নরক ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মহরণ, ব্রাহ্মণগণের নিন্দাকরণ ও বন্ধুগণের সহিত বিরোধসংঘটন, ইহাদের নাম নবম নরক ॥ ৯ ॥ শিষ্টাচারবিনাশ, শিষ্টদ্বেষ, শিশুহত্যা, শাস্ত্রচুরি, ধর্ম্মচুরি, ইহাদের নাম দশম নরক ॥ ১০ ॥ ষড়ঙ্গনিধন, ষাড়্গুণ্যপ্রতিষেধন, এই কয়টীকে সাধুগণ একাদশ নরক বলিয়াছেন ॥ ১১ ॥ সাধুনিন্দা, সর্ব্বদা চৌর্য্যবৃত্তির পরিচর্য্যা, অনাচার, অসৎক্রিয়া, সংস্কার বর্জ্জন, ইহাদের নাম দ্বাদশ নরক ॥ ১২ ॥ ধর্ম্মার্থকামহানি, চতুর্ব্বর্গপরিহারণ ও সংবিৎসংবেদ, ইহাদের নাম ত্রয়োদশ নরক ॥ ১৩ ॥ ধর্ম্মহীন কৃপণ ও বর্জ্জন এবং অগ্নিপ্রয়োগ, ইহাদের নাম চতুর্দ্দশ নরক। এই নরক অতি জুগুপ্সিত ॥ ১৪ ॥ অজ্ঞান, অসূয়া, অশৌচ ও অসত্য বাক্য, এই কয়টীর নাম পঞ্চদশ নরক ॥ ১৫ ॥ আলস্য, বিশেষতঃ, ক্রোধ ও সকলের আততায়িত্ব এবং আবাসে অগ্নিদান, ইহাদের নাম ষোড়শ নরক ॥১৬॥ পরদারে বাসনা, শাস্ত্রে ঈর্ষ্যাভাব, ও ঔদ্ধত্য, এই কয়টীও নরকের হেতু ॥ ১৭ ॥ পুরুষ উল্লিখিত পুন্নামাদ্য পাপসকলে সংযুক্ত হইয়া, সন্ততি দ্বারা জগৎপতি জনার্দ্দনকে যদি সন্তুষ্ট করে ॥ ১৮ ॥ তাহা হইলে, তিনি প্রীত হইয়া, শুভসৃষ্টি দ্বারা তাহারে সংভাবিত করিয়া থাকেন। এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পুন্নাম নরক বিনাশ করেন ॥ ১৯ ॥ হে ধর্ম্মনন্দন! এই কারণেই পুত্র নাম হইয়াছে। অতঃপর শেষ পাপের লক্ষণ কীর্ত্তন করিব ॥ ২০ ॥ দেবগণ, ঋষিগণ, ভূতগণ, মনুজগণ, ও পিতৃগণ, ইহাদের দেয় দ্রব্যে লোভ, পরধনে লিপ্সা, সর্ব্ববর্ণে একতা ॥ ২১ ॥ ওঁকার হইতে নিবৃত্তি, পাপকারিস্মৃতি, গুরুনিন্দা, অগম্যাগমন ॥ ২২ ॥ সুতাদিবিক্রয়, চণ্ডালাদিপরিগ্রহ, স্বদোষগোপন, পরদোষপ্রকাশন ॥ ২৩ ॥ মৎসরিত্ব, বাগ্দুষ্টত্ব, নিষ্ঠুরত্ব, যাহার নাম করিলে ও যাহা বলিলেও অধর্ম্ম হয় সেই টাকিত্ব ও

তালবাদিত্বং নাম্না বা চাপ্যধর্ম্মজং ॥ ২৪ ॥ দারুণত্বমধর্ম্মিত্বং নরকাবহমুচ্যতে। এতৈশ্চ পাপৈঃ সংযুক্তঃ প্রীণয়েদ্যদি শঙ্করং ॥ ২৫ ॥ জ্ঞানাধিকমশেষেণ শেষং পাপং জয়েত্ততঃ। শারীরং বাচিকং যচ্চ মানসং সাধিকং চ যৎ ॥২৬॥ পিতৃমাতৃকৃতং যচ্চ কৃতং যচ্চাশ্রিতৈর্নরৈঃ। ভ্রাতৃভির্বান্ধবৈশ্চাপি তস্মিন্ জন্মনি ধর্ম্মজ ॥ ২৭ ॥ তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি স ধর্ম্মঃ সুতশিষ্যয়োঃ। বিপরীতে ভবেৎ সাধ্য বিপরীতঃ পদক্রমঃ ॥ ২৮ ॥ তস্মাচ্চ পুত্রশিষ্যৌ হি বিধাতব্যৌ বিপশ্চিতা। এতদর্থমভিধ্যায় শিষ্যাচ্ছ্রেষ্ঠতরঃ সুতঃ। শেষাংস্তারয়তে শিষ্যঃ সর্ব্বতোপি হি পুত্রকঃ ॥ ২৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সাধ্যঃ প্রাহ তপোধনঃ। ত্রিসত্যং তব পুত্রোহহং দেব যোগং বদস্ব মে ॥ ৩০ ॥ তমুবাচ মহাযোগী তম্মাতাপিতরৌ যদি। দাস্যেতে চ ততো যোগং দায়াদো হসি পুত্রক ॥ ৩১ ॥ সনৎকুমারঃ প্রোবাচ দায়াদপরিকল্পনা। যেয়ং ভগবতা প্রোক্তা তাং মে ত্বং খ্যাতুমর্হসি ॥ ৩২ ॥ তদুক্তং সাধ্যমুখ্যেন বাক্যং শ্রুত্বা পিতামহঃ। প্রাহ প্রহস্য ভগবান্ শৃণু বৎসেতি নারদ ॥ ৩৩ ॥ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ। গূঢ়োৎপন্নোপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাস্তু ষট্ ॥ ৩৪ ॥ অমীষু ষট্সু পুত্রেষু ঋণপিণ্ডধনক্রিয়াঃ। গোত্রসাম্যং কুলে বৃত্তিঃ প্রতিষ্ঠা শাশ্বতী তথা ॥ ৩৫ ॥ কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা। স্বয়ংদত্তঃ পারসবঃ ষট্ পুত্রাস্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ অমীষামৃণপিণ্ডাদিকথা নৈবেহ বিদ্যতে। নামধারক এবেহ গোত্রে চ কুলসংমতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততোস্য বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ সনকাগ্রজঃ।

তালবাদিত্ব ॥ ২৪ ॥ দারুণত্ব ও অধর্ম্মিত্ব, এই সকল নরকের হেতু। এই সমস্ত পাপে সংযুক্ত হইয়া, যদি জ্ঞানাধিক শঙ্করকে অশেষরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে শেষ পাপ জয় করিয়া থাকে। তাহা হইলে, শারীর, বাচিক, মানস ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ পিতৃমাতৃকৃত, আশ্রিত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এবং ভ্রাতৃগণ ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান জন্মে বিহিত ॥ ২৭ ॥ ইত্যাদি সমস্ত পাতক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই পুত্র ও শিষ্যের ধর্ম্ম। হে ধর্ম্মনন্দন! ইহার বিপরীত হইলে, বিপরীত শব্দে কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ এই কারণে বিদ্বান্ ব্যক্তি পুত্র ও শিষ্য বিধান করিবেন। এইরূপ অর্থ অভিধান করিলে, শিষ্য অপেক্ষা পুত্র প্রধান হইয়া থাকে। অর্থাৎ শিষ্য শেষ সকলের উদ্ধার করে, কিন্তু পুত্র সকলেরই পরিত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তপোধন সনৎকুমার পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র; অতএব আমাকে যোগ উপদেশ করুন ॥ ৩০ ॥

তখন মহাযোগী পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, তোমার পিতামাতা যদি আমাকে তোমায় প্রদান করেন, তাহা হইলে, যোগ উপদেশ করিব। কেননা, তখন তুমি আমার দায়াদ হইবে ॥ ৩১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে দায়াদপরিকল্পনা কীর্ত্তন করিলেন, তাহার অর্থ কি, আমাকে বলুন ॥ ৩২ ॥

হে নারদ! ভগবান্ পিতামহ সাধ্যপ্রধান সনৎকুমারের অভিহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥ ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন ও অপবিদ্ধ, এই ছয়জন দায়াদনামে অভিহিত হয় ॥ ৩৪ ॥ এই ছয় পুত্রে ঋণ, পিণ্ড, ধন, ক্রিয়া, গোত্রসাম্য, কুলবৃত্তি ও শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ এতদ্ব্যতীত, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, পারসব, এই ছয়টী পুত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ইহাদের ঋণপিণ্ডাদিকথা নাই। ইহারা গোত্রে নামধারকমাত্র। এবং কুলসম্মত ॥ ৩৭ ॥

উবাচৈনং বিশেষং হি ব্রহ্মণ্যে খ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৮ ॥ ততোব্রবীৎ সুরপতির্বিশেষং শৃণু পুত্রক। ঔরসো যঃ স্বয়ংজাতঃ প্রতিবিম্বমিবাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥ ক্লীবোন্মত্তে ব্যসনিনি পত্যৌ তস্যাজ্ঞয়া তু যঃ। ভার্য্যা হ্যনাতুরা পুত্রং জনয়েৎ ক্ষেত্রজস্তু সঃ ॥ ৪০ ॥ মাতাপিতৃভ্যাং যো দত্তঃ স দত্তঃ পরিগীয়তে। মিত্রপুত্রং মিত্রদত্তং কৃত্রিমং প্রাহুরুত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ ন জ্ঞায়তে গৃহে কেন জাতস্ত্বিতি স গূঢ়জঃ। বাহ্যতঃ স্বয়মানীতঃ সোপবিদ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪২ ॥ কন্যাজাতস্তু কানীনঃ সগর্ভোঢ়ঃ সহোঢ়জঃ। মূল্যৈর্গৃহীতঃ ক্রীতঃ স্যাদ্দ্বিবিধঃ স্যাৎ পুনর্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥ দত্তাপ্যকস্য যা কন্যা ভূয়োঽন্যস্য প্রদীয়তে। তজ্জাতস্তনয়ো জ্ঞেয়ো লোকে পৌনর্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ দুর্ভিক্ষে ব্যসনে চাপি যেনাত্মা বিনিবেদিতঃ। স স্বয়ংদত্ত ইত্যুক্তস্তথান্যৈঃ কারণান্তরৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণস্য সুতঃ শূদ্র্যাং জায়তে যস্তু সুব্রত। ঊঢ়ায়াং চাপ্যনূঢ়ায়াং স পারশব উচ্যতে ॥ ৪৬ ॥ এতস্মাৎ কারণাৎ পুত্র ন স্বয়ং দাতুমর্হসি। স্বমাত্মানং গচ্ছ শীঘ্রং পিতরৌ সমুপাহ্বয় ॥ ৪৭ ॥ ততঃ স মাতাপিতরৌ সস্মার বচনাদ্বিভোঃ। তাবাজগ্মতুরীশানং দ্রষ্টুং বৈ দম্পতী মুনে ॥ ৪৮ ॥ প্রণিপত্য তু ব্রহ্মাণমাদেশো দেব দীয়তাম্। উপবিষ্টৌ সুখাসীনৌ সাধ্যো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

সনৎকুমার উবাচ। যোগং জিগমিষুস্তাত ব্রহ্মাণং সমচূচুদং। মামুক্তবাংস্ত পুত্রার্থে তস্মাত্ত্বং দাতুমর্হসি ॥ ৫০ ॥ তাবেবমুক্তৌ পুত্রেণ যোগাচার্য্যং পিতামহং। উক্তবংতৌ প্রভো যং হি আবয়োস্তনয়োঽস্তি চ ॥ ৫১ ॥ অদ্যপ্রভৃত্যয়ং পুত্রস্তব ব্রহ্মন্ ভবিষ্যতি। ইত্যুক্ত্বা

সনৎকুমার পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমারে বিশেষ করিয়া, এ বিষয় বলুন ॥ ৩৮ ॥

তখন সুরপতি কহিলেন, বৎস! বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে পুত্র আত্মার প্রতিবিম্বসদৃশ স্বয়ং সমুৎপন্ন হয়, তাহার নাম ঔরস ॥ ৩৯ ॥ পতি ক্লীব, উন্মত্ত ও ব্যসনী হইলে, তাহার আজ্ঞাক্রমে তদীয় অনাতুরা ভার্য্যায় অপরে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম ক্ষেত্রজ ॥ ৪০ ॥ মাতাপিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুত্রকে দত্ত বলিয়া থাকে। মিত্রদত্ত ও মিত্রপুত্র কৃত্রিম বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৪১ ॥ কোন্ ব্যক্তি গৃহে জন্ম দিয়াছে, তাহা জানা না থাকিলে, সেই পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন বলে। আর, বাহ্য হইতে স্বয়ং আনীত পুত্রের নাম অপবিদ্ধ ॥ ৪২ ॥ কন্যার গর্ভে জাতপুত্রের নাম কানীন। সগর্ভা কর্ত্তৃক ঊঢ়পুত্রকে সহোঢ়জ বলিয়া থাকে। মূল্য দিয়া গ্রহণ কর: পুত্রের নাম ক্রীত পুত্র ॥ ৪৩ ॥ যে কন্যাকে একজনের হস্তে সম্প্রদান করিয়া, পুনরায় অন্য পাত্রে ন্যস্ত করা হয়, তাহার গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ দুর্ভিক্ষ ও ব্যসনসময়ে যে ব্যক্তি আত্মাকে বিনিবেদিত করে, এবং অন্যবিধ হেতুতেও ঐরূপে আত্মদান করিয়া থাকে, তাহাকে দত্ত বলে ॥ ৪৫ ॥ হে সুব্রত! বিবাহিতা ও অবিবাহিতা শূদ্রাণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ যে পুত্রোৎপাদন করেন, তাহার নাম পারশব ॥ ৪৬ ॥ বৎস! এই সকল কারণে তুমি স্বয়ং আত্মদান করিতে পার না। অতএব শীঘ্র গমন করিয়া, পিতামাতাকে আহ্বান কর ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর সনৎকুমার বিভু ব্রহ্মার বচনানুসারে পিতামাতাকে স্মরণ করিলে, তাঁহারা উভয়ে সকলের ঈশ্বর সেই পিতামহকে দেখিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে দেব! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। এই বলিয়া তাঁহারা সুখাসীন হইলে, সনৎকুমার তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ আমি যোগ জানিবার অভিলাষে পিতামহকে প্রেরণা করিয়াছিলাম। ইনি আমারে পুত্র হইবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব আপনারা আমারে ইঁহার হস্তে পুত্ররূপে প্রদান করুন ॥ ৫০ ॥ তাঁহারা পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, যোগাচার্য্য পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্! এই সনৎকুমার এতদিন আমাদের

জগ্মতুঃ স্বর্গং যেনৈবাভ্যাগতৌ যথা ॥ ৫২ ॥ পিতামহোপি তং পুত্রং সাধ্যং চ বিনয়ান্বিতম্। সনৎকুমারং প্রোবাচ যোগং দ্বাদশপত্রকং ॥ ৫৩ ॥ শিখাসংস্থস্ত ওঙ্কারো মেষোস্য শিরসি স্থিতঃ। পত্রং বৈশাখমাসো হি প্রথমং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৫৪ ॥ নকারো মুখসংস্থোপি বৃষস্তত্র প্রকীর্ত্তিতঃ। জ্যেষ্ঠমাসশ্চ তৎ পত্রং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৫৫ ॥ মোকারো ভুজয়োর্যুগ্মং মিথুনস্তত্র সংস্থিতঃ। আষাঢ় ইতি বিখ্যাতস্তৃতীয়ং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৫৬ ॥ ভকারং নেত্রযুগলং তত্র কর্কটকঃ স্থিতঃ। মাসঃ শ্রাবণ ইত্যুক্তশ্চতুর্থং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৫৭ ॥ গকারং হৃদয়ং প্রোক্তং সিংহো বসতি তত্র চ। মাসো ভ দ্রপদঃ প্রোক্তঃ পঞ্চমং পরিগীয়তে ॥ ৫৮ ॥ বকারং কবচং বিদ্যাৎ কন্যা তত্র প্রতিষ্ঠিতা। মাসশ্চাশ্বযুজি প্রোক্তঃ ষষ্ঠং তৎপত্রকং স্মৃতং ॥ ৫৯ ॥ তেকারং মনসি প্রোক্তং তুলা তত্র চ সংস্থিত। মাসশ্চ কার্ত্তিকো নাম সপ্তমং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৬০ ॥ বাকারং নাভিসংযুক্তং স্থিতস্তত্র তু বৃশ্চিকঃ। মাসো মার্গশিরা নাম অষ্টকং পত্রকং মুনে ॥ ৬১ ॥ সুকারং জঘনং প্রোক্তং তত্রস্থশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ। পৌষো নিগদিতো মাসো নবমং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৬২ ॥ দেকারশ্চাঙ্ঘ্রিযুগলে তত্রস্থস্তিমির উচ্যতে। মাসো মাঘেতি বিখ্যাতো দশমং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৬৩ ॥ বাকারো জানুযুগ্মং চ কুম্ভস্তত্রাদিসংস্থিতঃ। পত্রকং ফাল্গুনঃ প্রোক্তং তদেকাদশমুত্তমং ॥ ৬৪ ॥ পাদৌ যকারো মীনোহপি স চৈত্রে বসতে মুনে। ইদং তু দ্বাদশং প্রোক্তং পত্রং বৈ কেশবস্য হি ॥ ৬৫ ॥ দ্বাদশারং তথা চক্রং যন্নাভি দ্বিসৃতং তথা। ত্রিব্যূহমেকমূর্ত্তিশ্চ তথোক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥ তত্র চোক্তং তু দেবস্য রূপং দ্বাদশপত্রকং। যস্মিন্ জ্ঞাতে মুনিশ্রেষ্ঠ ন ভূয়ো মরণং লভেৎ ॥ ৬৭ ॥ দ্বিতীয়মুক্তং সত্বাদ্যং চতুর্ব্বর্ণং চতুর্মুখং। চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং

পুত্র ছিলেন ॥ ৫১ ॥ আজি হইতে আপনার পুত্র হইলেন। এই বলিয়া তাঁহারা যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই স্বর্গে গেলেন ॥ ৫২ ॥

তখন পিতামহ সেই বিনয়ান্বিত সনৎকুমারকে দ্বাদশপত্রক যোগ উপদেশ দিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ ওঁকার শিখাসংস্থ; মেষ ইহার শিরোদেশে অধিষ্ঠিত, বৈশাখ মাস ইহার প্রথম পত্র ॥ ৫৪ ॥ নকার মুখদেশে অবস্থিত। বৃষও সেই বদনমণ্ডলে বিরাজমান হইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস তাহার দ্বিতীয় পত্র ॥ ৫৫ ॥ মোকার ভুজযুগ্ম। মিথুন তাহাতে বিরাজ করিতেছে। আষাঢ় নামে বিখ্যাত মাস তাহার তৃতীয় পত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ ভকার নেত্রযুগল; কর্কটক তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে। শ্রাবণ মাস তাহার চতুর্থ পত্র বলিয়া পরিগণিত ॥ ৫৭ ॥ গকার হৃদয়দেশ নামে অভিহিত, সিংহ তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে। ভাদ্রমাস তাহার পঞ্চম পত্র বলিয়া পরিগীত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ বকার কবচ। কন্যা তাহাতে প্রতিষ্ঠিতা আছে। আশ্বিন মাস তাহার ষষ্ঠ পত্র ॥ ৫৯ ॥ তেকার মন; তুলা তাহাতে বিরাজ করিতেছে। কার্ত্তিকনামক মাস তাহার সপ্তম পত্র ॥ ৬০ ॥ বকার নাভিদেশ। বৃশ্চিক তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেছে। মার্গশিরানামক মাস তাহার অষ্টম পত্র ॥ ৬১ ॥ সুকার জঘনদেশ। ধনুর্দ্ধর তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে। পৌষনামে মাস তাহার নবম পত্র ॥ ৬২ ॥ দেকার পদযুগল; তিমির তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে। মাঘনামে বিখ্যাত মাস দশম পত্র রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥ বাকার জানুযুগ্ম; কুম্ভ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ফাল্গুনমাস একাদশ পত্র ॥ ৬৪ ॥ যকার পাদযুগল; হে মুনে! মীন তাহাতে বাস করিতেছে। চৈত্র মাস দ্বাদশ পত্র নামে পরিগণিত ॥ ৬৫ ॥ তাঁহার চক্র দ্বাদশ অর ও দ্বাদশ নাভি সমন্বিত। সেই পরমেশ্বর স্বয়ং ত্রিব্যূহ ও একমূর্ত্তি ॥ ৬৬ ॥ এই দ্বাদশ পত্রক সেই ভগবানের রূপ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহা জ্ঞাত হইলে, পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না ॥ ৬৭ ॥ তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি সত্বাদ্য; উহা চতুর্ব্বর্ণ, চতুর্ম্মুখ ও চতুর্ব্বাহুবিশিষ্ট এবং শ্রীবৎসে অলঙ্কৃত। উহার অঙ্গ সকল

শ্রীবৎসধরমব্যয়ঃ॥ ৬৮॥ তৃতীয়স্তামসো নামশেষমূর্ত্তিঃ সহস্রধা। সহস্রবদনঃ শ্রীমান্ প্রজাপ্রলয়কারকঃ॥ ৬৯॥ চতুর্থো রাজসো নাম রক্তবর্ণশ্চতুর্মুখঃ। দ্বিভুজো ধারয়ন্ মালাং সৃষ্টিকর্ত্তা দপূরুষঃ॥ ৭০॥ অব্যক্তাৎ সংভবন্ত্যেতে ত্রয়োব্যক্তা মহামুনে। অতো মরীচি-প্রমুখাস্তথান্যেপি সহস্রশঃ॥ ৭১॥ এতত্তবোক্তং মুনিবর্য্য রূপং বিষ্ণোঃ পুরাণমতিপুষ্টিবর্দ্ধনং। চতুর্ভুজং চাপি মুরুস্তু রাত্মা কৃতান্তবাক্যাৎ পুনরাসসাদ॥ ৭২॥ তমাগতং প্রাহ মুনে মধুঘ্নঃ প্রাপ্তোহসি কেনাসুর কারণেন। স প্রাহ যোদ্ধুং সহ বৈ ত্বয়াদ্য তং প্রাহ ভূয়োহসুর-পূগহন্তা॥ ৭৩॥ যদীহ মাং যোদ্ধুমুপাগতোসি তৎ কম্পতে তে হৃদয়ং কিমর্থম্। জ্বরাতুরস্যেব মুহুর্মুহুর্বৈ তন্নৈব যোৎস্যে সহ কাতরেণ॥ ৭৪॥ ইত্যেবমুক্তে মধুসূদনেন মুরুস্তদাত্ম-হৃদয়ে স্বহস্তং। কথং ক্ব কস্যেতি মুরুস্তদোক্ত্বা নিপাতয়ামাস বিপন্নবুদ্ধিঃ॥ ৭৫॥ হরিশ্চ চক্রং সুহস্তলাঘবেন মুমোচ তদ্ধৃৎকমলং চ শত্রোঃ। চিচ্ছেদ দেবাশ্চ গতব্যথাভবন্ দেবং প্রশংসন্তি চ পদ্মনাভং॥ ৭৬॥ এতত্তবোক্তং মুরদৈত্যনাশনং কৃতং হি যুক্ত্যা শিতচক্রপাণিনা। অতঃ প্রসিদ্ধিং সমুপাজগাম মুরারিরিত্যেব বিভুর্নৃসিংহঃ॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে মুরবধো নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥ ৬১॥

উদার এবং উঁহার কোনকালেই বিনাশ নাই॥ ৬৮॥ তৃতীয় শেষ মূর্ত্তি তমোময়। উহা সহস্রধা বিরাজমান, সহস্র বদনে শোভমান ও পরম শ্রীমান্ এবং প্রজাগণের প্রলয় করিয়া থাকে॥ ৬৯॥ চতুর্থ রাজসমূর্ত্তি; উহা রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজবিশিষ্ট, বনমালায় অলঙ্কৃত এবং উঁহাই সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষ॥ ৭০॥ হে মহর্ষে! এই ব্যক্তমূর্ত্তিত্রয় অব্যক্ত হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহা হইতেই মরীচিপ্রমুখ ঋষি সকল ও অন্যান্য সহস্র সহস্র পুরুষ অবতরণ করিয়াছেন॥ ৭১॥ হে মুনিবর্য্য! তোমার নিকট বিষ্ণুর এই অতীবপুষ্টিবর্দ্ধন, পুরাণ রূপ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ভুজ-চতুষ্টয়ে অলঙ্কৃত। দুরাত্মা মুর কৃতান্তের বচনানুসারে পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করিল॥ ৭২॥ মধুসূদন তাহাকে আগত অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি মুর! তুমি কিজন্য আসিলে? সে কহিল, অদ্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, বলিয়া আসিলাম। অসুরনিহন্তা হরি পুনরায় তাহাকে কহিলেন॥ ৭৩॥ যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার হৃদয় কিজন্য কাঁপিতেছে? জ্বরাতুরের হৃদয় যেমন বারংবার কম্পিত হয়, তোমার হৃদয়েরও তদ্রূপ দশা আবির্ভূত হইয়াছে। তুমি অবশ্য কাতর হইয়াছ; কাতরের সহিত আমি যুদ্ধ করিব না॥ ৭৪॥ মধুসূদন কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, মুর তৎক্ষণাৎ আপনার হৃদয়ে স্বকীয় হস্ত ন্যস্ত করিল। কি কারণে, কোথায়, কাহার, এইরূপ কহিয়া, হস্তপ্রদান করিবামাত্র, বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হইল॥ ৭৫॥ তদ্দর্শনে হরি সুহস্তলাঘবসহায়ে তদীয় হৃৎকমলে চক্র প্রয়োগ করিলেন। এবং তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ গতব্যথ হইয়া, ভগবান্ পদ্মনাভের প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৭৬॥ ভগবান্ হরি সুশাণিত চক্রহস্তে মুরকে যেরূপে বিনাশ করেন, তাহা বলিলাম। মুরকে বধ করিয়া অবধি সেই বিভু নৃসিংহ, মুরারি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মুরবধনামক একষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো মুরারিভুবনং সমভ্যেত্য সুরাস্ততঃ। ঊচুর্দেবং নমস্কৃত্য জগৎ-সংক্ষোভকারণম্॥ ১॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ গচ্ছামো হরমন্দিরং। স বেৎস্যতি মহাজ্ঞানী জগৎ ক্ষুব্ধং চরাচরং॥ ২॥ তথোক্তা বাসুদেবেন দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। জনার্দ্দনং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্মন্দরভূধরং। ন তত্র দেবং বৃষভং ন দেবীং চ ন নন্দিনং॥ ৩॥ শূন্যং গিরিমপশ্যন্ত অজ্ঞানতিমিরাবৃতাঃ। তান্ মূঢ়দৃষ্টীন্ সংপ্রেক্ষ্য দেবো বিষ্ণুর্মহাদ্যুতিঃ॥ ৪॥ প্রোবাচ কিং ন পশ্যধ্বং মহেশং পুরতঃ স্থিতং। তমূচুর্নৈব দেবেশং পশ্যামো গিরিজাপতিং॥ ৫॥ ন বিদ্মঃ কারণং তচ্চ যেন দৃষ্টির্হতা হি নঃ। তানুবাচ জগন্মূর্ত্তির্যূয়ং দেবস্য সাগসঃ॥ ৬॥ পাপিষ্ঠা গর্ভ-হন্তারো মৃড়ান্যাঃ স্বার্থতৎপরাঃ। তেন জ্ঞানং বিবেকো বা হৃতো দেবেন শূলিনা॥ ৭॥ যেনাগ্রতঃ স্থিতমপি পশ্যন্তোপি ন পশ্যথ। তস্মাৎ কায়বিশুদ্ধ্যর্থং দেবদৃষ্ট্যর্থমাদরাৎ॥ ৮॥ তপ্তকৃচ্ছ্রেণ সংশুদ্ধাঃ কুরুধ্বং জ্ঞানমীশ্বরে। ক্ষীরস্নানং প্রযুঞ্জীত সাগ্রকুম্ভশতং পুরা॥ ৯॥ দধিস্নানে চতুঃষষ্টির্দ্বাত্রিংশদ্ঘৃতবিধোঽর্হণে। পঞ্চগব্যস্য শুদ্ধস্য কুম্ভাঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ॥ ১০॥ মধুনো-ঽষ্টৌ জলস্যোক্তাঃ সর্ব্বে তে দ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ। ততো রোচনয়া দেবমষ্টোত্তরশতেন হি॥ ১১॥ অনুলিম্পেৎ কুঙ্কুমেন চন্দনেন চ ভক্তিতঃ। বিল্বপত্রৈঃ সকমলৈঃ কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ॥ ১২॥ মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ অতিমুক্তৈস্তথার্চ্চয়েৎ। অগুরুং সহকালেয়ং চন্দনেনাপি ধূপয়েৎ॥ ১৩॥ জপ্তব্যং শতরুদ্রীয়মৃগ্বেদোক্তং পদক্রমৈঃ। এবং কৃতে তু দেবেশং পশ্যধ্বং নেতরেণ হি॥ ১৪॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর দেবগণ মুরারিভবনে সমাগত হইয়া, তাঁহারে নমস্কার করিয়া, জগৎ-ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥ ভগবান্ মুররিপু তাহা শুনিয়া, কহিলেন, হরমন্দিরে গমন করি, চল। তিনি মহাজ্ঞানী; অবশ্যই জানিবেন, যেজন্য চরাচর জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছে॥ ২॥

বাসুদেব এইরূপ কহিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া, মন্দরভূধরে গমন করিলেন। কিন্তু অজ্ঞানতিমিরে আবৃত হইয়া, তথায় বৃষভধ্বজ অথবা দেবী কিম্বা নন্দী, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ৩॥ শূন্য পর্ব্বত অবলোকন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহা-দিগকে মূঢ়দৃষ্টি দর্শন করিয়া॥ ৪॥ বলিতে লাগিলেন, মহাদেব পুরোভাগে বিরাজ করিতেছেন। আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা গিরিজাপতি মহা-দেবকে দেখিতে পাইতেছি না॥ ৫॥ যেজন্য আমাদের দৃষ্টি প্রতিহত হইয়াছে, তাহার কারণ অবগত নহি। জগন্মূর্ত্তি জনার্দ্দন তাঁহাদিগকে কহিলেন॥ ৬॥ তোমরা স্বার্থতৎপর হইয়া, মৃড়ানীর গর্ভ নষ্ট করিয়া, মহাপাপগ্রস্ত ও তজ্জন্য মহাদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছ; সেইজন্য ভগবান্ শূলী তোমাদের জ্ঞান বা বিবেক বিনষ্ট করিয়াছেন॥ ৭॥ সেই কারণেই তোমরা সম্মুখে বিরাজমান বৃষধ্বজকে দেখিয়াও, দেখিতে পাইতেছ না। অতএব সকলে কায়শোধন ও দেবদর্শননিমিত্ত আদরসহকারে॥ ৮॥ তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা সবিশেষ শুদ্ধ হইয়া, মহাদেবের জ্ঞানলাভ কর। প্রথমে সাগ্রকুম্ভশত ক্ষীরস্নান প্রয়োগ করিতে হইবে॥ ৯॥ দধিস্নানে চতুঃষষ্টি, ঘৃতার্হণে দ্বাত্রিংশৎ ও শুদ্ধ পঞ্চগব্যে ষোড়শ কুম্ভ বিহিত হইয়াছে॥ ১০॥ আর, মধুপূজায় অষ্ট কলস ও জলার্হণে সকলের দ্বিগুণ কুম্ভ বিধান করিতে হয়। অনন্তর অষ্টোত্তরশতকুম্ভ রোচনা॥ ১১॥ কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা ভক্তিসহকারে ভবানীপতিকে অনুলিপ্ত করিয়া, বিল্বপত্র, কমল, চন্দন, অগুরু, কর্পূর॥ ১২॥ মন্দার, পারিজাত ও অতিমুক্ত দ্বারা তাঁহারে অর্চ্চনা ও অগুরুসহ কালেয় চন্দন দ্বারা ধূপ প্রদান॥ ১৩॥ এবং পদক্রমসহায়ে ঋকৃবেদোক্ত শতরুদ্রিয় জপ করিবে। এইরূপ করিলে, ভগবান্ ভবকে দেখিতে পাইবে। অন্য উপায়ে তাঁহারে দর্শন করা সাধ্য নহে॥ ১৪॥

ইত্যুক্তে বাসুদেবেন দেবাঃ কেশবমব্রুবন্। বিধানং তপ্তকৃচ্ছ্রস্য কথ্যতাং মধুসূদন। যস্মিংশ্চীর্ণে কায়শুদ্ধির্ভবত্তে সার্ব্বকালিকী ॥ ১৫ ॥

বাসুদেব উবাচ। ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেচ্চাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ। ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ সর্পিৰ্ব্বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ং ॥ ১৬ ॥ পলা দ্বাদশতো যস্য পলাষ্টৌ পয়সঃ স্মৃতাঃ। ষট্ পলাঃ সর্পিষঃ প্রোক্তা দিবসে দিবসে পিবেৎ ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে সুরাঃ কায়বিশুদ্ধয়ে। তপ্তকৃচ্ছ্রং রহস্যং বৈ চক্রুঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১৮ ॥ ততো ব্রতে সুরাশ্চীর্ণে বিমুক্তাঃ পাপতোঽভবন্। বিমুক্তপাপা দেবেশং বাসুদেবমথাব্রুবন্ ॥ ১৯ ॥ কাসৌ বদ জগন্নাথ শম্ভুস্তিষ্ঠতি কেশব। যং ক্ষীরাদ্যভিষেকেণ স্নাপয়ামো বিধানতঃ ॥ ২০ ॥ অথোবাচ সুরান্বিষ্ণুর্মেব তিষ্ঠতি শঙ্করঃ। মদ্দেহে কিং ন পশ্যধ্বং যোগং প্রাপ্য প্রতিষ্ঠিতং ॥ ২১ ॥ তমূচুর্নৈব পশ্যামঃ স্বত্তো বৈ ত্রিপুরান্তকং। সত্যং বদ সুরেশান মহেশানঃ ক তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥ ততোঽব্যয়াত্মা স হরিঃ স্বহৃৎপঙ্কজশায়িনং। দর্শয়ামাস দেবানাং মুরারির্লিঙ্গমৈশ্বরং ॥ ২৩ ॥ ততোঽমরাঃ ক্রমেণৈব ক্ষীরাদিভিরনুত্তমৈঃ। স্নাপয়াংচক্রিরে লিঙ্গং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ং ॥ ২৪ ॥ গোরোচনায়া স্বালিপ্য চন্দনেন সুগন্ধিনা। বিল্বপত্রাংবুজৈর্দ্দেবং পূজয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ২৫ ॥ ধূপয়িত্বা গুরুং ভক্ত্যা নিবেদ্য পরমৌষধীঃ। জপ্ত্বাষ্টশতনামানি প্রণামং চক্রিরে ততঃ ॥ ২৬ ॥

বাসুদেব এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহারে বলিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! কিরূপে তপ্তকৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কীর্ত্তন করুন। এই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত বিহিত হইলে, সার্ব্বকালিকী কায়শুদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বাসুদেব কহিলেন, তিনদিন উষ্ণ জল পান করিয়া থাকিবে। পরে তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধমাত্র পান করিবে। তদনন্তর তিন দিন উষ্ণ ঘৃত মাত্র পান করিয়া, পরে তিন দিন বায়ু মাত্র ভোজন করিতে হইবে ॥ ১৬ ॥ হে দেবগণ! দ্বাদশপল জল, অষ্টপল দুগ্ধ, ষট্পল ঘৃত দিবসে দিবসে পান করিবে; ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বাসুদেব এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, দেবগণ কায়বিশুদ্ধির জন্য ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, তপ্তকৃচ্ছ্র রহস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ ব্রত উদ্‌যাপনান্তে তাঁহাদের পাপমোচন হইয়া গেল। পাপবিমুক্ত হইলে, তাঁহারা দেবদেব বাসুদেবকে কহিলেন ॥ ১৯ ॥ হে জগন্নাথ! হে কেশব! মহাদেব কোথায় বিরাজ করিতেছেন? আমরা তাঁহারে ক্ষীরাদি দ্বারা অভিষেক করিয়া, স্নান করাইব ॥ ২০ ॥

তখন বিষ্ণু দেবগণকে কহিলেন, এই মহাদেব আমার দেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি যোগবলে ঐরূপে দেহমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না? ॥ ২১ ॥ তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা স্বয়ং ত্রিপুরান্তককে দেখিতে পাইতেছি না। হে সুরেশান! সত্য বলুন, মহেশান কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? ॥ ২২ ॥ তখন অব্যয়াত্মা মুরারি হরি আপনার হৃৎপঙ্কজশায়ী ঐশ্বরলিঙ্গকে দর্শন করাইলে ॥ ২৩ ॥ অমরগণ ক্রমানুসারে অনুত্তম ক্ষীরাদি দ্বারা সেই শাশ্বত, অবিচলিত ও ক্ষয়োদয়বিরহিত লিঙ্গকে স্নান করাইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ প্রথমে গোরোচনা ও সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া, পরে বিল্বপত্র ও অম্বুজ দ্বারা সেই ভগবান্ লিঙ্গরূপী রুদ্রের পূজা করিলেন ॥ ২৫ ॥ তৎপরে ভক্তিসহকারে ধূপপ্রদান ও দিব্য ওষধি সমস্ত নিবেদন করিয়া, অষ্টশতনামজপসহকারে প্রণিপতিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

নারদ উবাচ। ইত্যেবং চিন্তয়ৎস্তু দেবদেবৌ হরাচ্যুতৌ। কথং যোগত্বমাপন্নৌ সত্ত্বেন তমসাবৃতৌ ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। সুরাণাং চিন্তিতং জ্ঞাত্বা বিশ্বমূর্ত্তিরভূদ্বিভুঃ। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তঃ সর্ব্বায়ুধধরোঽব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥ সার্দ্ধত্রিনেত্রং কমলাহিকুণ্ডলং জটাগুড়াকেশখগর্ষভধ্বজং। সমাধবং হারভুজঙ্গভূষণং পীতাজিনাচ্ছন্নকটিপ্রদেশং ॥ ২৯ ॥ চক্রাসিহস্তং হলশার্ঙ্গপাণিং পিনাকশূলাজগবান্বিতং চ। কপর্দ্দখট্বাঙ্গকপালঘণ্টং সশঙ্খটঙ্কাররবং মহর্ষে ॥ ৩০ ॥ দৃষ্ট্বৈব দেবা হরিশঙ্করং তং নমোঽস্তু তে সর্ব্বগতাব্যয়েতি। প্রোক্তপ্রণামাঃ কমলাসনাদ্যাশ্চক্রুর্ম্মতিং চৈকতরাং নিযুজ্য ॥ ৩১ ॥ তানেকচিত্তান্ বিজ্ঞায় দেবান্ দেবপতির্হরিঃ। প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবত্তূর্ণং কুরুক্ষেত্রং স্বমাশ্রমং ॥ ৩২ ॥ ততঃ পশ্যন্তি দেবেশং স্থাণুভূতং জলে স্থিতং। দৃষ্ট্বা নমঃ স্থাণবে তু প্রোক্ত্বা সর্ব্বেঽপ্যুপাবিশন্ ॥ ৩৩ ॥ ততোঽব্রবীৎ সুরপতিরেহি নো দীয়তাম্বরঃ। ক্ষুব্ধং জগজ্জগন্নাথ উন্মজ্জস্ব প্রিয়াতিথে ॥ ৩৪ ॥ ততস্তাং মধুরাং বাণীং শুশ্রাব বৃষভধ্বজঃ। শ্রুত্বোত্তস্থৌ চ বেগেন সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৫ ॥ নমোঽস্তু দেবদেবেভ্যঃ প্রোবাচ প্রহসন্ হরঃ। স চাগতঃ সুরৈঃ সেন্দ্রৈঃ প্রণতো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥ তমূচুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাস্ত্যজ্যতাং শঙ্কর দ্রুতং। মহাব্রতং ত্রয়ো লোকাঃ ক্ষুব্ধাস্তে তেজসার্দ্দিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ অথোবাচ মহাদেবো ময়া ত্যক্তো মহাব্রতঃ। ততঃ সুরা দিবং জগ্মুর্হৃষ্টাঃ প্রযতমানসাঃ ॥ ৩৮ ॥ ততো বিকম্পতে পৃথ্বী সাব্ধিদ্বীপা মহামুনে।

নারদ কহিলেন, দেবগণ এইরূপে ধ্যানপরায়ণ হইলে, সেই সত্ত্ব ও তমোগুণ বৃত হরিহর কিরূপে পরস্পর এককলেবর হইয়াছিলেন ? ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বিভু সুরগণের চিন্তিত অবগত হইয়া, বিশ্বমূর্ত্তি হইলেন। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত, সর্ব্বায়ুধসুশোভিত ও ক্ষয়োদয়বিরহিত ॥ ২৮ ॥ এবং সার্দ্ধত্রিনয়ন, কমল ও অহিকুণ্ডল, জটা ও গুড়াকেশ, গরুড় ও বৃষভ, এবং হার ও ভুজঙ্গ, এই সকলে অলঙ্কৃত। উঁহার কটিপ্রদেশ পীতবসন ও অজিনে আচ্ছন্ন ॥ ২৯ ॥ হস্তে চক্র, অসি, হল ও শার্ঙ্গ, পিনাক, শূল ও আজগব। এবং কপর্দ্দ, খট্বাঙ্গ, কপাল, ঘণ্টা ও শঙ্খ ॥ ৩০ ॥ হে মহর্ষে! দেবগণ সেই হরিহরকে দর্শন করিয়া, হে অব্যয়! হে সর্ব্বগত! তোমাকে নমস্কার, এইরূপ কহিয়া, কমলাসনের সহিত প্রণাম করিলেন। তৎকালে তাঁহারা সকলেই তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

দেবপতি হরি তাঁহাদিগকে একাগ্রচিত্ত জানিয়া, সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বরে স্বকীয় আশ্রম কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ তাঁহারা তথায় জলমধ্যে অধিষ্ঠিত স্থাণুভূত মহেশ্বরকে নয়নগোচর করিয়া, স্থাণুকে নমস্কার, বলিয়া, উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৩ ॥

তখন সুরপতি কহিলেন, আসুন, আমাদিগকে বর দিন। হে জগন্নাথ! সমুদায় জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছে। অতএব, হে প্রিয়াতিথে! উন্মগ্ন হউন ॥ ৩৪ ॥

বৃষভধ্বজ সেই মধুর বাক্য কর্ণগোচর করিলেন। কর্ণগোচর করিয়া, সেই সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন হর সবেগে উত্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ এবং সহাস্য আস্যে কহিলেন, দেবদেবদিগকে নমস্কার। তিনি আগমন করিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরনিকর বিনয়সহকারে তাঁহারে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬ ॥ এবং সকলেই বলিতে লাগিলেন, হে শঙ্কর! সত্বরে এই মহাব্রত ত্যাগ করুন। ত্রিভুবন ত্বদীয় তেজে অর্দ্দিত ও তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব কহিলেন, আমি এই মহাব্রত ত্যাগ করিলাম। এই কথায় ইন্দ্রাদ্য অমরগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া, প্রয়ত মানসে স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে মহামুনে! তৎকালে পৃথিবি সাগর

ততো হ চিন্তয়দ্রুদ্রঃ কিমর্থং ক্ষুভিতা মহী ॥ ৩৯ ॥ ততঃ পর্য্যচরচ্ছূলী কুরুক্ষেত্রং সমন্ততঃ। দদর্শৌঘবতীতীরে উশনসং তপোনিধিং ॥ ৪০ ॥ ততোহব্রবীৎ সুরপতিঃ কিমর্থং তপ্যতে তপঃ। জগৎক্ষোভকরং বিপ্র তচ্ছীঘ্রং কথ্যতাং মম ॥ ৪১ ॥

উশনা উবাচ। ভবারাধনকামার্থং তপ্যতে হি মহত্তপঃ। তস্মাৎ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং জ্ঞাতুমিচ্ছে ত্রিলোচন ॥ ৪২ ॥

হর উবাচ। তপসা পরিতুষ্টোস্মি সুতপ্তেন তপোধনঃ। তস্মাৎ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং ভবান্ জ্ঞাস্যতি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৩ ॥ বরং লব্ধা ততঃ শুক্রস্তপসঃ সংন্যবর্ত্তত। তথাপি চলতে পৃথ্বী সাব্ধিভূ-ভূন্নগাবৃতা ॥ ৪৪ ॥ ততোগমন্মহাদেবঃ সপ্তসারস্বতং শুচি। দদর্শ নৃত্যমানঞ্চ ঋষিং মঙ্কণ-সংজ্ঞিতং ॥ ৪৫ ॥ ভাবেন পোপ্লুযতি বালবৎ স ভুজৌ প্রসার্য্যৈব ননর্ত্ত বেগাৎ। তস্যৈব বেগেন সমাহতা তু চচাল ভূভূর্মিধরৈঃ সহৈব ॥ ৪৬ ॥ তং শঙ্করোঽভ্যেত্য করে নিগৃহ্য প্রোবাচ বাক্যং প্রহসন্মহর্ষে। কিংভাবিতো নৃত্যসি কেন হেতুনা বদস্ব মামদ্য কিমত্র তুষ্টিঃ ॥ ৪৭ ॥ স ব্রাহ্মণঃ প্রাহ মমাদ্য তুষ্টির্যেনেহ জাতা শৃণু তদ্দ্বিজেন্দ্র। তপস্যতো মে বহবো গতা হি সম্বৎ-সরাঃ কায়বিশোধনার্থং ॥ ৪৮ ॥ ততোঽহমুপশ্যামি করাৎ ক্ষতোত্থং নির্গচ্ছতে শাকরসং মমেহ। তেনাতিতুষ্টোস্মি ভৃশং দ্বিজেন্দ্র যেনাস্মি নৃত্যামি সুভাবিতাত্মা ॥ ৪৯ ॥ তং প্রাহ শম্ভুর্দ্বিজ পশ্য মহ্যং ভস্ম প্রবৃত্তং করতোঽতিশুক্লং। সংতাড়নাদেব ন চ প্রহর্ষো মমাস্তি নূনং হি ভবান

ও পর্ব্বত সকলের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে রুদ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, পৃথিবী কিজন্য ক্ষুভিতা হইলেন ? ॥ ৩৯ ॥ এইরূপ চিন্তানন্তর তিনি কুরুক্ষেত্রের সমন্তাৎ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ওঘবতীনদীতটে তপোনিধি উশনা অবস্থিতি করিতেছেন ॥৪০॥ তদ্দর্শনে সুরপতি ভব তাঁহারে কহিলেন, তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ ? হে বিপ্র! শীঘ্র বল। কেননা, তোমার এই তপস্যায় জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৪১ ॥

উশনা কহিলেন, আপনার আরাধনাবাসনায় আমি এই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে ত্রিলোচন! তৎপ্রভাবে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে তপোধন! তোমার এই সুতপ্ত তপস্যায় পরম তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি যথাতত্ত্ব সঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত হইবে ॥ ৪৩ ॥

শুক্র বরলাভ করিয়া, তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। তথাপি, পৃথিবী সাগর, ভূধর ও পাদপ সহিত বিচলিতা হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ তদ্দর্শনে মহাদেব পরমপবিত্র সপ্তসারস্বতে গমন করিলেন। দেখিলেন, মঙ্কণকনামে মহর্ষি নৃত্য করিতেছেন। তিনি বালকের ন্যায়, ভাবভরে বাহু প্রসারিত করিয়া, সবেগে প্লুতগতিতে ঐরূপে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদীয় বেগে সমাহত হইয়া, পৃথিবী সর্ব্বত সহ সহ সহিত বিচলিতা হইতেছেন ॥ ৪৫॥৪৬ ॥ মহাদেব তদ্দর্শনে অভ্যাগত হইয়া তাঁহার কর নিগৃহীত করিয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, মহর্ষে! কি ভাবিয়া, কিকারণে নৃত্য করিতেছেন, কিজন্যই বা আপনার এরূপ তুষ্টি উপস্থিত হইয়াছে, বলুন ॥ ৪৭ ॥

মঙ্কণক কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! যে কারণে অদ্য আমার ঈদৃশী তুষ্টি উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। কায়বিশোধনার্থ তপস্যা করিতে করিতে আমার বহু সংবৎসর গত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥ এক্ষণে দেখিতেছি, আমার কর হইতে ক্ষতযোগে এই শাকরস নিঃস্রাবিত হইতেছে। হে দ্বিজেন্দ্র! তজ্জন্য অতিমাত্র সন্তোষ উপস্থিত হওয়াতে, আমি পরমভাবাবিষ্ট হইয়া, নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

শম্ভু তাঁহারে কহিলেন, হে দ্বিজ! অবলোকন করুন, তাড়না করাতে, আমার হস্ত হইতে

প্রমত্তঃ ॥ ৫০ ॥ শ্রুত্বাথ বাক্যং বৃষভধ্বজং তং নত্বা মুনির্মঙ্কণকো মহর্ষে। নৃত্যং পরিত্যজ্য সুবিস্মিতোহথ ববন্দ পাদৌ বিনয়াবনম্রঃ ॥৫১॥ তমাহ শম্ভুর্দ্বিজ গচ্ছ লোকং তং ব্রহ্মণা দুর্গম এব যশ্চ। ইদঞ্চ তীর্থং প্রবরং পৃথিব্যাং পৃথূদকং স্যাৎ সুমহৎফলং হি ॥৫২॥ সান্নিধ্যমত্রৈব সুরাসুরাণাং গন্ধর্ববিদ্যাধরকিংনরাণাং। সদাস্তু ধর্ম্মস্য নিধানমগ্র্যং সারস্বতং পাপমলাপহারি ॥ ৫৩ ॥ সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ সুবেণুর্বিমলোদকা। মহোদরা চৌঘবতী বিশালা চ সরস্বতী ॥ ৫৪ ॥ এতাঃ সপ্তসরস্বত্যো নিবৎস্যন্তি নিত্যশঃ ॥ সোমপানফলং সর্ব্বাঃ প্রযচ্ছন্তি সুপুণ্যদাঃ ॥ ৫৫ ॥ ভবান্‌নপি কুরুক্ষেত্রে মূর্ত্তিং-স্থাপ্য গরীয়সীং। গমিষ্যতি মহাপুণ্যং ব্রহ্মলোকং সুদুর্গমং ॥ ৫৬ ॥ ইত্যেব মুক্তো দেবেন শঙ্করেণ তপোধন। মূর্ত্তিং স্থাপ্য কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মলোকমগাদ্বশী ॥ ৫৭ ॥ গতে-মঙ্কণকে পৃথ্বী নিশ্চলা সমজায়ত। অথাগান্মন্দরং শম্ভুর্নিজমাবসথং শুচি ॥ ৫৮ ॥ এবং তবোক্তং দ্বিজ শঙ্করস্তু গতস্তদাসীত্তপসস্তু শৈলে। শূন্যেঽন্ধকায়াদদ্রষ্টুমতির্হি দেব্যা স যোজিতো যেন হি কারণেন ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে মঙ্কণকোপাখ্যানং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। গতোঽন্ধকস্তু পাতালে কিমচেষ্টত দানবঃ। শঙ্করো মন্দরস্থোঽপি যচ্চকার তদুচ্যতাং ॥ ১ ॥

এই অতিমাত্র শুক্লবর্ণ ভস্ম সমুত্থিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে আমার হর্ষের বিষয় কিছুই নাই। আপনি নিশ্চয়ই প্রমত্ত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

হে মহর্ষে! মহাদেবের বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক মঙ্কণক তাঁহাকে প্রণাম ও নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও বিনয়ভরে অবনত হইয়া, তদীয় পদযুগল বন্দনা করিলেন ॥ ৫১ ॥

তখন মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, এই পৃথূদক পৃথিবীতে প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে এবং মহৎ ফল সম্ভাবিত করিবে ॥ ৫২ ॥ সুরাসুর ও গন্ধর্ব্বগণ এবং বিদ্যাধর ও কিন্নরবর্গ সর্ব্বদা এখানে সন্নিহিত থাকিবে। তদ্ব্যতীত, ইহা ধর্ম্মের নিধান হইবে, সমুদায় তীর্থের অগ্রণী হইবে এবং পাপমল অপহরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, সুবেণু, বিমলোদকা, মহোদরা, ওঘবতী, বিশালা ও সরস্বতী ॥ ৫৪ ॥ এই সপ্ত সরস্বতী এখানে নিত্য অধিষ্ঠিতা হইবে। এবং সকলেই সোমপানফল প্রদান ও পরম পুণ্য সংবিধান করিবে ॥ ৫৫ ॥ আপনিও কুরুক্ষেত্রে গরীয়সী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, পরমপবিত্র সুদুর্গম ব্রহ্মলোকে সমাগত হইবেন ॥ ৫৬ ॥

হে তপোধন! দেবদেব মহাদেব এইরূপ কহিলে, বশী মঙ্কণক কুরুক্ষেত্রে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মঙ্কণক গমন করিলে, পৃথিবী স্থির হইলেন। মহাদেবও পরমপবিত্র নিজ আবসথ মন্দরে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ হে দ্বিজ! মহাদেব যেকারণে তৎকালে তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। যেকারণে দেবীকে দেখিবার জন্য এবং অন্ধক শূন্যশৈলে গমন করে, তাহা তোমার নিকট বলিলাম ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে মঙ্কণকোপাখ্যাননামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬২ ॥

নারদ কহিলেন, অন্ধক পাতালে গমন করিয়া, কি করিয়াছিল? মহাদেবও মন্দরভূধরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যাহা করেন, নির্দ্দেশ করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। পাতালস্থোঽন্ধকো ব্রহ্মন্ বাধ্যতে মদনাগ্নিনা। সন্তপ্তবিগ্রহঃ সর্ব্বান্ দানবানিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ স মে সুহৃৎ স মে বন্ধুঃ স ভ্রাতা স পিতা মম। যস্তামদ্রিসুতাং শীঘ্রং মমান্তিকমুপানয়েৎ ॥ ৩ ॥ এবং ব্রুবতি দৈত্যেন্দ্রে অন্ধকে মদনাতুরে। মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং প্রহ্লাদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥ যেয়ং গিরিসুতা বীর সা মাতা ধর্ম্মতস্তব। পিতা ত্রিনয়নো দেবঃ শ্রূয়তামত্র কারণং ॥ ৫ ॥ তব পিত্রা হ্যপুত্রেণ ধর্ম্মনিত্যেন দানব। আরাধিতো হরো দেবঃ পুত্রার্থায় পুরা কিল ॥ ৬ ॥ তস্মৈ ত্রিলোচনেনাসীদ্দত্তোঽধোপোব দানবঃ। পুত্রকঃ পুত্রকামস্য প্রোক্তেঽথং বচনং বিভো ॥ ৭ ॥ নেত্রত্রয়ং হিরণ্যাক্ষ সনর্ম্ম সুতয়া মম। পিহিতং যাগসংস্থস্য ততোঽন্ধমভবত্তমঃ ॥ ৮ ॥ তস্মাচ্চ তমসো জাতো ভূতো নীলঘনস্বনঃ। তদিদং গৃহ্যতাং দৈত্য তবৌপয়িকমাত্মজং ॥ ৯ ॥ যদা তু লোকবিদ্বিষ্টং কর্ম্ম চায়ং করিষ্যতি। ত্রৈলোক্যজননীং চাপি হ্যভিবাঞ্ছিষ্যতেঽধমঃ ॥ ১০ ॥ ঘাতয়িষ্যতি বা বিপ্রং যদা প্রক্ষিপ্য চাসুর। তদাস্য স্বয়-মেবাহং করিষ্যে কায়শোষণং ॥ ১১ ॥ এবমুক্ত্বা গতঃ শম্ভুঃ স্বস্থানং মন্দরাচলং। ত্বৎপিতাপি সমভ্যাগাত্ত্বামাদায় রসাতলং ॥ ১২ ॥ এতেন কারণেনাম্বা শৈলজা তব দানব। সর্ব্বস্যাপীহ জগতো গুরুঃ শম্ভুঃ পিতা ধ্রুবং ॥ ১৩ ॥ ভবানপি তথা যুক্তঃ শাস্ত্রবেত্তা গুণাদ্ভুতঃ। নেদৃশে পাপসংকল্পে মতিং কুর্য্যাত্ত্বদ্বিধঃ ॥ ১৪ ॥ ত্রৈলোক্যপ্রভুরব্যক্তো ভবঃ সর্ব্বৈর্নমস্কৃতঃ। অজেয়-স্তস্য ভার্য্যেয়ং ন ত্বমর্হোঽমরার্দ্দন ॥ ১৫ ॥ ন চাপি শক্তঃ সংপ্রাপ্তুং শৈলরাজাত্মজাং শুভাং।

পুলস্ত্য বলিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ধক পাতালস্থ হইয়া, মদনানলে দহ্যমান হইতে লাগিল। তাহার দেহ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তদবস্থায় সে দানবদিগের সকলকেই বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ যে ব্যক্তি সেই অদ্রিনন্দিনীকে আমার অন্তিকে সত্বর আনিয়া দিবে, সেই আমার বন্ধু, সেই আমার ভ্রাতা, সেই আমার পিতা ও সেই আমার সুহৃৎ ॥ ৩ ॥

দৈত্যেন্দ্র অন্ধক মদনাতুর হইয়া, এবংবিধ বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহ্লাদ মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে তাহারে কহিলেন ॥ ৪ ॥ হে বীর! সেই গিরিনন্দিনী ধর্ম্মতঃ তোমার জননী এবং ত্রিলোচন তোমার পিতা। ইহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ হে দানব! তোমার পিতা সর্ব্বদা ধর্ম্মে সংসক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। পূর্ব্বে তিনি পুত্রকামনায় মহাদেবের আরাধনা করেন ॥ ৬ ॥ মহাদেব তদীয় আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, তোমাকে পুত্ররূপে প্রদান করিলেন। প্রদান করিবার সময় সেই পুত্রকাম দৈত্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭ ॥ হে হিরণ্যাক্ষ! আমি যোগস্থ হইলে, মদীয় পুত্রী নর্ম্মপূর্ব্বক আমার নয়নত্রয় আচ্ছাদিত করে। তাহাতে অন্ধতমঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৮ ॥ সেই তমঃ হইতে এই নীলবর্ণ-ঘনস্বন ভূত আবির্ভূত হইয়াছে। হে দৈত্য! ইহা তোমার উপযুক্ত আত্মজ। অতএব ইহাকে গ্রহণ কর ॥ ৯ ॥ তোমার এই পুত্র যখন লোকবিদ্বিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে; অথবা যখন ত্রৈলোক্যজননীর অভিলাষ করিবে ॥ ১০ ॥ কিংবা যখন ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া, তাঁহার হত্যায় ব্যাপৃত হইবে, তখন আমি স্বয়ং ইহার কায়শোষণ করিব ॥ ১১ ॥ এই বলিয়া শম্ভু স্বস্থান মন্দরাচলে গমন করিলেন। তোমার পিতাও তোমারে গ্রহণ করিয়া, রসাতলে অভ্যাগত হইলেন ॥ ১২ ॥ হে দানব! এই কারণে শৈলনন্দিনী তোমার জননীস্থানীয়া। ফলতঃ, শম্ভু সমুদায় জগতের গুরু ও পিতা ॥ ১৩ ॥ তুমিও শাস্ত্রবেত্তা ও অদ্ভুত গুণগ্রামে ভূষিত এবং সর্ব্বথা যুক্তিজ্ঞানে অলঙ্কৃত। ভবদ্বিধ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ পাপসঙ্কল্পে কৃতমতি হয় না ॥ ১৪ ॥ অব্যক্তস্বরূপ মহাদেব সাক্ষাৎ ত্রৈলোক্যের প্রভু, সকল লোকের নমস্কৃত ও অজেয়। এই শৈলনন্দিনী তাঁহার ভার্য্যা। অতএব, হে অমরারি! তুমি কখনই তাঁহারে কামনা করিতে পার না ॥ ১৫ ॥ আর, তাঁহারে প্রাপ্ত হওয়াও, তোমার কোনমতেই সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলতঃ, মহাদেবকে, তদীয়গণসহিত জয়

অজিত্বা সগণং রুদ্রং স চ কামোহথ শূলভৃঃ ॥ ১৬ ॥ যস্তরেৎ সাগরং দোর্ভ্যাং পাতয়েদ্ভুবি ভাস্করং। মেরুমুৎপাটয়েদ্বাপি স জয়েচ্ছূলপাণিনং ॥ ১৭ ॥ উতাহোস্বিদিমাং শক্তঃ ক্রিয়াং কর্ত্তুং মহাবলঃ। ন চ শক্যো হরং জ্ঞাতুং সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ১৮ ॥ কিং ত্বয়া ন শ্রুতং দৈত্য যথা দণ্ডো মহীপতিঃ। পরস্ত্রীকামনামূঢ়শ্চ সরাষ্ট্রো নাশমাপ্তবান্ ॥ ১৯ ॥ আসীদ্দণ্ডো নাম নৃপঃ প্রভূতবলবাহনঃ। স চ বব্রে মহাতেজাঃ পৌরোহিত্যায় ভার্গবং ॥ ২০ ॥ ইজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্নৃপতিঃ শুক্রপালিতঃ। শুক্রস্যাসীচ্চ দুহিতা অরজা নাম নামতঃ ॥ ২১ ॥ শুক্রঃ কদাচিদগমদ্বৃষপর্ব্বাণমাসুরং। তেনার্চ্চিতশ্চিরং তত্র তস্থৌ ভার্গবসত্তমঃ ॥ ২২ ॥ অরজাঃ স্বগৃহং বহ্নিং শুশ্রূষন্তী মহাসুর। অতিষ্ঠত সুচার্ব্বঙ্গী ততোভ্যাগাদ্ধরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥ স পপ্রচ্ছ ক্ব শুক্রেতি তমূচুঃ পরিচারিকাঃ। ততঃ স ভগবান্ শুক্রো যাজনায় দনোঃ সুতম্ ॥ ২৪ ॥ পপ্রচ্ছ নৃপতিঃ কা তু তিষ্ঠতে ভার্গবাশ্রমে। তাস্তমূচুর্গুরোঃ পুত্রী সংতিষ্ঠত্যরজা নৃপ ॥ ২৫ ॥ তামাশ্রমে শুক্রসুতাং দ্রষ্টুমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ। প্রবিবেশ মহাবাহুর্দদর্শারজসং ততঃ ॥ ২৬ ॥ তাং দৃষ্ট্বা কামসন্তপ্তস্তৎক্ষণাদেব পার্থিবঃ। সংজাতোহন্ধক দণ্ডশ্চ কৃতান্তবলচোদিতঃ ॥ ২৭ ॥ বিসর্জ্জয়ামাস তদা ভৃত্যান্ ভ্রাতৄন্ সুহৃত্তমান্। শুক্রশিষ্যানপি বলী একাকী পৃষ্ঠ আব্রজৎ ॥ ২৮ ॥ তমাগতং শুক্রসুতা প্রত্যুত্থায় যশস্বিনী। পূজয়ামাস সংহৃষ্টা ভ্রাতৃভাবেন দানব ॥ ২৯ ॥ ততস্তামাহ

না করিলে, কোন ব্যক্তি তাদৃশ কামনা করিয়া, সফল হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বাহুযুগল-সহায়ে সাগর তরণ করিতে সমর্থ, অথবা, যে ব্যক্তি সূর্য্যকে আকাশ হইতে পাতিত করিতে সক্ষম; কিম্বা যে ব্যক্তি মেরু সমুৎপাটন করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট, সেই শূলপাণিকে জয় করিতে পারে ॥ ১৬।১৭ ॥ অয়ি মহাবল! তুমি কি ঐ সকল কার্য্য করিতে সক্ষম? আমি সত্য সত্য কহিতেছি, তুমি মহাদেবের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহ ॥১৮॥

হে দৈত্য! তুমি কি শুন নাই, মহীপতি দণ্ড পরস্ত্রীকামনাবশে হতজ্ঞান হইয়া, রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন? ॥ ১৯ ॥ দণ্ডনামে রাজা ছিলেন। তিনি প্রভূতবলবাহনবিশিষ্ট ও পরম তেজস্বী এবং ভার্গবকে পৌরহিত্যে বরণ করেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর সেই ভার্গব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভার্গবের অরজানামে এক দুহিতা ছিল ॥ ২১ ॥ শুক্র কোন সময়ে বৃষপর্ব্বার নিকট গমন করিয়াছিলেন। তথায় তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া, বহুকাল অবস্থিতি করেন ॥ ২২ ॥ হে মহাসুর! সুচার্ব্বঙ্গী অরজা স্বগৃহে অগ্নি সেবা করত, অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহীপতি দণ্ড তথায় অভ্যাগত হই-লেন ॥ ২৩ ॥ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক্র কোথায়? পরিচারিকারা কহিল, ভগবান ভার্গব যাজনার্থ বৃষপর্ব্বার নিকট গমন করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভার্গবের আশ্রমে কোন্ রমণী অবস্থিতি করিতেছেন?

তাহারা উত্তর করিল, রাজন্! গুরুর পুত্রী অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

এই কথায় মহাবাহু ইক্ষ্বাকুনন্দন শুক্রদুহিতাকে দর্শন করিবার জন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অরজাকে অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥ অবলোকন করিয়া, তৎক্ষণাৎ কামবশে একান্ত দহ্যমান হইয়া উঠিলেন। হে অন্ধক! মহীপতি দণ্ড কৃতান্তবলপ্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহা-তেই তাঁহার ঐপ্রকার কামসন্তাপ সমুপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর মহাবল দণ্ড ভৃত্যগণ, ভ্রাতৃবর্গ ও সুহৃত্তমদিগকে এবং শুক্রের শিষ্য সমুদায়কেও বিসর্জ্জন করিয়া, একাকী গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তিনি সমাগত হইলে, শুক্রনন্দিনী যশস্বিনী অরজা প্রত্যুত্থান করিয়া অতিমাত্র হর্ষভরে তাঁহারে ভ্রাতৃভাবে পূজা করিলেন ॥ ২৯ ॥

নৃপতির্ব্বালে কামাগ্নিতাপিতঃ। মাং সমাহ্লাদয় স্বাদ্য স্বপরিষ্বঙ্গবারিণা ॥ ৩০ ॥ সাপি প্রাহ নরশ্রেষ্ঠং সবিনীতাঙ্গমাদৃতং। পিতা মম মহাক্রোধী ত্রিদশানপি নির্দ্দহেৎ ॥ ৩১ ॥ মূঢ়বুদ্ধে ভবান্ ভ্রাতা মমাপি স্বয়মাগতঃ। ভগিনী ধর্ম্মতস্তেহং ভবান্ শিষ্যঃ পিতুর্ম্মম ॥ ৩২ ॥ সোব্রবী-ত্তীরু মাং শুক্রঃ কালেন পরিধক্ষ্যতি। কামাগ্নির্নির্দ্দহতি মামদ্যৈব তনুমধ্যমে ॥ ৩৩ ॥ সা প্রাহ দণ্ডং নৃপতিং মুহূর্ত্তং পরিপালয়। তমেব যাচস্ব শুক্রং স তে দাস্যত্যসংশয়ং ॥ ৩৪ ॥ দণ্ডোব্রবীৎ সুতন্বঙ্গি কালক্ষেপো ন মে ক্ষমঃ। হুতাবসরকর্ত্তৃত্বে বিঘ্নমায়াতি সুন্দরি ॥ ৩৫ ॥ ততো ব্রবীচ্চ বিরজা নাহং ত্বাং পার্থিবাত্মজ। দাতুং শক্তা তথাত্মানমস্বতন্ত্রা হি যোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥ কিং বা তে বহুনোক্তেন মা ত্বং নাশং নরাধিপ। গচ্ছস্ব শুক্রশাপেন সভৃত্যজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥ ৩৭ ॥ ততোহব্রবীন্নরপতিঃ সুতনু শৃণু চেষ্টিতং। চিত্রাংগদায়া যদ্বৃত্তং পুরা দেবযুগে শুভে ॥ ৩৮ ॥ বিশ্বকর্ম্মসুতা সাধ্বী নাম্না চিত্রাঙ্গদাভবৎ। রূপযৌবনসংপন্না পদ্মহীনা তু পদ্মিনী ॥ ৩৯ ॥ সা কদাচিন্মহারণ্যং সখীভিঃ পরিবারিতা। জগাম নিমিষং নাম স্নাতুং কমললোচনা ॥ ৪০ ॥ সা স্নাতু-মবতীর্ণা চ অথাভ্যাগান্নরেশ্বরঃ। সুদেবতনয়ো ধীমান্ সুরথো নাম নামতঃ ॥ ৪১ ॥ সংবৃতা সা সখীঃ প্রাহ বচনং সত্বসংযুতং। অসৌ নরাধিপসুতো মদনেন কদর্থ্যতে ॥ ৪২ ॥ যদর্থে চ ক্ষমং মেস্তু সম্প্রদানং স্বরূপিণঃ। সখ্যস্তামব্রুবন্ বালা অপ্রগল্‌ভাসি সুন্দরি ॥ ৪৩ ॥ অস্মাতং-

---

নৃপতি তাঁহারে কহিলেন, অয়ি বালে! আমি কামানলে দহ্যমান হইতেছি। স্বকীয় আলিঙ্গনরূপ সলিলদান পূর্ব্বক আমারে অদ্য আহ্লাদিত কর ॥ ৩০ ॥

অরজা বিনয়সহকারে কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মদীয় পিতা অতীব কোপনস্বভাব; দেবতা-দিগকেও দগ্ধ করিতে পারেন ॥ ৩১ ॥ অয়ি মূঢ়বুদ্ধে! তুমি আমার ভ্রাতা। আমি ধর্ম্মতঃ তোমার ভগিনী। যেহেতু, তুমি আমার পিতার শিষ্য ॥ ৩২ ॥

দণ্ডক কহিলেন, ভীরু! শুক্র কালসহকারে আমারে দগ্ধ করিবেন। কিন্তু অয়ি তনুমধ্যমে! কামাগ্নি এখনই আমারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৩৩ ॥

অরজা কহিলেন, রাজন্! মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া, পিতার নিকট যাচ্ঞা করুন। তিনি আমারে দান করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

দণ্ড কহিলেন, সুতন্বঙ্গি! কোনরূপ কালক্ষেপেই আমার ক্ষমতা নাই। সুন্দরি! হুতা-বসরকর্ত্তৃত্বে বিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

তখন বিরজা কহিলেন, পার্থিবনন্দন! স্ত্রীজাতি স্বাধীন নহে। সুতরাং, আমি কোন ক্রমেই আত্মদান করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ তোমারে আর অধিক বলিয়াই বা কি হইবে? তুমি শুক্রের শাপে ভৃত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইও না ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডক এই কথায় উত্তর করিলেন, সুতনু! পূর্ব্বে পরম পবিত্র দেবযুগে চিত্রাঙ্গদা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর ॥ ৩৮ ॥ বিশ্বকর্ম্মার চিত্রাঙ্গদানামে বিখ্যাত এক দুহিতা ছিল। তিনি যেমন সাধ্বী, সেইরূপ রূপগুণশালিনী। সেই পদ্মিনী চিত্রাঙ্গদা স্বকীয় সৌকুমার্য্যে পদ্মকেও তিরস্কৃত করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই কমললোচনা কোন সময়ে সখীগণে পরিবৃতা হইয়া, স্নান করিবার জন্য মহারণ্য নিমিষে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥ তিনি স্নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইত্যবসরে সুদেবের তনয় মহীপতি ধীমান্ সুরথ আসিয়া উপস্থিত হই-লেন ॥ ৪১ ॥ চিত্রাঙ্গদা সংবৃতা হইয়া, সখীদিগকে সত্বসংযুত বাক্যে কহিলেন, এই নরাধিপ-নন্দন মদন কর্ত্তৃক কদর্থিত হইতেছেন ॥ ৪২ ॥ তজ্জন্য এই পরম সৌন্দর্য্যশালী রাজনন্দনকে আত্মদান করা আমার সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। সখীগণ তাঁহারে কহিল, সুন্দরি! তুমি বালা ও

ন্যস্ত্বাস্তীহ প্রদানে স্বাত্মনোঽনঘে। পিতা তবাস্তি ধর্ম্মিষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৪৪॥ ন তে যুক্তমিহাত্মানং দাতুং নরপতেঃ স্বয়ং। এতস্মিন্নন্তরে রাজা সুরথঃ সত্যকঃ শুচিঃ॥ ৪৫॥ সমভ্যেত্যাব্রবীদেনাং কন্দর্পশরপীড়িতঃ। ত্বং মুগ্ধে মোহয়সি মাং দৃষ্ট্যৈব মদিরেক্ষণে॥ ৪৬॥ ত্বদ্দৃষ্টিশরবাণেন স্মরেণাভ্যেত্য তাড়িতঃ। তস্মাৎকুচতলে তল্পে অভিশায়িতুমর্হসি। নোচেৎ প্রধক্ষ্যতে কামো ভূয়ো ভূয়েতি দর্শনাৎ॥ ৪৭॥ ততঃ সা চারুসর্ব্বাঙ্গীং রাজ্ঞো রাজীবলোচনা॥ ৪৮॥ বার্য্যমাণা সখীভিস্তু প্রাদাদাত্মানমাত্মনা। এবং পুরা তয়া তন্ব্যা পরিত্রাতঃ স ভূপতিঃ॥ ৪৯॥ তস্মাত্ত্বমপি সুশ্রোণি মাং পরিত্রাতুমর্হসি। অরজস্কাব্রবীদ্দগুং তস্মা যদ্বৃত্তমুত্তমং॥ ৫০॥ কিং ত্বয়া ন পরিজ্ঞাতং তস্মাত্তৎ কথয়াম্যহং। তদা তয়া তু তন্বঙ্গ্যা সুরথস্য মহীপতেঃ॥ ৫১॥ আত্মা প্রদত্তঃ স্বাতংত্র্যাত্ততস্তমশপৎপিতা। যস্মাদ্ধর্ম্মং পরিত্যজ্য স্ত্রীভাবান্মন্দচেতসে॥ ৫২॥ আত্মা প্রদত্তস্তস্মাদ্ধি ন বিবাহো ভবিষ্যতি। বিবাহরহিতা নৈব সুখং লপ্স্যসি ভর্ত্তৃতঃ॥ ৫৩॥ নচ পুত্রফলং নৈব পতিনা যোগমেষ্যসি। উৎসৃষ্টমাত্রে শাপে তু স্বপোবাহ সরস্বতী॥ ৫৪॥ অকৃতার্থং নরপতিং যোজনানি ত্রয়োদশ। অপকৃষ্টে নরপতৌ সাপি মোহমুপাগতা॥ ৫৫॥ ততস্তাঃ সিষিচুঃ সর্ব্বাঃ সরস্বত্যা জলেন হি। সা সিচ্যমানা সুতরাং শিশিরেণাথ বারিণা॥ ৫৬॥ মৃতকল্পা মহোৎসাহা বিশ্বকর্ম্মসুতাভবৎ। তাং মৃতামিব বিজ্ঞায় জগ্মুঃ সখ্যস্ত্বরান্বিতাঃ॥ ৫৭॥ আহর্ত্তুমপরাঃ কাষ্ঠং বহ্নিমানেতুমাকুলাঃ।

অপ্রগল্ভা॥ ৪৩॥ অয়ি অনঘে! আত্মপ্রদানে তোমার স্বতন্ত্রতা নাই। কেননা, তোমার পিতা আছেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ॥ ৪৪॥ সুতরাং স্বয়ংসিদ্ধা হইয়া, নরপতিকে আত্মদান করা তোমার কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। সখীগণ এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে সত্যসম্পন্ন পরমবিশুদ্ধস্বভাব রাজা সুরথ॥ ৪৫॥ কন্দর্পশরে নিতান্ত অভিভূত ও তথায় অভ্যাগত হইয়া, চিত্রাঙ্গদারে কহিতে লাগিলেন, অয়ি মুগ্ধে! অয়ি মদিরেক্ষণে! তুমি দর্শন করিয়াই, আমারে মোহিত করিয়াছ॥ ৪৬॥ মদন অভ্যাগত হইয়া, ত্বদীয় দৃষ্টিরূপ শর দ্বারা আমারে আহত করিয়াছে। অতএব তুমি আমারে স্বকীয় কুচতলতল্পে শয়ন করাও॥ ৪৭॥ নতুবা, বারংবার অতিদর্শন প্রভাবে কাম আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। রাজার এই কথায় চারুসর্ব্বাঙ্গী রাজীবলোচনা চিত্রাঙ্গদা॥ ৪৮॥ সখীগণকর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধা হইয়াও, আপনি আপনাকে দান করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বে সেই তন্বী রাজাকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন॥ ৪৯॥ অতএব, সুশ্রোণি! তুমিও আমাকে পরিত্রাণ কর।

শুক্রনন্দিনী অরজা উত্তর করিলেন, রাজন্! পরিণামে চিত্রাঙ্গদার যেরূপ ঘটিয়াছিল॥ ৫০॥ তাহা কি তোমার পরিজ্ঞাত নাই? আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তৎকালে তন্বঙ্গী চিত্রাঙ্গদা মহীপতি সুরথকে॥ ৫১॥ স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, আত্মদান করিলে, তদীয় পিতা এইরূপ স্বাধীনতাবশতঃ তাহারে শাপ দিয়া কহিলেন, রে মন্দচেতসে! তুমি স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া॥ ৫২॥ আত্মাকে দান করিয়াছ। এই কারণে তোমার বিবাহ হইবে না। বিবাহরহিতা হইয়া, তুমি স্বামিসুখে বঞ্চিতা॥ ৫৩॥ পুত্রফললাভে অসমর্থা এবং পতির সহিত সর্ব্বথা বিযোজিতা হইবে। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবামাত্র সরস্বতী সেই অকৃতার্থ নরপতিকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে ত্রয়োদশ যোজন দূরে অপবাহিত করিলেন। নরপতি অপবাহিত হইলে, চিত্রাঙ্গদা মোহের বশতাপন্না হইলেন॥ ৫৪॥ ৫৫॥ তখন সখীগণ সকলে সংমিলিত হইয়া, সরস্বতীসলিলে তাহারে অভিষিক্ত করিল। চিত্রাঙ্গদা সাতিশয় সুশীতল সলিলে সিচ্যমানা হইয়া॥ ৫৬॥ মৃতকল্পা হইলেন। তখন সখীগণ সেই বিশ্বকর্ম্মনন্দিনী মহামোহশালিনী চিত্রাঙ্গদাকে মৃতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, ত্বরান্বিতা হইয়া গমন করিল॥ ৫৭॥ তাহাদের মধ্যে কেহ কাষ্ঠ আহরণার্থ

সা চ তাবপি সর্ব্বাসু গতাসু বনমুত্তমং ॥ ৫৮ ॥ সংজ্ঞাং লেভে সুচার্ব্বঙ্গী দিশশ্চৈবাবলোক্য চ। অপশ্যন্তী নরপতিং তথা স্নিগ্ধং সখীজনং ॥ ৫৯ ॥ নিপপাত সরস্বত্যাং বেগোত্তিস্বরিতেক্ষণা। তাং বেগাৎ কাঞ্চনাক্ষীং তু মহানদ্যাং নরেশ্বর ॥ ৬০ ॥ গোমত্যাং চ পরিক্ষেপ তরঙ্গকুটিলে জলে। অত্রাপি তস্যাস্তদ্ভাব্যং বিদিত্বাথ বিশাম্পতে ॥ ৬১ ॥ মহাবনে পরিক্ষিপ্তা সিংহব্যাঘ্রসমাকুলে। এবং তস্যাঃ স্বয়ং তত্র যা অবস্থা শ্রুতা ময়া ॥ ৬২ ॥ তস্মান্ন দাস্যাম্যাত্মানং রক্ষন্তী শীলমুত্তমং। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দণ্ডঃ শক্রসমো বলী। বিহস্য বরজাং প্রাহ স্বার্থমঙ্গক্ষয়ংকরং ॥৬৩॥

দণ্ড উবাচ। তস্যা যদুত্তরং বৃত্তং তৎপিতুশ্চ কৃশোদরি। সুরথস্য তথা রাজ্ঞস্তচ্ছ্রুত্বা মতিমাদধে ॥ ৬৪ ॥ যদা প্রকৃষ্টে নৃপতৌ পতিতা সা মহাবনং। তথা গগনসংচারী দৃষ্টবান্ গুহ্যকো জনঃ ॥ ৬৫ ॥ ততঃ সোঽভ্যেত্য তাং বালাং পরিভাষ্য প্রযত্নতঃ। প্রাহ আগচ্ছ সুভগে নয়ামি সুরথং প্রতি ॥ ৬৬ ॥ ধ্রুবমেষ্যসি তেন ত্বং সংযোগমসিতেক্ষণে। তস্মাদ্গচ্ছস্ব শীঘ্রং দ্রষ্টুং শ্রীকণ্ঠমীশ্বরং ॥ ৬৭ ॥ ইত্যেবমুক্তা সা তেন গুহ্যকেন সুলোচনা। শ্রীকণ্ঠমাগতা তূর্ণং কালিন্দ্যা দক্ষিণোত্তরং ॥ ৬৮ ॥ দৃষ্ট্বা মহেশং শ্রীকণ্ঠং স্নাত্বা রবিসুতাজলে। অতিষ্ঠত শিরোনম্রা যাবন্মধ্যেস্থিতো রবিঃ ॥ ৬৯ ॥ অথাজগাম দেবস্য স্নানং কর্ত্তুং তপোধনঃ। শুভঃ পাশুপতাচার্য্যঃ সামবেদী ঋতধ্বজঃ ॥ ৭০ ॥ রুদতীমিব স্থিতাং তামনঙ্গপরিবর্জ্জিতাং। তাং দৃষ্ট্বা স মুনির্ধ্যানমগমৎ কেয়মিত্যথ ॥ ৭১ ॥ অথ সা তমৃষিং বন্দ্য কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতা। তাং প্রাহ

ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কেহ বা অগ্নি আনিবার জন্য আকুল হইল। তাহারা সকলে অরণ্যমধ্যে গমন করিলে ॥ ৫৮ ॥ সুচার্ব্বঙ্গী চিত্রাঙ্গদা সংজ্ঞালাভ করিলেন। এবং দশ দিক অবলোকন করিয়া, নরপতি বা পরমপ্রণয়শালী সখীজন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ॥ ৫৯ ॥ ত্বরিত-লোচনে সরস্বতীসলিলে পতিতা হইলেন। হে নরেশ্বর! তখন কাঞ্চনাক্ষী বেগভরে তাহারে মহানদী ॥ ৬০ ॥ গোমতীতে তরঙ্গকুটিল সলিলমধ্যে পরিক্ষিপ্ত করিল। হে বিশাংপতে! সেই গোমতী আবার তাহার ভবিতব্যতা অবগত হইয়া ॥ ৬১ ॥ সিংহব্যাঘ্রসমাকুল মহাবনে তাহারে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে তথায় তাহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি ॥ ৬২ ॥ অতএব, আমি আত্মদান করিব না; স্বকীয় সচ্চারিত্র সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।

শক্রসদৃশ বলশালী দণ্ড তদীয় বচন আকর্ণন করিয়া, সহাস্য আস্যে সেই অরজারে কহিলেন ॥৬৩॥ অয়ি কৃশোদরি! সেই চিত্রাঙ্গদার, তদীয় পিতার ও রাজা সুরথের পরিণামে যাহা হইয়াছিল, তাহা শুনিবার জন্য কৃতসংকল্প হও; আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

নরপতি সেইরূপে অপবাহিত হইলে, চিত্রাঙ্গদা মহাবনে পরিক্ষিপ্তা হইয়া, গগনবিহারী কোন গুহ্যকের দৃষ্টিবিষয়ে নিপতিতা হইলেন ॥ ৬৫ ॥ সেই গুহ্যক তাঁহারে দর্শন করিয়া, অভ্যাগত হইয়া, প্রযত্নপূর্ব্বক সম্ভাষণসহকারে কহিল, সুভগে! আগমন কর। আমি তোমায় সুরথের সকাশে লইয়া যাইব ॥ ৬৬ ॥ অয়ি অসিতেক্ষণে! তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। অতএব তুমি সত্বর ভগবান্ শ্রীকণ্ঠের নিকট গমন কর ॥ ৬৭ ॥

গুহ্যক এইরূপ কহিলে, সেই সুলোচনা চিত্রাঙ্গদা সত্বরে কালিন্দীর দক্ষিণোত্তরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ শ্রীকণ্ঠের সদনে সমাগতা হইলেন ॥ ৬৮ ॥ এবং সেই মহেশ্বর শ্রীকণ্ঠকে দর্শন ও কালিন্দীসলিলে অভিষেক করিয়া, নম্রশিরে, যাবন্মধ্যাহ্ন অবস্থিতি করিলেন ॥ ৬৯ ॥ ইত্যবসরে শুভলক্ষণলক্ষিত, পাশুপতাচার্য্য, সামবেদী, তপোধন ঋতধ্বজ শ্রীকণ্ঠের স্নানসমাধানার্থ সমাগত হইলেন ॥ ৭০ ॥ চিত্রাঙ্গদা অনঙ্গপরিবর্জ্জিতা হইয়া, রোদনপরায়ণার ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঋতধ্বজ তদবস্থ তাঁহারে দর্শন করিয়া, এই ভাবিনী কে, এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৭১ ॥ অনন্তর চিত্রাঙ্গদা কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা

পুত্রি কন্যাসি সুতা সুরসুতোপমা। ॥ ৭২ ॥ কিমর্থমাগতাসীহ নির্মনুষ্যমৃগে বনে। ততঃ সা প্রাহ তম্ঋষিং যথাতথ্যং কৃশোদরী ॥ ৭৩ ॥ শ্রুত্বর্ষিঃ কোপমগমদশপচ্ছিল্পিনাং বরং। যস্মাৎ স্বতনুজাতেয়ং পরদেয়াপি পাপিনা ॥ ৭৪ ॥ যোজিতা নৈব পতিনা তস্মাচ্ছাখামৃগোহস্তু সঃ। ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগো ভূয়ঃ স্নাত্বা বিধানতঃ ॥ ৭৫ ॥ উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পূজয়ামাস শঙ্করং। সংপূজ্য দেবদেবেশং যথোক্তবিধিনা হরং ॥ ৭৬ ॥ উবাচ গম্যতাং সুভ্রুং রুদন্তীং পতিলালসাং। গচ্ছস্ব সুভগে দেশং সপ্তগোদাবরং শুভং ॥ ৭৭ ॥ তত্রোপাস্য মহাদেবং মহান্তং হাটকেশ্বরং। তত্র স্থিতায়া রম্ভোরু খ্যাতা দেববতী শুভা ॥ ৭৮ ॥ আগমিষ্যতি দৈত্যস্য পুত্রী কন্দরমালিনঃ। তথান্যা গুহ্যকসুতা দময়ন্তীতি বিশ্রুতা ॥ ৭৯ ॥ অঞ্জনস্যাপি তত্রাপি সমেষ্যতি তপস্বিনী। তথাপরা বেদবতী পর্জ্জন্যদুহিতা শুভা ॥ ৮০ ॥ যদা তিস্রঃ সমেষ্যন্তি সপ্তগোদাবরে জলে। হাটকাখ্যে মহাদেবে তদা সংযোগমেষ্যসি ॥ ৮১ ॥ ইত্যেবমুক্তা মুনিনা বালা চিত্রাঙ্গদা তদা। সপ্তগোদাবরং তীর্থমগমত্ত্বরিতা ততঃ ॥ ৮২ ॥ সংপ্রাপ্য তত্র দেবেশং পূজয়ন্তী ত্রিলোচনং। সমধ্যাস্তে শুচিপরা ফলমূলাশনাভবৎ ॥ ৮৩ ॥ স চর্ষির্জ্ঞানসম্পন্নঃ শ্রীকণ্ঠায় তত্তোঽলিখৎ। শ্লোকং শ্রেষ্ঠং মহাত্মানং তস্য শ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৮৪ ॥ ন সোঽস্তি কশ্চিত্রিদশোঽসুরো বা যক্ষোঽথ মর্ত্ত্যো রজনীচরো বা। ইদং হি দুঃখং মৃগশাবনেত্র্যা নির্মার্জয়েদ্যঃ স্বপরাক্রমেণ ॥৮৫॥ ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্জগাম দ্রষ্টুং বিভুং পুষ্করনাথমগ্র্যং। নদীং পয়োষ্ণীং মুনিবৃন্দবন্দ্যাং সঞ্চিন্তয়ন্নেব বিশালনেত্রাং ॥৮৬॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরব প্রাদুর্ভাবে দণ্ডোপাখ্যানে বিশ্বকর্ম্মশাপো নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩॥

করিলে, তিনি তাঁহারে কহিলেন, বৎসে! তুমি সাক্ষাৎ সুরসুতাসদৃশী। কাহার কন্যা ॥ ৭২ ॥ কিজন্য এই মনুষ্যশূন্য মৃগশূন্য বনে আসিয়াছ?

কৃশোদরী চিত্রাঙ্গদা তাঁহারে যথাতত্ত্ব সমুদায় ঘটনা নিবেদন করিলেন ॥ ৭৩ ॥ ঋষি শুনিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে শাপ দিয়া কহিলেন, যেহেতু, পাপী বিশ্বকর্ম্মা এই পরদেয়া স্বকীয় তনয়াকে ॥ ৭৪ ॥ পতির সহিত যোজিত করে নাই, সেইহেতু সে বানরযোনিতে পতিত হউক। এই বলিয়া, সেই মহাভাগ ঋতধ্বজ যথাবিধানে পুনরায় স্নান করিয়া ॥ ৭৫ ॥ পশ্চিম-সন্ধ্যাবন্দনাসমাধানান্তে মহাদেবের পূজা করিলেন। যথোক্তবিধানে দেবদেবেশ শঙ্করের অভ্যর্থনা করিয়া ॥ ৭৬ ॥ সেই পতিলালসা, রোদনপরায়ণা, সুভ্রূ চিত্রাঙ্গদারে কহিলেন, আগমন কর। অয়ি সুভগে! সপ্তগোদাবরে গমন ॥ ৭৭ ॥ ও ভূমাস্বরূপ হাটকেশ্বর মহাদেবের উপাসনা করিয়া, তথায় অবস্থিতি কর। অয়ি রম্ভোরু! কন্দরমালী দৈত্যের পুত্রী দেববতী নামে বিখ্যাতা। সেই কল্যাণী তথায় আগমন করিবে। তদ্ব্যতীত, অঞ্জননামক গুহ্যের দুহিতা দময়ন্তী নামে বিখ্যাতা সে তথায় সমাগতা হইবে। পর্জ্জন্যের দুহিতা বেদবতী নামে প্রসিদ্ধা। সেই তপস্বিনীও সেখানে আগমন করিবে ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ এইরূপে সেই তিন জন সপ্তগোদাবরসলিলে সমাগতা হইলে, তুমি হাটকেশ্বর মহাদেবে সম্মিলিতা হইবে ॥৮১॥

মুনি এইরূপ বলিলে, বালা চিত্রাঙ্গদা ত্বরান্বিতা হইয়া, সপ্ত গোদাবরতীর্থে গমন করিলেন ॥৮২॥ তথায় সমাগতা হইয়া, শৌচ অবলম্বন ও ফলমূলমাত্র ভক্ষণ করিয়া, দেবদেব মহাদেবের পূজা করত, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৮৩॥ এদিকে সেই জ্ঞানসম্পন্ন ঋষি তদীয়প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া, শ্রীকণ্ঠের উদ্দেশে বক্ষ্যমাণ শ্লোক রচনা করিলেন ॥৮৪॥ এমন কেহ দেবতা বা অসুর বা যক্ষ বা মনুষ্য বা রাক্ষস নাই, যিনি স্বকীয় পরাক্রমে এই মৃগলোচনা চিত্রাঙ্গদার এই দুঃখ নিরাকৃত করিতে পারেন ॥৮৫॥ এইরূপ শ্লোক লিখিয়া, সকলের পূজনীয়, সর্ব্বব্যাপী পুষ্করনাথের দর্শনার্থ মুনিবৃন্দবন্দিত পয়োষ্ণীতে গমন করিলেন। যাইবার সময় বিশালনয়না চিত্রাঙ্গদারে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৮৬॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিশ্বকর্ম্মার প্রতি শাপদাননামক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দণ্ড উবাচ। চিত্রাঙ্গদায়াস্বরজে তত্র সত্যা যথাসুখং। স্মরন্ত্যাঃ সুরথং বীরং মহান্ কালঃ সমভ্যগাৎ ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্ম্মাপি মুনিনা শপ্তো বানরতাঙ্গতঃ। স্তপতন্মেরুশিখরাদ্ভূপৃষ্ঠং বিধিনোদিতঃ ॥ ২ ॥ বনং ঘোরং সুতপ্যাঢ্যং নদীং শালুকিনীমনু। স বৈবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং সমাবসতি সুন্দরি ॥ ৩ ॥ তত্রাগতোঽস্ত সুচিরং ফলমূলাস্তথাশ্নতঃ। কালোভাগাদ্বরারোহে বহুবর্ষগণো বনে ॥ ৪ ॥ একদা দৈত্যশার্দ্দূলঃ কন্দরাখ্যঃ সুতাং প্রিয়াং। প্রতিগৃহ্য সমভ্যাগাৎ খ্যাতাং দেববতীং দিবি ॥ ৫ ॥ তাঞ্চ তত্রনমায়াতাং সমং পিত্রা বরাননাং। দদর্শ বানরশ্রেষ্ঠঃ প্রজগ্রাহ বলাৎ করে ॥ ৬ ॥ ততো গৃহীতাং কপিনা স দৈত্যঃ স্বসুতাং শুভে। কন্দরো বীক্ষ্য সংক্রুদ্ধঃ খড়্গামুদ্যম্য চাদ্রবৎ ॥ ৭ ॥ তমাপতন্তং দৈত্যেন্দ্রং দৃষ্ট্বা শাখামৃগো বলী। তথৈব সহ চার্ব্বঙ্গ্যা হিমাচলমুপাগমৎ ॥ ৮ ॥ দদর্শ চ মহাদেবং শ্রীকণ্ঠং যমুনাতটে। তস্যা বিদূরে গহনমাশ্রমং ঋষিবর্জ্জিতং ॥ ৯ ॥ তস্মিন্ মহাশ্রমে পুণ্যে স্থাপ্য দেববতীং কপিঃ। স্তমমজ্জত স কালিন্দ্যাং পশ্যতঃ কন্দরস্য হি ॥ ১০ ॥ সোঽজানত মৃতাং পুত্রীং সমং শাখামৃগেণ হি। জগাম চ মহাতেজাঃ পাতালং নিলয়ং নিজং ॥ ১১ ॥ স চাপি বানরো দেব্যা কালিন্দ্যা বেগতো ভৃশং। নীতঃ শিবেতি ব্যাখ্যাতং দেশং স্ফীতজনাশ্রিতং ॥ ১২ ॥ ততস্তীর্ত্বাথ বেগেন স কপিলবনং প্রতি। গন্তুকামো মহাতেজা যত্র ন্যস্তা সুলোচনা ॥ ১৩ ॥ অথাপশ্যৎ সমায়াতমঙ্গনং গুহ্যকোত্তমং। দময়ন্ত্যা সমং পুত্র্যা গত্বা জিগমিষুঃ কপিঃ ॥ ১৪ ॥ তাং দৃষ্ট্বামন্যত শ্রীমান্ সেয়ং দেববতী ধ্রুবং। তন্মে বৃথাশ্রমো জাতো জলমজ্জনসম্ভবঃ। ১৫ ॥ ইতি সংচিন্তয়ন্নেব সমাদ্রবত সুন্দরি। সা তস্তয়া-

---

দণ্ড কহিলেন, অয়জে! চিত্রাঙ্গদা বীর সুরথের ধ্যানধারণায় ব্যাপৃতা হইয়া, তথায় যথাসুখে অবস্থিতি করিয়া, বহুকাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্ম্মাও মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, বানরযোনি প্রাপ্ত এবং বিধিপ্রেরিত হইয়া, মেরুশেখর হইতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ॥ ২ ॥ সুন্দরি! তিনি শালুকিনীনদীর তটবর্ত্তী ঘোর বনে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ অয়ি বরারোহে! তথায় ফলমূল ভক্ষণ করত, অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার বহুবর্ষগণ-কাল অতিবাহিত হইল ॥ ৪ ॥ একদা দৈত্যশার্দ্দূল কন্দর স্বকীয় প্রিয়দুহিতারে সমভিব্যাহারে লইয়া, তথায় আগমন করিল। তাহার দুহিতা দেববতী নামে স্বর্গে প্রথিতা ॥ ৫ ॥ বানরশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা পিতার সহিত সেই বরাননাকে অরণ্যে আগমন করিতে দর্শন করিয়া, বলপূর্ব্বক করে গ্রহণ করিলেন ॥ ৬ ॥ শুভে! কন্দর দুহিতাকে বানর কর্ত্তৃক গৃহীতা অবলোকন করিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, খড়্গ উদ্যত করত ধাবমান হইল ॥ ৭ ॥ মহাবল শাখামৃগ তাহারে আগমন করিতে দেখিয়া, সেই চার্ব্বঙ্গী দেববতীরে লইয়া, হিমাচলে গমন ॥ ৮ ॥ এবং তথায় যমুনাতটে মহাদেব শ্রীকণ্ঠকে দর্শন ও তাহার অবিদূরে ঋষিবর্জ্জিত গহন আশ্রম অবলোকন করিল ॥ ৯ ॥ তখন সে সেই পবিত্র আশ্রমে দেববতীকে স্থাপন করিয়া, কন্দরের সমক্ষে কালিন্দীসলিলে মগ্ন হইল ॥ ১০ ॥ তদ্দর্শনে মহাতেজাঃ কন্দর শাখামৃগের সহিত দুহিতা দেববতী প্রাণত্যাগ করিয়াছে, জানিয়া, নিজনিলয় পাতালে গমন করিল ॥ ১১ ॥

এদিকে, সেই শাখামৃগ দেবী কালিন্দী কর্ত্তৃক অতিমাত্র বেগভরে শিব নামে বিখ্যাত সুসমৃদ্ধ-জনসমাশ্রিত কোন জনপদে নীত হইল ॥ ১২ ॥ অনন্তর সেই পরমতেজস্বী কপি তথা হইতে বেগে উত্তরণ করিয়া, কপিলারণ্যের অভিমুখে গমন করিতে বাসনা করিল, যেখানে সুলোচনা দেববতীকে রাখিয়া আসিয়াছিল ॥ ১৩ ॥ ঐ সময়ে সে অবলোকন করিল, গুহ্যকপ্রবর অঞ্জন স্বীয় দুহিতা দময়ন্তীর সহিত আগমন করিতেছে ॥ ১৪ ॥ ঐ বালাকে দর্শন করিয়া, সে মনে করিল, এই কন্যা নিশ্চয়ই সেই দেববতী। অতএব আমার জলমজ্জনপরিশ্রম বৃথা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

চ্চ স্তুপান্তরদীং চৈব হিরণ্বতীং ॥ ১৬ ॥ শুহকো বীক্ষ্য তনয়াং পতিতামাপগাজলে । দুঃখশোক-সমাযুক্তো জগামাংজনপর্ব্বতং ॥ ১৭ ॥ তত্রাসৌ তপ আস্থায় মৌনব্রতধরঃ শুচিঃ । সমাস্তে বৈ মহাতেজাঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥ ১৮ ॥ দময়ন্ত্যপি বেগেন হিরণ্বত্যাপবাহিতা । নীতা দেশং মহাপুণ্যং কোশলং সাধুভির্যুতং ॥ ১৯ ॥ গচ্ছন্তী সা চ রুদতী দদৃশে বটপাদপং । প্ররোহ-প্রাবৃতত্বচং জটাধরমিবেশ্বরং ॥ ২০ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিপুলচ্ছায়ং বিশশ্রাম বরাননা । উপবিষ্টা শিলাপট্টে ততো বাচং প্রশুশ্রুবে ॥ ২১ ॥ ন সোঽস্তি পুরুষঃ কশ্চিদ্যস্তং ক্রূয়াত্তপোধনং । যথা স তনয়স্তভ্যমুদ্বদ্ধো বটপাদপে ॥ ২২ ॥ সা শ্রুত্বা তাং তদা বাণীং বিশিষ্টাক্ষরসংযুতাং । তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈব সমন্তাদবলোকয়ন্ ॥ ২৩ ॥ দদৃশে বৃক্ষশিখরে শিশুং পঞ্চাব্দকং স্থিতং । পিঙ্গ-লাভির্জ্জটাভিস্তু উদ্বদ্ধং যত্নতঃ শুভে ॥ ২৪ ॥ তং বিক্রুবন্তং দৃষ্ট্বৈব দময়ন্তী সুদুঃখিতা । প্রাহ কেনাসি বদ্ধস্ত্বং পাপিনা বদ পোতক ॥ ২৫ ॥ স তামাহ মহাভাগে বদ্ধোঽস্মি কপিনা বটে । জটা-স্বেবং সুদুষ্টেন জীবামি তপসো বলাৎ ॥ ২৬ ॥ পুরা মদ্রপুরে চৈব তত্র দেবো মহেশ্বরঃ । তত্রা-স্তি তপসোরাশিঃ পিতা মম ঋতধ্বজঃ ॥ ২৭ ॥ তস্যাস্মি তপ্যমানস্য মহাযোগান্মহাত্মনঃ । জাতো-ঽলিবৃন্দসংযুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২৮ ॥ ততো মামব্রবীত্তাতো নমস্কৃত্য শুভাননে । জাবালীতি পরিজ্ঞায় তচ্ছৃণুষ্ব শুভাননে ॥ ২৯ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাল এব ভবিষ্যতি । দশবর্ষ-সহস্রাণি কুমারত্বে ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ বিংশতির্যৌবনস্থায়ী স্থাবির্য্যে দ্বিগুণং ততঃ । পঞ্চবর্ষশতান্

সুন্দরি ! শাখামৃগ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, সবেগে গমন করিতে লাগিল । তাহার ভয়ে সেই বালা হিরণ্বতী নদীতে পড়িয়া গেল ॥ ১৬ । শুহক তনয়াকে নদীনীরে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখশোকসমাযুক্ত হইয়া, অঞ্জনপর্ব্বতে গমন এবং ॥ ১৭ ॥ তথায় শুচি ও মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া, তপশ্চরণ করিয়া, বহুসংবৎসর কাল অতিবাহিত করিল ॥ ১৮ ॥ দময়ন্তীও হিরণ্বতী কর্ত্তৃক সবেগে অববাহিতা হইয়া, সাধুগণে পরিবৃত পরমপ্রশস্ত কোশল দেশে আসিয়া, উপনীত হইল ॥ ১৯ ॥ গমনসময়ে রোদন করিতে করিতে, কোন বটবৃক্ষ দর্শন করিল । তাহার কলেবর প্ররোহসমূহে পরিবৃত । দেখিলে, সাক্ষাৎ জটাধর মহেশ্বর বলিয়া প্রতীতি জন্মে ॥ ২০ ॥ বরাননা সেই বিপুলছায়াবিশিষ্ট বটতরু দর্শন করিয়া, শিলাপট্টে উপ-বেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল । ঐ সময়ে সে বক্ষ্যমাণ বাক্য শুনিতে পাইল ॥ ২১ ॥ এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে, তপোধন ঋতধ্বজকে গিয়া বলে, তোমার পুত্র বটপাদপে উদ্বদ্ধ রহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

এইরূপ বিশিষ্টাক্ষরবিশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া, সে তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ, অধঃ, সমন্তাৎ দৃষ্টিসঞ্চারণ-পূর্ব্বক ॥ ২৩ ॥ অবলোকন করিল, পঞ্চবর্ষবয়স্ক এক শিশু বৃক্ষশেখরে অবস্থিতি করিতেছে । কোন ব্যক্তি পিঙ্গলবর্ণ জটাভার দ্বারা, তাঁহারে যত্নসহকারে তথায় বন্ধন করিয়া গিয়াছে ॥ ২৪ ॥ দময়ন্তী এই ব্যাপার বিলোকন করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া, তাহারে বলিতে লাগিলেন, অয়ি পোতক ! কোন্ পাপাত্মা তোমারে এরূপে বন্ধন করিয়াছে, বল ॥ ২৫ ॥

শিশু তাহারে কহিল, মহাভাগে ! কোন দুষ্ট কপি আমারে এইরূপে এই বটবৃক্ষে জটা দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে । আমি কেবল তপোবলেই বাঁচিয়া আছি ॥ ২৬ ॥ পূর্ব্বে মদ্র-পুরে দেব মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তথায় আমার পিতা সাক্ষাৎ তপোরাশি ঋতধ্বজ বাস করেন ॥ ২৭ ॥ তিনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, সেই মহাত্মার মহাযোগ বলে আমি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া, জন্মগ্রহণ করি ॥ ২৮ ॥ অয়ি শুভাননে ! তিনি আমাকে জাবালি জানিয়া, নমস্কার করিয়া, যাহা বলিলেন, শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ তিনি কহিলেন, তুমি পঞ্চবর্ষসহস্র বালক থাকিবে । দশবর্ষসহস্র কৌমারদশা ভোগ করিবে ॥ ৩০ ॥ বিংশতিবর্ষসহস্র যৌবনে স্থায়ী

বালো ভোক্ষ্যসে বন্ধনং দৃঢ়ং ॥ ৩১ ॥ দশবর্ষশতান্যেব কৌমারে কায়পীড়নং। যৌবনে পরমান্ ভোগান্ দ্বিসহস্রং সমাস্তথা ॥৩২॥ চত্বারিংশচ্ছতান্যেব বার্দ্ধকে ক্লেশমুত্তমং। আপ্স্যসে ভূমিশয্যায়াং কদন্নাশনভোজনং ॥ ৩৩ ॥ ইত্যোবমুক্তঃ পিত্রাহং বালঃ পঞ্চাব্দদেশকঃ। বিচরামি মহীপৃষ্ঠং গচ্ছন্ স্নাতুং হিরণ্বতীং ॥ ৩৪ ॥ ততোহপশ্যং কপিবরং সোবদ স্মাক্ব যাস্যসি। ইমাং দেববতীং গৃহ্য মূঢ় ন্যস্তাং মহাশ্রমে ॥ ৩৫ ॥ ততোহসৌ মাং সমাদায় বিস্ফুরন্তং শিশুং ততঃ ॥ বট শ্রেষ্ঠং সমনু-ববন্ধ জটাভিরর্ণ স্বন্দরি ॥ ৩৬ ॥ তথাচ রক্ষা কপিনা কৃতা ভীরু নিরন্তরৈঃ। লতাপাশৈর্ম্মহাযন্ত্রং মধ্যাস্থা দুষ্টবুদ্ধিনা ॥ ৩৭ ॥ অভেদ্যোযমনাক্রম্য উপরিষ্টাত্তথা বধঃ। দিশাং মুখেষু সর্ব্বেষু কৃতং যন্ত্রং লতাময়ং ॥ ৩৮ ॥ সংযম্য মাং কপিবরঃ প্রযাতোঽমরপর্ব্বতং। যথেচ্ছয়া ময়া দৃষ্টমেতত্তে গদিতং শুভে ॥ ৩৯ ॥ ভবতী কা মহারণ্যে ললনা পতিবর্জ্জিতা। সমায়াতা স্বচার্ব্বঙ্গী কেন কার্য্যেণ মাং বদ ॥ ৪০ ॥ সাব্রবীদঞ্জনো নাম গুহ্যকেন্দ্রঃ পিতা মম। দময়ন্তীতি মে নাম প্রম্লোচাগর্ভ-সম্ভবা ॥ ৪১ ॥ তত্র মে জাতকে প্রোক্তমৃষিণা মুদ্গলেন হি। ইয়ং নরেন্দ্রমহিষী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ তদ্বাক্যসমকালং তু নানদন্দিবি দুন্দুভিঃ। শিবাশ্চাশিবনির্ঘোষাস্ততো ভূয়োঽব্রবীন্মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥ ন সন্দেহো নরপতের্ম্মহারাজ্ঞী ভবিষ্যতি। মহান্তং সংশয়ং ধেরং কন্যাভাবে সমেষ্যসি ॥ ৪৪ ॥ ততো জগাম স ঋষিরেব মুক্ত্বা বচো ক্রতং। পিতা মামপি চাদায়

হইবে। এব তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধ হইয়া, যাপন করিবে। তন্মধ্যে বালক অবস্থায় পঞ্চবর্ষশত দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া থাকিবে ॥ ৩১ ॥ পরে দশবর্ষশত কৌমারে কায়পীড়ন অনুভব ও যৌবনে দ্বিসহস্র বৎসর পরমভোগ সকল সম্ভোগ করিবে ॥ ৩২ ॥ বার্দ্ধক্যে চত্বারিংশৎ শত বৎসর অত্যন্ত-মাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে। তৎকালে ভূমিশয্যায় শয়ন ও কদন্নভোজন করিবে ॥ ৩৩ ॥

পিতা এইরূপ কহিলে, আমি সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক অবস্থাতে মহীপৃষ্ঠে বিচরণ করত, হিরণ্বতীতে স্নান করিবার জন্য গমন করিলাম ॥ ৩৪ ॥ তথায় কপিবরকে দর্শন করিলে, সে আমায় কহিল, আমি দেববতীকে এই মহাশ্রমে রাখিয়াছিলাম। মূঢ় তুমি ইহাকে লইয়া, কোথা যাইতেছ? ॥ ৩৫ ॥ সুন্দরি! আমি শিশু, তাহার কথা শুনিয়াই কাঁপিতে লাগিলাম। তদবস্থা-তেই সে আমারে গ্রহণ করিয়া, এই বটশেখরে জটা দ্বারা উদ্বদ্ধ করিল ॥ ৩৬ ॥ ভীরু! সেই দুষ্টবুদ্ধি কপি নিরবচ্ছিন্ন লতাপাশ দ্বারা মহাযন্ত্রনির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার মধ্যদেশে আমারে রাখিয়া দিল ॥ ৩৭ ॥ সে সমুদায় দিক্‌প্রান্তেই লতাময় যন্ত্র বিধান করিল। তন্নিবন্ধন, উপরি হইতে আমার এই বন্ধন ভেদ বা আক্রমণ করা কাহারও সাধ্য নহে ॥ ৩৮ ॥ সেই কপিবর এইরূপে সংযত করিয়া, অমরপর্ব্বতে যদৃচ্ছাক্রমে প্রয়াণ করিল। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই তোমারে বলিলাম ॥ ৩৯ ॥ এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কে? কাহার ললনা? কি কার্য্যের জন্য পতিবর্জ্জিত হইয়া, এই মহারণ্যে আগমন করিয়াছ, আমারে বল ॥ ৪০ ॥

সে কহিল, অঞ্জন নামে বিখ্যাত গুহ্যকেন্দ্র আমার পিতা। আমার নাম দময়ন্তী। আমি প্রম্লোচার গর্ভে উদ্ভূত হইয়াছি ॥ ৪১ ॥ আমার জাতকসময়ে মহর্ষি মুদ্গল বলিয়াছিলেন, এই বালা রাজমহিষী হইবে। তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪২ ॥ তাঁহার বাক্যসমকালেই স্বর্গীয় দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। শিব ও অশিব নির্ঘোষ সকলও প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৪৩ ॥ ঋষি পুনরায় কহিলেন, এই বালা মহারাজ্ঞী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কন্যকাবস্থায় মহাঘোর সংশয়ে পতিত হইবে ॥ ৪৪ ॥ মহর্ষি মুদ্গল এই কথা বলিয়াই, স্বঘরে গমন করিলেন।

সমাগন্তুমথৈচ্ছত ॥ ৪৫ ॥ তীর্থং ততো হিরণ্বত্যাস্তীরাৎ কপিরথোৎপতৎ। তদ্ভয়াচ্চ ময়া হ্যাত্মা ক্ষিপ্তঃ সাগরগাজলে। তয়াস্মি দেশমানীতা ইমং মানুষবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৬ ॥

দণ্ড উবাচ। শ্রুত্বা জাবালিরথ তদ্বচনং বৈ তয়োদিতং। প্রাহ সুন্দরি গচ্ছস্ব শ্রীকণ্ঠং যমুনাতটে ॥ ৪৭ ॥ তত্রাগচ্ছতি মধ্যাহ্নে মৎপিতা শিবমর্চ্চিতুম্। তস্মৈ নিবেদয়াত্ম ত্বং ততঃ শ্রেয়োঽভিলপ্স্যসে ॥ ৪৮ ॥ ততস্তু ত্বরিতা কালে দময়ন্তী তপোনিধিং। পরিত্রাণার্থমগমদ্ধিমাদ্রৌ যমুনাং নদীং ॥ ৪৯ ॥ সা সুদীর্ঘেণ কালেন কন্দমূলফলাশনা। সংপ্রাপ্তা শঙ্করস্থানং যত্র গচ্ছতি তাপসঃ ॥ ৫০ ॥ ততঃ সা দেবদেবেশং শ্রীকণ্ঠং লোকবন্দিতং। প্রতিবন্দ্য ততোঽপশ্যদক্ষরাণি মহামুনে ॥ ৫১ ॥ তেষ মর্থং হি বিজ্ঞায় সা তদা চারুহাসিনী। জাপমাল্যাস্থিতং শ্লোকমলিখচ্চাত্মনাত্মনা ॥ ৫২ ॥ মুদ্গলেনাস্মি গদিতা রাজপত্নী ভবিষ্যতি। সা চাবস্থামিমাং প্রাপ্তা কশ্চিন্মাস্ত্রাতুমীশ্বরঃ ॥ ৫৩ ॥ ইত্যুল্লিখ্য শিলাপট্টে গতা স্নাতুং যমাত্মজাং। দদৃশে চাশ্রমবরং মত্তকোকিলনাদিতং ॥ ৫৪ ॥ অতো মধ্যমসাবুর্ষনূনং তিষ্ঠতি সত্তমঃ। ইত্যেবং চিন্তয়ন্তি সা সংপ্রবিষ্টা মহাশ্রমং ॥ ৫৫ ॥ ততো দদর্শ দেবানাং স্থিতাং দেববতীং শুভাং। শুকাস্যাঞ্চলনেত্রাং তু পরিম্লানামিবাব্জিনীং ॥ ৫৬ ॥ সা চাপতন্তীং বুদদৃশে যক্ষজাং দৈত্যনন্দিনীং। কেয়মিত্যেব সংচিন্ত্য সমুত্থায় স্থিরাভবৎ ॥ ৫৭ ॥ ততোঽন্যোঽন্যং সমালিঙ্গ্য গাঢ়ং গাঢ়ং সুমধ্যমাঃ পর্য্যপৃচ্ছন্তদান্যোন্যং কথয়ামাসতুস্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ তে পরিজ্ঞাততত্ত্বার্থে অন্যোন্যং ললনোত্তমে

তখন পিতা আমারে গ্রহণ করিয়া, হিরণ্বতীতীর্থে সমাগত হইতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তথায় গমন করিলে, কপি ঐ নদীর তীরদেশ হইতে উৎপতিত হইল। তাহার ভয়ে আমি আত্মাকে নদীজলে নিক্ষেপ করিলাম। অনন্তর সেই নদীবেগ এই নির্ম্মনুষ্যদেশে সমানীত হইলাম ॥ ৪৬ ॥

দণ্ড কহিলেন, জাবালি তাহার এই কথা শুনিয়া, কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যমুনাতটে শ্রীকণ্ঠের সমীপে গমন কর ॥ ৪৭ ॥ মদীয় পিতা মধ্যাহ্নে শিবার্চ্চনা জন্য তথায় আসিয়া থাকেন। তুমি শীঘ্র তাঁহারে এই বৃত্তান্ত নিবেদন কর, মঙ্গললাভ করিবে ॥ ৪৮ ॥ দময়ন্তী এই কথা শুনিয়া, সত্বরে আত্মত্রাণার্থ হিমালয়পর্ব্বতে যমুনাতটে তপোনিধি ঋতধ্বজের সকাশে যথাসময়ে গমন করিল ॥ ৪৯ ॥ এবং কন্দমূলফলাশিনী হইয়া, অল্পকালমধ্যেই সেই তাপস ঋতধ্বজের প্রতিষ্ঠিত শঙ্করস্থান প্রাপ্ত হইল ॥ ৫০ ॥ অনন্তর সে সর্ব্বলোকবন্দিত দেবেশ শ্রীকণ্ঠের প্রতিবন্দনা করিয়া, সেই অক্ষর সকল দর্শন করিল ॥ ৫১ ॥ তাহার অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া, সেই চারুহাসিনী স্বয়ং এই শ্লোক লিখিল ॥ ৫২ ॥ মুদ্গল বলিয়াছেন, আমি রাজপত্নী হইব। কিন্তু সেই আমি অধুনা এই শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি। কেহ কি আমার পরিত্রাণ করিতে পারিবে? ॥ ৫৩ ॥ শিলাপট্টে এইরূপ লিখিয়া, স্নান করিবার জন্য যমুনায় গমন করিল। তথায় মত্তকোকিলনাদিত আশ্রম তাহার নেত্রবিষয়ে পতিত হইল ॥ ৫৪ ॥ তদ্দর্শনে সে চিন্তা করিতে লাগিল, সেই ঋষিসত্তম ঋতধ্বজ নিশ্চয়ই এই আশ্রমমধ্যে আছেন। এইরূপ চিন্তাপ্রসঙ্গে সে সেই মহাশ্রমে প্রবিষ্টা হইল ॥ ৫৫ ॥ তথায় অবলোকন করিল, পরমকল্যাণী দেববতী সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল শুষ্ক ও লোচনযুগল চঞ্চলতাবাপন্ন। দেখিলে, বোধ হয়, যেন কমলিনী নিতান্ত ম্লানভাবে আক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর দেববতী, সেই দৈত্যনন্দিনীকে আসিতে দেখিয়া, ইনি কে, এইরূপ চিন্তা করিয়া, উত্থানপূর্ব্বক স্থির হইয়া রহিল ॥ ৫৭ ॥ পরে পরস্পর সৌহার্দ্দভাবের আবির্ভাব হওয়াতে, অতিমাত্র গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদে ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৮ ॥

সমাসাত্তে কথাভিস্তে নানারূপাভিরাদরাৎ ॥ ৫৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ শ্রীকণ্ঠমর্চ্চিতুং মুনিঃ। ঋতধ্বজো মুনিশ্রেষ্ঠস্ততোঽপশ্যদথাক্ষরান্ ॥ ৬০ ॥ স দৃষ্ট্বা বাচয়িত্বা চ তদর্থমধিগম্য চ। মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থায় বাক্যান্যচ্চ তপোনিধিঃ ॥ ৬১ ॥ ততঃ সংপূজ্য দেবেশং ত্বরয়ামাস ঋতধ্বজঃ। অযোধ্যামগমৎ ক্ষিপ্রং দ্রষ্টুমিক্ষ্বাকুমীশ্বরং ॥ ৬২ ॥ তং দৃষ্ট্বা নৃপতিশ্রেষ্ঠং তাপসো বাক্যমব্রবীৎ। জ্ঞাতাং নরশার্দ্দূল বিজ্ঞপ্তির্মম পার্থিব ॥ ৬৩ ॥ মম পুত্রো গুণৈর্যুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। উদ্বদ্ধঃ কপিরাজেন বিষয়ান্তে তবৈব হি ॥ ৬৪ ॥ তং হি মোচয়িতুং নান্যঃ শক্তস্তত্তনয়াদৃতে। শকুনির্নাম রাজেন্দ্র স হ্যত্র বিধিপারগঃ ॥ ৬৫ ॥ তন্মুনের্ব্বাক্যমাকর্ণ্য পিতা মম কৃশোদরি। আদিদেশ প্রিয়ং পুত্রং শকুনিং নাম শাস্ত্রয়ে ॥ ৬৬ ॥ ততঃ প্রহসিতঃ পিত্রা ভ্রাতা মম মহাভুজঃ। সংপ্রাপ্তোথ বনোদ্দেশং সমং হি পরমর্ষিণা ॥ ৬৭ ॥ দৃষ্ট্বা ন্যগ্রোধমত্যুচ্চং প্ররোহশ্বেতদিঙ্মুখং। দদর্শ বৃক্ষশিখরে উদ্বদ্ধমৃষিপুত্রকম্ ॥ ৬৮ ॥ তৎশ্চললতাপাশং দৃষ্টবান্ স সমংততঃ। দৃষ্টা স মুনিপুত্রং তং স্বজটাসংযতং বটে ॥ ৬৯ ॥ ধনুরাদায় বলবানধিজ্যং স চকার হ। লাঘবাদৃষি পুত্রস্য সমং চিচ্ছেদ মার্গণৈঃ ॥ ৭০ ॥ কপিনা যৎ কৃতং পূর্ব্বং লতাপাশং চতুর্দ্দিশং। পঞ্চবর্ষশতে কালে গতে কৃত্তং তদা শরৈঃ ॥ ৭১ ॥ লতাচ্ছন্নং ততস্তূর্ণমারুরোহ মুনির্ব্বটং। প্রাপ্তং স্বপিতরং দৃষ্ট্বা জাবালিঃ সংযতোঽপি সন্ ॥ ৭২ ॥ আদরাৎ পিতরং মূর্দ্ধ্না ববন্দে তু বিধানতঃ। সংপরিষজ্য স মুনির্মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় সমংততঃ ॥ ৭৩ ॥ উন্মোচয়িতুমারব্ধো ন শশাক সুসংযতং। ততস্তূর্ণং

এইরূপে সেই ললনাললামদ্বিতয় পরস্পরের তত্ত্বার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া, আদরসহকারে নানারূপ কথাপ্রসঙ্গে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

ইত্যবসরে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজ শ্রীকণ্ঠের অর্চ্চনা করিবার জন্য তথায় আনীত হইলেন। এবং উল্লিখিত অক্ষর সকল দর্শন করিলেন ॥ ৬০ ॥ দর্শন করিয়া, পাঠ ও তাহার অর্থগ্রহপুরঃসর মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যানপরায়ণ ও সমুদায় সবিশেষ অবগত হইলেন ॥ ৬১ ॥ তখন ত্বরাপূর্ব্বক মহাদেবের পূজা করিয়া, শীঘ্র নরপতি ইক্ষ্বাকুকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥ ৬২ ॥ তথায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, হে নরশার্দ্দূল! আমার বিজ্ঞপ্তি শ্রবণ করুন ॥ ৬৩ ॥ কপিরাজ আপনার রাজ্যপ্রান্তে আমার গুণগ্রামভূষিত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ আপনার পুত্র ব্যতিরেকে আর কাহারই তাহারে মোচন করিবার ক্ষমতা নাই। আপনার পুত্রের নাম শকুনি। হে রাজেন্দ্র! সেই এবিষয়ে বিধিপারগ ॥ ৬৫ ॥

কৃশোদরি! মদীয় পিতা ঋষির কথা কর্ণগোচর করিয়া, রাজা প্রিয়পুত্র শকুনিকে বন্ধনমোচনার্থ আদেশ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, মদীয় মহাবাহু সহোদর সহাস্য আস্যে মহর্ষি ঋতধ্বজের সহিত সেই বনোদ্দেশে উপনীত হইলেন ॥ ৬৭ ॥ এবং সেই অত্যুচ্চ বটপাদপ পর্য্যবলোকন করিলেন। তাহার প্ররোহপরম্পরায় দিক্‌প্রান্ত শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার শেখরদেশে ঋষিপুত্রকে বদ্ধাবস্থায় নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ তাহার চতুর্দ্দিকে সেই চঞ্চল-লতাপাশও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি মুনিপুত্রকে বটশেখরে স্বকীয় জটাপাশে সংযত দর্শন করিয়া ॥ ৬৯ ॥ ধনু গ্রহণ ও তাহাতে জ্যা যোজন করিলেন। অনন্তর হস্তলাঘবপ্রদর্শন-পূর্ব্বক বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭০ ॥ এইরূপে কপি কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে যে লতাপাশ বিরচিত হইয়াছিল, পঞ্চবর্ষশতকাল অতীত হইলে, শর দ্বারা তাহা ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ৭১ ॥ তখন মহর্ষি ঋতধ্বজ সত্বরে লতাচ্ছন্ন বটপাদপে অধিরোহণ করিলেন। জাবালি স্বকীয় পিতাকে সমাগত দর্শন করিয়া, সংযত থাকিলেও ॥ ৭২ ॥ আদরসহকারে মস্তক দ্বারা যথাবিধানে তাঁহারে বন্দনা করিলেন। মুনিও পুত্রকে গাঢ়তর আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া ॥ ৭৩ ॥ উন্মুক্ত করিবার জন্য কৃতযত্ন হইলেন। কিন্তু একান্ত সংযত থাকাতে, মুক্ত

ধনুর্নাম্য বাণাংশ্চ শকুনির্বলী ॥ ৭৪ ॥ আরুরোহ বটং তূর্ণং সমুন্মোচয়িতুং জটাঃ। নচ শক্নোতি সংযত্তং দৃঢ়ং কপিবরেণ হি ॥ ৭৫ ॥ যদা ন শক্তিতস্তেন সমং মোচয়িতুং জটাঃ। তদাবতীর্ণঃ শকুনিঃ সহিতঃ পরমর্ষিণা ॥ ৭৬ ॥ জগ্রাহ চ ধনুর্বাণাংশ্চকার শরমণ্ডপং। লাঘবাদর্দ্ধচন্দ্রাভ্যাং শাখাঞ্চিচ্ছেদ স ত্রিধা ॥ ৭৭ ॥ শাখয়া কৃত্তয়া চাসৌ ভারবহী তপোধনঃ। শরসোপানমার্গেণ অবতীর্ণোথ পাদপাৎ ॥ ৭৮ ॥ তস্মিংস্তথা স্বে তনয়ে ঋতধ্বজস্ততো নরেন্দ্রস্ত সুতেন ধন্বনা। জাবালিনা ভারবহেন সংযুতঃ সমাজগামাথ নদীং স সূর্য্যজাং ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে জাবালিমোচনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দণ্ডক উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে বালে যক্ষাসুরসুতে মুনে। সমাগতে হরং দ্রষ্টুং তং মুনিং যোগিনাং বরং ॥ ১ ॥ দদৃশাতে পরিম্লানং সংশুষ্ককুসুমং বিভুং। বহুনির্ম্মাল্যসংযুক্তং গতে তস্মিন্ ঋতধ্বজে ॥ ২ ॥ ততস্তু বীক্ষ্য দেবেশং তে উভে বরকন্যকে। স্নাপয়েতে বিধানেন পূজয়েতে অহর্নিশং ॥ ৩ ॥ তাভ্যাং স্থিতাভ্যাং তত্রৈব ঋষিরভ্যাগমদ্বনং। দ্রষ্টুং শ্রীকণ্ঠমব্যক্তং গালবো নাম নামতঃ ॥ ৪ ॥ স দৃষ্ট্বা কন্যকাযুগ্মং কস্যেদমিতি চিন্তয়ন্। প্রবিবেশ মুনিঃ স্নাতুং কালিন্দ্যা বিমলে জলে ॥ ৫ ॥ ততোঽসুপূজয়ামাস শ্রীকণ্ঠং গালবো মুনিঃ। গায়েতে সুস্বরং গীতং যক্ষাসুরসুতে ততঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ স গীতমাকর্ণ্য গালবো যে অজানত। গন্ধর্ব্বকন্যকে

করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে মহাবল শকুনি ধনু আনয়ন ও বাণযোজনা করিয়া ॥ ৭৪ ॥ জটাপাশ উন্মুক্ত করিবার জন্য সত্বরে বটবৃক্ষে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু কপিবর দৃঢ়রূপে সংযত করাতে, অভিপ্রেত সাধনে সক্ষম হইলেন না ॥ ৭৫ ॥ যখন তিনি জটাপাশ মোচন করিতে পারিলেন না, তখন মহর্ষি ঋতধ্বজের সহিত অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭৬ ॥ এবং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ ও শরমণ্ডপ সংবিধান করিয়া, লাঘববশতঃ অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বয় দ্বারা সেই শাখা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৭ ॥ শাখা ছিন্ন হইলে, মস্তকে শাখাভারবহনপূর্ব্বক তপোধন জাবালি শরসোপানমার্গে পাদপ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭৮ ॥ এইরূপে স্বকীয় তনয় উন্মুক্ত হইলে, মহর্ষি ঋতধ্বজ নরেন্দ্রনন্দন ধনুর্দ্ধারী শকুনি ও সেই ভারবহ জাবালির সহিত মিলিত হইয়া, যমুনানদীতে গমন করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে জাবালির বন্ধনমোচননামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৪ ॥

দণ্ডক কহিলেন, বালে! এই সময়ে যক্ষসুতা ও অসুরদুহিতা উভয়ে মহাদেব ও যোগিগণের অগ্রগণ্য ঋতধ্বজ, ইঁহাদিগকে দেখিবার জন্য গমন করিল ॥ ১ ॥ তাহারা দেখিল, বিভু মহাদেব নিতান্ত ম্লান ও তাঁহার পুষ্পও একান্ত শুষ্ক হইয়াছে। এবং চতুর্দ্দিকে রাশীকৃত নির্ম্মাল্য পড়িয়া আছে। ঋতধ্বজ গমন করাতেই, এইরূপ ঘটিয়াছে ॥ ২ ॥ তদ্দর্শনে সেই ললনাললামদ্বয় যথাবিধানে মহাদেবকে স্নান ও অহর্নিশ পূজা করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ তাহারা তথায় অবস্থিতি করিলে, গালবনামে বিখ্যাত ঋষি অব্যক্তস্বরূপ শ্রীকণ্ঠকে দেখিবার জন্য অরণ্যে সমাগত হইলেন ॥ ৪ ॥ তিনি কন্যকাযুগ্মকে দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা কাহার কন্যা। অনন্তর তিনি বিমল যমুনাসলিলে কৃতাভিষেক হইয়া, তথায় প্রবেশ করিয়া ॥ ৫ ॥ শ্রীকণ্ঠের পূজা করিলেন। ঐ কন্যকাদ্বয় সুস্বরে গান করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

চৈব ন্যদেহো নাত্র বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ সংপূজ্য দেবমীশানং গালবস্তু বিধানতঃ। কৃতজপ্যঃ সমধ্যস্তে কন্যাভ্যামভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ স মুনিঃ কন্যকে কস্য কথ্যতাং। কুলালঙ্কারকরণে ভক্তিযুক্তে ভবস্ত হি ॥ ৯ ॥ তমূচতুর্মুনিশ্রেষ্ঠং যাথাতথ্যং শুভাননে। জ্ঞাতো বিদিতবৃত্তান্তো গালবস্তপতাম্বরঃ ॥ ১০ ॥ সমুষ্য তত্র রজনীং তাভ্যাং সংপূজিতো মুনিঃ। প্রাতরুত্থায় গৌরীশং সংপূজ্য চ বিধানতঃ ॥ ১১ ॥ তে উপেত্যাব্রবীদযাস্তে পুষ্করারণ্যমুত্তমং। আমন্ত্রয়ামবাস্তথ্যো মামনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥ ১২ ॥ ততস্তে উচতুর্ব্রহ্মন্ দুর্লভং দর্শনং তব। কিমর্থং পুষ্করারণ্যে ভবান্ যাস্যত্যথাদরাৎ ॥ ১৩ ॥ স উবাচ মহাতেজা অহংকারসমন্বিতঃ। কার্ত্তিকী পুণ্যদা ভাবিপুষ্করেষেব কার্ত্তিকে ॥ ১৪ ॥ তে উচতুর্বয়ং যাস্যো ভবান্ যত্র গমিষ্যতি। ন ত্বয়া স্ম বিনা ব্রহ্মন্নিহ স্থাতুং সমুৎসহে ॥ ১৫ ॥ বাঢ়মাহ মুনিশ্রেষ্ঠস্ততো নত্বা মহেশ্বরং। গতে চ ঋষিণা সার্দ্ধং পুষ্করারণ্যমাদরাৎ ॥ ১৬ ॥ তথান্যে ঋষয়স্তত্র সমায়াতাঃ সহস্রশঃ। পার্থিবা জানপদাশ্চ মুক্তে কং তু ঋতধ্বজং ॥ ১৭ ॥ ততঃ স্নাতুং চ কার্ত্তিক্যামৃষয়ঃ পুষ্করেষথ। রাজানশ্চ মহাভাগা নাভাগেক্ষ্বাকুসংযুতাঃ ॥ ১৮ ॥ গালবোপি সমং তাভ্যাং কন্যকাভ্যামবাতরৎ। স স্নাতুং পুষ্করজলে মধ্যমে ধনুষাং প্রভৌ ॥ ১৯ ॥ নিমগ্নশ্চাপি দদৃশে মহামৎস্যং জলেশয়ং। বহ্বীভির্মৎস্যকন্যাভিঃ প্রীয়মাণং মুহুর্মুহুঃ ॥ ২০ ॥ স তাশ্চাহ বিনির্মুক্তা ইমং ধর্ম্মং ন জানথ। জনাপবাদং ঘোরং হি ন শক্তঃ সোঢ়ুমুল্বণং ॥ ২১ । তাস্তা উচুর্মহামৎস্যং কিং ন পশ্যাম গালবং।

মহর্ষি গালব সেই গীত শ্রবণ করিয়া, জানিতে পারিলেন, ইহারা উভয়ে গন্ধর্ব্বকন্যা, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

অনন্তর মহর্ষি গালব যথাবিধানে দেব ঈশানের জপ সমাধানান্তে পূজা করিয়া, সেই কন্যাদ্বয় কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া, অধ্যাসীন হইলেন ॥ ৮ ॥ এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা উভয়েই হরের প্রতি ভক্তিমতী এবং উভয়েই কুলভূষণা। কে তোমাদের পিতা, কীর্ত্তন কর ॥৯॥ সেই শুভাননা কন্যাদ্বিতয় যথাযথ বৃত্তান্ত মুনিশ্রেষ্ঠের বিদিত করিল। তপস্বিপ্রধান গালব বিদিতবৃত্তান্ত ॥ ১০ ॥ ও তাহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, প্রাতঃকালে উত্থান এবং হরপার্ব্বতীর পূজা করিয়া ॥ ১১ ॥ তাহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি পরমপ্রশস্ত পুষ্করারণ্যে গমন করিব। তোমাদের আমন্ত্রণা করিতেছি। আমারে অনুজ্ঞা প্রদান কর ॥ ১২ ॥ তাহারা কহিল, ব্রহ্মন্। আপনার দর্শন পাওয়া সহজ নহে। কিজন্য আপনি আদরসহকারে পুষ্করারণ্যে গমন করিতেছেন? ॥ ১৩ ॥ মহাতেজাঃ অহংকারী গালব উত্তর করিলেন, পুষ্করে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী পুণ্য সম্পাদন করে ॥ ১৪ ॥ তাহারা কহিল, আপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও তথায় গমন করিব। ব্রহ্মন্! আপনা ব্যতিরেকে এখানে অবস্থিতি করিতে আমাদের উৎসাহ নাই ॥ ১৫ ॥ ঋষি তাহাতে সম্মত হইলে, তাহারা মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সেই মুনির সমভিব্যাহারে পুষ্করারণ্যে গমন করিল ॥ ১৬ ॥ তৎকালে তথায় অন্যান্য সহস্র সহস্র ঋষি সমাগত হইলেন। তদ্ব্যতীত, রাজা ও জনপদবাসীগণও আগমন করিল। কেবল ঋতধ্বজকে দেখিতে পাওয়া গেল না ॥ ১৭ ॥ অনন্তর কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ, নাভাগ ও ইক্ষ্বাকুসহিত মহাভাগ নরপতিগণ সকলে পুষ্করে স্নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১৮ ॥ গালবও সেই কন্যাযুগলের সহিত মধ্যমপুষ্করসলিলে স্নানার্থ অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ নিমগ্ন হইয়া দেখিলেন, কোন মহামৎস্য জলমধ্যে শয়ন করিয়া আছে। বহুসংখ্য মৎস্যকন্যা মুহুর্মুহু তাহার প্রীতিসম্পাদনে সমুদ্যত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তদ্দর্শনে ঐ মৎস্য তাহাদিগকে কহিতেছে, তোমরা একান্ত স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছ। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, জান না। আমি নিতান্ত দুর্ব্বিষহ ঘোর জনাপবাদ কোনমতেই সহ্য করিতে পারিব না ॥ ২১ ॥

তাপসং কন্যকাভ্যাং বৈ বিচরন্তং যথেচ্ছয়া ॥ ২২ ॥ যদ্যসাবপি ধর্ম্মাত্মা ন বিভেতি তপোধনঃ। জনাপবাদাত্ত্বং কিং ত্বং বিভেষি জলমধ্যগঃ ॥ ২৩ ॥ ততশ্চাপ্যাহ স নিমির্নৈব বেত্তি তপোধনঃ। রাগান্ধো নাপি চ ভয়ং বিজানাতি সুবালিশঃ ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা মৎস্যবচনং গালবো ব্রীড়য়া যুতঃ। নোত্ততার নিমগ্নোপি ততো স নিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥ স্নাত্বা যে তেপি বস্তোক্র সমুত্তীর্য্য তটে স্থিতে। প্রতীক্ষন্তৌ মুনিবরং তদ্দর্শনসমুৎসুকে ॥ ২৬ ॥ বৃত্তা তু পুষ্করে যাত্রা গতো লোকো যথাগতং। ঋষয়ঃ পার্থিবাশ্চান্যে নানাজানপদাস্তথা ॥ ২৭ ॥ তত্র স্থিতৈকা সুদতী বিশ্বকর্ম্মতনুরুহা। চিত্রাঙ্গদা সুচার্ব্বঙ্গী বীক্ষন্তী তনুমধ্যমা ॥ ২৮ ॥ তে স্থিতে বাপি বীক্ষন্ত্যৌ গালবং মুনিসত্তমং। সংস্থিতে নির্জ্জনে তীর্থে গালবোন্তর্জলে তথা ॥ ২৯ ॥ ততো ভাগাদ্বেদবতী নাম্না গন্ধর্ব্বকন্যকা। পর্জ্জন্যতনয়া সাধ্বী ঘৃতাচীগর্ভসম্ভবা ॥ ৩০ ॥ সা চাভ্যেত্য কুলে পুণ্যে স্নাত্বা মধ্যমপুষ্করে। দদর্শ কন্যাত্রিতয়মুভয়োস্তটয়োঃ স্থিতং ॥ ৩১ ॥ চিত্রাঙ্গদাং সমভ্যেত্য পর্য্যপৃচ্ছদনিষ্ঠুরং। কাসি কেন চ কার্য্যেণ নির্জ্জনে স্থিতবত্যসি ॥ ৩২ ॥ স তামুবাচ পুত্রীং মাং বিদ্ধস্ব সুরবর্দ্ধকে। চিত্রাঙ্গদেতি সুশ্রোণি বিখ্যাতাং বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ৩৩ ॥ সাহমভ্যাগতা ভদ্রে স্নাতুং পুণ্যাং সরস্বতীং। নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষীং তু বিখ্যাতাং ধর্ম্মমাতরং ॥ ৩৪ ॥ তত্রাগতা সুরথোহং দৃষ্টা বৈদর্ভকেণ হি। সুরথেন স কামার্ত্তো মামেব শরণং গতঃ ॥ ৩৫ ॥ ময়াত্মা তস্য দত্তশ্চ সখিভির্ব্বার্য্যমাণয়া। হতঃ শপ্তাস্মি তাতেন বিযুক্তাস্মি চ ভুভুজা ॥ ৩৬ ॥ মর্ত্তুং কৃতমতির্ভদ্রে

মৎস্যকন্যারা উত্তর করিল, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, এই তাপস গালব কন্যাযুগলের সহিত যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন ॥ ২২ ॥ ইনি ধর্ম্মাত্মা ও তপোধন। ইঁহার যদি লোকাপবাদে ভয় না হয়, তাহা হইলে, তুমি জলচর হইয়া, কিজন্য লোক-বাদে ভয় করিতেছ? ॥ ২৩ ॥

মৎস্য কহিল, এই তপস্বী গালব রাগান্ধ হইয়াছেন। এবং তন্নিবন্ধন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এই কারণে ধর্ম্ম অবগত ও লোকাপবাদেও ভীত নহেন ॥ ২৪ ॥

গালব মৎস্যের এই কথা শুনিয়া, লজ্জান্বিত হইলেন; জল হইতে আর উত্তরণ করিতে পারিলেন না; পূর্ব্ববৎ মগ্ন হইয়াই রহিলেন। ২৫ ॥ সেই রম্ভোরু কন্যাদ্বিতয় স্নান করিয়া, সমুত্তীর্ণ হইয়া, তটে থাকিয়া, মুনিবর গালবের দর্শনকামনায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ ঐ সময়ে পুষ্করযাত্রা বিনিবৃত্ত হইলে, লোক সকল যথাগত প্রস্থান এবং সমবেত ঋষিগণ, নরপতিগণ ও অন্যান্য জনপদবাসিগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥ বিশ্বকর্ম্মার নন্দিনী, সুচার্ব্বঙ্গী, তনুমধ্যমা সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাই কেবল একাকিনী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বিসারণ করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তৎকালে তীর্থ একবারেই নির্জ্জন হইয়া উঠিল। সেই কন্যাদ্বিতয় মুনিসত্তম গালবের প্রতীক্ষা করত, তথায় দণ্ডায়মান থাকিল। গালব জলমধ্যে মগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর বেদবতীনামে গন্ধর্ব্বকন্যা তথায় অভ্যাগত হইল। পর্জ্জন্যনামক গন্ধর্ব্ব তাহার জনক ও ঘৃতাচী তাহার গর্ভধারিণী ॥ ৩০ ॥ সে অভ্যাগত হইয়া, মধ্যমপুষ্করে স্নান করিয়া, উভয় তটে অবস্থিত কন্যাদ্বিতয়কে অবলোকন করিল ॥ ৩১ ॥ এবং চিত্রাঙ্গদার সমীপস্থ হইয়া, অনিষ্ঠুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কিজন্য এই নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছ? ॥ ৩২ ॥

সে উত্তর করিল, অয়ি সুন্দরি! আমি বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা চিত্রাঙ্গদা, জানিবে ॥ ৩৩ ॥ ভদ্রে! আমি এই নৈমিষারণ্যবাহিনী ধর্ম্মজননী কাঞ্চনাক্ষীনামে পরমপবিত্র সরস্বতীতে স্নান করিবার জন্য আসিয়াছিলাম ॥ ৩৪ ॥ এখানে আসিলে, বিদর্ভবংশীয় সুরথ আমারে দর্শন করিয়া, কামার্ত্ত হইয়া, আমার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩৫ ॥ তদ্দর্শনে সখীগণ প্রতিষেধ করিলেও, আমি তাঁহাকে আত্মদান করিলাম। তখন পিতা আমায় শাপ দিলেন। সেই শাপে সুরথের সহিত

ধারিতা গুহ্যকেন চ। শ্রীকণ্ঠমগমং দ্রষ্টুং ততো গোদাবরীজলং ॥ ৩৭ ॥ তস্মাদিদং সমায়াতা তীর্থপ্রবরমুত্তরং। ন চাপি দৃষ্টঃ সুরথঃ স মনোহ্লাদনঃ পতিঃ ॥ ৩৮ ॥ ভবতী চাত্র কা বালে বৃত্তে যাত্রাফলেঽধুনা। সমাগতা হি তচ্ছংস মম সত্যেন ভামিনি ॥ ৩৯ ॥ সাব্রবীচ্চ হতাং বাস্মি মন্দভাগ্যা কৃশোদরী। যথা যাত্রাফলে বৃত্তে সমায়াতাস্মি পুষ্করং ॥ ৪০ ॥ পর্জ্জন্যস্য ঘৃতাচ্যাং তু জাতা বেদবতীতি হি। রমমাণা বনোদ্দেশে দৃষ্টাস্মি কপিনা সখি ॥ ৪১ ॥ স চাভ্যেত্যাব্রবীন্মাঞ্চ যাসি বেদবতী ক বৈ। আনীতাস্যাশ্রমাৎ কেন ভূপৃষ্ঠে মেরুপর্ব্বতং ॥ ৪২ ॥ ততো ময়োক্তং নাস্মীতি কপে বেদবতী ত্বহং। নাম্না বেদবতী ত্বেবং মেরাবপি কৃতাশ্রয়া ॥ ৪৩ ॥ ততস্তেনাতিদুষ্টেন বানরেণাভিবিক্রতা। সমারূঢ়াস্মি সহসা বন্ধুজীবং নগোত্তমং ॥ ৪৪ ॥ তেনাপি বৃক্ষস্তরসা পাদাক্রান্তস্ত্বভজ্যত। ততোঽস্য বিপুলাং শাখাং সমালিঙ্গ্য স্থিতা ত্বহং ॥ ৪৫ ॥ ততঃ প্লবংগমো বৃক্ষং প্রাক্ষিপৎ সাগরাম্ভসি। সহ তেনৈব বৃক্ষেণ পতিতাস্ম্যহমাকুলা ॥ ৪৬ ॥ ততোঽম্বরতলাদ্বৃক্ষং নিপতন্তং যদৃচ্ছয়া। দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪৭ ॥ ততো হাহাকৃতং লোকৈর্ম্মাং পতন্তীং নিরীক্ষ্য হি। উচুশ্চ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ কষ্টং সেয়ং মহাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য মহিষী গদিতা ব্রহ্মণা স্বয়ং। মনোঃ পুত্রস্য বীরস্য সহস্রক্রতুযাজিনঃ ॥ ৪৯ ॥ তাং বাণীং মধুরাং শ্রুত্বা মোহমভ্যাগতা ততঃ। ন চ জানে স কেনাপি বৃক্ষশ্ছিন্নঃ সহস্রধা ॥ ৫০ ॥

আমার বিয়োগযোগ সংঘটিত হইল ॥ ৩৬ ॥ ভদ্রে! এই কারণ আমি মরিতে উদ্যত হইলে, কোন গুহ্যক আসিয়া প্রতিবিদ্ধ করিল। অনন্তর আমি শ্রীকণ্ঠের দর্শনার্থ গোদাবরীজলে গমন করিলাম ॥ ৩৭ ॥ তথা হইতে এই উত্তর তীর্থপ্রবরে আসিয়াছি। সেই সুরথই আমার হৃদয়ের আনন্দসম্পাদন এবং তিনিই আমার পতি। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩৮ ॥ বালে! তুমি কে, কিজন্য এখানে অবস্থিতি করিতেছ? পুষ্করযাত্রাফল অতীত হইয়া গিয়াছে। তবে কিকারণে এখানে আগমন করিলে? ভামিনি! সত্য করিয়া, আমার নিকট সমস্ত সবিস্তার নির্দ্দেশ কর ॥ ৩৯ ॥

বেদবতী কহিল, কৃশোদরি! হতভাগিনী আমি কে এবং যাত্রাফল অতীত হইলেও, যেকারণে এই পুষ্করে আসিয়াছি, সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥ আমার নাম বেদবতী। আমি পর্জ্জন্যের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মিয়াছি। বনোদ্দেশে বিহার করিতেছিলাম, এমন সময়ে কোন কপি দর্শন করিয়া ॥ ৪১ ॥ অভ্যাগত হইয়া আমাকে কহিল, বেদবতি! কোথায় যাইতেছ? কোন্ ব্যক্তি তোমাকে আশ্রম হইতে মেরুপর্ব্বতে আনয়ন করিল ॥ ৪২ ॥ আমি বলিলাম, কপে! আমি বেদবতী নহি। বেদবতীনামে সেই কন্যা মেরুপর্ব্বত আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৪৩ ॥ এই কথায় সেই দুষ্ট বানর সবেগে আক্রমণ করিলে, আমি বন্ধুজীবনামক নগোত্তমে আরোহণ করিলাম ॥ ৪৪ ॥ তখন সেই কপি সবেগে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমি তাহার বিপুল শাখা দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, অবস্থিতি করিলাম ॥ ৪৫ ॥ তদ্দর্শনে কপিবর সাগরসলিলে সেই বৃক্ষ প্রক্ষেপ করিল। আমি অতমাত্র ব্যাকুল হইয়া, সেই বৃক্ষের সহিত জলমধ্যে পতিত হইলাম ॥ ৪৬ ॥ তৎকালে অম্বরতল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে বৃক্ষ পতিত হইতে লাগিল, স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূত তাহা অবলোকন করিল ॥ ৪৭ ॥ আমাকেও তাহার সহিত পতিত হইতে দেখিয়া, সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। এবং সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ বলিতে লাগিলেন, হায়, কি কষ্ট! স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই বেদবতী মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষী হইবে। যে ইন্দ্রদ্যুম্ন মনুর পুত্র ও অতিমাত্র বীর্য্যশালী এবং সহস্র যজ্ঞের আহরণ করিবেন ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

এই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া, আমি মোহের বশীভূতা হইলাম। সুতরাং, জানিতে পারিলাম

ততোঽস্মি বেগাজ্জলিনা হুতানলপথেন হি। সমানীতাস্ম্যহমিমং ত্বং দ্রষ্টা যদ্য সুন্দরি ॥ ৫১ ॥ তত উত্তিষ্ঠ গচ্ছাবঃ কে উভে সংস্থিতে বরে। কন্যকে অনুপশ্যেহ পুষ্করস্যোত্তরে তটে ॥ ৫২ ॥ এবমুক্তা বরাঙ্গী সা তয়া সুতনুকন্যয়া। জগাম কন্যকে দ্রষ্টুং প্রষ্টুং কার্য্যং তু কৌতুকাৎ ॥ ৫৩ ॥ ততো গত্বা পর্য্যপৃচ্ছত্তে উভে তুরুতেঽপি। যথাতথ্যং তয়োস্তাভ্যাং স্বমাত্মানং নিবেদিতং ॥ ৫৪ ॥ ততস্তাশ্চতুরোঽপীহ সপ্তগোদাবরং জলং। সংপ্রাপ্য তীরে তিষ্ঠন্তি অর্চ্চয়ন্ত্যো হাটকেশ্বরং ॥ ৫৫ ॥ ততো বহূন্ বর্ষগণান্ বভ্রমুস্তে জনাশ্রয়ঃ। তাসামর্থায় শকুনির্জাবালিঃ স ঋতধ্বজঃ ॥ ৫৬ ॥ জাবালী ততো ভিন্নো দশান্ দশতিকে গতে। কালে জগাম নির্ব্বেদাৎ সমং পিত্রাথ কোশলং ॥ ৫৭ ॥ তস্মিন্নরপতিঃ শ্রীমানিন্দ্রদ্যুম্নো মনোঃ সুতঃ। সমধ্যাস্তে স বিজ্ঞায় সার্ঘ্যপাদ্যো বিনির্যযৌ ॥ ৫৮ ॥ সম্যক্ সংপূজিতস্তেন স জাবালির্ঋতধ্বজঃ। স চেক্ষ্বাকুসুতো ধীমান্ শকুনির্ভ্রাতৃজোঽর্চ্চিতঃ ॥ ৫৯ ॥ ততো বাক্যং মুনিঃ প্রাহ ইন্দ্রদ্যুম্নমৃতধ্বজঃ। রাজন্নষ্টা সুতাস্মাকং নন্দয়ন্তীতি বিশ্রুতা ॥ ৬০ ॥ তাদর্থে চ বৈ বসুধা অস্মাভিরটিতা নৃপ। তস্মাদুত্তিষ্ঠ মার্গস্য সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৬১ ॥ অথোবাচ নৃপো ব্রহ্মন্ মমাপি ললনোত্তমা। নষ্টা কৃতশ্রমশ্চাপি কস্যাহং কথয়ামি তাং ॥ ৬২ ॥ আকাশাৎ পর্ব্বতাকারঃ পতমানো নগোত্তমঃ। সিদ্ধানাং বাক্যমাকর্ণ্য বাণৈশ্ছিন্নঃ সহস্রধা ॥ ৬৩ ॥ তেনৈব সা বরারোহা বিভিন্না লাঘবান্ময়া। ন চ জানামি সা কুত্র তস্মাদ্গচ্ছামি মার্গিতুং ॥ ৬৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা স নৃপঃ সমুত্থায় ত্বরান্বিতঃ। স্যন্দনানি দ্বিজশ্রেষ্ঠাং

না কোন্ ব্যক্তি সেই বৃক্ষকে সহস্র খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিল। ৫০ ॥ অনন্তর বলবান্ বায়ু প্রবাহিত হইয়া, সবেগে আমারে এই প্রদেশে আনয়ন করিল। সুন্দরি! তাহাতেই তুমি আমারে অদ্য দেখিতে পাইলে ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে উত্থান কর। ঐ কন্যাদ্বয়কে, পুষ্করের উত্তর তটে আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, যাইয়া দর্শন করিব ॥ ৫২ ॥

বরাঙ্গী চিত্রাঙ্গদা সেই সুতনু কন্যা কর্ত্তৃক অভিহিতা হইয়া, ঐ দুই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, কৌতুকাক্রান্তহৃদয়ে গমন করিল ॥ ৫৩ ॥ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উভয়ে আপনাদের যথাযথ বৃত্তান্ত তাহাদের গোচরে বিজ্ঞাপিত করিল। ৫৪ ॥ অনন্তর চারিজনে একত্র সংমিলিত হইয়া, সপ্ত গোদাবরসলিলে গমন ও হাটকেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া, তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

এদিকে তাহাদের জন্য শকুনি, জাবালি ও ঋতধ্বজ এই তিন জন বহুবর্ষগণ ভ্রমণ করিয়া, যাপন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ কালসহকারে জাবালি দশান্তর প্রাপ্ত হইয়া, নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে পিতার সহিত কোশল রাজ্যে সমাগত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ মনুর পুত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় বাস করিতেছেন। তিনি জানিতে পারিয়া, পাদ্য ও অর্ঘ হস্তে বিনির্গত হইয়া ॥ ৫৮ ॥ জাবালি ও ঋতধ্বজ উভয়ের যথাবিধানে পূজা এবং ভ্রাতৃপুত্র ধীমান্ শকুনিরও অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর ঋতধ্বজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমাদের নন্দয়ন্তীনামে নন্দিনী নিরুদ্দিষ্টা হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥ তাঁহার জন্য আমরা সমগ্র বসুধা পর্য্যটন করিয়াছি। অতএব উত্থান করিয়া, আমাদিগকে এবিষয়ে সাহায্য করুন ॥ ৬১ ॥

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমারও ললনোত্তমা কোথায় গিয়াছেন, জানি না। আমি তাঁহার অন্বেষণার্থ বহু পরিশ্রম করিয়াছি। কাহারেই বা তাহার কথা বলিব? ॥ ৬২ ॥ আকাশ হইতে পর্ব্বতাকৃতি পাদপপ্রবর পতমান হইলে, আমি সিদ্ধগণের কথা শ্রবণ করিয়া, শরপরম্পরা-প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলাম ॥ ৬৩ ॥ এবং লঘুহস্ততাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই বরারোহাকেও তাহা হইতে পৃথক্কৃত করিলাম। জানি না, সেই ললনোত্তমা কোথায় আছেন। অতএব, তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করিব ॥ ৬৪ ॥ এই বলিয়া, রাজা সত্বরে সমুত্থিত

স ভ্রাতুঃ পুত্রায় চার্পয়ৎ ॥ ৬৫ ॥ তেঽধিরূঢ়রথাস্তূর্ণং মার্গন্তে বসুধাং ক্রমাৎ। বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য দদৃশুস্তপসাং নিধিং ॥ ৬৬ ॥ তপসা কর্শিতং দীনং মলপঙ্কজটাধরং। নিশ্বাসাহারপবনং প্রথমে বয়সি স্থিতং ॥ ৬৭ ॥ তমুপেত্যাব্রবীদ্রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহাভুজঃ। তপস্বিন্ যৌবনে ঘোরং আস্থিতোঽসি সুদুশ্চরং ॥ ৬৮ ॥ তপঃ কিমর্থং তচ্ছংস কিমভিপ্রেতমুচ্যতাং। সোঽব্রবীৎ কো ভবান্ ব্রূহি যমাত্মানং সুব্রত্যা ॥ ৬৯ ॥ পরিপৃচ্ছসি শোকার্ত্তং পরিদূনং তপোচরিতং। স প্রাহ রাজাস্মি বলী তপস্বিন্ শাকলে পুরে ॥৭০॥ মনোঃ পুত্রঃ প্রিয়োঃ ভ্রাতা ইক্ষ্বাকোঃ কথিতং তব। স চাপ্যৈ পূর্ব্বচরিতং সর্ব্বং কথিতবান্ নৃপঃ ॥ ৭১ ॥ শ্রুত্বা প্রোবাচ রাজর্ষির্মা মুঞ্চস্ব কলেবরং। আগচ্ছ যামি তন্বঙ্গীং বিচেতুং ভ্রাতৃজোঽসি মে ॥ ৭২ ॥ ইত্যুক্ত্বা সংপরিষ্বজ্য নৃপং ধমনিসন্ততং। সমারোপ্য রথং তূর্ণং তাপসাভ্যাস'বেদয়ৎ ॥ ৭৩ ॥ ঋতধ্বজঃ সপুত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা পৃথিবীপতিং। প্রোবাচ রাজন্নেহ্যেহি করিষ্যামি তব প্রিয়ং ॥ ৭৪ ॥ যাসৌ চিত্রাঙ্গদা নাম ত্বয়া দৃষ্টা হি নৈমিষে। সপ্তগোদাবরং তীর্থং সা ময়ৈব বিবর্জ্জিতা ॥ ৭৫ ॥ আগচ্ছ চাগমিষ্যামো তমাশ্রমং হি কারণাৎ। তত্রাস্মাকং গমেষ্যন্তি কন্যাস্তিস্রস্তথাপরাঃ ॥ ৭৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা স ঋষিঃ সমাশ্বাস্য সুদেবজং। শকুনিং পুরতঃ কৃত্বা সেন্দ্রদ্যুম্নঃ সপুত্রকঃ ॥ ৭৭ ॥ স্যন্দনেনাশ্বযুক্তেন গন্তুং সমুপচক্রমে। সপ্তগোদাবরং তীর্থং যত্র তাঃ কন্যকা গতাঃ ॥ ৭৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তন্বী ঘৃতাচী শোকসংযুতা। বিচচারোদয়গিরিং বিচিন্বন্তী সুতাং নিজাং ॥৭৯॥ তমাসসাদ চ কপিং

হইয়া, সেই দ্বিজদ্বয় ও ভ্রাতৃপুত্রকে রথ প্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥ তাঁহারা শীঘ্র রথারূঢ় হইয়া, যথাক্রমে পৃথিবী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তৎপ্রসঙ্গে বদর্য্যাশ্রমে গমন করিয়া, কোন তপোনিধিকে দর্শন করিলেন ॥ ৬৬ ॥ তাঁহার দেহ তপোবলে কর্শিত, দীনভাবাপন্ন, মলপঙ্কে পরিলিপ্ত ও জটাভারে সমাচ্ছন্ন। তিনি যুবা এবং নিরবচ্ছিন্ন নিশ্বাস পরিহার করিতেছেন। তজ্জন্য তাহার অতিমাত্র আয়াস উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহাবাহু রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, কহিলেন, তপস্বিন্! আপনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া, কিজন্য সুদুশ্চর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার অভিপ্রায় কি, বলুন।

তপস্বী কহিলেন, আপনি কে? আমি শোকার্ত্ত ও অতিমাত্র দৈন্যগ্রস্ত হইয়া, তপস্যা করিতেছি। আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ আমারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, আমি শাকলনগরের বলবান্ রাজা ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ মনুর পুত্র এবং ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা। নিজের এই পরিচয় প্রদান করিলাম। এই কথায় তপস্বী আপনার সমুদায় পূর্ব্বচরিত তাঁহার গোচর করিলেন ॥৭১॥ তখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, তুমি কলেবর পরিত্যাগ করিও না। তুমি আমার ভ্রাতৃপুত্র। আগমন কর। সেই তন্বঙ্গীর অন্বেষণ করিব ॥ ৭২ ॥ এই বলিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই ধমনীসন্তত রাজাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও রথে অধিরূঢ় করিয়া, শীঘ্র সেই তাপসদ্বয়ের গোচরে লইয়া গেলেন ॥ ৭৩ ॥

সপুত্র ঋতধ্বজ সেই পৃথিবীপতিকে দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আগমন কর। আমি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব ॥ ৭৪ ॥ আপনি যে সেই চিত্রাঙ্গদাকে নৈমিষে নয়নগোচর করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সপ্তগোদাবরতীরে রাখিয়া আসিয়াছি ॥ ৭৫ ॥ অতএব আগমন করুন, তথায় গমন করিব। সেখানে আমাদের অপর কন্যাত্রয় সমাগত হইবে ॥ ৭৬ ॥ এই বলিয়া ঋতধ্বজ সুদেবজকে আশ্বাস দিয়া শকুনিকে পুরস্কৃত করিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও পুত্রের সহিত ॥ ৭৭ ॥ অশ্বযুক্ত রথারোহণে, যেখানে সেই কন্যাত্রয় সপ্তগোদাবরতীর্থে গমন করিয়াছে, তথায় প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন ॥ ৭৮ ॥

ঐ সময়ে তন্বী ঘৃতাচী শোকসংযুক্ত হইয়া, স্বীয় দুহিতাকে অন্বেষণ করত, উদয়গিরিতে বিচরণ

পর্য্যপৃচ্ছদসখাক্ষমাঃ। কিং বালা ন ত্বয়া দৃষ্টা কপে সত্যং বদস্ব মে ॥ ৮০ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স কপিঃ প্রাহ বালিকাং। দৃষ্টা দেববতী নাম সা চ ন্যস্তা মহাশ্রমে ॥ ৮১ ॥ কালিন্দ্যা বিমলে তীরে মৃগপক্ষিসমন্বিতে। শ্রীকণ্ঠায়তনস্যাগ্রে ময়া সত্যং তবোদিতং ॥ ৮২ ॥ সা প্রাহ বানরবরং নাম্না বেদবতীতি সা। ন হি দেববতী খ্যাতা তদাগচ্ছ ব্রজাবহে ॥ ৮৩ ॥ ঘৃতাচ্যা তু বচঃ শ্রুত্বা বানরস্ত্বরিতক্রমঃ। পৃষ্ঠতোঽস্যাঃ সমাগচ্ছন্ নদীমেব কৌশিকীং ॥ ৮৪ ॥ প্রাপ্তা রাজর্ষি-প্রবরাস্ত্রয়স্তে চাপি কৌশিকীং। দ্বিতয়ং তাপসাভ্যাং চ রথাঃ পঞ্চাশ্বযোজিতাঃ ॥ ৮৫ ॥ অব-তীর্য্য রথেভ্যস্তে স্নাতুমভ্যাগমন্নদীং। ঘৃতাচাপি নদীং স্নাতুং সুপুণ্যামাজগাম হ ॥ ৮৬ ॥ তামন্বেব কপিঃ প্রায়াদ্দৃষ্টো জাবালিনা তথা। দৃষ্ট্বৈব পিতরং প্রাহ পার্থিবং চ মহাবলং ॥ ৮৭ ॥ স এষ পুনরায়াতি বানরস্তাত বেগবান্। পূর্ব্বং জটাস্বেব বলাদ্যেন বদ্ধাস্মি পাদপে ॥ ৮৮ ॥ তজ্জাবালি-বচঃ শ্রুত্বা শকুনিঃ ক্রোধসংযুতঃ। সশরং ধনুরানম্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮৯ ॥ ব্রহ্মন্ প্রদীয়তাং মহ্যমাজ্ঞা তাত বদস্ব মাং। যাবদেনং নিহন্ম্যদ্য শরেণৈকেন বানরং ॥ ৯০ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। মহর্ষিঃ শকুনিঃ প্রাহ হেতুযুক্তং বচো মহৎ ॥ ৯১ ॥ ন কশ্চিত্তাত-কেনাপি বধ্যতে বধ্যতেঽপি বা। বধবন্ধৌ পূর্ব্বকর্ম্মবশৌ নৃপতিনন্দন ॥ ৯২ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ শকুনির্ঋষিং বচনমব্রবীৎ। মমাজ্ঞা দীয়তাং ব্রহ্মন্ শাধি কিং করবাণ্যহং ॥ ৯৩ ॥ ইত্যুক্তঃ প্রাহ স মুনিস্তং বানরপতিং বচঃ। মম পুত্রস্ত্বয়োদ্বদ্ধো জটাভির্বটপাদপে ॥ ৯৪ ॥ নচেন্-

---

করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥ কপির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কপে! সত্য করিয়া বল, তুমি কি আমার নন্দিনীকে দর্শন কর নাই? ॥ ৮০ ॥ কপি তাহার কথা শুনিয়া, উত্তর করিল, আমি তোমারে সত্য বলিতেছি, তোমার নন্দিনীকে দর্শন ও কালিন্দীর মৃগপক্ষিসমন্বিত বিমল তীরে শ্রীকণ্ঠায়তনের অগ্রে তাহারে স্থাপন করিয়াছি ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ ঘৃতাচী বানরকে কহিল, তাহার নাম বেদবতী, দেববতী নহে। অতএব আইস, গমন করিব ॥ ৮৩ ॥ ঘৃতাচীর এই কথা শুনিয়া, বানর ত্বরিত বিক্রমে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৌশিকী নদীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল ॥ ৮৪ ॥ তৎকালে সেই তিন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ জাবালি ও ঋতধ্বজের সহিত এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত অশ্বযোজিত পঞ্চ রথ কৌশিকীতীরে উপস্থিত হইল ॥ ৮৫ ॥ তাঁহারা সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া, স্নান করিবার জন্য নদীতে গমন করিলেন। ঘৃতাচীও সেই পরমপবিত্র স্রোতস্বিনীতে অভিষেকার্থ সমাগত হইল ॥ ৮৬ ॥ কপিও ঘৃতাচীর অনুগমন করিল। এবং জাবালির নয়নপথে পতিত হইল। তিনি কপিকে দর্শন করিয়া, পিতা ও মহাবল রাজাকে কহিলেন ॥ ৮৭ ॥ তাত! সেই এই বেগবান্ বানর পুনর্ব্বার আসিতেছে। যে আমাকে পূর্ব্বে জটাপাশ দ্বারা পাদপে বন্ধন করিয়াছিল ॥ ৮৮ ॥

জাবালির এই কথা শুনিয়া, শকুনি ক্রোধসংযুক্ত হইয়া, সশর শরাসন আনমিত করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮৯ ॥ ব্রহ্মন্! আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন এবং বলুন, এখনই আমি একমাত্র শরে এই বানরকে নিহত করিতেছি ॥ ৯০ ॥

এইপ্রকার বাক্য প্রযোজিত হইলে, সর্ব্বভূতহিতেরত মহর্ষি শকুনিকে হেতুযুক্ত উদার বচনে কহিলেন ॥ ৯১ ॥ তাত! কোন ব্যক্তিকেই বধ ও বন্ধন করা কাহারই কর্ত্তব্য নহে। অয়ি রাজনন্দন! বধ ও বন্ধন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশেই সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

শকুনি এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঋষিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তবে আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞাপ্রদান করুন ॥ ৯৩ ॥

ঋষি এইপ্রকার উক্ত হইয়া, সেই বানরপতিকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্রকে জটাজুট

মোচয়িতুং বৃক্ষাচ্ছক্ত্যাচ্ছাপি যত্নতঃ। তমনেন নরেন্দ্রেণ ত্রিধা কৃত্বা তু শাখিনং॥ ৯৫॥ শাখাং বহন্তি মৎসূনুঃ শিরসা তাং বিমোচয়। দশবর্ষশতান্যস্য শাখাং বৈ বহতো গতাঃ॥ ৯৬॥ ন চাস্তি পুরুষঃ কশ্চিদেবো হ্যস্মোচয়িতুং ক্ষমঃ। স ঋষের্বাক্যমাকর্ণ্য কপির্জাবালিনো জটাঃ॥ ৯৭॥ শনৈরুন্মোচয়ামাস ক্ষণাদ্বুন্মে চিকাশ্চ তাঃ।, ততঃ প্রীতো মুনিশ্রেষ্ঠো বরদোত্তুদ্যতঋতধ্বজঃ॥ ৯৮॥ কপিশ্চাহ বৃণীষ্বৈং বরং যন্মনসেপ্সিতং। ঋতধ্বজবচঃ শ্রুত্বা ইমং বরমযাচত॥ ৯৯॥ বিশ্বকর্ম্মা মহাতেজাঃ কপিত্বে প্রতিসংস্থিতঃ। ব্রহ্মন্ ভবান্ বরং মহ্যং যদি দাতুং যথেচ্ছসি॥ ১০০॥ তুচ্ছ দত্তো মহাঘোরো মম শাপো নিবর্ত্ততাং। চিত্রাঙ্গদায়াঃ পিতরং মাং বৃষ্ট্বং তপোধনং॥ ১০১॥ অভিজানীহি ভবতঃ শাপাদ্বানরতাং গতং। স্বহূনি চ পাপানি ময়া যানি কৃতানি হি॥ ১০২॥ কপিচাপল্যদোষেণ তানি মে যান্ত সংক্ষয়ং। তত ঋতধ্বজঃ প্রাহ শাপস্যান্তো ভবিষ্যতি॥ ১০৩॥ যদা ঘৃতাচ্যাং তনয়ং জনিষ্যসি মহাবলং। ইত্যেবমুক্তঃ সংহৃষ্টঃ স তথা কপিসত্তমঃ। ১০৪॥ স্নাতুং তূর্ণং মহানদ্যামবতীর্ণঃ কৃশোদরি। ততস্তু সর্ব্বে ক্রমশঃ স্নাত্বা চ পিতৃদেবতাঃ॥ ১০৫॥ জগ্মুর্হৃষ্টা রথেভ্যস্তে ঘৃতাচী দিবমুৎপতৎ। তামম্বেব মহাবেগঃ স কপিঃ প্লবতাম্বরঃ॥ ১০৬॥ দদৃশে রূপসংপন্নাং ঘৃতাচীং স প্লবংগমঃ। সাপি তং বলিনাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বৈব কপিকুঞ্জরং॥ ১০৭॥ জগ্মাথ বিশ্বকর্ম্মাণং কাময়ামাস কামিনী। ততোঽদ্রৌ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে খ্যাতে কোলাহলে কপিঃ॥ ১০৮॥ রময়ামাস তাং তন্বীং সা চ তং

দ্বারা বৃক্ষে উদ্বদ্ধ করিয়াছিলে॥ ৯৪॥ কোন ব্যক্তিই যত্ন করিয়াও, ইহাকে উন্মুক্ত করিতে পারে নাই। পরে এই নরেন্দ্র শর দ্বারা সেই বৃক্ষকে তিনখণ্ড করিয়া দিলে॥ ৯৫॥ আমার পুত্র অদ্যাপি তাহার শাখা মস্তকে বহন করিতেছেন। অধুনা তুমি মোচন করিয়া দাও। শাখাবহন করত, দশবর্ষশত অতীত হইয়াছে॥ ৯৬॥ এমন কোন পুরুষ নাই, যে ইহাকে উন্মুক্ত করিতে পারে।

কপি ঋষির এই কথা শ্রবণ করিয়া জাবালির জটাভার। ৯৭॥ ধীরে ধীরে উন্মোচন করিলে, ক্ষণমধ্যেই তাহা উন্মোচিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজ প্রীত ও বরদানে সমুদ্যত হইয়া॥ ৯৮॥ কপিকে কহিলেন, তোমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, সেই বর গ্রহণ কর।

ঋতধ্বজের কথা শুনিয়া, কপিযোনিতে নিপতিত সেই মহাতেজা বিশ্বকর্ম্মা এই বর চাহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যদি আমাকে যথাভিলষিত বরদানে উৎসুক হইয়া থাকেন॥৯৯॥১০০॥ তাহা হইলে আমাকে যে ভয়ঙ্কর শাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিসংহৃত হউক। আমি চিত্রাঙ্গদার পিতা, তপোধন বিশ্বকর্ম্মা॥ ১০১॥ আপনারই শাপে বানরযোনি লাভ করিয়াছি, জানিবেন। আমি যে বহুবিধ পাপ করিয়াছি॥ ১০২॥ কপিচাপল্যদোষেই তাহা করিয়াছি। অতএব সে সকলও যেন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

তখন ঋতধ্বজ কহিলেন, তুমি যেসময়ে ঘৃতাচীর গর্ভে মহাবল পুত্র উৎপাদন করিবে, তৎকালে তোমার শাপান্ত সংঘটিত হইবে। *

কপিসত্তম এইরূপ কথিত ও অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া॥ ১০৩॥ ১০৪। সত্বরে মহানদীতে স্নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইল। অনন্তর সকলে যথাক্রমে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া॥ ১০৫॥ হর্ষভরে রথারোহণে গমন করিলে, ঘৃতাচী স্বর্গে উৎপতিতা হইল। তদ্দর্শনে কপিবর মহাবেগে তাহার অনুগমন করিল॥ ১০৬॥ অনন্তর সেই বলিশ্রেষ্ঠ শাখামৃগ যেমন ঘৃতাচীকে দর্শন করিল, ঘৃতাচীও তেমন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া। ১০৭॥ তাহারে বিশ্বকর্ম্মা জানিয়া, কামনাপর হইল। তখন কোলাহল নামে বিখ্যাত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে কপিশ্রেষ্ঠ॥১০৮॥

বানরোত্তমং। এবং রমংতৌ সুচিরং প্রাপ্তৌ তৌ বিন্ধ্যপর্ব্বতং ॥ ১০৯ ॥ রথেষু চাপি তত্তীর্থং সংপ্রাপ্তাস্তে নরোত্তমাঃ। মধ্যাহ্নসময়ে শ্রান্তাঃ সপ্তগোদাবরং জলং ॥ ১১০ ॥ প্রাপ্তা বিশ্রামমেষ্বর্থমবতেরুস্তৃষার্দ্দিতাঃ। রেবাং সারথয়োঽশ্বাংশ্চ স্নাত্বা পীতোদকাঃ প্রভুম্ ॥ ১১১ ॥ রমণীয়ে বনোদ্দেশে প্রচারায় সমুৎসৃজন্। শাদ্বলাঢ্যেষু দেশেষু মুহূর্ত্তাদেব বাজিনঃ ॥ ১১২ ॥ তৃপ্তাঃ সমাব্রজন্ সর্ব্বে দেবালয়মনুত্তমং। তুরঙ্গখুরনির্ঘোষং শ্রুত্বা তা যোষিতাম্বরাঃ ॥ ১১৩ ॥ কিমেতদিতি চোক্ত্বৈব প্রজগ্মুর্হাটকেশ্বরং। আরুহ্য বলভীস্তাস্তু সমুদৈক্ষন্ত সর্ব্বশঃ ॥ ১১৪ ॥ অপশ্যংস্তীর্থসলিল আপ্লুতাঙ্গান্ নরোত্তমান্। ততশ্চিত্রাঙ্গদা দৃষ্ট্বা জটামণ্ডলধারিণং। সুরথং হসন্তী প্রাহ সংরোহৎপুলকা সখীং ॥ ১১৫ ॥ যোঽসৌ যুবা নীলঘনপ্রকাশঃ সংলক্ষ্যতে দীর্ঘভুজঃ সুরূপঃ। স এষ নূনং নরদেবসূনুর্বৃতো ময়া পূর্ব্বপতিঃ পতির্বঃ ॥ ১১৬ ॥ যশ্চৈষ জাম্বুনদতুল্যবর্ণঃ শ্বেতং জটাভারমধারয়িষ্যৎ। স এব নূনং তপতাং বরিষ্ঠ ঋতধ্বজো নাত্র বিচারণাস্তি ॥ ১১৭ ॥ ততোঽব্রবীদথো হৃষ্টা নন্দয়ন্তী সখীজনং। এষোঽপরোঽন্যৈব সুতো জাবালির্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং বলভ্যা অবতীর্য্য চ। সমাসন্নাগ্রতঃ শম্ভোর্গায়ন্তী গীতকান্ শুভান্ ॥ ১১৯ ॥ ওঁ নমোঽস্তু শর্ব্ব শম্ভো ত্রিনেত্র চারুগাত্র ত্রৈলোক্যনাথ উমাপতে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসকারক কামাঙ্গনাশন ঘোরপাপপ্রণাশন মহাপুরুষ মহোগ্রমূর্ত্তে সর্ব্বসত্ত্বক্ষয়কর শুভঙ্কর মহেশ্বর ত্রিশূলধর স্মরারে গুহ্যধামন্ দিগ্বাসঃ মহাশঙ্খশেখর জটাধর কপালমালাবিভূষিত—

মৃতাচীর সহিত বিহার আরম্ভ করিল। পরস্পর বহুকাল বিহার করিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতে সমাগত হইল ॥ ১০৯ ।

ঐ সময়ে সেই ঋতধ্বজাদি নরোত্তমগণ রথারোহণে উল্লিখিত তীর্থে মধ্যাহ্ন সময়ে আগমন করিলেন। সকলেই পরিশ্রান্ত ও অতিমাত্র তৃষার্ত্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য সপ্তগোদাবরজল প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের সারথি সকলও স্নান ও জলপান করিয়া, অশ্বদিগকে আপ্লাবিত করত। ০১০ ॥ ১১১ ॥ রমণীয় বনোদ্দেশে প্রচুর শাদ্বলবিশিষ্ট ক্ষেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িয়া দিল ॥ ১১২ ॥ অনন্তর সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়া, সেই পরমপ্রশস্ত দেবালয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেই যোষিদ্বরাগণ তুরগসকলের খুরনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ॥ ১১৩ ॥ ইহা কি, এইপ্রকার কহিয়া, হাটকেশ্বরে গমন করিল। এবং বলভীতে আরোহণ করিয়া, সকল দিক্ আগ্রহসহকারে দেখিতে লাগিল। ১১৪ ॥ তখন তীর্থসলিলে আপ্লুতাঙ্গ নরশ্রেষ্ঠগণ তাহাদের নয়নবিষয়ে পতিত হইলেন। চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদের মধ্যে জটামণ্ডলধারী সুরথকে দর্শন করিয়া, পুলকিতা হইয়া, সহাস্য আস্যে সখীকে কহিতে লাগিল ॥ ১১৫ ॥ ঐ যে শ্যামলজলদ-সন্নিভ, মহাবাহু যুবা পুরুষ লক্ষিত হইতেছেন, যাঁহার রূপ অতি মনোহর, সেই এই রাজনন্দনকেই আমি পূর্ব্বে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলাম ॥ ১১৬ ॥ আর, এই যিনি জাম্বুনদের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন এবং শ্বেতবর্ণ জটাভারে বিমণ্ডিত, ইঁনিই তপস্বীশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজ। ইহাতে কোন বিচারণাই নাই ॥ ১১৭ ॥

তখন নন্দয়ন্তী হর্ষাবিষ্টা হইয়া, সখীদিগকে কহিল, আর এই অপর ব্যক্তি ঋতধ্বজের পুত্র জাবালি, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১১৮ ॥ এই বলিয়া, বলভী হইতে অবতীর্ণা হইয়া, শম্ভুর সম্মুখে গমন করিয়া, সুস্বরে মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ১১৯ ॥ ওঁ হে শর্ব্ব! শম্ভো! ত্রিনেত্র, চারুগাত্র, ত্রৈলোক্যনাথ ও উমাপতে! তোমাকে নমস্কার। হে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসকারক! হে কামাঙ্গনাশন! হে ঘোরপাপপ্রণাশন! হে মহাপুরুষ! হে মহোগ্রমূর্ত্তে! হে সর্ব্বসত্ত্বক্ষয়কর! হে শুভঙ্কর, মহেশ্বর, ত্রিশূলধর ও স্মরারে! হে গুহ্যধামন্, দিগ্বাসঃ, মহাশঙ্খশেখর,

শরীর বামচক্ষুঃক্ষুভিতদেবপ্রজাধ্যক্ষ ভগাক্ষিক্ষয়ঙ্কর ভীমসেন নাথ পশুপতে কামাঙ্গদাহিন্ চত্বরবাসিন্ শিব মহাদেব ঈশান শঙ্কর ভীম ভব বৃষধ্বজ কটভ প্রৌঢ়মহানাট্যেশ্বর ভূতিরত অবিমুক্তক রুদ্র রুদ্রেশ্বর স্থাণো একলিঙ্গ কালিন্দীপ্রিয় শ্রীকণ্ঠ অপরাজিত রিপুভয়ঙ্কর সন্তোষপতে বামদেব অঘোর তৎপুরুষ মহাঘোর অঘোরমূর্ত্তি শান্ত সরস্বতীকান্ত সহস্রমূর্ত্তে মহোদ্ভব বিভো কালাগ্নে রুদ্র রৌদ্র হর মহীধর প্রিয় সর্ব্বতীর্থাধিবাস হংস কামেশ্বর কেদার অধিপতে পরিপূর্ণ মুচুকুন্দ মধুনিবাস কৃপাণপাণে ভয়ঙ্কর বিদ্যারাজ সোমরাজ কামরাজ মহীধররাজকন্যাহৃদজবসতে সমুদ্রশায়িন্ গয়ামুখ গোকর্ণ ব্রহ্মযোনে সহস্রবক্ত্রাক্ষিচরণ হাটকেশ্বর নমস্তে। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্ব এবার্ষপার্থিবাঃ। দ্রষ্টুং ত্রৈলোক্যকর্ত্তারং ত্র্যম্বকং হাটকেশ্বরং ॥ ১২০ ॥ সমারূঢ়াশ্চ স্নাতা বিধিবদ্বোধিতাঃ শুভাঃ। স্থিতাস্তু পুরতস্তস্য গায়ন্ত্যো গেয়মুত্তমং ॥ ১২১ ॥ ততঃ সুদেবতনয়ো বিশ্বকর্ম্মসুতাং প্রিয়াং। দৃষ্ট্বা হর্ষিতচিত্তস্তু স রোমহর্ষপুলকো বভৌ ॥ ১২২ ॥ ঋতধ্বজোপি তন্বঙ্গীং দৃষ্ট্বা চিত্রাঙ্গদাং স্থিতাং। প্রত্যভিজ্ঞায় যোগাত্মা বালো মুদিতমানসঃ ॥ ১২৩ ॥ ততস্তেপি সমভ্যেত্য দেবেশং হাটকেশ্বরং। সংপূজয়ন্তস্ত্র্যক্ষং তে সংস্তুবন্তঃ ক্রমাগতম্ ॥ ১২৪ ॥ চিত্রাঙ্গদাপি তান্ দৃষ্ট্বা ঋতধ্বজপুরোগমান্। সমেতাভিঃ কৃশাঙ্গীভিরভ্যুত্থাভ্যবাদয়ৎ ॥১২৫॥ স চ তাঃ প্রতিনন্দ্যৈব সমং পুত্রেণ তাপসঃ। সমং নৃপতিভির্ভিদ্দ্বিষ্টঃ সংবিবেশ যথাসুখং। ১২৬ ॥ ততঃ কপিবরঃ প্রাপ্তো ঘৃতাচ্যা সহ সুন্দরি। স্নাত্বা গোদাবরীতীর্থে দিদৃক্ষুর্হাটকেশ্বরং ॥ ১২৭ ॥ ততোঽপশ্যচ্চ তাং তন্বীং ঘৃতাচীং শুভদর্শনাং। সাপি তাং মাতরং দৃষ্ট্বা হৃষ্টাভূদ্বরবর্ণিনী ॥ ১২৮ ॥

জটাধর ও কপালমালাবিভূষিতশরীর! হে বামচক্ষুঃক্ষুভিতদেবপ্রজাধ্যক্ষ, ভগাক্ষিক্ষয়ঙ্কর, ভীমসেন, নাথ, পশুপতে, কামাঙ্গদাহিন্, চত্বরবাসিন্ শিব, মহাদেব, ঈশান, শঙ্কর, ভীম, ভব, বৃষধ্বজ ও কটভ! হে প্রৌঢ়মহানাট্যেশ্বর! হে ভূতিরত, অবিমুক্তক, রুদ্র, রুদ্রেশ্বর, স্থাণো, একলিঙ্গ, কালিন্দীপ্রিয়, শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ, অপরাজিত ও রিপুভয়ঙ্কর! হে সন্তোষপতে, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, মহাঘোর, অঘোরমূর্ত্তি, শান্ত, সরস্বতীকান্ত, সহস্রমূর্ত্তে, মহোদ্ভব, বিভো, কালাগ্নে, রুদ্র, রৌদ্র, হর, মহীধর, প্রিয়, সর্ব্বতীর্থাধিবাস, হংস, কামেশ্বর, কেদার অধিপতে, পরিপূর্ণ, মুচুকুন্দ, মধুনিবাস, কৃপাণপাণে, ভয়ংকর, বিদ্যারাজ, সোমরাজ, কামরাজ, মহীধররাজকন্যাহৃদজবসতে, সমুদ্রশায়িন্ গয়ামুখ, গোকর্ণ, ব্রহ্মযোনে, সহস্রবক্ত্রাক্ষিচরণ হাটকেশ্বর! তোমারে নমস্কার।

এই অবসরে ঋষি ও পার্থিবগণ ত্রৈলোক্যকর্ত্তা ত্রিলোচন হাটকেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ১২০ ॥ তাঁহারা বিহিত বিধানে স্নান করিয়া, অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, সেই সকল চারুসর্ব্বাঙ্গী ললনা হাটকেশ্বরের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া, উৎকৃষ্ট গান করিতেছে ॥ ১২১ ॥ অনন্তর সুদেবতনয় বিশ্বকর্ম্মার তনয়া প্রিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া, হৃষ্ট ও পুলকিত হইলেন ॥ ১২২ ॥ যোগাত্মা ঋতধ্বজও তন্বঙ্গী চিত্রাঙ্গদাকে তথায় অবস্থিতা দেখিয়া, চিনিতে পারিয়া, হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ১২৩ ॥ পরে সকলে অভিমুখীন হইয়া, যথাক্রমে ভগবান্ হাটকেশ্বরের বিহিতবিধানে পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

চিত্রাঙ্গদা ঋতধ্বজপ্রমুখ ঐ সকল ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া, সবিশেষ মাননীয়া দেববতী প্রভৃতি কৃশাঙ্গী রমণীগণের সহিত অভ্যুত্থিত হইয়া, তাঁহাদের অভিবাদন করিলেন ॥ ১১৬ ॥ তাপস ঋতধ্বজ পুত্র ও নৃপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া, হর্ষভরে তাঁহাদের প্রতিনন্দনপুরঃসর যথাসুখে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১২৬ ॥ সুন্দরি! ঐ সময়ে গোদাবরতীর্থে স্নান করিয়া, হাটকেশ্বরকে দর্শন করিবার অভিলাষে ঘৃতাচীর সহিত কপিবর তথায় আগমন করিল ॥ ১২৭ ॥ বরবর্ণিনী চিত্রাঙ্গদা আপনার জননী শুভদর্শনা তন্বী ঘৃতাচীকে দর্শন করিয়া, আহ্লাদিত হইলেন ॥ ১২৮ ॥

ততো ঘৃতাচী স্বাং পুত্রীং পরিষ্বজ্য ব্যপীড়য়ৎ । স্নেহাৎ সবাষ্পনয়না মুহুস্তাং পরিজিঘ্রতী । ১২৯ ॥
ততঃ ঋতধ্বজঃ শ্রীমান্ কপিং বচনমব্রবীৎ । গচ্ছানেতুং গুহ্যকং ত্বমংজনাদ্রৌ মহাজনম্ ॥ ১৩০ ॥
পাতালাদপি দৈত্যেশং বীরং কন্দরমালিনম্ । স্বর্গাদ্গন্ধর্বরাজানং পর্জন্যং শীঘ্রমানয় । ১৩১ ॥
ইত্যেবমুক্তে মুনিনা প্রাহ দেববতী কপিম্ । গালবং বানরশ্রেষ্ঠ ইহানেতুং ত্বমর্হসি ॥ ১৩২ ॥
ইত্যেবমুক্তে বচনে কপীন্দ্রোঽমিতবিক্রমঃ । গত্বাঞ্জনং সমামন্ত্র্য জগামামরপর্ব্বতম্ ॥ ১৩৩ ॥
পর্জ্জন্যং তত্র চামন্ত্র্য প্রেষয়িত্বা মহাশ্রমে । সপ্তগোদাবরীতীর্থে পাতালমগমৎ কপিঃ ॥ ১৩৪ ॥
তত্রামন্ত্র্য মহাবীর্য্যঃ কপিঃ কন্দরমালিনম্ । পাতালাদভিনিক্রম্য মহীং পর্য্যচরজ্জবী ॥ ১৩৫ । গালবং
তপসো ধামানং দৃষ্ট্বা মাহিষ্মতীমনু । সমুৎপত্যানয়চ্ছীঘ্রং সপ্তগোদাবরীজলম্ ॥ ১৩৬ ॥ তত্র
স্নাত্বা বিধানেন সংপ্রাপ্তো হাটকেশ্বরম্ । দদৃশে নন্দয়ন্তীং তাং স্থিতাং দেববতীমপি ॥ ১৩৭ ॥ তং
দৃষ্ট্বা গালবং চৈব সমুত্থায়াভ্যবাদয়ৎ । তে চাপি নৃপতিশ্রেষ্ঠাস্তং সংপূজ্য তপোধনম্ । ১৩৮ ॥
প্রহর্ষমতুলং গত্বা উপবিষ্টা যথাসুখম্ । তেষূপবিষ্টেষু তদা বানরেণ নিমন্ত্রিতাঃ । ১৩৯ ॥
সমায়াতা মহাত্মানো যক্ষগন্ধর্ব্বদানবাঃ । তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব পুত্র্যস্তাঃ পৃথুলোচনাঃ ॥ ১৪০ ।
স্নেহার্দ্রনয়নাস্তা বৈ তদা সস্বজিরে পিতৄন্ । নন্দয়ন্ত্যাদিকা দৃষ্ট্বা সপিতৃকা বরাননা । ১৪১ ॥
সবাষ্পনয়না জাতা বিশ্বকর্ম্মসুতা তদা । অথ তামাহ স মুনিঃ সত্যং সত্যধ্বজো বচঃ । ১৪২ ॥
মা বিষাদং কৃথাঃ পুত্রী পিতাঽয়স্তব বানরঃ । সা তদ্বচনমাকর্ণ্য ব্রীড়োপহতচেতনা । ১৪৩ ॥ কথঞ্চ
বিশ্বকর্ম্মাসৌ বানরত্বং গতোঽধুনা । দুষ্পুত্র্যাং ময়ি জাতায়াং তস্মাত্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ১৪৪ ॥

অনন্তর ঘৃতাচী স্নেহবশতঃ সবাষ্প নয়নে স্বকীয় দুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিপীড়ত ও বারম্বার আঘ্রাণ করিতে লাগিল ॥ ১২৯ ॥ তদ্দর্শনে ঋতধ্বজ কপিকে কহিলেন, তুমি মহাত্মা গুহ্যককে আনিবার জন্য অঞ্জনাদ্রিতে গমন কর ॥ ১৩০ ॥ এবং শীঘ্র পাতাল হইতে বীর কন্দরমালীকে ও স্বর্গ হইতে গন্ধর্ব্বরাজ পর্জ্জন্যকেও এখানে লইয়া আইস ॥ ১৩১ ॥

মুনি এইরূপ বলিলে, দেববতী কপিকে কহিল, হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি গালবকেও এখানে আনয়ন করিও ॥ ১৩২ ॥ দেববতী এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, অমিতবিক্রম কপীন্দ্র গমন করিয়া, অঞ্জনকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক অমরপর্ব্বতে সমাগত হইল ॥ ১৩৩ ॥ তথায় পর্জ্জন্যকে আমন্ত্রণ ও মহাশ্রমে প্রেরণ করিয়া, সপ্তগোদাবরতীর্থে গমন করিল ॥ ১৩৪ ॥ তথায় মহাবীর্য্য কপি কন্দরমালীকে আমন্ত্রণ ও পাতাল হইতে বিনিক্রমণপূর্ব্বক সবেগে পৃথিবীপরিক্রমণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৩৫ ॥ অনন্তর মাহিষ্মতীনগরে তপোনিধি গালবকে দর্শন করিয়া সত্বরে সমুৎপতিত হইয়া, সপ্তগোদাবরজলে তাঁহারে লইয়া আসিল ॥ ১৩৬ ॥ তথায় যথাবিধানে স্নান করিয়া, হাটকেশ্বরে উপনীত হইল। এবং দেখিল, নন্দয়ন্তী ও দেববতী উভয়ে তথায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৩৭ ॥ গালবকে দর্শন করিয়া, সমুত্থানপূর্ব্বক অভিবাদন করিল। সেই নরপতিগণও তপোধন গালবকে বিশিষ্টরূপে পূজা করিয়া ॥ ১৩৮ ॥ অতুলপ্রহর্ষলাভপুরঃসর যথাসুখে আসীন হইলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে, কপি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ॥ ১৩৯ ॥ মহানুভাব যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ তথায় আগমন করিল। তাহাদিগকে সমাগত দর্শন করিয়া তাহাদের সেই পৃথুলোচনা পুত্রীগণ ॥ ১৪০ ॥ স্নেহার্দ্রনয়নে সেই পিতৃদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নন্দয়ন্তী প্রভৃতি বরাননা রমণীদিগকে স্ব স্ব পিতার সহিত সংমিলিত দর্শন করিয়া ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বকর্ম্মার নন্দিনী চিত্রাঙ্গদা বাষ্পসলিলে পূর্ণনয়না হইলেন। তখন ঋতধ্বজ তাঁহাকে সত্যবাক্যে কহিলেন, পুত্রি! তুমি বিষণ্ণ হইও না। এই বানর তোমার পিতা। ঋতধ্বজের কথা শুনিয়া, তাহার চেতনা ব্রীড়াবশে উপহত হইল ॥ ১৪২ ॥ ১৪৩ ॥ তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বিশ্বকর্ম্মা কিরূপে বানর হইলেন। সর্ব্বথা আমি দুষ্পুত্রী জন্মিয়াছি। সেইজন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে।

ইতি সংচিন্ত্য মনসা ঋতধ্বজমুবাচ হ। পরিত্রায়স্ব মাং ব্রহ্মন্ পাপোপহতচেতসং ॥ ১৪৫ ॥
পিতৃঘ্নীমৃত্যুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি। অথোবাচ মুনিস্তন্বীং মা বিষাদকৃথাধুনা ॥ ১৪৬ ॥
সংভাব্যো ন বিনাশোস্তি তস্মা ত্যাক্ষীঃ কলেবরং। ভবিষ্যতি পিতা তুভ্যং ভূয়োপ্যমরবার্দ্ধকি ॥১৪৭॥
জাতেঽপত্যে ঘৃতাচ্যাস্ত নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ইত্যেবমুক্তে বচনে মুনিনা ভাবিতাত্মনা ॥১৪৮॥
ঘৃতাচী তাং সমভ্যেত্য প্রাহ চিত্রাঙ্গদাং বচঃ। পরিত্যজস্ব শোকং ত্বং মাসৈর্দশভিরাত্মজঃ ॥১৪৯॥
ভবিষ্যতি পিতুস্তুল্যো মৎসকাশান্ন সংশয়ঃ। ইত্যেবমুক্তা সংহৃষ্টা বভৌ চিত্রাঙ্গদা তদা ॥ ১৫০ ॥
স্বং প্রতীক্ষন্ত চার্ব্বঙ্গী বিবাহং পিতৃদর্শনং। সর্ব্বাস্তা অপি তাবত্তং কালং সুতনুকন্যকাঃ ॥ ১৫১ ॥
প্রতীক্ষন্ত বিবাহং হি তস্যা এব প্রিয়েপ্সবঃ। ততো দশসু মাসেষু সমতীতেষ্বপ্সরাঃ ॥ ১৫২ ॥
তস্মিন্ গোদাবরীতীরে প্রসূতা তনয়ং নলং। জাতেঽপত্যে কপিত্বাচ্চ বিশ্বকর্ম্মাপ্যমুচ্যত ॥ ১৫৩ ॥
সমভ্যেত্য প্রিয়াং পুত্রীং পর্য্যষ্বজত চাদরাৎ। ততঃ প্রীতেন মনসা সস্মার সুরবার্দ্ধকী ॥ ১৫৪ ॥
সুরাণামধিপং শক্রং সহৈব সুরকিন্নরৈঃ। যত্রাথ সংস্মৃতঃ প্রাপ্তঃ শক্রোঽমরগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৫৫ ॥
সুরৈর্মহেন্দ্রঃ সংপ্রাপ্তস্তত্তীর্থং হাটকাহ্বয়ং। সমযাতেষু দেবেষু গন্ধর্ব্বেষ্বপ্সরেষু চ ॥ ১৫৬ ॥
ইন্দ্রস্ত্বয়ো মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজমুবাচ হ। জাবালেদীয়তাং ব্রহ্মন্ সুতাং কন্দরমালিনঃ ॥ ১৫৭ ॥
গৃহ্লাতু বিধিবৎ পাণিং দৈত্যেয়তনয়া তব। নন্দয়ন্ত্যাশ্চ শকুনিঃ পরিণেতা স্বরূপবান্ ॥ ১৫৮ ॥
ময়েয়ং বেদবত্যাস্তু হুত্বা হব্যং বিধানতঃ। বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সোপি মুনির্মহসুতং নৃপং ॥ ১৫৯ ॥
ততোঽসুকৃত সং হৃষ্টা বিবাহবিধিমুত্তমং। ঋত্বিজোগালবাদ্যাশ্চ হুত্বা হব্যং বিধানতঃ ॥ ১৬০ ॥

অতএব কলেবর পরিত্যাগ করিব। ১৪৪ ॥ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, ঋতধ্বজকে কহিল, ব্রহ্মন্! পাপবশে আমার চেতনা উপগত হইয়াছে, আমাকে পরিত্রাণ করুন। ১৪৫। আমি পিতৃহন্ত্রী। সেইজন্য মরিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। আমাকে অনুজ্ঞা করুন।

মুনি সেই তন্বীকে কহিলেন, অধুনা বিষণ্ণ হইও না ॥ ১৪৬ ॥ তোমার বিনাশ নাই। অতএব কলেবর ত্যাগ করিও না। তোমার পিতা পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৪৭ ॥ ঘৃতাচীর গর্ভে পুত্র জন্মিলেই, ঐরূপ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। ভাবিতাত্মা মহর্ষি এইরূপ কহিলে। ১৪৮ ॥ ঘৃতাচী চিত্রাঙ্গদার সমীপস্থ হইয়া বলিল, তুমি শোক পরিত্যাগ কর। দশমাসমধ্যেই আমার গর্ভে পিতৃতুল্য পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাতে সংশয় নাই। ঘৃতাচী এইরূপ কহিলে, চিত্রাঙ্গদা অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইল। ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥ এবং আপনার বিবাহ ও পিতৃদর্শন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সেই সকল সুতন্বী কন্যাও ॥ ১৫১ ॥ তদীয় প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া, তাবৎকাল তাহার বিবাহ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর দশমাস পর্য্যবসিত হইলে, অপ্সরা ঘৃতাচী ॥১৫২॥ সেই গোদাবরীতীরে পুত্র নলকে প্রসব করিল। অপত্য উৎপন্ন হইলে, বিশ্বকর্ম্মার কপিত্ব-মোচন হইল ॥ ১৫৩। তখন তিনি আদরসহকারে প্রিয়া পুত্রী চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রীতমনে। ১৫৪ ॥ সুরাধিপতি ইন্দ্রকে সুর ও কিন্নরগণের সহিত স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্মরণ করিবামাত্র দেবরাজ দেবগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন ॥ ১৫৫। ইন্দ্র সেই হাটকতীর্থে সমাগত এবং দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ উপনীত হইলে। ১৫৬। ইন্দ্রদ্বয় মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! জাবালিকে কন্দরমালীর পুত্রী প্রদান করুন। ১৫৭ ॥ দৈত্যনন্দিনী আপনার পাণিগ্রহণ করুক। নন্দয়ন্তীর সহিত পরমরূপবান্ শকুনির বিবাহ হউক। ১৫৮। আমি যথাবিধানে হুতাশনে আহুতি দিয়া, এই বেদবতী আমারে স্বামিত্বে বরণ করুক। ঋতধ্বজ মহপুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৫৯।

তখন গালবাদি ঋত্বিগ্‌গণ যথাবিধানে হোম করিয়া, হর্ষভরে বিবাহবিধি বিধান করি-

গায়ন্তি তত্র গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসস্তথা। আদৌ জাবালিনঃ পাণির্গৃহীতো দৈত্যকন্যয়া ॥ ১৬১ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেন তদনু বেদবত্যা বিধানতঃ। ততঃ শকুনিনা পাণির্গৃহীতো যক্ষকন্যয়া ॥ ১৬২ ॥ চিত্রাঙ্গদায়াঃ কল্যাণি সুরথং পাণিমগ্রহীৎ। এবং ক্রমাদ্বিবাহস্তু নির্বৃত্তস্তনুমধ্যমে ॥ ১৬৩ ॥ বৃত্তে মুনির্ব্বিবাহে তু শক্রাদীন্ প্রাহ দানবান্। অস্মিংস্তীর্থে ভবদ্ভিস্তু সপ্তগোদাবরে সদা ॥ ১৬৪ ॥ স্থেয়ং বিশেষতো মাসমিমং মাধবমুত্তমং। বাঢ়মুক্ত্বা সুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্হৃষ্টা দিবং ক্রমাৎ ॥ ১৬৫ ॥ মুনয়ো মুনিমাদায় সপুত্রং জগ্মুরাদরাৎ। ভার্য্যাশ্চাদায় রাজানঃ স্বং স্বং নগরমাগতাঃ ॥ ১৬৬ ॥ সংহৃষ্টাঃ সসুখং তত্র ভুঞ্জানা বিষয়েন্দ্রিয়ান্। চিত্রাঙ্গদায়াঃ কল্যাণি পূর্ব্ববৃত্তং পুরা কিল ॥ ১৬৭ ॥ তস্মাৎ কমলপত্রাক্ষি ভজস্ব ললনোত্তমে। ইত্যেবমুক্ত্বা নরদেবসূনুস্তাং ভূমিদেবস্য সুতাং বরোরুং। স্তবন্ মৃগাক্ষীং মৃদুনা ক্রমেণ সা চাপি বাক্যং নৃপতিম্বভাষে ॥ ১৬৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চিত্রাঙ্গদাবিবাহো নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অরজা উবাচ। নাত্মানং তব দাস্যামি বহুনোক্তেন কিং তব। রক্ষন্তী ভবতঃ শাপাদাত্মানঞ্চ মহীপতে ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। ইত্থং বিবদমানাং তাং ভার্গবেন্দ্রসুতাং বলাৎ। কামোপহতচিত্তাত্মা বিধ্বং-

---

লেন ॥ ১৬০ ॥ গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। দৈত্যকন্যা প্রথমে জাবালির পাণিগ্রহণ করিল ॥ ১৬১ ॥ তৎপশ্চাৎ যথাবিধানে ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত বেদবতীর পরিণয় সমাহিত হইল। পরে শকুনি যক্ষকন্যার পাণিপীড়ন করিলেন ॥ ১৬২ ॥ অনন্তর চিত্রাঙ্গদা সুরথের সহিত পরিণীতা হইলেন। অয়ি তনুমধ্যমে! অয়ি কল্যাণি! এইরূপে যথাক্রমে বিবাহবিধি বিনির্ব্বাহিত হইল ॥ ১৬৩ ॥ পরিণয়ব্যাপার সম্পাদিত হইলে, ঋতধ্বজ ইন্দ্রাদি দানবদিগকে কহিলেন, আপনারা এই সপ্তগোদাবরে সর্ব্বদা ॥ ১৬৪ ॥ বিশেষতঃ এই প্রশস্ত বৈশাখমাসে অবস্থিতি করিবেন। সুরগণ তথাস্তু বলিয়া, হর্ষভরে স্বর্গে যথাক্রমে গমন করিলেন ॥ ১৬৫ ॥ তখন মুনিগণ সপুত্র ঋতধ্বজকে গ্রহণ করিয়া, আদরসহকারে প্রস্থান করিলে, নরপতিগণও স্ব স্ব ভার্য্যাসমভিব্যাহারে স্বকীয় নগরে সমাগত হইলেন ॥ ১৬৬ ॥ এবং সকলেই পরমহর্ষভরে বিষয়সুখসম্ভোগসহকারে সুখিত অন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কল্যাণি! চিত্রাঙ্গদার এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অতএব, হে পদ্মপলাশলোচনে ললনললামভূতে! আমারে ভজনা কর ॥ ১৬৭ ॥ নরদেবনন্দন দণ্ড এবংবিধবচনরচনাপুরঃসর সেই ভূমিদেবনন্দিনী মৃগলোচনা বরোরু অরজাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অরজাও মৃদুক্রমে তাঁহারে কহিলেন ॥ ১৬৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চিত্রাঙ্গদাপরিণয়নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৫ ॥

অরজা কহিলেন, রাজন্! আপনাকে আর অধিক বলিয়া কি হইবে। কোন মতেই আত্মদান করিতে পারিব না। আত্মদান না করিলে, আমাকে ও আপনাকে পিতৃশাপ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, রাজা দণ্ডকের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল। এবং আত্মা ও চিত্ত কামবশে উপহত হইয়াছিল। সেইজন্য ভার্গবেন্দ্রদুহিতা অরজা এইরূপ বিবাদ করিতে আরম্ভ

সমন্ত সমনীঃ ॥ ২ ॥ তাং কৃত্বা চ্যুতচারিত্রাং মদান্ধঃ পৃথিবীপতিঃ । নিষ্ক্রান্তাশ্রমাত্তস্মাদ্গতবান্ নিজকং পুরং ॥ ৩ ॥ সাপি শুক্রপ্লুতা তন্বী অরজা রজসাপ্লুতা । আশ্রমাত্তু বিনির্গত্য বহিস্তস্থাবধোমুখী ॥ ৪ ॥ চিন্তয়ন্তী স্বপিতরং রুদতী চ মুহুর্মুহুঃ । মহাগ্রহোপরক্তেব রোহিণী শশিনঃ প্রিয়া ॥ ৫ ॥ ততো বহুতিথে কালে সমাপ্তে যজ্ঞকর্ম্মণি । পাতালাদাগমচ্ছুক্রঃ স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ ॥ ৬ ॥ আশ্রমান্তে চ দদৃশে সুতামেত্য রজস্বলাং । মেঘলেখামিবাকাশে সন্ধ্যারাগেণ সংযুতাং ॥ ৭ ॥ তাং দৃষ্ট্বা পরিপপ্রচ্ছ পুত্রি কেনাসি ধর্ষিতা । কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ সমমাশীবিষেণ হি ॥ ৮ ॥ কাদ্যৈব যাতি ক গতঃ পাপকৃৎ স সুদুর্মতিঃ । কস্তাং শুদ্ধসমাচারাং বিধ্বংসয়তি পাপকৃৎ ॥ ৯ ॥ ততঃ স্বপিতরং দৃষ্ট্বা কম্পমানা পুনঃ পুনঃ । রুদতী ব্রীড়য়োপেতা মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥ ১০ ॥ তব শিষ্যেণ দণ্ডেন বার্য্যমাণেন চাসকৃৎ । বলাদনাথা রুদতী নীতাহং বচনীয়তাং ॥ ১১ ॥ এতৎপুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ । উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥ যস্মাত্তেনাবিনীতেন মমাজ্ঞাভয়মুত্তমং । গৌরবং চ তিরস্কৃত্য চ্যুতধর্ম্মা সুতা কৃতা ॥ ১৩ ॥ তস্মাৎ সরাষ্ট্রঃ সবলঃ সভৃত্যো বাহনৈঃ সহ । সপ্তরাত্রান্তরাদ্ভস্ম নগ্নাং দৃষ্ট্বা ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা মুনিপুঙ্গবোহসৌ শপ্ত্বা স দণ্ডং স্বসুতামুবাচ । ত্বং পাপমোক্ষার্থমিহৈব পুত্রি তিষ্ঠস্ব কল্যাণি তপশ্চরন্তী ॥ ১৫ ॥ শপ্ত্বৈবং ভগবান্ শুক্রো দণ্ডমিক্ষ্বাকুনন্দনং ।

করিলে, তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহারে বিধ্বংসিত করিলেন ॥ ২ ॥ পৃথিবীপতি দণ্ড মদবশে অন্ধ হইয়াছিলেন। অরজার চরিত্র ভ্রষ্ট করিয়া, আশ্রম হইতে বিনির্গত ও স্বকীয় নগরে সমাগত হইলেন ॥ ৩ ॥ তন্বী অরজা শুক্রপ্লুতা ও রজঃপ্লুতা হইয়া, আশ্রম হইতে বিনিক্রমণ করিয়া, অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ এবং স্বীয় পিতাকে স্মরণ করত, বারংবার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাগ্রহ কর্ত্তৃক উপরক্ত শশিপ্রিয়া রোহিণীর ন্যায়, তাঁহার শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

অনন্তর বহুতিথকালপর্য্যবসানে যজ্ঞকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, শুক্র পাতাল হইতে স্বকীয় আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ৬ ॥ আগমন করিয়া দেখিলেন স্বীয় দুহিতা অরজা রজস্বলা হইয়া, সন্ধ্যারাগসংযুক্ত আকাশবিহারী মেঘলেখার ন্যায়, আশ্রমপ্রান্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৭ ॥ তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্রি! কোন্ ব্যক্তি তোমারে ধর্ষিত করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি সরোষ আশীবিষের সহিত ক্রীড়া করিতে উদ্যত হইয়াছে? ॥ ৮ ॥ সেই পাপকৃৎ ও অতিমাত্র দুর্ম্মতি পুরুষ অদ্য কোথায় গেল? আমিই বা আজি কোথা যাইব? তুমি অতি শুদ্ধচারিণী। কোন্ পাপাত্মা তোমারে বিধ্বংসিত করিল? ॥ ৯ ॥

অরজা স্বকীয় পিতাকে দর্শন করিয়া, বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন। এবং রোদনপরায়ণ হইয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন ॥ ১০ ॥ আমি বারংবার নিবারণ ও রোদন করিতে লাগিলেও, ভবদীয় শিষ্য দণ্ড অনাথা আমারে বচনীয়তায় নিক্ষেপ করিল। ॥ ১১ ॥

পুত্রীর এই কথা শুনিয়া, শুক্রের লোচনযুগল রোষবশে অতিমাত্র কষায়িত হইয়া উঠিল। তিনি শুচি হইয়া, উপস্পর্শনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন ॥ ১২ ॥ যেহেতু, সেই দণ্ড উদ্ধত হইয়া, আমার আজ্ঞা, ভয় ও গৌরব তিরস্কৃত করিয়া, অরজাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ॥ ১৩ ॥ এবং তাঁহারে নগ্ন দর্শন করিয়াছে, সেইহেতু সপ্তরাত্রমধ্যে রাজ্য, সৈন্য, ভৃত্য ও বাহনগণের সহিত ভস্মীভূত হইবে ॥ ১৪ ॥ মুনিপুঙ্গব শুক্র এইরূপ বলিয়া, দণ্ডকে শাপ দিয়া, অরজাকে কহিলেন, পুত্রি! তুমি পাপমোক্ষার্থ তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, এইস্থানে অবস্থিতি কর ॥ ১৫ ॥

ভগবান্ শুক্র এইরূপে ইক্ষ্বাকুনন্দন দণ্ডকে অভিশপ্ত করিয়া, দানবগণের উৎকৃষ্ট আলয়

জগাম স হি পাতালং দানবালয়মুত্তমং ॥ ১৬ ॥ দণ্ডোঽপি ভস্মসাদ্ভূতঃ সরাষ্ট্রবলবাহনঃ । মহতা বলগর্ব্বেণ সপ্তরাত্রান্তরে তদা ॥ ১৭ ॥ এবং তে দণ্ডকারণ্যং পরিত্যক্তমিহ দেবতাঃ । আলয়ঃ রাক্ষসানাং তু কৃতং দেবেন শম্ভুনা ॥ ১৮ ॥ এবং পরকলত্রাণি নয়ন্তি সুকৃতান্যপি । ভস্মভূতান্ প্রাকৃতাংস্তু মহান্তং চ পরাভবং ॥ ১৯ ॥ তস্মাদন্ধক দুর্বুদ্ধির্ন কার্য্যা ভবতা স্থিরং । প্রাকৃতাপি দহেন্নারী কিমুতাহোঽদ্রিনন্দিনী ॥ ২০ ॥ শঙ্করোঽপি ন দৈত্যেশ শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ । ন দ্রষ্টুমপি শক্যোঽসৌ কিমু যোধয়িতুং রণে ॥ ২১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তে বচনে ক্রুদ্ধস্তাম্রেক্ষণঃ শ্বসন্ । বাক্যমাহ মহাতেজাঃ প্রহ্লাদং চান্ধকাসুরঃ ॥ ২২ ॥ কিং মত্যাসৌ রণে যোদ্ধুং শক্তস্ত্রিনয়নোঽসুর । একাকী ধর্ম্মরহিতো ভস্মারুণিতবিগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥ নান্ধকো বিভিয়াদিন্দ্রাদ্বামরেভ্যঃ কথঞ্চন । স কথং বৃষপত্রাখ্যাদ্বিভে-ত্রিপুরবেক্ষণাৎ ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বাস্য বচো ঘোরং প্রহ্লাদঃ প্রাহ নারদ । ন বক্তং গর্হং ভবতা বিরুদ্ধং ধর্ম্মতোঽর্থতঃ ॥ ২৫ ॥ হুতাশনপতঙ্গাভ্যাং সিংহক্রোষ্টুকয়োরিব । গজেন্দ্রমশকাভ্যাং চ রুক্মপাষাণয়োরপি ॥ ২৬ ॥ এতেষামেব গদিতং যাবদন্তরমন্ধক । তাবদেবান্তরং নাস্তি ভবতো হি হরস্য চ ॥ ২৭ ॥ বারিতোঽসি ময়া বীর ভূয়ো ভূয়শ্চ বার্য্যসে । শৃণুষ বাক্যং দেবর্ষেরসিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥ যো ধর্ম্মশীলো জিতমানরোষো বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী স্বদারতুষ্টঃ পরদারবর্জ্জী ন তস্য লোকে ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ যো ধর্ম্মহীনঃ কলহপ্রিয়ঃ সদা পরোপতাপী

পাতালে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর রাজা দণ্ড অতিমাত্র বলগর্ব্ববশতঃ সপ্তরাত্রিমধ্যেই রাষ্ট্র, বল ও বাহন সহিত ভস্মসাৎ হইলেন ॥ ১৭ ॥ এই কারণেই দেবগণ দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবং এই কারণেই ভগবান শম্ভু উহাকে রাক্ষসদিগের নিলয় করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ পরকীয় রমণীরা এইরূপেই প্রাকৃত পুরুষদিগকে সুকৃতভ্রষ্ট করিয়া, ভস্মীভূত ও অতিমাত্র পরাভূত করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ অতএব, অন্ধক! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি করিও না। সামান্য রমণীও যখন দগ্ধ করিয়া থাকে, তখন অদ্রিনন্দিনীর কথা আর কি বলিব? ॥ ২০ ॥ হে দৈত্যেশ! মহাদেবকেও জয় করা সুরাসুরগণের সাধ্য নহে। তাঁহারে যখন দর্শন করিতে পারা যায় না, তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ২১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ এইরূপ বলিলে, অন্ধক রোষাবিষ্ট হইয়া, কষায়িত লোচনে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মহাতেজে প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ হে অসুর! মহাদেবের কোন ধর্ম্মই নাই। তাহার দেহ ভস্মে অরুণিত। সে একাকী আমার সহিত কি যুদ্ধ করিতে পারিবে? ॥ ২৩ ॥ অন্ধক স্বয়ং ইন্দ্রকেও ভয় করে না, মনুষ্যকেও তাহার কোনরূপে ভয় হয় না; সুতরাং বৃষবাহন মহাদেবকে কিরূপে ভয় করিবে? ॥ ২৪ ॥

নারদ! প্রহ্লাদ তাহার এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহা যেমন, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, সেইরূপ, সর্ব্বথা অর্থবহির্ভূত। এই কারণে অতিমাত্র নিন্দনীয় বলিয়া, কোন অংশেই সহ্য করিতে পারা যায় না ॥ ২৫ ॥ অগ্নি ও পতঙ্গ, সিংহ ও শৃগাল, গজেন্দ্র ও মশক, স্বর্ণ ও পাষাণ ॥ ২৬ ॥ এই সকলের যাবৎ প্রভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, হে অন্ধক! মহাদেব ও তোমাতে তাবৎ প্রভেদও লক্ষিত হয় না ॥ ২৭ ॥ এই কারণেই, হে বীর! আমি তোমাকে বারম্বার বারণ করিয়াছি এবং করিতেছি। মহাত্মা দেবর্ষি অসিত যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥ তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মশীল এবং অভিমান ও ক্রোধ জয় করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ও কখন কাহারও সন্তাপ বা ক্লেশ সমুৎপাদন করে না; এবং যে ব্যক্তি স্বদারতুষ্ট ও পরদারপরাঙ্মুখ, সংসারে তাহার কিছুমাত্র ভয় নাই ॥ ২৯ ॥ যে ব্যক্তি ধর্ম্মহীন, কলহপ্রিয়, সর্ব্বদা পরোপতাপী, শ্রুতহীন ও শাস্ত্রবর্জ্জিত এবং

জিতশাস্ত্রবর্জ্জিতঃ। পরার্থদারেপ্সু রবর্ণসংস্কারী সুখং স বিন্দেৎ পরত্র চেহ ॥ ৩০ ॥ ধর্ম্মান্বিতোঽভূদ্ভগবান্ প্রভাকরঃ সংত্যক্তরোষশ্চ মুনিঃ স বারুণিঃ। বিদ্যান্বিতোঽভূন্মনুরর্কপুত্রঃ স্বদারসংতুষ্টমনাস্ত্বগস্ত্যঃ ॥ ৩১ ॥ এতানি পুণ্যানি কৃতাত্মনো ভব শাপবদ্ধা হি কুলক্রমোক্তঃ। তেজোন্বিতাঃ শাপবরক্ষমাশ্চ জাতাস্তু সর্ব্বে সুরসিদ্ধপূজ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ অধর্ম্মযুক্তোঽপাশিতো বভূব বিভুশ্চ নিত্যং কলহপ্রিয়োঽভূৎ। পরোপতাপী নমুচির্দুরাত্মা গর্ব্বাবলেপী নরকো হি রাজা ॥ ৩৩ ॥ পরার্থলিপ্সুর্দিতিজো হিরণ্যাক্ষ সুর্খশ্চ তস্যানুজঃ সুদুর্ম্মতিঃ। সুবর্ণহারী যদুশ্চ মহৌজা এতে বিনেশুর্নয়াৎ পুরা হি ॥ ৩৪ ॥ তস্মাদ্ধর্ম্মো ন সংত্যাজ্যো ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ। ধর্ম্মহীনা নরা যান্তি রৌরবং নরকং মহৎ ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মস্তু গদিতঃ পুংস্তারণং দিবি চেহ চ। পতনায় তথাধর্ম্ম ইহলোকে পরত্র চ ॥ ৩৬ ॥ ত্যাজ্যং ধর্ম্মবিতৈর্নিত্যং পরদারোপসেবনং। নয়ন্তি পরদারাস্তু নরকানেকবিংশতিং। সর্ব্বেষামেব বর্ণানামেষ ধর্ম্ম ইহোচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ পরার্থপরদারেষু যস্তু বাঞ্ছাং করিষ্যতি। স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং বহুলাঃ সমাঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং পুরা সুরপতে দেবর্ষিরসিতোঽব্যয়ঃ। প্রাহ ধর্ম্মব্যবস্থানং খগেন্দ্রায়ারুণায় হি ॥ ৩৯ ॥ তস্মাত্তু দূরতো বর্জ্জেৎ পরদারান্ বিচক্ষণঃ। নয়ন্তি নিকৃতপ্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবং ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে প্রহ্লাদং প্রাহ চান্ধকঃ। ভবান্ ধর্ম্মপরস্ত্বেকো নাহং ধর্ম্মং সমাচরে ॥ ৪১ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা প্রহ্লাদমন্ধকঃ প্রাহ শম্বরং। গচ্ছ শম্বর শৈলেন্দ্রং মন্দরং

যে ব্যক্তি পরদার ও পরধনে লোভপরায়ণ এবং যে ব্যক্তি অবর্ণসঙ্গমী, সে ইহলোক ও পরলোক কুত্রাপি সুখী হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥ এই কারণে ভগবান্ প্রভাকর ধর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। এই কারণে মহর্ষি আরুণি রোষ ত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণে সূর্য্যনন্দন মনু বিদ্যান্বিত হইয়াছেন। এবং এই কারণেই অগস্ত্য স্বদারসন্তোষ অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ এই সকল মাহাত্মা কুলক্রমোক্তি অনুসারে পাপে বদ্ধ নহেন সর্ব্বদাই তত্তৎ, পুণ্যক্রিয়ায় প্রবৃত্ত, সেইজন্যই তেজস্বী হইয়াছেন, সেইজন্যই শাপ ও বরদানে ক্ষমতালাভ করিয়াছেন, এবং সেইজন্যই সকলে সুর ও সিদ্ধগণেরও পূজনীয় হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ উদ্ঘোষিত নিত্য অধর্ম্মযুক্ত হইয়াছিল। বিভুও নিত্য কলহে অতিমাত্র আসক্ত ছিল। দুরাত্মা নমুচিও নিত্য পরের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করিত। রাজা নরকও নিত্য অভিমান গর্ব্বিত ছিল ॥ ৩৩ ॥ হিরণ্যাক্ষও নিত্য পরধনে লোভ করিতেন। তাঁহার অনুজও মূর্খ ও অতিশয় দুর্ম্মতি ছিলেন। এবং মহাতেজা যদুও সর্ব্বদা সুবর্ণহরণ করিতেন। এইরূপ অন্যায়বশতঃ তাঁহাদের সকলেরই বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ অতএব কোন মতেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, ধর্ম্মই পরমগতি। ধর্ম্মবর্জ্জিত হইলে, লোকমাত্রেই মহারৌরবে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মই পুরুষকে স্বর্গে ও মর্ত্তে উদ্ধার করে। এবং অধর্ম্মই তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে পাতিত করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণ নিত্য পরদারসেবা পরিহার করিবেন। কেননা, পরদার একবিংশতি নরকে নিপাতিত করে। সমুদায় বর্ণের ইহাই একমাত্র পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া, উল্লিখিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ যে ব্যক্তি পরার্থে ও পরদারে কামনা করে, তাহাকে বহুবৎসর ভয়ঙ্কর রৌরবনরক ভোগ করিতে হয় ॥ ৩৮ ॥ দেবর্ষি অসিত পূর্ব্বে এইরূপে গরুড় ও অরুণ উভয়কে ধর্ম্মব্যবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ এই কারণে বিচক্ষণ ব্যক্তি দূর হইতেই পরদার বর্জ্জন করিবেন। পরদার নিকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ এইরূপ বলিলে, অন্ধক তাঁহারে কহিল, আপনিই একমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ। অতএব আপনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। আমি করিব না ॥ ৪১ ॥ প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া, সে শম্বরকে কহিতে লাগিল, শম্বর! তুমি শৈলেন্দ্রমন্দরে গমন করিয়া, শঙ্করকে

বদ শঙ্করং ॥ ৪২ ॥ ভিক্ষো কিমর্থং শৈলেন্দ্রং স্বর্গতুল্যং সকন্দরং। পরিরক্ষসি কেনাদ্য তে বরয়ো বদস্ব মাং ॥ ৪৩ ॥ তিষ্ঠন্তি শাসনে মহ্যং দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। তৎ কিমর্থং নিবসসে মামনাদৃত্যমন্দরে ॥ ৪৪ ॥ যদীষ্টস্তব শৈলেন্দ্রঃ ক্রিয়তাং বচনং মম। যেয়ং হি ভবতঃ পত্নী সা মে শীঘ্রং প্রদীয়তাং ॥ ৪৫ ॥ ইত্যুক্তঃ স তদা তেন শম্বরো মন্দরং দ্রুতং। জগাম তত্র রুদ্রোহভূৎ সহ দেব্যা পিনাকধৃক্ ॥ ৪৬ ॥ গত্বোবাচান্ধকবচো যাথাতথ্যং দনোঃ সুতঃ। তমুত্তরং হরঃ প্রাহ শৃণ্বত্যা গিরিকন্যয়া ॥ ৪৭ ॥ মমায়ং মন্দরো দত্তঃ সহস্রাক্ষেণ ধীমতা। তন্ন শক্তোঽস্মি সংত্যক্তুং বিনাজ্ঞাং বৃত্রবৈরিণঃ ॥ ৪৮ ॥ যচ্চ ব্রবীষি দীয়তাং মে গিরিপুত্রীতি দানবঃ। তদেষা যাতু স্বং কামং নাহং ধারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪৯ ॥ ততোঽব্রবীদ্গিরিসুতা শম্বরং মুনিসত্তম। ব্রূহি গত্বান্ধকং বীর মম বাক্যং বিপশ্চিতং ॥ ৫০ ॥ অহং পদাতিঃ সংগ্রামে ভবানীশস্তদা হি নৌ। প্রাণদ্যূতং পরিস্তীর্য্য যো জেষ্যতি স লপ্স্যতে ॥ ৫১ ॥ ইত্যেবমুক্তো মতিমান্ শম্বরোঽন্ধকমাগমৎ। সমাগম্যাব্রবীদ্বাক্যং সর্ব্বং গৌর্য্যা চ ভাষিতং ॥ ৫২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা দানবপতিঃ ক্রোধদীপ্তেক্ষণঃ শ্বসন্। সমাহূয়াব্রবীদ্বাক্যং দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥ ৫৩ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাবাহো ভেরীং সাংগ্রাহিকীং দৃঢ়াং। তাড়য়স্বাদ্য বিস্রব্ধং দুঃশীলামিব যোষিতং ॥ ৫৪ ॥ সমাদিষ্টোঽন্ধকনাথ ভেরীং দুর্য্যোধনো বলাৎ। তাড়য়ামাস বেগেন যথা প্রাণেন ভূয়সা ॥ ৫৫ ॥ সা তাড়িতা বলবতা ভেরী দুর্য্যোধনেন হি। সস্বান ভৈরবাকারং রৌরবং রাসভী যথা ॥ ৫৬ ॥ তথা তং স্বরমাকর্ণ্য সর্ব্ব এব মহাসুরাঃ। সমায়াতাঃ সভাং তূর্ণং কিমেতদিতি বাদিনঃ ॥ ৫৭ ॥ যাথাতথ্যং চ তান্ সর্ব্বানাহ সেনাপতির্বলী ॥

বল ॥ ৪২ ॥ হে ভিক্ষো! তুমি কিজন্য স্বর্গতুল্য, সকন্দর মন্দরের রক্ষা করিতেছ? তোমার অভিপ্রায় কি, নির্দ্দেশ কর ॥ ৪৩ ॥ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ সকলেই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। তবে তুমি কিরূপে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, মন্দরে বাস করিতেছ? ॥ ৪৪ ॥ যদি শৈলেন্দ্র মন্দর তোমার একান্তই মনোমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যাহা বলিতেছি, কর। এই যিনি তোমার পত্নী, শীঘ্র তাহাকে আমায় প্রদান কর ॥ ৪৫ ॥

শম্বর এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, ভগবান্ ভব যেখানে ভবানীর সহিত বিরাজ করিতেছেন, সেই মন্দরে সত্বরে গমন করিল ॥ ৪৬ ॥ গমন করিয়া, অন্ধক যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, যথাযথ-মহাদেবের গোচর করিল ॥ মহাদেব পার্ব্বতীর সমক্ষে উত্তর করিলেন, ধীমান্ ইন্দ্র আমারে এই মন্দর প্রদান করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারি না ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ আর, যে, গিরিপুত্রীকে আমায় দাও, বলিয়াছে, তাহার উত্তর এই, ইনি স্ব ইচ্ছায় গমন করুন। আমি ধরিয়া রাখিতে পারিব না ॥ ৪৯ ॥ হে মুনিসত্তম! তখন গিরিসুতা শম্বরকে কহিলেন, হে বীর! তুমি গমন করিয়া, সেই বিপশ্চিৎ অন্ধককে আমার কথা বল ॥ ৫০ ॥ আমি সংগ্রামে পদাতি। তুমি ও মহাদেব উভয়ে প্রাণরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জয় করিতে পারিবে, সেই আমারে পাইবে ॥ ৫১ ॥

মতিমান্ শম্বর এইরূপ উক্ত হইয়া, অন্ধকের নিকটে আসিয়া, গৌরীর প্রযোজিত বাক্য যথাযথ নির্দ্দেশ করিল ॥ ৫২ ॥ তাহা শুনিয়া, দানবপতি অন্ধক ক্রোধে দীপ্তলোচন হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, দুর্য্যোধনকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল ॥ ৫৩ ॥ মহাবাহো! তুমি গমন করিয়া, এখনই যুদ্ধসজ্জার উপযোগিনী দৃঢ়া দুন্দুভি, দুঃশীলা যোষিতের ন্যায়, নবিস্রব্ধে তাড়না কর ॥ ৫৪ ॥ দুর্য্যোধন অন্ধকের আদেশ পাইয়া, বলপূর্ব্বক সবেগে যথাপ্রাণ দৃঢ়রূপে ভেরী তাড়িত করিল ॥ ৫৫ ॥ বলবান্ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, সেই ভেরী, রাসভীর ন্যায়, ভৈরবাকারে বারম্বার শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ সমুদায় মহাসুর সেই স্বর আকর্ণন করিয়া কিজন্য ভেরী বাদিত হইতেছে, এইরূপ বলিতে বলিতে, সত্বরে সভাস্থলে সমাগত হইল ॥ ৫৭ ॥

কে চাপি বলিনাং শ্রেষ্ঠাঃ সন্নদ্ধা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫৮ ॥ সহান্ধকা নির্যযুস্তে গজৈরশ্বৈরুষ্ট্রৈরথৈঃ। অন্ধকো রথমাস্থায় পঞ্চনল্বপ্রমাণতঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্র্যম্বকস্য পরাজেতুং কৃতবুদ্ধির্বিনির্যযৌ। জম্ভঃ কুজম্ভো হুণ্ডশ্চ তুহুণ্ডঃ শম্বরো বলিঃ ॥ ৬০ ॥ বাণঃ কার্ত্তস্বরো হস্তী সূর্য্যশক্রর্মহোদরঃ। অয়ঃশঙ্কুঃ শিবিঃ শাল্বো বৃষপর্ব্বা বিরোচনঃ ॥ ৬১ ॥ হয়গ্রীবঃ কালনেমিঃ সংহ্লাদঃ কালনাশনঃ। শরভঃ শলভশ্চৈব বলো বৃত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬২ ॥ দুর্য্যোধনশ্চ পাকশ্চ বিপাকঃ কালশম্বরৌ। এতে চান্যে চ বহবো মহাবীর্য্যা মহাবলাঃ। প্রজগ্মুরুৎসুকা যোদ্ধুং নানায়ুধধরা রণে ॥ ৬৩ ॥ ইত্থং দুরাত্মা দনুদৈত্যপালস্তদান্ধকো যোদ্ধুমনা হরেণ। মহাচলং মন্দরমভ্যুপেয়িবান্ স কালপাশাবসিতোঽপি মন্দধীঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে অন্ধকসৈন্যনির্য্যাণং নাম ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। হরোঽপি সমরাসন্নঃ সমাহূয়াথ নন্দিনং। প্রাহ মন্দরশৈলাদে যে স্থিতাস্তব শাসনে ॥ ১ ॥ ততো মহেশবচনান্নন্দী তূর্ণতরং ততঃ। উপস্পৃশ্য জলং শ্রীমান্ সস্মার গণনায়কান্ ॥ ২ ॥ নন্দিনা সংস্মৃতাঃ সর্ব্বে গণনাথাঃ সহস্রশঃ। সমুৎপত্য ত্বরাযুক্তাঃ প্রণতাস্ত্রিদশেশ্বরে ॥ ৩ ॥ আগতাংশ্চ গণান্নন্দী কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্যয়ঃ। সর্ব্বান্নিবেদয়ামাস শঙ্করায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥

নন্দিরুবাচ। যানেতান্ পশ্যসে শম্ভো ত্রিনেত্রান্ জটিলান্ শুচীন্। এতে রুদ্রা ইতি খ্যাতাঃ কোট্যস্ত্বেকাদশৈব তু ॥ ৫ ॥ বানরাস্যান্ পশ্যসে যান্ শার্দ্দূলসমবিক্রমান্। এতেষাং

বলী সেনাপতি দুর্য্যোধন তাহাদিগকে যথাতথ্য বিজ্ঞাপিত করিল। তখন সেই বলিশ্রেষ্ঠ মহাসুরগণ যুদ্ধবাসনাবশংবদ ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া ॥ ৫৮ ॥ অন্ধকের সহিত গজেন্দ্রে, অশ্বে, উষ্ট্রে ও রথে আরোহণ করিয়া, বিনির্গত হইল। অন্ধক স্বয়ং পঞ্চনল্বপ্রমাণ রথে অধিরূঢ় ॥ ৫৯ ॥ ও মহাদেবের পরাজয়ার্থ কৃতবুদ্ধি হইয়া, নির্গমন করিল। তৎকালে জম্ভ, কুজম্ভ, হুণ্ড, তুহুণ্ড, শম্বর, বলি ॥ ৬০ ॥ বাণ, কার্ত্তস্বর, হস্তী, সূর্য্যশক্র, মহোদর, অয়ঃশঙ্কু, শিবি, শাল্ব, বৃষপর্ব্বা, বিরোচন ॥ ৬১ ॥ হয়গ্রীব, কালনেমি, সংহ্লাদ, কালনাশন, শরভ, শলভ, বীর্য্যবান্ বৃত্র ॥ ৬২ ॥ দুর্য্যোধন, পাক, বিপাক, কাল ও শম্বর ইহারা ও অন্যান্য মহাবল মহাবীর্য্য বহুসংখ্য দানব বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া, যুদ্ধকামনায় গমন করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥ দুরাত্মা দনুদৈত্যপতি অন্ধক দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র ও কালপাশে অবস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য এইরূপে মহাদেবের সহিত যোদ্ধুমনা হইয়া, মহাচল মন্দরে অভ্যাগত হইল ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকসৈন্যনির্য্যাণনামক ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাদেবও সমরাসন্ন হইয়া, নন্দীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যাহারা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাহাদের সকলকেই আমন্ত্রিত কর ॥ ১ ॥

মহাদেবের আদেশানুসারে নন্দী অতি সত্বরে গমন ও জল উপস্পর্শন করিয়া, গণনায়কদিগকে স্মরণ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ স্মরণ করিবামাত্র সহস্র সহস্র গণনায়ক সকলেই অতি সত্বরে সমুপস্থিত হইয়া, ত্রিদশেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিল ॥ ৩ ॥ তখন নন্দী কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া মহাত্মা শঙ্করকে তাহাদের আগমবৃত্তান্ত জানাইল ॥ ৪ ॥ এবং বলিতে লাগিল, হে শম্ভো! আপনি এই যে জটাজূটমণ্ডিত, শুচিস্বভাব, ত্রিনেত্র গণসকলকে দেখিতেছেন, ইহারা রুদ্রনামে বিখ্যাত। ইহাদের সংখ্যা একাদশ কোটি ॥ ৫ ॥ এই যে শার্দ্দূলসমবিক্রমসম্পন্ন, বানরমুখ

দ্বারপালাশ্চ সজ্জমানা ধনোধনাঃ ॥ ৬ ॥ ষণ্মুখান্ পশ্যসে যাংশ্চ শক্তিপাণীন্ শিখিধ্বজান্। ষট্‌ চ ষষ্টিস্তথা কোট্যঃ স্কন্দনাম্নঃ কুমারকান্ ॥ ৭ ॥ এতাবত্যস্তথা কোট্যঃ শাখনাম্নঃ ষড়াননাঃ। বিশাখাস্তাবদেবোক্তা নৈগমেয়াশ্চ শঙ্কর ॥ ৮ ॥ সপ্তকোটিশতং শম্ভো অমী বৈ প্রমথোত্তমাঃ। একৈকং প্রতি দেবেশ তাবত্যো হ্যপি মাতরঃ ॥ ৯ ॥ ভস্মারুণিতদেহাশ্চ ত্রিনেত্রাঃ শূলপাণয়ঃ। এতে শৈবা ইতি প্রোক্তাস্তত্র চোক্তা গণেশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥ তথা পাশুপতাশ্চান্যে ভস্মপ্রহরণা বিভো। এতে গণাস্ত্বসংখ্যাতাঃ সাহায্যার্থং সমাগতাঃ ॥ ১১ ॥ পিনাকধারিণো রৌদ্রা গণাঃ কালমুখাঃ পরে। তব ভক্তাঃ সমায়াতা জটামণ্ডলিনোঽধুনা ॥ ১২ ॥ খট্বাঙ্গযোধিনো বীরা রক্তচন্দনভূষিতাঃ। ইমে প্রাপ্তা গণা যোদ্ধুং মহাব্রতিন উত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥ দিগ্বাসসো মৌনিনশ্চ ঘণ্টাপ্রহরণাঃ পরে। নিরাশ্রয়া নাম গণাঃ সমায়াতাশ্চ হে বিভো ॥ ১৪ ॥ সার্দ্ধদ্বিনেত্রাঃ পদ্মাক্ষাঃ শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসঃ। সমায়াতাঃ খগারূঢ়া বৃষভধ্বজিনোঽব্যয়াঃ ॥ ১৫ ॥ মহাপাশুপতা নাম চক্রশূলধরাস্তথা। ভৈরবো বিষ্ণুনা সার্দ্ধমভেদেনার্চ্চিতো হি যৈঃ ॥ ১৬ ॥ ইমে মৃগেন্দ্রবদনাঃ শূলবাণধনুর্দ্ধরাঃ। গণাস্ত্বদ্রোমসংভূতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। সাহায্যার্থন্তবায়াতা যথাপ্রীত্যাদিশস্ব তান্ ॥ ১৮ ॥ ততোঽভ্যেত্য গণাঃ সর্ব্বে প্রণেমুর্বৃষকেতনং। সৎকারেণৈব চ গণান্ সমাশ্বাস্যোপবেশয়ৎ ॥ ১৯ ॥ মহাপাশুপতান্ দৃষ্ট্বা সমুত্থায় মহেশ্বরঃ। সংপরিষ্বজতাধ্যক্ষাংস্তে প্রণেমুর্ম্মহেশ্বরং ॥ ২০ ॥ ততস্ত-

---

গণসকলকে অবলোকন করিতেছেন, ইহারা উহাদের দ্বারপাল। ইহারা সকলেই ধনোধন এবং সকলেই সজ্জমান হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৬ ॥ এই যে ষণ্মুখ, শিখিধ্বজ, শক্তিহস্ত কুমারকদিগকে দেখিতেছেন, ইহাঁরা স্কন্দনামে বিখ্যাত। ইহাঁদের সংখ্যা ষট্‌ষষ্টি কোটি ॥ ৭ ॥ শাখনামে বিখ্যাত ষড়ানন গণসকলও সংখ্যায় ষট্‌ষষ্টি কোটি। হে শঙ্কর! বিশাখ ও নৈগমেয় নামক গণসকলও ষট্‌ষষ্টি কোটি বলিয়া বিখ্যাত আছে ॥ ৮ ॥ হে শম্ভো! এই প্রমথশ্রেষ্ঠ গণের সংখ্যা সপ্তকোটিশত। হে দেবেশ! ইহাদের একৈকের প্রতি তাবৎসংখ্যক মাতৃকা আছেন ॥ ৯ ॥ এই শূলপাণি, ত্রিনেত্র, ভস্ম রুণিতদেহ গণেশ্বর সকল শৈবনামে বিখ্যাত ॥ ১০ ॥ হে বিভো! ইহাঁদের নাম পাশুপত গণ। ইহাদের ভস্মই প্রহরণ এবং ইহাদের সংখ্যা নাই। ইহারা সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছে ॥ ১১ ॥ এই কালবদন, পিনাকধারী অপর রৌদ্রগণ আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন; ইহারাও আসিয়াছে ॥ ১২ ॥ এই মহাব্রতীনামক গণসকল যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা খট্বাঙ্গযোধী, বীর ও রক্তচন্দনে ভূষিত ॥ ১৩ ॥ হে বিভো! এই নিরাশ্রয়-নামক গণসকলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা দিগ্‌বস্ত্র, মৌনীধারী এবং ঘণ্টাই ইহাদের প্রহরণ ॥ ১৪ ॥ বৃষভধ্বজী গণসকলও আসিয়াছে। ইহারা সকলেই সার্দ্ধদ্বিনেত্র ও পদ্মাক্ষ, সকলেই শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষোবিশিষ্ট এবং সকলেই খগারূঢ়; ইহাদের বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই ॥ ১৫ ॥ এই মহাপাশুপতনামক গণসকলও উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা বিষ্ণুর সহিত অভেদে মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ আপনার রোম হইতে সম্ভূত বীরভদ্রপ্রমুখ এই গণসকলও আগমন করিয়াছে। ইহারা সকলেই সিংহের ন্যায় বদনবিশিষ্ট ও সকলেই শূলবাণধনুর্দ্ধর ॥ ১৭ ॥ এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য শত শত ও সহস্র সহস্র গণও আপনার সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছে। আপনি যথাপ্রীত ইহাদিগকে আদেশ করুন ॥ ১৮ ॥

নন্দী এইরূপ পরিচয় দিলে, গণসমূহ সকলেই সম্মুখীন হইয়া, বৃষকেতনকে প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি সৎকারপ্রদর্শনপুরঃসর তাহাদের সকলকেই সবিশেষ আশ্বস্ত করিয়া, উপবেশন করাইলেন ॥ ১৯ ॥ তন্মধ্যে তিনি মহাপাশুপতনামক গণদিগকে দর্শন ও সমুত্থিত করিয়া, তাহাদের অধ্যক্ষদিগকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহারে প্রণাম

তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে গণেশ্বরাঃ। সুবিস্মিতাস্তদা হ্যাসন্ কিমিদং চিন্তয়ংস্থিতি ॥ ২১ ॥ বিস্মিতাকান্ গণান্ দৃষ্ট্বা শৈলাদির্যোগিনাং বরঃ। প্রাহ প্রহস্য দেবেশং শূলপাণিং গণাধিপঃ ॥ ২২ ॥ বিস্মিতা হি গণা দেব সর্ব্ব এব মহেশ্বর। মহাপাশুপতানাং হি যত্ত্বয়ালিঙ্গনং কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ তেষাং মহাদেব স্ফুটং ত্রৈলোক্যবৃংহকবিকং। রূপং জ্ঞানং বিবেকঞ্চ ভবদস্বেচ্ছয়া বিভো ॥২৪॥ প্রমথাধিপতের্ব্বাক্যং বিদিত্বা ভূতভাবনঃ। বভাষে তান্ গণান্ সর্ব্বান্ ভাবাভাববিচারিণঃ ॥ ২৫ ॥

রুদ্র উবাচ। ভবদ্ভির্ভক্তিসংযুক্তৈর্হরো ভাবেন পূজিতঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়ৈশ্চ নিন্দদ্ভির্বৈষ্ণবং পদং ॥ ২৬ ॥ তেনাজ্ঞানেন ভবতাং সাদৃশ্যং হি নিবারিতং। যোহং স ভগবান্ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্যঃ সোহমব্যয়ঃ ॥ ২৭ ॥ নাবাভ্যাং বৈ বিশেষোস্তি একা মূর্ত্তির্দ্বিধা স্থিতা। তদমীভির্নরব্যাঘ্রৈর্ভক্তিভাবযুতৈর্গণাঃ ॥ ২৮ ॥ যথাহং বৈ পরিজ্ঞাতো ন ভবদ্ভিস্তথা হরিঃ। যথা বিনিন্দিতো হ্যস্মাস্তবত্তমূঢ়বুদ্ধিভিঃ ॥ ২৯ ॥ তেন জ্ঞানং হি বো নষ্টং নাতস্ত্বালিঙ্গিতো ময়া। ইত্যেবমুক্তে বচনে গণাঃ প্রোচুর্ম্মহেশ্বরং ॥ ৩০ ॥ কথং ভবান্ সহৈক্যং হি সংস্থিতো জ্ঞাননির্ম্মলঃ। শুদ্ধস্ফটিকসংকাশঃ শান্তঃ শুক্লো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩১ ॥ স চাপ্যঞ্জনসঙ্কাশঃ কথন্তেনেহ যুজ্যতে। তেষাং বচনমর্থাঢ্যং শ্রুত্বা জীমূতকেতনঃ ॥ ৩২ ॥ বিহস্য মেঘগম্ভীরং গণানেবমুবাচ হ। শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে স্বযশোবর্দ্ধনং বচঃ ॥ ৩৩ ॥ ন স্বযোগ্যাশ্চ যূয়ং হি মহাজ্ঞানস্য

করিল ॥২০॥ এই অদ্ভুততম ব্যাপার দর্শনে সমুদায় গণেশ্বরবর্গ নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল, এরূপে আলিঙ্গন করিয়া, আদরাতিশয় প্রদর্শন করিবার কারণ কি ? ॥ ২১ ॥

যোগিবর নন্দী তাহাদিগকে বিস্মিত দেখিয়া, হাস্য করিয়া, দেবদেব শূলপাণিকে নিবেদন করিল। ২২ ॥ হে দেব মহেশ্বর ! আপনি মহাপাশুপতদিগকে আলিঙ্গন করাতে, অন্যান্য গণ সকল বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২৩ ॥ অতএব, হে মহাদেব ! মহাপাশুপতদিগের ত্রৈলোক্যের সমৃদ্ধিসাধক জ্ঞান, রূপ ও বিবেক স্বেচ্ছানুসারে বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ২৪ ॥

প্রমথাধিপতি নন্দীর বাক্য বিদিত হইয়া, ভূতভাবন ভব ভাবাভাববিচারসমর্থ সমবেত গণসকলকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তোমরা অহঙ্কারে হতজ্ঞান, সেইজন্য বৈষ্ণবপদের নিন্দায় প্রবৃত্ত ও ভক্তিসংযুক্ত হইয়া, ভাবভরে হরের পূজা করিয়া থাক ॥ ২৬ ॥ আমিই সেই ভগবান্ বিষ্ণু এবং সেই ভগবান্ বিষ্ণুই আমি। এইরূপে আমাদের পরস্পরের যে সাদৃশ্য আছে, ঐরূপ অজ্ঞানপ্রযুক্তই তোমরা তাহা নিরূপণ করিতে পার না ॥ ২৭ ॥ আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এক মূর্ত্তিই দুই হইয়া আছি। এই পাশুপতনামক গণ স্বভাবতই ভক্তিভাবসমন্বিত। ইহারা ঐরূপ সাদৃশ্য অনুসারে ॥ ২৮ ॥ আমাকে ও ভগবান্ বিষ্ণুকে যেরূপ অভেদাবচ্ছেদে অবগত আছে, তোমরা সেরূপ নহ। তোমরা মূঢ়বুদ্ধি; এই কারণেই বিষ্ণুনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়া থাক ॥ ২৯ ॥ এবং এই কারণেই তোমাদের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে। বলিতে কি, এই কারণেই আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি নাই।

এইপ্রকার বাক্য উদীরিত হইলে, গণসকল মহেশ্বরকে নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ আপনি কিরূপে হরির সহিত এক হইয়া আছেন ? দেখুন, আপনি জ্ঞানবলে পরমবিশুদ্ধস্বভাব, সুনির্ম্মলস্ফটিক সদৃশ, শান্ত, শুক্ল ও নিরঞ্জনপ্রকৃতি ॥ ৩১ ॥ কিন্তু বিষ্ণু অঞ্জনসদৃশ। সুতরাং উভয়ের যোগ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

জীমূতবাহন মহাদেব তাহাদের অর্থাঢ্য বচন আকর্ণন করিয়া ॥ ৩২ ॥ সহাস্য আস্যে মেঘগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর, সমুদায় বলিতেছি। ইহাতে নিজের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকুক ॥ ৩৩ ॥ তোমরাও কখন মহাজ্ঞানের অযোগ্য পাত্র নও। অপবাদভয়েই

কর্হিচিৎ। অপবাদভয়াদ্গুহ্যং ভবতাং হি প্রকাশ্যতে ॥ ৩৪ ॥ প্রীত্যৈবমপি বৈ তেন বর্ত্মে চেতসি নিত্যশঃ। একরূপমেকদেহং কুরুধ্বং যত্নমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ পয়সা হবির্বাদ্যৈশ্চ স্নাপয়েত্তু প্রযত্নতঃ। চন্দনাদিভিরেবাগ্র্যৈর্ন মে প্রীতিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৬ ॥ যত্নাৎ ক্রকচমাদায় ছিন্দধ্বং মম বিগ্রহং। তথাপি দৃশ্যতে বিষ্ণুর্মম দেহে সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥ একাহারো ভবেদ্যস্তু বিষ্ণুভক্তশ্চ যো ভবেৎ। উভৌ তৌ সদৃশৌ লোকে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৮ ॥ নাস্যং বদিষ্যন্তে লোকো ভেদঞ্চৈব কদাচন। অতোর্থং ন ক্ষিপাম্যদ্য ভবতো নরকেষ্বিহ ॥ ৩৯ ॥ যন্নিন্দধ্বং জগন্নাথং পুষ্করাক্ষঞ্চ সন্মুখং। স দেব ভগবান্ সর্ব্বঃ সর্ব্বব্যাপী গণেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥ ন তস্য সদৃশো লোকে বিদ্যতে সচরাচরে। শ্বেতমূর্ত্তিঃ স ভগবান্ পীতো রক্তো জগৎপতিঃ ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ পরতরং লোকে নান্যৎ সত্যং হি বিদ্যতে। সাত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসং মিশ্রকং তথা ॥ ৪২ ॥ স এব ধত্তে ভগবান্ সর্ব্বপূজ্যঃ সদাশিবঃ। শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা শৈলাদ্যাঃ প্রমথোত্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রত্যূচুর্ভগবন্ ব্রূহি সদাশিববিশেষণং। তেষাং তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা প্রমথানাং সুরেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ দর্শয়ামাস তদ্রূপং স চ শৈবং নিরঞ্জনং। সহস্রচক্রচরণং সহস্রভুজমীশ্বরং ॥ ৪৫ ॥ দণ্ডপাণিং সুদুর্দৃশ্যং লোকৈর্ব্যাপ্তং সমংততঃ। দণ্ডসংস্থানি দৃশ্যন্তে দেবপ্রহরণানি চ ॥ ৪৬ ॥ ততস্ত্বেকমুখং ভূয়ো দদৃশুঃ শঙ্করং গণাঃ। রৌদ্রৈশ্চ বৈষ্ণবৈশ্চৈব ধৃতং চিহ্নৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৭ ॥ অর্দ্ধেন বৈষ্ণববপুরর্দ্ধেন হরবিগ্রহঃ। খগধ্বজং বৃষারূঢ়ং খগারূঢ়ং বৃষধ্বজং ॥ ৪৮ ॥ যথা যথা ত্রিনয়নো

তোমাদের নিকট এই গুহ্যবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আমার মনে চিরকালই ইহা জাগরূক হইয়া আছে। প্রীতিবশতই বলিতেছি। তোমরা যত্নপূর্ব্বক একরূপ ও একদেহ হইয়া, শ্রবণ কর ॥ ৩৫ ॥ দুগ্ধ বা ঘৃতাদি দ্বারা, অথবা উৎকৃষ্ট চন্দনাদি দ্বারা যত্নাতিশয়সহকারে স্নান করাইলেও আমার সেরূপ প্রীতি জন্মে না ॥ ৩৬ ॥ যত্নসহকারে ক্রকচ গ্রহণ করিয়া, আমার দেহ ছেদন কর, সেই সনাতন বিষ্ণুকে তাহার মধ্যে দেখিতে পাইবে ॥ ৩৭ ॥ যে ব্যক্তি একাহারী এবং যে ব্যক্তি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্, তাহারা উভয়েই সমান, সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ লোকে কখন তাহাদের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এই কারণে অদ্য তোমাদিগকে মহানরকে নিক্ষিপ্ত করিলাম না ॥ ৩৯ ॥ যেহেতু তোমরা জগন্নাথ পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুর নিন্দা করিয়া থাক। সেই ভগবান্ সর্ব্বদাই সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী ও গণসকলের ঈশ্বর ॥ ৪০ ॥ এই সচরাচর লোকে কেহই তাঁহার সদৃশ নহে। সেই ভগবান্ যেমন শ্বেতমূর্ত্তি, সেইরূপ পীত ও রক্তবর্ণ। এবং তিনিই জগতের পতি ॥ ৪১ ॥ তাঁহা অপেক্ষা সংসারে কেহই শ্রেষ্ঠ বা সত্য নাই। সাত্বিক, রাজস, তামস এবং মিশ্রক ॥ ৪২ ॥ এই সমুদায়ই সেই ভগবান্ ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই সর্ব্বপূজ্য সদাশিব।

নন্দীপ্রমুখ প্রমথশ্রেষ্ঠগণ মহাদেবের কথা শুনিয়া ॥ ৪৩ ॥ প্রতিবচন প্রদান করিয়া কহিতে লাগিল, ভগবন্! সদাশিবের বিশেষণ নির্দ্দেশ করুন।

প্রমথগণের এই বাক্য আকর্ণন করিয়া, সুরেশ্বর ॥ ৪৪ ॥ পশুপতি, সেই নিরঞ্জন শৈবমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। ঐ ঈশ্বর স্বরূপের সহস্র সহস্র বদন, সহস্র সহস্র চরণ ও সহস্র সহস্র বাহু। উঁহার হস্তে দণ্ড। উহা সমুদায় লোক সমন্তাৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। উহা অতীব দুষ্প্রেক্ষণীয়। সেই দণ্ডমধ্যে দেবগণের প্রহরণ সমস্ত লক্ষিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর শঙ্করের উল্লিখিত গণসমস্ত পুনরায় একমুখমূর্ত্তি দর্শন করিল। সহস্র সহস্র রৌদ্র ও বৈষ্ণবচিহ্নে উহা বিভূষিত ॥ ৪৭ ॥ উহার অর্দ্ধক বৈষ্ণবদেহ ও অর্দ্ধক হরবিগ্রহ। তন্নিবন্ধন, উহা খগধ্বজ ও বৃষারূঢ়, আবার বৃষধ্বজ ও খগারূঢ় ॥ ৪৮ ॥ সেই পুণ্যাগ্রণী ত্রিনয়ন তৎকালে যে যে মূর্ত্তি

রূপকৃত্তে গুণাগ্রণীঃ। তথা তথাচ জায়ন্তে মহাপাশুপতা গণাঃ ॥ ৪৯ ॥ ততোহভবচ্চৈকরূপী শঙ্করো বহুরূপবান্। ক্ষণাচ্ছ্বেতঃ ক্ষণাদ্রক্তঃ পীতো নীলঃ ক্ষণাদপি ॥ ৫০ ॥ মিশ্রকো বর্ণহীনশ্চ মহাপাশুপতস্তথা। ক্ষণাদ্ভবতি রুদ্রেন্দ্রঃ ক্ষণাচ্ছম্ভুঃ প্রভাকরঃ ॥ ৫১ ॥ ক্ষণার্দ্ধাচ্ছঙ্করো বিষ্ণুঃ ক্ষণাচ্চুর্ব্বঃ পিতামহঃ। ততস্তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা শৈবাদয়ো গণাঃ ॥ ৫২ ॥ অথাজানন্ত চৈক্যেন ব্রহ্মবিষ্ণ্বপ্রভাকরং। যদা হ্যভেদেনাজানন্ দেবদেবং সনাতনং ॥ ৫৩ ॥ তদা নির্দ্ধূতপাপাস্তে সমজায়ন্ত পার্ষদাঃ। তেষেবন্ধূতপাপেষু অভিন্নেষু হরীশ্বরঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রীতাত্মা বিবভৌ শম্ভুঃ প্রীত্যা যুক্তোহব্রবীদ্বচঃ। পরিতুষ্টোহস্মি সর্ব্বেষাং জ্ঞানেনানেন সুব্রতাঃ ॥ ৫৫ ॥ বৃণুধ্বং বরমানন্ত্যং দাস্যে বো মনসেপ্সিতং। ঊচুস্তে দেহি ভগবন্ বরমস্মাকমীশ্বর। ভিন্নদৃষ্ট্যা মহৎ পাপং যদাত্তং তৎ প্রয়াতু নঃ ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। বাঢ়মিত্যব্রবীচ্ছর্ব্বশ্চক্রে নির্দ্ধূতকল্মষান্। সংপর্য্যষ্বজতাব্যক্তস্তান্ সর্ব্বান্ গণপ গণান্ ॥ ৫৭ ॥ ইতি বিভুনা প্রণতার্ত্তিহরেণ গণপতয়ঃ সহযোপির মেঘরথেন। শ্রুতিগদিতা মৃগযেন বিবুধাবতেন গিরিমবত্য ॥ ৫৮ ॥ আচ্ছাদিতো গিরিবরঃ প্রমথৈর্ঘনাভৈরাভাতি শুক্লতনুরীশ্বরপাদজুষ্টঃ। নীলাজিনাবৃততনুঃ শরদভ্রবর্ণো যদ্বদ্বিভাতি বলবান্ বৃষভো হরস্য ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে সদাশিবদর্শনং নাম সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

ধারণ করিতে লাগিলেন, সেই সেই মূর্ত্তিতেই মহাপাশুপতগণ অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর পশুপতি পুনরায় একরূপ ও আবার বহুরূপ হইলেন। এবং ক্ষণে শ্বেত, ক্ষণে রক্ত, ক্ষণে পীত, ক্ষণে নীল ॥ ৫০ ॥ ক্ষণে মিশ্রক, ক্ষণে বর্ণহীন ও ক্ষণে মহাপাশুপতরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। আবার, ক্ষণে রুদ্রেন্দ্র, ক্ষণে শম্ভু ও ক্ষণে প্রভাকর ॥ ৫১ ॥ এবং ক্ষণার্দ্ধে শঙ্কর, ক্ষণার্দ্ধে বিষ্ণু ও ক্ষণার্দ্ধে পিতামহ ব্রহ্মার রূপ পরিগ্রহ করিলেন। শৈবাদি গণসমূহ এই অতীববিস্ময়াবহ ব্যাপার বিলোকনপূর্ব্বক ॥ ৫২ ॥ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও প্রভাকর, ইঁহারা একই। এইরূপে যখন দেবদেব সনাতন বিষ্ণুকে অভেদাবচ্ছেদে জানিতে পারিল ॥ ৫৩ ॥ তখন সেই পার্ষদগণ সকলেই পাপবিনির্ম্মুক্ত হইল।

তাহারা এইরূপে অভেদবুদ্ধির উদয়ে পাপবিমুক্ত হইলে, হরীশ্বর ॥ ৫৪ ॥ শম্ভু প্রীতচিত্ত হইলেন এবং হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা সকলেই সুব্রত। তোমাদের যে এরূপ অভেদজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিমাত্র সন্তোষ লাভ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥ এক্ষণে আনন্ত্য বর গ্রহণ কর। তোমাদের মনোভিলষিত প্রদান করিব। তাহারা কহিল, হে ভগবান্ মহেশ্বর! আমাদিগকে এই বর দিন, ভিন্নদৃষ্টির বশবর্ত্তী হওয়াতে, আমাদের যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা যেন বিনষ্ট হয় ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অব্যক্তস্বরূপ মহাদেব তাহাই হইবে বলিয়া, সেই গণেশ্বরদিগের সকলকেই নিষ্পাতক করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন গণপতি সকল প্রণতার্ত্তিবিনাশন মহাদেবের সহিত মেঘগভীরনিস্বন অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, মন্দরাচলে গমন করিল ॥ ৫৮ ॥ সেই ঘনসন্নিভ প্রমথগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলে, মহেশ্বরের পাদজুষ্ট শুক্লদেহ ঐ ভূধর, নীলাজিনে আবৃতদেহ, শরদভ্রবর্ণ, বলবান্ হরবৃষভের ন্যায়, অতিমাত্র শোভমান হইল ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সদাশিবদর্শননামক সপ্তষষ্টি অধ্যায় ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ সমং দৈত্যৈস্তথান্ধকঃ। মন্দরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং প্রমথাশ্রিতকন্দরং ॥ ১ ॥ প্রমথান্ দানবা দৃষ্ট্বা চক্রুঃ কিলিকিলাধ্বনিং। প্রমথাশ্চাপি সংরব্ধা জঘ্নুস্তু র্য্যাণ্যনেকশঃ ॥ ২ ॥ স চাবুণোন্মহানাদো রোদসীং প্রলয়োপমঃ। শুশ্রাব বায়ুমার্গস্থো বিঘ্ননাথো বিনায়কঃ ॥ ৩ ॥ সমভ্যয়াৎ সমং ক্রুদ্ধঃ প্রমথৈরভিসংবৃতঃ। মন্দরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং দদৃশে পিতরং তথা ॥ ৪ ॥ প্রণিপত্য তথা ভক্ত্যা বাক্যমাহ মহেশ্বরং। কিং তিষ্ঠসি জগন্নাথ সমুত্তিষ্ঠ রণোৎসুক ॥ ৫ ॥ শ্রুত্বা বিঘ্নেশ্বরবচো জগন্নাথোম্বিকাং বচঃ। প্রাহ যাম্যেহন্ধকং হন্তুং স্বয়মেবাপ্রমত্তয়া ॥ ৬ ॥ ততো গিরিসুতা দেবং সমালিঙ্গ্য পুনঃ পুনঃ। হরং নিরীক্ষ্য সস্নেহং প্রাহ গচ্ছ তথান্ধকং ॥ ৭ ॥ ততোমরগুরোর্গৌরী চন্দনং রোচনোজ্জ্বলং। প্রতিবন্দ্য সুসংপ্রীতা পাদাবেব ববন্দত ॥ ৮ ॥ ততো হরঃ প্রাহ বচো বয়স্যাং মালিনীমিতি। জয়াঞ্চ বিজয়াং চৈব জয়ন্তীং চাপরাজিতাং ॥ ৯ ॥ যুষ্মাভিরপ্রমত্তাভিঃ স্থেয়ং গেহে সুরক্ষিতে। রক্ষণীয়া প্রযত্নেন গিরিপুত্রী প্রমাদতঃ ॥ ১০ ॥ ইতি সন্দিশ্য তাঃ সর্ব্বাঃ সমারুহ্য বৃষং প্রভুঃ। নির্জ্জগাম গৃহাদ্‌হৃষ্টো জগ্মুস্তে পৃষ্ঠতো গণাঃ ॥ ১১ ॥ নির্গচ্ছংস্তস্য ভবনাদীশ্বরস্য গণাধিপাঃ। সমায়াতাঃ পরীবার্য্য জয়শব্দাংশ্চ চক্রিরে ॥ ১২ ॥ রণায় নির্গচ্ছতি লোকপালে মহেশ্বরে শূলধরে মহর্ষে। শুভানি সৌম্যানি সুমঙ্গলানি চিহ্নানি শংসন্তি জয়ং হি তস্য ॥ ১৩ ॥ শিবা স্থিতা বামতরে চ ভাগে প্রায়াস্তথাগ্রে সুস্বরং নদন্তী। ক্রব্যাদসঙ্ঘাশ্চ তথামিষৈষিণঃ প্রযান্তি হৃষ্টাস্তু বিতা-

---

পুলস্ত্য কহিলেন, এই অবসরে অন্ধক দৈত্যগণের সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরে আগমন করিল। প্রমথগণ উহার কন্দর আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ১ ॥ দানবদল প্রমথদিগকে দেখিয়া কিলকিলা-ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সেই প্রমথগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দানবদিগের অনেককেই সত্বরে সংহার করিয়া ফেলিল ॥ ২ ॥ দানবগণের সেই প্রলয়সদৃশ তুমুল কিলকিলাধ্বনি স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত করিল। বিঘ্ননাথ বিনায়ক বায়ুমার্গে থাকিয়া, তাহা শুনিতে পাইলেন ॥ ৩ ॥ তখন তিনি ক্রুদ্ধ ও প্রমথগণে পতিত হইয়া, সবেগে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরে অভ্যাগমন ও পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৪ ॥ এবং ভক্তিভরে মহেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া, কহিতে লাগি-লেন, আপনি জগন্নাথ ও রণোৎসুক। কিজন্য বসিয়া আছেন? উত্থান করুন ॥ ৫ ॥

বিঘ্নেশ্বরের বচনাবসানে মহেশ্বর অম্বিকাকে কহিলেন, আমি স্বয়ং অন্ধককে বধ করিবার জন্য গমন করিব ॥ ৬ ॥ তুমি অপ্রমত্তা হইয়া, অবস্থিতি কর। গিরিনন্দিনী তাঁহারে বারম্বার আলিঙ্গন করিয়া, সস্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপসহকারে কহিতে লাগিলেন, অন্ধকের সংহারার্থ গমন করুন ॥ ৭ ॥ এই বলিয়া, গৌরী অমরগুরু মহাদেবের পাদযুগল পরমপ্রীতিভরে বন্দনা করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন মহাদেব বয়স্যা মালিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা, ইহাদিগকে কহিলেন ॥ ৯ ॥ তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া, সুরক্ষিত গেহে অবস্থিতি এবং গিরিপুত্রীকে প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবে ॥ ১০ ॥ সকলকে এইরূপ সন্দিষ্ট করিয়া, বৃষভে সমারূঢ় হইয়া, হর্ষভরে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। গণ সকল তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ১১ ॥ তদ্দর্শনে গণপতি সকলও মহেশ্বরের গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইল। এবং জয়শব্দসমুচ্চারণসহকারে মহাদেবকে পরিবেষ্টিত করিয়া, মন্দরপর্ব্বতে সমাগত হইল ॥ ১২ ॥

হে মহর্ষে! লোকপাল মহেশ্বর শূল ধারণ করিয়া, যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, শুভ, সৌম্য ও সুমঙ্গল চিহ্ন সকল তাঁহার জয় সূচনা করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ শিবা সকল বামভাগ আশ্রয় করিয়া, সুস্বরে শব্দ করত, গমন করিতে আরম্ভ করিল। আমিষলোভী ক্রব্যাদগণ তৃষিত

হৃদ্গর্ভে ॥ ১৪ ॥ দক্ষিণাঙ্গং নখান্তং বৈ সমকম্পত শূলিনঃ। শকুনিশ্চাপি হারীতো মৌনী যাতি পরাঙ্মুখঃ ॥ ১৫ ॥ নিমিত্তানীদৃশং দৃষ্ট্বা ভূতভব্যভবো বিভুঃ। শৈলাদিং প্রাহ বচনং সস্মিতং শশিশেখরঃ ॥ ১৬ ॥

শশিশেখর উবাচ। নন্দিন্ জয়ো ভাব্যতেহদ্য ন কথঞ্চিৎ পরাজয়ঃ। নিমিত্তানীহ দৃশ্যন্তে সংভূতানি গণেশ্বর ॥ ১৭ ॥ তচ্ছম্ভুবচনং শ্রুত্বা শৈলাদিঃ প্রাহ শঙ্করং। সন্দেহঃ কো মহাদেব জয় ত্বং শাত্রবান্ বহূন্ ॥ ১৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং নন্দী রুদ্রগণাংস্তথা। সমাদিদেশ যুদ্ধায় মহাপাশুপতৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥ তেঽভ্যেত্য দানববলং বিনিঘ্নংতশ্চ বেগিনঃ। নানাশস্ত্রধরা বীরা বৃক্ষানশনয়ো যথা ॥ ২০ ॥ তে ভিদ্যমানা বলিভিঃ প্রমথৈর্দৈত্যদানবাঃ। প্রবৃত্তাঃ প্রমথান্ হন্তুং কূটমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ২১ ॥ ততোঽম্বরতলে দেবাঃ সেন্দ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ। সসূর্য্যাভিপুরোগাশ্চ সমাযাতা দিদৃক্ষবঃ ॥ ২২ ॥ ততোঽম্বরতলে ঘোষঃ সস্বনঃ সমজায়ত। গীতবাদ্যাদিসংমিশ্রো দুন্দুভীনাং কলিপ্রিয় ॥ ২৩ ॥ ততঃ পশ্যৎসু দেবেষু মহাপাশুপতাদয়ঃ। গণাস্তদ্দানবং সৈন্যং নিঘ্নন্তি স্ম সুকোপিতাঃ ॥ ২৪ ॥ চতুরঙ্গং বলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং গণেশ্বরৈঃ। ক্রোধান্বিতস্তু দণ্ডস্তু বেগেনাভিসসার হ ॥ ২৫ ॥ আদায় পরিঘং ঘোরং পট্টোদ্বদ্ধময়স্ময়ং। রাজতে তস্য হস্তস্থমিন্দ্রধ্বজমিবোচ্ছ্রিতং ॥ ২৬ ॥ তং ভ্রাময়ানো বলবান্ নিজঘান রণে গণান্। রুদ্রাদীন্ স্কন্দপর্য্যংতাংস্তেহভজ্যন্ত ভয়াতুরাঃ ॥ ২৭ ॥ তচ্চ ভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা গণনাথো বিনায়কঃ। সমাদ্রবত বেগেন তুহণ্ডং দনুপুঙ্গবং ॥ ২৮ ॥ আপতন্তং গণপতিং দৃষ্ট্বা দৈত্যো হুরাত্মবান্।

হইয়া, শোণিতপান করিবার মানসে হর্ষভরে প্রয়াণ করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ মহাদেবের দক্ষিণ অঙ্গ নখপর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শকুনি ও হারীত মৌনী ও পরাঙ্মুখ হইয়া, গমন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ ভূতভব্যভবস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী মহাদেব ঈদৃশ নিমিত্ত দর্শন করিয়া, নন্দীকে সস্মিত বাক্য কহিলেন ॥ ১৬ ॥ হে নন্দিন্! অদ্য জয় হইবে; কোনমতেই পরাজয় হইবে না। অয়ি গণেশ্বর! শুভ নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

নন্দী এই শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেবকে কহিল, হে দেব! আপনি সমুদায় শত্রু জয় করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ১৮ ॥ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নন্দী রুদ্রগণদিগকে মহাপাশুপতগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, যুদ্ধার্থ আদেশ করিল ॥ ১৯ ॥ তাহারা সবেগে অভ্যাগত হইয়া, বিবিধশস্ত্রধারণপূর্ব্বক বজ্র যেমন বৃক্ষদিগকে, সেইরূপ দানবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ দৈত্য ও দানবগণ বলবান্ প্রমথগণ কর্ত্তৃক ভিদ্যমান হইয়া, কূটমুদ্গর হস্তে তাহাদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২১ ॥ অমরগণ এই যুদ্ধকাণ্ড অবলোকন করিবার জন্য ইন্দ্র, বিষ্ণু, পিতামহ ও ভাস্করের সহিত অম্বরতলে সমাগত হইলেন ॥ ২২ ॥ হে কলিপ্রিয়! তখন সেই আকাশপথে গীত ও বাদ্যাদির সহিত সংমিলিত হইয়া, সশব্দে দুন্দুভিনির্ঘোষ সমুত্থিত হইল ॥ ২৩ ॥ দেবগণ ঐরূপে অবলোকন করিতে লাগিলে, মহাপাশুপতপ্রমুখ গণসকল অতিমাত্র কুপিত হইয়া, দানবসৈন্যসংহরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৪ ॥ গণেশ্বরগণ দৈত্যগণের চতুরঙ্গবাহিনী বিনাশ করিতেছে, দর্শন করিয়া, দণ্ডনায়ক দানব ক্রোধান্বিত হইয়া, অভিসরণ করিল। তাহার হস্তে পট্টোদ্বদ্ধ লোহময় ভয়ঙ্কর পরিঘ। তৎকালে তদীয় হস্তে থাকিয়া, সেই পরিঘ সমুদিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, সাতিশয় শোভমান হইল ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ দণ্ড ঐ পরিঘ পরিভ্রামিত করিয়া, রুদ্রাদি স্কন্দপর্য্যন্ত গণসকলকে নিহত করিতে লাগিলে, তাহারা ভয়াতুর হইয়া, রণে ভঙ্গ দিল ॥ ২৭ ॥ গণনাথ বিনায়ক স্বদল ভগ্ন দেখিয়া, সবেগে দনুপুঙ্গব তুহুণ্ডকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৮ ॥ দুরাত্মবান্ দৈত্য গণপতিকে আপতিত অবলোকন করিয়া, অতি-

পরিঘং পাতয়ামাস কুম্ভমধ্যে মহাবলঃ ॥ ২৯ ॥ বিনায়কস্য মিবতঃ পরিঘং বজ্রভূষণং। শতধাব-গমদ্ব্রহ্মন্ মেরোঃ কূটমিবাশনিঃ ॥ ৩০ ॥ পরিঘং বিফলং দৃষ্ট্বা সমাধাতং চ পার্ষদং। ববন্ধ বাহুপাশেন বলাদাকৃষ্য দানবঃ ॥ ৩১ ॥ তং জঘানাথ শিরসি মুদ্গরেণ মহোদরঃ। পরশ্বধেন দৈত্যেন্দ্রং গণেশো হি মহোদরঃ ॥ ৩২ ॥ কাষ্ঠবৎ সন্দ্বিধাভূতো নিপপাত ধরাতলে। তথাপি নাত্যজদ্বাহুং বলবান্ দানবেশ্বরঃ। মোক্ষার্থমকরোদ্যত্নং ন শশাক স নারদ ॥ ৩৩ ॥ বিনায়কং সংযতমীক্ষ্য বাহুনা কুণ্ডোদরো নাম গণেশ্বরোথ। প্রগৃহ্য তূর্ণং মুশলং মহাত্মা বাহুং সমং তাং স জঘান তস্য ॥ ৩৪ ॥ ততো গণেশঃ কলশধ্বজস্তু প্রাসেন রাহুং হৃদয়ে বিভেদ। হতে তুহুণ্ডে বিমুখে তু রাহৌ গণেশ্বরাঃ ক্রোধবিষং মুমুক্ষবঃ ॥ ৩৫ ॥ পঞ্চৈব কালানলসন্নিকাশা বিংশতি সেনাং দনুপুঙ্গবানাং। তাং বধ্যমানাং স্বচমূং সমীক্ষ্য বলির্বলী মারুতবেগতুল্যঃ ॥ ৩৬ ॥ গদাং সমাবিধ্য জঘান মূর্দ্ধ্নি বিনায়কং কুম্ভকটে করে চ। কুণ্ডোদরং ভগ্নকরং মহোদরং শীর্ণং শিরস্কন্নমহাকপালং ॥ ৩৭ ॥ কুম্ভধ্বজং ঘূর্ণিতসন্ধিবন্ধং ঘটোদরং চোরুবিপন্নসন্ধিং। গণাধিপাংস্তান্ বিমুখাংস্তু দৃষ্ট্বা বলান্বিতো বীরতরোসুরেন্দ্রঃ ॥ ৩৮ ॥ সমেত্য ধাবংস্তরিতে নিহন্তুং গণেশ্বরান্ স্কন্দবিশাখমুখ্যান্। তমাপতন্তং ভগবান্ সমীক্ষ্য মহেশ্বরঃ শ্রেষ্ঠতমং গণানাং ॥ ৩৯ ॥ শৈলাদিমামন্ত্র্য তথা বভাষে গচ্ছস্ব দৈত্যং জহি বীর যুদ্ধে। ইত্যেবমুক্তো বৃষভধ্বজেন চক্রং সমাদায় শিলাদসূনুঃ ॥ ৪০ ॥ বলিং সমভ্যেত্য জঘান মূর্দ্ধ্নি সংমোহিতশ্চাবনিমাসসাদ। সংমোহিতং

মাত্র বলপ্রয়োগ সহকারে তদীয় কুম্ভমধ্যে পরিঘ নিপাতিত করিল ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মন্! অশনি যেমন মেরুশৃঙ্গ শতধা চূর্ণ করে, তদ্রূপ বিনায়কের কুম্ভমধ্যে পতিত হইয়া, সেই বজ্রভূষণ পরিঘ শতখণ্ড হইয়া গেল ॥ ৩০ ॥ পরিঘ ব্যর্থ ও গণপতি অভিপতিত হইলেন, দর্শন করিয়া, দানব বলপূর্ব্বক বাহুপাশে তাঁহারে আকর্ষণপূর্ব্বক বন্ধন ॥ ৩১ ॥ ও তাঁহার মস্তকে মুদ্গরের আঘাত, এবং বিনায়কও দৈত্যেন্দ্রকে পরশ্বধ দ্বারা প্রতিঘাত করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই আঘাতে সে দ্বিখণ্ড হইয়া, কাষ্ঠবৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। তথাপি সে বাহুপাশ ত্যাগ করিল না। নারদ! বিনায়ক মোক্ষার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ॥৩৩॥

কুণ্ডোদরনামক গণেশ্বর মহোদর বিনায়ককে বাহুপাশে সংযত অবলোকন করিয়া, সত্বরে মুশলগ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যের বাহুতে আঘাত করিল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর গণেশ্বর কলশধ্বজ প্রাসাস্ত্র-প্রয়োগপূর্ব্বক রাহুর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তুহুণ্ড নিহত ও রাহু পরাঙ্মুখ হইলে, গণেশ্বরগণ ক্রোধবিষ মোচন করিতে উদ্যত হইল ॥ ৩৫ ॥ কালানলসন্নিভ পাঁচ জন গণেশ্বর দনুপুঙ্গবগণের বিংশতি সেনা সংহার করিয়া ফেলিল। স্বকীয় সৈন্য বধ্যমান হইতেছে, দর্শন করিয়া, মহাবল বলি মারুততুল্য বেগে ॥ ৩৬ ॥ গদা সমাবিদ্ধ করিয়া, বিনায়কের কুম্ভে ও করে আঘাত করিল। কুণ্ডোদরের কর ভগ্ন হইয়া গেল। মহোদরের মস্তক চূর্ণ হইল। এবং মহাকপাল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ৩৭ ॥ কুম্ভধ্বজের সন্ধিবন্ধ চূর্ণিত হইল। ঘটোদরের উরুসন্ধি বিপন্ন হইয়া গেল, তৎকালে গণাধিপগণকে বিমুখ বিলোকন করিয়া, বীরবর বলান্বিত অসুরেন্দ্র ॥ ৩৮ ॥ স্কন্দ ও বিশাখপ্রমুখ অন্যান্য গণেশ্বরদিগকে সংহার করিবার জন্য সমাগত ও সত্বরে ধাবমান হইল। ভগবান্ মহেশ্বর তাহাকে অভ্যাগত দর্শন করিয়া, গণসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ॥ ৩৯ ॥ নন্দীকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! গমন করিয়া, যুদ্ধে দৈত্যকে সংহার কর।

নন্দী বৃষধ্বজের আদেশ পাইয়া, চক্র গ্রহণ করিয়া ॥ ৪০ ॥ বলীর সম্মুখীন হইয়া, তাহার মস্তকে আঘাত করিল। সে সেই আঘাতেই ধরাশায়ী হইল। বলবান্ কুজম্ভ ভ্রাতুষ্পুত্রকে

আত্মসুতং বিনিহত্য বলী কুজম্ভো মুশলং প্রগৃহ্য ॥ ৪১ ॥ সংভ্রাময়ন্ তূর্ণতরং স বেগাৎ সসর্জ্জ নন্দিং প্রতি জাতকোপঃ। তদাপতন্তং মুশলং প্রগৃহ্য করেণ তূর্ণং ভগবান্ স নন্দী ॥ ৪২ ॥ জঘান তেনৈব কুজম্ভমাহবে স প্রাণহীনোহপি পপাত ভূম্যাং। হত্বা কুজম্ভং মুশলেন নন্দী বজ্রেণ নন্দী শতশো জঘান ॥ ৪৩ ॥ তে বধ্যমানা গণনায়কেন দুর্য্যোধনং বৈ শরণং প্রপন্নাঃ। দুর্য্যোধনঃ প্রেক্ষ্য গণাধিপেন বজ্রপ্রহারৈর্নিহতান্ দিতীশান্ ॥ ৪৪ ॥ পাশং সমাবিধ্য তড়িৎপ্রকাশং নন্দিং প্রচিক্ষেপ হতোঽসি বিক্রুবন্। তমাপতন্তং কুলিশেন নন্দী বিভেদ গুহ্যং পিশুনো যথা নরঃ ॥ ৪৫ ॥ তং পাশমালক্ষ্য তদা তু কৃত্তং সংবর্ত্ত্য মুষ্টিং গণমাসসাদ। ততোঽস্য বজ্রী কুলিশেন তূর্ণং শিরশ্চ ছিন্নং তালফলপ্রকাশং ॥ ৪৬ ॥ হতোঽথ ভূমৌ নিপপাত বেগাদ্দৈত্যাশ্চ ভীতা বিগতা দিশো দশ। ততো হতং স্বং তনয়ং নিরীক্ষ্য হস্তী তদা নন্দিনমাজগাম ॥ ৪৭ ॥ প্রগৃহ্য বাণাসন মুগ্রবেগং বিভেদ বাণৈর্যমদণ্ডকল্পৈঃ। গণান্ সনন্দীন্ বৃষভধ্বজাংস্তান্ ধারাভিরেবাংবুধরাস্তু শৈলম্ ॥ ৪৮ ॥ তে ছাদ্যমানা দনুবাণজালৈর্বিনায়কাদ্যা বলিনোঽপি বীরাঃ। সিংহপ্রণুন্না বৃষভা বনেব ভয়াতুরা দুদ্রুবিরে সমন্তাৎ ॥ ৪৯ ॥ পরাঙ্মুখান্ প্রেক্ষ্য গণান্ কুমারঃ শক্তিং নিশাতামথ ধারয়িত্বা। তূর্ণং সমভ্যেত্য রিপুপুঙ্গবেষু প্রগৃহ্য শক্তিং হৃদয়ং বিভেদ ॥ ৫০ ॥ শক্তিনির্ভিন্নহৃদয়ো হস্তী ভূম্যাং পপাত হ। সমরে চাপি পূতনামধ্যেঽসৌ দনুপুঙ্গবঃ ॥ ৫১ ॥ তমরাতিগণং দৃষ্ট্বা ভয়ং ক্রুদ্ধা গণেশ্বরাঃ। পুরতো নন্দিনং কৃত্বা জিঘাংসন্তশ্চ দানবান্ ॥ ৫২ ॥ তে বধ্যমানাঃ

সংমোহিত সন্দর্শন করিয়া, মুশল গ্রহণ ॥ ৪১ ॥ ও তাহা ঘূর্ণনপূর্ব্বক, সত্বরে রোষভরে নন্দীর প্রতি বেগাধিকার সহকারে বিসর্জ্জন করিল। ভগবান্ নন্দী সেই মুশল আপতিত অবলোকন ও হস্ত দ্বারা শীঘ্র তাহা গ্রহণ করিয়া ॥ ৪২ ॥ কুজম্ভকে আঘাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল। নন্দী মুশলাঘাতে কুজম্ভকে নিহত করিয়া, অন্যান্য শতশত দৈত্যকে বজ্রের আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তাহারা বধ্যমান হইয়া, গণনায়ক দুর্য্যোধনের শরণাপন্ন হইল। সে, নন্দী কর্ত্তৃক বজ্রপ্রহারপুরঃসর দিতীশ্বরদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ॥ ৪৪ ॥ পাশ সমাবিদ্ধ করত, নন্দি! তুমি হত হইলে, বলিয়া সবেগে তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। পিশুনস্বভাব পুরুষ যেমন রহস্য ভেদ করে, নন্দী তদ্রূপ আপতনসময়েই বজ্র দ্বারা তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪৫ ॥ পাশ ছিন্ন হইল, দেখিয়া, দুর্য্যোধন মুষ্টিসংবর্ত্তনপূর্ব্বক নন্দীকে আক্রমণ করিল। বজ্রধর নন্দী বজ্রপ্রয়োগ সহকারে সত্বরে তাহার তালফলসন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৪৬ ॥ তখন সে নিহত ও সবেগে ধরাতলে পতিত হইলে, দৈত্যগণ ভীত হইয়া, দশদিকে অপসৃত হইল।

হস্তী নামক অসুর আপনার পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নন্দীকে আক্রমণ ॥ ৪৭ ॥ এবং উগ্রবেগ বাণাসন গ্রহণপূর্ব্বক যমদণ্ডকল্প শরনিকর দ্বারা তাহারে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এবং মেঘ যেমন বারিধারাবর্ষণপূর্ব্বক পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ নন্দীর সহিত বৃষভধ্বজগণসকলকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিল ॥ ৪৮ ॥ বিনায়কপ্রমুখ মহাবল বীর্য্যসম্পন্ন গণসকল অসুরের শরজালে আচ্ছাদিত হইয়া, সিংহপ্রণুন্ন বৃষভগণের ন্যায়, ভয়াতুর হৃদয়ে সমন্তাৎ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ কার্ত্তিকেয় তাহা দর্শন ও সুশাণিত শক্তি ধারণ করিয়া, সত্বরে সমাগত হইয়া, তদ্দ্বারা শত্রুর হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫০ ॥ হস্তী শক্তি দ্বারা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া, সমরাঙ্গনে স্বকীয় সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৫১ ॥ তৎকালে গণেশ্বরনিকর অরাতিদিগকে সমরপরাঙ্মুখ পর্য্যবলোকন করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, নন্দীকে অগ্রে করিয়া, দানবদিগকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইল ॥ ৫২ ॥ দৈত্যগণ প্রমথগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান ও

প্রমথৈর্দ্দৈত্যাশ্চাপি পরাঙ্মুখাঃ। ভূয়ো নিবৃত্তা বলিনঃ কুর্ব্বন্তশ্চ পুরো গণান্ ॥ ৫৩ ॥ তান্নিবৃত্তান্ সমীক্ষ্যৈব ক্রোধদীপ্তেক্ষণঃ শ্বসন্। নন্দিষেণো ব্যাঘ্রমুখো নিবৃত্তশ্চাপি বেগবান্ ॥ ৫৪ ॥ তস্মিন্ নিবৃত্তে গণপে পট্টিশাগ্রকরে তদা। কান্তস্বরোপি বিবৃত্তে গদামাদায় নারদ ॥ ৫৫ ॥ তমাপতন্তং জ্বলনপ্রকাশং গণঃ সমীক্ষ্যৈব মহাসুরেন্দ্রং। তং পট্টিশং ভ্রাম্য জঘান মূর্দ্ধ্নি কান্তস্বরং বিস্বরমুন্নদন্তং ॥ ৫৬ ॥ তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি মাতুলেয়ে পাশান্ সমাবিধ্য তুরঙ্গকধ্বজঃ। বুবন্ধ বীরং সহ পট্টিশেন গণেশ্বরং চাপ্যথ নন্দিষেণং ॥ ৫৭ ॥ নন্দিষেণং তথা বদ্ধং সমীক্ষ্য বলিনাং বরঃ। বিষাণঃ কুপিতোভ্যেত্য শক্তিপাণিরুপস্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাশপাণিরয়ঃশিরাঃ। সংযোধয়ামাস বলিং বিশাখং কুক্কুটধ্বজং ॥ ৫৯ ॥ বিশাখং সন্নিরুদ্ধং বৈ রণে দৃষ্ট্বা গণোত্তমৌ। শাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ তূর্ণং হ্যুদ্রবতূ রিপুং ॥ ৬০ ॥ একতো নৈগমেয়েন ভগ্নঃ শক্ত্যা হ্যয়ঃশিরাঃ। একতশ্চৈব শাখেন বিশাখপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৬১ ॥ স ত্রিভিঃ শঙ্করসুতৈঃ পীড্যমানো জহৌ রণম্। স প্রাপ্য শম্বরং তূর্ণং রক্ষ মাং হি গণেশ্বরাৎ ॥ ৬২ ॥ পাশং শক্ত্যা সমাহত্য চতুর্ভিঃ শঙ্করাত্মজৈঃ। জগাম নিলয়ং তূর্ণমাকাশাদিব ভূতলং ॥ ৬৩ ॥ পাশে নিকৃত্তে যাতে চ শম্বরঃ কাতরেক্ষণঃ। দিশোথ ভেজে দেবর্ষে কুমারঃ সৈন্যমর্দ্দয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ সা বধ্যমানা পৃতনা মহর্ষে সদানবা সর্ব্বসুতৈর্গণৈশ্চ। বিবর্ণরূপা ভয়বিহ্বলাঙ্গী জগাম শুক্রং শরণং ভয়ার্ত্তা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দৈত্যপরাজয়ো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ও পরাঙ্মুখ হইয়া, পুনরায় নিবৃত্ত হইল এবং এবং বলশালী প্রমথদিগকে অগ্রগামী করিল ॥ ৫৩ ॥ তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে দর্শন করিয়া, বেগবান্ ব্যাঘ্রবদন নন্দিষেণনামক গণপতি রোষারুণ লোচনে নিশ্বাস ত্যাগ করত, বিনিবৃত্ত হইল ॥ ৫৪ ॥ সেই গণপতি পট্টিশ হস্তে নিবৃত্ত হইলে কান্তস্বর গদাহস্তে বিবৃত হইল ॥ ৫৫ ॥ সেই জ্বলনসন্নিভ মহাসুরেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া, গণপতি পট্টিশ ভ্রামিত করিয়া, তাহার মস্তকে আঘাত করিল। সে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥ সেই মাতুলেয় ভ্রাতা নিহত হইলে, তুরঙ্গকধ্বজ পাশ সমাবিদ্ধ করিয়া, পট্টিশের সহিত সেই গণেশ্বর নন্দিষেণকে বন্ধন করিয়া ফেলিল ॥ ৫৭ ॥ বলিশ্রেষ্ঠ বিষাণ নন্দিষেণকে বদ্ধ হইতে দেখিয়া, ক্রোধভরে শক্তি হস্তে উপস্থিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহাকে দর্শন করিয়া, বলবান্‌গণের অগ্রগণ্য অয়ঃশিরা পাশহস্তে মহাবল কুক্কুটধ্বজ বিশাখের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ এবং তাহাকে একবারেই রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে গণেশ্বর শাখ ও নৈগমেয় সত্বরে শত্রুর প্রতি ধাবমান হইলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর একদিকে নৈগমেয় ও অন্যদিকে শাখ বিশাখের প্রিয়কামনায় সেই অয়ঃশিরাকে শক্তিপ্রহারে ভগ্ন করিলেন ॥ ৬১ ॥ অয়ঃশিরা সেই তিন শঙ্করসুত কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া, সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া, সত্বরে শম্বরের সকাশে গমনপূর্ব্বক কহিল, আমারে গণেশ্বরদিগের হস্তে পরিত্রাণ কর ॥ ৬২ ॥ অনন্তর শঙ্করের আত্মজচতুষ্টয় শক্তিসহকারে পাশ সমাহত করিলে, উহা আকাশ হইতে যেন স্বকীয় নিলয় ভূতলে গমন করিল ॥ ৬৩ ॥ পাশ ছিন্ন হইয়া, গমন করিলে, শম্বর কাতর লোচনে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন কুমার দৈত্যসৈন্য মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ হে মহর্ষে! শম্ভুর পুত্র ও গণসকল এইরূপে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, সেই দানবসৈন্য ভয়ার্ত্ত ও বিবর্ণস্বরূপ হইয়া, ভয়বিহ্বল কলেবরে শুক্রের শরণ গ্রহণ করিল ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দৈত্যপরাজয়নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ কুজম্ভে চ যমালয়গতে হতে চ সৈন্যে প্রমথৈর্মহারথৈঃ ॥ ১ ॥ অন্ধকোঽভেত্য শুক্রমিদং বচনমব্রবীৎ। ভগবংস্তাং সমাশ্রিত্য বয়ং বাধাম দেবতাঃ। অথান্যানপি বিপ্রর্ষে গন্ধর্বসুরকিন্নরান্ ॥ ২ ॥ তদিমাং পশ্য ভগবন্ সমগুপ্তাং বরূথিনীং। অনাথেব যথা নারী প্রমথৈঃ পরিকাল্যতে ॥ ৩ ॥ কুজম্ভাদ্যাশ্চ নিহতা ভ্রাতরো মম ভার্গব। অসংখ্যাতাঃ প্রমথাস্তে কুরুক্ষেত্রফলং যথা ॥ ৪ ॥ তস্মাৎ কুরুষ্ব চ তথা যথা ন জ্ঞায়তে পরৈঃ। জয়েম চ পরান্ যুদ্ধে তথা ত্বং কর্তুমর্হসি ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শুক্রোঽন্ধকবচঃ শ্রুত্বা সান্ত্বয়ন্ পরমো গুরুঃ। বচনং প্রাহ দেবর্ষে হর্ষয়ন্ দানবেশ্বরং ॥ ৬ ॥ তদ্ধি তীর্থং গমিষ্যামি করিষ্যামি তব প্রিয়ং। ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং বিদ্যাং সঞ্জীবনীং কবিঃ ॥ ৭ ॥ আবর্তয়ামাস তদা বিধানেন শুচিব্রতঃ। তস্যামাবর্তমানায়াং বিদ্যায়ামসুরেশ্বর ॥ ৮ ॥ যে হতাঃ প্রমথৈর্যুদ্ধে তে ৺সর্বে সমুত্থিতাঃ। কুজম্ভাদিষু দৈত্যেষু ভূয় এবোত্থিতেষ্বথ ॥ ৯ ॥ যোদ্ধুং সমাগতেষ্বেব নন্দী শঙ্করমব্রবীৎ। যে হতাঃ প্রমথৈর্দৈত্যা যথা শক্ত্যা রণাজিরে ॥ ১০ ॥ তে সমুজ্জীবিতা ভূয়ো ভার্গবেণাথ বিদ্যয়া। তদিদং যন্মহাদেব মহৎ কর্ম কৃতং রণে ॥ ১১ ॥ সঞ্জাতং স্বল্পমেবেশ শুক্রবিদ্যাবলাশ্রয়াৎ। ইত্যেবমুক্তে বচনে নন্দিনং কুলনন্দিনং ॥ ১২ ॥ প্রত্যুবাচ প্রভুঃ প্রীত্যা স্বার্থসাধনমুত্তমম্। গচ্ছ শুক্রং গণপতে মমান্তিকমুপানয় ॥ ১৩ ॥ অহং তং সংযমিষ্যামি যথাযোগং সমেত্য হি। ইত্যেবমুক্তো রুদ্রেণ নন্দী গণপতিস্ততঃ ॥ ১৪ ॥ সমাজগাম দৈত্যানাঞ্চমূং শুক্রজিঘৃক্ষয়া। তং দদর্শাসুরশ্রেষ্ঠো বলবাংস্ত

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রমথগণ কুজম্ভকে যমালয়ের অতিথি ও সৈন্যদিগকে নিহত করিলে ॥ ১ ॥ অন্ধক অভ্যাগত হইয়া, শুক্রকে বলিতে লাগিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, দেবগণ ও গন্ধর্ব কিন্নরাদি অন্যান্যদিগকে ব্যাহত করিয়া থাকি ॥ ২ ॥ কিন্তু ভগবন্! অবলোকন করুন, আমাদের এই পৃতনা নিতান্ত অরক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রমথগণ, অনাথা রমণীর ন্যায়, ইহাকে সংহার করিতেছে ॥ ৩ ॥ হে ভার্গব! কুজম্ভ প্রভৃতি মদীয় ভ্রাতৃগণ নিহত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রফলের ন্যায়, প্রমথগণের সংখ্যা নাই ॥ ৪ ॥ অতএব, যাহাতে শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে আমরা যুদ্ধে জয় করিতে পারি, এরূপ কৌশল বিধান করুন ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পরমগুরু শুক্র অন্ধকের কথা শুনিয়া তাঁহারে সান্ত্বনা ও হর্ষিত করিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ আমি তীর্থে গমন ও তোমার প্রিয় সম্পাদন করিব। তিনি ইত্যাকারবচনরচনাপুরঃসর বিধানানুসারে শুচি হইয়া, সঞ্জীবনীবিদ্যা আবর্তিত করিলেন। সঞ্জীবনী বিদ্যা আবর্তিত হইলে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ প্রমথগণ যুদ্ধে যে সকল অসুরকে সংহার করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সমুত্থিত হইল। এইরূপে কুজম্ভাদি অসুরগণ সমুত্থিত হইয়া ॥ ৯ ॥ পুনরায় যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে, নন্দী মহাদেবকে কহিলেন, প্রমথগণ যথাশক্তি সংগ্রামে যে সকল দানবকে সংহার করিয়াছিল ॥ ১০ ॥ ভার্গব সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছেন। অতএব, হে মহাদেব! সংগ্রামে যে মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥ শুক্রের বিদ্যাবল আশ্রয়প্রযুক্ত তাহা স্বল্প হইয়া উঠিয়াছে।

কুলনন্দী নন্দী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাদেব তাঁহারে প্রীতিভরে স্বার্থসাধক প্রশস্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, অয়ি গণপতে! তুমি গমন করিয়া, শুক্রকে আমার নিকট লইয়া আইস ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ আমি যথাবিধানে যোগ আশ্রয় করিয়া, তাঁহারে সংযত করিব।

রুদ্র এইরূপ কহিলে, গণপতি নন্দী ॥ ১৪ ॥ শুক্রকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে দৈত্যগণের

ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥ স রুরোধ তদা মার্গং সিংহস্তেব পশুর্ব্বনে। সমুপেত্যাহতং নন্দী বজ্রেণা-শনিতেজসা ॥ ১৬ ॥ সংপপাতাথ নিঃসংজ্ঞো যযৌ নন্দী ততস্ত্বরন্। ততঃ কুজম্ভো জম্ভশ্চ বলো বৃত্রশ্চ রাক্ষসাঃ ॥ ১৭ ॥ স্বয়ং চ রণশার্দ্দূলা নন্দিনং সমুপাদ্রবন্। তথান্যে দানবশ্রেষ্ঠা ময়-হ্রাদপুরোগমাঃ ॥ ১৮ ॥ নানাপ্রহরণা যুদ্ধে গণনাথমভিদ্রবন্। ততো গণানামধিপং কুট্যমানং মহাবলৈঃ ॥ ১৯ ॥ সমপশ্যন্ত দেবাস্তং পিতামহপুরোগমাঃ। তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ প্রাহ দেবান্ শক্রপুরোগমান্ ॥ ২০ ॥ সাহায্যং ক্রিয়তাং শম্ভোরেতদন্তরমুত্তমম্। পিতামহোক্তং বচনং শ্রুত্বা দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ২১ ॥ সমাপতন্ত বেগেন শিবসৈন্যমথাংবরাৎ। তেষামাপততাং বেগঃ প্রমথানাং বলে বভৌ। আপগানাং মহাবেগঃ পতন্তীনাং মহার্ণবে ॥ ২২ ॥ ততো হলহলা-শব্দঃ সমজায়ত চোভয়োঃ। বলয়োর্ঘোরসঙ্কাশো সুরপ্রমথয়োরথ ॥ ২৩ ॥ তদন্তরমুপাগম্য নন্দী সংগৃহ্য বেগবান্। তং ভার্গবং সমাক্রামৎ সিংহো বনমৃগং যথা ॥ ২৪ ॥ তমাদায় হরাভ্যাসমা-গমদ্গণনায়কঃ ॥ ২৫ ॥ নিপাত্য রক্ষিণঃ সর্ব্বানথ শুক্রং স্তবেশয়ন্। তমানীতং কবিং শর্ব্বঃ প্রাক্ষিপদ্বদনে প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥ স শম্ভুনা কবিশ্রেষ্ঠো গ্রস্তো জঠরমাস্থিতঃ। তুষ্টাব ভগবন্তং তং বাগ্‌ভির্ভর্গব আদরাৎ ॥ ২৭ ॥

শুক্র উবাচ। বরদায় নমস্তভ্যং হরায় গুণশালিনে। শঙ্করায় মহেশায় বিশেশায় নমো নমঃ ॥ ২৮ ॥ জীবনায় নমস্তভ্যং লোকনাথ বৃষাকপে। মদনাগ্নে কালশত্রো বামদেবায় তে নমঃ ॥ ২৯ ॥ সবিত্রে বিশ্বরূপায় বামনায় সদাগতে। মহাদেবায় শর্ব্বায় ঈশ্বরায় নমো

সৈন্যমধ্যে গমন করিল। ভয়ঙ্কর বলবান্ অসুরশ্রেষ্ঠ তাহারে দেখিতে পাইয়া, পশু যেমন বনমধ্যে সিংহের, তদ্রূপ তাঁহার মার্গরোধ করিলে, সেই গণপতি সমুপেত হইয়া, অশনিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন বজ্র দ্বারা তাহারে আহত করিল ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ সে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পতিত হইল। তখন নন্দী ত্বরাপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কুজম্ভ, জম্ভ, বল, বৃত্র ও রাক্ষসগণ ॥১৭॥ এবং ময় ও হ্রাদপ্রমুখ অন্যান্য রণশার্দ্দূল দানবগণ, সকলেই তাহার প্রতি ধাবমান হইল ॥ ১৮ ॥ এবং বিবিধ প্রহরণহস্তে তাহারে কুট্টিত করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই মহাবল। গণনাথ নন্দীকে কুট্টিত করিতে আরম্ভ করিলে, পিতামহপ্রমুখ দেবগণ তাহা দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া, ভগবান্ ব্রহ্মা শক্রপুরোগম সুরগণকে কহিলেন ॥১৯॥২০॥ তোমরা এই শুভাব-সরে দেবদেব শম্ভুর সাহায্য কর।

পিতামহের কথা শুনিয়া, সবাসব দেবগণ ॥ ২১ ॥ অম্বর হইতে শিবসৈন্যমধ্যে সমাপতিত হইলেন। তাঁহারা আপতিত হইলে, মহার্ণবে পতমান নদীসমূহের মহাবেগ যেমন, তাহাদের বেগ তেমন গণমধ্যে প্রতিভাত হইল ॥ ২২ ॥ তখন প্রমথ ও অসুর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে ঘোরসংকাশ হলহলাশব্দ সমুত্থিত হইলে ॥ ২৩ ॥ নন্দী সেই অবসর পাইয়া, সবেগে সমাগত হইয়া, সিংহ যেমন বনমৃগকে, তদ্রূপ ভার্গবকে আক্রমণ ॥ ২৪ ॥ ও গ্রহণ করিয়া মহাদেবের সকাশে গমন করিল ॥ ২৫ ॥ এবং চতুর্দ্দিকে রক্ষী নিযুক্ত করিয়া, তাহারে সন্নিবেশিত করিলে, ভগবান্ ভব বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহাদেব কবিবর শুক্রকে গ্রাস করিলে, তিনি তাঁহার উদরে থাকিয়া, আদরসহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ তুমি সকলের বরদাতা গুণশালী হর; তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্কর, মহেশ্বর ও বিশ্বের ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ২৮ ॥ তুমি সকলের জীবন ও সকলের নাথ; তোমাকে নমস্কার। হে বৃষাকপে! হে মদনদহন! হে কালশত্রু! হে বামদেব! তোমাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥ তুমি সবিতা; তুমি বিশ্বরূপ; তুমি বামন; তুমি সদাগতি; তুমি মহাদেব; তুমি শর্ব্ব, তুমি ঈশ্বর;

নমঃ ॥ ৩০ ॥ ত্রিনয়ন হর ভব শঙ্কর উমাপতে জীমূতকেতো গুহাশ্মশাননিরত ভূতিবিলেপন শূলপাণে পশুপতে গোপতে তৎপুরুষ সত্তম নমো নমস্তে। ইত্থং স্তুতঃ কবিবরেণ হরোঽথ ভক্ত্যা প্রীতো বরং বরয় ভার্গব ইত্যুবাচ। তং প্রাহ দেহি ভগবংস্ত্ব বরং মমাদ্য যদ্বৈ তবৈব জঠরান্মম নির্গমোঽস্তু ॥ ৩১ ॥ ততো হরোঽক্ষিণী তদা নিরুধ্য প্রাহ দ্বিজেন্দ্রং দ্বিজ নির্গমস্ব। ইত্যুক্তমাত্রো বিভুনা চচার দেবোদরে ভার্গবপুঙ্গবস্তু ॥ ৩২ ॥ পরিক্রমন্ সোঽথ দদর্শ শাঙ্করে স্থিতস্তথৈবোদরকোটরে কবিঃ। ভুবনার্ণবপাতালান্ স্থিতান্ স্থাবরজঙ্গমৈঃ ॥ ৩৩ ॥ আদিত্যবসুরুদ্রাংশ্চ বিশ্বেদেবগণাংস্তথা। যক্ষান্ কিংপুরুষাংশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণান্ ॥ ৩৪ ॥ মুনীন্ মনুজসাধ্যাংশ্চ পশুকীটপিপীলকান্। বৃক্ষগুল্মসরীসৃপান্ ফলমূলৌষধানি চ ॥ ৩৫ ॥ জলস্থাংশ্চ স্থলস্থাংশ্চ নিমেষান্ নিমিষানপি। অব্যক্তাংশ্চৈব ব্যক্তাংশ্চ দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদঃ ॥ ৩৬ ॥ স দৃষ্ট্বা কৌতুকাবিষ্টঃ পরিবভ্রাম ভার্গবঃ। তত্রাস্যান্তো ভার্গবস্য দিব্যঃ সংবৎসরো গতঃ ॥ ৩৭ ॥ ন চৈবান্তমসৌ লেভে ততঃ শ্রান্তোঽভবৎ কবিঃ। স শ্রান্তং বীক্ষ্য চাত্মানং ন চ লেভেঽথ নির্গমং। ভক্তিনম্রো মহাদেবং ততস্তং সমুপাগমৎ ॥ ৩৮ ॥

শুক্র উবাচ। বিশ্বরূপ মহারূপ বিরূপাক্ষ স্বরূপধৃক্। সহস্রাক্ষ মহাদেব ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩৯ ॥ নমোঽস্তু তে শঙ্কর শর্ব্ব শম্ভো সহস্রনেত্রাঙ্ঘ্রি ভুজঙ্গভূষণ। দৃষ্ট্বৈব সর্ব্বং ভুবনং তবোদরে শ্রান্তো ভবন্তং শরণং প্রপন্নঃ ॥ ৪০ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে মহাত্মা শম্ভুর্ব্বচঃ প্রাহ

তোমাকে বারবার নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥ হে ত্রিনয়ন, হর, ভব, শঙ্কর! হে উমাপতে! হে জীমূতকেতো! হে গুহাশ্মশাননিরত! হে ভূতিবিলেপন! হে শূলপাণে! হে পশুপতে, গোপতে, তৎপুরুষ ও সত্তম! তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

কবিবর শুক্র ভক্তিসহকারে এইপ্রকার স্তব করিলে, মহাদেব প্রীতিভরে তাঁহারে কহিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর।

শুক্র কহিলেন, হে ভগবন্! আমারে এই বর দিন, আমি এখনই যেন আপনার উদর হইতে নির্গত হইতে পারি ॥ ৩১ ॥ তখন মহাদেব অক্ষিযুগল নিরুদ্ধ করিয়া, দ্বিজেন্দ্র ভার্গবকে কহিলেন, তুমি নির্গত হও। বিভু মহাদেব এইপ্রকার বলিবামাত্র ভার্গবপুঙ্গব শুক্র তদীয় উদরে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই উদরকোটরে অবস্থানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া তিনি দেখিলেন, স্থাবর ও জঙ্গমসহিত সমুদায় ভুবন, অর্ণব ও পাতাল সকল তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তথায় একত্র বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ তদ্ব্যতীত, তিনি মুনিগণ, মনুজগণ, সাধ্যগণ, পশু কীট ও পিপীলিকাগণ, বৃক্ষগুল্মসরীসৃপগণ, ফল মূল ও ওষধিগণ ॥ ৩৫ ॥ জলচর ও স্থলচরগণ, ব্যক্ত ও অব্যক্তগণ এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ, ইহাদিগকেও তথায় দেখিলেন ॥ ৩৬ ॥ তদ্দর্শনে তিনি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তথায় থাকিয়া, তাঁহার দিব্য সংবৎসর অতীত হইয়া গেল ॥ ৩৭ ॥ তথাপি তিনি অন্তলাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনাকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া, নির্গম প্রাপ্ত হইলেন না। তখন ভক্তিভরে অবনত হইয়া, মহাদেবের সমীপে আসিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে বিশ্বরূপ ও মহারূপ! হে বিরূপাক্ষ ও স্বরূপধৃক্! হে সহস্রাক্ষ মহাদেব! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩৯ ॥ তুমি শঙ্কর, তুমি শর্ব্ব, তুমি শম্ভু, তুমি সহস্রনেত্র, তুমি সহস্রপাদ, তুমি ভুজঙ্গভূষণ। ত্বদীয় উদরগহ্বরে একাধারে সমুদায় বিশ্ব দর্শন করিয়া, আমি শ্রান্ত হইয়া, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৪০ ॥

শুক্র এইরূপ কহিলে, মহাত্মা মহাদেব হাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে ভার্গববংশচন্দ্র!

তদা বিহস্য । নির্গচ্ছ পুত্রোঽসি মমাধুনা ত্বং শিশ্নেন ভো ভার্গববংশচন্দ্র ॥ ৪১ ॥ নাম্না তু শুক্রেতি চরাচরাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি নো চাত্র বিচারণাস্তি । ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ মুমোচ শিশ্নেন শুক্রঃ স চ নির্জ্জগাম ॥ ৪২ ॥ বিনির্গতো ভার্গববংশচন্দ্রঃ শুক্রত্বমাসাদ্য মহানুভাবঃ । প্রণম্য শম্ভুং স জগাম তূর্ণং মহাসুরাণাং বলমুত্তমৌজাঃ ॥ ৪৩ ॥ ভার্গবে পুনরায়াতে দানবা মুদিতা ভবন্ । পুনর্যুদ্ধায় বিদধুর্মতিং সহ গণেশ্বরৈঃ ॥ ৪৪ ॥ গণেশ্বরাস্তানসুরান্ সহায়ানমরৈস্তথা । যুযুধুঃ সঙ্কুলং যুদ্ধং সর্ব্ব এব জয়েপ্সবঃ ॥ ৪৫ ॥ ততোঽসুরগণানাঞ্চ যুধ্যতাং দ্বন্দ্বযুদ্ধবৎ । দ্বন্দ্বযুদ্ধং সমভবদ্ঘোররূপং তপোধন ॥ ৪৬ ॥ অন্ধকো নন্দিনং যুদ্ধে শঙ্কুকর্ণং ত্রিঃশিরাঃ । কুম্ভধ্বজং বলির্ধীমান্ নন্দিষেণং বিরোচনঃ ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগ্রীবো বিশাখং চ শাখো বৃত্রমযোধ-যৎ । বাণং তথা নৈগমেয়ো বলো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥ ৪৮ ॥ বিনায়কং মহাবীর্য্যং পরশ্বধধরং রণে । সংক্রুদ্ধা রাক্ষসশ্রেষ্ঠা দানবাঃ প্রমথানথ ॥৪৯॥ সংযোধয়ন্তো ব্রহ্মর্ষে দায়াদানাং শতানি ষট্ ॥ ৫০ ॥ শতক্রতুং সমাধীশং বজ্রপাণিমবস্থিতং । তং চাপি দানবশ্রেষ্ঠস্তুহুণ্ডঃ সমযোধয়ৎ ॥ ৫১ ॥ হস্তী চ কুণ্ডজঠরং হ্রাদো বীরং ঘটোদরং । এতে হি বলিনাং শ্রেষ্ঠা দানবাঃ প্রমথানথ ॥ ৫২ ॥ সংযো-ধয়ন্তো ব্রহ্মর্ষে দৈতেয়ানাং শতানি ষট্ । গণোৎকটং সমায়ান্তং বজ্রপাণিমিব স্থিতং ॥ ৫৩ ॥ বারয়ামাস বলবান্ জম্ভো নাম মহাসুরঃ । শম্ভুর্নামাসুরপতিঃ স ব্রহ্মাণমযোধয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ মায়াময়ঃ কুজম্ভশ্চ বিষ্ণুর্দৈত্যাধিপস্ত্বিয়াৎ । বৈবস্বতং রণে সোঙ্কো বরুণং ত্রিশিরাস্তথা ॥৫৫॥ দ্বিমূর্দ্ধা পবনঞ্চ সোমং সহমিত্রং বিরূপধৃক্ । এবদৃক স রণে রৌদ্রঃ কালনেমির্মহাসুরঃ ॥ ৫৬ ॥ একাদশৈক

তুমি অধুনা আমার পুত্র হইয়াছ । মদীয় শিশ্ন দিয়া, নির্গত হও ॥ ৪১ ॥ অদ্য হইতে সমুদায় চরাচর তোমারে শুক্র বলিয়া, স্তব করিবে । এবিষয়ে বিচরণা নাই । ভগবান্ ভব এই বলিয়া মোচন করিলে, শুক্র তদীয় শিশ্নযোগে বহির্গত হইলেন । ৪২ ॥ সেই মহানুভাব ভার্গববংশচন্দ্র শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বিনির্গমনপূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, সত্বরে মহাসুর-গণের সৈন্যমধ্যে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভার্গব পুনরায় আগমন করিলে, দানবগণ সকলেই আহ্লাদিত এবং পুনরায় গণেশ্বরগণের সহিত যুদ্ধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইল ॥ ৪৪ ॥ গণেশ্বরগণও অমরবর্গের সহিত মিলিত ও সকলেই জয়লালসার বশম্বদ হইয়া, সঙ্কুল যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৪৫॥ তখন অসুরগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, হে তপোধন! অতীব ভয়ঙ্করস্বরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমুপস্থিত হইল ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে অন্ধক নন্দির সহিত, ত্রিঃশিরা শঙ্কুকর্ণের সহিত, ধীমান্ বলি কুম্ভধ্বজের সহিত, বিরোচন নন্দিষেণের সহিত ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগ্রীব বিশাখের সহিত, শাখ বৃত্রের সহিত, নৈগমেয় বাণের সহিত এবং রাক্ষসপুঙ্গব বল ॥ ৪৮ ॥ পরশ্বধযোধী মহাবীর বিনায়কের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । তৎকালে দানব ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ সকলেই অতিমাত্র রোষবশ হইয়া, প্রমথগণের সহিত ॥ ৪৯ ॥ যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ৫০ ॥ শতক্রতু বজ্রহস্তে অবস্থিত ছিলেন । দানবশ্রেষ্ঠ তুহুণ্ড তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫১ ॥ তখন হস্তী কুণ্ডোদরের ও হ্রাদ ঘটোদরের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল । হে ব্রহ্মর্ষে! এইরূপে বলিশ্রেষ্ঠ দানবগণ প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । তাহাদের সংখ্যা ছয়শত । তৎকালে গণোৎকট, সাক্ষাৎ বজ্রপাণির ন্যায় আগমন করিয়া, রণমধ্যে দণ্ডায়মান হইলে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ জম্ভনামক মহাবল মহাসুর তাহারে প্রতিষিদ্ধ করিল । তদ্দর্শনে শম্ভুনামক অসুরপতি ব্রহ্মার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥ কুজম্ভনামক দৈত্যপতি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইল । তখন সোঙ্ক ও যমের, ত্রিশিরা ও বরুণে ॥ ৫৫ ॥ দ্বিমূর্দ্ধা ও পবনে, চন্দ্র ও বিরূপধরে, একচক্ষু রুদ্র ও মহাসুর কালনেমিতে যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ বিদ্যুন্মালীনামক রণোৎকট মহাসুর

রুদ্রাংস্তু যচ্চৈকোপি রণোৎকটঃ। যোধয়ামাস তেজস্বী বিদ্যুন্মালী মহাসুরঃ ॥ ৫৭ ॥ দ্বাবশ্বিনৌ চ নরকৌ ভাস্করানেব শম্বরঃ। সাধ্যান্ মরুদ্গণাংশ্চৈব নিবাতকবচাদয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ এবং দ্বন্দ্বসহস্রাণি প্রমথানাং চ দানবৈঃ। সংজাতানাং সুরাব্দানাং শতানি বৎ মহামুনে ॥ ৫৯ ॥ যদা যোদ্ধুং ন শক্তাস্তে দানবৈরমরাদয়ঃ। মুখং ব্যাদায় বেগেন গ্রসন্তে ক্রমশোমরান্ ॥ ৬০ ॥ ততোহভবচ্চ তৎ সৈন্যং শূন্যং প্রমথদৈবতৈঃ। আবৃতং বর্জ্জিতং সর্ব্বৈঃ প্রমথৈরমরৈরপি ॥ ৬১ ॥ দৃষ্ট্বা শূন্যং গিরিপ্রস্থং গ্রস্তাংশ্চ প্রমথামরান্। ক্রোধাদুৎপাদয়ামাস রুদ্রো জৃম্ভাংবিকাশনী ॥৬২ ॥ তয়াকৃষ্টা দনুসুতা অলসা মন্দভাষিণঃ। বদনং বিবৃতং কৃত্বা মুক্তশস্ত্রা বিজৃম্ভিরে ॥ ৬৩ ॥ বিজৃম্ভমাণেষু তদা দানবেষু গণেশ্বরাঃ। সুরাশ্চ নির্যযুস্তূর্ণং দৈত্যদেহাৎ তথাকুলাঃ ॥ ৬৪ ॥ মেঘপ্রভেভ্যো দৈত্যেভ্যো নির্গচ্ছন্তোমরোত্তমাঃ। শোভন্তে পদ্মপত্রাক্ষা মেঘস্থা ইব বিদ্যুতঃ ॥৬৫॥ ততোমরগণাঃ সর্ব্বে নির্গতাশ্চ তপোধন। অযুধ্যন্ত মহাত্মানো ভূয় এবাতিকোপিতাঃ ॥ ৬৬ ॥ ততো দেববরৈঃ সর্ব্বে দানবাঃ শর্ব্বপালিতৈঃ। পরাজীয়ন্ত সংগ্রামে ভূয়ো ভূয়স্ত্বহর্নিশং ॥ ৬৭ ॥ অত্র ত্রিনেত্রঃ স্বাং সন্ধ্যাং সপ্তাষ্টশতিকে গতে। কালে হ্যুপাসত তদা সোষ্টাদশভুজোব্যয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ সংস্পৃশ্যাপঃ সরস্বত্যাঃ স্নাত্বা চ বিধিনা হরঃ। কৃতার্থো ভক্তিমান্ মূর্দ্ধ্নি পুষ্পাঞ্জলিমথাক্ষিপৎ ॥৬৯॥ ততো ননাম শিরসা ততশ্চক্রে প্রদক্ষিণং। হিরণ্যগর্ভেত্যাদিত্যমুপতস্থে জজাপ হ ॥ ৭০ ॥ রুদ্রৈ নমো নমস্তেস্তু সম্যগুচ্চার্য্য শূলধৃক্। ননর্ত্ত ভাবগম্ভীরো দোর্দ্দণ্ডং ভ্রাময়ন্ বলী ॥ ৭১ ॥

একাকী একাদশ রুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর নরকনামক অসুরদ্বয় ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য ও শম্বর, সাধ্যগণসহিত মরুদ্গণ ও নিবাতকবচাদি অসুরগণ পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

হে মহামুনে! এইরূপে সহস্র সহস্র প্রমথ ও দানবগণ ছয়শত দিব্য সংবৎসর দ্বন্দ্বযুদ্ধ অতিবাহিত করিলে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ অমরাদিরা দানবগণের সহিত আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন দানবগণ মুখব্যাদান করিয়া, ক্রমশঃ অমরদিগকে সবেগে গ্রাস করিতে লাগিলে ॥ ৬০ ॥ প্রমথ ও দেবসৈন্য শূন্য হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রমথ ও দেবগণে যে গিরিপ্রস্থ আবৃত ছিল, তাহা তাঁহারা পরিহার করিলেন ॥ ৬১ ॥ তন্নিবন্ধন, গিরিপ্রস্থ শূন্য এবং অমর ও প্রমথগণ দানবগণ কর্তৃক কবলিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, রুদ্র জাতক্রোধ হইয়া, জৃম্ভারে সমুৎপাদিত করিলেন ॥ ৬২ ॥ জৃম্ভা কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে, দানববর্গ সকলেই অলস ও মন্দভাষী হইয়া উঠিল। এবং শস্ত্রত্যাগ ও বদন বিবৃত করিয়া, জৃম্ভাত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥ তাহারা জৃম্ভাত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে, গণেশ্বর ও অমরনিকর আকুলিত হইয়া, সেই দৈত্যগণের দেহ হইতে সত্বরে নির্গত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ দৈত্যগণ স্বভাবতঃ মেঘের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। পদ্মপলাশলোচন অমরোত্তমগণ তাহাদের দেহমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া, মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় শোভা বিস্তার করিলেন ॥ ৬৫ ॥ হে তপোধন! মহানুভব অমরগণ বিনির্গত হইয়া, অতিমাত্র রোষভরে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ দানবগণ শম্ভুপালিত দেবগণ কর্তৃক সংগ্রামে বারম্বার অহর্নিশ পরাজয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে সপ্তাষ্টশতবৎসর সময় অতিবাহিত হইলে, অবিনাশী মহাদেব অষ্টাদশভুজ ধারণ করিয়া, স্বকীয় সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ তিনি যথাবিধানে সরস্বতীর সলিল স্পর্শ ও তত্রাতে অবগাহন করিয়া, কৃতার্থ ও ভক্তিমান্ হইয়া, মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন ॥৬৯॥ অনন্তর মস্তক দ্বারা প্রণাম ও পরে প্রদক্ষিণ করিয়া, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সূর্য্যের উপাসনা সমাধানান্তে জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥ তদনন্তর, রুদ্রস্বরূপ তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি, সম্যগ্বিধানে এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, ভাবভরে গম্ভীর হইয়া, সবলে

পরিনৃত্যন্তি দেবেশে গণাশ্চৈবাসুরাস্তথা। নৃত্যন্তি ভাবযুক্তাস্তু হরস্যানুবিধায়িনঃ॥ ৭২॥ সন্ধ্যা মুপাস্য দেবেশঃ পরিনৃত্য যথেচ্ছয়া। যুদ্ধায় দানবৈঃ সার্দ্ধং মতিং ভূয়ঃ সমাদধে॥ ৭৩॥ ততঃ সুরগণৈঃ সর্ব্বৈস্ত্রিনেত্রভুজপালিতৈঃ। দানবা নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে বলিভির্ভয়বর্জ্জিতৈঃ॥ ৭৪॥ স্ববলং নির্জ্জিতং দৃষ্ট্বা মত্বাজেয়ং চ শঙ্করং। অন্ধকঃ সুন্দমাহূয় ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৭৫॥ সুন্দ ভ্রাতাসি মে বীর বিশ্বাস্যঃ সর্ব্ববস্তুষু। তত্বাং যদামি যদ্বাক্যং তচ্ছ্রুত্বা কুরু যৎ ক্ষমং॥ ৭৬॥ দুর্জ্জয়োঽসৌ রণপটুর্মহাত্মা কারণান্তরৈঃ। মমাস্তে চাপি হৃদয়ে পদ্মাক্ষী শৈলনন্দিনী॥ ৭৭॥ তদুত্তিষ্ঠ গচ্ছাবো যত্রাস্তে চারুহাসিনী। তত্রৈনাং মোহয়িষ্যামি শম্ভুরূপেণ দানব। ৭৮॥ ভবান্ ভবস্ব সুচরো ভব নন্দীগণেশ্বরঃ। ততো গত্বা থ ভুক্ত্বা তাং জেষ্যামি প্রমথান্ সুরান্॥ ৭৯॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে বাঢ়ং সুন্দোঽভ্যভাষত। সমজায়ত শৈলাদিরন্ধকঃ শঙ্করোপ্যভূৎ॥ ৮০॥ নন্দিরুদ্রৌ ততো ভূত্বা মহাসুরচমূপতী। সংপ্রাপ্তৌ মন্দ গিরিং প্রহারৈঃ কৃতবিগ্রহৌ॥ ৮১॥ নন্দিনা হস্তমালংব্য হ্যন্ধকো হরমন্দিরং। বিবেশ নির্ব্বিশংকেন চিত্তেনাসুরসত্তমঃ॥ ৮২॥ ততো গিরিসুতা দূরাদায়ান্তং বীক্ষ্য চান্ধকং। মহেশ্বরবপুশ্ছন্নং প্রহারৈর্জর্জরচ্ছবিং॥ ৮৩॥ সুন্দঃ শৈলাদিরূপস্থমবষ্টভ্যাবিশত্ততঃ। তং দৃষ্ট্বা মালিনীং প্রাহ বয়স্যাং বিজয়াং জয়াং॥ ৮৪॥ জয়ে পশ্যস্ব দেবস্য মদর্থে বিগ্রহং কৃতং। শক্রভির্দ্দারুণতরৈস্তদুত্তিষ্ঠস্ব সত্বরং॥ ৮৫॥ ঘৃতমানয়

দোর্দণ্ড পরিভ্রামিত করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭১॥ তিনি তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় গণ ও অসুর সকল ভাবযুক্ত হইয়া তদীয় অনুবিধানে নৃত্য করিতে লাগিল॥ ৭২॥ অনন্তর ভগবান্ শম্ভু সন্ধ্যাবন্দন ও ইচ্ছানুসারে নৃত্য করিয়া, দানবগণের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন॥ ৭৩॥ তখন মহ বল সুরগণ সকলে মহাদেবের ভুজবলে রক্ষিত ও ভয়বর্জ্জিত হইয়া, দানবদিগের সকলকেই জয় করিলেন॥ ৭৪॥

স্বকীয় সৈন্য পরাজিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, এবং মহাদেবকে জয় করা সাধ্য নহে, ভাবিয়া অন্ধক সুন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক, বক্ষ্যমাণ বচনে কহিতে লাগিল॥ ৭৫॥ হে বীর সুন্দ! তুমি আমার ভ্রাতা। এবং সকল বিষয়েই বিশ্বাস্য। এইজন্য, তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া, যোগ্যানুরূপ অনুষ্ঠান কর॥ ৭৬॥ মহাত্মা মহাদেব কারণান্তর প্রযুক্ত অতিমাত্র সংগ্রামদক্ষ। তজ্জন্য তাঁহারে জয় করা সাধ্য নহে। এদিকে কিন্তু পদ্মলোচনা শৈলনন্দিনী আমার হৃদয়ে অহরহ জাগরূক রহিয়াছেন॥ ৭৭॥ অতএব, উত্থান কর, যেখানে সেই চারুহাসিনী গিরিনন্দনী বিরাজ করিতেছেন, তথায় গমন, এবং মহাদেবের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহারে মোহিত করি॥ ৭৮॥ তুমি মহাদেবের অনুচর গণেশ্বর নন্দির রূপ ধারণ কর। অনন্তর গমন ও তাহারে ভোগ করিয়া প্রমথ ও সুরদিগকে পরাজয় করিব॥ ৭৯॥

এইরূপ বাক্য প্রযোজিত হইলে, সুন্দ তাহাতে সম্মত হইয়া, নন্দির রূপ ধারণ ও অন্ধকও মহাদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল॥ ৮০॥ এইরূপে চমূপতি সুন্দ ও অসুরপতি অন্ধক নন্দী ও রুদ্র হইয়া, মন্দরপর্ব্বতে উপনীত হইল॥ ৮১॥ অনন্তর অন্ধক নন্দীরূপধারী সুন্দের হস্ত অবলম্বন করিয়া, নির্ব্বিশঙ্ক হৃদয়ে হরমন্দিরে প্রবেশ করিল॥ ৮২॥ প্রমথগণের বাণাঘাতে অন্ধকের ছবি জর্জরিত হইয়াছিল। সে মহাদেবের শরীরে ছন্ন হইয়া, ঐরূপে প্রবেশ করিলে, গিরিনন্দিনী দূর হইতে তাহারে দেখিতে পাইলেন॥ ৮৩॥ অনন্তর সুন্দ নন্দীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া, তথায় প্রবিষ্ট হইল। গিরিদুহিতা দর্শন করিয়া, বয়স্যা মালিনী, জয়া ও বিজয়া, ইহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ৮৪॥ অবলোকন কর; অতি দারুণ শত্রুগণ আমার জন্য মহাদেবের শরীর দারুণ করিয়াছে। অতএব, সত্বরে উত্থান কর॥ ৮৫॥ পৌরাণ ঘৃত, চীর,

গৌরাশং চীরঞ্চ লবণং দধি। ব্রণভঙ্গং করিষ্যামি স্বয়মেব পিনাকিনঃ ॥ ৮৬ ॥ কুরুষ্ব ত্বং যত্নং ত্বং ভর্ত্তুর্ব্রণবিনাশনং। ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সমুত্থায় বরাসনাৎ ॥ ৮৭ ॥ অভ্যুদ্যযৌ তদা ভক্ত্যা মত্বা বৃষধ্বজং। শরপত্রেণ তচ্ছিত্বা ভূয়শ্চিহ্নানি যত্নতঃ ॥ ৮৮ ॥ অন্বিষ্যেষ তদা গণ্ডভাবুভৌ পার্শ্বতঃ স্থিতৌ। সা জ্ঞাত্বা দানবং রৌদ্রং মায়াচ্ছাদিতবিগ্রহং ॥ ৮৯ ॥ অপযানং তদা চক্রে গিরিরাজসুতা মুনে। দেব্যাশ্চিন্তিতমাজ্ঞায় সুন্দস্যাক্ত্বান্ধকোঽসুরঃ ॥ ৯০ ॥ সমাদ্রবত্ত বেগেন হরকান্তাং বিভাবরীম্। সমাদ্রবত দৈতেয়ো যেন মার্গেণ সাগমৎ ॥ ৯১ ॥ কুর্ব্বতী চ তিরস্কারং পাদপপ্লুতৌ নিরাকুলা। তমাপতন্তং দৃষ্ট্বৈব গিরিজা প্রাদ্রবত্ত্বরাৎ ॥ ৯২ ॥ গৃহত্যক্ত্বা হ্যুপবনং সখীভিঃ সহিতা তদা। তত্র প্যনুজগামাসৌ মদান্ধো মুনিপুঙ্গব ॥ ৯৩ ॥ তথাপি ন শশাপৈনং তপসো গোপনায় যৎ। তদ্ভয়াদাবিশত্তোরী শ্বেতার্ককুসুমং শুচি ॥ ৯৪ ॥ বিজয়াদ্যা মহাগুল্মং সংপ্রযাতা লয়ং মুনে। নষ্টায়ামথ পার্ব্বত্যাং ভূয়ো হৈরণ্যলোচনিঃ ॥ ৯৫ ॥ সুন্দং হস্তে সমাদায় স্বসৈন্যং পুনরাগমৎ। অন্ধকে পুনরায়াতে স্ববলং মুনিসত্তম ॥ ৯৬ ॥ প্রাবর্ত্তত মহাযুদ্ধং প্রথমাসুরয়োরথ। ততো রণে সুরশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুশ্চক্রগদাধরঃ ॥ ৯৭ ॥ নির্জঘানাসুরবলং শঙ্করপ্রিয়কাম্যয়া। শার্ঙ্গচাপচ্যুতৈর্ব্বাণৈঃ সংস্মৃতা দানবর্ষভাঃ ॥ ৯৮ ॥ পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ বা ব্রহ্মপাদৈর্ঘনা ইব। গদয়া কাংশ্চিদবধীচ্চক্রেণান্যান্ জনার্দ্দনঃ ॥ ৯৯ ॥ খড়্গেন চ চকর্ত্তান্যান্ দৃষ্ট্যান্যান্ ভস্মসাৎ কৃতান্। হলেনাকৃষ্য চৈবান্যান্ মুসলেনাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১০০ ॥ গরুড়ঃ পক্ষপাতাভ্যাং তুণ্ডেনাপ্যুরসাহনৎ। স চ দিপুরুষো ধাতা পুরাণঃ প্রপিতামহঃ ॥ ১০১ ॥

দধি ও লবণ আনিয়া দাও। স্বয়ংই মহাদেবের ব্রণভঙ্গ করিব ॥ ৮৬ ॥ তুমি সত্বরে স্বামীর ব্রণ বিনাশে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া তিনি বরাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া ॥ ৮৭ ॥ ভক্তিসহকারে বৃষভধ্বজের ধ্যান করত, অভিগমন ও পুনরায় যত্নসহকারে শরপত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন ॥ ৮৮ ॥ অনন্তর অন্বেষণ করত, দেখিতে পাইলেন, তাহারা উভয়ে পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি সেই মায়াচ্ছাদিত কলেবর ভয়ঙ্কর দানবকে জানিতে পারিয়া ॥ ৮৯ ॥ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃতা হইলেন। অন্ধক দেবীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সুন্দকে ত্যাগ করিয়া ॥ ৯০ ॥ সবেগে সেই হরকান্তার অনুধাবন করিল। এবং তিনি যে পথে গমন করিলেন, সেই পথে যাইতে লাগিল ॥ ৯১ ॥ দেবী নিরাকুল হইয়া, পাদপান্তর প্রচ্ছাদন করিয়া চলিলেন। এবং অন্ধককে আগমন করিতে দেখিয়া, ভয়ার্ত্ত হইয়া, সবেগে ধাবমান হইলেন ॥ ৯২ ॥ তিনি সখীগণের সহিত গৃহ ত্যাগ করিয়া, উপবনে উপগত হইলে, হে মুনিপুঙ্গব! অন্ধক মদান্ধ হইয়া, সেখানেও তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৯৩ ॥ তথাপি তিনি তপোরক্ষণার্থ তাহারে শাপ দিলেন না। তাহার ভয়ে পরমপবিত্র শ্বেতার্ককুসুমমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯৪ ॥ তদ্দর্শনে বিজয়াদি সখীগণ সকলে মহাগুল্মমধ্যে লীন হইলেন।

পার্ব্বতী অন্তর্দ্ধান করিলে, অন্ধক সুন্দের ॥ ৯৫ ॥ হস্ত গ্রহণ করিয়া, পুনরায় স্বীয় সৈন্যমধ্যে সমাগত হইল। হে মুনিসত্তম! অন্ধক পুনরায় স্ববলে আগমন করিলে ॥ ৯৬ ॥ প্রমথ ও অসুরগণ তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু চক্র ও গদা ধারণ করিয়া ॥ ৯৭ ॥ মহাদেবের প্রিয়কামনাবিশংবদ হইয়া, অসুরদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান দানবগণ তদীয় শার্ঙ্গধনুর্বিনিঃসৃত শরজালে সম্যক্রূপে অনুস্মৃত হইল ॥ ৯৮ ॥ তিনি সেই বজ্রবিশিষ্ট অসুরের মধ্যে কাহাকে গদা দ্বারা ও কাহাকেও বা চক্রের আঘাতে নিহত করিলেন ॥ ৯৯ ॥ এবং অন্যান্য অসুরদিগের মধ্যে কাহাকে খড়্গপ্রহারে ছিন্ন ও কাহাকেও বা দৃষ্টি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এবং কাহাকে হল দ্বারা আকর্ষণ ও অন্যান্যদিগকে মুষলাঘাতে চূর্ণীকৃত করিলেন ॥ ১০০ ॥ তৎকালে গরুড় পক্ষ, তুণ্ড ও বক্ষস্থলের আঘাতে দৈত্যদিগকে দলন করিতে

ভ্রাময়ন্ বিপুলং পদ্মমভ্যষিঞ্চত বারিণা । সংস্পৃষ্টা ব্রহ্মতোয়েন সর্ব্বতীর্থময়েন হি ॥ ১০২ ॥ গণামরগণাস্তাসন্ নবা গণশতাধিকাঃ । দানবাস্তে চ তোয়েন সংস্পৃষ্টাশ্চাঘহারিণা ॥ ১০৩ ॥ সবাহনা লয়ং জগ্মুঃ কুলিশেনেব পর্ব্বতাঃ । দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহরী যুদ্ধে ঘাতয়ন্তৌ মহাসুরান্ ॥ ১০৪ ॥ শতক্রতুশ্চ দুদ্রাব যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ । তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য বলো দানবসত্তমঃ ॥ ১০৫ ॥ নত্বা দেবং গদাপাণিং বিমানস্থং চ পদ্মজং । ক্রমেণ চাভ্যবদ্যাদ্ধ্ং মুষ্টিমুদ্যম্য নারদ ॥১০৬॥ বলবান্ দানবপতিরজেয়ো দেবদানবৈঃ । তমাপতন্তং ত্রিদশেশ্বরস্তু দোর্ভ্যাং সহস্রেণ যথা বলেন ॥১০৭॥ বজ্রং পরিভ্রাম্য বলস্য মূর্দ্ধনি নিপাতয়ামাস সুরেশ্বরস্তু । বাঢ়ং স চাস্ত্রপ্রবরোপি বজ্রো জগাম চূর্ণং হি সহস্রধা মুনে ॥ ১০৮ ॥ বলোদ্রবদ্দৈত্যপতিশ্চ ভীতঃ পরাঙ্মুখোভূৎ সুররাজ্মহর্ষে । তং চাপি জম্ভো বিমুখং নিরীক্ষ্য ভূতৈর্বৃতো বাক্যমুবাচ চেদং ॥ ১০৯ ॥ তিষ্ঠস্ব রাজাসি চরাচরস্য ন রাজধর্ম্মে গদিতং পলায়নং । সহস্রাক্ষো জম্ভবাক্যং নিশম্য ভীতস্তূর্ণং বিষ্ণুমাগান্মহর্ষে । উপেত্যাথ শ্রূয়তাং বাক্যমীশ ত্বং বৈ নাথো ভূতভব্যস্য বিষ্ণো ॥ ১১০ ॥ জম্ভস্তর্জ্জয়তেত্যর্থং মাং নিরায়ুধমীক্ষ্য হি । আয়ুধং দেহি ভগবংস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১১১ ॥ তমুবাচ হরিঃ শক্রস্ত্যক্ত্বা বজ্রং ব্রজাধুনা । প্রার্থয়স্বায়ুধং বহ্নিং স তে দাস্যত্যসংশয়ং ॥ ১১২ ॥ জনার্দ্দনবচঃ শ্রুত্বা শক্রস্ত্বমিতবিক্রমঃ । শরণং পাবকমগাদিদং চোবাচ নারদ ॥ ১১৩ ॥

শক্র উবাচ । নিহতো মে বলং বজ্রঃ কৃশানো শতধা গতঃ । এষ চাহ্বয়তে জম্ভস্তস্মাদ্দেহ্যায়ুধং মম ॥ ১১৪ ॥

লাগিল । সকলের বিধাতা পুরাণ আদিপুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা ॥ ১০১ ॥ বিপুল পদ্ম ভ্রামিত ও সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করিলে, তাঁহার সেই সর্ব্বতীর্থময় সলিল সংস্পর্শে ॥ ১০২ ॥ গণ ও অমরগণ নবকলেবরধারণপূর্ব্বক গণশতাধিক হইয়া উঠিল । দানবগণ সেই পাপহারী সলিল স্পর্শমাত্র ॥ ১০৩ ॥ কুলিশস্পর্শে পর্ব্বতের ন্যায়, বাহনসমেত লয় পাইতে লাগিল ।

ব্রহ্মা ও হরি উভয়ে মহাসুরদিগকে সংগ্রামে সংহার করিতেছেন, দর্শন করিয়া ॥ ১০৪ ॥ শতক্রতু যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া, সবেগে ধাবমান হইলেন । দানবসত্তম বল তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ॥ ১০৫ ॥ গদাপাণি জনার্দ্দন ও বিমানবিহারী ব্রহ্মা উভয়কে যথাক্রমে প্রণাম করিয়া, মুষ্টি উদ্যত করত, যুদ্ধার্থ গমন করিল ॥ ১০৬ ॥ বলবান্ দানবপতি বল দেব ও দানবগণের অজেয় । ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র তাহারে আসিতে দেখিয়া ॥ ১০৭ ॥ বজ্রঘূর্ণনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে নিপাতিত করিলেন । তাহাতে সেই অস্ত্রপ্রধান বজ্রও সত্বরে সহস্র খণ্ড হইয়া গেল ॥ ১০৮ ॥ তখন বল ধাবমান হইলে, সুররাট ইন্দ্র ভীত ও পরাঙ্মুখ হইলেন । মহর্ষে ! তাঁহাকে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, ভূতগণে পরিবৃত জম্ভ কহিতে লাগিল ॥ ১০৯ ॥ তুমি চরাচরের রাজা ॥ রাজধর্ম্মে পলায়নের কথা নাই, অতএব অবস্থিতি কর । মহর্ষে ! সহস্রাক্ষ জম্ভের কথা শুনিয়া, ভীত হইয়া, সত্বরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন । এবং সকাশে গমন করিয়া, কহিলেন, হে ঈশ ! আপনি ভূত ও ভবিষ্যতের নাথ । আমার কথায় কর্ণপাত করুন ॥ ১১০ ॥ জম্ভ আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া, তর্জ্জন করিতেছে । অতএব, ভগবন্ ! আমারে আয়ুধ প্রদান করুন । আমি আপনার শরণাগত ॥ ১১১ ॥

ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে কহিলেন, ইন্দ্র ! তুমি অধুনা বজ্র ত্যাগ করিয়া, বহ্নির নিকট অস্ত্র প্রার্থনা কর । তিনি তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ১১২ ॥

অমিতবিক্রম ইন্দ্র জনার্দ্দনের কথা শুনিয়া, পাবকের শরণাগত হইয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ১১৩ ॥ হে কৃশানো ! আমার বজ্র প্রহারবেগে শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে । এ দিকে জম্ভ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে । অতএব আমারে আয়ুধ প্রদান কর ॥ ১১৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তমাহ ভগবান্ বহ্নিঃ প্রীতোঽস্মি তব বাসব। যত্ত্ব দর্পং পরিত্যজ্য মামেব শরণং গতঃ॥ ১১৫। ইত্যুচ্চার্য্য স্বশক্ত্যা স শক্তিং নিষ্ক্রাম্য ভাবতঃ। প্রাদাদিন্দ্রায় ভগবান্ রোচমানো দিবং গতঃ॥ ১১৬॥ আদাদায় তদা শক্তিং শতঘণ্টাং সুদারুণাং। প্রত্যুদ্যযৌ তদা জম্ভং হন্তুকামোঽরিমর্দ্দনঃ॥ ১১৭॥ তয়াভিসহিতঃ শক্রঃ সহ সৈন্যৈরভিক্রুতঃ। ক্রোধং চক্রে তদা জম্ভো নিজঘান গজাধিপং॥ ১১৮॥ জম্ভমুষ্টিনিপাতেন ভগ্নকুম্ভকটো গজঃ। নিপপাত যথা শৈলঃ শক্রবজ্রহতঃ পুরা॥ ১১৯॥ পতমানং গজেন্দ্রং তু শক্রশ্চাপ্লুত্য বেগবান্। ত্যক্ত্বৈব মন্দরগিরিং প্রযাতো বসুধাতলে॥ ১২০॥ তং পতন্তং হরিং সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ তদাব্রুবন্। মামা শক্রপতস্বাদ্য ভূতলে তিষ্ঠ বাসব॥ ১২১॥ স তেষাং বচনং শ্রুত্বা যোগী তস্থৌ ক্ষণং তদা। প্রাহ চৈতান্ কথং যোৎস্যে পতৈত্বৈ শক্রভিঃ সহ॥ ১২২॥ তমূচুর্দ্দেবগন্ধর্ব্বা মা বিষাদং ব্রজেশ্বর। যুধ্যস্ব ত্বং সমারুহ্য প্রেষয়ামো জগদ্রথং॥ ১২৩॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বিপুলং রথং স্বস্তিকলক্ষণং। বানরধ্বজসংযুক্তং সংহতৈর্হরিভির্যুতং॥ ১২৪॥ শুদ্ধজাম্বূনদময়ং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতং। শক্রায় প্রেষয়ামাসুর্ব্বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ॥ ১২৫॥ তমাগতমুদীক্ষ্যাথ হীনং সারথিনা হরিঃ। প্রাহ যোৎস্যে কথং যুদ্ধে সংযমিষ্যে কথং হয়ান্॥ ১২৬॥ যদি কশ্চিচ্চ সারথ্যং করিষ্যতি মমাধুনা। ততোঽহং ঘাতয়ে শক্রূনান্যথেতি কথঞ্চন॥ ১২৭॥ ততোক্রুবংস্তে গন্ধর্ব্বা নাস্মাকং সারথির্ব্বিভো। বিদ্যতে স্বয়মেবাশ্বান্ স্বয়ং সংযন্তুমর্হতি॥ ১২৮॥ ইত্যেবমুক্তে ভগবাংস্ত্যক্ত্বা স্যন্দনমুত্তমং। ক্ষ্মাতলং নিপপাতৈব পরিভ্রষ্টঃ সুরেশ্বরঃ॥ ১২৯॥ চলন্মৌলিং মুক্তকচং পরিভ্রষ্টায়ুধাম্বরং।

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ বহ্নি তাঁহারে কহিলেন, হে বাসব! আমি আপনার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়াছি। যেহেতু, আপনি স্বর্গত্যাগপুরঃসর আমার শরণাগত হইয়াছেন॥ ১১৫॥ এই প্রকার কহিয়া, তিনি স্বকীয় অসাধারণ প্রভাববলে আপনার শক্তি হইতে শক্তি নিষ্ক্রামিত করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদানপূর্ব্বক, রোচমান হইয়া, স্বর্গে সমাগত হইলেন॥ ১১৬॥

অরিমর্দ্দন ইন্দ্র সেই শতঘণ্টাসমন্বিত সুদারুণ শক্তি গ্রহণ করিয়া, জম্ভের নিধনসাধনমানসে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন॥ ১১৭॥ এইরূপে তিনি শক্তি সহিত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া, অভিক্রুত হইলে, জম্ভ জাতক্রোধ হইয়া, ঐরাবতকে আঘাত করিল॥ ১১৮॥ জম্ভের মুষ্টিপ্রহারে কুম্ভ ভগ্ন হইয়া গেলে। ঐরাবত ইন্দ্রের বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইল॥ ১১৯॥ গজেন্দ্র পতমান হইলে, শক্র সবেগে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহাকে ত্যাগ করিয়া, বসুধাতল আশ্রয় করিলেন॥ ১২০॥ তিনি পতিত হইতে লাগিলে, সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহারে বারম্বার প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, আপনি পতিত হইবেন না। অদ্য ভূতলে অবস্থিতি করুন॥ ১২১॥ যোগী ইন্দ্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি পতিত হইয়া, কিরূপে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব॥ ১২২॥ দেব ও গন্ধর্ব্বগণ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ঈশ্বর! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আমরা রথ প্রদান করিতেছি। আপনি তাহাতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করুন॥ ১২৩॥ এই বলিয়া, বিশ্বাবসুপ্রমুখ সেই গন্ধর্ব্বাদিগণ স্বস্তিকলক্ষণ বিপুল রথ ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ রথ বানরধ্বজসংযুক্ত, সংহত অশ্বগণে পরিচালিত, বিশুদ্ধ জাম্বূনদে বিনির্ম্মিত, এবং কিঙ্কিনীজালবিমণ্ডিত॥ ১২৪॥ ১২৫॥

ইন্দ্র সেই সারথিহীন রথ সমাগত দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি কথনই বা যুদ্ধ করিব, আর কথনই বা অশ্বদিগকে সংযমিত করিব?॥ ১২৬॥ যদি কেহ অধুনা আমার সারথ্য করে, তাহা হইলে, শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে পারি। নতুবা, কথনই পারিব না॥ ১২৭॥

গন্ধর্ব্ব কহিল, আমাদের সারথি নাই। অতএব স্বয়ং অশ্বদিগকে সংযমিত করুন॥ ১২৮॥ তাহারা এই কথা কহিলে, ভগবান্ শতক্রতু সেই সুপ্রশস্ত স্যন্দন ত্যাগ করিয়া, পরিভ্রষ্ট হইয়া,

তং পতন্তং সহস্রাক্ষং দৃষ্ট্বা ভূঃ সমকম্পত ॥ ১৩০ ॥ পৃথিব্যাং কম্পমানায়াং সমীপস্থা তপস্বিনী । ভার্য্যাব্রবীৎ প্রভো বালং বহিঃ কুরু যথাসুখং ॥ ১৩১ ॥ স তু ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কিমর্থমিতি চাব্রবীৎ । সা চাহ শ্রূয়তাং নাথ দৈবজ্ঞপরিভাবিতং ॥ ১৩২ ॥ যদেয়ং কম্পতে ভূমিস্তদা প্রক্ষিপ্যতে বহিঃ । যদাহৃতো মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তবেদ্দ্বিগুণং মুনে ॥ ১৩৩ ॥ এতদ্বাক্যং তদা শ্রুত্বা বালমাদায় পুত্রকম্ । নিরাশঙ্কো বহিঃ শীঘ্রং প্রাক্ষিপৎ ক্ষাতলে দ্বিজঃ ॥ ১৩৪ ॥ ভূয়ো গোযুগলার্থায় প্রবিষ্টো ভার্য্যয়া দ্বিজঃ । নিবারিতো যদা যাসীত্তব হানির্ভবিষ্যতি ॥ ১৩৫ ॥ ইত্যেবমুক্তে দেবর্ষির্বহির্নির্গম্য বেগবান্ । দদর্শ বালদ্বিতয়ং সমরূপমবস্থিতং ॥ ১৩৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবতাপূজাং ভার্য্যাঞ্চাদ্ভুতদর্শনাম্ । প্রাহ তত্ত্বং ন বিন্দামি যৎ পৃচ্ছামি বদস্ব তৎ ॥ ১৩৭ ॥ বালস্তাস্ত দ্বিতীয়স্ত কে ভবিষ্যদ্ গুণাঃ কিল । গালবেন তু যচ্চোক্তং কর্ম্ম তৎ কথয়াধুনা ॥ ১৩৮ ॥ সাব্রবীন্নাদ্য বক্ষ্যে বৈ বদিষ্যামি পুনঃ প্রভো । সোঽব্রবীদ্বদ চাদ্যৈব নোচেন্নাশ্নামি ভোজনং ॥ ১৩৯ ॥ সা প্রাহ শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ বদিষ্যে বচনং হিতং । কাতরণাদ্য যৎ পৃষ্টং হরের্বৃত্তান্তবেদয়ম্ ॥ ১৪০ ॥ ইত্যুক্তবতি বাক্যে চ বাল এব স্বচেতনঃ । হরের্জগাম সাহায্যং কর্ত্তুং রথবিশারদঃ ॥ ১৪১ ॥ তং ব্রজন্তং হি গন্ধর্ব্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ । জ্ঞাত্বেন্দ্রস্যৈব সাহায্যং তেজসা সমবর্দ্ধয়ন্ ॥ ১৪২ ॥ গন্ধর্ব্বতেজসা যুক্তঃ শিশুঃ শক্রং সমেত্য হি । প্রোবাচাভ্যেহি দেবেশ

রসাতলে পতিত হইলেন । ১২৯ ॥ তাঁহার মৌলি বিচলিত হইল, কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া পড়িল, এবং আয়ুধাস্পদ পরিভ্রষ্ট হইল । সহস্রাক্ষ পতিত হইলেন, দর্শন করিয়া, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৩০ ॥ পৃথিবী কম্পিত হইলে, কোন ব্রাহ্মণের সমীপচারিণী তপস্বিনী সহধর্ম্মিণী স্বামিকে কহিলেন, প্রভো ! আমাদের এই বালককে যথাসুখে বাহিরে লইয়া যান ॥ ১৩১ ॥ দ্বিজ পত্নীর কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিকারণে বাহিরে লইয়া যাইতে বলিতেছ ?

ভার্য্যা কহিলেন, নাথ ! শ্রবণ করুন । দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন ॥ ১৩২ ॥ পৃথিবী কম্পিত হইলে, তৎকালে যে বস্তুকে গৃহের বাহির করা যায়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তাহাই দ্বিগুণ হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥ এই কথা শুনিয়া, সেই দ্বিজ তৎক্ষণাৎ বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, নিঃশঙ্কিতচিত্তে শীঘ্র বাহিরে লইয়া গিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৩৪ ॥ পুনরায় গোযুগল গ্রহণ করিবার জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, ভার্য্যা তাঁহারে নিবারণ করিয়া কহিলেন, গোযুগলকে বাহির করিলে, আপনার হানি হইবে ॥ ১৩৫ ॥ ভার্য্যা এই কথা বলিলে, সেই দ্বিজ সবেগে বহির্গত হইয়া, দেখিলেন, পরস্পর-সমান-রূপবিশিষ্ট দুইটী বালক তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ১৩৬ ॥ দেবগণের পূজনীয় সেই দ্বিতীয় বালককে অবলোকন করিয়া, অদ্ভুতদর্শনা ভার্য্যারে কহিলেন, আমি জানি না, বলিয়াই তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; অতএব, তুমি বল ॥ ১৩৭ ॥ এই দ্বিতীয় বালক কীদৃশ-গুণসম্পন্ন হইবে ? এবং কিরূপ কর্ম্মের অনুসরণ করিবে । গালব উহা বলিয়াছেন । তুমি এক্ষণে আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর ॥ ১৩৮ ॥ ভার্য্যা কহিলেন, অদ্য আমি বলিব না ; সময়ান্তরে কহিব । দ্বিজ উত্তর করিলেন, অদ্যই বলিতে হইবে ; নচেৎ, আমি আহার করিব না ॥ ১৩৯ ॥ ভার্য্যা কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! শ্রবণ করুন, আপনি কাতর হইয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি ; এই বালক ইন্দ্রের সারথি হইবে ॥ ১৪০ ॥

ব্রাহ্মণী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই নিতান্ত মুগ্ধস্বভাব রথবিশারদ বালক ইন্দ্রের সাহায্য করিবার জন্য গমন করিল ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বাবসুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের সাহায্য হইবে, জানিয়া, গমনসময়ে সেই বালককে তেজঃ দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ১৪২ ॥ ঐ শিশু গন্ধর্ব্ব-

প্রিয়ো যন্তা ভবামি তে ॥ ১৪৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চ হরিঃ প্রাহ কস্য পুত্রোসি বালক। সংযং-স্যাসি কথং চাশ্বান্ সংশয়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ১৪৪ ॥ সোঽব্রবীচ্ছমীকপুত্রং মাং অভবং বিদ্ধি বাসব। গন্ধর্ব্বতেজসা যুক্তং বাজিযানবিশারদং ॥ ১৪৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ শক্রঃ খে বভৌ যোগিনাং বরঃ। স চাপি বিপ্রতনয়ো মাতলির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১৪৬ ॥ ততোধিরূঢ়ঃ স্বরথং শক্র-স্ত্রিদশপুঙ্গবঃ। রশ্মীন্ শমীকতনয়ো মাতলিঃ প্রগৃহীতবান্ ॥ ১৪৭ ॥ ততো মন্দরমাগম্য বিবেশ রিপুবাহিনীং। প্রবিশ্য দদৃশে শ্রীমান্ প্রথিতং কার্ম্মুকং মহৎ ॥ ১৪৮ ॥ সশরং পঞ্চবর্ণং তৎ সিতরক্তাসিতারুণং। পাণ্ডুচ্ছায়ং সুরশ্রেষ্ঠস্তজ্জগ্রাহ সমার্গণং ॥ ১৪৯ ॥ ততস্ত মনসা দেবান্ রজঃসত্ত্বতমোময়ান্। নমস্কৃত্য শরঞ্চাপে সাধিজ্যে বিনিযোজয়ৎ ॥ ১৫০ ॥ ততো নিশ্চেরুস্ত্বত্যুগ্রাঃ শরা বর্হণবাসসঃ। ব্রহ্মেশবিষ্ণুনামাঙ্কাঃ সূদয়ন্তোঽসুরান্ রণে ॥ ১৫১ ॥ আকাশং বিদিশঃ পৃথ্বীং দিশশ্চ স শরোৎকরৈঃ। সহস্রাক্ষোঽরিপক্ষাংশ্চ ছাদয়ামাস নারদ ॥ ১৫২ ॥ গজো বিদ্ধো-হয়ো ভিন্নঃ পৃথিব্যাং পতিতো রথী। মহামাত্রো ধরাং প্রাপ্তো জন্তুশ্চাপি শরাতুরঃ ॥ ১৫৩ ॥ পদাতিঃ পতিতো ভূমৌ শক্রমার্গণতাড়িতঃ। হতপ্রধানং ভূয়িষ্ঠং বলং তচ্চাভবদ্রণে ॥ ১৫৪ ॥ তং শক্রবাণাভিহতং দুরাসদং সৈন্যং সমালক্ষ্য তদা কুজম্ভঃ। জম্ভাসুরশ্চাপি সুরেশমব্যয়ং প্রজগ্মতুর্গৃহ্য গদে সুঘোরে ॥ ১৫৫ ॥ তাবাপতন্তৌ ভগবান্নিরীক্ষ্য সুদর্শনেনারিবিনাশনেন। বিষ্ণুঃ কুজম্ভং নিজঘান বেগাৎ স স্যন্দনাদ্গাং স্থপতদ্গতাসুঃ ॥ ১৫৬ ॥ তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি মাধবেন

তেজে আবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্রের সকাশে যাইয়া, কহিতে লাগিল, হে দেবেশ! আসুন, আমি আপনার প্রিয় সারথি হইব ॥ ১৪৩ ॥ ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া, তাহারে কহিলেন, অয়ি বালক! তুমি কাহার পুত্র? কিরূপেই বা অশ্বদিগকে সংযত করিবে? আমার সন্দেহ হইতেছে ॥ ১৪৪ ॥ বালক কহিল, আমি শমীকের পুত্র, পৃথিবীতে জন্মিয়াছি ও গন্ধর্ব্বগণের তেজে আবিষ্ট হইয়াছি। এবং অশ্বচালনে আমার সবিশেষ পারদর্শিতা আছে, জানিবেন। ১৪৫ ॥

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া, আকাশে বিরাজমান ও সেই বালকও মাতলিনামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ১৪৬ ॥ অনন্তর ত্রিদশপুঙ্গব বাসব সেই সুপ্রশস্ত রথে অধিরূঢ় হইলে, শমীকতনয় মাতলি অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪৭ ॥ তৎপরে ইন্দ্র মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়া, শত্রুগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া, সুবিশাল ও সুপ্রসিদ্ধ শরাসন দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪৮ ॥ ঐ শরাসন সিত, রক্ত অসিত ও অরুণ ইত্যাদি পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট এবং উহার প্রতিভা পাণ্ডুরবর্ণে রঞ্জিত। তিনি সেই সশর শরাসন গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥ এবং মনে মনে রজঃসত্ত্বতমোময় দেবগণকে প্রণাম করিয়া, গুণযোজনাসহকারে ঐ ধনুতে শর সন্ধিত করিলেন ॥ ১৫০ ॥ তখন তাহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নামাঙ্কিত বর্হিপত্রবিশিষ্ট অতুগ্র শর সকল বিনির্গত হইয়া, দানবদল দলন করিতে লাগিল ॥ ১৫১ ॥ সেই শরজালে তিনি দিক্, বিদিক্, আকাশ ও পৃথিবী এবং শত্রুপক্ষকে একবারেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫২ ॥ এবং গজসকলকে বিদ্ধ, হয়সকলকে বিদীর্ণ, ও রথীসকলকে ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এবং মহা-মাত্রকে ধরাসাৎ ও জন্তুকে আতুরভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন ॥ ১৫৩ ॥ তদীয় শরপরম্পরায় পরিতাড়িত হইয়া, পদাতিসকল পৃথিবীতে পতিত হইল। ক্ষণমধ্যেই রণস্থলে সেই সুবিশাল বাহিনী হতগণে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৫৪ ॥

দুরাসদ দৈত্যসৈন্য ইন্দ্রের বাণে অভিহত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, জম্ভ ও কুজম্ভ উভয়ে অতীবভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিয়া, সেই অবিনাশী দেবরাজের উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ১৫৫ ॥ ভগবান্ জনার্দ্দন তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া, শত্রুবিনাশন সুদর্শনের আঘাত করিলে, কুজম্ভ গতাসু হইয়া সবেগে স্যন্দন হইতে পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ১৫৬ ॥ জনার্দ্দন কর্তৃক

জম্ভস্ততঃ ক্রোধবশং জগাম ক্রোধান্বিতঃ শক্রমুপাদ্রবদ্রণে সিংহং যথৈণো হি বিপন্নবুদ্ধিঃ ॥ ১৫৭ ॥ তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য শক্রস্ত্যক্ত্বৈব চাপং সশরং মহাত্মা। জগ্রাহ শক্তিং যমদণ্ডকল্পাং শক্রাচাস্তকো জম্ভবধে সসর্জ ॥১৫৮॥ শক্তিঞ্চ ঘণ্টাস্বরসম্বনাং বৈ দৃষ্ট্বাপতন্তীং গদয়া জঘান। গদাঞ্চ কৃত্বা সহসৈব ভস্মসাদ্বিভেদ জম্ভং হৃদয়ে চ তূর্ণং ॥ ১৫৯ ॥ শক্ত্যা স ভিন্নো হৃদয়ে সুরারিঃ পপাত ভূম্যাং বিগতাসুরেব। তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং দৈত্যাস্ত ভীতা বিমুখা বভূবুঃ ॥১৬০॥ জম্ভে হতে দৈত্যবলে চ ভগ্নে গণাস্ত হৃষ্টা হরিমর্চয়ন্তঃ। বীর্য্যং প্রশংসন্তি শতক্রতোশ্চ স গোত্রভিৎ সর্ব্বমুপেত্য তস্থৌ ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে জম্ভকুজম্ভবধো নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। তস্মিংস্তদা দৈত্যবলে চ ভগ্নে শক্রোঽব্রবীদন্ধকমাসুরেন্দ্রং। এহ্যেহি বীরাদ্য গতা মহাসুরা যোৎস্যাম ভূয়ো হরমেত্য শৈলং ॥ ১ ॥ তমুবাচান্ধকো ব্রহ্মন্ সম্যক চ ভবতোদিতং। রণান্নৈবাপযাস্যামি কুলং ব্যপদিশন্ স্বয়ং ॥২॥ পশ্য ত্বং দ্বিজশার্দ্দূল মম বীর্য্যং সুদুর্দ্ধরং। দেবদানবগন্ধর্ব্বান্ জেষ্যে সেন্দ্রমহেশ্বরান্ ॥ ৩ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং হিরণ্যাক্ষসুতোঽন্ধকঃ। সমাশ্বাস্যাব্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ সারথিং মধুরাক্ষরং ॥ ৪ ॥ সারথে বাহয় রথং হরাভ্যাসং মহাবল। যাবন্নিহন্মি বাণৌঘৈঃ প্রমথানথ বাহিনীং ॥ ৫ ॥ ইত্যন্ধকবচঃ শ্রুত্বা সারথিস্তুরগাংস্তদা। কৃষ্ণবর্ণা-

---

ভ্রাতা নিহত হইলে, জম্ভ ক্রোধের বশতাপন্ন হইল। ক্রোধের বশতাপন্ন ও তজ্জন্য বিপন্নবুদ্ধি হইয়া, মৃগ যেমন সিংহের প্রতি, তদ্রূপ ইন্দ্রের বিপক্ষে গমন করিল। ১৫৭ ॥ মহাত্মা ইন্দ্র তাহাকে আপতিত অবলোকন করিয়া, সশর শরাসন ত্যাগ ও যমদণ্ড সদৃশী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক জম্ভের বধার্থ বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ১৫৮ ॥ সেই ঘণ্টাস্বরসমন্বিত শক্তি আগমন করিতেছে, দর্শন করিয়া,সে গদার আঘাত করিল। কিন্তু ঐ শক্তি গদা ছেদন করিয়া,তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ ও জম্ভের হৃদয় সত্বরে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১৫৯ ॥ শক্তির আঘাতে হৃদয় বিদারিত হইলে, সুরারি জম্ভ একবারেই গতাসু হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল। জম্ভ সংজ্ঞাহীন হইয়া, ভূতল আশ্রয় করিল, দেখিয়া দৈত্যগণ ভীত হইয়া, রণে পরাঙ্মুখ হইল ॥ ১৬০ ॥ জম্ভ নিহত ও দৈত্যসৈন্য রণে ভগ্ন হইলে, গণসকল তুষ্ট হইয়া, ইন্দ্রের অর্চ্চনা ও তদীয় বীর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন দেবরাজ মহাদেবের সমীপে গমন করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে জম্ভকুজম্ভবধনামক একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৬৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈত্যসৈন্য রণে ভঙ্গ দিলে, সুরেন্দ্র বাসব অসুরেন্দ্র অন্ধককে কহিলেন, মহাসুরসকল গমন করিয়াছে। আইস, অদ্য উভয়ে হরশৈল আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধ করিব ॥ ১ ॥ ব্রহ্মন্! অন্ধক উত্তর করিল, তুমি সর্ব্বথা সমীচীনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ। আমি স্বয়ং কুলধর্ম্ম রক্ষা করত, কখনই সংগ্রাম হইতে অপযান করিব না ॥ ২ ॥ হে দ্বিজশার্দ্দূল! তুমি আমার সুদুর্দ্ধর বীর্য্য অবলোকন কর। আমি ইন্দ্র ও মহেশ্বরের সহিত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করিতে পারি ॥ ৩ ॥ হিরণ্যাক্ষতনয় অন্ধক এইপ্রকার কহিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, সারথিকে মধুরাক্ষরে বিশেষরূপে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ অয়ি মহাবল সারথি! তুমি মহাদেবের সমীপে রথ লইয়া চল। আমি শরজালে সমুদায় প্রমথ ও বাহিনী বিনাশ করিব ॥ ৫ ॥

মহাকায়ান্ প্রেষয়ামাস তং মুনে ॥ ৬ ॥ তে যত্নতোপি তুরগাঃ প্রের্য্যমাণা হরং প্রতি। জঘনেষ-বসীদন্তঃ কৃচ্ছ্রেণোহুশ্চ তং রথং ॥ ৭ ॥ বহন্তস্তুরগা দৈত্যং প্রাপ্তাঃ প্রমথবাহিনীং। সংবৎ-সরেণ সাগ্রেণ বায়ুবেগসমা অপি ॥ ৮ ॥ ততঃ কার্ম্মুকমানম্য বালেন্দুসদৃশং দৃঢ়ং। নারাচৈঃ ছন্দয়ামাস সেন্দ্রোপেন্দ্রমহেশ্বরান্ ॥ ৯ ॥ বাণৈশ্ছাদিতমীক্ষ্যেব বলং ত্রৈলোক্যরক্ষিতা। সুরান্ প্রোবাচ ভগবাংশ্চক্রপাণির্জ্জনার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরুবাচ। কিং তিষ্ঠধ্বং সুরশ্রেষ্ঠা হতেনানেন শোভনং। তস্মাদযত্না ভবং যস্য ত্বরিতা বিজয়েপ্সবঃ ॥ ১১ ॥ শাস্যন্ত যস্য তুরগাঃ সমং রথকুটুম্বিনা। ভজ্যতাং স্যন্দনশ্চায়ং বিরথঃ ক্রিয়তাং রিপুঃ ॥ ১২ ॥ বিরথং তু কৃতং পশ্চাদেনং ধক্ষ্যতি শঙ্করঃ। নোপেক্ষ্যঃ শত্রুরুদ্রিক্তো দেবাচার্য্যেণ ধীমতা ॥ ১৩ ॥ ইত্যেবমুক্তাঃ প্রথমা বাসুদেবেন সামরাঃ। চক্রুর্ব্বেগং সহে-ন্দ্রেণ সমং চক্রধরেণ চ ॥ ১৪ ॥ তুরগাণাং সহস্রন্তু মেঘাভানাং জনার্দ্দন। নিমিষান্তরমাত্রেণ গদয়া স ব্যপোথয়ৎ ॥ ১৫ ॥ স মহাস্যন্দনাৎ স্কন্দঃ প্রগৃহ্য রথসারথিং। শক্ত্যা বিভেদ হৃদয়ে গতাসুর্ব্য-পতদ্ভুবি ॥ ১৬ ॥ বিনায়কাদ্যাঃ প্রমথাঃ সমং শক্রেণ দৈবতৈঃ। সধ্বজাক্ষং রথং চূর্ণমভঞ্জত তপোধন ॥ ১৭ ॥ সহসা স মহাতেজা বিরথস্ত্যক্তকার্ম্মুকঃ। গদামাদায় বলবানাভ্যদ্রবত দেবতাঃ ॥১৮॥ ততঃ সোঽষ্টৌ ক্রমান্ হত্বা মেঘগম্ভীরয়া গিরা। উবাচ বাক্যং দৈতেন্দ্রো মহাদেবং সহেতুমৎ ॥১৯॥ ভিক্ষো ভবান্ সহানীকস্ত্বসহায়োস্মি সাংপ্রতং। তথাপি ত্বাং বিজেষ্যামি পশ্য মেদ্য পরাক্রমং ॥ ২০ ॥ তদ্বাক্যং শঙ্করঃ শ্রুত্বা সেন্দ্রান্ সুরগণান্ গণান্। ব্রহ্মণা সহিতান্ সর্ব্বান্

অন্ধকের এই কথা শুনিয়া, সারথি কৃষ্ণবর্ণ মহাকায় অশ্বদিগকে মহাদেবের উদ্দেশে প্রেরণ করিল ॥ ৬ ॥ যত্নসহকারে প্রেরণ কর'তে, তাহারা অবসন্ন জঘনে অতিকষ্টে রথ বহন করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ তাহারা দৈত্যকে বহন করত, বায়ুর ন্যায় বেগে প্রমথবাহিনী প্রাপ্ত হইল। প্রাপ্ত হইতে এক বৎসর অতীত হইল ॥ ৮ ॥ অনন্তর দৈত্যপতি অন্ধক বালেন্দুসদৃশ, দৃঢ় শরাসন আনত করিয়া, নারাচ দ্বারা ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মহেশ্বরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা চক্রপাণি জনার্দ্দন বাণ দ্বারা সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত অবলোকন করিয়া, দেবগণকে কহিলেন ॥ ১০ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা কিজন্য বসিয়া আছ? এরূপে নিহত হওয়া, কোনমতেই ভাল দেখায় না। অতএব বিজয়বাসনাবশংবদ হইয়া, ত্বরাসহকারে শত্রুজয়ে কৃতযত্ন হও ॥ ১১ ॥ অন্ধকের সারথিসহিত অশ্বদিগকে শাসন করত রথ ভগ্ন করিয়া দাও এবং এই শত্রু অন্ধককে রথহীন কর ॥ ১২ ॥ রথহীন হইলে, পরে মহাদেব উঁহাকে দগ্ধ করিবেন। ধীমান্ দেবাচার্য্য বলিয়াছেন, উদ্রিক্ত শত্রুকে উপেক্ষা করিতে নাই ॥ ১৩ ॥

অমরগণসহিত প্রমথগণ বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তাঁহার ও মহেন্দ্রের সমভিব্যাহারে শত্রুসংহারে কৃতবেগ হইল ॥ ১৪ ॥ তখন ভগবান্ জনার্দ্দন নিমেষান্তরমাত্রেই গদার আঘাতে মেঘবর্ণ সহস্র অশ্ব বিনাশ করিলেন ॥ ১৫ ॥ স্কন্দ অন্ধকের সেই সুবিপুল রথ হইতে সারথিকে গ্রহণ করিয়া, শক্তিপ্রহারে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিলে, সে গতাসু হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ১৬ ॥ হে তপোধন! বিনায়কপ্রমুখ প্রমথগণ বাসুদেব ও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, ধ্বজ ও অক্ষ সহিত রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিল ॥ ১৭ ॥ অন্ধক তৎক্ষণাৎ বিরথ ও ত্যক্তকার্ম্মুক হইয়া, গদা গ্রহণ করিয়া, মহাতেজে ও মহাবলে দেবগণের অভিমুখীন হইল ॥ ১৮ ॥ এবং যথাক্রমে অষ্টদেবতাকে নিহত করিয়া, গম্ভীর স্বরে মহাদেবকে হেতুযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ হে ভিক্ষো! তুমি সৈন্যসহিত অবস্থিতি করিতেছ। আমি সম্প্রতি অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। তথাপি, তোমাকে পরাজয় করিব। অদ্য আমার পরাক্রম অবলোকন কর ॥ ২০ ॥

স্বশরীরে প্রবেশয়ৎ ॥ ২১ ॥ শরীরস্থাংস্তান্ প্রমথান্ কৃত্বা দেবাংশ্চ শঙ্করঃ। প্রাহ এহেহি দুষ্টাত্মন্নহমেকোঽপি সংস্থিতঃ ॥ ২২ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং সর্ব্বামরগণাক্ষয়ং। দৈত্যঃ শঙ্করমভ্যাগাদ্গদামাদায় বেগবান্ ॥ ২৩ ॥ তমাপতন্তং ভগবান্ দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা বৃষোত্তমং। শূলপাণির্গিরিপ্রস্থে পদাতিঃ প্রত্যতিষ্ঠত ॥ ২৪ ॥ বেগেনৈবাপতন্তং চ বিভেদোরসি ভৈরবঃ। দারুণং সুমহদ্যুদ্ধং কৃত্বা ত্রৈলোক্যভীষণং ॥ ২৫ ॥ দংষ্ট্রাকরালং রবিকোটিসন্নিভং মৃগারিচর্ম্মাভিবৃতং জটাধরং। ভুজঙ্গহারং মলপঙ্কধারিণং শার্দ্দূলবাহুং শিখিলোচনং কৃতং ॥ ২৬ ॥ এতাদৃশেন রূপেণ ভগবান্ ভূতভাবনঃ। বিভেদ শত্রূন্ শূলেন শুভদঃ শাশ্বতঃ শিবঃ ॥ ২৭ ॥ স শূলং ভৈরবং গৃহ্য ভিত্ত্বাপ্যুরসি দানবঃ। বিজহারাতি বেগেন ক্রোশমাত্রং মহামুনে ॥ ২৮ ॥ ততঃ কথঞ্চিদ্ভগবান্ সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। তূর্ণমুৎপাটয়ামাস শূলেন সগদং রিপুং ॥ ২৯ ॥ দৈত্যাধিপস্তু স গদাং হরমূর্দ্ধ্নি ন্যপাতয়ৎ। করাভ্যাং গৃহ্য শূলং চ সমুৎপত্যাথ দানবঃ ॥ ৩০ ॥ সংস্থিতশ্চ মহাযোগী সত্ত্বাধারঃ প্রজাপতিঃ। গদাপাতক্ষতাদ্ভূরি মূর্দ্ধ্নোঽস্য সৃগথাপতৎ ॥ ৩১ ॥ পূর্ব্বধারাসমুদ্ভূতো ভৈরবোঽগ্নিসমপ্রভঃ। বিদ্যারাজেতি বিখ্যাতঃ পদ্মমালাবিভূষিতঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যস্যাস্রুধিরাজ্জাতো ভৈরবঃ শূলভূষিতঃ। রুদ্রনামেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকৈস্তু পূজিতঃ ॥ ৩৩ ॥ অন্তরক্তাৎ সমুদ্ভূতং ভৈরবাণাং চতুষ্টয়ং। চণ্ডাদ্যেব কপাল্যন্তং খ্যাতং ভুবি যথাবুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ভূমিস্থাদ্রুধিরাজ্জাতো ভৈরবঃ শূলভূষিতঃ। খ্যাতো ললিতরাজেতি সৌভাঞ্জনসমপ্রভঃ ॥ ৩৫ ॥

মহাদেব তাহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সহিত সুরগণ ও গণসকলকে আপনার শরীরমধ্যে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ২১ ॥ তিনি প্রমথ ও মরুদ্দিগকে শরীরস্থ করিয়া, বারম্বার অন্ধককে বলিতে লাগিলেন, অয়ি দুরাত্মন্! আগমন কর; আমিও একাকী হইয়াছি ॥ ২২ ॥

দৈত্য এই অতীববিস্ময়াবহ ব্যাপার বিলোকন করিয়া, গদাগ্রহণপূর্ব্বক সবেগে শঙ্করের সকাশে সমাগত হইল ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ ভব তাহাকে আসিতে দেখিয়া, বৃষত্যাগ করিয়া, শূলহস্তে গিরিপ্রস্থে পাদচারে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ২৪ ॥ এবং ত্রৈলোক্যের ভয়জনন, অতীব তুমুল ও দারুণ যুদ্ধ করিয়া, সবেগে সমাগত অন্ধকের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে তিনি দংষ্ট্রাকরাল, সূর্য্যকোটিসন্নিভ, সিংহচর্ম্মে পরিবৃত, জটাজূটমণ্ডিত, ভুজগহারভূষিত, মলপংকসমন্বিত, ব্যাঘ্রের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট ও অগ্নির ন্যায় লোচনসম্পন্ন রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৫॥২৬ ॥ সেই ভগবান্ ভূতভাবন ভব এতাদৃশ রূপ আবিষ্কৃত করিয়া, শূলপ্রহারে শত্রুদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি শাশ্বত, শুভদ ও শিবস্বরূপ ॥ ২৭ ॥ হে মহামুনে! দানব সেই ভয়ঙ্কর শূল গ্রহণপূর্ব্বক মহাদেবের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, অতিবেগে ক্রোশমাত্র বিহার করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর ভগবান্ কথঞ্চিৎ আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংস্তম্ভিত করিয়া, শূলপ্রহারপূর্ব্বক সত্বরে সেই গদাসহিত শত্রুকে সমুৎপাটিত করিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন দৈত্যপতি অন্ধক হস্তযুগলসহায়ে শূলগ্রহণ ও সমুৎপতনপূর্ব্বক মহাদেবের মস্তকে গদা নিপাতিত করিল ॥ ৩০ ॥ সত্ত্বগুণের আধার, মহাযোগী, প্রজাপতি মহাদেব সেই আঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার মস্তকে, গদাপাতজনিত ক্ষত হইতে ভূরি পরিমাণে রক্ত বহির্গত হইল ॥ ৩১ ॥ তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকস্থ ধারা হইতে অগ্নিসম-প্রভাবিশিষ্ট, পদ্মমালাবিভূষিত, বিদ্যারাজনামে বিখ্যাত ভৈরব প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৩২ ॥ অন্য ধারা হইতে রুদ্রনামে বিখ্যাত, সর্ব্বলোকপূজিত, শূলভূষিত ভৈরব জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অপর শোণিতধারা হইতে ভৈরবচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের নাম বিদ্বানসমাজে চণ্ড ও কপালাদি বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৩৪ ॥ ভূমিস্থিত রুধির হইতে সৌভাঞ্জনসমপ্রভ শূলভূষিত ভৈরব অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের নাম ললিতরাজ ॥ ৩৫ ॥ এইরূপে তাঁহাকে সপ্তরূপ ভৈরব

এবং হি সপ্তরূপোঽসৌ কথ্যতে ভৈরবো মুনে। বিঘ্নরাজোঽষ্টমঃ প্রোক্তো ভৈরবাষ্টকমুচ্যতে ॥৩৬॥ ততো মহাত্মনা তেন শূলপ্রোতো মহাসুরঃ। ছত্রবদ্ধারিতো ব্রহ্মন্নিন্দ্রায়ুধসমপ্রভঃ ॥ ৩৭ ॥ তদস্রমুল্বণং ব্রহ্মন্ শূলভেদাদবাপতৎ। যেনাকণ্ঠং মহাদেবো মগ্নঃ স সপ্তমূর্ত্তিমান্ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ স্বেদোঽভবদ্ভূরি শ্রমজঃ শঙ্করস্য তু। ললাটফলকাত্তস্মাজ্জাতা কন্যাসৃগাপ্লুতা ॥ ৩৯ ॥ যত্তু ভূম্যাং পপাত বিপ্র স্বেদবিন্দুর্বিদারণাৎ। তস্মাদঙ্গারপুঞ্জাভো বালকঃ সমজায়ত ॥ ৪০ ॥ স চাপি তৃষিতোঽত্যর্থং পপৌ রুধিরমান্ধকং। কন্যা চোৎকৃতসংজাতা অসৃক্ চাবলিহদ্দ্রুতা ॥ ৪১ ॥ তত্তামাহ দেবেশো বালার্কসদৃশপ্রভাং। শঙ্করো বরদো লোকে শ্রেয়োঽর্থং হি বচো মহৎ ॥ ৪২ ॥ ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি সুরা মহর্ষি পিতরস্তথা। যক্ষবিদ্যাধরাশ্চৈব মানবাশ্চ শুভঙ্করি ॥ ৪৩ ॥ ত্বাং স্তোষ্যন্তি ন সন্দেহো বলিপুষ্পোৎকরোৎকরৈঃ। চর্চ্চিকেতি শুভন্নাম যস্মাদ্রুধির চর্চ্চিতা ॥ ৪৪ ॥ ইত্যেবমুক্তা বরদেন চর্চ্চিকা ভূয়োঽনুযাতা গিরিবিন্ধ্যবাসিনীম্। মহীং সমস্তাদ্বিচচার সুন্দরী স্থানং গতা হিঙ্গুলকাদ্রিমুত্তমং ॥ ৪৫ ॥ তস্যাং গতায়াং বরদঃ কুজস্য প্রাদাদ্বরং সর্ব্ববরোত্তমং যৎ। গ্রহাধিপত্যং জগতঃ শুভাশুভং ভবিষ্যতে তে ব্যসনং গ্রহাদ্যৈঃ ॥ ৪৬ ॥ হরোঽন্ধকং বর্ষসহস্রমাত্রং দিব্যং স্বনেত্রার্কহুতাশনেন। চকার সংশুষ্কবলং সশোণিতং ত্বগস্থিশেষং ভগবান্ স ভৈরবঃ ॥ ৪৭ ॥ তস্যাগ্নিনা শম্ভুসমুদ্ভবেন স মুক্তপাপো সুররাট্ বভূব। ততঃ প্রজানা

বলিয়া থাকে। অষ্টম ভৈরবের নাম বিঘ্নরাজ। সর্ব্বসমেত ভৈরবাষ্টক কথিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্! অনন্তর মহাত্মা মহাদেব মহাসুরকে শূলপ্রোত করিয়া, ছত্রবৎ ধারণ করিলে, ইন্দ্রায়ুধের ন্যায়, তাহার শোভা হইল ॥ ৩৭ ॥ তৎকালে শূলভেদ হইতে যে শোণিত নিপতিত হইল, তদ্দ্বারা সপ্তমূর্ত্তি মহাদেবের কণ্ঠ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া গেল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর পরিশ্রমবশতঃ শঙ্করের ললাটফলক হইতে রাশি রাশি ঘর্ম্ম বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহা হইতে শোণিত-পরিপ্লুতা কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৩৯ ॥ তন্মধ্যে তাঁহার যে স্বেদবিন্দু ভূমিতে নিপতিত হইল, তাহা হইতে অঙ্গারপুঞ্জসন্নিভ বালক অবতরণ করিল ॥ ৪০ ॥ ঐ বালক তৃষিত হইয়া, অন্ধকের শোণিত পান করিতে লাগিল। তৎকালে উৎকৃত হইতে সমুদ্ভূত কন্যাও সবেগে অসৃকলেহনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর সকলের বরদাতা, দেবদেব শঙ্কর সেই বালার্কসদৃশপ্রভাশালিনী কন্যারে শ্রেয়ঃসাধনার্থ উদারবাক্যে কহিলেন ॥ ৪২ ॥ মহর্ষিগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ এবং যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ ও মানবগণ তোমার পূজা করিবে ॥ ৪৩ ॥ হে শুভঙ্করি! তাহারা সকলেই বলি ও পুষ্পোৎকর প্রদানপুরঃসর ত্বদীয় সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। যেহেতু, তুমি রুধিরে চর্চ্চিতা হইয়াছ, সেইহেতু, তোমার নাম চর্চ্চিকা হইবে ॥ ৪৪ ॥

বরদ মহাদেব এইরূপ কহিলে, সুন্দরী চর্চ্চিকা গিরিবর বিন্ধ্যে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর পুনরায় প্রস্থান করিয়া, পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বিচরণ করিতে করিতে, হিঙ্গুলকপর্ব্বতে গমন করিল ॥ ৪৫ ॥ চর্চ্চিকা গমন করিলে, বরদ মহাদেব কুজকে সর্ব্ববরোত্তম বর দিয়া কহিলেন, তুমি গ্রহাধিপতি হইয়া, জগতের শুভাশুভ বিধান করিবে। গ্রহান্তরকর্ত্তৃক তোমার কখন বিপৎ উপস্থিত হইবে না ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব দিব্যবর্ষসহস্রমাত্রে আপনার নেত্রোত্থিত হুতাশন ও সূর্য্য দ্বারা অন্ধকের বলশোষণ ও শোণিত নিঃশেষিত করিয়া, ত্বক্ ও অস্থিমাত্র অবশেষ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ শম্ভুসমুদ্ভূত অগ্নির সংস্পর্শে তাহার সমুদায় পাপ পরিহৃত হইল। তখন সে প্রজাগণের ঈশ্বর,

বহুরূপমীশং নাথং হি সর্ব্বস্য চরাচরস্য॥ ৪৮॥ জ্ঞাত্বাথ সর্ব্বেশ্বরমীশমব্যয়ং ত্রৈলোক্যনাথং বরদং বরেণ্যং। সর্ব্বৈঃ সুরাদ্যৈর্নতমীড্যমাদ্যং ততোহন্ধকঃ স্তোত্রমিদঞ্চকার॥ ৪৯॥

অন্ধক উবাচ। নমোহস্তু তে ভৈরব ভীমমূর্ত্তে ত্রৈলোক্যগোপ্ত্রে সিতশূলপাণে। কপালপাণে ভুজগেশহার ত্রিনেত্র মাং পাহি বিপন্নবুদ্ধিং॥ ৫০॥ জয়স্ব সর্ব্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে সুরাসুরৈর্ব্বন্দিত-পাদপীঠ। ত্রৈলোক্যমাতর্গুরবে বৃষাঙ্ক ভীতঃ শরণ্যং শরণাগতোহস্মি॥ ৫১॥ ত্বাং নাথ দেবাঃ শিবমীরয়ন্তি সিদ্ধা হরং স্থাণু মহর্ষয়শ্চ। ভীমঞ্চ যক্ষা মনুজা মহেশ্বরং ভূতানি ভূতাধিপমুচ্চরন্তি॥৫২॥ নিশাচরাস্তূগ্রমুপাচরন্তি ভবেতি পুণ্যাঃ পিতরো নমস্তে। দাসোহস্মি তুভ্যং হর পাহি মহ্যং পাপক্ষয়ং মে কুরু লোকনাথ॥ ৫৩॥ ভবাংস্ত্রিদেবস্ত্রিযুগস্ত্রিধর্ম্মাত্রিপুষ্করশ্চাসি বিভো ত্রিনেত্র। ত্রয্যারুণিস্ত্বং শ্রুতিরব্যয়াত্মা পুনীহি মাং ত্বাং শরণং গতোহস্মি॥ ৫৪॥ ত্রিণাচিকেতস্ত্রিপদপ্রতিষ্ঠঃ ষড়ঙ্গবিৎ স্ত্রীবিষয়েষলুব্ধঃ। ত্রৈলোক্যনাথোহসি পুনীহি শম্ভো দাসোহস্মি ভীতঃ শরণাগতস্তে॥ ৫৫॥ কৃতো মহাশঙ্কর তেঽপরাধো ময়া মহাভূতপতে গিরীশ। কামারিণা নির্জ্জিতমানসেন প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা নতোহস্মি॥ ৫৬॥ পাপোহহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ সর্ব্বপাপহরো ভব॥ ৫৭॥ মম নৈবাপরাধোঽস্তি ত্বয়া বৈ তাদৃশোঽপ্যহং। স্পৃষ্টঃ পাপসমাচারো মাং প্রসন্নো ভবেশ্বর॥ ৫৮॥ ত্বং কর্ত্তা চৈব ধাতা চ জয় ত্বং চ মহাজয়। ত্বং মঙ্গল্যস্ত্বমোঙ্কারস্ত্ব-

---

চরাচর জগতের নাথ, বহুরূপধর॥ ৪৮॥ সর্ব্বেশ্বর, অবিনশ্বর, ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা, সকলের বরদাতা,বরেণ্য,সকল লোকের নিয়ামক, সুর প্রমুখ সকলের বন্দনীয় ও নমস্কৃত এবং সকলের আদি মহাদেবকে অবগত হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিল॥৪৯॥ তুমি ভৈরব ও ভীমমূর্ত্তি, তুমি ত্রৈলোক্যের গোপ্তা এবং তুমি সুশাণিত শূল ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি কপালপাণি; তুমি বাসুকিরূপ হারে বিমণ্ডিত, তুমি ত্রিনেত্র; তোমাকে নমস্কার। আমার বুদ্ধি বিপন্ন হইয়াছে; আমারে রক্ষা কর॥ ৫০॥ তুমি সকলের ঈশ্বর। তুমি বিশ্বমূর্ত্তি। সুরাসুর সকলেই তোমার পাদপীঠের বন্দনা করে; তোমার জয় হউক। তুমি ত্রৈলোক্যের জননী ও গুরু; তুমি বৃষাঙ্ক। তুমি সকলের শরণদাতা; এইজন্য, আমি ভীত হইয়া, তোমার শরণাগত হইলাম॥ ৫১॥ হে নাথ! দেবগণ তোমাকে শিবনামে নির্দ্দেশ ও সিদ্ধগণ তোমাকে হরনামে উল্লেখ করেন; মহর্ষিগণ তোমাকে স্থাণু বলিয়া থাকেন, যক্ষগণ তোমাকে ভীমনামে ও মনুজগণ মহেশ্বরনামে ও ভূতগণ ভূতাধিপনামে কীর্ত্তন করে॥ ৫২॥ এবং নিশাচরগণ তোমাকে উগ্র ও পরমপবিত্রস্বভাব পিতৃগণ তোমাকে ভবশব্দে আখ্যাত করিয়া থাকেন; তোমাকে নমস্কার। হে হর! আমি তোমার দাস; আমাকে রক্ষা কর। হে লোকনাথ! আমার পাপ ক্ষয় কর॥ ৫৩॥ তুমি ত্রিদেব ও ত্রিযুগ; তুমি ত্রিধর্ম্মা ও ত্রিপুষ্কর; তুমি ত্রিনেত্র ও সর্ব্বব্যাপী; তুমি ত্রয্যারুণি শ্রুতিস্বরূপ; তুমি অব্যয়াত্মা; আমি তোমার শরণাগত হইলাম; আমারে রক্ষা কর॥ ৫৪॥ তুমি ত্রিনাচিকেত ও ত্রিপদপ্রতিষ্ঠ; তুমি ষড়ঙ্গবিৎ ও স্ত্রীবিষয়ে লোভশূন্য; তুমি ত্রিলোকীর নাথ; আমারে পবিত্র কর। হে শম্ভো! আমি তোমার দাস। সম্প্রতি ভয়যোজিত হইয়া, তোমার শরণাগত হইয়াছি; আমাকে রক্ষা কর॥ ৫৫॥ হে মহাশঙ্কর! হে মহাভূতপতে। হে গিরিশ! আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি। অধুনা, আমার মন নির্জ্জিত ও কামের বিপক্ষে উত্থিত হইয়াছে; তৎসহায়ে মস্তক দ্বারা আমি প্রণাম করিয়া, তোমারে প্রসন্ন করিতেছি॥ ৫৬॥ আমি পাপস্বরূপ, পাপ-কর্ম্মা, পাপাত্মা ও পাপসম্ভব। তুমি সর্ব্বপাপ বিনাশ করিয়া থাক। অতএব হে দেবদেবেশ! আমারে পরিত্রাণ কর॥ ৫৭॥ আমার অপরাধ নাই; আপনিই আমারে স্পর্শ করিয়া, তাদৃশ পাপসমাচার করিয়াছেন। এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ৫৮॥ তুমি কর্ত্তা ও ধাতা;

মীশানোব্যয়ো ধ্রুবঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকৃন্নাথস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং মহেশ্বরঃ। ত্বমিন্দ্রস্ত্বং বষট্‌কারো ধর্মস্ত্বং তুষিতোত্তম ॥ ৬০ ॥ সূক্ষ্মস্ত্বং ব্যক্তরূপস্ত্বং ত্বমব্যক্তশ্চ ধীবরঃ। ত্বয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ ৬১ ॥ ত্বমাদিরন্তো মধ্যং চ ত্বমেব চ সহস্রপাৎ। বিজয়স্ত্বং সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষো মহাভুজঃ ॥ ৬২ ॥ অনন্তঃ সর্ব্বগো ব্যাপী হংসঃ পুণ্যাধিকোচ্যুতঃ। গীর্ব্বাণপতিরব্যগ্রো রুদ্রঃ পশুপতিঃ শিবঃ ॥ ৬৩ ॥ ত্রৈবিদ্যস্ত্বং জিতক্রোধো জিতারাতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। জয়শ্চ শূলপাণিস্ত্বং পাহি মাং শরণাগতং ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্থং মহেশ্বরো ব্রহ্মন্ স্তুতো দৈত্যাধিপেন তু। প্রীতিযুক্তঃ পিঙ্গলাক্ষো হৈরণ্যাক্ষমুবাচ হ ॥ ৬৫ ॥ প্রীতোস্মি দানবপতে পরিতুষ্টোস্মি চান্ধক। বরং বরয় ভদ্রন্তে যমিচ্ছসি দদামি তং ॥ ৬৬ ॥

অন্ধক উবাচ। অম্বিকা জননী মহ্যং ভবান্ বৈ ত্র্যম্বকঃ পিতা। বন্দামি চরণৌ মাতুর্মাননীয়া মমাধিকং ॥ ৬৭ ॥ বরদো হি যদীশানস্তদযাতু বিপুলং মম। শারীরং মানসং বাপি দুষ্কৃতং দুর্ব্বিচিন্তিতং ॥ ৬৮ ॥ তথা মে দানবো ভাবো ব্যপয়াতু মহেশ্বর। স্থিরা তু তব ভক্তিশ্চ বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৯ ॥

মহাদেব উবাচ। এবং ভবতু দৈত্যেন্দ্র পাপং তে যাতু সংক্ষয়ং। মুক্তোপি দৈত্যভাবাচ্চ ভৃঙ্গীগণপতির্ভব ॥ ৭০ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বরদো মুদাগ্রাদবতার্য্য তং। নির্ম্মার্জ্জয়িত্বা হস্তেন কৃত্বা নিৰ্ব্রণমন্ধকং ॥ ৭১ ॥ ততশ্চ দেবতা দেহাদ্ ব্রহ্মাদীনাজুহাব সঃ। তে নিশ্চেরুর্ম্মহাত্মানো

তুমি জয় ও মহাজয়; তুমি মঙ্গল; তুমি ওংকার; তুমি ঈশান, অব্যয় ও ধ্রুবস্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু; তুমি মহেশ্বর; তুমি ইন্দ্র; তুমি বষট্‌কার, তুমি ধর্ম্ম; তুমি তুষিত ॥ ৬০ ॥ তুমি সূক্ষ্মস্বরূপ; তুমি ব্যক্তস্বরূপ; তুমি অব্যক্তস্বরূপ; তুমি ধী-বর; তুমি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছ ॥ ৬১ ॥ তুমি আদি; তুমি অন্ত, তুমি মধ্য, তুমি সহস্রপাদ, তুমি বিজয়, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি বিরূপাক্ষ, তুমি মহাভুজ ॥ ৬২ ॥ তুমি অনন্ত, তুমি সর্ব্বগ, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি হংস, তুমি পুণ্যাধিক, তুমি অচ্যুত, তুমি গীর্ব্বাণপতি, তুমি অব্যগ্র, তুমি রুদ্র, তুমি পশুপতি, তুমি শিব ॥ ৬৩ ॥ তুমি ত্রৈবিদ্য, তুমি জিতক্রোধ, তুমি জিতারাতি, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি জয়স্বরূপ, তুমি শূলপাণি; আমি তোমার শরণাগত; আমায় রক্ষা কর ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! দৈত্যপতি এইরূপে স্তব করিলে, পশুপতি প্রীতিমান্ হইলেন। অনন্তর পিঙ্গলাক্ষ মহেশ্বর হৈরণ্যাক্ষ অসুরেশ্বরকে কহিলেন ॥ ৬৫ ॥ হে দানবপতি অন্ধক! আমি প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে যাহা ইচ্ছা, বর প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব ॥ ৬৬ ॥ অন্ধক কহিল, অম্বিকা আমার জননী। আপনি আমার পিতা। তন্মধ্যে জননী আমার অধিকতর মাননীয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিতেছি ॥ ৬৭ ॥ হে ঈশান! যদি বরদান করিবেন, তাহা হইলে, আমার শারীরিক ও মানসিক দুষ্কৃতি ও দুর্ব্বিচিন্তিত দূরীকৃত হউক ॥ ৬৮ ॥ হে মহেশ্বর! আমার দানবভাবও যেন ব্যপনীত হয়। এবং আমি যেন আপনার প্রতি অচলা ভক্তি লাভ করি। এই বর আমাকে প্রদান করুন ॥ ৬৯ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। তোমার সমুদায় পাপের ক্ষয় হইবে। তুমি দৈত্যভাব হইতে মুক্ত হইলে। এবং গণপতি ভৃঙ্গী হইবে ॥ ৭০ ॥ এই বলিয়া বরদ মহাদেব হর্ষভরে অন্ধককে শূলাগ্র হইতে অবতারিত ও হস্ত দ্বারা নির্ম্মার্জ্জিত করিয়া, ব্রণবিবর্জ্জিত করিলেন ॥ ৭১ ॥ অনন্তর রুদ্র ব্রহ্মাদি দেবগণকে দেহমধ্য হইতে আহ্বান

নমস্তস্ত্রিলোচনং ॥ ৭২ ॥ গণান্ সনন্দীনাহূয় সন্নিবেশ্য তথাগ্রতঃ । ভৃঙ্গিণং দর্শয়ামাস ক্রমশেষোঽন্ধকেতি হি ॥ ৭৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা দানবপতিং সংশুষ্কপিশিতং রিপুং । গণাধিপত্যমাপন্নং প্রশশংসুর্বৃষধ্বজং ॥ ৭৪ ॥ ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্ সংপরিষজ্য দেবতাঃ । গচ্ছধ্বং স্থানি ধিষ্ণ্যানি ভুঙ্ক্ষধ্বং ত্রিবিধং সুখং ॥ ৭৫ ॥ সহস্রাক্ষোঽপি সংযাতু পর্ব্বতং মলয়ং শুভং । তত্র স্বকার্য্যং কৃত্বৈব পশ্চাদযাতু ত্রিবিষ্টপং ॥ ৭৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা ত্রিদশান্ সমাভাষ্য ব্যসর্জ্জয়ৎ । পিতামহং নমস্কৃত্য পরিষজ্য জনার্দ্দনং ॥ ৭৭ ॥ মহেন্দ্রো মলয়ং গত্বা কৃত্বা কার্য্যং দিবং গতঃ । গতেষু শক্রপ্রাদ্যেষু ভগবান্ সংস্থিতঃ শিবঃ ॥ ৭৮ ॥ বিসর্জ্জয়ামাস গণান্ তন্মধ্যে যথা হরঃ । গণাশ্চ শঙ্করং দৃষ্ট্বা স্বং স্বং বাহনমাস্থিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ জগ্মুস্তে শুভলোকাংশ্চ স্বস্বস্থানেষু নারদ । যত্র কামদুঘা গাবঃ সর্ব্বকামফলদ্রুমাঃ ॥ ৮০ ॥ নদ্যস্ত্বমৃতবাহিন্যো হ্রদাঃ পায়সকর্দ্দমাঃ । স্বাং স্বাং গতিং প্রয়াতেষু প্রমথেষু মহেশ্বরঃ ॥ ৮১ ॥ সমাদায়ান্ধকং হস্তে নন্দীশৈলং সমাগতঃ । স্তাভ্যাং বর্ষ হস্রাভ্যাং পুনরায়াদ্ধয়ো গৃহং । ৮২ ॥ দদৃশে চ গিরেঃ পুত্রীং শ্বেতার্ককুসুমস্থিতাং । সমায়ান্তং নিরীক্ষ্যৈব সর্ব্বলক্ষণসংযুতং ॥ ৮৩ ॥ ত্যক্ত্বার্ককুসুমং তূর্ণং সখীস্তাঃ সমুপাহ্বয়ৎ । সমাহূতাশ্চ দেব্যা তা জয়াদ্যা তূর্ণমাগমন্ ॥ ৮৪ ॥ যাভিঃ পরিবৃতাতস্থৌ হরদর্শনলালসা । ততস্ত্রিনেত্রো গিরিজাং দৃষ্ট্বা হ্যন্ধকদানবং ॥ ৮৫ ॥ নন্দিনং চ তথা হর্ষাদালিঙ্গচ্চ গিরেঃ সুতাং । অথোবাচৈব দাসস্তে কৃতো দেবি ময়ান্ধকঃ ॥ ৮৬ ॥ পশ্যস্ব প্রতিযাতং হি সস্তুতং চারুহাসিনিঃ

করিলে, তাঁহারা বিনির্গত হইয়া, তাঁহারে নমস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ তদনন্তর তিনি নন্দীর সহিত গণসকলকে আহ্বান ও সম্মুখে সন্নিবেশিত করিয়া, ভৃঙ্গীকে দেখাইয়া বলিলেন, এই সেই অন্ধক ॥ ৭৩ ॥ দানবপতির মাংস শুষ্ক হইয়াছিল। এবং সে গণাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া, সকলে বৃষধ্বজের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥ অনন্তর ভগবান্ ভব দেবগণকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, তোমরা স্ব স্ব স্থানে গমন ও ত্রিবিধ সুখসম্ভোগ কর ॥ ৭৫ ॥ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র মলয়পর্ব্বতে গমন করুন। তথায় স্বকার্য্যসাধন করিয়া পরে স্বর্গে সমাগত হইবেন ॥ ৭৬ ॥ এই বলিয়া তিনি দেবগণকে সম্ভাষণ, পিতামহকে নমস্কার ও জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, বিদায় দিলেন ॥ ৭৭ ॥ তখন দেবরাজ মলয়পর্ব্বতে গমন ও স্বকার্য্য সাধন করিয়া, স্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

শক্রপ্রমুখ দেবগণ গমন করিলে, ভগবান শঙ্কর সুখাসীন হইয়া, গণসকলকেও বিদায় দিলেন। তখন তাহারা মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, স্ব স্ব বাহনে অধিরূঢ় হইয়া ॥ ৭৯ ॥ শুভলোকসকলে অধিষ্ঠিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ঐ সকল লোকে গোসকল কামদোহন করিয়া থাকে। বৃক্ষসকলও সর্ব্ববিধ কামফল প্রসব করে ॥ ৮০ ॥ নদীসকল অমৃত বহন করিয়া থাকে এবং হ্রদসকল পায়সকর্দ্দমে পরিপূর্ণ। প্রমথসকল এইরূপে স্বস্ব গতি প্রাপ্ত হইলে, মহেশ্বর ॥ ৮১ ॥ অন্ধকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক নন্দীশৈলে সমাগত হইলেন। দুই সহস্র বৎসর পরে পুনরায় গৃহে আগমন করিলেন ॥ ৮২ ॥ দেখিলেন, গিরিনন্দিনী শ্বেত অর্ক-কুসুমমধ্যে বাস করিতেছেন। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাদেব আগমন করিয়াছেন, দর্শন করিয়া ॥ ৮৩ ॥ তিনি সত্বরে অর্কপুষ্প ত্যাগ করিয়া, সখীসকলকে সমাহ্বান করিলেন। দেবী কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া, জয়াদি বয়স্যাবর্গ শীঘ্র সমাগত হইলেন ॥ ৮৪ ॥ দেবী তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া, হরদর্শনলালসায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদেব গিরিনন্দিনীকে দর্শন করিয়া, অন্ধককে ॥ ৮৫ ॥ নন্দীকে ও সেই গিরিজাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। এবং দেবীকে বলিতে লাগিলেন, এই অন্ধককে আমি তোমার দাস করিয়াছি ॥ ৮৬ ॥ অয়ি

ইত্যুক্তাথাহান্ধকং বৈ পুত্র এহেহি শঙ্করঃ॥ ৮৭॥ ব্রজস্ব শরণং মাতুরেষা শ্রেয়স্করী তব। ইত্যুক্তো বিভুনা নন্দী অন্ধকশ্চ গণেশ্বরঃ॥ ৮৮॥ সমাগম্যাম্বিকাপাদৌ ববন্দতুরুভাবপি। অন্ধকোপি তদা গৌরীং ভক্তিনম্রো মহামুনে॥ ৮৯॥ স্তুতিং চক্রে মহাপুণ্যাং পাপঘ্নীং শ্রুতিসংমতাং।

অন্ধক উবাচ। ওঁ নমস্তেহস্তু ভবানীং ভূতভব্যপ্রিয়াং লোকধাত্রীং জনয়িত্রীং স্কন্দমাতরং মহাদেবপ্রিয়াং স্পন্দিনীং চেতনাং ত্রৈলোক্যমাতরং ধরিত্রীং দেবতাং মাতরং শ্রুতিং স্মৃতিং দয়াং লজ্জাং কামসূং প্রীতিং সদাপাবনীং দৈত্যসৈন্যক্ষয়করীং মহামায়াং সুমায়াং বৈজয়ন্তীং শুভাং কালরাত্রিং গোবিন্দজননীং শৈলরাজপুত্রীং সর্ব্বদেবার্চ্চিতাং বিদ্যাং সরস্বতীং ত্রিনয়নমহিষীং নমস্যামি মৃড়ানীং শরণ্যাং শরণমুপযাতোহহং নমো নমস্তে॥ ৯০॥ ইত্থং স্তুতান্ধকেন পরিতুষ্টা বিভাবরী। প্রাহ পুত্র প্রসন্নাস্মি বৃণুষ্ব বরমুত্তমম্॥ ৯১॥

ভৃঙ্গিরুবাচ। পাপং প্রশমমায়াতু ত্রিবিধং মম পার্ব্বতি। তথেশ্বরে চ সততং ভক্তিরস্তু সমাধিকে॥ ৯২॥

পুলস্ত্য উবাচ। বাঢ়মিত্যব্রবীদ্গৌরী হিরণ্যাক্ষসুতং ততঃ। মমাগ্রে পূজয়ন্ শর্ব্বং গণানামধিপো ভব॥ ৯৩॥ বপুর্দ্দধানস্য তথাচ তস্য মহেশ্বরেণাপ্যবিরূপদৃষ্ট্যা। কৃশং বমুচ্চের্জ্জয়দস্তু ভৈরবং ভৃঙ্গত্বমীশেন কৃতা স্বশক্ত্যা॥ ৯৪॥ এতত্তবোক্তং হরকীর্ত্তিবর্দ্ধনং

চারুহাসিনি! অধুনা এই অন্ধক তোমার পুত্র হইয়াছে। ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর॥ ৮৭॥ এই বলিয়া অন্ধককে কহিতে লাগিলেন, পুত্র! আইস॥ ৮৭॥ সত্বরে জননীর শরণাপন্ন হও। ইনি তোমার একমাত্র মঙ্গলকরী।

মহাদেব এইরূপ বলিলে, অন্ধক ও গণেশ্বর নন্দী॥ ৮৮॥ উভয়ে সমাগত হইয়া, অম্বিকার পাদযুগল বন্দনা করিলেন। মহামুনে! অন্ধক তৎকালে ভক্তিনম্র হইয়া, গৌরীর॥ ৮৯॥ পরমপবিত্র, শ্রুতিসম্মত, সর্ব্বপাপবিনাশন স্তব করিতে লাগিল, ওঁ, ভবানীকে নমস্কার। তুমি ভূতভব্যপ্রিয়া। তুমি লোকধাত্রী। তুমি জনয়িত্রী। তুমি স্কন্দজননী, মহাদেবগেহিনী, স্পন্দনী ও চেতনারূপিণী। তুমি ত্রৈলোক্যপ্রসবিনী, ধরিত্রী, দেবতা ও মাতা। তুমি শ্রুতি, তুমি স্মৃতি। তুমি দয়া, তুমি লজ্জা, তুমি কামজননী ও প্রীতিস্বরূপিণী। তুমি সদাপাবনী ও দৈত্যসৈন্যক্ষয়কারিণী। তুমি মহামায়া ও সুমায়া; তুমি বৈজয়ন্তী ও শুভস্বরূপা। তুমি কালরাত্রি, গোবিন্দের প্রসবকর্ত্রী ও শৈলরাজপুত্রী। তুমি সর্ব্বদেবার্চ্চিতা ও সর্ব্বভূতপূজিতা। তুমি বিদ্যা ও সরস্বতী। তুমি ত্রিনয়নমহিষী, তোমারে নমস্কার করি। তুমি মৃড়ানী সকলের রক্ষাকারিণী, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। তোমারে বারংবার নমস্কার করি॥ ৯০॥

অন্ধক এইরূপ স্তব করিলে, ভবানী পরিতুষ্টা হইয়া কহিলেন, পুত্র! প্রসন্না হইয়াছি। উৎকৃষ্ট বর গ্রহণ কর॥ ৯১॥

ভৃঙ্গী কহিল, হে পার্ব্বতি! আমার ত্রিবিধ পাপ প্রশমিত হউক, ভগবান্ ভবের প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি সঞ্চারিত হউক॥ ৯২॥

পুলস্ত্য কহিলেন, গৌরী হিরণ্যাক্ষতনয় ভৃঙ্গিরূপী অন্ধককে, তাহাই হইবে, বলিলেন। এবং কহিলেন, আমার সম্মুখে মহাদেবকে পূজা করিয়া, তুমি গণসকলের অধিপতি হও॥ ৯৩॥ তখন মহেশ্বর অবিরূপ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, স্বকীয় শক্তি বশায়ে অন্ধককে সশরীরেই ভয়ঙ্কর ভৈরবস্বরূপ ভৃঙ্গিরূপে পরিণত করিলেন॥ ৯৪॥ হে মহর্ষে! তোমার নিকট এই হরকীর্ত্তি-

পুণ্যং পবিত্রং শুভদং মহর্ষে। সংকীর্ত্তনীয়ং দ্বিজসত্তমেষু ধর্ম্মায়ুরারোগ্যধনৈষিণা সদা ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে অন্ধকবরপ্রদানং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। মলয়েপি মহেন্দ্রেণ যৎ কৃতং দ্বিজসত্তম। নিষ্পাদিতং স্বকং কার্য্যং তন্মে ত্বং খ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং যন্মহেন্দ্রেণ মলয়ে পর্ব্বতে মুনে। কৃতং লোকহিতং কার্য্যমাত্মনশ্চ তথা হিতং ॥ ২ ॥ অথান্ধকস্য বচনান্ময়তারপুরোগমাঃ। তে নির্জ্জিতাঃ সুরগণৈঃ পাতালগমনোৎসুকাঃ ॥ ৩ ॥ দদৃশুর্মলয়ং বিপ্র সিদ্ধৈঃ সেবিতকন্দরং। লতাবিতানসংছন্নং মত্তসত্ত্বসমাকুলং ॥ ৪ ॥ চন্দনৈরুরগাক্রান্তৈঃ সুশীতৈরতিসেবিতং। মাধবীকুসুমামোদসুগন্ধিতমহাগিরিং ॥ ৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা শীতলচ্ছায়ং শ্রান্তা ব্যায়ামকর্ষিতাঃ। ময়তারপুরোগাস্তে নিবাসং সমরোচয়ন্ ॥ ৬ ॥ তেষু তত্র নিবিষ্টেষু ঘ্রাণতৃপ্তিপ্রদোনিলঃ। ববাতি শীতঃ শনকৈর্দ্দৈ্যিক্ষণো গন্ধসংযুতঃ ॥ ৭ ॥ তত্রৈব চ রতিং চক্রুঃ সর্ব্ব এব মহাসুরাঃ। কুর্ব্বন্তো লোকপূজ্যানাং বিদ্বেষং সর্ব্ববাসসাং ॥ ৮ ॥ তান্ জ্ঞাত্বা শঙ্করঃ শক্রং মলয়ে প্রেষিতবানথ। স চাপি দদৃশে গচ্ছন্ পথি গোমাতরং হরিঃ ॥ ৯ ॥ তস্যাঃ প্রদক্ষিণাং কৃত্বা দৃষ্ট্বা শৈলঞ্চ সুপ্রভং। দদৃশে দানবান্ সর্ব্বান্ সংহৃষ্টান্ ভোগসংযুতান্ ॥ ১০ ॥ অথাজুহাব বলহা সর্ব্বানেব মহাসুরান্। তে চাপ্যাযযুরব্যগ্রাঃ

বর্দ্ধন, পবিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পুণ্যবিধান ও শুভসংপাদন করে। আয়ু, আরোগ্য ও ধনকাম ব্যক্তিবর্গ সর্ব্বদা দ্বিজসত্তমসমাজে ইহা যথাবিধানে কীর্ত্তন করিবে ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকবরপ্রদাননাম সপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭০ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! মহেন্দ্র মলয়পর্ব্বতে আপনার কি কার্য্য করিয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনে! মহেন্দ্র মলয়পর্ব্বতে আপনার ও লোকের হিতকর যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ ময়তারপ্রমুখ অসুরগণ সুরগণ কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত ও অন্ধাসুরের বচনানুসারে পাতালগমনে উৎসুক হইয়া ॥ ৩ ॥ মলয়পর্ব্বত দর্শন করিল। ঐ পর্ব্বতের কন্দরে সিদ্ধগণ বাস করিতেছেন। লতাবিতানে উহার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মদমত্ত প্রাণী সকল উহাকে আকীর্ণ করিয়াছে। উহা সর্পবেষ্টিত সুশীতল চন্দনে সর্ব্বদাই সুগন্ধিত ॥৪॥৫॥ ব্যায়ামকর্ষিত পরিশ্রান্ত দৈত্যগণ শীতলছায়াবিশিষ্ট সেই মলয়গিরি দর্শন করিয়া তথায় বাস করিতে কৃতমতি হইল ॥ ৬ ॥ তাহারা তথায় নিবিষ্ট হইলে, গন্ধসংযুক্ত সুশীতল মলয়ানিল ঘ্রাণতৃপ্তি সমুৎপাদন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ ময়প্রমুখ সেই মহাসুরগণ লোকপূজ্য ব্যক্তিগণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই পর্ব্বতবাসে অনুরক্ত হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥ মহাদেব এই ব্যাপার বিদিত হইয়া, ইন্দ্রকে মলয়াচলে প্রেরণ করিলেন। তিনি গমনসময়ে পথিমধ্যে গোমাতাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ তাঁহারে প্রদক্ষিণ ও পরমপ্রভাসম্পন্ন মলয়পর্ব্বতে দৃষ্টিপাত করিয়া, অবলোকন করিলেন, দানবগণ সকলে ভোগবান ও হৃষ্ট অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১০ ॥ তদ্দর্শনে সেই

কিরন্নভ শরোৎকরান্ ॥ ১১ ॥ তানাগতান্ বাণজালৈরথস্থো ক্রতদর্শনঃ। ছাদয়ামাস বিপ্রর্ষে গিরিং দৃষ্ট্বা যথা ঘনঃ ॥ ১২ ॥ ততো বাণৈরবচ্ছাদ্য ময়াদীন্ দানবান্ হরিঃ। পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রৈর্মার্গণৈঃ কঙ্কবাসসৈঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র নাম বিভুর্লেভে শাসনাচ্চ শরৈর্দৃঢ়ং। পাকশাসন ইত্যেবং সর্ব্বামরপতির্ব্বিভুঃ ॥ ১৪ ॥ তথান্যং পুরনামানং বাণাসুরসমং শরৈঃ। সুপুঙ্খৈর্দ্দারয়ামাস ততোভূৎ স পুরন্দরঃ ॥ ১৫ ॥ হত্বেথং সমরেজ্জৈষীদ্গোত্রভিদ্দানবং বলং। তচ্চাপি বিজিতং ব্রহ্মন্ রসাতলমুপাগমৎ ॥ ১৬ ॥ এতদর্থং সহস্রাক্ষঃ প্রেষিতো মলয়াচলং। ত্র্যম্বকেন মুনিশ্রেষ্ঠ কিমন্যচ্ছোতুমিচ্ছসি ॥ ১৭ ॥

নারদ উবাচ। কিমর্থং দৈবতপতির্গোত্রভিৎ কথ্যতে হরিঃ। অয়ং মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ হৃদি সংপরিবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং গোত্রভিচ্ছক্রঃ কীর্ত্তিতো হি যথা ময়া। হতে হিরণ্যকশিপৌ যচ্চকারারিমর্দ্দনঃ ॥ ১৯ ॥ দিতির্ব্বিনষ্টপুত্রা তু কশ্যপং প্রাহ নারদ। বিভো নাথোসি মে দেহি শক্রহন্তারমাত্মজং ॥ ২০ ॥ কশ্যপস্তামুবাচাথ যদি ত্বমসিতেক্ষণে। শৌচাচারসমাযুক্তা স্থাস্যসে দশতীর্দ্দশ ॥ ২১ ॥ সংবৎসরাণাং দিব্যানাং ততস্ত্রৈলোক্যনায়কম্। জনয়িষ্যসি ত্বং পুত্রং শক্রঘ্নং নান্যথা প্রিয়ে ॥ ২২ ॥ ইত্যেবমুক্তা সা ভর্ত্রা দিতির্নিয়মমাস্থিতা। গর্ভাধানমৃষিঃ কৃত্বা জগামোদয়পর্ব্বতং ॥ ২৩ ॥ গতে তস্মিন্ সুরশ্রেষ্ঠঃ সহস্রাক্ষোঽপি সত্বরং। তমাশ্রমমুপাগম্য দিতিং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ করিষ্যাম্যহমুশুশ্রূষাং ভবত্যা যদি মন্যসে। বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সাপি ভাবিকর্ম্ম-

---

বলনিসূদন বাসব তাহাদের সকলকেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। তাহারাও অব্যগ্র হইয়া, শরনিকরপ্রয়োগপুরঃসর সমাগত হইল ॥ ১১ ॥ অদ্ভুতদর্শন ইন্দ্র রথে থাকিয়া, মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরজালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন ॥ ১২ ॥ সেই ময়প্রমুখ অসুরদিগকে শরসমূহে আচ্ছন্ন করিয়া, কঙ্কপত্রসম্পন্ন সুতীক্ষ্ণ সায়কসকল সহায়ে পাকনামক দানবকে আহত করিলেন ॥ ১৩ ॥ এইরূপ শর দ্বারা দৃঢ়রূপে শাসন করাতে, তাঁহার নাম পাকশাসন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর তিনি সুপুঙ্খ শরজালে পুরনামক অন্য অসুরকে বিদারিত করিয়া, পুরন্দরনাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই গোত্রভিৎ ইন্দ্র এইরূপে পুরাসুরকে নিহত করিয়া, দানবদল জয় করিলেন। তাহারা নির্জ্জিত হইয়া, রসাতলে গমন করিল ॥ ১৬ ॥ এইজন্যই মহেন্দ্রকে মলয়াচলে মহাদেব পাঠাইয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন ॥ ১৭ ॥

নারদ কহিলেন, কিজন্য দেবগণেশ্বর ইন্দ্রকে গোত্রভিৎ বলিয়া থাকে, হে ব্রহ্মন্! এই সংশয় আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আমি যেকারণে ইন্দ্রকে গোত্রভিৎ বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর। হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ নারদ! পুত্র বিনষ্ট হইলে, দিতি কশ্যপকে কহিলেন, হে বিভো! তুমি আমার নাথ। আমাকে ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রদান কর ॥ ২০ ॥

কশ্যপ তাহাকে কহিলেন, অসিতলোচনে! তুমি যদি শৌচাচারসমাযুক্ত হইয়া, দশশত দিব্য সংবৎসর থাকিতে পার, তাহা হইলে, ত্রিলোকীর নায়ক শক্রবিনাশী পুত্র প্রসব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২১। ২২ ॥

ভর্ত্তা এইরূপ কহিলে, দিতি নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তখন কশ্যপ তাঁহার গর্ভাধান করিয়া, উদয়গিরিতে সমাগত হইলেন ॥ ২৩ ॥ তিনি গমন করিলে, সুরশ্রেষ্ঠ সহস্রাক্ষও সত্বরে সেই আশ্রমে আগমন করিয়া, দিতিকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ আপনি যদি অনুমতি করেন,

প্রচোদিতা ॥ ২৫ ॥ সমিদাহরণাদীনি তস্যাশ্চক্রে পুরন্দরঃ। বিনীতাত্মা চ কার্য্যার্থী ছিদ্রান্বেষী ভুজঙ্গবৎ ॥ ২৬ ॥ একদা সা তপোযুক্তা শোকে মহতি সংস্থিতা। দশবর্ষশতান্তে তু শিরঃস্নাতা তপস্বিনী ॥ ২৭ ॥ জানুভ্যামুপরি স্থাপ্য মুক্তকেশী নিজং শিরঃ। সুষ্বাপ কেশপ্রান্তেষু সংশ্লিষ্টচরণাভবৎ ॥ ২৮ ॥ তমন্তরমসৌ জ্ঞাত্বা দেবশ্চাপি সহস্রদৃক্। বিবেশ মাতুরুদরে নাসারন্ধ্রেণ নারদ ॥ ২৯ ॥ প্রবিশ্য জঠরে বৃদ্ধো দৈত্যমাতুঃ পুরন্দরঃ। দদর্শোর্দ্ধমুখং বালং কটিন্যস্তকরং মহৎ ॥ ৩০ ॥ তথৈবাস্যেঽথ দদৃশে মাংসপেশীঞ্চ বাসবঃ। শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং করাভ্যাং জগৃহে স তাং ॥ ৩১ ॥ ততঃ কোপসমাধ্মাতো মাংসপেশীং শতক্রতুঃ। করাভ্যাং মর্দ্দয়ামাস ততঃ সা কঠিনাভবৎ ॥ ৩২ ॥ ঊর্দ্ধেনার্দ্ধঞ্চ ববৃধে অধোর্দ্ধং ববৃধে তথা। শতপর্ব্বা স কুলিশঃ সঞ্জাতো মাংসপেশিতঃ ॥ ৩৩ ॥ তেনাদিতি গর্ভং দিতিজং বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। চিচ্ছেদ সপ্তধা ব্রহ্মন্ স চারুদৎ সবিস্তরং ॥ ৩৪ ॥ ততোঽপ্যবুধ্যত দিতিরজ্ঞাসীচ্ছক্রচেষ্টিতং। শুশ্রাব বাচং পুত্রস্য রুদতো বালকস্য হি ॥ ৩৫ ॥ শক্রোপি প্রাহ মা মূঢ় রোদীস্ত্বঞ্চাতিঘর্ঘরং। ইত্যেবমুক্ত্বা চৈকৈকং ভূয়শ্চিচ্ছেদ সপ্তধা ॥ ৩৬ ॥ তে জাতা মরুতো নাম দেবা ভৃত্যাঃ শতক্রতোঃ। নানাসুখোপচারেণ চলন্ত্যেতে পুরস্কৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ সকুলিশঃ শক্রো নির্গম্য জঠরান্ততঃ। দিতিং কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রাহ ভীতস্তু শাপতঃ। ৩৮ ॥ মম নৈবাপরাধোঽয়ময়মাসীদরিন্দম। অতো হেতোর্ম্ময়া দেবি তন্মে ন ক্রোদ্ধুমর্হসি ॥ ৩৯ ॥

তাহা হইলে, আমি আপনার শুশ্রূষা করিব। দিতি ভাবিকর্ম্মপ্রণোদিতা হইয়া, তাহাতেই সম্মতা হইলেন ॥ ২৫ ॥ তখন পুরন্দর কার্য্যার্থী ও ভুজঙ্গের ন্যায় ছিদ্রান্বেষী হইয়া, বিনয় অবলম্বনপূর্ব্বক, তাঁহার কাষ্ঠ আহরণাদি করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ দশবর্ষশত অতীত হইলে, সেই তপস্বিনী, তপোযুক্তা, অতিমাত্রশোকান্বিতা দিতি একদা শিরস্নাতা হইয়া ॥ ২৭ ॥ কেশপাশ মুক্ত করিয়া, নিজ মস্তক জানুদ্বয়ের উপরি স্থাপন ও কেশপ্রান্তে চরণ সংশ্লেষপূর্ব্বক শয়ন করিলেন ॥ ২৮ ॥ নারদ! দেব সহস্রলোচন এই ছিদ্র অবগত হইয়া, নাসারন্ধ্রযোগে মাতার উদরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৯ ॥ দৈত্যজননীর জঠরে প্রবেশ করিয়া, অবলোকন করিলেন, এক বালক কটিদেশে কর ন্যস্ত করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩০ ॥ তাহার বদনমণ্ডলে মাংসপেশী সংবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি বাহুযুগলসহায়ে সেই শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ মাংসপেশী গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া, করযুগল দ্বারা মর্দ্দিত করিলে, উহা কঠিন হইয়া উঠিল ॥ ৩২ ॥ তদনন্তর অর্দ্ধক ঊর্দ্ধে ও অর্দ্ধক অধোদিকে বর্দ্ধিত হইলে, শতপর্ব্ববিশিষ্ট কুলিশ সেই মাংসপেশী হইতে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মন্! শতক্রতু উল্লিখিত শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা দিতির গর্ভ সপ্তধা ছেদন করিলেন। সেই গর্ভস্থ বালক তারস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

তখন তিনি জাগরিত হইলেন এবং ইন্দ্রের এই কার্য্য জানিতে পারিলেন। সেই রোদনপরায়ণ বালকের বাক্য তাঁহার কর্ণগোচরে উপনীত হইল ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রও সেই বালককে কহিলেন, রে মূঢ়! অতীব ঘর্ঘর স্বরে রোদন করিও না। এই বলিয়া তিনি সেই সপ্তখণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্তধা ছেদন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তাহারা মরুৎ নামে ইন্দ্রের ভৃত্য দেবগণরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। এবং বিবিধ সুখোপচারে পুরস্কৃত হইয়া, প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ ঐ সময়ে ইন্দ্র কুলিশহস্তে জননীর জঠর হইতে বিনির্গত ও শাপভয়ে ভীত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দিতিকে কহিলেন ॥ ৩৮ ॥ আমার অপরাধ নাই। এই বালক আমার শত্রু। হে দেবি! এই কারণেই আমি ইহারে সংহার করিয়াছি। অতএব আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥ ৩৯ ॥

দিতিরুবাচ। ন তবাত্রাপরাধোঽস্তি মন্যে দিষ্টমিদং পুরা। সংপূর্ণে ত্বপি কালে বৈ যোঽসৌ বধমুপাগতঃ ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা তান্ বালান্ পরিসান্ত্ব্য দিতিঃ তথা। দেবরাজসহৈনাংস্তু প্রেষয়ামাস ভামিনী ॥ ৪১ ॥ এবং পুরা স্বানপি সোদরান্ স গর্ভস্থিতান্ পাতিতবান্ ভয়ার্ত্তঃ। বিভেদ বজ্রেণ ততঃ স গোত্রভিৎ খ্যাতো মহর্ষে ভগবান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শক্রচরিতে মরুদুৎপত্তির্নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। যে হমী ভবতা প্রোক্তা মরুতাদিতিজোত্তমাঃ। তে কে চ পূর্ব্বমাসন্ বৈ মরুন্মার্গেষু কথ্যতাং ॥ ১ ॥ পূর্ব্বমন্বন্তরে চৈব সমতীতেষ সত্তম। কে হ্যাসন্বায়ুমার্গস্থাস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং পূর্ব্বমরুতামুৎপত্তিং কথয়ামি তে। স্বায়ংভুবং সমারভ্য যাবন্মন্বন্তরস্থিদং ॥ ৩ ॥ স্বয়ম্ভুবস্য পুত্রোভূন্মনুর্নাম প্রিয়ব্রতঃ। তস্যাসীৎ সবনো নাম পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতঃ ॥ ৪ ॥ সচানপত্যো দেবর্ষে নৃপঃ প্রেতগতিং গতঃ। ততোঽরুদত্তস্য পত্নী সুদেবা শোকবিহ্বলা ॥ ৫। ন দদাতি তথা দগ্ধুং সমালিঙ্গ্য স্থিতা পতিং। নাথনাথেতি বহুশো বিলপন্তী হ্যনাথবৎ ॥ ৬ ॥ তামন্তরীক্ষাদশরীরিণী বাক্ প্রোবাচ মা রাজপত্নী হরোৎসীঃ। যত্তস্তি তে সত্যমনুত্তমং ততদা ব্রজ ত্বং পতিনা সহাগ্নিং ॥ ৭ ॥ সা তাং বাণীমন্তরিক্ষান্নিশম্য প্রাহ ক্লান্তা রাজপত্নী

দিতি কহিলেন, এ বিষয়ে তোমার অপরাধ নাই। দৈব কর্ত্তৃকই পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ঘটনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বোধ হইতেছে। সেইজন্য, যেমন কাল পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি ঐ বালক বিনষ্ট হইল ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভামিনী দিতি এইরূপ বলিয়া, সেই বালকদিগকে পরিসান্ত্বিত করিয়া, দেবরাজের সহিত তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্র পূর্ব্বে ভীত হইয়া, গর্ভস্থিত ভাই সোদরদিগকে পাতিত এবং বজ্রপ্রহারে ছেদন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নাম গোত্রভিৎ হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মরুদুৎপত্তিনাম একসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭১ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি যে দিতিজোত্তম মরুদ্গণের কথা বলিলেন, ইহারা কে? পূর্ব্বেই বা কাহারা মরুন্মার্গে ব্যবস্থিত ছিল, নির্দ্দেশ করুন ॥ ১ ॥ হে সত্তম! পূর্ব্বমন্বন্তর অতীত হইলেই বা কাহারা বায়ুমার্গ আশ্রয় করিয়াছিল? তাহাও আমার নিকট বলুন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান মন্বন্তর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মরুদ্গণের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁহার পুত্রের নাম সবন। তিনি ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩।৪ ॥ হে দেবর্ষে! তাঁহার পুত্র হয় নাই। ঐ অবস্থাতেই তাঁহার পরলোক হইয়াছিল। পরলোক হইলে, তদীয় পত্নী সুদেবা শোকবিহ্বলা হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তাঁহাকে দগ্ধ করিতে দিলেন না; আলিঙ্গন করিয়া, রহিলেন। বারম্বার, নাথশব্দ সমুচ্চারণ সহকারে অনাথার ন্যায়, বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তৎকালে অন্তরিক্ষ হইতে অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাঁহারে কহিল, অয়ি রাজপত্নি! রোদন করিও না। তুমি যে সর্ব্বতোভাবে সত্য করিয়াছিলে, তদনুসারে স্বামির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥

সুদেবা। শোচাম্যেনং পার্থিবং পুত্রহীনং নৈবাত্মানং মন্দভাগ্যাং বিহঙ্গ ॥ ৮ ॥ খেচরউবাচ। রুদন্বেতি বালে পুত্রাস্তে বৈ ভূমিপালস্য সপ্ত। ভবিষ্যন্তি বহ্নিমারোহ শীঘ্রং সত্যং প্রোক্তং শ্রদ্ধস্ব মমত্য ॥ ৯ ॥ ইত্যেবমুক্তা খচরেণ বালা চিতাং সমারোপ্য পতিংবরাহং। হুতাশমাসাদ্য পতিব্রতা সা সংচিন্তয়ন্তী জ্বলনং প্রপন্না ॥ ১০ ॥ ততো মুহূর্ত্তান্ন পতিঃ প্রিয়াঃ সুতঃ সমুত্থিতোহসৌ সহিতস্তু ভার্য্যয়া। খমুৎপপাতাথ স কামচারী সমং মহিষ্যা চ সুনাভপুত্র্যা ॥ ১১ ॥ তস্যাপরে পার্থিবপুঙ্গবস্য জাতং রজস্তাং মহিষীং তু গচ্ছতঃ। পুত্রাস্ত শ্রেষ্ঠা বলবীর্য্যযুক্তাঃ খ্যাতা মহাত্মা ভুবি ভূমিপালাঃ ॥১২॥ স দিব্যযোগাৎ প্রতিসংস্থিতোঽম্বরে ভার্য্যাসহায়ো দিবসাংশ্চ পঞ্চ। ততস্তু ষষ্ঠেঽহনি পার্থিবেন ঋতুর্ন বন্ধ্যোঽদ্য ভবেদ্বিচিন্ত্য। ররাম তন্ব্যা সহ কামচারী ততোঽম্বরাৎ প্রাচ্যবতাস্য শুক্রম্ ॥১৩॥ শুক্রোৎসর্গাবসানে তু নৃপতির্ভার্য্যয়া সহ। জগাম দিব্যয়া গত্যা ব্রহ্মলোকং তপোধন। পুত্রাস্তস্য বসন্ শূরাঃ কৃতাস্ত্রাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৪ ॥ তদম্বরাৎ প্রচলিতমভ্রবর্ণং শুক্রং সমাদান্নলিনী বপুষ্মতী। চিত্রা বিশালা হরিতালিনীনাঃ পত্ন্যো মুনীনাং দদৃশুর্যথেচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা পুষ্করে স্তস্তং প্রত্যুচুর্ন তপোধনান্। মন্যমানাস্তদমৃতং সদা যৌবনলিপ্সয়া ॥ ১৬ ॥ কৃতঃ স্নাত্বা তু বিধিবৎ সংপূজ্য চ নিজান্ পতীন্। পতিভিঃ সমনুজ্ঞাতাঃ পপুঃ পুষ্করসংস্থিতং। ১৭ ॥ তচ্ছুক্রং পার্থিবেন্দ্রস্য মন্যমানাস্তদামৃতং। পীতমাত্রেণ শুক্রেণ পার্থিবেন্দ্রোদ্ভবেন তাঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মতেজোবিহীনাস্তা জাতাঃ পত্ন্যস্তপস্বিনাং। ততস্তু

সেই আকাশবাণী আকর্ণন করিয়া, রাজপত্নী সুদেবা বলিতে লাগিলেন, হে বিহঙ্গ! এই রাজা নিঃসন্তান বলিয়াই শোক করিতেছি। নতুবা, নিজের ভাগ্য মন্দ হওয়াতে শোক করিতেছি না ॥ ৮ ॥

আকাশবাণী কহিল, বালে! তুমি রোদন করিও না। তোমার গর্ভে রাজার সাত পুত্র হইবে। তুমি সত্বরে অগ্নিতে আরোহণ কর। আমি সত্য বলিতেছি, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা কর ॥৯॥

খেচর এই কথা বলিলে, বালা সুদেবা স্বামীকে চিতায় আরোপিত ও অগ্নি প্রদান করিয়া, স্বয়ং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ মুহূর্ত্তকাল পরে রাজা শ্রীসম্পন্ন ও সমুত্থিত হইয়া, সুদেবার সমভিব্যাহারে আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সেই বসুনাভের পুত্রী মহিষীর সহিত যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ মহিষী রজস্বলা হইলে তাঁহার সহিত সঙ্গত হওয়াতে, বলবীর্য্যযুক্ত পরমগৌরববিশিষ্ট পুত্রসকল সমুৎপন্ন হইল। তাহারা সকলেই মতিমান্, মহাত্মা ও ভূমিপাল হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ রাজা দিব্যযোগপ্রভাবে অম্বরে ভার্য্যা সুদেবার সহিত পঞ্চ দিবস অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, তদীয় ঋতু ব্যর্থ না হয়, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, কামাচারী হইয়া, ভার্য্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে তদীয় শুক্র স্খলিত হইয়া পড়িল ॥ ১৩ ॥ শুক্রোৎসর্গপর্য্যবসানে তিনি ভার্য্যার সহিত দিব্যগতি লাভ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তদীয় পুত্রেরা কৃতাস্ত্র, শৌর্য্যসম্পন্ন ও সত্যবাদী হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই অভ্রবর্ণ শুক্র আকাশ হইতে পতিত হইলে, বপুষ্মতী নলিনী তাহা গ্রহণ করিল। চিত্রা, বিশালা, হরিতা, অলিনীলা এই সকল মুনিপত্নী যদৃচ্ছাক্রমে তাহা দেখিতে পাইলেন ॥ ১৫ ॥ পুষ্করমধ্যে পরিবিষ্ট সেই শুক্র দর্শন করিয়া, তাঁহারা ঋষিদিগকে কোন কথাই বলিলেন না। উহাকে অমৃত জ্ঞান করিয়া, স্থিরযৌবনা হইবার অভিলাষে ॥১৬॥ যথাবিধি স্নান ও স্ব স্ব পতির পূজা সংবিধানপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, ঐ পুষ্করসংস্থিত শুক্র পান করিলেন ॥১৭॥ তাঁহারা রাজার সেই শুক্র সুধাবোধে যেমন পান করিলেন ॥ ১৮ ॥ তৎক্ষণাৎ সকলেই ব্রহ্ম-

তত্যজুঃ সর্ব্বে সদোষাস্তে স্বপত্নয়ঃ ॥ ১৯ ॥ সুষুবুঃ সপ্ত তনয়ান্ রুদতো ভৈরবং মুনে। তেষাং রুদিতশব্দেন সর্ব্বমাপূরিতং জগৎ ॥ ২০ ॥ অথাজগাম ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সমভ্যেত্যাব্রবীদ্বালান্ মা রুদধ্বং মহাবলাঃ ॥ ২১ ॥ মরুতো নাম ভবতাং ভবিষ্যতি যশঃ স্থিরং। ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২ ॥ তানাদায় বিয়চ্চারিমারুতানাদিদেশ হ। তে হ্যাসন্মরুতস্ত্বাদ্যাঃ মনোঃ স্বায়ম্ভুবেন্তরে ॥ ২৩ ॥ স্বারোচিষে তু মরুতো বক্ষ্যামি শৃণু নারদ। স্বারোচিষস্য পুত্রস্তু শ্রীমান্ নাম্না ঋতধ্বজঃ ॥ ২৪ ॥ তস্য পুত্রা বভূবুশ্চ সপ্তাদিত্যপরাক্রমাঃ। তপোর্থস্তে গতাঃ শৈলং মহামেরুং নরেশ্বরাঃ ॥ ২৫ ॥ আরাধয়ন্তো ব্রহ্মাণং পদমৈন্দ্রং যথেপ্সবঃ। ততো বিপশ্চিন্নামাথ সহস্রাক্ষো ভয়াতুরঃ ॥ ২৬ ॥ পূতনাং সোপ্সরোমুখ্যাং প্রাহ নারদ বাক্যবিৎ। গচ্ছস্ব পূতনে শৈলং মহামেরুং বিলাসিনি ॥ ২৭ ॥ তত্র তপ্যন্তি হি তপ ঋতধ্বজসুতা মহৎ। যথা হি তপসো বিঘ্নং তেষাং ভবতি সুন্দরি ॥ ২৮ ॥ তথা কুরুষ মা তেষাং সিদ্ধির্ভবতু সুন্দরি। ইত্যেবমুক্তা শক্রেণ পূতনা রূপশালিনী ॥ ২৯ ॥ তত্রাজগাম ত্বরিতা যত্র তৈস্তপ্যতে তপঃ। আশ্রমস্যাবিদূরে তু নদী মন্দোদবাহিনী ॥ ৩০ ॥ তস্যাং স্নাতুং সুচার্ব্বঙ্গী স্ববতীর্ণা মহানদীং ॥ ৩১ ॥ দদৃশুস্তে নৃপাঃ স্নাতাং ততশ্চ ক্ষুভিরে মুনে। ততো হ্যভ্যস্রবচ্ছুক্রং তৎ পপৌ জলচারিণী ॥ ৩২ ॥ শঙ্খিনী গ্রাহমুখ্যস্য মহাশঙ্খস্য বল্লভা। তেঽপি বিভ্রষ্টতপসো জগ্মূরাজ্যঞ্চ পৈতৃকং ॥ ৩৩ ॥ সা চাপ্সরাঃ শক্রমেত্য যথাতথ্যং ন্যবেদয়ৎ। ততো বহুতিথে কালে

তেজোবিহীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে তাঁহারা কলুষীকৃত হইলে, স্ব স্ব পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥ হে মুনে! অনন্তর তাঁহারা সপ্ত পুত্র প্রসব করিলেন। তাহারা ভৈরবরবে রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের রোদনশব্দে সমস্ত সংসার পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥ ২০ ॥ তখন লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা আগমন করিলেন। এবং অভ্যাগত হইয়া, সেই বালকদিগকে কহিলেন, রোদন করিও না। তোমরা সকলেই মহাবল ॥ ২১ ॥ মরুৎনামে বিখ্যাত ও স্থিরযশস প্রাপ্ত হইবে। দেবগণের ঈশ্বর লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিয়া ॥ ২২ ॥ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, আকাশবিহারী মরুৎপদে সন্নিবিষ্ট করিলেন। তাহারাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আদ্য মরুৎ হইল ॥ ২৩ ॥

নারদ! স্বারোচিষমন্বন্তরের মরুদ্গণের কথা কীর্ত্তন করিব; শ্রবণ কর। স্বারোচিষের পুত্র শ্রীমান্ ঋতধ্বজ ॥ ২৪ ॥ তাঁহার সাত পুত্র। তাঁহারা সকলেই আদিত্যসমপরাক্রমবিশিষ্ট। তাঁহারা সকলেই তপশ্চরণার্থ মহামেরুপর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তথায় ইন্দ্রপদপ্রাপ্তিকামনায় ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বিপশ্চিন্নামে বিখ্যাত ইন্দ্র ভয়াতুর হইয়া ॥ ২৬ ॥ অপ্সরোমুখ্যা পূতনারে বলিতে লাগিলেন, অয়ি বিলাসিনি পূতনে! তুমি মহামেরুশৈলে গমন কর ॥ ২৭ ॥ তথায় ঋতধ্বজের পুত্রেরা কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুন্দরি! যাহাতে তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন হয় ॥ ২৮ ॥ তুমি তাহা কর। তাঁহারা যেন সিদ্ধ হইতে না পারেন।

রূপশালিনী পূতনা শক্রের আদেশানুসারে ॥ ২৯ ॥ সত্বরে নরেন্দ্রনন্দনগণের তপঃস্থানে গমন করিল। আশ্রমের অবিদূরে যে মন্দসলিলপ্রবাহিনী তরঙ্গিণী ছিল ॥ ৩০ ॥ তাঁহারা সকল সহোদর মিলিয়া তথায় স্নান করিবার জন্য আসিলেন। তদ্দর্শনে চার্ব্বঙ্গী পূতনাও মহানদীতে স্নানার্থ অবতীর্ণ হইল ॥ ৩১ ॥ নৃপনন্দনেরা তাহাকে স্নান করিতে দেখিয়া, ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের শুক্র স্খলিত হইল। গ্রাহপ্রধান মহাশঙ্খের প্রণয়িনী জলচারিণী শঙ্খিনী তাহা পান করিল। এই ঘটনাবশতঃ রাজনন্দনেরা তপোভ্রষ্ট হইয়া, পৈতৃক রাজ্যে সমাগত হইলেন ॥৩২॥৩৩॥ অপ্সরা পূতনা ইন্দ্রের সকাশে গমন করিয়া, সমুদায় যথাযথ নিবেদন করিল

সা গ্রাহী শংখরূপিণী ॥ ৩৪ ॥ সমুদ্ধৃতা মহাজালৈর্মৎস্যবন্ধেন জালিনা। স তাং দৃষ্ট্বা মহাশঙ্খীং স্থলস্থাং মৎস্যজীবনঃ ॥ ৩৫ ॥ নিবেদয়ামাসাথ তদা ঋতধ্বজসুতেষু বৈ। অথাজগ্মু র্মহাত্মানো যোগিনাং যোগধারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ নীত্বা স্বমন্দিরং সর্ব্বে পুরবাপ্যাং সমুৎসৃজন্। ততঃ ক্রমাচ্ছংখিনী সা সুষুবে সপ্ত বৈ শিশূন্ ॥ ৩৭ ॥ জাতমাত্রেষু পুত্রেষু মোক্ষমার্গমগাচ্চ সা। অমাতৃপিতৃকা বালা জলমধ্যে বিচারিণঃ ॥ ৩৮ ॥ স্তন্যার্থিনো বৈ রুরুদুস্তথাভ্যাগাৎ পিতামহঃ। মা রুদধ্বমিতীত্যাহ মহাস্তিষ্ঠত পুত্রকাঃ ॥ ৩৯ ॥ যূয়ং দেবা ভবিষ্যধ্বং বায়ুস্কন্ধবিচারিণঃ। ইত্যেবমুক্ত্বা ব্যাদায় সর্ব্বাংস্তান্ দৈবতং প্রতি ॥ ৪০ ॥ নিযুজ্য চ মরুন্মার্গে বিরাজো ভবনং গতঃ। এবমাখ্যাতা মরুতো মনোঃ স্বারোচিষেঽন্তরে ॥ ৪১ ॥ উত্তমে মরুতো যে চ তান্ শৃণুষ তপোধন। উত্তমস্যান্বয়ে যত্ত রাজাসীন্নিষধাধিপঃ ॥ ৪২ ॥ বপুষ্মানিতি বিখ্যাতো বপুষা ভাস্করোপমঃ। তস্য পুত্রো গুণশ্রেষ্ঠো জ্যোতিষ্মান্ ধার্ম্মিকোঽভবৎ ॥ ৪৩ ॥ স পুত্রার্থী তপস্তেপে নদীং মন্দাকিনীমনু। তস্য ভার্য্যা চ সুশ্রোণী দেবাচার্য্যসুতা তথা ॥ ৪৪ ॥ তপশ্চরণযুক্তস্য বভূব পরিচারিকা। সা নুবৎ ফলপুষ্পঞ্চ সমিৎকুশজলাদি তৎ ॥ ৪৫ ॥ চকার পদ্মপত্রাক্ষী সম্যক্ চাতিথিপূজনম্। পতিং শুশ্রূষমাণা সা কৃশা ধমনিসন্ততা ॥ ৪৬ ॥ তেজোযুক্তা সুচার্ব্বঙ্গী দৃষ্টা সপ্তর্ষিভির্ব্বনে। তাং তথা চারুসর্ব্বাঙ্গীং দৃষ্ট্বাথ তপসা কৃশাং ॥ ৪৭ ॥ পপ্রচ্ছুস্তপসো হেতুং তস্যাস্তর্ত্তুরেব চ। সাব্রবীত্তনয়ার্থায় আবাভ্যাং তপসঃ ক্রিয়া ॥ ৪৮ ॥ তে চাস্যৈ বরদা ব্রহ্মন্ জাতাঃ সপ্তমহর্ষয়ঃ।

এদিকে বহুকাল অতীত হইলে, সেই শঙ্খরূপিণী গ্রাহী ॥ ৩৪ ॥ কোন মৎস্যজীবী জালিক কর্ত্তৃক মহাজালে সমুদ্ধৃত হইল। মৎস্যজীবিগণ স্থলে অবস্থিতিসময়ে সেই মহাশঙ্খীকে দর্শন করিয়া ॥ ৩৫ ॥ ঋতধ্বজের পুত্রগণসকাশে নিবেদন করিল। যোগিগণের আচরিত যোগপথে প্রবৃত্ত মহাত্মা রাজনন্দনগণ তথায় অভ্যাগত হইয়া ॥ ৩৬ ॥ সেই শঙ্খিনীকে আপনাদের আলয়ে আনয়ন করিয়া, পুরবাপীমধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর শঙ্খিনী যথাক্রমে সপ্ত শিশু সমুৎপাদন করিল ॥ ৩৭ ॥ পুত্রগণ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার মোক্ষমার্গপ্রাপ্তি হইল। তখন সেই শিশু সকল মাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া, জলমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর স্তন্যার্থী হইয়া, রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, পিতামহ তথায় আগমন করিয়া, কহিলেন, বৎসসকল! রোদন করিও না। স্থির হইয়া, অবস্থিতি কর ॥ ৩৯ ॥ তোমরা বায়ুস্কন্ধবিহারী দেবতা হইবে। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে গ্রহণ ও ॥ ৪০ ॥ মরুন্মার্গে নিযোজিত করিয়া, স্বভবনে গমন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা স্বারোচিষমন্বন্তরসময়ে ঐ সকল মরুৎকে সমাখ্যাত করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

উত্তমমন্বন্তরসময়ে যাহারা মরুৎপদে অধিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৪২ ॥ উত্তমের অধিকারসময়ে যিনি নিষধগণের অধিপতি রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম বপুষ্মান্। তাঁহার শরীর ভাস্করসদৃশ ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম জ্যোতিষ্মান্; তিনি গুণশ্রেষ্ঠ ও ধার্ম্মিক ছিলেন ॥ ৪৩ ॥ তিনি পুত্রপ্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, মন্দাকিনীনদীতীরে তপশ্চরণ করেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী, সুশ্রোণী, দেবাচার্য্যনন্দিনীও ॥ ৪৪ ॥ তপশ্চরণসময়ে তাঁহার পরিচারিকা হইলেন। এবং সমিৎ, কুশ, ফল, পুষ্প ও জলাদি আহরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ সেই পদ্মপলাশলোচনা সম্যক্ রূপে অতিথিসেবায় নিযুক্তা হইলেন। পতির শুশ্রূষাপ্রসঙ্গে কৃশ ও ধমনিসন্ততা হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৬ ॥ সপ্তর্ষিগণ অরণ্যমধ্যে সেই তেজস্বিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভাবিনীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারে চারুসর্ব্বাঙ্গী ও তপঃকৃশা দর্শন করিয়া ॥ ৪৭ ॥ তাঁহারা পতিপত্নী উভয়ে কিজন্য তপস্যা করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, আমরা পুত্রের জন্য তপস্যা করিতেছি ॥ ৪৮ ॥

যশস্বিনঃ তনয়াঃ সপ্ত ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৪৯॥ যুবয়োর্গুণসংযুক্তা মহর্ষীণাং প্রসাদতঃ। ইত্যেবমুক্ত্বা জগ্মুস্তে সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ॥ ৫০॥ স চাপি রাজর্ষিবরাৎ সভার্য্যো নগরং নিজং। ততো বহুতিথে কালে সা রাজ্ঞো মহিষী প্রিয়া॥ ৫১॥ অবাপ গর্ভমতুলং তস্মাৎ পতিসমাগমাৎ। গর্ব্বিণ্যামথ ভার্য্যায়াং স মমার নরাধিপঃ॥ ৫২॥ সা চাপ্যারোঢ়ুমিচ্ছন্তী ভর্ত্তারং বৈ পতিব্রতা। নিবারিতা তদামাত্যৈর্ন তথাপি ন্যবর্ত্তত॥ ৫৩॥ সমারোপ্যাথ ভর্ত্তারং চিতায়ামারুরোহ সা। ততোঽগ্নিমধ্যাৎ সলিলে গর্ভমেবাপতন্মুনে॥ ৫৪॥ তদম্ভসা সুশীতেন সংসিক্তং সপ্তধাভবৎ। তেজায়ন্তাথ মরুত ঔত্তমস্যান্তরে মনোঃ॥ ৫৫॥ তামসস্যান্তরে যে চ মরুতোঽথাভবন্ পুরা। তানহং কীর্ত্তয়িষ্যামি গীতবাদ্যকলিপ্রিয়॥ ৫৬॥ তামসস্য মনোঃ পুত্রো দত্তধ্বজ ইতি শ্রুতঃ। স পুত্রার্থী জুহাবাগ্নৌ স্বমাংসং রুধিরং তথা॥ ৫৭॥ অস্থীনি রোমকেশাংশ্চ স্নায়ুমজ্জাযকৃদ্বলং। শুক্রঞ্চ চিত্রকোঽরাজা সুতার্থী ইতি নঃ শ্রুতং॥ ৫৮॥ সপ্তমেঽবার্চ্চিষু ততঃ শুক্রপাতাদনন্তরং। মা প্রক্ষিপস্বেত্যভবচ্ছব্দঃ সোঽপি মৃত্যো নৃপঃ॥ ৫৯॥ ততস্তস্মাদ্ভুতবহাৎ সপ্তধা তেজসা যুতাঃ। শিশবঃ সমজায়ন্ত তেঽরুদন্ ভৈরবং মুনে॥ ৬০॥ তেষান্তু ধ্বনিমাকর্ণ্য ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ। সমাগম্য বিচার্য্যাথ চক্রে চ মরুতঃ সুরান্॥ ৬১॥ তে ত্বাসন্ মরুতো ব্রহ্মংস্তামসে দেবতাগণাঃ। যেঽভবন্ রৈবতে তাংশ্চ শৃণুষ ত্বং তপোধন॥ ৬২॥ রৈবতস্যান্ববায়ে তু রাজাসীদ্রিপুজিদ্বলী। রিপুজিন্নামতঃ খ্যাতো ন তস্যাসীৎ সুতঃ কিল॥ ৬৩॥ স সমারাধ্য তপসা ভাস্করং তেজসাং নিধিং। অবাপ কন্যাং সুরতিং তাং প্রগৃহ্য গৃহং যযৌ॥ ৬৪॥ তস্যাং পিতৃগৃহে ব্রহ্মন্ বসন্ত্যাং

ব্রহ্মন্! এই কথা শুনিয়া, সেই সপ্ত মহর্ষি তাঁহাকে বর দিয়া কহিলেন, গমন কর, সপ্ত-পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; সন্দেহ নাই॥ ৪৯॥ মহর্ষিগণের প্রসাদে তাহারা সকলেই গুণসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে॥ ৫০॥ রাজা ভার্য্যার সহিত নিজ নগরে গমন করিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে তদীয় প্রিয়া মহিষী॥ ৫১॥ তাঁহার সংসর্গে গর্ভবতী হইলেন। সহধর্ম্মিণী গর্ব্বিণী হইলে, রাজা পরলোক গমন করিলেন॥ ৫২॥ পতিব্রতা রাজমহিষী স্বামীর সহিত চিতারোহণে অভিলাষিণী হইলেন। মন্ত্রিগণ নিবারণ করিলে, কোনমতেই নিবৃত্তা হইলেন না॥ ৫৩॥ স্বামীকে চিতায় আরোপিত করিয়া, স্বয়ং তাহাতে অধিরোহণ করিলেন। অনন্তর অগ্নিমধ্য হইতে তদীয় গর্ভ সলিলমধ্যে পতিত হইল॥ ৫৪॥ সুশীতল-সলিলসংস্পর্শে তাহা সপ্তধা বিভক্ত হইয়া গেল। তাহারাই উত্তমমন্বন্তরের মরুৎ হইল॥ ৫৫॥

হে গীতবাদ্যকলিপ্রিয়! যাহারা তামস মন্বন্তরে মরুৎ হইয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫৬॥ তামসমনুর পুত্র দত্তধ্বজনামে বিখ্যাত। তিনি পুত্রার্থী হইয়া, অগ্নিতে আপনার মাংস ও রুধির আহুতি দিতে লাগিলেন॥ ৫৭॥ আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রমে আপনার অস্থি, রোম, কেশ, স্নায়ু, মজ্জা, যকৃৎ ও শুক্র সমুদায়ই আহুতি দিলেন॥ ৫৮॥ সপ্ত অর্চ্চিতে শুক্রপাত হইলে, এইরূপ শব্দ হইল, তুমি শুক্র প্রক্ষিপ্ত করিও না। রাজা তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেলেন॥ ৫৯॥ অনন্তর সেই অগ্নি হইতে পরমতেজস্বী শিশুসকল সপ্তধা প্রাদুর্ভূত হইয়া, ভৈরবরবে রোদন করিতে লাগিল॥ ৬০॥

ভগবান্ পদ্মযোনি তাহাদের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সমাগত হইলেন, এবং বিচারপুরঃসর তাহাদিগকে মরুৎনামক দেবগণ করিয়া দিলেন॥ ৬১॥ হে ব্রহ্মন্! তাহারাই তামস মন্বন্তরে মরুদ্গণ হইয়াছিলেন। হে তপোধন! অধুনা রৈবতমন্বন্তরস্থ মরুদ্গণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন॥ ৬২॥

রৈবতমনুর অন্বয়ে রিপুজিৎ নামে বিখ্যাত মহাবলসম্পন্ন রিপুজিৎ রাজা ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান॥ ৬৩॥ তপস্যা দ্বারা তেজোনিধি ভাস্করের আরাধনা করিয়া, সুরতি নামে কন্যা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে লইয়া, গৃহে গমন করিলেন॥ ৬৪॥ ব্রহ্মন্! পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে

স পিতা মৃতঃ। সাপি দুঃখপরীতাঙ্গী বাঞ্ছন্তং ত্যক্তুমাত্মনঃ॥ ৬৫॥ ততস্তাহারয়মাসুর্ব্বরঃ সপ্ত নারদ। তস্যাসক্তচিত্তাস্ত সর্ব্ব এব তপোধনাঃ॥৬৬॥ অপারয়ন্তী তৎ দুঃখং প্রজ্বাল্যাগ্নিং বিবেশ হ। তে চাপশ্যন্ত ঋষয়স্তচ্চিত্তা ভাবিতাস্তথা॥ ৬৭॥ তাং মৃতামৃষয়ো দৃষ্ট্বা কষ্টং কষ্টেতি বাদিনঃ। প্রযযুর্বনাচ্চাথ সপ্তাজায়ংত দারকাঃ॥ ৬৮॥ তে চ মাত্রা বিনাভূতা রুরুদুস্তান্ পিতামহঃ। নিবারয়িত্বা কৃতবান্ লোকনাথো মরুদ্গণান্॥ ৬৯॥ বৈবস্বত্যান্তরে জাতা মরুতোঽহমী তপোধন। শৃণুষ কীর্তয়িষ্যামি চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ॥ ৭০॥ আসীন্মঙ্কিরিতি খ্যাতস্তপস্বী সত্যবাক্ শুচিঃ। সপ্তসারস্বতে তীর্থে সোঽতপ্যত্তুমহত্তপঃ॥ ৭১॥ বিঘ্নার্থং তস্য ভূষিতাং দেবাঃ সংপ্রেষয়ন্মুনে। সা চাভ্যেত্য নদীতীরে ক্ষোভয়ামাস ভামিনী॥ ৭২॥ ততোঽস্য প্রাচ্যবচ্ছুক্রং সপ্তসারস্বতে জলে। তাং চৈবাপ্যশপন্মূঢ়াং মুনির্মঙ্কণকো রিপুং॥ ৭৩॥ গচ্ছস্ব বেৎসি মূঢ়ে ত্বং পাপস্যাস্য মহৎ ফলং। বিধ্বংসস্তে হি ভবিতা সংপ্রাপ্তে যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ৭৪॥ এবং শপ্ত্বা ঋষিঃ শ্রীমান্ জগামাথ স্বমাশ্রমং। সরস্বতীভ্যঃ সপ্তভ্যঃ সপ্ত বৈ মরুতোঽভবন্॥ ৭৫॥ এতত্তবোক্তা মরুতো হি পূর্ব্বং জাতা জগদ্ব্যাপ্তিকরা মহর্ষে। যেষাং শ্রুতে জন্মনি পাপহানির্ভবেচ্চ ধর্ম্মাভ্যুদয়ো মহাংশ্চ॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মরুদুৎপত্তির্নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭২॥

ঐ কন্যা পিতৃহীনা হইল। তজ্জন্য সে দুঃখপরীতকলেবরা হইয়া, স্বীয় তনু পরিত্যাগের বাসনা করিল॥ ৬৫॥ নারদ! সপ্ত ঋষি তাহার প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য সকলেই তাহারে বারণ করিলেন। কিন্তু॥৬৬॥ ঐ কন্যা দুঃখবেগধারণে অসমর্থ হইয়া, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। তচ্চিত্ত ও তদ্ভাবিত ঋষিগণ এই ঘটনা দর্শন করিলেন॥ ৬৭॥ তাহাকে উপরত অবলোকন করিয়া, তাঁহারা বারম্বার, হায়, কি কষ্ট, এইরূপ বাক্য সমুচ্চারণসহকারে প্রস্থান করিলে, সেই অগ্নি হইতে সপ্তশিশু সমুৎপন্ন হইল॥ ৬৮॥ জননী না থাকাতে তাহারা রোদন করিতে লাগিল। লোকনাথ পিতামহ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া, মরুদ্গণপদ প্রদান করিলেন॥ ৬৯॥ হে তপোধন! তাহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরে মরুদ্গণ হইয়াছিল। অধুনা চাক্ষুষমন্বন্তরস্থ মরুদ্গণের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ৭০॥ মঙ্কি নামে বিখ্যাত এক তপস্বী ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও শৌচ্যসম্পন্ন। এবং সপ্তসারস্বততীর্থে কঠোর তপস্যা করেন॥ ৭১॥ মুনে! দেবগণ তাঁহার তপোবিঘ্নসমাধানমানসে ভূষিতাকে প্রেরণ করিলেন। ভামিনী ভূষিতা নদীতীরে সমাগত হইয়া তাঁহার ক্ষোভসমুৎপাদন করিল॥ ৭২॥ তখন সপ্তসারস্বতসলিলে তদীয় শুক্র পরিভ্রষ্ট হইল। তজ্জন্য মুনি তাহাকে শাপ দিয়া কহিলেন॥ ৭৩॥ মূঢ়ে! গমন কর। এই পাপের দারুণ ফল জানিতে পারিবে। যজ্ঞকর্ম্ম উপস্থিত হইলে, তোমার বিনাশ হইবে॥ ৭৪॥ শ্রীমান্ মঙ্কি এইরূপে তাহারে শাপ দিয়া, স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। অনন্তর সপ্তসারস্বত হইতে সপ্ত মরুৎ অবতরণ করিল॥ ৭৫॥ হে মহর্ষে! পূর্ব্বে সর্ব্বজগদ্ব্যাপী মরুদ্গণ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তোমার নিকট তাহা বলিলাম। মরুদ্গণের জন্মকথা শ্রবণ করিলে, পাপসকল বিনষ্ট ও পরমধর্ম্মাভ্যুদয় সংঘটিত হয়॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মরুদুৎপত্তিনামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। এতদর্থং বলির্দৈত্যঃ কৃতো রাজা কলিপ্রিয়ঃ। মন্ত্রপ্রদাতা প্রহ্লাদঃ শুক্রশ্চাসীৎ পুরোহিতঃ ॥ ১ ॥ জ্ঞাত্বাভিষিক্তং দৈতেয়ং বিরোচনসুতং বলিম্। দিদৃক্ষবঃ সমাযাতা অসুরাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ২ ॥ তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব পূজয়িত্বা যথাক্রমং। পপ্রচ্ছ কুলজান্ সর্ব্বান্ কিং নু শ্রেয়স্করং মম ॥ ৩ ॥ ততস্তে প্রোচুরেবৈনং শৃণুষ্বাসুরসুন্দর। যত্তে শ্রেয়স্করং কর্ম্ম যদস্মাকং হিতং তথা ॥ ৪ ॥ পিতামহস্তবৈবাসীদ্বলী দানবপালকঃ। হিরণ্যকশিপুর্বীরঃ স শক্রোঽভূজ্জগত্রয়ে ॥ ৫ ॥ তমাগত্য সুরশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ সিংহবপুর্দ্ধরঃ। প্রত্যক্ষং দানবেন্দ্রাণাং নখৈর্ব্বিশকলীকৃতঃ ॥ ৬ ॥ অবকৃষ্টশ্চ রাজ্যাৎ স ত্র্যম্বকেন মহাত্মনা। অস্মদর্থে মহাবাহো শঙ্করেণ ত্রিশূলিনা ॥ ৭ ॥ তথা তব পিতাব্যোপি জম্ভঃ শক্রেণ ঘাতিতঃ। কুজম্ভোবিষ্ণুনা চাপি প্রত্যক্ষং পশুবদ্ধতঃ ॥ ৮ ॥ শম্ভঃ পাকো মহেন্দ্রেণ ভ্রাতা তব সুদর্শনঃ। বিরোচনস্তব পিতা নিহতঃ কথয়ামি তে ॥ ৯ ॥ শ্রুত্বা গোত্রক্ষয়ং ব্রহ্মন্ কৃতং শক্রেণ দানবঃ। উদ্‌যোগং কারয়ামাস সহ সর্ব্বৈর্ম্মহাসুরৈঃ ॥ ১০ ॥ রথৈরন্যে গজৈরন্যে বাজিভিশ্চাপরে সুরাঃ। পদাতয়স্তথাপ্যন্যে জগ্মুর্যুদ্ধায় দেবতাঃ ॥ ১১ ॥ সমাগ্রে যাতি বলবান্ সেনানাথো ভয়ঙ্করঃ। সৈন্যস্য মধ্যে বলিনঃ কালনেমিশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১২ ॥ বামপার্শ্বমবষ্টভ্য শাম্বঃ প্রথিতবিক্রমঃ। প্রযাতি দক্ষিণং ঘোরং তারকাখ্যো ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥ দানবানাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ। সংপ্রযাতা নিযুদ্ধায় দেবৈঃ সহ কলিপ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা সুরাণামুদ্‌যোগং শক্রঃ সুরপতিঃ সুরান্। উবাচ যোগং দৈত্যানাং যোদ্ধুং স্ববলসংযুতাঃ ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সুররাট সান্দনং বলী। সমারুরোহ

পুলস্ত্য কহিলেন, কলিপ্রিয়! এইজন্যই বলিকে রাজা করা হইয়াছিল। প্রহ্লাদ তাহার মন্ত্রদাতা ও শুক্র তাহার পুরোহিত ছিলেন ॥ ১ ॥ বিরোচনপুত্র বলি রাজা হইয়াছে, জানিয়া, অসুরগণ সকলেই দেখিবার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ২ ॥ বলি তাঁহাদিগকে সমাগত নিরীক্ষণ ও যথাক্রমে পূজা করিয়া সমুদায় কুলজ পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি করিলে, আমার শ্রেয়ঃ হইবে, নির্দ্দেশ কর ॥ ৩ ॥ তাহারা তাহারে কহিল, হে অসুরসুন্দর! যাহা করিলে তোমার শ্রেয়ঃ ও আমাদেরও উপকার হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ তোমার পিতামহ অতিশয় বলবান্ ও দানবগণের পরিপালক বীর হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু সমাগত হইয়া সিংহবপু ধারণ করিয়া, দানবেন্দ্রগণের সমক্ষে তাহারে নখরপ্রহারে বিদীর্ণ করেন ॥ ৬ ॥ মহাত্মা ত্রিলোচন ত্রিশূলী শঙ্কর আমাদের নিমিত্ত তাহারে রাজ্য হইতে অবকৃষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ তোমার পিতৃব্য জম্ভ শক্রের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু তোমাদের সাক্ষাতে কুজম্ভকে পশুর ন্যায়, সংহার করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ তোমার ভ্রাতা সুদর্শন, শম্ভ ও পাক, ইহারাও মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। তোমার পিতা বিরোচনেরও নিধনবৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র গোত্র ক্ষয় করিয়াছেন, শুনিয়া বিরোচন সমুদায় মহাসুরগণের সহিত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তখন কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে ও কেহ বা পদব্রজে দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিল ॥ ১১ ॥ ভয়ঙ্কর বলবান্ সেনাপতি সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। কালনেমি পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিল ॥ ১২ ॥ প্রথিতবিক্রম শাম্ব বামপার্শ্ব ও উগ্রপ্রকৃতি তারক দক্ষিণ দিক্ অবষ্টম্ভ করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৩ ॥ এইরূপে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দানব দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রয়াণ করিল ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র অসুরগণের যুদ্ধোদ্যোগ শ্রবণ করিয়া, সুরদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরাও স্ববলে মিলিত হইয়া, দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ কৃতোদ্যোগ হও ॥ ১৫ ॥ মহাবল ভগবান্ সুরপতি

ভগবান্ বজ্রমাতলিবাজিনঃ ॥ ১৬॥ সমারূঢ়ে সহস্রাক্ষে সান্ত্বনং দেবতাগণাঃ। স্বং স্বং বাহনমারুহ্য নিশ্চেরুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৭ ॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ তথা। বিদ্যাধরা গুহ্যকাশ্চ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ১৮ ॥ রাজর্ষয়স্তথা সিদ্ধা নানাভূতাশ্চ সংঘশঃ। গজানন্যে রথানন্যে হয়ানন্যে সমারুহন্ ॥ ১৯ ॥ বিমানানি চ শুভ্রাণি পক্ষিবাহানি নারদ। সমারুহ্যান্বধাবন্ সর্ব্বে যত্তো দৈত্যবলং স্থিতং ॥ ২০॥ এতস্মিন্নন্তরে ধীমান্ বৈনতেয়ঃ সমাগতঃ। তস্মিন্ বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠস্ত্বধিরূঢ়ঃ সমভ্যগাৎ ॥ ২১ ॥ তমাগতং সহস্রাক্ষস্ত্রৈলোক্যপতিমব্যয়ং। ববন্দ মূর্দ্ধাবনতঃ সহ সর্ব্বৈঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ২২ ॥ ততোঽগ্রে দেবসৈন্যস্য কার্ত্তিকেয়ো গদাধরঃ। পালয়ন্ জঘনং বিষ্ণুর্যাতি মধ্যং সহস্রদৃক্ ॥ ২৩ ॥ বামং পার্শ্বমবষ্টভ্য জয়ন্তো বর্ত্ততে মুনে। দক্ষিণং বরুণঃ পার্শ্বমবষ্টভ্যাগমদ্বলী ॥ ২৪ ॥ ততোঽমরাণাং পৃতনা যশস্বিনী স্কন্দেন্দ্রবিষ্ণুগ্রবীর্য্যপালিতা। নানাস্ত্রশস্ত্রোদ্যতদোঃসমূহা সমাসসাদারিবলং মহীধ্রে ॥ ২৫ ॥ উদয়াদ্রিতটে রম্যে শুভে সমশিলাতলে। নির্বৃক্ষে পক্ষিরহিতে জাতো দেবাসুরো রণঃ ॥ ২৬ ॥ সন্নিধানাভ্রয়ো রৌদ্রঃ সেনয়োরভবন্মুনে। মহীধ্রে শাত্রবমসি তদ্দানববলং মহৎ ॥ ২৭ ॥ অভ্যদ্রবন্ত সহসা সমং স্কন্দেন দেবতাঃ। নিজঘ্নুর্দানবান্ দেবাঃ কুমারভুজপালিতাঃ ॥ ২৮ ॥ দেবারিজয়দিতিজা মরগুপ্তাঃ প্রহারিণঃ। মহীধরোত্তমে পূর্ব্বং যথা বানরহস্তিনোঃ ॥ ২৯ ॥ রণরেণুরথোদ্ভূতঃ পিঙ্গলো রণমূর্দ্ধনি। সন্ধ্যানুরক্তঃ সদৃশো মেঘৈঃ খে সুরতাপনঃ ॥ ৩০ ॥ অসীত্ তুমুলং যুদ্ধং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। শ্রূয়ন্তে ধ্বনিশঃ শব্দাশ্ছিন্ধিভিন্ধীতি বাদিনাং ॥ ৩১ ॥ ততো

এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া, মাতলিকে অশ্বচালনে আদেশ করিলেন ॥১৬॥ তিনি রথে অধিরূঢ় হইলে, দেবগণ সকলে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধকামনায় নির্গত হইলেন ॥ ১৭ ॥ সমুদায় আদিত্য ও বসুগণ, সমুদায় রুদ্র ও সাধ্যগণ, সমুদায় বিশ্বেদেবগণ ও অশ্বিনীদ্বয়, তথা বিদ্যাধরগণ, গুহ্যকগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পন্নগগণ ॥ ১৮ ॥ রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও বিবিধ ভূতগণ, কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে ॥ ১৯ ॥ এবং কেহবা বিহঙ্গমবাহিত শুভ্র-বিমানে আরোহণ করিয়া, যেখানে দৈত্যসৈন্য অবস্থিতি করিতেছে, তথায় গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

এই অবসরে ধীমান্ বৈনতেয় সমাগত হইল। বিষ্ণু তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, আগমন করিলেন ॥ ২১ ॥ সহস্রাক্ষ সেই ত্রৈলোক্যপতি অব্যয়োস্বরূপ বিষ্ণুকে সমাগত দর্শন করিয়া, মূর্দ্ধাবনত হইয়া, সুরোত্তম সমুদায়ের সহিত বন্দনা করিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর কার্ত্তিকেয় দেবসৈন্যের অগ্রে অবস্থিতি করিলে,-বিষ্ণু গদাগ্রহণ করিয়া, জঘনদেশ ও সহস্রলোচন মধ্যভাগ রক্ষা ॥ ২৩ ॥ জয়ন্ত বামপার্শ্ব অবষ্টম্ভন ও বলবান্ বরুণ দক্ষিণপার্শ্ব পরিপালনে নিযুক্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ এইরূপে দেবগণের যশস্বিনী পৃতনা স্কন্দ, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর বীর্য্যে সুরক্ষিত হইয়া, হস্তে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া, মহীধরপৃষ্ঠে অরাতিসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল ॥ ২৫ ॥ তখন সমশিলাতলে সমলঙ্কৃত, পরমসুন্দর ও রমণীয় এবং বৃক্ষ ও পক্ষিবিরহিত উদয়াদ্রিতটে দেব ও অসুরগণে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥ পরস্পর উভয় সেনায় সন্নিধান প্রযুক্ত সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সুবিপুল দানববল শাত্রবজন্য মহীপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥ দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের সহিত সহসা তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং কার্ত্তিকেয়ের ভুজবলে সুরক্ষিত হইয়া, তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন মররক্ষিত দানবগণ প্রহারপুরঃসর দেবগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে মহীধর পৃষ্ঠে বানর ও হস্তিগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারাও উভয়পক্ষ তদ্রূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥২৯॥ ঐ সময়ে রথোদ্ভূত পিঙ্গলবর্ণ রণরেণু রণমস্তকে সমুত্থিত হইয়া, আকাশে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘের ন্যায়, শোভমান হইল ॥ ৩০ ॥ যুদ্ধ ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে, আর কিছুই জানিতে পারা

বিশসনো রৌদ্রো দৈত্যানাং দৈবতৈঃ সহ । জাতো রুধিরনিষ্যন্দো রজসঃ শমনাত্মকঃ ॥ ৩২ ॥ শান্তে রজসি দেবৌঘাস্তদ্দানববলং মহৎ । অভ্যদ্রবন্ সহিতা সমং স্কন্দেন ধীমতা ॥ ৩৩ ॥ ততোঽমৃতরসাস্বাদবিনাভূতাঃ সুরোত্তমাঃ । নির্জ্জিতাঃ সমরে দৈত্যৈঃ সমং সৈন্যেন নারদ ॥ ৩৪ ॥ বিনির্জ্জিতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা বৈনতেয়ধ্বজোঽরিহা । শার্ঙ্গমুদ্যম্য বাণৌঘৈর্নিজঘান ততস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুনা হন্যমানাস্তে দানবা গরুড়েন চ । দৈত্যেন্দ্রাঃ শরণং জগ্মুঃ কালনেমিং মহাসুরং ॥ ৩৬ ॥ তেভ্যঃ স চাভয়ং দত্ত্বা প্রবযৌ যত্র মাধবঃ । বিবৃদ্ধিমগমদ্ ব্রহ্মন্ যথা ব্যাধি-রুপেক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ যং যং করেণ স্পৃশতি দেবং যক্ষং স কিন্নরং । তং তমাদায় চিক্ষেপ বিস্তৃতে বদনে বলী ॥ ৩৮ ॥ সংরম্ভাদ্দানবেন্দ্রোঽন্যমৃদিত দিতিজৈঃ সংযুগে দেবসৈন্যং সেন্দ্রং সার্কং সচন্দ্রং করচরণনখৈরস্ত্রহীনোঽপি বেগাৎ । চক্রে বৈশ্বানরাভেহবনিগগনয়োস্তির্য্যগূর্দ্ধং সমন্তাদ্ব্যাপ্যাথং কল্পান্তবহ্নের্জগদখিলমিদং রূপমাসীদ্দিধক্ষোঃ ॥ ৩৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা বর্দ্ধমানং রিপুমতি-বলিনং দেবগন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মুখ্যা ভয়তরলদৃশঃ প্রাদ্রবন্ দিক্ষু সর্ব্বে । প্রোৎপ্লবন্তে চ দৈত্যা হরিমমরগণৈরর্চ্চিতং চারুমৌলিং নানাশস্ত্রাস্ত্রপাতৈর্বিগলিতযশসং চক্রুরুৎসিক্ত-দর্পাঃ ॥ ৪০ ॥ তানিত্থং প্রেক্ষ্য দৈত্যান্ ময়বলিপ্রমুখান্ কালনেমিপ্রধানান্ বাণৈরাকৃষ্য শার্ঙ্গাদ-নবরতমুরোভেদিভির্বজ্রকল্পৈঃ । কোপাদারক্তদৃষ্টিঃ সরথগজহয়ান্ দৃষ্টিনির্ধূতবীর্য্যান্ নারাচাখ্যৈঃ

গেল না । কেবল, ছেদ কর, ভেদ কর, এইরূপ বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত যোদ্ধৃগণেরই শব্দ শ্রূয়মাণ হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর দেবগণের সহিত দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রুধিরনিষ্যন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া,সমুদায় রণরেণু অপাকৃত করিল ॥৩২॥ ধূলিপটল নিরাকৃত হইলে,দেবগণ ধীমান্ কার্ত্তিকেয়ের মিলিত হইয়া, সুবিপুল দানবসৈন্য আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তৎকালে তাঁহারা অমৃতরসাস্বাদবিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন । এই কারণে দানবগণ তাহাদিগকে সসৈন্যে জয় করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তাঁহারা বিনির্জ্জিত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, অরাতিনিসূদন মধুসূদন শার্ঙ্গধনু সমুদ্যত করত, দানবদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩৫॥ বিষ্ণু ও গরুড় উভয় কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া, ঐ সকল দানব মহাসুর কালনেমির শরণ গ্রহণ করিল ॥৩৬॥ কালনেমি তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া, বিষ্ণুর সকাশে সমাগত হইল । ব্রহ্মন্ ! কালনেমি, উপেক্ষিত ব্যাধের ন্যায় অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৭ ॥ সে হস্ত দ্বারা দেব, যক্ষ ও কিন্নর, যাহাকেই স্পর্শ করিতে লাগিল, তাহাকেই গ্রহণ করিয়া, বিস্তৃত বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৮ ॥ সেই দৈত্যেন্দ্র কালনেমি অস্ত্রহীন হইলেও, দিতিজগণের সহিত মিলিত হইয়া, কেবল কর, চরণ ও নখরপ্রহারে ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য সমেত সুরসৈন্য সমুদায় সংগ্রামে বিমথিত করিতে লাগিল । ঐ সময়ে সে অখিল সংসার দগ্ধ করিবার বাসনায় অবনি ও আকাশ উভয়ের তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও সমন্তাৎ ব্যাপ্ত করিয়া, কল্পান্তবহ্নির রূপ পরিগ্রহ করিল ॥ ৩৯ ॥ সেই অতীববলশালী শত্রুকে সংবর্দ্ধিত সন্দর্শন করিয়া, দেব ও গন্ধর্ব্বপ্রমুখ সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবতাবর্গ সকলেই ভয়বশতঃ চঞ্চলদৃষ্টি হইয়া, দশদিকে ধাবমান হইলেন । দৈত্যগণ তদ্দর্শনে অতিমাত্র গর্ব্বিত হইয়া, অমরগণের বন্দিত ভগবান্ নারায়ণের সকাশে সবেগে গমন ও বিবিধ শস্ত্র ও অস্ত্রপাতপুরঃসর তদীয় যশঃ বিগলিত করিয়া তুলিল ॥ ৪০ ॥ ময় ও বলিপ্রমুখ এবং কালনেমি-প্রধান সেই দানববল এইরূপে আক্রমণ করিয়াছে, দর্শন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু হৃদয়ভেদী বজ্রকল্প নারাচনামক সুপুঙ্খ শরসকল শার্ঙ্গধনু হইতে অনবরত আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্ব, গজ ও রথের সহিত তাহাদের সকলকেই, মেঘ যেমন পর্ব্বতকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ সমাচ্ছন্ন ও দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক

স্বপুংখৈর্জলদ ইব গিরিংশ্ছাদয়ামাস বিষ্ণুঃ ॥ ৪১ ॥ তে বাণৈশ্ছাদ্যমানা হরিকরমুচিতৈঃ কালদণ্ডপ্রকাশৈর্নারাচৈরর্দ্ধচন্দ্রৈর্বলিময়পুরগা ভীতভীতাস্ত্বরন্তঃ। প্রারন্তে দানবেন্দ্রং শতমখমথনং প্রেক্ষ্যরন্ কালনেমিং স প্রায়াদ্দেবসৈন্যপ্রভুমমিতবলং কেশবং লোকনাথং ॥ ৪২ ॥ দৃষ্ট্বা তং শতশীর্ষমুদ্যতগদং শৈলেন্দ্রশৃঙ্গাকৃতিং বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গমপাস্য সত্বরমথো জগ্রাহ চক্রং করে। দেবৈনৈব সমেত্য দৈত্যবিটপপ্রচ্ছেদনং মালিনং প্রোবাচাথ বিহস্য তং চ সুচিরং মেঘস্বনো দানবঃ ॥ ৪৩ ॥ অয়ং স দনুপুত্রজিদনুজসৈন্যবিত্রাসকৃদ্রিপুঃ পরমকোপনো মম বিনীতকৃদ্বাযুধি। হিরণ্যনয়নান্তকো বিবিধপুষ্পপূজারতিঃ ক যাতি মম গোচরে নিপতিতঃ খলোহংসদৃশঃ ॥ ৪৪ ॥ যদ্যেষ সংপ্রতি মমাহবমভ্যুপৈতি নূনং ন যাতি নিলয়ং নিজমম্বুজাক্ষঃ। মন্মুষ্টিপিষ্টশিথিলাঙ্গমুপাত্তভস্ম সংপ্রক্ষ্যতে সুরজনো ভয়কাতরাক্ষঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা মধুসূদনং বৈ স কালনেমিঃ স্ফুরিতাধরোষ্ঠঃ। গদাং খগেন্দ্রোপরি জাতরোষো মুমোচ শৈলে কুলিশং যথেন্দ্রঃ ॥ ৪৬ ॥ তামাপতন্তীং প্রসমীক্ষ্য বিষ্ণুর্ঘোরাং গদাং দানববাহুমুক্তাং। চক্রেণ চিচ্ছেদ সুদুর্গতস্য মনোরথং পূর্ব্বকৃতং হি কর্ম্ম ॥ ৪৭ ॥ গদাং ছিত্ত্বা তদা বিষ্ণুর্দানবস্য সুদারুণাং। সমুপেত্য ভুজৌ পীনৌ সংপ্রচিচ্ছেদ বেগবান্ ॥ ৪৮ ॥ ভুজাভ্যামথ কৃত্তাভ্যাং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। কালনেমিস্তথা ভাতি দগ্ধঃ শৈল ইবাপরঃ ॥ ৪৯ ॥ ততোঽস্য মাধবঃ কোপাচ্ছিরশ্চক্রেণ ভূতলে। ছিত্ত্বা নিপাতয়ামাস পক্বং তালফলং যথা ॥ ৫০ ॥ তথা বিবাহুর্ব্বিশিরা মুণ্ডতালো যথা বনে। তস্থৌ মেরুরিবাকম্প্যঃ কবন্ধঃ স্থাধরেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥ তং বৈনতেয়োপুরসা খগেন্দ্রো নিপাতয়ামাস মুনে ধরণ্যাং।

তাহাদিগকে নির্বীর্য্য করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১ ॥ হরিকরমোচিত কালদণ্ডসদৃশ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারাচপরম্পরায় প্রচ্ছাদিত হইয়া, সেই বলিময়পুরোগম দানবগণ অতিমাত্র ভয়ে আক্রান্ত ও প্রথমেই সত্বরে শতমখমথন দানবেন্দ্র কালনেমির শরণাপন্ন হইল। তখন সেই কালনেমি দেবসৈন্যের নিয়ন্তা অপরিমেয়বলবিশিষ্ট, লোকনাথ কেশবের নিকট গমন করিল ॥ ৪২ ॥ তিনি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গসদৃশকলেবরসম্পন্ন, শতমস্তক কালনেমিকে গদাহস্তে আক্রমণ করিতে দেখিয়া, শার্ঙ্গধনু ত্যাগ ও সত্বরে চক্র গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে কালনেমি উচ্চৈঃস্বরে অনেকক্ষণ হাস্য করিয়া, মেঘবৎ গভীরশব্দে সেই দৈত্যবিটপপ্রচ্ছেদী, বনমালীকে বলিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ এই সেই দনুপুত্রজয়ী, দানবসৈন্যের ত্রাসসমুৎপাদক, পরমকোপনস্বভাব, যুদ্ধে আমার বিঘ্নকর্ত্তা, হিরণ্যাক্ষের অন্তক, এবং বিবিধপুষ্পপূজারত শত্রু কেশব। ইহার সদৃশ খল দ্বিতীয় নাই। এই শত্রু যখন আমার গোচরে পতিত হইয়াছে, তখন আর কোথায় যাইবে? ॥ ৪৪ ॥ এই অম্বুজলোচন জনার্দ্দন যদি নিজনিলয় গমন না করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে, অমরগণ ভয়কাতর লোচনে ইহাকে আমার মুষ্টিপিষ্ট হইয়া শিথিলদেহে ভস্মসাৎ হইতে অবলোকন করিবে ॥ ৪৫ ॥ কালনেমি অধর ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত করিয়া, মধুসূদনকে এইরূপ বলিয়া জাতরোষ হইয়া, ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্রাঘাত করেন, তদ্রূপ গরুড়ের উপরি গদার আঘাত করিল ॥ ৪৬ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু দানববাহুবিমুক্ত ভয়ঙ্কর গদা আসিতে দেখিয়া, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যেমন নিতান্ত দুর্গতিপন্ন লোকের মনোরথ ভগ্ন করে, তদ্রূপ চক্রপ্রহারে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি দানবেশ্বরের সুদারুণ গদা ছেদন করিয়া, তৎক্ষণাৎ সবেগে সমুৎপতিত হইয়া, তাহার পীন ভুজযুগল ছিন্ন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক ভুজযুগল ছিন্ন হইলে, কালনেমি দগ্ধশৈলের ন্যায়, প্রতিভাত হইল ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর মাধব চক্র দ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া, পক্ব তালফলের ন্যায়, ভূমিতলে পাতিত করিলেন ॥ ৫০ ॥ কালনেমি বাহুহীন ও শিরোহীন হইয়া, অরণ্যমধ্যে মুণ্ড তালফলের ন্যায়, শোভাধারণ করিয়া, সেই কবন্ধ অবস্থায় মেরুর ন্যায়, অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল ॥ ৫১ ॥ তখন গরুড় বক্ষঃস্থলের আঘাত করিয়া

বথাবজ্রাহতশিরঃ প্রপষ্টং যথাঽসৌ মহেন্দ্রঃ কুলিশেন জম্ভাৎ ॥ ৫২ ॥ তস্মিন্ হতে দানবদৈত্যপালে সংসাধ্যমানা ত্রিদশৈশ্চ দৈত্যাঃ। বিমুক্তশস্ত্রালকবর্ম্মবস্ত্রাঃ সংপ্রাদ্রবন্ বাণমৃতে-সুরেন্দ্রাঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে কালনেমিবধো নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। রণস্থিতে সবলে বাণে দানবাঃ সত্বরং পুনঃ। প্রযাতা দেবতাসেনাং সপত্না যুদ্ধলালসাঃ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুরপ্যমিতৌজাস্তং জ্ঞাত্বাজেয়ং বলেঃ সুতং। প্রাহামন্ত্র্য সুরান্ সর্ব্বান্ যুধ্যধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুনাথ সমাদিষ্টা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। যুযুধুর্দ্দানবৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুরন্তরধীয়ত ॥ ৩ ॥ মাধবং গতমাজ্ঞায় শুক্রো বলিমুবাচ হ। গোবিন্দেন সুরাস্ত্যক্তাস্ত্বং জয়াধুনা বলে ॥ ৪ ॥ স পুরোহিতবাক্যেন প্রীতো যাতে জনার্দ্দনে। গদামাদায় তেজস্বী দেবসৈন্যমভিদ্রুতঃ ॥ ৫ ॥ বাণো বাহুসহস্রেণ গৃহ্য প্রহরণান্যথ। দেবসৈন্যমভিদ্রুত্য নিজঘান সহস্রশঃ ॥ ৬ ॥ ময়োঽপি মায়ামাস্থায় তৈস্তৈরূপান্তরৈর্মুনে। যোধয়ামাস বলবানমরাণাং বরূথিনীম্ ॥ ৭ ॥ বিদ্যুজ্জিহ্বঃ পরো ভদ্রো বৃষপর্ব্বাসিতেক্ষণঃ। বিপাকো বিজয়ঃ সৈন্যাস্তেঽপি দেবানুপাদ্রবন্ ॥ ৮ ॥ তে হন্যমানা দিতিজৈর্দ্দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। গতে জনার্দ্দনে দেবে প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥ ৯ ॥ তান্ প্রভগ্নান্ সুরগণান্ বলিবাণপুরোগমাঃ। পৃষ্ঠতস্ত্রবন্ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যবিজিগীষবঃ ॥ ১০ ॥ সংসাধ্যমানা দৈতেয়ৈর্দ্দেবাঃ সেন্দ্রাঃ ভয়াতুরাঃ। ত্রিবিষ্টপং পরিত্যজ্য

তাহাকে ধরাতলে নিপাতিত করিল। বোধ হইল, মহেন্দ্র যেন বজ্রপ্রহারে বাহুর মস্তক ছেদন করিয়া অম্বর হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫২ ॥ দানবসৈন্যনিয়ন্তা কালনেমি নিহত হইলে, ত্রিদশগণ অসুরদিগকে দলিত করিতে লাগিলেন। তাহারা শস্ত্র, অলক, বর্ম্ম ও বস্ত্র বিমোচন করিয়া, পলায়নপরায়ণ হইল। কেবল বাণাসুর সংগ্রামে অবস্থিতি করিল ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কালনেমিবধনামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বাণাসুর সংগ্রাম আশ্রয় করিয়া রহিলে, দানবগণ পুনরায় যুদ্ধকামনায় সপত্নে সত্বরে দেবগণের উদ্দেশে প্রয়াণ করিল ॥ ১ ॥ অমিততেজা বিষ্ণু বলির পুত্র বাণকে অজেয় জানিয়া, সুরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তোমরা বিগতজ্বর হইয়া, যুদ্ধ কর ॥ ২ ॥ শক্রপুরোগম দেবগণ বিষ্ণুর আদেশানুসারে দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে বিষ্ণু অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ৩ ॥ শুক্রাচার্য্য, মাধবকে অন্তর্হিত জানিয়া, বলিকে কহিলেন, বলে! গোবিন্দ দেবগণকে ত্যাগ করিয়াছেন। তুমি অধুনা জয় কর ॥ ৪ ॥ জনার্দ্দন প্রস্থান করিলে, বলি পুরোহিতের বাক্যানুসারে গদাগ্রহণ করিয়া, সতেজে সুরসৈন্যের অভিমুখে গমন করিল ॥ ৫ ॥ তদনন্তর বাণ বাহুসহস্র দ্বারা বিবিধ প্রহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবসেনার সম্মুখে গমন করিয়া, তাহাদের সহস্র সহস্রকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ তখন ময় মায়া আশ্রয় ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, অমরবরূথিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৭ ॥ বিদ্যুজ্জিহ্ব, পর ভদ্র, বৃষপর্ব্বা, অসিতেক্ষণ বিপাক, বিজয় ইহারাও সসৈন্যে দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ দিতিসুতগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া, ভগবান্ জনার্দ্দন গমন করিলে, প্রায় বিমুখ হইয়া পড়িলেন ॥ ৯ ॥ বলি ও বাণপ্রমুখ দৈত্যগণ সকলে ত্রিভুবনজয়কামনাবশংবদ হইয়া, সেই রণপরাঙ্মুখ দেবগণের অনুসরণে ধাবমান হইল ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রের

ব্রহ্মলোকমুপাগতাঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মলোকং গতেষ্বেবং সেন্দ্রেষপি সুরেষু বৈ। স্বর্গভোক্তা বলি-র্জাতঃ সপুত্রভৃত্যবান্ধবৈঃ ॥ ১২ ॥ শক্রোঽভূদ্বলবান্ ব্রহ্মন্ বলির্বাণো যমো ভবৎ। বরুণোঽভূন্ময়ঃ সোমো রাহুর্দৈত্যো মহাসুরঃ ॥ ১৩ ॥ স্বর্ভানুরভবৎ সূর্য্যঃ শুক্রশ্চাসীদ্বৃহস্পতিঃ। যেঽন্যেঽপ্যধিকৃতা দেবাস্তেষু জাতাঃ সুরারয়ঃ ॥ ১৪ ॥ পঞ্চমস্য কলেরাদৌ দ্বাপরান্তে সুদারুণে। দেবাসুরোঽভূৎ সংগ্রামো যত্র শক্রোঽপ্যভূদ্বলিঃ ॥ ১৫ ॥ পাতালাস্তস্য সপ্তাসন্ বশে লোকত্রয়ঃ তথা। ভূর্ভুবঃস্বঃ পরিখ্যাতং দশলোকাধিপো বলিঃ ॥ ১৬ ॥ স্বর্গে স্বয়ং নিবসতি ভুঞ্জন্ ভোগান্ সুদুর্লভান্। তত্রোপাসন্ত গন্ধর্ব্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ তিলোত্তমাদ্যা হ্যপ্সরসো নৃত্যন্তি সুরতাপসাঃ। বাদয়ন্তি চ বাদ্যানি যক্ষবিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ত্রৈবিষ্টপানসৌ ভোগান্ ভুঞ্জন্দৈত্যেশ্বরো বলিঃ। সস্মার মনসা ব্রহ্মন্ প্রহ্লাদং স পিতামহং ॥ ১৯ ॥ সংস্মৃতশ্চ স পৌত্রেণ মহাভাগবতোঽসুরঃ। সমভ্যাগাত্বরাযুক্তঃ পাতালাৎ স্বর্গমব্যয়ং ॥ ২০ ॥ তমাগতং সমীক্ষ্যৈব ত্যক্ত্বা সিংহাসনং বলিঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ববন্দে চরণাম্বুজৌ ॥ ২১ ॥ পাদয়োঃ পতিতং বীরং প্রহ্লাদস্ত্বরিতো বলিং। সমুত্থাপ্য পরিষ্বজ্য বিবেশ পরমাসনে ॥ ২২ ॥ তং বলিঃ প্রাহ ভো তাত ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরা ময়া। নির্জ্জিতাঃ শক্ররাজ্যঞ্চ হৃতং বীর্য্যং বলাশ্রয়া ॥ ২৩ ॥ তদিদং তাত মদ্বীর্য্যবিনির্জ্জিতসুরোত্তমং। ত্রৈলোক্যরাজ্যং ভুংক্ষ্ব ত্বং ময়ি ভৃত্যে পুরঃ স্থিতে ॥২৪॥ ঐরাবতঃ পুণ্যযুতো ভবিষ্যামি যথাহ্যহং। ত্বদংঘ্রিপূজাভিরতস্ত্বদুচ্ছিষ্টান্নভোজনঃ ॥ ২৫ ॥

সহিত দেবগণ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক সংসাধ্যমান ও ভয়াতুর হইয়া, স্বর্গ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ এইরূপে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, বলি পুত্র, ভৃত্য ও মিত্রগণের সহিত স্বর্গভোগ করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ তন্মধ্যে বলি স্বয়ং ইন্দ্র হইল ; তাহার পুত্র বাণ যমত্ব গ্রহণ করিল ; ময় বরুণ হইল ; রাহু চন্দ্রের কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ স্বর্ভানু সূর্য্য হইল ; শুক্র বৃহস্পতির পদগ্রহণ করিলেন, এবং অন্যান্য অসুরগণ অপরাপর দেবগণের অধিকারে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৪ ॥ পঞ্চম কলিযুগের আদিতে ও দ্বাপরযুগের অতি দারুণ অবসানে দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, যাহাতে বলি ইন্দ্রপদ অধিকার করে ॥ ১৫ ॥ সপ্তপাতাল ও ভূর্ভুবঃস্বঃনামে বিখ্যাত লোকসকল তাহার বশীভূত হইল। এইরূপে বলি দশলোকের অধিপতি হইয়া ॥ ১৬ ॥ সুদুর্লভ ভোগসকল সম্ভোগ করত স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। বিশ্বাবসুপুরোগম গন্ধর্ব্বগণ তথায় তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৭ ॥ তিলোত্তমাদি অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। যক্ষ ও বিদ্যাধর প্রভৃতিরা বাদ্যবাদনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৮ ॥

দৈত্যেশ্বর বলি এইরূপে স্বর্গীয় ভোগ সম্ভোগ করত, পিতামহ প্রহ্লাদকে মনে মনে স্মরণ করিল ॥ ১৯ ॥ পৌত্র স্মরণ করিবামাত্র, মহাভাগবত প্রহ্লাদ তৎক্ষণাৎ ত্বরান্বিত হইয়া, পাতাল হইতে স্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ২০ ॥ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, বলি তৎক্ষণমাত্রে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া, তদীয় চরণদ্বয়ের বন্দনা করিল ॥ ২১ ॥ প্রহ্লাদ পাদপতিত বীর বলিকে সত্বরে সমুত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া, পরমাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ২২ ॥

বলি তাঁহারে কহিল, তাত ! আমি আপনার প্রসাদে দেবগণকে পরাস্ত করিয়া, বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের রাজ্য হরণ ও তদীয় বীর্য্য শোষণ করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ তাত ! এইরূপে সুরোত্তম ইন্দ্র আমার বীর্য্যে নির্জ্জিত হইয়াছেন। আপনি এক্ষণে তাঁহার এই ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করুন। আমি আপনার সম্মুখে থাকিয়া, ভৃত্যের কার্য্য করিব ॥ ২৪ ॥ পুণ্যযুক্ত ঐরাবত যেমন, আমিও তেমন প্রতিদিন আপনার চরণপূজায় অভিরত থাকিয়া, আপনার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন

ন স পালয়িতুং রাজ্যং শক্তো ভবতি সত্তম। ন যোহনুতিষ্ঠতি গুরূন্ শুশ্রূষাং কুরুতে ন যঃ ॥ ২৬ ॥ তত্তস্তদুক্তং বলিনা বাক্যং শ্রুত্বা দ্বিজোত্তম। প্রহ্লাদো বচনং প্রাহ ধর্ম্মকামার্থসাধনং ॥ ২৭ ॥ ময়া কৃতং রাজ্যমকণ্টকং পুরা প্রশাসিতাস্তঃসুহৃদোহনুপূজিতাঃ। দত্তং যথেষ্টং জনিতাস্তথাত্মজাঃ স্থিতো বলে ত্বংপ্রতি যোগসাধকঃ ॥ ২৮ ॥ গৃহীতং পুত্র বিধিবন্ময়া ভূয়োর্পিতং তব। এবং তব গুরূণাং ত্বং সদা শুশ্রূষণে রতঃ ॥ ২৯ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং করে ধৃত্বা তু দক্ষিণে। শাক্রে সিংহাসনে ব্রহ্মন্ বলিং তূর্ণমবেশয়ৎ ॥ ৩০ ॥ সোপবিষ্টো মহেন্দ্রস্য সর্ব্বরত্নময়ে শুভে। সিংহাসনে দৈত্যপতিঃ শুশুভে মঘবানিব ॥ ৩১ ॥ তত্রোপবিষ্টশ্চৈবাসৌ কৃতাঞ্জলিপুটো বলিঃ। প্রহ্লাদং প্রাহ বচনং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩২ ॥ যন্ময়া তাত কর্ত্তব্যং ত্রৈলোক্যং পরিরক্ষতা। ধর্মার্থকামমোক্ষেভ্যস্তদাদিশতু নো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥ তদ্বাক্যসমকালঞ্চ শুক্রঃ প্রহ্লাদমব্রবীৎ। যদযুক্তং তন্মহাবাহো বদস্বাস্যোত্তরং বচঃ ॥ ৩৪ ॥ বচনং বলিশুক্রাভ্যাং শ্রুত্বা ভাগবতোহসুরঃ। প্রাহ ধর্ম্মার্থসংযুক্তং প্রহ্লাদো বাক্যমুত্তমং ॥ ৩৫ ॥ যদায়তিক্ষমং রাজন্ বিত্তং ত্রিভুবনস্য চ। অবিরোধেন ধর্ম্মস্য অর্থস্যোপার্জ্জনঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বসত্ত্বানুগমনং ত্রিবর্গস্য ফলঞ্চ যৎ। পরত্রেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ পুত্র তৎ কর্ম্ম চাচর ॥ ৩৭ ॥ যথা শ্লাঘ্যং প্রযাস্যস্য যথা কীর্ত্তির্ভবেত্তম। যথা নায়শসো যোগস্তথা কুরু মহামতে ॥ ৩৮ ॥ এতদর্থাং শ্রিয়ং দীপ্তাং কাঙ্ক্ষতে পুরুষোত্তমাঃ। যেনৈতে চ গৃহেঽস্মাকং নিবসন্তি সুনির্বৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ কুলজো ব্যসনে মগ্নঃ সখা জ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ। বৃদ্ধো

করিব ॥ ২৫ ॥ হে সত্তম! যেব্যক্তি গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় না এবং তাহার সেবা করে না, সে কখন রাজ্যপালনে সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

হে দ্বিজোত্তম! বলির কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রহ্লাদ ধর্ম্মকামার্থসাধন বচন প্রয়োগ পুরঃসর বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ আমি পূর্ব্বে অকণ্টকে রাজ্য করিয়াছি, সকলের অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছি, সুহৃদগণের অনুপূজা করিয়াছি, যথেষ্ট দান করিয়াছি, অপত্য সকলের সমুৎপাদন করিয়াছি। হে বলে! এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া, সম্প্রতি যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ২৮ ॥ বৎস! তথাপি তোমার প্রদত্ত রাজ্য যথা বিধি গ্রহণ ও পুনরায় তোমারেই অর্পণ করিলাম। এইরূপে তুমি সর্ব্বদা গুরুগণের শুশ্রূষায় অনুরত হও ॥২৯॥ এই বলিয়া, তিনি বলির দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া, তাঁহারে তৎক্ষণাৎ শক্রের সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ বলি মহেন্দ্রের সর্ব্বরত্নময় শুভসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান হইল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ তাত! ত্রৈলোক্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকলের মধ্যে যাহা আমার করিতে হইবে, তাহা উপদেশ করুন ॥৩৩॥

তদীয়বাক্যসমকালে শুক্র প্রহ্লাদকে কহিলেন, অয়ি মহাবাহো! যাহা যুক্তিযুক্ত, তদনুসারে উত্তরবাক্য প্রয়োগ কর ॥ ৩৪ ॥

বলি ও শুক্র উভয়ের কথা শুনিয়া, ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত প্রশস্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ যাহা ত্রিভুবনের আয়তির উপযুক্ত, এরূপ বিত্তসংগ্রহ, ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থের উপার্জ্জন ॥ ৩৬ ॥ সকল প্রাণীর অনুকূলে অভ্যুত্থান, ত্রিবর্গের ফল, ও উভয়লৌকিক শ্রেয়ঃ সমাধান, এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৭ ॥ অদ্য যাঁহাতে সকলের শ্লাঘনীয় হইতে পার, যাহাতে কীর্ত্তিসংগ্রহ হয়, এবং যাহাতে কলঙ্কস্পর্শ না করে, তদনুরূপ আচরণ কর ॥ ৩৮ ॥ হে মহামতে! পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণ যে পরমসমৃদ্ধি কামনা করেন, তাহার উদ্দেশ্য এই, আমাদের গৃহে কুলোৎপন্ন, ব্যসননিমগ্ন, জ্ঞাতিবহিষ্কৃত সখা, বৃদ্ধ জ্ঞাতি, গুণবান্

আস্তিঙ্ণী বিপ্রাঃ কীর্ত্তিশ্চ যশসা সহ ॥ ৪০ ॥ অস্মাদ্যৈতে নিবসন্তি পুত্রঃ রাজ্যস্থিতস্যোচ্চ কুলোদ্ভবস্য। তথা যত্নামলসৎচেষ্ট যথা যশস্বী ভবিতাসি লোকে ॥ ৪১ ॥ ভূম্যাং যদা ব্রাহ্মণ-ভূষিতায়াং ক্ষত্রান্বিতায়াং দৃঢ়বাসিতায়াং। শুশ্রূষণশক্তিসমুদ্ভবায়াম্ ঋং প্রযাতীহ নরাধিপেন্দ্রঃ ॥ ৪২ ॥ তস্মাদ্বিজাগ্র্যাঃ শ্রুতিশাস্ত্রযুক্তা নরাধিপাস্তে প্রতিযাজযন্ত। যজন্তু দিব্যৈঃ ক্রতুভিৰ্দ্ধি যেজ্যা যজ্ঞাগ্নিধুমেন নৃপস্য শান্তিং ॥ ৪৩ ॥ তপোধ্যয়নসম্পন্না যজনেধ্যাপনে রতাঃ। সন্তু বিপ্রাঃ ক্ষত্রপূজ্যাস্তবোহনুজ্ঞামবাপ্য হি ॥ ৪৪ ॥ স্বাধ্যায়যজ্ঞনিরতা দাতারঃ শস্ত্রজীবিনঃ। ক্ষত্রিয়াঃ সন্তু দৈত্যেন্দ্র প্রজাপালনধর্ম্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞাধ্যয়নসম্পন্না দাতারঃ কৃষিকারিণঃ। পাশুপাল্যং প্রকুর্ব্বাণা বৈশ্যা বিপণিজীবিনঃ ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সদা শুশ্রূষণে রতাঃ। শূদ্রাঃ সন্তু সুরশ্রেষ্ঠ তবাজ্ঞাকারিণঃ সদা ॥ ৪৭ ॥ যদা বর্ণাঃ স্বধর্ম্মস্থা ভবন্তি দিতিজেশ্বর। ধর্ম্মবৃদ্ধিস্তদা স্যাদ্বৈ ধর্ম্মবৃদ্ধৌ নৃপাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাদ্বর্ণাঃ স্বধর্ম্মস্থাস্ত্বয়া কার্য্যাঃ সদা বলে। তদ্বৃদ্ধৌ ভবতো বৃদ্ধিস্তদ্ধানৌ হানিরুচ্যতে ॥ ৪৯ ॥ ইত্থং বচঃ শ্রাব্য নরাধিপেন্দ্রো বলির্মহাত্মা স বভূব তূষ্ণীং। ততো যদাজ্ঞাপয়সে করিষ্যে ইত্থং বলিঃ প্রাহ বিভো মহর্ষে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে প্রহ্লাদবাক্যং নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণ, কীর্ত্তি ও যশ, এই সকল পরমনির্ব্বৃত হইয়া, বাস করিবে ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ অতএব, পুত্র! তুমি সৎকুলে যেমন জন্মিয়াছ ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; সেইরূপ, যাহাতে ঐ সকল তোমার গৃহে বাস করিতে পারে, হে অমলসত্ত্ব! তুমি তদনুরূপ যত্ন ও চেষ্টা কর। তাহা হইলেই, সংসারে যশস্বী হইবে ॥ ৪১ ॥ পৃথিবী সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণে ভূষিত, ক্ষত্রিয়গণে অন্বিত, বৈশ্যগণে অধ্যুষিত ও শুশ্রূষণশক্তিসমুদ্ভাবিত হইলেই, নরেন্দ্রগণ সমৃদ্ধি সংগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ অতএব শ্রুতিশাস্ত্রবিশারদ গুণবান্ ব্রাহ্মণগণ ও নরাধিপগণ তোমার প্রতিযাজনে যেন প্রবৃত্ত হন ও দিব্যযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অগ্নির ধূমে যেন তোমার শান্তিবিধান করেন ॥ ৪৩ ॥ তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে সংসক্ত এবং যজন ও অধ্যাপন অনুরত, ক্ষত্রপূজ্য বিপ্রবর্গ যেন তোমার অনুজ্ঞানুসারী হন ॥ ৪৪ ॥ তোমার অধিকারে ক্ষত্রিয়গণও যেন স্বাধ্যায় ও যজ্ঞনিরত, দাতা ও শস্ত্রজীবী হইয়া, প্রজাপালনধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করেন ॥ ৪৫ ॥ বৈশ্যসকলও যেন যজ্ঞ ও অধ্যয়ন সম্পন্ন, দাতা, কৃষিকার, বিপণজীবী ও পাশুপাল্যে সংযুক্ত হয়। ৪৬ ॥ হে অসুরশ্রেষ্ঠ! শূদ্রগণও যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বৈশ্যগণের শুশ্রূষাপরায়ণ ও সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে দিতিজেশ্বর! বর্ণসকল স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুসারী হইলেই, ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় এবং ধর্ম্মের বৃদ্ধিতে নৃপাদিরও সমৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ অতএব, বলে! তুমি বর্ণসকলকে স্বধর্ম্মস্থ রাখিবে। তাহাদের বৃদ্ধিতেই তোমার বৃদ্ধি ও তাহাদের হানিতেই তোমার হানি, কথিত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

নরাধিপেন্দ্র মহাত্মা বলি এই কথা শুনিয়া, তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিল এবং কহিল, যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই করিব ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিরাজ্যনামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গতেষু দেবেষু ব্রহ্মলোকং তপোধন। ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস বলির্ধর্ম্মান্বিতঃ সদা ॥ ১ ॥ কলিস্তদা ধর্ম্মযুক্তং জগদ্দৃষ্ট্বা কৃতে যথা। ব্রহ্মাণং শরণং ভেজে স্বভাবস্য নিবেদকঃ ॥ ২ ॥ গত্বা স দদৃশে দেবং সেন্দ্রং দেবৈঃ সমন্বিতঃ। স্বদীপ্ত্যা দ্যোতয়ন্তঞ্চ স্বদেশং সসুরাসুরং ॥ ৩ ॥ প্রণিপত্য তমাহাথ কলিস্ত্রৈলোক্যমীশ্বরং। মম স্বভাবো বলিনা নাশিতো দেবসত্তম ॥ ৪ ॥ তং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বভাবো জগতোঽপি হি। ন কেবলং হি ভবতো হৃতস্তেন বলীয়সা ॥ ৫ ॥ পশ্যস্বোত্তিষ্ঠ দেবেন্দ্রং বরুণঞ্চ সমারুতং। ভাস্করোঽপি হি দীনত্বং প্রযাতো হি বলাদ্বলেঃ ॥ ৬ ॥ ন তস্য কশ্চিৎ ত্রৈলোক্যে প্রতিষেদ্ধাস্তি কর্ম্মণঃ। ঋতে সহস্রশিরসং হরিং দশশতাঙ্ঘ্রিকং ॥ ৭ ॥ স ভূমিঞ্চ তথা নাকং রাজ্যং লক্ষ্মীং যশো বলং। সমাহরিষ্যতি বলিঃ কর্ত্তাসৌ ধর্ম্মগোচরং ॥ ৮ ॥ ইত্যেবমুক্তে দেবেন ব্রহ্মণা কলিরব্যয়ঃ। দীনান্ দৃষ্ট্বা স শক্রাদীন্ বিভীতকবনং গতঃ ॥ ৯ ॥ কৃতং প্রাবর্ত্তত তদা কলির্নাসীজ্জগত্রয়ে। ধর্ম্মোঽভবচ্চতুষ্পাদশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽপি নারদ ॥ ১০ ॥ তপোঽহিংসা চ সত্যঞ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়া দানং ত্বানৃশংস্যং শুশ্রূষা যজ্ঞকর্ম্ম চ ॥ ১১ ॥ জগন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি পরিব্যাপ্য স্থিতানি হি। বলিনা বলিনা ব্রহ্মংস্তুষ্টোঽপি হি কৃতঃ কৃতঃ ॥১২॥ স্বধর্ম্মস্থায়িনো বর্ণা আশ্রমাংশ্চাবিশন্ দ্বিজাঃ। প্রজাপালনধর্ম্মস্থাঃ সদৈব মনুজর্ষভাঃ ॥১৩॥ ধর্ম্মোত্তরে বর্ত্তমানে ব্রহ্মন্নস্মিন্ জগত্রয়ে। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরগমত্তদানীং দানবেশ্বরং ॥ ১৪ ॥ তামাগতাং নিরীক্ষ্যৈব সহস্রাক্ষশ্রিয়ং বলিঃ। পপ্রচ্ছ কাসি মাং ব্রূহি কেনাপার্থেন চাগতা ॥১৫॥ সা তদ্বচনমাকর্ণ্য তদা শ্রীঃ পদ্মমালিনী। বলে শৃণুষ্ব যস্মাত্ত্বামায়াতা

পুলস্ত্য কহিলেন, হে তপোধন! দেবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, বলি সর্ব্বদা ধর্ম্মান্বিত হইয়া, ত্রৈলোক্য পালন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ কলি, কৃতযুগের ন্যায়, তৎকালে সমুদায় সংসার ধর্ম্মসংযুক্ত দেখিয়া, স্বভাবের নিবেদনপ্রযুক্ত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল ॥ ২ ॥ সে গমন করিয়া দেখিল, ব্রহ্মা ইন্দ্রের সহিত দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, স্বকীয় দীপ্তিতে সুরাসুর সহিত স্বদেশ বিদ্যোতিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥ কলি সকলের ঈশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে দেবসত্তম! বলি আমার স্বভাব বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বলীয়ান্ বলি কেবল তোমার বলিয়া নহে, সমুদায় জগতের স্বভাব হরণ করিয়াছে ॥ ৫ ॥ উত্থিত হইয়া, অবলোকন কর, ইন্দ্র, বরুণ ও মরুদ্গণের কি শোচনীয় দশার আবিষ্কার হইয়াছে। ভাস্কর বলির বলে হীনপ্রভাব হইয়াছেন ॥ ৬ ॥ ত্রৈলোক্যে এমন কেহই নাই, যে বলির কার্য্যের প্রতিষেধ করিতে পারে। একমাত্র সহস্রশিরা সহস্রপাদ ভগবান্ বিষ্ণুই তাহার নিয়মন করিতে সমর্থ ॥ ৭ ॥ এক বলিই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রযুক্ত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রাজ্য, লক্ষ্মী, যশ ও বল সমুদায় নিজের আয়ত্ত করিবে ॥ ৮ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, কলি শক্রাদি দেবগণকে ক্ষীণপ্রভাব অবলোকন করিয়া, বিভীতকবনে গমন করিল ॥ ৯ ॥ তখন সত্যযুগের প্রাদুর্ভাব হইল; কলি আর ত্রিভুবনে রহিল না। নারদ! চাতুর্ব্বর্ণ্যেই চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল ॥ ১০ ॥ তপস্যা, অহিংসা, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, দান, আনৃশংস্য, শুশ্রূষা, যজ্ঞকর্ম্ম ॥ ১১ ॥ এই সকলে সমুদায় সংসার পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মন্! এইরূপে বলবান্ বলি কৃতযুগকে সন্তুষ্ট করিলে ॥ ১২ ॥ সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থায়ী হইল। ব্রাহ্মণেরা আশ্রম সকলে সন্নিবেশ করিলেন। মনুজর্ষভেরা সর্ব্বদাই প্রজাপালনধর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিলেন ॥১৩॥ ব্রহ্মন্! সমুদায় সংসার ধর্ম্মোত্তর হইয়া অবস্থিতি করিলে, তৎকালে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী দানবরাজ বলির সকাশে গমন করিলেন ॥১৪॥ বলি, সহস্রাক্ষের লক্ষ্মীকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, কিজন্য আসিয়াছ, বল ॥ ১৫ ॥

মহিষী বলাৎ ॥ ১৬ ॥ অপ্রতর্ক্যবলো দেবো যোসৌ চক্রগদাধরঃ। তেন ত্যক্তস্ত্বং বলবান্ ততোহহমাগতা ॥ ১৭ ॥ স নির্ম্মমে যুবত্যস্তু চতস্রো রূপসংযুতাঃ। শ্বেতাম্বরধরা চৈক শ্বেত-স্রগনুলেপনা ॥ ১৮ ॥ শ্বেতবৃন্দারকারূঢ়া সত্ত্বাঢ্যা শ্বেতবিগ্রহা। রক্তাম্বরধরা চান্যা রক্তস্রগনু-লেপনা ॥ ১৯ ॥ রক্তবাজিসমারূঢ়া রক্তাক্ষী রাজসী হি সা। পীতাম্বরা পীতবর্ণা পীতস্রগনু-লেপনা ॥ ২০ ॥ সৌবর্ণস্যন্দনারূঢ়া তামসং গুণমাশ্রিতা। নীলাম্বরা নীলমাল্যা নীলগন্ধানলি-সপ্রভা ॥ ২১ ॥ নীলবৃষসমারূঢ়া ত্রিগুণা সা প্রকীর্ত্তিতা। যা সা শ্বেতাম্বরা শ্বেতা সত্ত্বাঢ্যা কুঞ্জর-স্থিতা ॥ ২২ ॥ সা ব্রহ্মাণং সমায়াতা চন্দ্রচন্দ্রানুগানপি। যা সা রক্তা রক্তবাসা বাজিস্থা যশসা-ন্বিতা ॥ ২৩ ॥ তাং প্রাদাদ্দেবরাজায় মনবে তৎসুতায় চ। পীতাম্বরা যা সুভগা রথস্থা কনক-প্রভা ॥ ২৪ ॥ প্রজাপতিভ্যস্তাং প্রাদাচ্ছক্রায় চ বিশৎসু চ। নীলবস্ত্রালিসদৃশা যা চতুর্থী বৃষস্থিতা ॥ ২৫ ॥ সা দানবান্ নৈর্ঋতাংশ্চ শূদ্রান্ বিদ্যাধরানপি। বিপ্রাদ্যাঃ শ্বেতরূপাং তাং কথয়ন্তি সরস্বতীং ॥ ২৬ ॥ স্তুবন্তি ব্রহ্মণা সার্দ্ধং মখে মন্ত্রাদিভিঃ সদা। ক্ষত্রিয়া রক্তবর্ণাঙ্গীং জয়শ্রীমিতি শংসিরে ॥ ২৭ ॥ সা চন্দ্রেণাসুরশ্রেষ্ঠ মনুনা চ যশস্বিনী। বৈশ্যাস্তাং পীতবসনাং কনকাঙ্গীং সদৈব হি ॥ ২৮ ॥ স্তুবন্তি লক্ষ্মীমিত্যেব প্রজাপালাস্তথৈব হি। শূদ্রাস্তাং নীল-বর্ণাঙ্গীং স্তুবন্তি হি সুভক্তিতঃ ॥ ২৯ ॥ শ্রিয়দেবীতি নাম্না তাং সদৈত্যোরাক্ষসৈস্তথা। এবং বিভক্তাস্তা নার্য্যস্তেন দেবেন চক্রিণা ॥ ৩০ ॥ এতাসাং চ স্বরূপস্থাস্তিষ্ঠন্তি নিগমাব্যয়াঃ। ইতি

পদ্মমাল্যবিভূষিতা লক্ষ্মী তাহার কথা শুনিয়া কহিলেন, বলে! যে কারণে বলপূর্ব্বক তোমার নিকটে আসিয়াছি এবং আমি যাহার মহিষী, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ যাঁহার বল তর্কের অতীত, সেই ভগবান চক্রগদাধর বিষ্ণু দেবরাজকে ত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য আমি তোমার নিকট আসিলাম ॥ ১৭ ॥ তিনি যুবতীচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করেন। তাহারা সকলেই রূপশালিনী। তন্মধ্যে, কেহ শ্বেতবস্ত্র, শ্বেত মাল্য ও শ্বেত অনুলেপনে বিভূষিত ॥ ১৮ ॥ শ্বেত হস্তীতে আরূঢ়, শ্বেত শরীরে সমন্বিত ও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত; কেহ রক্তাম্বর ও রক্তমালানুলেপনে উপলক্ষিত ॥ ১৯ ॥ রক্তবাজীসমারূঢ়, রক্তাক্ষী ও রাজসগুণে সংযুক্তা। কেহ পীতবস্ত্রে বিমণ্ডিত, পীতবর্ণে অলঙ্কৃত, পীতমাল্য ও পীত অনুলেপনে লাঞ্ছিত ॥ ২০ ॥ সৌবর্ণস্যন্দনে অধি-রূঢ় এবং তামসগুণে সমাশ্রিত। কেহ বা নীলবস্ত্র, নীলমাল্য, নীলগন্ধ এই সকলে শোভিত, অলির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ॥ ২১ ॥ নীল বৃষে অধিষ্ঠিত এবং ত্রিগুণে ভূষিত।

ইহাদের মধ্যে যে ললনা শ্বেতাম্বরধারিণী, শ্বেতবর্ণা, সত্ত্বাঢ্যা, কুঞ্জরস্থিতা ॥ ২২ ॥ সে ব্রহ্মা, চন্দ্র ও চন্দ্রের অনুবর্ত্তিদিগকে আশ্রয় করিল। আর, যে ললনা রক্তবর্ণা, রক্তবসনা, অশ্বে আরূঢ়া ও যশঃসম্পন্না ॥ ২৩ ॥ তাহাকে দেবরাজ, মনু ও মনুর পুত্র হস্তে সম্প্রদান করা হইল। পুনশ্চ, যে ললনা পীতাম্বরপরিধানা, সুভগা, রথারূঢ়া, কনকবর্ণা ॥ ২৪ ॥ তাহাকে শুক্র ও প্রজাপতিগণের হস্তে প্রদান করিলেন। আর, নীলবসনপরিধানা, ভ্রমরসবর্ণা, বৃষারূঢ়া চতুর্থী-ললনা ॥ ২৫ ॥ দানবগণ, নৈঋতগণ, শূদ্রগণ ও বিদ্যাধরগণ, ইহাদিগকে আশ্রয় করিল। বিপ্রাদিরা শ্বেতরূপা ললনাকে সরস্বতীনামে নির্দ্দেশ করেন ॥ ২৬ ॥ এবং ব্রহ্মার সহিত যজ্ঞে মন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়েরা রক্তবর্ণা ললনাকে জয়শ্রীনামে নির্দ্দেশ করে ॥ ২৭ ॥ সেই যশস্বিনীই মনু ও চন্দ্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে। বৈশ্যেরা এবং প্রজাপালগণ পীতবসনা কনকাঙ্গীকে লক্ষ্মী বলিয়া উল্লেখ ও সর্ব্বদাই স্তব করে। শূদ্রেরা পরম ভক্তিসহকারে সেই নীলবর্ণাঙ্গীর স্তব ও ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ শ্রিয়দেবীনামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। রাক্ষস ও দৈত্যগণও তাঁহাকে এইরূপে স্তব করে। ভগবান্ চক্রী এইরূপে সেই নারী-চতুষ্টয়কে বিভক্ত করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ ইতিহাস, পুরাণ, সাঙ্গ বেদ ও উক্তি সমুদায় ইহাদের

হাস্যপুরাণানি বেদাঃ সাঙ্গাস্তথোত্তরঃ ॥ ৩১ ॥ চতুঃষষ্টিকলাশ্চৈতা মহাপদ্মো নিধিঃ স্থিতঃ। রত্নানি স্বর্ণরজতং গজাশ্বরথভূষণং ॥ ৩২ ॥ শস্ত্রাস্ত্রাদিকবস্তূনি রক্তা পদ্মো নিধিঃ স্মৃতঃ। গো-মহিষ্যঃ খরোষ্ট্রাশ্চ সুবর্ণাম্বরভূময়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ওষধ্যঃ পশবঃ পীতা মহানীলো নিধিঃ স্থিতঃ। সর্ব্বাসামপি জাতীনাং ব্যতিরেকা প্রতিষ্ঠিতা ॥৩৪॥ অন্যেষামপি সংহত্রী নীলা শঙ্খো নিধিঃস্থিতঃ। এতাভিশ্চ স্থিতাস্যাং চ যানি রূপাণি দানব। ভবন্তি পুরুষাণাং বৈ তন্নিবোধ বদামি তে ॥ ৩৫ ॥ সত্যশৌচাভিসংযুক্তা বলদানোৎসবে রতাঃ। ভবন্তি দানবপতে মহাপদ্মাশ্রিতা নরাঃ ॥ ৩৬ ॥ যজ্বিনো সুভগা দৃপ্তা মালিনো বহুদক্ষিণাঃ। সর্ব্বদামাগুসুখিনো নরাঃ পদ্মাশ্রিতাঃ স্থিতাঃ ॥৩৭॥ সত্যানৃতসমাযুক্তা দানাশরণযজিনঃ। ন্যায়ান্যায়ব্যয়োপেতা মহানীলাশ্রিতা নরাঃ ॥ ৩৮ ॥ নাস্তিকাঃ শৌচরহিতাঃ কৃপণা ভোগবর্জ্জিতাঃ। স্তেয়ানৃতকথাযুক্তা নরাঃ শঙ্খাশ্রিতা বলে ॥ ৩৯ ॥ ইত্যেবং কথিতস্তুভ্যমাসাং দানব নির্ণয়ঃ ॥৪০॥ অহং সা রাগিণী নাম জয়শ্রীস্ত্বামুপাগতা। মমাস্তি দানবপতে প্রতিজ্ঞা সাধুসম্মতা ॥ ৪১ ॥ সমাশ্রয়ামি শৌর্য্যাংশং ন চ ক্লীবং কথঞ্চন। ন চাস্তি তব তুল্যোহন্যস্ত্রৈলোক্যেপি বলান্বিতঃ ॥ ৪২ ॥ ত্বয়া বলবতা রাজন্ প্রীতির্মে জনিতা ধ্রুবা। যত্ত্বয়া যুধি বিক্রম্য দেবরাজো বিনির্জ্জিতঃ ॥ ৪৩ ॥ অতো মে পরমপ্রীতির্জ্জাতা দানব শাশ্বতী। দৃষ্ট্বা তে পরমং সত্বং সর্ব্বেভ্যোপি বলাধিকং ॥৪৪॥ শৌণ্ডীর্য্যমানিনং বীরং ততোহং স্বয়মাগতা। নাশ্চর্য্যং দানবশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপোঃ কুলে ॥৪৫॥ প্রসূতস্যাসুরেন্দ্রস্য তব কর্ম্ম যদীদৃশং। বিশেষিত-

---

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে ॥ ৩১ ॥ চতুঃষষ্টি কলা ও মহাপদ্মনিধিও ঐরূপে অধিবিষ্ট হইয়াছে। রত্ন, স্বর্ণ, রজত, গজ, অশ্ব, রথ, ভূষণ এবং শস্ত্র ও অস্ত্রাদি বস্তুও পদ্মনিধি রক্তবর্ণাকে আশ্রয় করিয়া আছে। গো,মহিষ, খর, উষ্ট্র, সুবর্ণ, অম্বর ও ভূমি ॥ ৩২॥৩৩ ॥ ওষধি ও পশুসকল এবং মহান নিধি এই সমস্ত বস্তু পীতবর্ণাতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৪ ॥ এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য বস্তু সকল ও শঙ্খনিধি নীলবর্ণাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

হে দানব ! এই সকল ললনা যাহাদিগকে আশ্রয় করে, তাহাদের স্বভাবাদি যেরূপ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৫ ॥ হে দানবপতে ! মহাপদ্মাশ্রিত লোকসকল সত্য ও শৌচাভিযুক্ত এবং বল, দান ও উৎসবে সংসক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ পদ্মাশ্রিত পুরুষমাত্রেই যজ্বা, সুভগ, দর্পিত, মালাধারী, বহুদক্ষিণ ও সর্ব্বসুখসামাগ্রসম্পন্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ মহানীলাশ্রিত লোকসকল সত্য ও অনৃতসংযুক্ত, দাতা, শরণ্য, যাগশীল ও ন্যায়ান্যায়ব্যয়বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে বলে! শঙ্খাশ্রিত পুরুষবর্গ নাস্তিক, শৌচরহিত, কৃপণ, ভোগবর্জ্জিত এবং চৌর্য্য ও মিথ্যাভিসংসক্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ হে দানব ! আমি তোমার নিকট ইহাদের নির্ণয়তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

আমি সেই রাগিণীনাম্নী জয়শ্রী ; তোমার সকাশে আগমন করিলাম। হে দানবপতে ! আমার সাধুসম্মত প্রতিজ্ঞা এই ॥ ৪১ ॥ আমি শৌর্য্যাংশ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকি ; ক্লীবের সংসর্গে কখন গমন করি না। ত্রৈলোক্যে তোমার সদৃশ বলবান দ্বিতীয় নাই ॥ ৪২ ॥ রাজন্ ! তুমি অতীববলশালী, সেইজন্য আমার অক্ষয় প্রীতি বিধান করিয়াছ। দেখ, তুমি যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক দেবরাজকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছ ॥ ৪৩ ॥ এইজন্যই, হে দানব ! তোমার প্রতি আমার পরম শাশ্বতী প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়াছে ; বলিতে কি, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবিশিষ্ট ও পরমসত্ত্বসম্পন্ন ; ইহা দর্শন করিয়াই, আমি তোমাতে প্রীতিবদ্ধা হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥ তুমি শৌণ্ডীর্য্যমানী ও বীর। সেইজন্যই আমি স্বয়ং উপাগতা হইয়াছি। অথবা হে দানবশ্রেষ্ঠ। তুমি হিরণ্যকশিপুর কুলে জন্মিয়াছ ও অসুরগণের রাজা হইয়াছ। তোমার

ত্বয়া রাজন্ দৈত্যেয়ঃ প্রপিতামহঃ ॥৪৬॥ বিজিতঞ্চ ক্রমাদ্‌যেন ত্রৈলোক্যং বৈ শক্রপালিতং। ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং দানবেন্দ্রং জগন্ময়ী ॥ ৪৭ ॥ জয়শ্রীশ্চন্দ্রবদনা প্রবিষ্টা দ্যোতয়চ্ছুভা। তস্যাঞ্চৈব প্রবিষ্টায়াং বিধবা ইব যোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥ সমাশ্রয়ন্তি বলিনং হ্রীঃ কীর্ত্তির্দ্যুতিরেব চ। প্রভা গতিঃ ক্ষমা ভূতির্বিদ্যা নীতির্দয়া মতিঃ ॥ ৪৯ । শ্রুতিঃ স্মৃতির্বলং কীর্ত্তিঃ শান্তির্ধৃতিঃ ক্রিয়া দ্বিজ। পুষ্টিস্তুষ্টিস্তথা চান্যা সর্ব্বশ্রিয়মবস্থিতা। সর্ব্বা বলিং সমাশ্রিত্য বিশ্রামযান্তি যথাসুখং ॥ ৫০ ॥ এবংগুণোহভূদসুরপুঙ্গবোহসৌ বলির্মহাত্মা শুভবুদ্ধিরাত্মবান্। যজ্বা তপস্বী মৃদুরেব সত্যবাক্ দাতা বিভর্ত্তা স্বজনাভিগোপ্তা ॥ ৫১ ॥ ত্রিবিষ্টপং শাসতি দানবেন্দ্রে নাসীৎ ক্ষুধার্ত্তো মলিনো ন দীনঃ। সদোজ্জ্বলো ধর্ম্মরতোথ দান্তঃ কামোপভোগী মনুজোহপি জাতঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে বলিরাজ্যং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। গতে ত্রৈলোক্যরাজ্যে তু দানবেষু পুরন্দরঃ। জগাম ব্রহ্মসদনং সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ ॥ ১ ॥ তত্রাপশ্যত দেবেশং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং। ঋষিভিঃ সার্দ্ধমাসীনং পিতরং স্বঞ্চ কশ্যপং ॥ ২ ॥ ততো ননাম শিরসা শক্রঃ সুরগণৈঃ সহ। ব্রহ্মাণং কশ্যপঞ্চৈব তাংশ্চ সর্ব্বাংস্তপোধনান্ ॥ ৩ ॥ প্রোবাচেন্দ্রঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং দেবনাথং পিতামহং। পিতামহ হৃতং রাজ্যং বলিনা বলিনা মম ॥৪॥ ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্রৈতদ্ভুজ্যতে হি কৃতং ফলং। শক্রঃ পৃচ্ছতি ভো ব্রূহি কিং

পক্ষে ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান বিস্ময়ের বিষয় নহে। রাজন্! তুমি স্বীয় প্রপিতামহকেও বিশেষিত করিয়াছ।॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ যেহেতু, তুমি শক্র কর্ত্তৃক অপহৃত ত্রৈলোক্যরাজ্য জয় করিয়া লইয়াছ। দানবেন্দ্র বলিকে এইরূপ কহিয়া, জগন্ময়ী ॥ ৪৭ ॥ চন্দ্রবদনা, জয়শ্রী তদীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা বিদ্যোতিত করিলেন। তিনি প্রবেশ করিলে, বিধবা রমণীবর্গের ন্যায় ॥ ৪৮ ॥ শ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, প্রভা, গতি, ক্ষমা, ভূতি, বিদ্যা, নীতি, দয়া, মতি, ইহারা বলিকে আশ্রয় করিল ॥ ৪৯ ॥ তদ্ব্যতীত, শ্রুতি, স্মৃতি, বল, কীর্ত্তি, শান্তি, ধৃতি, ক্রিয়া, পুষ্টি, তুষ্টি এবং অন্যান্যেরা সেই সর্ব্বশ্রীসম্পন্ন বলির আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত হইল। এবং বলিকে আশ্রয় করিয়া, সকলেই যথাসুখে বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ সেই মহাত্মা. শুভবুদ্ধিবিশিষ্ট, আত্মবান্, যাগশীল, তপস্বী, মৃদুস্বভাব, সত্যবাদী, দাতা, সকলের ভরণকর্ত্তা, স্বজনগণের রক্ষয়িতা বলি এবংবিধগুণবিশিষ্ট ছিল ॥ ৫১ ॥ তিনি স্বর্গশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, কেহ আর ক্ষুধার্ত্ত রহিল না, মলিন রহিল না, দীনভাবে রহিল না; মনুষ্যগণও সর্ব্বদা উজ্জ্বলভাবাবিষ্ট, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বদান্য ও কামোপভোগবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। ৫২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিরাজ্যনামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ত্রৈলোক্যরাজ্য দানবগণের হস্তগত হইলে, শচীপতি পুরন্দর দেবগণের সহিত ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। ১ ॥ তথায় গিয়া দেখিলেন, দেবগণেশ্বর কমলযোনি ব্রহ্মা ও স্বীয় পিতা কশ্যপ ঋষিগণের সহিত আসীন রহিয়াছেন ॥ ২ ॥ তদ্দর্শনে শক্র সুরগণের সহিত শির দ্বারা ব্রহ্মাকে, কশ্যপকে ও সেই সকল ঋষিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, দেবগণের নাথ পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! বলি বলবান্ হইয়া, আমার রাজ্য হরণ করিয়া লইয়াছে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, ইন্দ্র! তুমি

ময়া কুকৃতং কৃতং ॥ ৫ ॥ কশ্যপোপ্যাহ দেবেশ ভ্রূণহত্যা কৃতা ত্বয়া। দিত্যুদরাত্ত্বয়া গর্ভঃ কৃত্তো হি বহুধা বলাৎ ॥ ৬ ॥ পিতরং প্রাহ দেবেশঃ স মাতুর্দ্দোষতো বিভো। তন্নূনং প্রাপ্তবান্ গর্ভো যদশৌচা হি সা ভবৎ ॥ ৭ ॥ ততোব্রবীৎ কশ্যপস্ত মাতুর্দ্দোষঃ সদাসতাং। গতস্ততোপি নিহতো দারোপি কুলিশেন তে ॥ ৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কশ্যপবচঃ প্রাহ শক্রঃ পিতামহং। বিনাশং পাপ্যনো ব্রূহি প্রায়শ্চিত্তং প্রভো মম ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মা প্রোবাচ দেবেশং বশিষ্ঠঃ কশ্যপস্তথা। সর্ব্বস্য জগতশ্চাপি শক্রস্যাপি বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণির্মাধবঃ পুরুষোত্তমঃ। তং প্রপদ্যস্ব শরণং স তে সর্ব্বং বিধাস্যতি ॥ ১১ ॥ সহস্রাক্ষোপি বচনং গুরূণাং সন্নিশম্য বৈ। প্রোবাচ স্বল্পকালেন কশ্চিদ্দৃষ্টো মহোদয়ঃ ॥ ১২ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ সুরনাড়্বিরিঞ্চিনা মরীচি পুত্রেণ চ কশ্যপেন। তথৈব মিত্রাবরুণাত্মজেন বেগান্মহীপৃষ্ঠমবাপ্য তস্থৌ ॥ ১৩ ॥ কালিংজরস্যোত্তরতঃ সুপুণ্যাস্তথা হিমাদ্রেরপি দক্ষিণস্থঃ। কুশস্থলাৎ পূর্ব্বত এব বিশ্রুতো বসোঃ পুরাৎ পশ্চিমতোবতস্থে ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বং গতেন নৃবরেণ যত্র ইষ্টোশ্বমেধঃ শতশঃ সুদক্ষিণঃ। মনুষ্যমেধোপি সহস্রকৃত্বস্তথা পুরা দুর্জ্জয়নঃ সুরারিভিঃ ॥ ১৫ ॥ খ্যাতো মহামেঘ ইতি প্রসিদ্ধো যথাস্য চক্রে ভগবান্ মুরারিঃ। যাহত্বমব্যক্ততনুঃ সুমূর্ত্তিঃ খ্যাতিং জগামাথ গদাধরেতি ॥ ১৬ ॥ যস্মিন্ দ্বিজেন্দ্রাঃ শ্রুতিশাস্ত্রবর্জ্জিতাঃ সমত্বমারাপ্তি পিতামহেন। সকৃৎ পিতৄন্ পূজয়ন্ যত্র ভক্ত্যাত্বনন্তভাবাহিতচেতসা চ ॥ ১৭ ॥ ফলং মহামেধমথস্য মানবাদ ধত্যনংতং ভগবৎপ্রসাদাৎ। মহানদী যত্র সুরর্ষিকন্যা জলোপদেশাদ্ধিমশৈলমেত্য ॥১৮॥ চক্রে জগৎ পাপবিমুক্তমগ্র্যাঃ সন্দর্শনপ্রাশন-

---

কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছ। শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি কুকার্য্য করিয়াছি ॥ ৫ ॥ তখন কশ্যপ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি ভ্রূণহত্যা করিয়াছ। যেহেতু, তুমি বলপ্রয়োগ সহকারে দিতির উদর হইতে বহুধা গর্ভ ছেদন করিয়াছ ॥ ৬ ॥ শক্র পিতাকে কহিলেন, বিভো! জননীর দোষেই কেবল গর্ভ বহুধা ছিন্ন হইয়াছে। কেননা, তিনি তৎকালে অশৌচা ছিলেন ॥ ৭ ॥ কশ্যপ কহিলেন, জননীর দোষ আছে, সত্য; কিন্তু, তোমার বজ্র দ্বারাই গর্ভ নিহত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র পিতার এই কথা শুনিয়া, পিতামহকে কহিলেন, হে প্রভো! কি করিলে পাপের বিনাশ ও আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আজ্ঞা করুন ॥ ৯ ॥ তখন ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহারা মিলিত হইয়া, সমুদায় জগতের, বিশেষতঃ ইন্দ্রের উপকারার্থ কহিলেন ॥ ১০ ॥ তুমি শঙ্খচক্রগদাপাণি, পুরুষোত্তম মাধবের শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমার সমুদায় বিধান করিবেন ॥ ১১ ॥ সহস্রাক্ষ গুরুগণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, স্বল্পকালমধ্যেই কোনরূপ অভ্যুদয় লক্ষিত হইতে পারে কি না? ॥ ১২ ॥

এইপ্রকার কহিয়া, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, মরীচির পুত্র কশ্যপ ও মিত্রাবরুণনন্দন বশিষ্ঠ, ইঁহাদের সহিত মহীপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া, অবস্থিতি করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর কালঞ্জরের উত্তরে, হিমাদ্রির দক্ষিণে, কুশস্থলের পূর্ব্বে এবং বসুপুরের পশ্চিমে যথাক্রমে অবস্থিতি করিয়া ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বে নৃবর যেখানে গমনপূর্ব্বক শত শত সুদক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় সহস্র মনুষ্যমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে অসুরগণ কর্ত্তৃক দুর্জ্জেয় হইয়া উঠিলেন ॥ ১৫ ॥ যাহা মহামেঘনামে বিখ্যাত, অব্যক্তমূর্ত্তি ভগবান্ মুরারি সুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যাহার রক্ষক হইয়াছিলেন, সেইজন্য গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥১৬॥ শ্রুতিশাস্ত্রবর্জ্জিত দ্বিজেন্দ্রগণও যেখানে অবস্থিতি করিলে, পিতামহের সাদৃশ্য লাভ করেন, যেখানে ভক্তিসহকারে অনন্ত ভাবাহিতচিত্তে ॥ ১৭ ॥ একবারমাত্র পিতৃগণের পূজা করিয়া, লোকে ভগবানের প্রসাদে মহামেধের অনন্তফল প্রাপ্ত হয়, যেখানে সুরর্ষিকন্যা মহানদী হিমশৈলে সমাগত হইয়া ॥ ১৮ ॥ দর্শন,

মজ্জনেন। তত্র শক্রঃ সমভ্যেত্য মহানদ্যাস্তটেহদ্ভুতে ॥ ১৯ ॥ আরাধনায় দেবস্য কৃতাশ্রমসমবস্থিতঃ। প্রাতঃস্নায়ী হ্যধঃশায়ী একভক্তোহপ্যযাচিতঃ ॥ ২০ ॥ তপস্তেপে সহস্রাক্ষঃ স্তুবন্ দেবং গদাধরং। তস্যৈবং তপ্যতঃ সম্যগ্জিতসর্বেন্দ্রিয়স্য তু ॥ ২১ ॥ কামক্রোধবিহীনস্য সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ। ততো গদাধরঃ প্রীতো বাসবং প্রাহ নারদ ॥ ২২ ॥ গচ্ছ প্রীতোহস্মি ভবতো মুক্তপাপোহসি সাংপ্রতং। নিজং রাজ্যঞ্চ দেবেশ প্রাপ্স্যসে নচিরাদিব। যতিষ্যামি তথা শক্র ভাবি শ্রেয়ো যথা তব ॥ ২৩ ॥ ইত্যেবমুক্তেন গদাধরেণ বিসর্জ্জিতঃ স্নাপ্য মনোহরায়াং। স্নাতস্য দেবস্য ততৈনসো নরাস্তং প্রোচুরস্মাননুশাসয়স্ব ॥ ২৪ ॥ প্রোবাচ তান্ ভীষণকর্ম্মকারান্ নাম্না পুলিন্দা মম পাপসম্ভবাঃ। বসধ্বমেবান্তরমত্রিমুখ্যয়োর্হিমাদ্রিকালঞ্জরয়োঃ পুলিন্দাঃ ॥ ২৫ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা সুররাট্ পুলিন্দান্ বিমুক্তপাপোহমরসিদ্ধযক্ষৈঃ। সংপূজ্যমানোহনুজগাম চাশ্রমং মাতুস্তদা ধর্ম্মনিবাসমীড্যং ॥ ২৬ ॥ দৃষ্ট্বা দিতিং মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিস্তু বিনম্রমৌলিঃ সমুপাজগাম। প্রণম্য পাদৌ কমলোদরাভৌ নিবেদয়ামাস তদা তদাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥ পপ্রচ্ছ সা কারণমীশ্বরং তমাঘ্রায় চালিঙ্গ্য মুদা সুদৃষ্ট্যা। স বক্তি সুরাণাং সবলেঃ পরাজয়ং তদাত্মনো দেবগণৈশ্চ সার্দ্ধং ॥ ২৮ ॥ শ্রুত্বৈব সা শোকপরিপ্লুতাঙ্গী জ্ঞাত্বা জিতং দৈত্যসুতৈঃ স্বসুতং তং। দুঃখান্বিতা দেবমনাদ্যমীড্যং জগাম বিষ্ণুং শরণং বরেণ্যং ॥ ২৯ ॥

প্রাশন ও মজ্জন দ্বারা জগতের পাপ মোচন করিতেছেন, ইন্দ্র তাঁহার অদ্ভুততটে আগমন করিয়া ॥ ১৯ ॥ ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনার্থ শ্রমসহকারে অবস্থিত হইলেন। এবং প্রাতঃস্নান, অধঃশয়ন, একবারমাত্র ভোজন ও যাচ্ঞাবিসর্জনপূর্ব্বক ॥ ২০ ॥ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবান্ গদাধরের স্তব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সম্যগ্ বধানে ইন্দ্রিয়জয় ও কামক্রোধ পরিহার করিয়া, তপোনুষ্ঠানসহকারে সহস্র সংবৎসর গত হইলে, গদাধর প্রীতিমান্ হইয়া, তাঁহারে কহিলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ আমি প্রীত হইয়াছি। তন্নিবন্ধন তোমার পাপমোচন হইয়াছে। সম্প্রতি গমন কর। হে দেবরাজ! অচিরাৎ নিজরাজ্য লাভ করিবে। ভবিষ্যতে যাহাতে তোমার শ্রেয় হয়, তজ্জন্য কৃতযত্ন হইব ॥ ২৩ ॥ এই বলিয়া, ভগবান্ গদাধর মনোহরাতে স্নান করাইয়া, তাঁহারে বিদায় দিলেন।

তিনি স্নান করিলে, তদীয় পাপ হইতে পুরুষসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাঁহারে কহিতে লাগিল, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র সেই ভীষণকর্ম্মকার পুলিন্দনামে বিখ্যাত পুরুষদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার পাপ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ। এই হিমালয় ও কালঞ্জর, উভয় পর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশে বাস কর; তোমাদের নাম পুলিন্দ হইবে ॥ ২৫ ॥ সুরপতি পুলিন্দদিগকে এইরূপ কহিয়া, পাপবিমুক্ত হইয়া, জননীর পরমপূজ্য, ধর্ম্মনিলয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। অমরগণ, সিদ্ধগণ ও যক্ষগণ তাঁহার পূজা করিয়া, অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ অনন্তর দেবরাজ অদিতিকে দর্শন ও মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া, বিনম্র শেখরে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। এবং তদীয় কমলকোষসন্নিভ চরণযুগলে প্রণাম করিয়া, আত্মকে নিবেদন করিলেন ॥ ২৭ ॥ অদিতি সকল লোকের নিয়ন্তা ইন্দ্রকে আহ্লাদ ও সুদৃষ্টিসহকারে আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবরাজ কহিলেন, বলি সমুদায় দেবগণের সহিত আমারে পরাভূত করিয়াছে ॥ ২৮ ॥ অদিতি এই কথা শুনিয়া, দিতিসুত কর্ত্তৃক নিজ সুতের পরাজয়ঘটনা বিদিত হইয়া, শোকে পরিপ্লুতাঙ্গী হইলেন এবং দুঃখান্বিতা হইয়া, সেই অনাদ্য, ঈড্য, বরণীয়, ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

নারদ উবাচ। কস্মিন্ জনিত্রী সুরসত্তমানাং স্থানে হৃষীকেশমনন্তমাদ্যং। চরাচরস্য প্রভবং প্রমাণমারাধয়ামাস মুনে বদস্ব ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। সুরারণিঃ শক্রমবেক্ষ্য দীনং পরাজিতং দানবনায়কেন। সিতেঽথপক্ষে ম-করস্থ গেহর্কে স্বর্জ্যার্চ্চিষং ব্যাদশ সপ্তমেঽহনি ॥ ৩১ ॥ দৃষ্ট্বৈব দেবং ত্রিদশাধিপং তং মহোদয়ে শক্রদিশাধিরূঢ়ং। নিরাশনা সংযতবাক্ সুচিত্তা তদোপতস্থে শরণং সুরেন্দ্রং ॥ ৩২ ॥

অদিতিরুবাচ। জয়স্ব দিব্যাম্বুজকোশচৌর জয়স্ব সংসারতরোঃ কুঠার। জয়স্ব পাপেন্ধন-জাতবেদ অঘৌঘসংরোধ নমো নমস্তে ॥ ৩৩ ॥ নমোঽস্তু তে ভাস্কর দিব্যমূর্ত্তে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী-পতয়ে নমস্তে। ত্বং কারণং সর্ব্ব চরাচরস্য নাথোঽসি মাং পালয় বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৩৪ ॥ ত্বয়া জগন্নাথ জগন্ময়েন নাথেন শক্রো নিজরাজ্যহানিং। অবাপ্তবান্ শক্রপরাভবঞ্চ ততো ভবন্তং শরণং প্রপন্না ॥ ৩৫ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা সুরপূজিতেন আলিপ্য রক্তেন হি চন্দনেন। সংপূজয়িত্বা কর-বীরপুষ্পৈঃ সধূপদীপৈঃ সহ দিব্যভোজ্যৈঃ ॥ ৩৬ ॥ নিবেদ্য চৈবাজ্যযুতং মহার্হমন্নং সুরেন্দ্রস্য হিতায় দেবী। স্তবেন পুণ্যেন চ সংস্তবন্তী স্থিতা নিরাহারমথোপবাসং ॥ ৩৭ ॥ ততো দ্বিতীয়েঽহ্নি-কৃতপ্রণামা স্নাত্বা বিধানেন চ পূজয়িত্বা। দত্ত্বা দ্বিজেভ্যঃ কনকং তিলাজ্যং ততোঽগ্রতঃ সা প্রযতা বভূব ॥ ৩৮ ॥ ততঃ প্রীতোভবত্তাম্মূর্ত্তার্চ্চিঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ। বিনিঃসৃত্যাগ্রতঃ স্থিত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥ ব্রতেনানেন সুপ্রীতস্তবাহং দক্ষনন্দিনি। প্রাপ্স্যসে দুর্লভং কামং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ রাজ্যং ত্বত্তনয়ানাং বৈ দাস্যে দেবি সুরারণি। দানবান্ ধ্বংস-য়িষ্যামি সংভূয়ৈবোদরে তব ॥ ৪১ ॥ তদ্বাক্যং বাসুদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মন্ সুরারণিঃ। প্রোবাচ

নারদ কহিলেন, মুনে! সুরসত্তমগণের জননী অদিতি কোন্ স্থানে থাকিয়া, চরাচরের প্রভু ও প্রমাণস্বরূপ, অনন্ত, আদ্য হৃষীকেশের আরাধনা করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সুরারণি অদিতি দানবনায়ক বলি কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে পরাজিত ও ক্ষীণপ্রভাব দর্শন করিয়া, সিতপক্ষে সূর্য্যমকরসংক্রমণে সপ্তম দিবসে ॥ ৩১ ॥ ত্রিদশাধিপতি ভাস্করকে শক্রদিকে সমাধিরূঢ় অবলোকনপূর্ব্বক, আহার বিসর্জ্জন ও বাক্যসংযম সহকারে প্রমত্তচিত্তে বক্ষ্যমাণ বাক্যে উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হে দিব্যাম্বুজকোশচৌর! তোমার জয় হউক। হে সংসারতরুর কুঠার! তোমার জয় হউক। হে পাপরূপ ইন্ধনের অগ্নি! তোমার জয় হউক। হে পাপৌঘবিনাশন! তোমারে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ হে ভাস্কর! তোমাকে নমস্কার। হে দিব্যমূর্ত্তে! হে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীপতে! তোমারে নমস্কার। তুমি সমুদায় চরাচরের কারণ ও নাথ। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমারে রক্ষা কর ॥ ৩৪ ॥ হে জগন্নাথ! তুমি জগন্ময় ও সকলের রক্ষাকর্ত্তা। আমার পুত্র ইন্দ্র নিজরাজ্যভ্রষ্ট ও পরাভব প্রাপ্ত হই-য়াছেন। সেই কারণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৩৫ ॥ এই বলিয়া, তিনি সুরপূজিত রক্তচন্দনে আলিম্পন এবং ধূপ ও দীপ সহিত করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, ইন্দ্রের হিতার্থ দিব্যভোজ্য ও আজ্যযুক্ত মহার্হ অন্ন নিবেদন করিলেন। অনন্তর পরমপবিত্র স্তবগানপরায়ণ নিরাহারে উপবাস করিয়া রহিলেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয় দিবস উপস্থিত হইলে, যথাবিধানে স্নান ও পূজা সমাধান করিয়া, প্রণামান্তর দ্বিজাতিদিগকে কনক তিল ও আজ্যপ্রদানপূর্ব্বক প্রযতা হইয়া থাকিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন মূর্ত্তার্চ্চিঃ ভানু প্রীতিমান্ হইয়া, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনির্গমন করিয়া, পুরোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ অয়ি দক্ষনন্দিনি! তোমার এই ব্রতে পরম প্রীত হইয়াছি। অতএব, মদীয় প্রসাদে দুর্লভ কাম প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই ॥ ৪০ ॥ দেবি! আমি তোমার উদরে সম্ভূত হইয়া, তোমার তনয়দিগকে রাজ্যদান ও দানবদিগের দমন করিব ॥ ৪১ ॥

জগতাং যোনির্ব্বেপমানা পুনঃ পুনঃ ॥ ৪২ ॥ কথং ত্বামুদরেণাহমোঢ়ুং শক্ষ্যামি দুর্দ্ধরং। যস্যোদরে জগৎ সর্ব্বং বসেৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ ৪৩ ॥ কস্ত্বাং ধারয়িতুং নাথ শক্তস্ত্রৈলোক্যধার্য্যসি। যস্য সপ্তার্ণবাঃ কুক্ষৌ নিবসন্তি সহাদ্রিভিঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাদ্যথা সুরপতিঃ শক্রঃ স্যাৎ সুররাড়িহ। যথা বৃথা ন মে ক্লেশস্তথা কুরু জনার্দ্দন ॥ ৪৫ ॥

বিষ্ণুরুবাচ। সত্যমেতন্মহাভাগে দুর্দ্ধরোঽস্মি সুরাসুরৈঃ। তথাপি সম্ভবিষ্যামি হ্যহং দেব্যুদরে তব ॥ ৪৬ ॥ আত্মানং ভুবনং শৈলাংস্ত্বাঞ্চ দেবি সকশ্যপাং। ধারয়িষ্যামি যোগেন মা বিষাদং কৃথা বৃথা ॥ ৪৭ ॥ তবোদরে হ্যহং দাক্ষে সম্ভবিষ্যামি বৈ যদা তদাব নিস্তেজসো দৈত্যাঃ সংভবিষ্যন্ত্য সংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ স দেবস্তস্যাশ্চ ভূয়োঽরিগণপ্রমর্দ্দী। স্বতেজসাংশেন বিবেশ দেব্যাস্তদোদরে শক্রহিতায় বিপ্রাঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে দিতিবরপ্রদানং নাম ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। দেবমাতুঃ স্থিতে দেবে উদরে বামনাকৃতৌ। নিস্তেজসোঽসুরা জাতা যথোক্তং বিশ্বযোনিনা ॥ ১ ॥ নিস্তেজসোঽসুরান্ দৃষ্ট্বা প্রহ্লাদং দানবেশ্বরং। বলির্দ্দানবশার্দ্দূলস্তিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

বলিরুবাচ। তাত নিস্তেজসো দৈত্যাঃ কেন জাতাস্ত হেতুনা। কথ্যতাং পরমজ্ঞোসি শুভাশুভবিশারদ ॥ ৩ ॥

সুরজননী অদিতি বাসুদেবের এই বাক্য আকর্ণন করিয়া, পুনঃ পুনঃ বেপমানা হইয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ তোমাকে ধারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব, আমি কিরূপে তোমাকে উদরে বহন করিব। দেখ, তোমার উদরে সমুদায় জগৎ বাস করিতেছে ॥৪৩ ॥ এইরূপে তুমি ত্রৈলোক্য ধারণ করিয়া আছ। সুতরাং, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? বলিতে কি, সমুদায় অদ্রির সহিত সপ্তসাগর তোমার কুক্ষিতে বাস করিতেছে ॥৪৪॥ অতএব হে জনার্দ্দন! যাহাতে সুরপতি শক্র পুনরায় সুররাট্ হন এবং আমার ক্লেশ বিতথ না হয়, তদনুরূপ বিধান কর ॥ ৪৫ ॥

বিষ্ণু কহিলেন, অয়ি মহাভাগে! সত্য বটে, সমুদায় সুরাসুর মিলিয়াও আমারে ধারণ করিতে পারে না। তথাপি, আমি তোমার উদরে অবতরণ ॥ ৪৬ ॥ এবং যোগবলে আপনাকে, ভুবনকে, শৈলসকলকে, তোমাকে ও কশ্যপকে ধারণ করিব; তুমি বিষণ্ণ হইও না ॥ ৪৭ ॥ আমি তোমার উদরে অবতীর্ণ হইলেই, দৈত্যগণ সকলে নিস্তেজ হইবে; তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৮ ॥ হে বিপ্র! এই বলিয়া, অরিগণনিহন্তা ভগবান জনার্দ্দন ইন্দ্রের হিতসাধনার্থ অদিতির উদরে স্বকীয় তেজঃসহায়ে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অদিতিবরপ্রদাননামক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ জনার্দ্দন বামনাকারে দেবজননী অদিতির উদরে অবস্থান করিলে, তিনি বিশ্বযোনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে দৈত্যগণ তেজোহীন হইল ॥১॥ অসুরদিগকে নিস্তেজ নিরীক্ষণ করিয়া, বলি দানবশার্দ্দূল প্রহ্লাদকে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥২॥ তাত! দৈত্যগণ কি কারণে নিস্তেজ হইয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক। আপনি পরমজ্ঞানী এবং শুভাশুভবিশারদ ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তৎ পৌত্রবচনং শ্রুত্বা মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ। কিমর্থং তেজসো হানিরিতি কস্মাদভীর বা ॥ ৪ ॥ স জ্ঞাত্বা বাসুদেবোত্থং ভয়ং দৈত্যেষনুত্তমং। চিন্তয়ামাস যোগাত্মা ক বিষ্ণুঃ সাংপ্রতং স্থিতঃ ॥ ৫ ॥ অধো নাভেঃ স পাতালান্ সপ্ত সংচিন্ত্য নারদ। নাভেরূপরি ভূরাদীন্ লোকাংশ্চ ক্রমশো বশী ॥ ৬ ॥ ভূমিং তাং পঙ্কজাকারান্তন্মধ্যে পঙ্কজাকৃতিং। মেরুং দদর্শ শৈলেন্দ্রং শাতকুম্ভং মহর্দ্ধিমৎ ॥ ৭ ॥ তস্যোপরি মহাপুর্য্যষ্টো লোকপতীংস্তথা। তেষাম্ উপরি বৈরাজং দদৃশে ব্রহ্মণঃ পুরীম্ ॥ ৮ ॥ তদধস্তান্মহাপুণ্যমাশ্রমং সুরপূজিতং। দেবমাতুঃ স দদৃশে মৃগপক্ষিগণাবৃতং ॥ ৯ ॥ তাং দৃষ্ট্বা দেবজননীং সর্ব্বতেজোধিকাং মুনে। বিবেশ দানবপতিরন্বেষ্টুং মধুসূদনং ॥ ১০ ॥ স দৃষ্টবান্ জগন্নাথং মাধবং বামনাকৃতিং। সর্ব্বভূতবরেণ্যং তং দেবমাতুরথোদরে ॥ ১১ ॥ তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং শঙ্খচক্রবিনাকৃতং। সুরাসুরগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তবিগ্রহং ॥ ১২ ॥ ততস্তেনৈব যোগেন দৃষ্ট্বা বামনতাং গতং। দৈত্যতেজোহরং বিষ্ণুং প্রকৃতিস্থোভবত্ততঃ ॥ ১৩ ॥ অথোবাচ মহাবুদ্ধির্বিরোচনসুতং বলিং। প্রহ্লাদো মধুরং বাক্যং প্রণম্য মধুসূদনং ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে যতো বো ভয়মাগতং। যেন নিস্তেজসো দৈত্যা জাতা দৈত্যেন্দ্র হেতুনা ॥ ১৫ ॥ ভবতা নির্জ্জিতা দেবাঃ সেন্দ্ররুদ্রার্কপাবকাঃ। প্রযাতাঃ শরণং দেবং হরিং ত্রিভুবনেশ্বরং ॥ ১৬ ॥ স তেষামভয়ং দত্ত্বা শক্রাদীনাং জগদ্গুরুঃ। অবতীর্ণো মহাবাহুরদিত্যা জঠরে হরিঃ ॥ ১৭ ॥ হৃতানি বস্তেন বলে তেজাংসীতি মতির্মম। নালং তমো বিষহিতুং শক্তং সূর্য্যোদয়ং বলে ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পৌত্রের কথা শুনিয়া, প্রহ্লাদ মুহূর্ত্তকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ কিকারণে তেজোহীন হইয়াছে ॥ ৪ ॥ তিনি ঐরূপ ধ্যানবলে জানিতে পারিলেন, বাসুদেব হইতেই দৈত্যগণের এই বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, যোগাত্মা বাসুদেব সম্প্রতি কোন্ স্থানে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ নারদ ! তিনি নাভির অধোদিকে সপ্তপাতাল ও নাভির ঊর্দ্ধদিকে ভূরাদি লোকসকল যথাক্রমে চিন্তা করিয়া ॥ ৬ ॥ সেই পঙ্কজাকৃতি ভূমি, তন্মধ্যে পঙ্কজাকৃতি শাতকুম্ভসমৃদ্ধিসম্পন্ন শৈলেন্দ্র মেরু দর্শন করিলেন ॥ ৭ ॥ তাহার উপরি মহাপুরী সমস্ত ও অষ্টলোকপতি, তাহার উপরি ব্রহ্মার বৈরাজপুরী ॥ ৮ ॥ তাহার অধোভাগে অদিতির পরমপবিত্র মৃগপক্ষিগণাবৃত সুরপূজিত আশ্রম দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ মুনে ! সেই সর্ব্বতেজোধিকা দেবজননী অদিতিকে তথায় দর্শন করিয়া, মধুসূদনের অন্বেষণার্থ প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০ ॥ এবং দেখিলেন, সেই সর্ব্বভূতবরেণ্য, জগন্নাথ মাধব বামনাকৃতি ধারণ করিয়া, দেবজননী অদিতির উদরে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ সুরাসুর সমস্ত সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরীর ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে শঙ্খ ও চক্র নাই। তদবস্থায় তাঁহাকে তিনি দর্শন করিলেন ॥ ১২ ॥ এইরূপে যোগবলে প্রহ্লাদ দৈত্যতেজোহর বামনাকৃতি বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া, প্রকৃতিস্থ হইলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর পরমধীশক্তিসম্পন্ন প্রহ্লাদ মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া, মধুর বাক্যে বলিকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র ! যেকারণে তোমাদের ভয় উপস্থিত এবং যেজন্য দৈত্যগণ সকলেই তেজোহীন হইয়াছে, সমুদায় সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ তুমি ইন্দ্র, রুদ্র, সূর্য্য ও অগ্নি সহিত দেবগণকে জয় করিয়াছ। তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা ত্রিভুবনেশ্বর হরির শরণাপন্ন হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥ জগদ্গুরু জনার্দ্দন সেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে অভয়দানপুরঃসর অদিতির জঠরে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে বলে ! তিনিই তোমাদের সকলের তেজ হরণ করিয়াছেন, বোধ হইতেছে, অন্ধকার কখন সূর্য্যোদয় সহ্য করিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। প্রহ্লাদবচনং শ্রুত্বা ক্রোধেন স্ফুরিতাধরঃ। প্রহ্লাদমাহ চ বলির্ভাবিকর্ম্মপ্রচোদিতঃ॥ ১৯॥

বলিরুবাচ। তাত কোঽয়ং হরির্নাম যতো নো ভয়মাগতং। সন্তি মে শতশো দৈত্যা বাসুদেববলাধিকাঃ॥ ২০॥ সংস্রশো জিতা যৈস্তু সেন্দ্ররুদ্রাগ্নিমারুতাঃ। নির্জ্জিত্য আজিতাঃ স্বর্গং ভগ্নদর্পা রণাজিরে॥ ২১॥ যেন সূর্য্যরথাদ্বেগাচ্চক্রং কৃষ্টং মহাজবং। স বিপ্রচিত্তির্বলবান্ মম সৈন্যপুরঃসরঃ॥ ২২॥ অয়ঃশঙ্কুঃ শিবিঃ শঙ্কুরসিলোমা বিরূপদৃক্। ত্রিশিরা মকরাক্ষশ্চ বৃষপর্ব্বাসিতেক্ষণঃ॥ ২৩॥ এতে চান্যে চ বলিনো নানাশস্ত্রবিশারদাঃ। শেষামেকৈকশো বিষ্ণুঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥ ২৪॥

পুলস্ত্য উবাচ। পুত্রপৌত্রবচঃ শ্রুত্বা প্রহ্লাদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ধিগ্ধিগিত্যাহ স বলিং বৈকুণ্ঠাক্ষেপবাদিনং॥ ২৫॥ ধিক্ ত্বাং পাপসমাচারং দুষ্টবুদ্ধে সুবালিশ। হরিং নিন্দয়তো জিহ্বা কথং ন পতিতা তব॥ ২৬॥ শোচ্যস্ত্বমসি দুর্ব্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ। যত্ত্রৈলোক্যগুরুং বিষ্ণুমভিনিন্দসি দুর্ম্মতে॥ ২৭॥ শোচ্যশ্চাপি ন সন্দেহো যেন জাতঃ পিতা তব। যস্য ত্বং কর্কশঃ পুত্রো জাতো দেবাবমানকৃৎ॥ ২৮॥ ভবান্ কিল বিজানাতি তথা চামী মহাসুরাঃ। যথা নান্যঃ প্রিয়ঃ কশ্চিন্মম তস্মাজ্জনার্দ্দনাৎ॥ ২৯॥ জানন্নপি প্রিয়তরং মম দেবং জনার্দ্দনং। সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং দেবং কথং নিন্দিতবানসি॥ ৩০॥ গুরুঃ পূজ্যস্তব পিতা পূজ্যস্তস্যাপ্যহং গুরুঃ। মমাপি পূজ্যো ভগবান্ গুরুর্লোকগুরুর্হরিঃ॥ ৩১॥ গুরোগুরুগুরুং মূঢ় পূজ্যং পূজ্যতমস্য চ।

পুলস্ত্য কহিলেন, বলি প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া ভাবিকর্ম্মপ্রণোদিত ও রোষবশে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া, প্রহ্লাদকে কহিতে লাগিল॥ ১৯॥ তাত! সেই হরি কে, যাহা হইতে আমাদের ভয় আপতিত হইয়াছে। দেখুন, আমার অধীনে শত শত দৈত্য আছে। তাহারা বাসুদেব অপেক্ষা সমধিক বলসম্পন্ন॥ ২০॥ তাহারা সহস্র সহস্র বার ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি ও মারুত সহিত দেবগণকে জয় করিয়াছে। এবং রণাঙ্গণে দর্প চূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে॥ ২১॥ যে বিপ্রচিত্তি সবেগে সূর্য্যের রথ হইতে মহাজববিশিষ্ট চক্র কাড়িয়া লইয়াছিল, সেই, আমার সৈন্যগণের অগ্রণী॥ ২২॥ তদ্ব্যতীত, অয়ঃশঙ্কু, শিবি, শঙ্কু, অসিলোমা, বিরূপাক্ষ, ত্রিশিরা, মকরাক্ষ, বৃষপর্ব্বা, অসিতাক্ষ॥ ২৩॥ ইহারা ও অন্যান্য দৈত্যগণ সকলেই বলশালী ও সকলেই॥ বিবিধশস্ত্রবিশারদ। বিষ্ণু ইহাদের এক এক জনেরও ষোড়শীকলার যোগ্য নহে॥ ২৪॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ পৌত্রের এই কথা শুনিয়া, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, সেই বিষ্ণুনিন্দক বলিকে বারম্বার ধিক্কারপ্রদানপুরঃসর বলিতে লাগিলেন॥ ২৫॥ তুমি অতি মূর্খ ও দুর্ব্বুদ্ধি এবং পাপসমাচারী। তোমাকে ধিক্। তুমি হরির নিন্দা করিতেছ। তোমার জিহ্বা কেন পতিত হইল না॥ ২৬॥ রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি শোচনীয় ও সাধুগণের নিন্দনীয়। যেহেতু, তুমি লোকপতি বিষ্ণুর নিন্দা করিতেছ॥ ২৭॥ তোমার পিতাও শোচনীয়, সন্দেহ নাই। কেননা, তুমি তাহার দেবাবমানকারী কর্কশস্বভাব পুত্র॥ ২৮॥ তুমি জান এবং এই সকল মহাসুরও অবগত আছে, যে, সেই জনার্দ্দন ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার প্রিয় নাই॥ ২৯॥ তুমি ভগবান্ জনার্দ্দনকে আমার প্রিয়তর জানিয়াও, কিরূপে তাঁহার নিন্দা করিতেছ? বলিতে কি, তিনি সমুদায় ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর ও স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ॥ ৩০॥ গুরু স্বভাবতঃ পূজনীয়। তদ্বিধায়, তোমার পিতা তোমার গুরু। আমি আবার তোমার পিতার গুরু। সেই ভগবান্ আবার আমার পূজনীয় গুরু। বলিতে কি, তিনি আমার, তোমার ও সকল লোকেরই গুরু। তজ্জন্য তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য॥ ৩১॥ মূঢ়! তুমি

পূজ্যং নিন্দসি যৎ পাপ কথং ন পতিতোঽস্যধঃ। ৩২ ॥ শোচনীয়া দুরাচারা দানবাশ্চী কৃতাস্ত্বয়া। যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা বাসুদেববিনিন্দকঃ। ৩৩। যস্মাৎ পূজ্যোঽর্চনীয়শ্চ ভবতা নিন্দিতো হরিঃ। তস্মাৎ পাপসমাচার রাজ্যনাশমবাপ্নুহি ॥ ৩৪। যথা নান্যৎ প্রিয়তরং বিদ্যতে মম কেশবাৎ। মনসা কর্ম্মণা বাচা রাজ্যভ্রষ্টস্তথা পত ॥ ৩৫। যথা ন তস্মাদপরং ব্যতিরিক্তং হি বিদ্যতে। চতুর্দ্দশসু লোকেষু রাজ্যভ্রষ্টস্তথা পত ॥ ৩৬ ॥ সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নান্যং লোকে পরায়ণং। যথা তথানুপশ্যেয়ং ভবন্তং রাজ্যবিচ্যুতং ॥ ৩৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবমুচ্চারিতে বাক্যে বলিঃ সত্বরিতস্তদা। অবতীর্য্যাসনাদ্রুক্ষন্ কৃতাঞ্জলি-পুটো বলিঃ ॥ ৩৮ ॥ শিরসা প্রণিপত্যাহ প্রসাদং কুরু মে গুরো। কৃতাপরাধানপি হি ক্ষমন্তে গুরবঃ শিশূন্। ৩৯ ॥ তৎ সাধু যদহং শপ্তো ভবতা দানবেশ্বর। ন বিভেমি পরেভ্যোঽহং ন চ রাজ্যপরিক্ষয়াৎ ॥ ৪০ ॥ নৈব দুঃখং মম বিভো যদহং রাজ্যবিচ্যুতং। দুঃখং কৃতাপরা-ধত্বাদ্ভবতো মে মহত্তমং ॥৪১॥ ক্ষমস্ব তত্তাত কৃতাপরাধং বালোঽস্মি নীচোঽস্মি সুদুর্মতিশ্চ। কৃতেঽপি দোষে গুরবঃ শিশূনাং ক্ষাম্যন্তি দৈন্যং সমুপাগতানাং। ৪২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে মহাত্মা বিমুক্তমোহো হরিপাদভক্তঃ। চিরং বিচিন্ত্যাদ্ভুত-মেতদিত্থমুবাচ পুত্রং মধুরং বচোঽর্থ। ৪৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। মোহেন মেঽধুনা জ্ঞানং বিবেকশ্চ তিরস্কৃতঃ। যেন সর্ব্বগতং বিষ্ণুং জানংস্ত্বাং শপ্তবানহং। ৪৪ ॥ তন্নূনমবিবেকোঽয়ং ভবতো যেন দানব। মমাপি স মহামোহো বিবেক-

---

সেই গুরুর গুরুর পূজনীয় গুরু ও পূজ্যতমগণেরও পূজ্য বাসুদেবের নিন্দা করিতেছ। অতএব কিজন্য অধঃপতিত হইতেছ না ? । ৩২ ॥ তুমি এই দানবদিগকে দুরাচার ও তজ্জন্য শোচনীয় অবস্থায় পাতিত করিয়াছ। কেননা, তুমি তাহাদের কর্কশস্বভাব ও বাসুদেবের নিন্দক রাজা হইয়াছ। ৩৩। যেহেতু, তুমি পূজ্য ও অর্চ্চনীয় বাসুদেবের নিন্দা করিতেছ, সেইহেতু, রে পাপসমাচার! তুমি রাজ্যনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪। বাসুদেব অপেক্ষা অন্য কেহই কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারাও আমার প্রিয়তর নহে। অতএব তুমি রাজ্যভ্রষ্ট ও পতিত হও ॥ ৩৫ ॥ চতুর্দ্দশ ভুবনে কেহই সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত নহে ॥ সেই কারণে তুমি রাজ্যভ্রষ্ট ও পতিত হও। ৩৬ ॥ বাসুদেব ভিন্ন অন্য কেহই সমুদায় ভূতগণের পরায়ণ নাই। সেইহেতু, তোমারে রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন করিব। ৩৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে, বলি ত্বরান্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ আসন হইতে অবতরণ ও অঞ্জলিপুটবন্ধন ॥ ৩৮ ॥ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, গুরো! প্রসন্ন হউন। যেহেতু, গুরুলোকেরা কৃতাপরাধ শিশুদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ হে দানবেশ্বর। আপনি শাপ দিয়া ভালই করিয়াছেন। আমি শত্রুদিগকে ভয় করি না, রাজ্যবিনাশেও ভীত হই না। ৪০ ॥ হে বিভো! তজ্জন্য, আমার কোনপ্রকার দুঃখও হয় না; আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছি, তাহাতেই আমার অতিমাত্র দুঃখ, হই-তেছে ॥ ৪১ ॥ হে তাত! আমি বালক, আমি নীচ এবং আমি অতীবদুর্ব্বুদ্ধি। যেহেতু, আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। শিশুগণ দোষ করিয়া, দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইলে, গুরুগণ তাহাদিগকে ক্ষমা করেন ॥ ৪২।

পুলস্ত্য কহিলেন, বলি এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, হরিপাদভক্ত, মোহবিমুক্ত মহাত্মা প্রহ্লাদ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, পরম বিস্ময়াবহ মধুর বচনে পৌত্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ মোহপ্রযুক্ত আমার জ্ঞান ও বিবেক তিরস্কৃত হইয়াছিল। সেইহেতু, বিষ্ণুকে সর্ব্বগত জানি-য়াও, তোমারে শাপ দিয়াছি। ৪৪ ॥ হে দানব! তোমার যে মোহবশে অবিবেক উপস্থিত

প্রতিষেধকঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্য ত্রাজ্যং প্রতি বিভো ন ত্বং কর্ত্তুমর্হসি। অবশ্যভাবিনো হর্থা ন বিনশ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥ ৪৬ ॥ পুত্রমিত্রকলত্রার্থে রাজ্যভোগধনায় চ। আগমে নির্গমে প্রাজ্ঞো ন বিষাদং সমাচরেৎ ॥ ৪৭ ॥ যথা যথা সমায়াতি পূর্ব্বকর্ম্মবিধানতঃ। সুখদুঃখানি দৈত্যেন্দ্র নরস্তানি সহেত্তথা ॥ ৪৮ ॥ আপদামাগমং দৃষ্ট্বা ন বিষণ্ণো ভবেদ্বশী। সংপদঞ্চ সুবিস্তীর্ণাং প্রাপ্য ন ধৃতিমান্ ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ ধনক্ষয়ে ন মুহ্যন্তি ন হৃষ্যন্তি ধনাগমে। ধীরাঃ কার্য্যেষু চ তদা ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥ এবং বিদিত্বা দৈত্যেন্দ্র ন বিষাদং কথঞ্চন। কর্ত্তুমর্হসি বিদ্বাংস্ত্বং পণ্ডিতো নাবসীদতি ॥ ৫১ ॥ তথান্যচ্চ মহাবাহো হিতং শৃণু মহার্থকং। ভবতোহথ তথান্যেষাং শ্রুত্বা তচ্চ সমাচর ॥ ৫২ ॥ শরণ্যং শরণং গচ্ছ তমেতং পুরুষোত্তমং। স তে ত্রাতা ভয়াদস্মাদ্দানব প্রভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥ যে সংশ্রয়ন্তি হরিমীশমনাদিমধ্যং বিষ্ণুং চরাচরগুরুং হরিমীশিতারং। সংসারগর্ত্তপতিতস্য করাবলম্বং নূনং ন তে ভুবি পরাজ্বরিণো ভবন্তি ॥ ৫৪ ॥ তস্মিন্ দানবশ্রেষ্ঠ তন্মনস্কশ্চ ভবাধুনা। স এব ভবতঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৫ ॥ অহং চ পাপোপশমার্থমীশমারাধয়ামীহ চ তীর্থযাত্রাং। বিমুক্তপাপশ্চ তদা ভবিষ্যে যদাচ্যুতো লোকপতির্নৃসিংহঃ ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমাশ্বাস্য বলিং মহাত্মা সংস্মৃত্য যোগাধিপতিং চ বিষ্ণুং। আমন্ত্র্য সর্ব্বান্ দনুসৈন্যপালান্ জগাম কর্ত্তুং শুভতীর্থযাত্রাং ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে বলিশিক্ষাদানং নাম সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

হইয়াছে, আমারও সেই মহামোহ বিবেক প্রতিষেধ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ অতএব, রাজ্যভ্রষ্ট হইবে, বলিয়া, কোনমতেই সন্তপ্ত হইও না, দেখ, অবশ্যম্ভাবী বিষয় সকল কোনরূপেই বিনষ্ট হয় না ॥ ৪৬ ॥ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুত্র, মিত্র, কলত্র, বিত্ত, রাজত্ব ও ভোগার্থ, এই সকলের আগম নির্গমে কোন ক্রমেই বিষণ্ণ হন না ॥ ৪৭ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র! পূর্ব্বকর্ম্মবিধানানুসারে সুখ ও দুঃখপরম্পরা যেমন যেমন ঘটিয়া থাকে, লোকে তথাবিধানে সহ্য করিবে ॥ ৪৮ ॥ বশী পুরুষ, আপৎ আপতিত দেখিয়া, বিষণ্ণ হইবে না। আবার, সুবিস্তীর্ণ সম্পৎ প্রাপ্ত হইলেও, হর্ষ প্রকাশ করিবে না ॥ ৪৯ ॥ পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণ ধনক্ষয়ে যেমন মোহের বশীভূত হন না, ধনের আগমেও তেমন হর্ষ প্রকাশ করেন না। তাঁহারা সকল কার্য্যেই ধীরভাব অবলম্বন করেন ॥ ৫০ ॥ হে দেবেন্দ্র! এই সকল জানিয়া, তুমি বিষাদ করিও না। দেখ, তুমি বিদ্বান্। বিদ্বান্ কখন অবসন্ন হন না ॥ ৫১ ॥ হে মহাবাহো! আমি তোমাকে ও অপরাপর ব্যক্তি সকলকেও অন্যবিধ মহার্থক হিতগর্ভ উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এবং শ্রবণ করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৫২ ॥ সকলের শরণ্য পুরুষোত্তম বাসুদেবের শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাকে এই আপতিত ভয়ে পরিত্রাণ করিবেন ॥ ৫৩ ॥ তিনি সকল দুঃখের নিহন্তা, সকল লোকের নিয়ন্তা; তাঁহার আদি নাই ও মধ্য নাই। তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া আছেন। তিনি চরাচরের গুরু ও ঈশ্বর; এবং তিনি সংসারগর্ত্তে পতিত পুরুষের হস্তাবলম্বন স্বরূপ। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, কোন মতেই সন্তাপগ্রস্ত হইতে হয় না ॥ ৫৪ ॥ অতএব, হে দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি অধুনা তাঁহাতেই মন অর্পণ কর; তাঁহাতেই ভক্তিমান্ হও। সেই ভগবান্ জনার্দ্দনই তোমার শ্রেয় বিধান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ আমিও পাপপ্রশমনার্থ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের আরাধনা ও তীর্থ যাত্রা করিব। তাহা হইলেই, আমার পাপরাশি বিপ্রমুক্ত হইবে। যেহেতু, তিনি অচ্যুত, লোকপতি ও নৃসিংহ। সেইহেতু, অবশ্য পূজনীয় ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাত্মা প্রহ্লাদ পৌত্রকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান, যোগাধিপতি বিষ্ণুকে স্মরণ ও সমুদায় দানব সৈন্যপাল গণকে আমন্ত্রণ করিয়া, তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিশিক্ষাদাননামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কানি তীর্থানি বিপ্রেন্দ্র প্রহ্লাদোঽনুজগাম হ। প্রহ্লাদতীর্থযাত্রাং মে সম্যগাখ্যাতুমর্হসি॥ ১॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ কথয়িষ্যামি পাপপঙ্কপ্রণাশিনীং। প্রহ্লাদতীর্থযাত্রাং তে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং॥ ২॥ সংত্যজ্য মেরুং কনকাচলেন্দ্রং তীর্থং জগামামরসংঘজুষ্টং। খ্যাতং পৃথিব্যাং শুভদং হি মানসং যত্র স্থিতো মৎস্যবপুঃ পুরেশঃ॥ ৩॥ তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা সংতর্প্য পিতৃদেবতাঃ। সংপূজ্য চ জগন্নাথমচ্যুতং শ্রুতিভির্যুতং॥ ৪॥ উপোষ্য ভূয়ঃ সংপূজ্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্। জগাম কচ্ছপং দ্রষ্টুং কৌশিক্যাং পাপনাশনং॥ ৫॥ তস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং সংপূজ্য চ জগৎপতিং। সমুপোষ্য শুচির্ভূত্বা দত্ত্বা বিপ্রেষু দক্ষিণাং॥ ৬॥ নমস্কৃত্য জগন্নাথমথ কূর্ম্মবপুর্দ্ধরং। ততো জগাম কৃষ্ণায়াং দ্রষ্টুং বাজিমুখং প্রভুং। তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্॥ ৭॥ সংপূজ্য হয়শীর্ষঞ্চ জগাম গজসাহ্বয়ং। তত্র দেবং জগন্নাথং গোবিন্দং চক্রপাণিনং॥ ৮॥ স্নাত্বা সংপূজ্য বিধিবজ্জগাম যমুনাং নদীং। তস্যাং স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা সন্তর্প্যর্ষিসুরান্ পিতৄন্। দদর্শ দেবদেবেশং লোকনাথং ত্রিবিক্রমং॥ ৯॥

নারদ উবাচ। সাংপ্রতং ভগবান্! বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যাক্রমণং বপুঃ। করিষ্যতি জগৎস্বামী বলিবন্ধনমীশ্বরঃ॥ ১০॥ তৎ কথং পূর্ব্বকালেপি বিভুরাসীত্রিবিক্রমঃ। কস্য বা বন্ধনং বিষ্ণুঃ কৃতবাংস্তচ্চ মে বদ॥ ১১॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি যোঽয়ং প্রোক্তস্ত্রিবিক্রমঃ। যস্মিন্ কালে বভূবাথ যঞ্চ বঞ্চিতবানসৌ॥ ১২॥ আসীদ্ধুন্ধুরিতিখ্যাতঃ কশ্যপস্যৌরসঃ সুতঃ। দনোর্গর্ভসমুদ্ভূতো মহাবল-

---

নারদ কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! প্রহ্লাদ কোন্ কোন্ তীর্থে অনুগমন করিয়াছিলেন; তাঁহার তীর্থযাত্রা সম্যকরূপে কীর্ত্তন করুন॥ ১॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শ্রবণ কর, আমি প্রহ্লাদের পাপপংকপ্রণাশিনী সর্ব্বপাতকসংহারিণী তীর্থযাত্রা কীর্ত্তন করিব॥ ২॥ তিনি কনকাচলেন্দ্র মেরু ত্যাগ করিয়া, অমরসমূহে নিষেবিত, পৃথিবীতে বিখ্যাত, শুভদ মানস তীর্থে সমাগত হইলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ মৎস্যবপু ধারণ করিয়া, যেখানে বাস করিয়াছিলেন॥ ৩॥ তিনি সেই তীর্থবরে কৃতাভিষেক হইয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া, শ্রুতিসহায় জগন্নাথ অচ্যুতের সবিশেষ পূজা করিলেন। পুনরায় উপবাস এবং দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মানবগণের পূজা করিয়া, কৌশিকীতে পাপনাশন কচ্ছপের দর্শনার্থ উপনীত হইলেন॥ ৪॥ ৫॥ সেই মহানদীতে স্নান ও জগৎপতি জনার্দ্দনের পূজাবিধান এবং শুচি হইয়া, উপবাসানন্তর ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া, কূর্ম্মশরীরধারী জগন্নাথকে নমস্কার করিয়া, হয়মুখ জনার্দ্দনের দর্শনার্থ কৃষ্ণায় গমন করিলেন। তথায় দেবহ্রদে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ সমাধান করিয়া॥ ৬॥ ৭॥ হয়শীর্ষের পূজাসম্পাদনপূর্ব্বক হস্তিনায় উপনীত হইলেন। তথায় ভগবান্, চক্রপাণি, জগন্নাথ গোবিন্দের স্নানানন্তর পূজা করিয়া, যমুনানদীতে গমন করিলেন। তথায় কৃতাভিষেক ও শুচি হইয়া, ঋষিদেবপিতৃগণের তর্পণ করিয়া, দেবদেব লোকনাথ ত্রিবিক্রমের দর্শন করিলেন॥ ৮॥ ৯॥

নারদ কহিলেন; সকলের নিয়ন্তা, জগৎস্বামী, বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিবার জন্য ত্রৈলোক্যাক্রমণ শরীর ধারণ করিবেন॥ ১০॥ তবে তিনি পূর্ব্বকালে কিরূপে ত্রিবিক্রম হইয়াছিলেন? তিনি কাহারেই বা বন্ধন করিয়াছিলেন, বলুন॥ ১১॥

পুলস্ত্য কহিলেন, যাঁহাকে ঐ ত্রিবিক্রম বলিয়া থাকে এবং যেসময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া, যাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১২॥ কশ্যপের ঔরস পুত্র ধুন্ধুনামে বিখ্যাত। দনুর গর্ভে

পরাক্রমঃ ॥ ১৩ ॥ স সমারাধ্য চ তদা ব্রহ্মাণং তপসা সুরঃ। অবধ্যত্বং সুরৈঃ সেন্দ্রৈঃ প্রার্থয়ন্ স তু নারদ ॥ ১৪ ॥ তস্ম তং চ বরং প্রাদাত্তপসা পঙ্কজোদ্ভবঃ। পরিতুষ্টঃ স চ বলী নির্জগাম ত্রিবিষ্টপং ॥ ১৫ ॥ চতুর্থস্য কলেরাদৌ জিত্বা দেবান্ সবাসবান্। ধুন্ধুঃ শক্রত্বমকরোদ্ধিরণ্যকশিপৌ সতি ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্ কালে স বলবান্ হিরণ্যকশিপুস্ততঃ। চচার মন্দরগিরৌ দৈত্যো ধুন্ধুসমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥ ততোঽসুরা যথাকামং বিচরন্তি ত্রিবিষ্টপে। ব্রহ্মলোকে চ ত্রিদশাঃ সংস্থিতা দুঃখসংযুতাঃ ॥ ১৮ ॥ ততোঽমরান্ ব্রহ্মসদো নিবাসিনঃ শ্রুত্বাথ ধুন্ধুর্দিতি-জানুবাচ। ব্রজাম দৈত্যা বয়মগ্রজস্য সদো বিজেতুং ত্রিদশান্ সশক্রান্ ॥ ১৯ ॥ তে ধুন্ধুবাক্যং তু নিশম্য দৈত্যাঃ প্রোচুর্ন নো বিদ্যতে লোকপাল। গতির্যয়া যাম পিতামহাজিরং সুদুর্গমোরং পরতো হি মার্গঃ ॥ ২০ ॥ ইতঃ সহস্রৈর্বহুযোজনাখ্যৈর্লোকো মহর্নাম মহর্ষিজুষ্টঃ। যেষাং হি দৃষ্ট্যার্পণচোদিতেন দহ্যন্তি দৈত্যাঃ সহসেক্ষিতেন ॥ ২১ ॥ ততোঽপরো যোজনকোটিরেকো লোকো জনো নাম বসন্তি যত্র। গোমাতরোঽস্মাসু বিনাশকারী যাসাং ন কোপীহ মহাসুরেন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥ ততোঽপরো যোজনকোটিভিস্ত ত্রিংশদ্ভিরাদিত্যসহস্রদীপ্তঃ। সত্যাভিধানো ভগবন্নিবাসো বরপ্রদোভূত্তবতো হি যোঽসৌ ॥ ২৩ ॥ যস্য বেদধ্বনিং শ্রুত্বা বিকসন্তি সুরাদয়ঃ। সঙ্কোচমসুরা যান্তি যে চ তেষাং সধর্ম্মিণঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মাত্ত্বং মহাবাহো মতিমেতাং সমাদধঃ। বৈরাজ্যভুবনং ধুন্ধো দুরারোহং সদা নৃভিঃ ॥ ২৫ ॥ তেষাং বচনমাকর্ণ্য ধুন্ধুঃ প্রোবাচ দানবান্। গন্তুকামঃ স সদনং ব্রহ্মণে জেতুমীশ্বরং ॥ ২৬ ॥ কথং তু কর্ম্মণা কেন

উহার জন্ম হয় এবং উহার বল ও পরাক্রমের সীমা ছিল না ॥ ১৩ ॥ সেই ধুন্ধু তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মার অভ্যর্চ্চনাপূর্ব্বক, তাঁহার নিকট এই বর চাহিল, আমি যেন ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণের অবধ্য হই। ১৪ ॥ নারদ! কমলযোনি তদীয় তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, সেইরূপ বর দিলে, সে স্বর্গে সমাগত হইল ॥১৫॥ এবং চতুর্থ কলির প্রারম্ভে ইন্দ্রাদি অমরদিগকে পরাস্ত করিয়া, ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু তখন বর্ত্তমান ছিল ॥ ১৬ ॥ সে তৎকালে ধুন্ধুকে আশ্রয় করিয়া, মন্দরভূধরে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর অন্যান্য অসুরগণ ইচ্ছানুসারে স্বর্গে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ নিতান্ত দুঃখান্বিত হইয়া, ব্রহ্মলোকে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

দেবগণ ব্রহ্মসদনে বাস করিতেছেন, শুনিয়া, ধুন্ধু অসুরদিগকে বলিতে লাগিল, হে দৈত্যগণ! আমরা ইন্দ্রপ্রমুখ অমরদিগকে জয় করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করি, চল ॥ ১৯ ॥

দৈত্যগণ ধুন্ধুর কথা শুনিয়া, বলিতে লাগিল, হে লোকপাল! যাহাতে পিতামহসদনে গমন করিতে পারিব, আমাদের তাদৃশী গতি নাই। তথায় যাইবার পথ অতিমাত্র সুদুর্গম ॥২০॥ এখান হইতে বহুসহস্র যোজন ব্যবধানে মহর্লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ঋষিগণে নিষেবিত। ঐ সকল ঋষির কটাক্ষপাতমাত্রেই দৈত্যগণ দগ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ২১ ॥ ইহার পর এক যোজনকোটি ব্যবধানে জননাম লোক, যেখানে গোমাতারা বাস করিতেছে। হে মহাসুরেন্দ্র! আমাদের মধ্যে এমন কোন দৈত্য নাই, যে তাহাদের বিনাশ করিতে পারে ॥ ২২ ॥ ইহার পর ত্রিংশৎকোটিযোজনব্যবধানে আদিত্যসহস্রের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, সত্যলোক। যিনি তোমারে বরপ্রদান করিয়াছেন, সেই ভগবান্ তথায় বাস করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ যাঁহার বমুচ্চারিত বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সুরাদিরা বিকসিত এবং অসুরগণ ও তাঁহাদের সমধর্ম্মা অন্যান্য পুরুষগণ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ এইকারণেই বলিতেছি, আপনি এরূপ বুদ্ধি করিবেন না। হে ধুন্ধো! বৈরাজভুবনে গমন করা মনুষ্যগণের সাধ্য নহে ॥ ২৫ ॥

ধুন্ধু তাহাদের কথা কর্ণগোচর করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, আমি ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া,

গময্যতে দানবর্ষভাঃ। কথং তত্র সহস্রাক্ষঃ সংপ্রাপ্তঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ২৭ ॥ তে ধুন্ধুনা দানবেন্দ্রাঃ পৃষ্টাঃ প্রোচুর্ব্বচোঽধিপং। ন বয়ং বিদ্মস্তৎ কর্ম্ম শুক্রস্তদ্বেত্ত্যসংশয়ং ॥ ২৮ ॥ দৈত্যানাং তু বচঃ শ্রুত্বা ধুন্ধুর্দৈত্যপুরোহিতং। পপ্রচ্ছ শুক্রং কিং কর্ম্ম কৃত্বা ব্রহ্মসদোগতিঃ ॥ ২৯ ॥ ততোঽস্মৈ কথয়ামাস দৈত্যাচার্য্যঃ কলিপ্রিয়ঃ। শক্রস্য চরিতং শ্রীমান্ পুরা বৃত্ররিপোঃ কিল ॥ ৩০ ॥ সহস্রাক্ষঃ শতং চৈকং যজ্ঞানামযজৎ পুরা। দৈত্যেন্দ্র বাজিমেধানাং তেন ব্রহ্মসদোগতিঃ ॥ ৩১ ॥ তদ্বাক্যং দানবপতিঃ শ্রুত্বা শুক্রস্য বীর্য্যবান্। বহ্বশ্বমেধযজ্ঞানাঞ্চ চকার মতিমুত্তমাং। আমন্ত্র্যাসুরগুরুং দানবাংশ্চাপ্যনুত্তমান্ ॥ ৩২ ॥ প্রোবাচ যক্ষ্যেঽহং যজ্ঞৈরশ্বমেধৈঃ সুদক্ষিণৈঃ। তদাগচ্ছধ্বমবনীং গচ্ছামো বসুধাধিপান্ ॥ ৩৩ ॥ বিচিন্ত্য হয়মেধার্থং যথাকামগুণান্বিতান্। আহুয়ন্তাং চ নিধয়স্ত্বাজ্ঞাপ্যন্তাং চ গুহ্যকাঃ ॥ ৩৪ ॥ আমন্ত্র্যন্তাং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রযামো দেবিকাতটং। সা হি পুণ্যা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সর্ব্বসিদ্ধিকরী স্মৃতা। স্থানং প্রাচীনমাসাদ্য বাজিমেধান্ যজামহে ॥ ৩৫ ॥ ইত্থং সুরারের্ব্বচনং নিশম্যাসুরযাজকঃ। বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো নিধীশং সংদিদেশ সঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো ধুন্ধুর্দেবিকায়াং প্রাচীনে পাপনাশনে। ভার্গবেন্দ্রেণ শুক্রেণ বাজিমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ সদস্যা ঋত্বিজশ্চাপি তত্রাসন্ ভার্গবা দ্বিজাঃ। শুক্রস্যানুমতে ব্রহ্মন্ শুক্রশিষ্যাশ্চ পণ্ডিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ যজ্ঞভাগভুজস্তত্র স্বর্ভানুপ্রমুখা মুনে। কৃতাশ্চাসুরনাথেন শুক্রস্যানুমতেঽসুরাঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ প্রবৃত্তো যজ্ঞস্তু সমুৎসৃষ্টস্তথা হয়ঃ। হয়স্যানুযযৌ শ্রীমানসি-

---

তাহা জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ২৬ ॥ হে দানবেন্দ্রগণ! কি কর্ম্ম করিলে, কিরূপে তথায় গমন করা যাইতে পারে এবং ইন্দ্রই বা কি উপায়ে দেবগণের সহিত তথায় গমন করিলেন? ॥ ২৭ ॥

ধুন্ধু এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দানবগণ উত্তর করিল, আমরা তাহা জানি না; শুক্র অবগত আছেন, সংশয় নাই ॥ ২৮ ॥

দৈত্যগণের বচন শ্রবণ করিয়া, তাহাদের অধিপতি ধুন্ধু পুরোহিত শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিল, কীদৃশকর্ম্মানুষ্ঠানসহায়ে ব্রহ্মসদনে গমন করা যাইতে পারে? ॥ ২৯ ॥

তখন শ্রীমান্ দৈত্যাচার্য্য শুক্র বৃত্রহন্তা দেবরাজের পূর্ব্বচরিত্র বর্ণন করিয়া কহিলেন ॥ ৩০ ॥ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র পূর্ব্বে একশত এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে দৈত্যেন্দ্র! তাহাতেই ব্রহ্মসদনে যাইতে পারিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

দানবপতি ধুন্ধু শুক্রাচার্য্যের এই বচন শ্রবণ করিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতমতি হইল এবং আচার্য্য ও দানবশ্রেষ্ঠগণের অনুমতি লইয়া ॥ ৩২ ॥ বলিতে লাগিল, আমি বিশিষ্টরূপ দক্ষিণা দিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞসকলের যজন করিব। অতএব, সকলে আগমন কর; পৃথিবীতে রাজাদের সকাশে গমন করিব ॥ ৩৩ ॥ যথাকামগুণবিশিষ্ট অশ্বমেধ সকলের চিন্তা করিয়া, নিধি ও গুহ্যকসকলকে আহ্বানপূর্ব্বক আজ্ঞা ॥ ৩৪ ॥ এবং প্রধান প্রধান দ্বিজাতিদিগকে আমন্ত্রণ কর; দেবিকাতটে গমন করিতে হইবে। সেই পরমপবিত্র সরিদ্বরা সর্ব্বসিদ্ধির প্রসবিনী বলিয়া, বিখ্যাত আছে। প্রাচীন স্থান আশ্রয় করিয়া, তথায় বাজিমেধ সকলের আহরণ করিব ॥ ৩৫ ॥

অসুরগণের যাজক শুক্র ধুন্ধুর এই কথা শুনিয়া, সম্মত হইয়া, হর্ষপ্রকাশপুরঃসর নিধিসকলের ঈশ্বরকে আদেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর ধুন্ধু দেবিকাতীর্থে পাপনাশন প্রাচীন স্থানে ভার্গবশ্রেষ্ঠ শুক্র কর্ত্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইল ॥ ৩৭ ॥ ভার্গববংশীয় দ্বিজগণ এবং শুক্রের শিষ্য অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহার অনুমতে সেই যজ্ঞে সদস্যপদ গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥ স্বর্ভানুপ্রমুখ অসুরদিগকে শুক্রের আজ্ঞানুসারে ধুন্ধু যজ্ঞভাগভাগী করিল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে,

লোমা মহাসুরঃ ॥ ৪০ ॥ ততোঽগ্নিধূমেন মহী সশৈলা ব্যাপ্তা দিশো বৈ বিদিশশ্চ পূর্ণাঃ । তেনোগ্রগন্ধেন দিবস্পৃশেন মরুদ্বহৌ ব্রহ্মলোকে মহর্ষে ॥ ৪১ ॥ তং গন্ধমাঘ্রায় সুরা বিষণ্ণা জ্ঞাত্বা ধুন্ধুং হয়মেধদীক্ষিতং । ততঃ শরণ্যং শরণং জনার্দ্দনং জগ্মুঃ সশক্রা জগতঃ পরায়ণম্ ॥ ৪২ ॥ প্রণম্য বরদং দেবং পদ্মনাভং জনার্দ্দনং । প্রোচুঃ সর্ব্বে সুরগণাঃ ভয়গদ্গদয়া গিরা ॥ ৪৩ ॥ ভগবন্ দেবদেবেশ চরাচরপরায়ণ । বিজ্ঞপ্তিঃ শ্রূয়তাং বিষ্ণো সুরাণামার্ত্তিনাশন ॥ ৪৪ ॥ ধুন্ধুর্নামা সুরগণৈর্ব্বলবান্ বলসংবৃতঃ । সর্ব্বান্ সুরান্ বিনির্জ্জিত্য ত্রৈলোক্যমহরদ্বলিঃ ॥ ৪৫ ॥ ঋতে পিনাকিনং দেবাংস্ত্রাতা নান্যো ন বিদ্যতে । অতোঽসৌ বৃদ্ধিমগমদ্‌যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥ সাংপ্রতং ব্রহ্মলোকস্থানপি জেতুং সমুদ্যতঃ । শুক্রস্য মতমাদায় সোঽশ্বমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ৪৭ ॥ শতং ক্রতূনামিষ্ট্বাসৌ ব্রহ্মলোকং মহাসুরঃ । আরোঢ়ুমিচ্ছতি বলী বিজেতুং ত্রিদশানপি ॥ ৪৮ ॥ তস্মাদকালহীনং তু চিন্তয়স্ব জগদ্গুরো । উপায়ং মখবিধ্বংসে যেন স্যাম সুনির্বৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥ শ্রুত্বা সুরাণাং বচনং ভগবান্ মধুসূদনঃ । দত্ত্বাভয়ং মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস সাংপ্রতং । বিসৃজ্য চ তদা সর্ব্বান্ জ্ঞাত্বাজেয়ং মহাসুরম্ ॥ ৫০ ॥ বন্ধনায় মতিং চক্রে ধুন্ধোর্ধর্ম্মধ্বজস্য বৈ । ততঃ কৃত্বা স ভগবান্ বামনং রূপমীশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥ দেহং ত্যক্ত্বা নিরালম্বং কাষ্ঠবদ্দেবিকাজলে । ক্ষণান্মজ্জংস্তথোন্মজ্জন্মুক্তকেশো যদৃচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥ দৃষ্টোঽথ দৈত্যপতিনা দৈত্যৈশ্চ তথর্ষিভিঃ । ততঃ কর্ম্ম পরিত্যজ্য যজ্ঞিয়ং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥ সমুত্তারয়িতুং বিপ্রমাদ্রবন্ত সমাকুলাঃ । সদস্যা যজমানশ্চ ঋত্বিজোঽথ মহৌজসঃ ॥ ৫৪ ॥ নিমজ্জমানমুজ্জহ্রুস্তে চ তে বামনং দ্বিজং ।

অশ্বকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মহাসুর অসিলোমা অশ্বের অনুগমন করিল ॥ ৪০ ॥ ঐ যজ্ঞীয় অগ্নির ধূমে সপর্ব্বত পৃথিবী ব্যাপ্ত এবং দিক্ ও বিদিক্‌সকল পূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মন্! মরুৎ সেই স্বর্গস্পর্শী উগ্রগন্ধ ব্রহ্মলোকে বহন করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥ সুরগণ সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, ধুন্ধু অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, বিষণ্ণ হইলেন। এবং ইন্দ্রের সহিত সকল লোকের শরণ্য ও সমুদায় জগতের পরায়ণ ভগবান্ জনার্দ্দনের শরণগ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥ অনন্তর সেই বরদ ভগবান্ পদ্মনাভকে প্রণাম করিয়া, ভয়গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ হে ভগবন্! হে দেবদেবেশ! হে চরাচরপরায়ণ! হে আর্ত্তিবিনাশন! দেবগণের নিবেদন শ্রবণ করুন ॥ ৪৪ ॥ ধুন্ধুনামে মহাবল মহাসুর বলসংবৃত হইয়া, সুরদিগকে পরাজয় করিয়া, ত্রৈলোক্য হরণ করিয়া লইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ পিনাকী ব্যতিরেকে দেবগণের পরিত্রাণকর্ত্তা অন্য কেহ নাই। এই কারণে, ধুন্ধু, উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায়, বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৪৬ ॥ সে সম্প্রতি ব্রহ্মলোকবাসী সুরদিগকেও জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইজন্য শুক্রের অনুমতি অনুসারে অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ ॥ ৪৭ ॥ এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, ব্রহ্মলোকে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিদশগণের পরাজয় বাসনা করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥ অতএব, হে জগদ্গুরো! আর কালপরিক্ষেপ না করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞের যাহাতে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করুন; তাহা হইলে, আমরা পরম নির্বৃত হইব ॥ ৪৯ ॥

ভগবান্ মধুসূদন সুরগণের এই কথা শুনিয়া, যথাবিধি অভয় দিয়া, সকলকে স্ব স্ব স্থানে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫০ ॥ তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া, ধর্ম্মধ্বজ ধুন্ধুকে জয় করা সাধ্য নহে ভাবিয়া, তাহার বন্ধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এইজন্য তিনি বামনরূপ আশ্রয় করিয়া ॥ ৫১ ॥ দেবিকাসলিলে কাষ্ঠবৎ নিরবলম্ব দেহ ত্যাগ করত, মুক্তকেশে যদৃচ্ছাক্রমে পুনঃ পুনঃ মগ্ন ও উন্মগ্ন হইতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ দৈত্যপতি ধুন্ধু ও দৈত্যগণ এবং ঋষিসমূহ এই ঘটনা দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্রাহ্মণোত্তম যজ্ঞিয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ॥ ৫৩ ॥ একান্ত আকুল ও তাঁহার উদ্ধারার্থ ধাবমান হইলেন। তখন সদস্যগণ, যজমান ও ঋত্বিক্‌সমূহ সকলে মিলিত

সমুত্তার্য্য প্রসন্নাস্তে পপ্রচ্ছুঃ সর্ব্ব এব হি। কিমর্থং পতিতোঽসীহ কেনাক্ষিপ্তোঽসি বা বদ॥ ৫৫॥
তেষামাকর্ণ্য বচনং কম্পমানো মুহুর্মুহুঃ। প্রাহ ধুন্ধুপুরোগাংস্তান্ শ্রূয়তামত্র কারণং॥ ৫৬॥
ব্রাহ্মণো গুণবানাসীৎ প্রভাস ইতি বিশ্রুতঃ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ প্রাজ্ঞো গোত্রেণাপি তু বারুণঃ॥৫৭॥
তস্য পুত্রদ্বয়ং জাতং মন্দপ্রজ্ঞং সুদুঃখিতং। তত্র জ্যেষ্ঠো মম ভ্রাতা কনীয়ানপরস্ত্বহম্॥ ৫৮॥
নেত্রভস্ম ইতি খ্যাতো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা মমাভবৎ। মম নাম পিতা চক্রে গতিভাসেতি কৌতুকাৎ॥৫৯॥
রম্যশ্চাবসথশ্চাপি শুভ আসীৎ পিতুর্মম। ত্রৈবিষ্টপগুণৈর্যুক্তঃ স্বর্গবাসোপমঃ শুভঃ॥ ৬০॥
ততঃ কালেন মহতা আবয়োঃ স পিতা মৃতঃ। তস্যৌর্দ্ধদেহিকং কৃত্বা গৃহমাবাং সমাগতৌ॥ ৬১॥
ততো ময়োক্তঃ স ভ্রাতা বিভজাম গৃহং বয়ং। তেনোক্তো নৈব ভবতো বিদ্যতে ভাগ ইত্যহম্॥ ৬২॥ কুব্জবামনখঞ্জানাং ক্লীবানাং শ্বিত্রিণামপি। উন্মত্তানাং তথান্ধানাং ধনভাগো ন বিদ্যতে॥৬৩॥ প্রিয়ং বাক্যং গৃহে বাসো ভোজনাচ্ছাদনাদিকং। এতাবদ্দীয়তে তেভ্যো নার্থভাগহরা হি তে॥ ৬৪॥ এবমুক্তো ময়া সোঽথ কিমর্থং পিতৃকাদ্‌গৃহাৎ। ধনার্দ্ধভাগমর্হামি নাহং ন্যায়েন কেন বৈ। ইত্যুক্তো বলবান্ ভ্রাতা কেশান্ জগ্রাহ মে স্বয়ং॥ ৬৫॥ সমুৎক্ষিপ্যাক্ষিপন্নদ্যাং ন জানে হ্যবতারণং। অহমস্যাং নিমগ্নশ্চ মধ্যেন প্লবতো গতঃ॥ ৬৬॥ কালঃ সংবৎসরাখ্যস্তু যুষ্মাভিরুদ্ধৃতো ধ্রুবঃ। কে ভবন্তোঽত্র সংপ্রাপ্তাঃ সস্নেহা বান্ধবা ইব॥ ৬৭॥ কোঽয়ং শক্রপ্রতিমো বৈ যুষ্মন্মধ্যে প্রদৃশ্যতে। তন্মে সর্ব্বং সমাখ্যাত যাথাতথ্যং তপোধনাঃ॥ ৬৮॥

হইয়া॥ ৫৪॥ সেই বামনরূপী নিমজ্জমান ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিলেন। এবং উদ্ধার করিয়া, সকলেই প্রসন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, কিজন্য এখানে পতিত হইয়াছ? কেইবা তোমাকে নিক্ষেপ করিয়াছে, বল॥ ৫৫॥

তাঁহাদের বচন আকর্ণন করিয়া, তিনি বারংবার কম্পমান হইয়া, সকলকে কহিতে লাগিলেন, যে কারণে নিমগ্ন হইয়াছি, শ্রবণ কর॥ ৫৬॥ প্রভাসনামে বিখ্যাত গুণবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ, প্রাজ্ঞ ও বরুণগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৫৭॥ তাঁহার দুই পুত্র। দুই জনেই মন্দপ্রজ্ঞ ও নিতান্ত দুঃখগ্রস্ত। আমিই সেই উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ॥ ৫৮॥ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নেত্রভাস। আর, পিতা কৌতুকবশতঃ আমার নাম গতিভাস রাখিয়াছিলেন। ৫৯॥ আমার পিতার আবসথ পরমশোভমান ও রমণীয় এবং ত্রৈপিষ্টপগুণসম্পন্ন ও সাক্ষাৎ স্বর্গসদৃশ॥ ৬০॥ অনন্তর কালসহকারে পিতার মৃত্যু হইলে, আমরা উভয়ে তদীয় অন্ত্যেষ্টিসমাধান করিয়া, গৃহে আগমন করিলাম॥ ৬১॥ এবং ভ্রাতাকে কহিলাম, আমরা গৃহ ভাগ করিয়া লইব। তিনি আমারে উত্তর করিলেন, তোমার ভাগ নাই॥ ৬২॥ কেননা, কুব্জ, বামন, খঞ্জ, ক্লীব, শ্বিত্রী, উন্মত্ত, অন্ধ, ইহারা ধনের ভাগ পায় না॥ ৬৩॥ কেবল তাহাদিগকে প্রিয়বাক্য, গৃহে বাস এবং ভোজন ও আচ্ছাদনাদিই প্রদান করা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, তাহাদের ভাগহারিতা নাই॥ ৬৪॥

আমি এই কথা শুনিয়া, কহিলাম, কিজন্য ও কোন্ শাস্ত্রানুসারেই বা আমি পিতৃধনের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইব না। এই কথা বলিলে, বলবান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদীয় কেশপাশ গ্রহণ॥ ৬৫॥ ও সমুৎক্ষেপণপূর্ব্বক নদীতে ফেলিয়া দিলেন। আমি অবতারণ অবগত নহি। তজ্জন্য ইহাতে মগ্ন ও ভাসিয়া মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি॥ ৬৬॥ সংবৎসর পরে আপনারা জীবিত অবস্থায় আমাকে উদ্ধৃত করিলেন। আপনারা কে, স্নেহময় বান্ধবের ন্যায়, এখানে আসিলেন॥৬৭॥ আপনাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ইন্দ্রসদৃশ এই যে পুরুষ লক্ষিত হইতেছেন, ইনিই বা কে? হে

মহর্ষিসদৃশা যূয়ং সানুকম্পাশ্চ মাদৃশে ॥ ৬৯ ॥ তদ্বামনবচঃ শ্রুত্বা ভার্গবা দ্বিজসত্তমাঃ। প্রোচুর্ব্বয়ং দ্বিজা ব্রহ্মন্ ভার্গবা বংশবর্দ্ধনাঃ ॥ ৭০ ॥ অসাবপি মহাতেজা ধুন্ধুর্নাম মহাসুরঃ। দাতা ভোক্তা চ ভর্ত্তা চ দীক্ষিতো যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৭১ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশং বামনং ভার্গবাস্ততঃ। প্রোচুর্দ্দৈত্যপতিং সর্ব্বে বামনার্থকরং বচঃ ॥ ৭২ ॥ দীয়তামস্য দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বোপস্করসংযুতং। শ্রীমদাবসথং দাস্যো রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৭৩ ॥ ইতি দ্বিজানাং বচনং শ্রুত্বা দৈত্যপতিস্ততঃ। প্রাহ দ্বিজেন্দ্র তে দদ্মি যমিচ্ছসি বৈ ধনং ॥ ৭৪ ॥ দাসী গৃহং হিরণ্যঞ্চ বাজিনঃ স্যন্দনান্ গজান্। গোভূমিরাজ্যবস্ত্রাদি স্বেচ্ছয়া চৈব বৈ প্রভো ॥৭৫॥ তদ্বাক্যং দানবপতেঃ শ্রুত্বা দেবোথ বামনঃ। প্রাহাসুরপতিং ধুন্ধুং স্বার্থসিদ্ধিকরং বচঃ ॥ ৭৬ ॥ সোদরেণাপি হি ভ্রাত্রা হ্রিয়ন্তে যস্য সম্পদঃ। কিং তস্য নাথো রাজেন্দ্র দীয়তে চার্থ এব হি ॥ ৭৭ ॥ দাসী দাসাংশ্চ ভৃত্যাংশ্চ গৃহং রত্নং পরিচ্ছদান্। সমর্থেষু দ্বিজেন্দ্রেষু প্রযচ্ছস্ব মহাভুজ ॥ ৭৮ ॥ মম প্রমাণমালোক্য মামকঞ্চ পদত্রয়ং। সংপ্রযচ্ছস্ব দৈত্যেন্দ্র এতদেবার্থয়ে হ্যহং ॥ ৭৯ ॥ ইত্যেবমুক্তং বচনং মহাত্মনা বিহস্য দৈত্যাধিপতিঃ সপক্ষজঃ। প্রাদাচ্চ বিপ্রায় পদত্রয়ং বশী যদা স নান্যৎ প্রগৃহীতবান্ পুনঃ ॥ ৮০ ॥ ক্রমত্রয়ং তাবদবেক্ষ্য দত্তং মহাসুরেন্দ্রেণ বিভুর্যথা শশী। চক্রে ততো লঙ্ঘয়িতুং ত্রিলোকীং ত্রিবিক্রমং রূপমনন্তশক্তিঃ ॥ ৮১ ॥ কৃত্বা চ রূপং দিতিজাংশ্চ হত্বা প্রণম্য চর্ষীংশ্চ স চংক্রমেণ। মহীং মহীধ্রৈঃ সহিতাং সহার্ণবাং জহার রত্নাকরপত্তনৈর্যুতাং ॥ ৮২ ॥ ভুবং সনাকাং ত্রিদশাধিবাসং

তপোধনগণ! আপনারা যথাযথ সমুদায় কীর্ত্তন করুন। ৬৮ ॥ আপনারা মহর্ষির সদৃশ; আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

দ্বিজসত্তমগণ বামনের কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা ভার্গববংশবর্দ্ধন ব্রাহ্মণ ॥ ৭০ ॥ আর, এই মহাতেজাঃ মহাসুর ধুন্ধুনামে বিখ্যাত। ইনি দাতা, ভোক্তা, ভর্ত্তা ও যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন ॥ ৭১ ॥ ভার্গববংশীয় সেই সকল ব্রাহ্মণ ভগবান্ বামনকে এইরূপ কহিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, সেই বামনের অর্থকর বচনে দৈত্যপতি ধুন্ধুকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র! এই বামনকে সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন, পরমশ্রীবিশিষ্ট আবসথ এবং দাসীসকল ও বিবিধ রত্ন প্রদান কর ॥ ৭৩ ॥

দৈত্যপতি ধুন্ধু দ্বিজগণের বচন আকর্ণন করিয়া, ভগবান্ বামনকে বলিতে লাগিল, হে দ্বিজেন্দ্র! আপনি যে ধন ইচ্ছা করেন, তাহাই আপনাকে দিব ॥ ৭৪ ॥ দাসীসকল, গৃহ, সুবর্ণ, অশ্বসমূহ, স্যন্দন ও গজসমস্ত, গো, ভূমি, রাজ্য ও বস্ত্রাদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করিব ॥ ৭৫ ॥

ভগবান্ বামন দানবপতির এই কথা শুনিয়া, সেই অসুরপতি ধুন্ধুকে স্বার্থসিদ্ধিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥ সোদর ভ্রাতা যাহার সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়, হে রাজেন্দ্র! তাহার আবার অর্থে প্রয়োজন কি? সুতরাং, আমায় ধন দিয়া কি হইবে ॥ ৭৭ ॥ অতএব, হে মহাভুজ! যেসকল দ্বিজেন্দ্র শক্তিবিশিষ্ট, তাঁহাদিগকেই দাসী, দাস, ভৃত্য, গৃহ, রত্ন ও পরিচ্ছদসকল প্রদান করুন ॥ ৭৮ ॥ আমার প্রমাণ অবলোকন করিয়া, আমাকে পদত্রয়মাত্র ভূমি দান করুন। হে দৈত্যেন্দ্র! আমি আপনার নিকট এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করি ॥ ৭৯ ॥

দৈত্যপতি ধুন্ধু দ্বিজগণের সহিত মহাত্মা বামনের এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া, তিনি যখন আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না, তখন তাঁহারে পদত্রয় দান করিল। ৮০ ॥ মহাসুরেন্দ্র ধুন্ধু ক্রমত্রয় দান করিয়াছে, দর্শন করিয়া, অনন্তশক্তি ভগবান্ বামন, শশাঙ্কের ন্যায়, ত্রিভুবনলঙ্ঘনার্থ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৮১ ॥ পরিগ্রহ করিয়া, প্রথম চংক্রমণেই দৈত্যদিগকে সংহার ও ঋষিদিগকে প্রণামপূর্ব্বক, পর্ব্বত, সাগর, রত্নাকর ও পত্তনসমেত সমুদায়

সোমার্কঋক্ষৈরভিমণ্ডিতং নভঃ। দেবো দ্বিতীয়েন জহার বেগাৎ ক্রমেণ দেবপ্রিয়মিন্দ্রীশ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥ ক্রমং তৃতীয়ং ন যদাস্য পূরিতং তদাতিকোপাদ্দনুপুঙ্গবস্য। পপাত পৃষ্ঠে ভগবাং ত্রিবিক্রমো মেরুপ্রমাণেন চ বিগ্রহেণ ॥ ৮৪ ॥ পততা বাসুদেবেন দানবোপরি নারদ ॥ ত্রিংশদ্যোজনসাহস্রী ভূমির্গর্ত্তে দৃঢ়ীকৃত ॥ ৮৫ ॥ ততো দৈত্যং সমুৎপাট্য তস্মাং প্রক্ষিপ্য বেগতঃ। ববর্ষ সিকতাবৃষ্ট্যা তঞ্চ গর্ত্তমপূরয়ৎ ॥ ৮৬ ॥ ততঃ স্বর্গং সহস্রাক্ষো বাসুদেবপ্রসাদতঃ। সুরাশ্চ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যমবাপুর্নিরুপদ্রবাঃ ॥৮৭॥ ভগবানপি দৈত্যেন্দ্রং প্রক্ষিপ্য সিকতার্ণবে। কালিন্দ্যা রূপমাধায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৮৮॥ এবং পুরা বিষ্ণুরভূচ্চ বামনো ধুন্ধুং বিজেতুঞ্চ ত্রিবিক্রমোঽভূৎ। যস্মিন স দৈত্যেন্দ্রসুতো জগাম মহাশ্রমে পুণ্যযুতে মহর্ষে ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে ধুন্ধুপরাজয়ো নামাষ্টমসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কালিন্দীসলিলে স্নাত্বা পূজয়িত্বা ত্রিবিক্রমং। উপোষ্য রজনীমেকাং লিঙ্গভেদং গিরিং যযৌ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা চ বিধিবচ্ছিবং সংপূজ্য ভক্তিতঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং তীর্থং কেদারমাব্রজেৎ ॥ ২ ॥ তস্মিন্ স্নাত্বা চ বিধিবৎ সমারাধ্য জগৎপতিং। উষিত্বা বাসরান্ সপ্ত কুব্জাম্রং প্রজগাম হ ॥ ৩ ॥ তত্র গত্বা মহাবাহুরুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ। হৃষীকেশং সমভ্যর্চ্য যযৌ বদরিকাশ্রমং ॥ ৪ ॥ সন্তোষ্য নারায়ণমর্চ্য ভক্ত্যা স্নাত্বাথ বিদ্বান্ স সরস্বতীজলে। বারাহতীর্থে গরুড়াসনং স দৃষ্ট্বা সমভ্যর্চ্য সুভক্তিমাংশ্চ ॥ ৫ ॥ ভদ্রকর্ণে ততো গত্বাযজচ্চ শশি-

---

পৃথিবী হরণ করিয়া লইলেন ॥ ৮২ ॥ অনন্তর সকল লোকের ঈশ্বর সেই বামন দেবগণের প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া, ঐরূপ দ্বিতীয় পদ বক্ষেপসহকারে সবেগে স্বর্গ, মর্ত্ত এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডিত দেবনিবাস আকাশ হরণ করিলেন ॥ ৮৩ ॥ যখন আর তৃতীয় ক্রম পূর্ণ হইল না, তখন অতিমাত্র রোষভরে সেই ভগবান্ ত্রিবিক্রম দনুপুঙ্গব ধুন্ধুর পৃষ্ঠদেশে মেরুপ্রমাণ কলেবরে পতিত হইলেন ॥ ৮৪ ॥ নারদ! ভগবান্ বাসুদেব দানবের উপরি পতিত হইয়া, ত্রিংশদ্যোজন ভূমি গর্ত্তে পরিণত করিলেন ॥ ৮৫ ॥ অনন্তর দৈত্যকে সমুৎপাটিত ও বেগভরে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া, সিকতাবৃষ্টি দ্বারা সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮৬ ॥ তখন সহস্রাক্ষ বাসুদেবের প্রসাদে স্বর্গ ও সুরগণ নিরুপদ্রবে ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর ভগবানও দৈত্যপতিকে বালুসাগরে প্রক্ষিপ্ত ও কালিন্দীর রূপ ধারণ করিয়া, সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৮৮ ॥ এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বে ধুন্ধুকে বিনাশ করিবার জন্য বামন ও ত্রিবিক্রম হইয়াছিলেন ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ধুন্ধুপরাজয়নামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ কালিন্দীসলিলে স্নান ও ত্রিবিক্রমের পূজা করিয়া, এক রজনী উপবাসে থাকিয়া, লিঙ্গভেদপর্ব্বতে সমাগত হইলেন ॥ ১ ॥ তথায় বিধিবৎ স্নান ও ভক্তিসহকারে শিবের পূজা বিধান করিয়া, এক রজনী অবস্থানের পর কেদারতীর্থে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ তথায় যথাবিধি স্নান ও জগৎপতির আরাধনা করিয়া, সপ্তবাসর বাস করত, কুব্জাম্রে সমাগত হইলেন ॥ ৩ ॥ মহাবাহু প্রহ্লাদ তথায় গমন এবং উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বাসুদেবের আরাধনা করিয়া, বদরিকাশ্রমে প্রয়াণ করিলেন ॥ ৪ ॥ তথায় নারায়ণের সন্তোষবিধান ও ভক্তিসহকারে পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া, বারাহতীর্থে সমাগত হইলেন। সেখানে গরুড়বাহনের দর্শন ও পরম ভক্তিসহ পূজা করিয়া ॥ ৫ ॥ ভদ্রকর্ণে গমন ও শশিশেখরের

শেখরং। ততঃ সংপূজ্য চ বশী বিপাশামভিতো যযৌ ॥ ৬ ॥ তস্যাং স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য দেবদেবং দ্বিজপ্রিয়ম্। ইরাবত্যাং জগন্নাথং দদর্শ পরমেশ্বরম্ ॥ ৭ ॥ সমারাধ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ শাশ্বতং জগতঃ প্রভুং। সমবাপ পরং রূপমৈশ্বর্য্যঞ্চ সুদুর্লভং ॥ ৮ ॥ কুষ্ঠরোগাভিভূতশ্চ যং সমারাধ্য বৈ ভৃগুঃ। আরোগ্যমতুলং প্রাপ সন্তানমপি চাক্ষয়ং ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ। কথং পুরূরবা বিষ্ণুমারাধ্য দ্বিজসত্তম। বিরূপত্বং সমুৎসৃজ্য রূপং প্রাপ শ্রিয়া সহ ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি মহাপাপপ্রণাশনং। পূর্ব্বং ত্রেতাযুগস্যাদৌ যথা বৃত্তং তপোধন ॥ ১১ ॥ মদ্রদেশ ইতি খ্যাতো দেশো ব্রাহ্মণ সংকুতঃ। শাকলং নাম নগরং খ্যাতং স্থানীয়মুত্তমং ॥ ১২ ॥ তস্মিন্ বিপণিবৃত্তিস্থঃ স ধর্ম্মাখ্যোঽভবদ্বণিক্। ধনাঢ্যো গুণবান্ ভোগী নানাশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৩ ॥ স কদাচিন্নিজাদ্রাষ্ট্রাৎ সৌরাষ্ট্রং গন্তুমুদ্যতঃ। সার্থেন মহতা যুক্তো নানাবিপণিপণ্যবান্ ॥ ১৪ ॥ গচ্ছতঃ পথি তস্যাথ মরুভূমৌ কলিপ্রিয়। চৌরাণামভবদ্রাত্রাববস্কন্দো হি দুঃসহঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ স হৃতসর্ব্বস্বো বণিগ্ দুঃখপরিপ্লুতঃ। অসহায়ো বংশী তস্মিংশ্চচারোন্মত্তবদ্বশী ॥ ১৬ ॥ চরতা তদরণ্যং বৈ দুঃখাক্রান্তেন নারদ। আত্মনৈব শমীবৃক্ষো মহানাসীদিতঃ শুভঃ ॥ ১৭ ॥ তং মৃগৈঃ পক্ষিভিশ্চৈব হীনং দৃষ্ট্বা শমীতরুং। শ্রান্তঃ ক্ষুত্তৃট্‌পরীতাত্মা তস্য পার্শ্বমুপাবিশৎ ॥ ১৮ ॥ সুপ্তশ্চাপি সুবিশ্রান্তো মধ্যাহ্নে পুনরুত্থিতঃ। সমপশ্যদথায়াতং প্রেতং প্রেতশতৈর্বৃতং ॥ ১৯ ॥ উহ্যমানং তথান্যেন প্রেতেন প্রেতনায়কং।

অভ্যর্চ্চনা করিলেন। অভ্যর্চ্চনা করিয়া, বিপাশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥ তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, দ্বিজপ্রিয় দেবদেব ভগবানের আরাধনা করিয়া, ইরাবতীতে উপাগত হইলেন। এবং পরমেশ্বর জগন্নাথ বাসুদেবের দর্শন। ৭ ॥ ও অভ্যর্চ্চনা সম্পাদনানন্তর পরম রূপ ও সুদুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। ৮ ॥ ভৃগু কুষ্ঠরোগে অভিভূত হইয়া, সেই শাশ্বতস্বরূপ জগৎপ্রভুর আরাধনা করিয়া, অতুল আরোগ্য ও অক্ষয় সন্ততি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! পুরূরবা কিরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, বিরূপস্বরূপপরিহারপুরঃসর পরমসুন্দর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তপোধন! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগের আদিতে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই মহাপাপপ্রণাশন বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥ মদ্রদেশনামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণের সৎকৃত এক জনপদ ছিল; তাহার স্থানীয় নগরীর নাম শাকল ॥ ১২ ॥ তথায় ধর্ম্মনামে বণিক্ বাস করিত। ঐ বণিক্ বিপণিজীবী, ধনাঢ্য, গুণবান্, ভোগী ও নানাশাস্ত্রবিশারদ ছিল ॥ ১৩ ॥ সে কোন সময়ে সুবিপুল সার্থ সমভিব্যাহারে বিবিধ বিপণিপণ্য গ্রহণ করিয়া ॥ ১৪ ॥ নিজরাষ্ট্র হইতে সৌরাষ্ট্র গমন করিতে উদ্যত হইল। হে কলিপ্রিয়! গমনসময়ে পথিমধ্যে মরুভূমিতে রাত্রি উপস্থিত হইলে, চৌরগণের সুদুঃসহ আক্রমণ সংঘটিত হইল ॥ ১৫ ॥ তাহাতে সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়াতে, বণিক্ দুঃখে পরিপ্লুত হইয়া, একাকী উন্মত্তের ন্যায়, সেই মরুভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ নারদ! সে দুঃখাক্রান্ত হইয়া, অরণ্যপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে আপনা আপনিই এক সুবিশাল শমীতরু প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৭ ॥ উহাতে মৃগ ও পক্ষিগণের সম্পর্ক নাই। বণিক্ পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অভিভূতাত্মা হইয়াছিল। তাদৃশ শমীতরু দর্শন করিয়া, তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল ॥ ১৮ ॥ এবং তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তাহাতে তাহার সমুদায় শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। সে মধ্যাহ্নসময়ে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া, অবলোকন করিল, এক প্রেত আগমন করিতেছে ॥ ১৯ ॥ শত শত প্রেত তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন

স্বভ্রান্তৈঃ পুরোধাবদ্ভিঃ প্রেতৈস্তু রক্তবিগ্রহৈঃ ॥ ২০॥ অথাজগাম প্রেতোসৌ পর্য্যটিত্বা ধরামিমাং। উপাগম্য শমীমূলে বণিক্‌পুত্রং দদর্শ সঃ ॥ ২১ ॥ স্বাগতেনাভিবাদ্যৈনং সম্ভাষ্য পরস্পরং। সুখোপবিষ্টশ্ছায়ায়াং হৃষ্টঃ কুশলমাপ্তবান্ ॥ ২২ ॥ প্রেতাধিপতিনা পৃষ্টঃ স চ তেন বণিক্ সখে। কুত আগম্যতে ব্রূহি ক বাসো বা ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ কথং চেদং মহারণ্যং মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিতং। সমাপন্নোসি ভদ্রন্তে সর্ব্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৪ ॥ এবং প্রেতাধিপতিনা বণিক্ পৃষ্টঃ সমাসতঃ। সর্ব্বমাখ্যাতবান্ ব্রহ্মন্ স্বদেশধনবিচ্যুতিম্ ॥ ২৫ ॥ তস্য শ্রুত্বা স বৃত্তান্তং তস্য দুঃখেন দুঃখিতঃ। বণিক্‌পুত্রং ততঃ প্রাহ প্রেতপালঃ স্ববন্ধুবৎ ॥ ২৬ ॥ এবং গতেঽপি মা শোকং কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত। ভূয়োঽপ্যর্থা ভবিষ্যন্তি যদি ভাগ্যবলং তব ॥ ২৭ ॥ ভাগ্যক্ষয়ে ক্ষীয়ন্তেঽর্থাঃ ভবন্ত্যভ্যুদয়ে পুনঃ। ক্ষীণস্যাস্য শরীরস্য চিন্তয়া নোদয়ো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ ইত্যুচ্চার্য্য সমাহূয় স্বান্ ভৃত্যান্ বাক্যমব্রবীৎ। অদ্যাতিথিরয়ং পূজ্যঃ সহজো দেশজো মম ॥ ২৯ ॥ অস্মিন্ দৃষ্টে বণিক্‌পুত্রে দৃষ্টাঃ স্বজনবান্ধবাঃ। অস্মিন্ সমাগতে প্রেতা প্রীতির্জাতা মমাতুলা ॥ ৩০ ॥ এবং হি বদতস্তস্য মৃৎপাত্রং সুদৃঢ়ং নবং। দধ্যোদনেন সংপূর্ণমাজগাম যথেপ্সিতং ॥ ৩১ ॥ তথা নবা চ সুদৃঢ়া সংপূর্ণা পয়মাংভসা। বারিধানী চ সংপ্রাপ্তা প্রেতানামগ্রতঃ স্থিতা ॥ ৩২ ॥ তামাগতাংসসলিলাং সান্নাং বীক্ষ্য মহামতিঃ। প্রাহোত্তিষ্ঠ বণিক্‌পুত্র ত্বমাহ্নিকমুপাচর ॥ ৩৩ ॥ ততস্তু বারিধান্যাস্তৌ সলিলেন বিধানতঃ। কৃতাহ্নিকাবুভৌ জাতৌ বণিক্

করিয়া আছে; অন্যান্য প্রেতগণ সেই প্রেতনায়ককে বহন করিতেছে। এবং রক্তদেহ অপরাপর প্রেতগণ তাহার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। তাহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২০ ॥ সেই প্রেতপতি সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, তথায় সমাগত হইয়া, শমীমূলে বণিক্‌পুত্রকে দর্শন করিল ॥ ২১ ॥ এবং স্বাগতবাদসহকারে তাহাকে অভিবাদন ও সম্ভাষণ করিয়া, সেই শমীবৃক্ষের ছায়ায় সুখোপবিষ্ট ও পরম প্রীতিবিশিষ্ট এবং সর্ব্বথা স্বস্তি সংপ্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥ অনন্তর বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, সখে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় বা তোমার অধিবসতি, বল ॥ ২৩ ॥ কিরূপেই বা এই মৃগপক্ষিপরিশূন্য মহারণ্যে সমাপন্ন হইলে, সমুদায় সবিশেষ নির্দ্দেশ কর। তোমার মঙ্গল হউক ॥ ২৪ ॥

প্রেতনায়ক এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক্ সংক্ষেপে স্বদেশ ও ধনবিভ্রংশ কীর্ত্তন করিল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মন্! প্রেতপাল এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, স্বকীয় বন্ধুর ন্যায়, তাহারে বলিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ হে সুব্রত! যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য, শোক করিবার আবশ্যকতা নাই। যদি তোমার ভাগ্যবল থাকে, তাহা হইলে, পুনরায় অর্থসংগ্রহ হইবে ॥ ২৭ ॥ ভাগ্যক্ষয়েই অর্থের ক্ষয় হয়। আবার, অভ্যুদয়েই তাহার সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই ক্ষীণদেহের চিন্তা করিয়া, কোন ইষ্টাপত্তিই সম্ভব নহে ॥ ২৮ ॥ প্রেতপতি এইরূপ বচনবিন্যাসপুরঃসর স্বীয় ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া, বলিতে লাগিল, এই অতিথি আমার সহজ ও দেশজ। অদ্য ইহার সৎকার করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥ হে প্রেতগণ! অদ্য এই বণিকের সাক্ষাৎকার হওয়াতে, স্বজন ও বান্ধববর্গ আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ইহার আগমনে আমার অতুল প্রীতি উপজাত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

প্রেতপতি এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে, দধ্যোদনপরিপূর্ণ, অতীবদৃঢ়, অভিনব মৃৎপাত্র যথেচ্ছ তথায় উপাগমন করিল ॥ ৩১ ॥ সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলসলিলপূর্ণ, সুদৃঢ়, নূতন বারিধানীও আসিয়া, প্রেতগণের অগ্রে প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ ৩২ ॥ মহামতি প্রেত অন্ন ও সলিলপূর্ণ বিবিধ পাত্র উপস্থিত দেখিয়া কহিল, বণিক্‌পুত্র! উঠিয়া আহ্নিক সংবিধান কর ॥ ৩৩ ॥ এই বলিয়া

প্রেতপ্রভুস্তথা ॥ ৩৪ ॥ ততো বণিক্ সুতায়াসৌ দধ্যোদনমথেচ্ছয়া। দত্ত্বা তেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ শেষমন্নমথাত্মতঃ ॥ ৩৫ ॥ ভুক্তবৎসু চ সর্ব্বেষু কামতোঽম্ভসি সেবিতে। অনন্তরং স বুভুজে প্রেতপালো বরাশনং ॥ ৩৬ ॥ প্রকামং তৃপ্তে প্রেতেঽথ বারিধানোদনং তথা। অন্তর্দ্ধানমগাত্তূর্ণং বণিক্পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততস্তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা স মতিমান্ বণিক্। পপ্রচ্ছ তং প্রেতপালং কৌতূহলমনা বশী ॥ ৩৮ ॥ অরণ্যে নির্জ্জনে সাধো কুতোঽন্নস্য সমুদ্ভবঃ। কুতশ্চ বারিধানীয়ং সংপূর্ণা পরমাম্ভসা ॥ ৩৯ ॥ তথাপি তব যে ভৃত্যাস্তত্তে বর্ণতঃ কৃশাঃ। ভবানপি চ তেজস্বী কিঞ্চিৎ পুষ্টবপুঃ শুভঃ ॥ ৪০ ॥ শুক্লবস্ত্রপরীধানো বহূনাং পরিপালকঃ। সর্ব্বমেতন্মমাচক্ষ্ব কো ভবান্ কা শমী দ্রুমঃ ॥ ৪১ ॥ ইত্থং বণিগ্বচঃ শ্রুত্বা ততোঽসৌ প্রেতনায়কঃ। শশংস সর্ব্বমস্যাথ যথাবৃত্তং পুরাতনং ॥ ৪২ ॥ অহমাসং পুরা বিপ্র শাকলে নগরোত্তমে। সোমশর্ম্মেতি বিখ্যাতো বহুলাগর্ভসম্ভবঃ। ৪৩ ॥ মমাস্তি চ বণিক্ শ্রীমান্ প্রাতিবেশ্যো মহাধনঃ। স তু সোমশ্রবা নাম বিষ্ণুভক্তো মহাযশাঃ ॥ ৪৪ ॥ সোঽহং কদর্য্যো মূঢ়াত্মা ধনেঽপি সতি দুর্ম্মতিঃ। ন দদামি দ্বিজাতিভ্যো ন বাশ্নে ম্যন্নমুত্তমং ॥ ৪৫ ॥ প্রমাদাদ্দিনি ভুঞ্জেঽহং দধিক্ষীরঘৃতান্বিতং। ততো রাত্রৌ ত্রিভির্ঘোরৈস্তাড্যমানশ্চ যষ্টিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রাতর্ভবতি মে ঘোরা মৃত্যুতুল্যা বিষূচিকা। ন চ কশ্চিন্মমাভ্যাসে তত্র তিষ্ঠতি বান্ধবাঃ ॥ ৪৭ ॥ কথং কথমপি প্রাণা ময়া চ সংপ্রধারিতাঃ। এবমেতাদৃশঃ পাপী নিবসাম্যতিনির্ঘৃণঃ ॥ ৪৮ ॥ সৌবীরতিলপিণ্যাকতুষশাকাদিভোজনৈঃ। ক্ষপয়ামি কদন্নাদ্যৈরাত্মানং কালযাপনৈঃ ॥ ৪৯ ॥ এবং তত্রাসতো মহ্যং মহান্ কালো হ্যগাদথ।

উভয়ে বারিধানীস্থ সলিলে যথাবিধানে আহ্নিকবিধান করিল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর প্রেতপতি বণিক্পুত্রকে ইচ্ছানুসারে দধ্যোদন দান করিয়া, অবশিষ্ট অন্ন সমাগত প্রেতদিগকে ভাগ করিয়া দিল ॥ ৩৫ ॥ সকলে ইচ্ছানুসারে ভোজন করিয়া, সলিলপান করিলে, প্রেতপতি স্বয়ং উৎকৃষ্ট অশন ভোজন করিল ॥ ৩৬ ॥ সে ভোজন করিয়া, তৃপ্তিলাভ করিলে, সেই বারিধানী ও দধ্যোদন উভয়ই বণিক্পুত্রের সমক্ষে অন্তর্হিত হইল ॥ ৩৭ ॥

বণিক্নন্দন এই অদ্ভুততম ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া, কৌতূহলচিত্তে প্রেতপতিকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩৮ ॥ হে সাধো! এই নির্জ্জন অরণ্যে কিরূপে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে? কিরূপেই বা নির্ম্মলসলিলপূর্ণ বারিধানী সমাগত হইল? ॥ ৩৯ ॥ তোমার ভৃত্যবর্গ কিজন্য তোমা অপেক্ষা কৃশবর্ণ? তুমি বা কিজন্য তেজস্বী, পুষ্টদেহ ও দেখিতে পরমসুন্দর হইয়াছ? ॥ ৪০ ॥ এবং শুক্লবস্ত্র পরিধান ও বহুলোকের পরিপালন করিতেছ? তুমি কে? আর এই শমীতরুই কি? সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন কর ॥ ৪১ ॥

প্রেতপতি বণিক্পুত্রের এই কথা শুনিয়া, পূর্ব্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত যথাযথ বলিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ আমি পূর্ব্বে নগরপ্রধান শাকলে বাস করিতাম। আমার নাম সোমশর্ম্মা। বহুলাগর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥ একজন মহাধন শ্রীমান্ বণিক্ আমার প্রতিবেশী ছিল। তাহার নাম সোমশ্রবা। সে নিরতিশয় যশস্বী ও বিষ্ণুভক্ত ছিল ॥ ৪৪ ॥ আমি যেমন কদর্য্য ও মূঢ়াত্মা, সেইরূপ দুর্ম্মতি ছিলাম, সেইজন্য ব্রাহ্মণকে কখন দান বা স্বয়ং কখন উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করি নাই ॥ ৪৫ ॥ প্রমাদবশতঃ যদি কোন দিন দধি, ক্ষীর ও ঘৃতান্বিত অন্ন ভোজন করিতাম, রাত্রিতে ভয়ঙ্কর যষ্টিত্রয় দ্বারা তাড্যমান হইতাম ॥ ৪৬ ॥ এবং প্রাতঃকালে মৃত্যুতুল্য ভয়াবহ বিসূচিকা উপস্থিত হইত। বান্ধবগণ কেহই আমার নিকটে থাকিতেন না ॥ ৪৭ ॥ এই রূপে কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিয়াছিলাম। আমি এতাদৃশ পাপী ও ঘৃণাশূন্য হইয়া, বাস করিতাম ॥ ৪৮ ॥ সৌবীর, তিলপিণ্যাক, তুষ ও শাকাদি ভোজন ও কদন্ন ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করত, আমার আত্মা ক্রমেই ক্ষয় পাইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

শ্রবণদ্বাদশী নাম মাসি ভাদ্রপদেহভবৎ ॥ ৫০ ॥ ততো নাগরিকো লোকো গতঃ স্নাতুং হি সঙ্গমং । ইরাবত্যা নড্বলায়া ব্রহ্মক্ষত্রপুরঃসরঃ ॥ ৫১ ॥ প্রাতিবেশ্যপ্রসঙ্গেন তত্রাপ্যনুগতোহস্ম্যহং । কৃতোপবাসঃ শুচিমানেকাদশ্যাং যতব্রতঃ ॥ ৫২ ॥ ততঃ সঙ্গমতোয়েন বারিধানীং দৃঢ়াং নবাং । সংপূর্ণাং বস্ত্রসংবীতাং ছত্রোপানহসংযুতাং ॥ ৫৩ ॥ মৃৎপাত্রমতিমৃষ্টস্য পূর্ণং দধ্যোদনস্য বৈ । প্রদত্তং ব্রাহ্মণায়োচ্চৈঃ শুচয়ে জাতিকর্ম্মণা ॥ ৫৪ ॥ তদেব জীবতা দত্তং ময়া দানং বণিক্সুত । বর্ষাণাং সপ্ততীনাং বৈ নান্যদ্দত্তং হি কিঞ্চন ॥ ৫৫ ॥ মৃতঃ প্রেতত্বমাপন্নো দত্ত্বা প্রেতান্নমেব হি । অমী চাদত্তদানাস্তু মদত্তান্নোপজীবিনঃ ॥ ৫৬ ॥ এতত্তে কারণং প্রোক্তং যত্তদন্নং পয়োত্তসা । দত্তং তদিহমায়াতি মধ্যাহ্নেহপি দিনেদিনে ॥ ৫৭ ॥ যাবন্নাহঞ্চ ভুঞ্জেহন্নং ন তাবৎ ক্ষয়মেতি চ । ময়ি ভুক্তে চ পীতে চ সর্ব্বমন্তর্হিতং ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ আতপত্রপ্রদানাচ্চ সোহয়ং জাতঃ শমীতরুঃ । উপানদ্যুগলে দত্তে প্রেতা মে বাহনং ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ ইদন্তবোক্তং সর্ব্বঞ্চ যথা কীনাশতাত্মনঃ । শ্রবণদ্বাদশী পুণ্যা তথোক্তং পুণ্যবর্দ্ধনং ॥ ৬০ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে বণিক্পুত্রোহব্রবীদ্বচঃ । যন্ময়া তাত কর্ত্তব্যং তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৬১ ॥ ততস্য বচনং শ্রুত্বা বণিক্পুত্রস্য নারদ । প্রেতপালো বচঃ প্রাহ স্বার্থসিদ্ধিকরং ততঃ ॥ ৬২ ॥ যত্ত্বয়া তাত কর্ত্তব্যং মদ্ধিতার্থে মহামতে । কথয়িষ্যামি সম্যক্তে তব শ্রেয়স্করং মম ॥ ৬৩ ॥ গয়াতীর্থে তু জুহুয়াৎ স্নাত্বা শৌচসমন্বিতঃ । মম নাম সমুদ্দিশ্য পিণ্ডনির্ব্বপণং কুরু ॥ ৬৪ ॥ তত্র পিণ্ডপ্রদানেন প্রেতভাবাদহং সখে । মুক্তস্তু সর্ব্ব-

---

এইপ্রকার ব্যবহারপ্রসঙ্গে আমার বহুকাল অতীত হইলে, ভাদ্রপদমাসে শ্রাবণদ্বাদশী উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ তখন ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগম নগরবাসী লোকসকল ইরাবতী ও নড্বলা এই উভয় নদীর সঙ্গমে স্নান করিবার জন্য গমন করিল ॥ ৫১ ॥ প্রাতিবেশ্যপ্রসঙ্গক্রমে আমিও তাহাদের অনুগমন করিলাম । একাদশীতে উপবাসী, শুচিমান্ ও যতব্রত হইয়া ॥ ৫২ ॥ সঙ্গম-সলিলে অভিনব দৃঢ় বারিধানী পূর্ণ, বস্ত্রে মণ্ডিত এবং পাদুকা, ছত্র ও উপানৎসংযুক্ত করিয়া ॥৫৩॥ অতিমৃষ্ট দধ্যোদনপূর্ণ মৃৎপাত্রের সহিত জাতিকর্ম্মবিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলাম ॥৫৪ ॥ হে বণিক্নন্দন ! আমি জীবদ্দশায় সপ্ততি বর্ষের মধ্যে কেবল উহাই দান করিয়াছিলাম । তদ্ভিন্ন, আর কখন কিছু দি নাই ॥ ৫৫ ॥ প্রেতান্নদান করাতে, মরিয়া, প্রেত হইলাম । ইহারা কখন দান করে নাই । তজ্জন্য আমার অন্নোপজীবী হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥ যে কারণে প্রতি-দিন মধ্যাহ্নে অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা তোমারে বলিলাম ॥ ৫৭ ॥ আমি যতক্ষণ ভোজন না করি, তাবৎ ঐ অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । আমি পান ও ভোজন করিলেই, ঐ সকল অন্তর্হিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ আমি যে আতপত্র প্রদান করিয়াছিলাম, তৎপ্রভাবেই এই শমীতরু প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে । উপানৎযুগল দান করাতেই, এই সকল প্রেত আমার বাহন হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥ যেরূপে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার নিকট তাহা বলিলাম । শ্রাবণ-দ্বাদশী তিথি যেরূপ পরমপবিত্র, সেইরূপ পুণ্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

প্রেত এইরূপ কহিলে, বণিক্পুত্র বলিতে লাগিল, তাত ! আমার যাহা করা কর্ত্তব্য, সম্প্রতি তদনুরূপ আদেশ করুন ॥ ৬১ ॥

নারদ ! বণিক্পুত্রের এই কথা শুনিয়া প্রেতপাল স্বার্থসিদ্ধিকর বাক্যে উত্তর করিল ॥৬২॥ অয়ি মহামতে ! আমার হিতার্থে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, যাহা করিলে, তোমার ও আমার উভয়েরই মঙ্গল বিহিত হইতে পারে, সম্যক্ রূপে তাহা কীর্ত্তন করিব ॥ ৬৩ ॥ গয়াতীর্থে স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, অনলে আহুতি দিয়া, আমার নাম করত পিণ্ড নির্ব্বপণ কর ॥ ৬৪ ॥ সখে ! তথায় পিণ্ডপ্রদান করিলে, আমি প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বদাতৃগণের সালো-

দাতৄণাং যাস্যামি সহলোকতাং ॥ ৬৫ ॥ তিথির্দ্বা দ্বাদশী পুণ্যা মাসি প্রৌষ্ঠপদে সিতা । বুধশ্রবণ-সংযুক্তা সাতিশ্রেয়স্করী স্মৃতা ॥ ৬৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বণিজং প্রেতরাজোঽনুগৈঃ সহ । স চ মেনে যথান্যায়ং সম্যগাখ্যাতবান্ শুচিঃ ॥৬৭॥ প্রেতস্কন্ধে সমারোপ্য ত্যাজিতো মরুমণ্ডলং । রম্যেঽথ শূরসেনাখ্যে দেশে প্রাপ্তঃ স বৈ বণিক্ ॥ ৬৮ ॥ স্বকর্ম্মধর্ম্মযোগেন ধনমুচ্চাবচং বহু । উপার্জয়িত্বা প্রযযৌ গয়াতীর্থমনুত্তমং ॥ ৬৯ ॥ পিণ্ডনির্ব্বপণং তত্র প্রেতানামনুপূর্ব্বকং । চক্রাবাথ স্ববন্ধুনাং পিতৄণাং তদনন্তরং ॥ ৭০ ॥ আত্মনশ্চ সমাবুদ্ধির্ম্মহচ্ছ্রাদ্ধস্তিলৈর্ব্বিনা । পিণ্ডনির্ব্বপণং চক্রে তথান্যানপি গোত্রজান্ ॥ ৭১ ॥ এবং প্রদত্তেষ্বথ চ পঞ্চপিণ্ডেষু ভাবতঃ । বিমুক্তাস্তে দ্বিজাঃ প্রাপ্য ব্রহ্মলোকং ততো গতাঃ ॥ ৭২ ॥ স চাপি হি বণিক্পুত্রো নিজমালয়মাব্রজৎ ॥ শ্রবণ-দ্বাদশীং কৃত্বা কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥ ৭৩ ॥ গন্ধর্ব্বলোকে সুচিরং ভোগান্ ভুক্ত্বা সুদুর্লভান্ । মানুষ্যং জন্ম আসাদ্য স চাভূৎ সকলে বিরাট্ ॥ ৭৪ ॥ স্বধর্ম্মকর্ম্মবৃত্তস্থঃ শ্রবণদ্বাদশীরতঃ । কাল-ধর্ম্মমবাপ্যাসৌ গুহ্যকাবাসমাশ্রয়ৎ ॥ ৭৫ ॥ তত্রোষ্য সুচিরং কালং ভোগান্ ভুক্ত্বা চ কামতঃ । মর্ত্ত্যে লোকমনুপ্রাপ্য রাজন্যতনয়োঽভবৎ ॥ ৭৬ ॥ তত্রাপি ক্ষত্রবৃত্তস্থো দানভোগরতো বশী । গোগ্রহেঽরিগণং জিত্বা কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ । শক্রলোকমবাপ্যাথ দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সুপূজিতঃ ॥ ৭৭ ॥ পুণ্যক্ষয়াৎ পরিভ্রষ্টঃ শাকলে সোঽভবদ্দ্বিজঃ । ততো বিকটরূপোঽসৌ সর্ব্বশাস্ত্রস্য পারগঃ ॥ ৭৮ ॥ বিবাহয়ন্ দ্বিজসুতাং রূপেণানুপমাং দ্বিজ । সাবমেনে চ ভর্ত্তারং সুশীলমপি ভামিনী । ৭৯ ॥ বিরূপমিতি মত্বানস্ততঃ সোঽভূৎ সুদুঃখিতঃ । ততো নির্ব্বেদসংযুক্তো গত্বাশ্রমপদং মহৎ ॥ ৮০ ॥ ইরাবত্যাস্তটে শ্রীমান্ রূপধারিণমাসদৎ । তমারাধ্য জগন্নাথং নক্ষত্রপুরুষেণ হি ॥ ৮১ ॥

কন্যা প্রাপ্ত হইব ॥ ৬৫ ॥ প্রৌষ্ঠপদ মাসে শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথি বুধ ও শ্রবণ সংযুক্ত হইলে, পরমপবিত্রতা সংসাধন ও শ্রেয়ঃ সংবিধান করিয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥ প্রেতরাজ বণিককে এই কথা বলিয়াই, অনুগগণের সহিত ॥ ৬৭ ॥ প্রেতস্কন্ধে অধিরোহণ করিয়া, মরুমণ্ডল পরিত্যাগ করিল। তখন ঐ বণিক্ শূরসেননামক রমণীয় দেশে সমাগত হইয়া ॥ ৬৮ ॥ স্বকর্ম্মধর্ম্মযোগ-সহয়ে বহুবিধ উচ্চাবচ ধন উপার্জ্জন করিয়া, অনুত্তম গয়াতীর্থে সমাগত হইল ॥ ৬৯ ॥ তথায় প্রেতগণের উদ্দেশে আনুপূর্ব্বিক বিধানে পিণ্ড নির্ব্বপণ করিয়া, প্রথমে স্বকীয় বন্ধুগণের ও পিতৃগণের, তদনন্তর । ৭০ ॥ আপনার তিলবিনা শ্রাদ্ধ সম্পাদন এবং অন্যান্য গোত্রজদিগেরও পিণ্ড নির্ব্বপণ করিল ॥ ৭১ ॥ এইরূপে পঞ্চপিণ্ড প্রদত্ত হইলে, তাহারা সকলেই মুক্ত হইয়া, ব্রহ্মলোকে সমাগত হইল ॥ ৭২ । তখন বণিক্পুত্র নিজনিলয়ে আগমন ও শ্রবণদ্বাদশী পালন করিয়া, কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ॥ ৭৩ ॥ গন্ধর্ব্বলোক লাভ ও তথায় বহুকাল সুদুর্লভ ভোগ সমস্ত ভোগ করিয়া, মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া, সকল পৃথিবীর সম্রাট হইল ॥ ৭৪ ॥ এবং স্বধর্ম্মকর্ম্মবৃত্তির অনুসারী ও শ্রবণদ্বাদশীরত হইয়া, কালধর্ম্মপ্রাপ্তিপূর্ব্বক গুহ্যকলোক আশ্রয় করিল ॥ ৭৫ ॥ তথায় বহুকাল বাস ও যথাভিলষিত ভোগ সমস্ত ভোগ করিয়া, মর্ত্ত্যলোকলাভপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়তনয়রূপে সমুৎপন্ন হইল ॥ ৭৬ ॥ এবং স্ববৃত্তির অনুসারী ও দানভোগরত হইয়া, গোগ্রহে অরিগণ জয় করিয়া, কালধর্ম্মপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক শক্রলোকে সমাগত হইল । তথায় দেবগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত ॥ ৭৭ ॥ ও পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে, পরিভ্রষ্ট হইয়া, শাকল দেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ এবং বিকটরূপ ও সর্ব্বশাস্ত্রবশা-রদ হইয়া ॥ ৭৮ ॥ রূপে অনুপমা ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিল । স্বামী সর্ব্বথা শীলসম্পন্ন হইলেও, তদীয় বিকটমূর্ত্তিদর্শনে তাঁহার প্রতি তাহার অনুরাগ সঞ্চরিত হইল না । তজ্জন্য ব্রাহ্মণ অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন । এবং নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া, পরমপবিত্র আশ্রমপদে গমন করিলেন ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ঐ আশ্রম পরমসুন্দর ও ইরাবতীর তটে প্রতিষ্ঠিত । তথায় গমন

সরূপতামবাপ্যায়ং তস্মিন্নেব চ জন্মনি । ততঃ প্রিয়োভূত্তার্য্যায়া ভোগবাংশ্চাভবদ্বশী ॥ ৮২ ॥
শ্রবণদ্বাদশীভক্তঃ পূর্ব্বাভ্যাসাদজায়ত ॥ ৮৩ ॥ এবং পুরাসৌ দ্বিজপুঙ্গবস্তু কুরূপরূপো ভগবৎ-
প্রসাদাৎ । অনঙ্গরূপপ্রতিমো বভূব মৃতশ্চ রাজা স পুরূরবাভূৎ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং পুরূরবস উপাখ্যানং নামৈ-
কোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । পুরূরবা দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা দেবং শ্রিয়ঃ পতিং । নক্ষত্রপুরুষাখ্যেন আরাধয়ত
তদ্বদ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি নক্ষত্রপুরুষব্রতং । নক্ষত্রাঙ্গানি দেবস্য যানি যানীহ
নারদ ॥ ২ ॥ মূলর্ক্ষং চরণৌ বিষ্ণোর্জঙ্ঘে যে রোহিণীস্থিতে । করবন্ধিনী তথাশ্বিন্যৌ সংস্থিতে
জঙ্ঘয়োর্হরেঃ ॥ ৩ ॥ আষাঢ়ে চ তথৈবর্ক্ষে স্ফিগ্‌গুহ্যস্থং ফাল্গুনীদ্বয়ং । কটিস্থাঃ কৃত্তিকাশ্চৈব
বাসুদেবস্য সংস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥ উরুসংস্থা চানুরাধা ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠসংস্থিতা । বিশাখা ভুজয়োর্হস্তঃ
করদ্বয়মনুত্তমং ॥ ৫ ॥ পুনর্ব্বসুঃ স্থো গুলফৌ নখে সার্পং তথোচ্যতে । গ্রীবাস্থিতা তস্য
জ্যেষ্ঠা শ্রবণং কর্ণয়োঃ স্থিতং ॥ ৬ ॥ ওষ্ঠসংস্থস্তথা পুষ্যঃ স্বাতির্দন্তা প্রকীর্ত্তিতাঃ । হনৌ
পুনর্ব্বসুশ্চোক্তো নাসা মৈত্রমুদাহৃতং ॥ ৭ ॥ প্রাজাপত্যং চ নেত্রাভ্যাং রূপধারপ্রতিষ্ঠিতং ॥ ৮ ॥
শিরোরুহাস্তথৈবেন্দ্রং নক্ষত্রাঙ্গমিদং হরেঃ । বিধানং সংপ্রবক্ষ্যামি যথান্যায়েন নারদ ॥ ৯ ॥
সংপূজিতো হরির্ধীমান্ বিদধাতি যথেপ্সিতং । চৈত্রমাসে সিতাষ্টম্যাং যদা মূলগতঃ শশী ॥ ১০ ॥
তদা তু ভগবৎপাদৌ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ । নক্ষত্রপুরুষে দদ্যাদ্বিপ্রেন্দ্রায় চ ভোজনং ॥ ১১ ॥

করিয়া, নক্ষত্রপুরুষব্রতের অনুষ্ঠানসহকারে দেবদেব জগন্নাথের আরাধনা করত ॥ ৮১ ॥
সেই জন্মেই পরমসৌন্দর্য্যসম্পন্ন এবং ভার্য্যার প্রিয় ও ভোগবান্ হইয়া উঠিলেন । ৮২ ॥
অনন্তর পূর্ব্বতন অভ্যাসবশে শ্রবণদ্বাদশীতে ভক্তিমান্ হইলেন ॥ ৮৩ ॥

পূর্ব্বে সেই কুরূপবিশিষ্ট দ্বিজপুঙ্গব ভগবানের প্রসাদে ঐরূপে অনঙ্গরূপপ্রতিম ও মরণা-
নন্তর রাজা পুরূরবা হইয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুরূরবার উপাখ্যাননাম একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৯ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুরূরবা যেরূপে নক্ষত্রপুরুষব্রতের অনুষ্ঠানসহকারে শ্রীপতির
আরাধনা করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নক্ষত্রপুরুষব্রত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবানের যে যে
নক্ষত্রাঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও বলিব ॥ ২ ॥ মূলানক্ষত্র ভগবানের চরণদ্বয় ; রোহিণীনক্ষত্র
ও অশ্বিনীযুগল তাঁহার জঙ্ঘাযুগ্মক ॥ ৩ ॥ আষাঢ়াদ্বিতয় তাঁহার স্ফিক্ ; ফাল্গুনীদ্বিতয় তাঁহার
গুহ্য ; কৃত্তিকা তাঁহার কটি ॥ ৪ ॥ অনুরাধা তাঁহার উরু, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, বিশাখা ভুজযুগ,
হস্তা করদ্বিতয় ॥ ৫ ॥ পুনর্ব্বসু গুল্‌ফদ্বিতয়, সার্প নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ ॥ ৬ ॥ পুষ্য ওষ্ঠ,
স্বাতি দন্ত, পুনর্ব্বসু হনু, মৈত্র নাসা ॥ ৭ ॥ প্রাজাপত্য নেত্র ॥ ৮ ॥ এবং ঐ নক্ষত্র তাঁহার
শিরোরুহ আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে । ইহারই নাম ভগবানের নক্ষত্রাঙ্গ । অধুনা
যথাবিধি ব্রতবিধান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥ হে মতিমন্ ! বিহিত বিধানে পূজা
করিলে, ভগবান্ নারায়ণ যথাভিলষিত সংবিধান করেন । চৈত্রমাসে শুক্ল অষ্টমীতে চন্দ্র মূলা-
নক্ষত্রে গমন করিলে ॥ ১০ ॥ যথাবিধানে ভগবানের পদদ্বয় পূজা এবং নক্ষত্রপুরুষের উদ্দেশে

জানুনী তত্র সংযোগে পূজয়েদথ ভক্তিতঃ। দেহি দেবে হবিষ্যান্নং পূর্ব্বং চ দ্বিজভোজনং ॥ ১২ ॥
আষাঢ়ভ্যাং তথা দ্বাভ্যাং দ্বিরূপং পূজয়েদ্বুধঃ। সলিলং শিশিরং তত্র দোহদে চ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৩ ॥
ফাল্গুনীদ্বিতয়ে গুহ্যং পূজনীয়ং বিচক্ষণৈঃ। দোহদঞ্চ পয়ো গব্যং দেয়ং চ দ্বিজভোজনং ॥ ১৪ ॥
কৃত্তিকাসু কটিঃ পূজ্যা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। দোহদঞ্চ বিভোর্দ্দেয়ং সুগন্ধং কুসুমোদকং ॥ ১৫ ॥
পার্শ্বৌ ভাদ্রপদাযুগ্মে পূজয়িত্বা বিধানতঃ। গুড়ং শালেয়কং দদ্যাদ্দোহদং দেবপ্রীতিদং ॥ ১৬ ॥
যে কুক্ষী রেবতীযোগে দোহদে মুদ্গমোদকঃ। অনুরাধাসু বক্ষোথ ষষ্টিকান্নঞ্চ দোহদে ॥ ১৭ ॥
ধনিষ্ঠায়াং তথা পূজ্যঃ শালিভক্তং চ দোহদে। ভুজযুগ্মং বিশাখাসু দোহদে পরমোদনং ॥ ১৮ ॥
হস্তে হস্তৌ তথা পূজ্যৌ যাবকং দোহদে স্মৃতং। পুনর্ব্বস্বঙ্গুলীযুগ্মং পটোলস্তত্র দোহদে ॥ ১৯ ॥
নখাশ্লেষাসু সংপূজ্যা দোহদে তিত্তিরামিষং। জ্যেষ্ঠায়াং পূজয়েদ্গ্রীবাং দোহদে তিলমোদকঃ ॥ ২০ ॥
শ্রবণে শ্রবণৌ পূজ্যৌ দধিভক্তং চ দোহদে। পুষ্যে মুখং তু সংপূজ্যং দোহদে ঘৃতপায়সং ॥ ২১ ॥
স্বাতিযোগে চ দশনা দোহদে তিলশষ্কুলী। দাতব্যং কেশবপ্রীত্যৈ ব্রাহ্মণস্য চ ভোজনং ॥ ২২ ॥
হনূ শতভিষাযোগে পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ। প্রিয়ঙ্গুভক্তং দেয়ং চ দোহদে মধুঘাতিনি ॥ ২৩ ॥ মঘাসু
নাসিকা পূজ্যা মধুরাজ্যং চ দোহদে। মৃগোত্তমাঙ্গে নয়নে মৃগমাংসং চ দোহদে ॥ ২৪ ॥
চিত্রাযোগে ললাটং চ দোহদে চারুভোজনং। ভরণীষু শিরঃ পূজ্যং চারুভক্ষ্যং চ দোহদে ॥ ২৫ ॥
সংপূজনীয়া বিদ্বদ্ভিরার্দ্রাযোগে শিরোরুহাঃ। বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা দোহদে চ গুড়ার্দ্রকং ॥ ২৬ ॥
নক্ষত্রযোগেষ্বেতেষু সংপূজ্য জগতঃ পতিং। পূজিতে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ২৭ ॥
ছত্রোপানচ্ছেত্তযুগং সপ্তধান্যং সকাঞ্চনং। ঘৃতপাত্রং চ গাং দোগ্ধ্রীং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ২৮ ॥
প্রতিনক্ষত্রযোগেন পূজনীয়া দ্বিজাতয়ঃ। নক্ষত্রজ্ঞায় বিপ্রায় পৃথগ্দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং ॥ ২৯ ॥ নক্ষত্র-

---

বিপ্রেন্দ্রকে ভোজনদান করিবে ॥ ১১ ॥ তৎকালে ভক্তিসংকারে জানুদ্বয়ের পূজা করিয়া, দ্বিজগণের ভোজনার্থ হবিষ্যান্ন প্রদান করিতে হইবে ॥ ১২ ॥ অনন্তর আষাঢ়দ্বিতয়সমাগমে দ্বিরূপ পূজা করিয়া, সুশীতল সলিল সম্প্রদান করিবে ॥ ১৩ ॥ বিচক্ষণ ব্যক্তি ফাল্গুনীদ্বিতয়ে গুহ্যের পূজা করিয়া, দ্বিজগণের ভোজনার্থ গব্য পয় প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥ উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কৃত্তিকাতে কটিদেশের পূজা করিয়া, সুগন্ধ কুসুমসলিল দান করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ ভাদ্রপদাযুগ্মে যথাবিধানে পার্শ্বদেশের পূজা করিয়া, ভগবানের প্রীতিপ্রদ গুড় ও শালেয়ক প্রদান করিবে ॥ ১৬ ॥ রেবতীযোগে কুক্ষিদ্বয়ের পূজা করিয়া, মুদ্গমোদক দান করিতে হইবে। অনুরাধায় বক্ষস্থলের পূজা করিয়া, ষষ্টিকান্ন প্রদান করিবে ॥ ১৭ ॥ এইরূপ ধনিষ্ঠায় পূজা করিয়া, শালিভক্ত, বিশাখায় ভুজযুগের পূজা করিয়া, পরমোদন ॥ ১৮ ॥ হস্তায় হস্তদ্বয়ের পূজা করিয়া, যাবক ; পুনর্ব্বসুতে অঙ্গুলিযুগের পূজা করিয়া, পটোল ॥ ১৯ ॥ অশ্লেষায় নখপংক্তির পূজা করিয়া, তিত্তিরামিষ, জ্যেষ্ঠায় গ্রীবার পূজা করিয়া, তিলমোদক ॥ ২০ ॥ শ্রবণে শ্রবণের পূজা করিয়া দধিভক্ত, পুষ্যে মুখমণ্ডলের পূজা করিয়া, ঘৃতপায়স ॥ ২১ ॥ স্বাতিযোগে দশনপংক্তির পূজা করিয়া, তিলশষ্কুলী, কেশবের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণগণের ভোজনস্বরূপ সম্প্রদান করিতে হইবে ॥ ২২ ॥ শতভিষাযোগে যথাবিধানে হনুযুগের পূজা করিয়া, প্রিয়ঙ্গুভক্ত ॥ ২৩ ॥ মঘায় নাসিকার পূজা করিয়া, মধুর আজ্য, মৃগশিরায় নয়নদ্বয়ের পূজা করিয়া, সুমিষ্ট ভোজন, ভরণীতে শিরোদেশের পূজা করিয়া, সুন্দর খাদ্য ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ আর্দ্রাযোগে শিরোরুহের পূজা করিয়া, বিপ্রগণের ভোজনার্থ গুড়ার্দ্রক প্রদান করিবে ॥ ২৬ ॥ ঐরূপে ঐ সকল নক্ষত্রযোগে জগৎপতির পূজা করিতে হইবে। পূজা করিয়া, বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ॥ ২৭ ॥ ছত্র, উপানৎ, সপ্তধান্য, কাঞ্চন, ঘৃতপাত্র, দোগ্ধ্রী গো, এই সকল ব্রাহ্মণসাৎ করিবে ॥ ২৮ ॥ প্রতিনক্ষত্রযোগেই দ্বিজগণের পূজা এবং নক্ষত্রবিৎ ব্রাহ্মণকে পৃথক্ দক্ষিণা দান করিতে

পুরুষাখ্যঃ হি ব্রতানামুত্তমং ব্রতং। পূর্ব্বং কৃতং হি ভৃগুণা সর্ব্বপাতকনাশনং॥ ৩০॥ অঙ্গোপাঙ্গানি দেবর্ষে পূজনীয়ানি বৈ প্রভোঃ। স্বরূপাণ্যভিজায়ন্তে প্রত্যঙ্গাংগানি চৈব হি॥ ৩১॥ সপ্তজন্মকৃতং পাপং কলিসংগারতঞ্চ যৎ। পিতৃমাতৃসমুত্থং চ তৎ সর্ব্বং হন্তি কেশবঃ॥ ৩২॥ সর্ব্বাণি ভদ্রাণ্যাপ্নোতি শরীরারোগ্যমুত্তমং। অনন্তাং মনসঃ প্রীতিং রূপং চাতীবশোভনং॥ ৩৩॥ বাঙ্মাধুর্য্যং তথা কান্তিং যচ্চান্যদভিবাঞ্ছিতং। দদাতি নক্ষত্রপুমান্ পূজিতস্তু জনার্দ্দনঃ॥ ৩৪॥ উপোষ্য সম্যগ্‌ঋক্ষেষু ক্রমেণর্ক্ষেষু নারদ। অরুন্ধতী মহাভাগা খ্যাতিমগ্র্যাং জগাম হ॥ ৩৫॥ অদিতিস্তনয়ার্থায় নক্ষত্রাঙ্গং জনার্দ্দনং। পূজয়িত্বা তু গোবিন্দং রেবতং পুত্রমাপ্তবান্॥ ৩৬॥ রম্ভা রূপং তথা লেভে বাঙ্মাধুর্য্যন্তিলোত্তমা। কান্তিং শশিবদগ্র্যাং চ রাজ্যং রাজা পুরূরবাঃ॥ ৩৭॥ এবং বিধানতো ব্রহ্মন্ নক্ষত্রাঙ্গো জনার্দ্দনঃ। পূজিতো রূপধারীয়ৈস্তৈঃ প্রাপ্তা তু স্বকামিতা॥৩৮॥ এবং পবিত্রং চ শুভপ্রদায়ি যশস্করমারোগ্যকরং তু পুংসাং। নক্ষত্রপুংসঃ পরমং বিধানং শৃণুষ্ব পুণ্যামিহ তীর্থযাত্রাং॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং নক্ষত্রপুরুষো নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮০॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ইরাবতীমনুপ্রাপ্য পুণ্যাং তাম্রবিকল্পকাং। স্নাত্বা সংপূজয়ামাস চৈত্রাষ্টম্যাং জনার্দ্দনং॥ ১॥ নক্ষত্রপুরুষং কৃত্বা ব্রতং পুণ্যপ্রদং শুচি। জগাম স কুরুক্ষেত্রং প্রহ্লাদো দানবেশ্বরঃ॥ ২॥ ঐরাবতেন মন্ত্রেণ চক্রতীর্থং সুদর্শনং। উপামন্ত্র্য ততঃ সস্নৌ বেদোক্ত-

---

হইবে॥ ৩৯॥ এই নক্ষত্রপুরুষনামক ব্রত সমুদায় ব্রতের প্রধান। ভৃগু প্রথমে এই সর্ব্বপাপবিনাশন ব্রতের অনুষ্ঠান করেন॥ ৩০॥ হে দেবর্ষে! ভগবানের অঙ্গোপাঙ্গ সকলেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, অঙ্গোপাঙ্গাদি সকল সুরূপ হইয়া থাকে॥ ৩১॥ তাহা হইলে, ভগবান্ কেশব সপ্তজন্মকৃত, কলিসঙ্গাগত এবং পিতৃমাতৃসমুত্থিত সমুদায় পাতকই বিনাশ করেন॥ ৩২॥ তাহা হইলে, সর্ব্ববিধ ভদ্রসংঘটন হয়; শরীর সর্ব্বথা স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়; মনের অনন্ত প্রীতি সমুত্ত ত হয় এবং শোভনরূপলাভ হইয়া থাকে॥ ৩৩॥ তাহা হইলে, বাক্য মধুর হয়; কান্তি সংঘটিত হয় ও অন্যান্য অভিবাঞ্ছিত লাভ হয়॥ ৩৪॥ নারদ! ঐ সকল নক্ষত্রযোগে যথাক্রমে উপবাস করিয়া, মহাভাগ অরুন্ধতী পরমপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন॥ ৩৫॥ অদিতি পুত্রার্থিনী হইয়া, নক্ষত্রাঙ্গ জনার্দ্দনের পূজা করিয়া, তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন॥৩৬॥ রম্ভা নক্ষত্রাঙ্গ ভগবান্ কেশবের পূজা করিয়া রূপ, তিলোত্তমা বাঙ্মাধুর্য্য ও শশির ন্যায় উৎকৃষ্ট কান্তি, এবং পুরূরবা রাজ্যলাভ করিয়াছেন॥৩৭॥ এইরূপে নক্ষত্রাঙ্গ জনার্দ্দনের যথাবিধি পূজা করিয়া, ঐ সকল রূপধর ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কামনা পূর্ণ করিয়াছে॥ ৩৮॥ নক্ষত্রপুরুষব্রতের যথাবিধি বিধান করিলে, এইরূপে শুভসংঘটন, পবিত্রতাসাধন, যশ ও আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে। অধুনা পরমপবিত্র তীর্থযাত্রাবৃত্তান্ত শ্রবণ কর॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে নক্ষত্রপুরুষনামক অশীতিতম অধ্যায়॥৮০॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ পরমপবিত্র ঋষিকন্যা ইরাবতীতে গমন করিয়া, কৃতাভিষেক হইয়া, চৈত্র অষ্টমীতে ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করিলেন॥ ১॥ তথায় শুচি হইয়া, পুণ্যপ্রদ নক্ষত্রব্রতের অনুষ্ঠানানন্তর, কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন॥ ২॥ এবং ঐরাবতমন্ত্রে-

ষির্বিনা মুনে॥ ৩॥ উপোষ্য রজনীং ভক্ত্যা পূজয়িত্বা কুরুধ্বজং। কৃতশৌচশ্চ তং দ্রষ্টুং যযৌ পুরুষকেশরিং॥ ৪॥ স্নাত্বা তু দেবিকায়াং তু নৃসিংহং প্রতিপূজ্য চ। উপোষ্য রজনীমেকাং গোকর্ণং দানবো যযৌ॥ ৫॥ তস্মিন্ স্নাত্বাথ প্রাচীনে পূজোেশং বিশ্বকারকং। প্রাচীনে চাপরে দৈত্যো দ্রষ্টুং কামেশ্বরং যযৌ॥ ৬॥ তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ পূজয়িত্বা চ শঙ্করং। দ্রষ্টুং যযৌ চ প্রহ্লাদঃ পুণ্ডরীকং মহাম্ভসি॥ ৭॥ মহাম্ভসি ততঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। পুণ্ডরীকং চ সংপূজ্য উপোষ্য দিবসত্রয়ং॥ ৮॥ বিশাখযূপে তদনু দৃষ্ট্বা দেবং তথাজিতং। স্নাত্বা তথা কৃষ্ণতীর্থে ত্রিরাত্রং স্থবনভুবি॥ ৯॥ ততো হংসপদে হংসং দৃষ্ট্বা সংপূজ্য চেশ্বরং। জগামাসৌ পয়োষ্ণ্যাং তু অখণ্ডং দ্রষ্টুমচ্যুতং॥১০॥ স্নাত্বা পয়োষ্ণীসলিলে পূজ্যাখণ্ডং জগৎপতিং। দ্রষ্টুং জগাম মতিমান্ বিতস্তায়াং কুমারিলং॥ ১১॥ তত্র স্নাত্বার্চ্চ্য দেবেশং বালখিল্যৈর্মহর্ষিভিঃ। আরাধ্যমানোপায়ুতং গতঃ পাপপ্রণাশনং॥ ১২॥ যত্র সা সুরভী দেবী স্বসুতাং কপিলাং শুভাং। দেবপ্রিয়ার্থমসৃজদ্ধিতার্থং জগতস্তথা॥ ১৩॥ তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা শুভং সংপূজ্য ভক্তিতঃ॥ ১৪॥ বিধিবচ্চ বিধিং প্রাপ্য মণিমন্তং ততো যযৌ। তত্র তীর্থবরে স্নাত্বা প্রাজাপত্যে মহামতিঃ॥ ১৫॥ দদর্শ শুভং ব্রহ্মাণং দেবেশং চ প্রজাপতিং। বিধানতস্তু তান্ দেবান্ পূজয়িত্বা তপোধন॥ ১৬॥ ষড়াত্রং তত্র চ স্থিত্বা জগাম মধুনন্দিনীং। মধুসলিলে স্নাত্বা চ দেবং চক্রধরং হরং। শূলবাহুং চ গোবিন্দং দদর্শ দনুপুঙ্গবঃ॥ ১৭॥

চ্চারণসহকারে সুদর্শনচক্রতীর্থের উপামন্ত্রণ করিয়া, বেদোক্তবিধানে স্নান করিলেন॥ ৩॥ তথায় একরাত্রি বাস করিয়া, ভক্তিসহকারে কুরুধ্বজের পূজা করত, কৃতশৌচ হইয়া, পুরুষকেশরীর দর্শনার্থ প্রস্থান॥ ৪॥ এবং দেবিকায় স্নান ও নৃসিংহের পূজা করিয়া, এক রজনী অতিবাহনানন্তর গোকর্ণে সমাগত হইলেন॥ ৫॥ তথায় স্নান করিয়া, প্রথম প্রাচীনে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের পূজাসমাধানান্তে অপর প্রাচীনে কামেশ্বরের দর্শনার্থ প্রয়াণ করিলেন॥ ৬॥ তথায় স্নান ও ভগবান্ শঙ্করের দর্শনানন্তর পূজা করিয়া, মহাসলিলে পুণ্ডরীকের সন্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন॥ ৭॥ এবং সেইস্থানে স্নান ও পিতৃদেবগণের সন্তর্পণ সমাধানপূর্ব্বক, পুণ্ডরীকের পূজা ও দিবসত্রয় বাস করিয়া॥ ৮॥ পরে বিশাখযূপে ভগবান্ অজিতের দর্শন এবং তদনন্তর কৃষ্ণাতীর্থে স্নান করিয়া, ত্রিরাত্রি বাস করিলেন॥ ৯॥ তৎপরে হংসপদে ভগবান্ হংসকে দর্শন ও পূজা করিয়া, অখণ্ডস্বরূপ অচ্যুতের সন্দর্শনার্থ পয়োষ্ণীতে সমাগত হইলেন॥ ১০॥ পয়োষ্ণীর সলিলে স্নান ও অখণ্ডস্বরূপ অচ্যুতের পূজা করিয়া, কুমারিলের দর্শনার্থ বিতস্তায় গমন করিলেন॥ ১১॥ তথায় স্নান ও দেবগণের ঈশ্বর কুমারিলের পূজা করিয়া, বালখিল্যনামক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক আরাধ্যমান হইয়া, পাপপ্রণাশন অযুততীর্থে সমুপস্থিত হইলেন॥ ১২॥ যেখানে দেবী সুরভি দেবগণের প্রিয়সম্পাদন ও জগতের হিতসংসাধনমানসে আপনার পুত্রী কল্যাণী কপিলারে সৃজন করিয়াছিলেন॥ ১৩॥ সেই দেবহ্রদে কৃতাভিষেক হইয়া, ভক্তিসহকারে যথাবিধানে পরমকল্যাণস্বরূপ বিধাতার পূজা করিলেন॥ ১৪॥ তৎপরে মহামতি প্রহ্লাদ প্রজাপতির কল্পিত মণিমান্নামক তীর্থবরে গমন করিয়া, কৃতাভিষেক হইয়া॥ ১৫॥ দেবগণেশ্বর প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শন এবং বিধানানুসারে তত্তৎ দেবতার পূজা সমাধানপূর্ব্বক॥ ১৬॥ ছয় রাত্রি তথায় অবস্থানানন্তর মধুনন্দিনীতে সমাগত হইলেন। এবং মধুসলিলে কৃতাভিষেক হইয়া, চক্রধর হর ও শূলধর গোবিন্দকে দর্শন করিলেন॥ ১৭॥

নারদ উবাচ। কিমর্থং ভগবান্ শম্ভুর্দধারাথ সুদর্শনং। শূলং তথা বাসুদেবো মমৈতদ্ব্রূহি পৃচ্ছতঃ ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীং। কথয়ামাস তাং বিষ্ণুর্ভবিষ্যামবর্ণৌ স্বয়ং ॥ ১৯ ॥ জলোদ্ভবো নাম মহাসুরেন্দ্রো ঘোরং স তপ্ত্বা তপ উগ্রবীর্য্যঃ। আরাধয়ামাস বিরিঞ্চিমায়াৎ স তস্য তুষ্টো বরদো বভূব ॥ ২০ ॥ দেবাসুরাণামজয়ো মহাহবে নিজৈশ্চ শস্ত্রৈবমরৈরবধ্যঃ। অনঙ্গলঙ্ঘ্যোর্ন তু ব্রহ্মণঃ পুরা ন যাতি শাপৈঃ শমমেষ শক্তঃ ॥ ২১ ॥ এবংপ্রভাবো দনুপুঙ্গবোসৌ দেবান্ মহর্ষীন্ নৃপতীন্ সমগ্রান্। প্রবাধমানো বিচচার ভূম্যাং সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ প্রাক্ষিপদুগ্রমূর্ত্তিঃ ॥ ২২ ॥ ততোঽমরা ভূমিতটে নিষণ্ণা জগ্মুঃ শরণ্যং হরিমীশিতারং। তৈশ্চাপি সার্দ্ধং ভগবান্ জগাম হিমালয়ং যত্র হরস্ত্রিনেত্রঃ ॥ ২৩ ॥ সংমন্ত্র্য দেবর্ষিহিতং চ কার্য্যং মতিং চ কৃত্বা নিধনায় শত্রোঃ। নিরায়ুধৌ তাবপি পর্য্যটংতৌ দেবাধিপৌ চক্রতুরুগ্রকর্ম্ম ॥ ২৪ ॥ ততশ্চ তৌ দানবো বিষ্ণুশর্ব্বৌ সমায়াতৌ হন্তুকামৌ সুরেশৌ। মত্বাঽজয়ৌ শক্রভির্ঘোররূপৈর্ভয়াত্তোয়ে নিম্নগায়াং বিবেশ ॥ ২৫ ॥ জ্ঞাত্বা প্রবিষ্টং ত্রিদিবেন্দ্রশত্রুং নদীং বিশালাং দ্বিজ মৎস্যপূর্ণাং। তীরং সমাশ্রিত্য স্থিতৌ হি দেবৌ প্রচ্ছন্নমূর্ত্তী সহসা বভূবতুঃ ॥২৬॥ দিবং সমীক্ষন্ সহসা কাতরাক্ষো দুর্গং হিমাদ্রিং সহসা বিবেশ ॥ ২৭ ॥ মহীধ্রশৃঙ্গোপরি বিষ্ণুশম্ভূ বংভ্রম্যমাণং স্বরিপুং চ মত্বা। বেগাদুভৌ দুদ্রুবতুঃ সশস্ত্রৌ বিষ্ণুস্ত্রিশূলী গিরিশশ্চ চক্রী ॥২৮॥ তাভ্যাং স দৃষ্টস্ত্রিদশোত্তমাভ্যাং চক্রেণ শূলেন বিভিন্নদেহঃ। পপাত শৈলাত্তপনীয়বর্ণো

নারদ কহিলেন, ভগবান্ শম্ভু কিজন্য সুদর্শন ধারণ করিলেন এবং বাসুদেবইবা কিজন্য শূলধারী হইলেন, বর্ণন করুন ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, এই পুরাতনী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বে ইহা বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ জলোদ্ভব নামে বিখ্যাত অতীব উৎকট বীর্য্যসম্পন্ন মহাসুরেন্দ্র ছিল। সে ঘোর তপোনুষ্ঠান সহকারে আরাধনা করিলে, কমলযোনি তুষ্ট হইয়া, তাহাকে এই বর দিলেন, ॥ ২০ ॥ মহাসংগ্রামে সুরাসুরগণ তোমারে জয় এবং দেবগণ স্বস্ব অস্ত্র দ্বারাও তোমারে বধ করিতে পারিবেন না। এইরূপে জলোদ্ভব ব্রহ্মার বরে অনঙ্গলঙ্ঘ্য শাপপ্রভাবেও কোনমতেই পর্য্যুদস্ত বা নিরস্ত হয় নাই ॥২১॥ সমুদায় নরপতি ও ঋষিদিগকে প্রবাধিত করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করত, সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রক্ষিপ্ত করিল ॥ ২২ ॥ তদ্দর্শনে অমরগণ ভূমিতটে নিষণ্ণ ও সকলের ঈশ্বর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ত্রিলোচন বিরাজমান হইতেছেন, সেই হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥ তথায় দেব ও ঋষিগণের হিতকর কার্য্য মন্ত্রণা করিয়া, শত্রুর সংহারার্থে কৃতসংকল্প হইয়া, হরিহর উভয়ে আয়ুধবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পর্য্যটন করিতে লাগলেন। এবং উগ্রকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তহইলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা উভয়ে সুরগণের ঈশ্বর এবং ঘোররূপ শত্রুগণও তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারে না। তাঁহারা হন্তুকাম-হইয়া আগমন করিতেছেন, ভাবিয়া, অসুরপতি জলোদ্ভব বিশাল সলিলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৫ ॥ সেই ত্রিদিবেন্দ্রশত্রু মৎস্যপূর্ণ বিশালানাম্নী নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া, তাঁহারা উভয়ে তীরদেশ আশ্রয় করিয়া রহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন অসুর স্বর্গাভিমুখে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া, কাতরলোচনে তৎক্ষণাৎ দুর্গম হিমাদ্রিতে প্রবেশ করিল ॥ ২৭ ॥ তদ্দর্শনে তাঁহারা উভয়ে বিবেচনা করিলেন, শত্রু হিমালয়শৃঙ্গের উপরিভাগে সবেগে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বিষ্ণু ত্রিশূল ও মহাদেব চক্রধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন ॥ ২৮ ॥ এবং তথায় তাহাকে দর্শন করিয়া, চক্র ও শূল দ্বারা তাহার দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সে পর্ব্বত হইতে পড়িয়া গেল। তাহার বর্ণ তপনীয় সদৃশ। সুতরাং পতন

যথান্তরিক্ষাদ্ধি মনুষ্যতারা॥ ২৯ ॥ এবং ত্রিশূলঞ্চ দধার বিষ্ণুশ্চক্রং ত্রিনেত্রোঽপ্যরিসূদনার্থং। যত্রাপ্যসৌ শূলভবাভিঘাতাদ্ধরাং পপাতাথ শৈলেন্দ্রাৎ॥ ৩০ ॥ জলোদ্ভবশ্চাপি জলং বিমুচ্য আত্মাগতৌ শঙ্করবাসুদেবৌ। তৎ প্রাপ্য তীর্থং ত্রিদশাধিপাভ্যামুপোষিতং দৈত্যপতিঃ স্বশুদ্ধয়ে। উপোষ্য ভক্ত্যা হিমবন্তমাগাদ্দ্রষ্টুং গিরীশং শিববিষ্ণুমার্গং॥ ৩১ ॥ তং যমভার্চ্য বিধিবদ্দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিষু। বিতস্তাহিমবত্যোশ্চ ভৃগুতুঙ্গং জগাম সঃ॥ ৩২ ॥ যত্রেশ্বরো দেববরস্য বিষ্ণোঃ প্রাদাদ্রথাঙ্গং প্রবরায়ুধং বৈ। চিচ্ছেদ যেনারিবলঞ্চ শঙ্করো বিজ্ঞানমানোঽরিবলং মহাত্মা॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং জলোদ্ভববধো নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ভগবন্ লোকনাথায় বিষ্ণবে বিষমেক্ষণঃ। কিমর্থমায়ুধঞ্চক্রন্দত্তবাংল্লোকপূজিতং॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা কথামেতাং পুরাতনীং। চক্রপ্রধানসংবদ্ধাং শিবমাহাত্ম্যবর্দ্ধিনীম্॥ ২ ॥ আসীদ্দ্বিজাতিপ্রবরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। গৃহাশ্রমী মহাভাগো বীতমন্যু রিতিস্মৃতঃ॥ ৩ ॥ তস্যাত্রেয়ী মহাভাগা ভার্য্যাসীচ্ছীলসম্মতা। পতিব্রতা পতিপ্রাণা ধর্ম্মশীলেতিবিশ্রুতা॥ ৪ ॥ মুনেস্তস্যানপত্যস্য ঋতুকালাভিগামিনঃ। সংবভূব সুতঃ শ্রীমানুপমন্যুরিতিশ্রুতঃ। তং মাতা মুনিশার্দ্দূল শালিপিষ্টরসেন বৈ। পোষয়ামাস দদতী ক্ষীরমেতদ্ধি দুর্গতা॥ ৫ ॥ সোজানানোস্য ক্ষীরস্য স্বাদুতাং পর ইত্যথ। সংভাবনামপ্যকরে চ্ছালিপিষ্টর-

---

সময়ে বোধ হইল যেন মনুষ্যতারক অন্তরীক্ষ হইতে ধরাতল আশ্রয় করিল॥ ২৯ ॥ এইরূপে শত্রুসংহারার্থ বিষ্ণু ত্রিশূল ও হর চক্র ধারণ করিয়াছিলেন। জলোদ্ভব শূলের অভিঘাতে যেখানে শৈলেন্দ্র হইতে পৃথিবীতে পতিত হইল॥ ৩০ ॥ শঙ্কর ও বাসুদেব উভয়ে তথায় গমন করিয়াছিলেন, জানিয়া, প্রহ্লাদ আত্মশুদ্ধির মানসে সেই তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তিসংকারে তথায় বাস করিয়া, পরে শঙ্কর ও বাসুদেবের দর্শনার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন॥ ৩১ ॥ এবং যথাবিধি তাঁহাদের অর্চনা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে দান করত, বিতস্তা ও হিমালয় এই উভয়ের মধ্যে ভৃগুতুঙ্গে সমাগত হইলেন॥ ৩২ ॥ যেখানে ভগবান্ শম্ভু দেববর বিষ্ণুকে প্রবরায়ুধ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা দ্বারা তিনি স্বয়ং অরাতি সকলকে সংহার করেন॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে জলোদ্ভববধনামক একাশীতিতম অধ্যায়॥ ৮১ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ ত্রিলোচন কিজন্য লোকপতি বাসুদেবকে লোকপূজিত চক্রায়ুধ প্রদান করেন?॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অবহিত হইয়া, চক্রপ্রধানসম্বন্ধিনী, শিবমাহাত্ম্যবর্দ্ধিনী এই পুরাতনী কথা শ্রবণ করুন॥ ২ ॥ বীতমন্যু নামে বেদবেদাঙ্গপারগ, গৃহাশ্রমী, মহাভাগ শ্রেষ্ঠজাতীয় এক ব্রাহ্মণ ছিলেন॥ ৩ ॥ তাঁহার ভার্য্যা মহাভাগা আত্রেয়ী শীলসম্মতা, পতিব্রতা, পতিগতজীবিতা ও ধর্ম্মসমন্বিতা, বলিয়া, প্রখ্যাতি লাভ করেন॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণের পুত্র হয় নাই। তজ্জন্য, ঋতুসময়ে অভিগমন করাতে, উপমন্যু নামে বিখ্যাত শ্রীমান্ পুত্রের জন্ম হয়। হে মুনিশার্দ্দূল! তদীয় জননী অতিশয় দরিদ্রা ছিলেন। তজ্জন্য, ক্ষীর বলিয়া, শালিপিষ্টরস প্রদান করত, পুত্রের পোষণ করিতে লাগিলেন॥ ৫ ॥ উপমন্যু ক্ষীরের স্বাদ কখন অবগত ছিলেন না। সুতরাং,

সেপি হি ॥ ৬ ॥ স ত্বেকদা সমং পিত্রা কুত্রচিদ্দ্বিজবেশ্মনি। ক্ষীরৌদনঞ্চ বুভুজে শ্রদ্ধয়া প্রাণি-পুষ্টিদং ॥ ৭ ॥ স তদ্বাপ্যনুপমং স্বাদু ক্ষীরঞ্চ ঋষিপুত্রকঃ। মাত্রা দত্তং দ্বিতীয়েহহ্নি নাদত্তে পিষ্ট-কাশ্রিতং ॥ ৮ ॥ রুরোদ চ তথা বাল্যাৎ পাথোর্থং চাতকো যথা। তং মাতা করুণং প্রাহ বাষ্পগদগদয়া গিরা ॥ ৯ ॥ উমাপতৌ পশুপতৌ শূলধারিণি শঙ্করে। অপ্রসন্নে বিরূপাক্ষে কুতঃ ক্ষীরেণ ভোজনং ॥ ১০ ॥ যদীচ্ছসি পয়ো ভোক্তুং সদ্যঃ পুষ্টিকরং সুত। তদারাধয় দেবেশং বিরূপাক্ষং ত্রিশূলিনং ॥ ১১ ॥ তস্মিংস্তুষ্টে জগদ্ধাম্নি সর্ব্বকল্যাণদায়িনি। প্রাপ্যতেঽমৃতপায়িত্বং কিং পুনঃ ক্ষীরভোজনং ॥ ১২ ॥ স মাতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা চোপমন্যুস্ততোহব্রবীৎ। কোঽয়ং বিরূপাক্ষ ইতি ত্বয়ারাধ্যস্তু কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ সুতং ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মাঢ্যং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ যোঽয়ং বিরূপাক্ষ ইতি শ্রূয়তাং কথয়ামি তং। অসীন্মহাসুরপতিঃ শ্রীদাম ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥ যেনাক্রম্য জগৎ সর্ব্বং শ্রীদামা বিষ্ণুবৎ পুরা। নিঃশ্রীকাস্তু ত্রয়ো লোকাঃ কৃতাস্তেন দুরাত্মনা ॥ ১৬ ॥ শ্রীবৎসং বাসুদেবস্য হর্ত্তুমিচ্ছন্ মহাসুরঃ। তস্য দুষ্টং স ভগবানাভপ্রায়ং জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭ ॥ জ্ঞাত্বা তস্য বধাকাঙ্ক্ষী মহেশ্বরমুপাগমৎ। এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্যোগমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥ তস্থৌ হিমাচলপ্রস্থমাশ্রিত্য রুক্ষভূষিতং। অথাভ্যেত্য জগন্নাথঃ সহস্রশিরসং বিভুং ॥ ১৯ ॥ আরাধয়ামাস হরিঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা। আসীদ্বর্ষসহস্রন্তু পাদাংগুষ্ঠেন তৎপরৌ ॥ ২০ ॥ গৃণন্ সনাতনং ব্রহ্ম যোগিধ্যেয়মলক্ষণং। ততঃ প্রীতঃ প্রভুঃ প্রাদাদ্বিষ্ণবে পরমং পদং ॥ ২১ ॥ প্রত্যক্ষতেজসা যুক্তং দিব্যং চক্রং সুদর্শনং।

দুগ্ধবোধেই সেই শালিপিষ্টরসে অতিমাত্র ভক্তি করিতেন ॥ ৬ ॥ একদা তিনি পিতার সহিত কোন ব্রাহ্মণের গৃহে প্রাণিপুষ্টিপ্রদায়ক ক্ষীরোদন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই অনুপম স্বাদু ক্ষীর পান করিয়া, দ্বিতীয় দিন জননীর প্রদত্ত পিষ্টকাশ্রিত আর গ্রহণ করিলেন না ॥ ৮ ॥ বাল্যস্বভাবপ্রযুক্ত, জলার্থী চাতকের ন্যায়, রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে জননী বাষ্পগদ্গদ বচনে তাঁহারে কহিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যিনি উমাপতি ও পশুপতি, যিনি শূলধারী ও বিরূপাক্ষ, সেই শঙ্কর প্রসন্ন না হইলে, ক্ষীরভোজনের সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ১০ ॥ অতএব বৎস! যদি সদ্যঃপুষ্টিকর ক্ষীরভোজনের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, দেবগণাধিপতি বিরূপাক্ষ ত্রিশূলীর আরাধনা কর ॥ ১১ ॥ তিনি সর্ব্বকল্যাণ বিধান করেন এবং সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি তুষ্ট হইলে, ক্ষীরভোজনের কথা কি বলিব, অমৃতও পান করিতে পারা যায় ॥ ১২ ॥

উপমন্যু জননীর কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি যাঁহারে পূজা করিবার কথা বলিলে, সেই বিরূপাক্ষ কে? ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মশীলা আত্রেয়ী ধর্ম্মাঢ্য বাক্যে উত্তর করিলেন ॥ ১৪ ॥ যিনি সেই বিরূপাক্ষ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীদাম নামে বিখ্যাত মহাসুরপতি ছিল ॥ ১৫ ॥ ঐ দুরাত্মা দানব বিষ্ণুর ন্যায়, সমুদায় জগৎ ভ্রমণ করিয়া, লোকসকলকে শ্রীহীন করিয়া, তুলিল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর বাসুদেবের শ্রীবৎস হরণ করিতে অভিলাষী হইলে, ভগবান্ সেই দুষ্টের অভিসন্ধি ॥ ১৭ ॥ অবগত হইয়া, তদীয় নিধনবাঞ্ছাসহকারে মহেশ্বরসকাশে গমন করিলেন। তৎকালে অবিনাশী শম্ভু যোগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ॥ ১৮ ॥ হিমালয়ের রুক্ষভূষিত প্রস্থদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। জগন্নাথ বিষ্ণু তথায় অভ্যাগত হইয়া, সেই সহস্রশিরা সর্ব্বব্যাপী ॥ ১৯ ॥ আত্মস্বরূপ মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপ্রসঙ্গে পাদাঙ্গুষ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়া, বর্ষসহস্র অতিবাহিত করিলেন ॥ ২০ ॥ এবং যোগিগণের ধ্যেয়, লক্ষণহীন, সনাতন ব্রহ্মের জপ করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু মহাদেব প্রীত হইয়া, বিষ্ণুকে পরমপদ প্রদান ॥ ২১ ॥ এবং প্রত্যক্ষ তেজে বিশিষ্ট দিব্য চক্র সুদর্শন

তদ্দর্শ্য দেবদেবায় সর্ব্বভূতময়ঃ প্রভুঃ ॥ ২২ ॥ কালচক্রনিভং চক্রং শঙ্করো বিষ্ণুমব্রবীৎ। বরায়ুধং হি দেবেশং সর্ব্বায়ুধনিবর্হণং ॥ ২৩ ॥ সুদর্শনং দ্বাদশারং ষণ্নাভি দ্বিযুগং জবে। আরাৎ সংস্থাস্থমী তত্র দেবা মাসাশ্চ রাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ শিষ্টানাং রক্ষণার্থায় সংস্থিতা ঋতবশ্চ ষট্। অগ্নিঃ সোমস্তথা মিত্রো বরুণশ্চ শচীপতিঃ ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রাগ্নী বাপ্যথো বিশ্বে প্রজাপতয় এব তু। বায়ুশ্চ বলবান্ দেবো বৈদ্যো ধন্বন্তরিস্তথা ॥ ২৬ । তপস্যশ্চ তপশ্চোগ্রো দ্বাদশেতি প্রতিষ্ঠিতাঃ। চৈত্রাদ্যাঃ ফাল্গুনান্তাশ্চ মাসাস্তত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ২৭ ॥ তদেনমাদায় বিভোরথায়ুধং শক্রং সুরাণাং জহি মাবিশঙ্কিতঃ। অমোঘ এবোহমররাজপূজিতো ধৃতো ময়া মন্ত্রগতস্তপোবলাৎ ॥২৮॥ ইত্যুক্তঃ শম্ভুনা বিষ্ণুস্ততো বচনমব্রবীৎ। কথং শম্ভো বিজানীয়ামমোঘং মোঘমেব চ ॥ ২৯ ॥ যথামোঘং বিভো চক্রং সর্ব্বত্রাপ্রতিসংহতং। জিজ্ঞাসার্থং ত্বয্যেবেহ প্রক্ষেপ্স্যামি প্রতী-চ্ছ মে ॥ ৩০ ॥ তদ্বাক্যং বাসুদেবস্য নিশম্যাহ পিনাকধৃক্। যদ্যেবং প্রক্ষিপস্বেতি নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা ॥ ৩১ ॥ তন্মহেশানবচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুঃ সুদর্শনং। মুমোচ তেজো জিজ্ঞাসুঃ শঙ্করং প্রতি বেগবান্ ॥ ৩২ ॥ মুরারিকরবিভ্রষ্টং চক্রমভ্যেত্য শূলিনং। ত্রিধা চকার বিশ্বেশং যজ্ঞেশং যজ্ঞযাজকং ॥ ৩৩॥ হরং হরিস্ত্রিধাভূতং দৃষ্ট্বা তূর্ণং মহাভুজঃ। ব্রীড়োপপ্লুতদেহস্তু প্রণিপাত-পরোঽভবৎ ॥ ৩৪ ॥ পাদপ্রণামনিরতং বীক্ষ্য দামোদরং ততঃ। প্রাহ প্রীতমনাঃ শ্রীমানুত্তিষ্ঠেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রাকৃতোঽয়ং মহাভাগ বিকারো ব্রাহ্মণো মম। নিকৃতো ন স্বভাবো মে অচ্ছেদ্যোঽদাহ্য এব হি ॥ ৩৬ ॥ তদেতানীহ চক্রেণ ত্রীণ্যংগানীহ কেশব। কৃতানি তানি

প্রদান করিলেন। সর্ব্বভূতময় মহাদেব দেবদেব বাসুদেবকে সেই কালচক্রসদৃশ চক্র দান করিয়া, কহিলেন, হে দেবেশ! এই বরায়ুধ সর্ব্বায়ুধবিনাশক ॥ ২২ । ২৩ ॥ ইহার নাম সুদর্শন। ইহা দ্বাদশ অর ও ছয় নাভিসম্পন্ন এবং অতিমাত্র বেগবিশিষ্ট। এই সকল দেবতা, রাশি ও মাসসমূহ ইহাতে সন্নিহিত হইয়া আছে ॥ ২৪ ॥ ছয় ঋতুও শিষ্টগণের সংরক্ষণার্থ ইহাতে অধিষ্ঠান করিতেছে। তন্মধ্যে, অগ্নি সোম, মিত্র, বরুণ, শচীপতি ইন্দ্র ॥ ২৫ ॥ বিশ্বদেবগণ ও প্রজাপতি সকল, বলবান্ বায়ু, দেববৈদ্য ধন্বন্তরি। ২৬ ॥ তপস্য ও তপ, এই দ্বাদশ দেবতা, দ্বাদশ অরতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তদ্ব্যতীত, চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত মাসসকলও অধিষ্ঠান করিতেছে ॥ ২৭ ॥ তুমি এই আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, অবিশঙ্কিতচিত্তে সুরশত্রু সকলের সংহার কর। ইহা কোন কালেই ব্যর্থ হয় না। অমররাজ ইহার পূজা করেন। আমি তপোবলে এই মন্ত্রগত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ২৮ ॥

শম্ভু এই কথা বলিলে, বিষ্ণু উত্তর করিলেন, হে শঙ্কর! এই অস্ত্র অব্যর্থ কি ব্যর্থ, তাহা কিরূপে জানিব? ॥ ২৯ ॥ হে বিভো! এই চক্র সর্ব্বত্র অপ্রতিসংহত ও অমোঘ কি, না, তাহা জানিবার জন্য আপনারই উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিব; আপনি প্রতিগ্রহ করুন ॥ ৩০ ॥

পিনাকধৃক্ বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, যদি ইহাই তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে, নির্ব্বিশংকচিত্তে প্রক্ষেপ কর ॥ ৩১ ॥

মহেশ্বরের বচন আকর্ণন করিয়া, বিষ্ণু তেজঃ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে তাঁহার উদ্দেশে সবেগে সুদর্শন মোচন করিলেন ॥ ৩২ ॥ চক্র মুরারির করচ্যুত হইয়া, শূলধারির অভিমুখে গমন করিয়া, সেই যজ্ঞযাজক, যজ্ঞেশ্বর, পশুপতিকে তিন খণ্ড করিয়া ফেলল ॥ ৩৩ ॥ মহাবাহু হরি মহাদেবকে তৎক্ষণাৎ ত্রিধাভূত দর্শন করিয়া, লজ্জায় উপপ্লুতকলেবর হইয়া, প্রণিপাত-পরায়ণ হইলেন ॥ ৩৪ ॥ শ্রীমান্ পশুপতি দামোদরকে পাদপ্রণামনিরত নিরীক্ষণ করিয়া, প্রীতমনা হইয়া, বারম্বার উত্থান কর, বলিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ । মহাভাগ! আমার এই বিকার প্রাকৃত, নিকৃত নহে। আমি স্বভাবতই অচ্ছেদ্য ও অদাহ্য ॥ ৩৬ ॥ অতএব, হে

পুণ্যানি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ হিরণ্যাক্ষস্ততো হেষ সুবর্ণাক্ষস্তথা পরঃ। তৃতীয়ো বিশ্বরূপাক্ষস্ত্রয়ো যে পুণ্যদা নৃণাং ॥ ৩৮ ॥ উত্তিষ্ঠ গচ্ছস্ব বিভো নিহন্তুঞ্চ মমারিণং। শ্রীদামানং হতং জ্ঞাত্বা নন্দয়িষ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ হরেণ গরুড়ধ্বজঃ। গত্বা সুরগিরিপ্রস্থং শ্রীদামানং দদর্শ হ ॥ ৪০ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদর্পঘ্নং দৈত্যং দেববরো হরিঃ। মুমোচ চক্রং ক্রোধাঢ্যং হতোঽসীতি ব্রুবন্ বিভুঃ ॥ ৪১ ॥ ততস্তু তেনাপ্রতিপৌরুষেণ চক্রেণ দৈত্যস্য শিরো নিকৃত্তং। সংছিন্নশীর্ষো নিপপাত শৈলাদ্বজ্র হতং শৈলশিরো যথৈব ॥ ৪২ ॥ তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ মুরারিরীশং সমারাধ্য বিরূপনেত্রং। লব্ধ্বা চ চক্রং প্রবরং মহায়ুধং জগাম দেবো নিলয়ং তপোনিধিম্ ॥ ৪৩ ॥ সোঽয়ং পুত্র বিরূপাক্ষো দেবদেবো মহেশ্বরঃ। তমারাধয় চেৎ সাধো ক্ষীরেণেচ্ছসি ভোজনং ॥ ৪৪ ॥ তন্মাতুর্বচনং শ্রুত্বা বীতমন্যুস্ততো বলী। তমারাধ্য বিরূপাক্ষং প্রাপ্তঃ ক্ষীরেণ ভোজনং ॥ ৪৫ ॥ এতত্তবোক্তং পরমং পবিত্রং সংছেদনং পাপতরোর্ম্মুরারেঃ। তীর্থঞ্চ তত্রৈব মহাসুরো বৈ সমাসসাদাথ সুপুণ্যহেতোঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে শ্রীদামচরিতং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং ত্রিলোচনং। পূজয়িত্বা সুবর্ণাক্ষং নৈমিষং প্রযযৌ ততঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থসহস্রাণি ত্রিংশৎ পাপহরাণি চ। গোমত্যাঃ কাঞ্চনাক্ষ্যাশ্চ

কেশব! তুমি যে চক্রপ্রহারে এই তিন অঙ্গ বিধান করিলে, এই সকল পরমপবিত্রতা বিধান করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥ ইহা হইতে যথাক্রমে হিরণ্যাক্ষ, সুবর্ণাক্ষ ও বিশ্বরূপাক্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়া, মনুষ্যমাত্রেরই পুণ্য সমুৎপাদন করিবে ॥ ৩৮ ॥ হে বিভো! অধুনা উত্থান করিয়া, মদীয় অরি শ্রীদামকে সংহার করিবার জন্য গমন কর। দেবগণ তাহাকে নিহত জানিয়া, আমোদিত হউন ॥ ৩৯ ॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সুরগিরিপ্রস্থে গমন করিয়া, শ্রীদামকে অবলোকন করিলেন ॥ ৪০ ॥ দেববর সর্ব্বব্যাপী হরি সেই দেবদর্পঘ্ন দৈত্যকে দর্শন করিয়া, তুমি হত হইলে, বলিয়া, মহাবেগবান্ চক্র প্রয়োগ করিলেন। ৪১ ॥ তখন সেই অপ্রতিপৌরুষ চক্র দৈত্যের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। মস্তক ছিন্ন হইলে, সে, বজ্রাহত শৈলশিখরের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে পতিত হইল ॥ ৪২ ॥ দেবরিপু শ্রীদাম নিহত হইল, ভগবান্ মুরারি বিরূপনেত্র মহাদেবের আরাধনা ও সেই মহায়ুধপ্রবর চক্র লাভ করিয়া, স্বকীয় নিলয়ে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বৎস! দেবদেব মহেশ্বর বিরূপাক্ষ এবংবিধপ্রভাববিশিষ্ট। যদি ক্ষীরভোজনের ইচ্ছা থাকে, তাঁহার আরাধনা কর ॥ ৪৪ ॥

জননীর এই কথা শুনিয়া, উপমন্যু বিরূপাক্ষের আরাধনা করিয়া, ক্ষীরভোজন প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ মুরারির এই আখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পরমপবিত্র ও পাপরূপ তরুর কুঠারস্বরূপ। মহাসুর প্রহ্লাদ পরমপুণ্যলাভের মানসে তথায় সেই তীর্থে উপনীত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শ্রীদামচরিতনামক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ সেই তীর্থবরে স্নান, দেব ত্রিলোচনের দর্শন ও সুবর্ণাক্ষের পূজা করিয়া, পরে নৈমিষে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় শুভদায়িনী গোমতী ও কাঞ্চনাক্ষী, এই

শুভদীয়াশ্চ মধ্যতঃ ॥ ২ ॥ তেষু স্নাত্বার্চ্চ্য দেবেশং পীতবাসসমচ্যুতং । ঋষীনপি চ সংপূজ্য নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ॥ ৩ ॥ দেবদেবং তথেশানং সংপূজ্য বিধিনা ততঃ । গয়ায়াং গোপতিং দ্রষ্টুং জগাম স মহাসুরঃ ॥ ৪ ॥ স্নাত্বা ব্রহ্মতভাগে তু কৃত্বা চাস্য প্রদক্ষিণাং । পিণ্ডনির্ব্বপণং পুণ্যং পিতৃণাং স চকার হ । ৫ ॥ উদপানে তথা স্নাত্বা তত্রাভ্যর্চ্চ্য পিতৃন্ বশী । গদাপাণিং সমভ্যর্চ্চ্য গোপতিং চাপি শঙ্করং ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রতীর্থে তথা স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ । মহানদী-জলে স্নাত্বা সরযূঞ্চ জগাম সঃ ॥ ৭ ॥ তস্যাং স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য গোপ্রতারং কুশেশয়ং । উপোষ্য রজনীমেকাং বিনয়াবনতো যযৌ ॥ ৮ ॥ স্নাত্বা চার্চ্চ্য রজতীর্থে দত্বা পিণ্ডপিতৃংস্তথা । দর্শনার্থং যযৌ শ্রীমানজিতং পুরুষোত্তমং ॥ ৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষমক্ষরং পরমং শুচিঃ । ষড়্রাত্রং সমুপোষ্যৈব মহেন্দ্রদক্ষিণং যযৌ ॥ ১০ ॥ তত্র দেববরং শুভ্রমর্দ্ধনারীশ্বরং হরং । দৃষ্ট্বা চ সংপূজ্য পিতৃন্ মহেন্দ্রং চোত্তরং গতঃ ॥ ১১ ॥ তত্র দেববরং শম্ভুং গোপালঞ্চ সোমপীড়িতং । দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সোমতীর্থে সহ্যাচলমুপাগতঃ ॥ ১২ ॥ তত্র স্নাত্বা মহোদক্যাং বৈকুণ্ঠং চার্চ্চ্য ভক্তিতঃ । সুরান্ পিতৃংশ্চ সন্তর্প্য পারিযাত্রং গিরিং গতঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র স্নাত্বা লাঙ্গলিন্যাং পূজয়িত্বাপরাজিতং । কশেরুদেশং চাভ্যেত্য বিশ্বরূপং দদর্শ সঃ ॥ ১৪ ॥ যত্র দেববরঃ শম্ভুর্গণানাং তু সুপূজিতঃ । বিশ্বরূপমথাত্মানং দর্শয়ামাস যোগবিৎ ॥ ১৫ ॥ তত্র মংকুণিকাতোয়ে স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য মহেশ্বরং । জগাম নিত্যসৌগন্ধং প্রহ্লাদো মলয়াচলং ॥ ১৬ ॥ মহাহ্রদে ততঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা চ শঙ্করং । ততো জগাম যোগাত্মা দ্রষ্টুং বিন্ধ্যে সদাশিবং ॥ ১৭ ॥ ততো বিপাশাসলিলে স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য

উভয়ের অন্তরে ত্রিংশৎ সহস্র পাপহর তীর্থ আছে ॥ ২ ॥ তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, দেবগণেশ্বর পীতাম্বর অচ্যুতের অর্চ্চনা, নৈমিষবাসী ঋষিগণের পূজা ও যথাবিধানে দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া, গোপতির দর্শনার্থ গয়াক্ষেত্রে গমন ॥ ৩।৪ ॥ এবং তথায় ব্রহ্মতভাগে স্নান ও উহা প্রদক্ষিণ করিয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে পুণ্য পিণ্ড নির্ব্বপণ করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর উদপানে স্নান ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া, গদাপাণি বাসুদেব ও গোপতি মহাদেব, উভয়ের পূজাবিধানানন্তর ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রতীর্থে সমাগত হইলেন। তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, পিতৃদেবগণের, আরাধনা ও মহানদীসলিলে স্নান করিয়া সরযুতে গমন ॥ ৭ ॥ তাহাতে স্নান ও গোপ্রতার কুশেশয়ের পূজা করিয়া, এক রজনী অবস্থানানন্তর বিনয়াবনত হইয়া, প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ রজস্তীর্থে স্নান, পিতৃগণের পূজা ও পিণ্ড দান করিয়া, পুরুষোত্তম অজিতের দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ পরমপবিত্র হইয়া, সেই পরম অক্ষয়স্বরূপ পুণ্ডরীকাক্ষের দর্শন করিয়া, ছয় রাত্রি তথায় অবস্থানের পর মহেন্দ্রদক্ষিণে সমাগত হইলেন ॥ ১০ ॥ তথায় অর্দ্ধনারীশ্বর দেববর হরকে দর্শন ও পিতৃগণের সহিত মহেন্দ্রের পূজা করিয়া, উত্তরে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ সেখানে দেববর শম্ভু ও গোপালকে দর্শন ও সোমতীর্থে স্নান করিয়া, মহাপর্ব্বতে উপগত হইলেন ॥ ১২ ॥ সেখানে মহোদকীতে স্নান ও ভক্তি সহকারে বৈকুণ্ঠের অর্চ্চনা করিয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের সন্তর্পণপূর্ব্বক পারিযাত্রপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥ তথায় লাঙ্গলিনীতে কৃতাভিষেক হইয়া, অপরাজিতের পূজা করিয়া, কশেরুদেশে সমাগত হইলেন। সেখানে বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া ॥ ১৪ ॥ যেখানে দেববর শম্ভু প্রমথগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, বিশ্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ সেই স্থানে মঙ্কণিকাসলিলে স্নান ও মহাদেবের অভ্যর্চ্চনানন্তর, নিত্যসৌগন্ধ মলয়াচলে সমাগত হইলেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মহাহ্রদে স্নান ও শঙ্করের পূজা করিয়া, সেই যোগাত্মা প্রহ্লাদ সদাশিবের সন্দর্শন-মানসে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ পরে বিপাশাসলিলে স্নান ও সদাশিবের অর্চ্চনা

সদাশিবং। ত্রিরাত্রং সমুপোষ্যাথ অবন্তীং নগরীং যযৌ ॥ ১৮ ॥ তত্র শিপ্রাজলে স্নাত্বা বিষ্ণুং সংপূজ্য ভক্তিতঃ। শ্মশানস্থং জগামাথ মহাকালবপুর্দ্ধরং ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ স সর্ব্বভূতানাং তেন রূপেণ শঙ্করঃ। তামসং রূপমাস্থায় সংহারং কুরুতে বশী ॥ ২০ ॥ তত্রস্থেন সুরেশেন শ্বেতকির্নাম ভূপতিঃ। রক্ষিতস্ত্বন্তকং দগ্ধ্বা সর্ব্বভূতাপহারিণং ॥ ২১ ॥ তত্রা হৃষ্টো বসতিং নিত্যাং স সর্ব্বদা ভবঃ। বৃতঃ প্রমথকোটিভি স্ত্রিদশার্চ্চিতবিগ্রহঃ ॥ ২২ ॥ তং দৃষ্ট্বাথ মহাকালং কালকালান্তকান্তকং। যমসংযমনং মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং চিত্রবিচিত্রকং ॥ ২৩ ॥ শ্মশাননিলয়ং শম্ভুং ভূতনাথং জগৎপতিং। পূজয়িত্বা শূলধরং জগাম নিষধান্ প্রতি ॥ ২৪ ॥ তত্রামরেশ্বরং দেবং দৃষ্ট্বা সংপূজ্য ভক্তিতঃ। মহোদয়ং সমভ্যেত্য হয়গ্রীবং দদর্শ সঃ ॥ ২৫ ॥ অশ্বতীর্থে ততঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ তুরগাননং। শ্রীধরং চ বিভুং পূজ্য পঞ্চালবিষয়ং যযৌ ॥ ২৬ । তত্রেশ্বরগুণৈর্যুক্তং পুত্রমর্থপতেরথ। পাঞ্চালিকং বশী দৃষ্ট্বা প্রয়াগং প্রযতো যযৌ ॥ ২৭ ॥ প্রয়াগে শুভদে তীর্থে যামুনে লোকবিশ্রুতে। দৃষ্ট্বা বটেশ্বরং রুদ্রং মাধবং যোগশায়িনং ॥ ২৮ ॥ দ্বাবেব ভক্তিসংপূজ্যৌ পূজয়িত্বা মহাসুরঃ। মাঘমাসমথোপোষ্য ততো বারাণসীং গতঃ ॥ ২৯ ॥ সমাসাদ্য চ তাং পুণ্যাং তীর্থেষু চ পৃথক্ পৃথক্। সর্ব্বপাপহরা হ্যেষা স্নাত্বার্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥৩০। প্রদক্ষিণীকৃত্য পুরীং সংপূজ্যাবিমুক্তকেশবৌ। লোলং দিবাকরং দৃষ্ট্বা ততো মধুবনং যযৌ ॥ ৩১ ॥ তত্র স্বায়ংভুবং দেবং দদর্শাসুরসত্তমঃ। তমভ্যর্চ্চ্য মহাতেজাঃ পুষ্করারণ্যমাগমৎ ॥ ৩২ ॥ তেষু ত্রিষপি তীর্থেষু স্নাত্বার্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ। এতৎ পবিত্রং পরমং

করিয়া, রাত্রিত্রয় অবস্থান পূর্ব্বক অবন্তীনগরীতে উপাগত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেখানে শিপ্রা-সলিলে স্নান ও ভক্তিসহ ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিয়া, শ্মশানবাসী মহাকালবিগ্রহধারী মহাদেবের দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাদেব, তথায় সেই তামসমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বভূতের সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ এবং সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বভূতসংহন্তা অন্তককে দগ্ধ করিয়া, মহারাজ শ্বেতকির রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ তিনি অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, নিত্য তথায় বাস করিতেন। ত্রিদশগণ তদীয় বিগ্রহের অর্চ্চনা করেন এবং প্রমথগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া আছে ॥ ২২ ॥ সেই মহাকাল মহাদেব কালেরও কাল, অন্তকেরও অন্তক, যমেরও যম ও মৃত্যুরও মৃত্যু এবং চিত্রেরও বিচিত্র ॥ ২৩ ॥ তিনি ভূতনাথ, জগৎপতি ও শ্মশানবাসী। তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিয়া, প্রহ্লাদ নিষধাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৪ । তথায় ভগবান্ অমরেশ্বরকে দর্শন ও ভক্তিসহ পূজা করিয়া, মহোদয়সংগ্রহপুরঃসর হয়গ্রীবকে অবলোকন ॥ ২৫ ॥ ও পরে অশ্বতীর্থে কৃতাভিষেক হইয়া, তুরঙ্গবদনের সন্দর্শন এবং সেই বিভু শ্রীধরের আরাধনা করিয়া, পঞ্চালবিষয়ে সমাগত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তথায় অর্থপতির পুত্র, ঈশ্বর-গুণসম্পন্ন পাঞ্চালিককে দর্শন করিয়া, প্রয়ত হইয়া, প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥ যমুনার অনুবর্ত্তী প্রয়াগ অতি শুভজনক তীর্থ ও তজ্জন্য ত্রিভুবনে বিখ্যাত। সেখানে বটেশ্বর রুদ্র ও যোগশায়ী মাধবকে দর্শন করিয়া ॥ ২৮ ॥ সেই ভক্তিসংপূজ্য উভয় দেবতারই পূজা সম্পাদন ও সমস্ত মাঘমাস অবস্থানের পর বারাণসীতে উপগত হইলেন ॥ ২৯ ॥ সেই সর্ব্বপাপহর পরমপবিত্র বারাণসীধামে গমন করিয়া, তত্রত্য পৃথক্ পৃথক্ তীর্থসকলে স্নান ও পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা ॥ ৩০ ॥ এবং সমুদায় পুরী প্রদক্ষিণ, মাধব ও উমাধব উভয়ের অর্চ্চনা ও লোলনামক দিবাকরকে দর্শনপূর্ব্বক মধুবনে গমন ॥ ৩১ ॥ এবং তথায় দেবদেব স্বয়ম্ভুকে দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া, পুষ্করারণ্যে সমাগত হইলেন। এবং সেই তীর্থত্রয়েই স্নান করিয়া, পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৩২ ॥ মহর্ষি অগস্ত্য এই পরমপবিত্র প্রাচীন আখ্যান কীর্ত্তন করেন।

পুরাণৈঃ প্রোক্তঃ অগস্ত্যেন মহর্ষিণা চ। ধন্যং যশস্যং বহুপাপনাশনং সংকীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাৎ স্মরণাচ্চ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রা নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। গতে চ তীর্থযাত্রায়াং প্রহ্লাদে দানবেশ্বরে। কুরুক্ষেত্রং সমভ্যাগাদ্দ্রষ্টুং বৈরোচনো মুনে ॥ ১ ॥ তস্মিন্ মহাধর্ম্মযুতে তীর্থে ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ। শুক্রো দ্বিজা ন্ প্রবরানামন্ত্রয়ত ভার্গবঃ ॥ ২ ॥ ভৃগুণামন্ত্র্যমাণাস্তে কৃষ্ণাত্রেয়সগৌতমাঃ। কৌশিকাঙ্গিরসাশ্চৈব তথজ্ঞাঃ কুরুজাঙ্গলং। ৩ ॥ উত্তরাশাং প্রজগ্মুস্তে নদীমনুশতদ্রবীম্। শাতদ্রবে জলে স্নাত্বা বিবাসং প্রযযুস্ততঃ ॥ ৪ ॥ বিভায় তত্রাস্য রতিং সমভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ। ততোঽপি কিরণাং পুণ্যাং দিনেশকিরণচ্যুতাং ॥ ৫ ॥ তস্যাং স্নাত্বা চ দেবর্ষে সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ। বেগবতীং সুপুণ্যোদাং স যা জগ্মুরথেশ্বরীং ॥ ৬ ॥ দেবিকায়াং জলে স্নাত্বা পয়োষ্ণ্যাং চ তাপসাঃ। অবতীর্ণা মুনে স্নাতুং মাগধাদ্যাঃ সুভানবীং ॥ ৭ ॥ ততো নিমগ্না দদৃশুঃ প্রতিবিম্বমথাত্মনঃ। অন্তর্জলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহদাশ্চর্য্যকারকং ॥ ৮ ॥ উন্মজ্জ্যতশ্চ দদৃশুঃ পুনর্বিস্মিতমানসাঃ। ততঃ স্নাত্বা সমুত্তীর্ণা ঋষয়ঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৯ । পুষ্করাক্ষময়োগজ্ঞিং ব্রহ্মাণং চাপ্যপূজয়ন্। ততো ভূয়ঃ সরস্বত্যাস্তীর্থে ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে ॥ ১০ ॥ কোটিতীর্থে রুদ্রকোটিং দদর্শ বৃষভধ্বজং। নৈমিষেয়া দ্বিজবরা মাগধেয়াঃ সসৈন্ধবাঃ ॥ ১১ ॥ ধর্ম্মারণ্যাঃ পুষ্করেয়া দণ্ডকারণ্যকাস্তথা। চাম্পেয়াস্তারকচ্ছেয়া দেবিকাতীর্থকাশ্চ যে ॥ ১২ ॥ তে তত্র শঙ্করং দ্রষ্টুং সমায়াতা দ্বিজাতয়ঃ।

ইহা শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন করিলে, লোকে ধন্য হয়, যশস্বী হয় ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রানামক ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর প্রহ্লাদ তীর্থযাত্রায় গমন করিলে, বিরোচনতনয় বলি কুরুক্ষেত্র-দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ ঐ তীর্থ পরমধর্ম্মসম্পন্ন। সেখানে ভৃগুবংশে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণপুঙ্গব শুক্র দ্বিজাতিপ্রবরদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। ২ ॥ ভৃগু কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া, এবং তিনি আমন্ত্রণ করিয়াছেন, শুনিয়া অত্রি, গোতম, কুশিক ও অঙ্গিরার বংশোদ্ভব তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকল কুরুজাঙ্গলে ॥ ৩ ॥ উত্তরদিকে শাতদ্রবীনাম্নী তরঙ্গিণীর অভিমুখে গমন এবং সেই নদীর সলিলে স্নান করিয়া, পরে বিবাসে সমাগত হইলেন ॥ ৪ ॥ তথায় পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিয়া, দিনকরের কিরণচ্যুত পরমপবিত্র কিরণায় গমন ॥ ৫ ॥ ও তদীয় সলিলে স্নানান্তর পরমপুণ্য সলিলা বেগবতীতে কৃতাভিষেক হইয়া, ঈশ্বরীতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর দেবিকা ও পয়োষ্ণী সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক সুভানবীতে স্নান করিবার জন্য সকলে অবতীর্ণ ॥ ৭ ॥ এবং নিমগ্ন হইয়া, স্ব স্ব প্রতিবিম্ব অন্তঃসলিলে দর্শনপূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ পরে উন্মগ্ন হইয়া, তদনুরূপ দর্শন করিলেন। তজ্জন্য, তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিরতিশয় বিস্ময়রসের সঞ্চার হইল ॥ ৯ ॥ অনন্তর সকলেই স্নানানন্তর সমুত্তীর্ণ হইয়া, পুষ্করলোচন ব্রহ্মার পূজা এবং পুনর্ব্বার ত্রৈলোক্যবিশ্রুত সরস্বতীতীর্থে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥ কোটিতীর্থে বৃষধ্বজ রুদ্রকোটির দর্শন করিলেন। তৎকালে নৈমিষ, মাগধ, সিন্ধু ॥ ১১ ॥ ধর্ম্মারণ্য, পুষ্কর, দণ্ডকারণ্য, চম্পা, তারকচ্ছ এবং দেবিকাতীর্থ, এই সকল স্থল নিবাসী ॥ ১২ ॥ দ্বিজাতিগণ শঙ্করের দর্শনার্থ সমা-

কোটিসংখ্যাস্তপঃসিদ্ধা হরদর্শনলালসাঃ ॥ ১৩ ॥ অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিত্যেবং বাদিনো মুনে। তানাকুলান্ হরো দৃষ্ট্বা মহর্ষীন্ দগ্ধকিল্বিষান্ ॥ ১৪ ॥ তেষামেবানুকম্পার্থং কোটিমূর্ত্তিরভূচ্ছিবঃ। ততস্তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ সর্ব্ব এব মহেশ্বরং ॥ ১৫ ॥ সংপূজয়ন্তস্তে তস্তুস্তীর্থং কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্। ইত্যেবং রুদ্রকোটিভির্নাম শম্ভোরজায়ত ॥ ১৬ ॥ তং দদর্শ মহাতেজাঃ প্রহ্লাদো ভক্তিমান্ বশী। কোটিতীর্থে ততঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা বসূন্ পিতৄন্ ॥ ১৭ ॥ রুদ্রকোটিং সমভ্যর্চ্চ্য জগাম কুরুজাঙ্গলং। ততো দেববরং স্থাণুং শঙ্করং পার্ব্বতীপ্রিয়ং ॥ ১৮ ॥ সরস্বতীজলে মগ্নং দদর্শ সুরপূজিতং। সারস্বতেঽম্ভসি স্নাত্বা স্থাণুং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ১৯ ॥ স্নাত্বা দশাশ্বমেধে চ সংপূজ্য চ সুরান্ পিতৄন্। সহস্রলিঙ্গং সংপূজ্য স্নাত্বা তস্মিন্ হ্রদে শুচিঃ ॥ ২০ ॥ অভিবাদ্য গুরুং শুক্রং সোমতীর্থং জগাম হ। তত্র স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ সোমং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষীরিকাবাসমভ্যেত্য স্নানং চক্রে মহামতিঃ। প্রদক্ষিণীকৃত্য তরুং বরুণং চার্চ্চ্য বুদ্ধিমান্ ॥ ২২ ॥ ভূয়ঃ কুরুধ্বজং দৃষ্ট্বা পদ্মাক্ষীং নগরীং ততঃ। তত্রার্চ্চ্য মিত্রাবরুণৌ ভাস্করৌ লোকপূজিতৌ ॥ ২৩ ॥ কুমারধারামভ্যেত্য দদর্শ স্বামিনং বশী। স্নাত্বা কপিলধারায়াং সন্তর্প্যর্ষিপিতৄন্ সুরান্ ॥ ২৪ ॥ দৃষ্ট্বা স্কন্দং সমভ্যর্চ্চ্য নর্ম্মদায়াং জগাম হ। তস্যাং স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য বাসুদেবং শ্রিয়ঃ পতিং ॥ ২৫ ॥ জগাম ভূধরং দ্রষ্টুং বারাহং চক্রধারিণং। স্নাত্বা কোকামুখে তীর্থে সংপূজ্য ধরণীধরং ॥ ২৬ ॥ ত্রিসৌবর্ণং মহাদেবং মধুনেশঃ জগাম হ। তত্র নারীহ্রদে স্নাত্বা পূজয়িত্বা চ শঙ্করং ॥ ২৭ ॥ কালং-

---

গত হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা এককোটি। তাহাঁরা সকলেই তপঃসিদ্ধ এবং সকলেই হরদর্শনসমুৎসুক হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ তজ্জন্য আমি অগ্রে, আমি, অগ্রে মহাদেবকে দর্শন করিব, বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। সেই দগ্ধকিল্বিষ মহর্ষিদিগকে ঐরূপ আকুলভাবাপন্ন দর্শন করিয়া ॥ ১৪ ॥ তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনার্থ ভগবান্ ভব কোটিমূর্ত্তি হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলেই প্রীতিমান্ হইয়া, মহাদেবের ॥ ১৫ ॥ পূজা করত, পৃথক্ পৃথক্ তীর্থসকল স্থাপন করিলেন। এইরূপে মহাদেবের নাম রুদ্রকোটি হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

মহাতেজা জিতেন্দ্রিয় প্রহ্লাদ ভক্তিমান্ হইয়া, তাহাঁকে দর্শন ও কোটিতীর্থে কৃতাভিষেক হইয়া, বসু ও পিতৃগণের তর্পণ ॥ ১৭ ॥ এবং রুদ্রকোটির অর্চ্চনা করিয়া, কুরুজাঙ্গলে সমাগত হইলেন। তথায় সুরপূজিত, পার্ব্বতীপ্রিয় ॥ ১৮ ॥ দেববর স্থাণু শঙ্করকে সরস্বতীর সলিলে নিমগ্ন দর্শন ও সেই সারস্বতসলিলে স্নানানন্তর ভক্তিসহকারে তাহাঁর পূজা করিয়া ॥ ১৯ ॥ দশাশ্বমেধে প্রস্থান করিলেন। সেখানে কৃতস্নান হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের পূজা করিয়া, সহস্রলিঙ্গের অর্চ্চনা এবং শুচি হইয়া, সেই হ্রদেই অভিষেক করিয়া ॥ ২০ ॥ গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের অভিবাদনপুরঃসর সোমতীর্থে সমাগত হইলেন। তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও সোমদেবের ভক্তিসহ পূজা সমাধানপূর্ব্বক ॥ ২১ ॥ ক্ষীরিকাবাসে অভ্যাগত হইয়া, সেই মহামতি প্রহ্লাদ সেখানে অবগাহন করিলেন। এবং প্রদক্ষিণ ও বরুণের অর্চ্চনা করিয়া ॥ ২২ ॥ পুনরায় কুরুধ্বজের দর্শনানন্তর পদ্মাক্ষীনগরীতে সমাগত হইলেন। সেখানে লোকপূজিত মিত্রাবরুণ ও ভাস্করের অর্চ্চনা করিয়া ॥ ২৩ ॥ কুমারধারায় অভ্যাগত হইয়া, স্বামিকে সন্দর্শন করিলেন। এবং কপিলধারায় স্নানানন্তর পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের সন্তর্পণ ॥ ২৪ ॥ এবং স্কন্দের দর্শন ও অর্চ্চন করিয়া, নর্ম্মদায় উপনীত হইলেন। তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, শ্রীপতি বাসুদেবের আরাধনা করিয়া ॥ ২৫ ॥ চক্রধারী ভূধর বারাহ সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। এবং কোকামুখতীর্থে স্নান ও ধরণীধরের অর্চ্চনা করিয়া ॥ ২৬ ॥ মধুনেশে উপগত হইলেন। সেখানে নারীহ্রদে স্নান ও শঙ্করের উপাসনা করিয়া ॥ ২৭ ॥ কালঞ্জরে গমন ও নীলকণ্ঠকে দর্শন করিলেন।

জয়ং সমভ্যেত্য নীলকণ্ঠং দদর্শ চ। নীলতীর্থজলে স্নাত্বা পূজয়িত্বা ততঃ শিবং ॥ ২৮ ॥ জগাম সাগরানূপে প্রভাসে দ্রষ্টুমীশ্বরং। স্নাত্বা চ সঙ্গমে নদ্যাঃ সরস্বত্যার্ণবস্য চ ॥ ২৯ ॥ সোমেশ্বরং লোকপতিং স দদর্শ কপর্দ্দিনং। স দক্ষশাপনির্দ্দগ্ধঃ ক্ষয়ী তারাধিপঃ শশী ॥ ৩০ ॥ আপ্যায়িতঃ শঙ্করেণ বিষ্ণুনা সকপর্দ্দিনা। তাবর্চ্চ্য দেবপ্রবরৌ প্রজগাম মহালয়ং ॥ ৩১ ॥ তত্র রুদ্রং সমভ্যর্চ্চ্য প্রজগামোত্তরান্ কুরূন্। পদ্মনাভং স তত্রার্চ্চ্য সপ্তগোদাবরং যযৌ ॥ ৩২ ॥ তত্র স্নাত্বার্চ্চ্য দেবেশং ভীমং ত্রৈলোক্যবন্দিতং। গত্বা দারুবনে শ্রীমান্ শ্রীলিঙ্গং প্রদদর্শ হ ॥ ৩৩ ॥ তমর্চ্চ্য ব্রাহ্মণীং গত্বা স্নাত্বার্চ্চ্য ত্রিদশেশ্বরং। প্লক্ষাবতরণং গত্বা শ্রীনিবাসমপূজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ ততশ্চ কুণ্ডিনং গত্বা সংপূজ্য প্রাণতৃপ্তিদং। শূর্পারকং চতুর্ব্বাহুং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥ মাগধারণ্যমাসাদ্য দদর্শ বসুধাধিপং। তমর্চ্চয়িত্বা বিশ্বেশং স জগাম প্রজামুখং ॥ ৩৬ ॥ মহাতীর্থে ততঃ স্নাত্বা বাসুদেবং প্রণম্য চ। শোণং সংপ্রাপ্য সংপূজ্য রুক্মধর্ম্মাণমীশ্বরং ॥ ৩৭ ॥ মহাকোশ্যাং মহাদেবং হংসাখ্যং ভক্তিমানথ। পূজয়িত্বা জগন্নাথং সৈন্ধবারণ্যমুত্তমং ॥ ৩৮ ॥ তং দৃষ্ট্বার্চ্চ্য হরিং চাদৌ তীর্থং কনখলং যযৌ। তত্রার্চ্চ্য ভদ্রকালীশং বীরভদ্রং চ দানবঃ ॥ ৩৯ ॥ ধনাধিপং চ সর্ব্বজ্ঞং যযাবথ গিরিব্রজং। তত্র দেবং পশুপতিং লোকনাথং মহেশ্বরং। সংপূজয়িত্বা বিধিবৎ কামরূপং জগাম হ ॥ ৪০ ॥ শশিপ্রভং দেববরং ত্রিনেত্রং সংপূজয়িত্বা সহিতং মৃডান্যা। জগাম তীর্থং প্রবরং মহাখ্যং তস্মিন্ মহাদেবমপূজয়চ্চ ॥ ৪১ ॥ ততস্ত্রিকূটং গিরিমত্রিপুত্রং জগাম দ্রষ্টুং সহচক্রপাণিং। তমর্চ্চ্য ভক্ত্যা তু গজেন্দ্রমোক্ষণং জজাপ জাপ্যং পরমং পবিত্রং ॥ ৪২ ॥

অনন্তর নীলতীর্থজলে স্নান ও মহাদেবের পূজা করিয়া ॥ ২৮ ॥ সাগরানূপ প্রভাসে ঈশ্বরের দর্শনার্থ অভ্যাগত হইলেন। সেখানে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে কৃতাভিষেক হইয়া ॥ ২৯ ॥ সোমেশ্বর লোকপতি কপর্দ্দীকে দর্শন করিলেন। চন্দ্রমা দক্ষশাপে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইলে ॥ ৩০ ॥ যাঁহারা তাঁহারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, সেই দেবপ্রবর মহাদেব ও বাসুদেব উভয়ের তথায় অর্চ্চনা করিয়া, তিনি হিমালয়ে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ সেখানে ভগবান্ রুদ্রের অর্চ্চনা করিয়া, উত্তরকুরুতে অভ্যাগমন ও পদ্মনাভ বিষ্ণুর উপাসনানন্তর সপ্তগোদাবরে উপনীত হইলেন ॥ ৩২ ॥ তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, ত্রৈলোক্যবন্দিত দেবগণেশ্বর ভীমের অর্চ্চনা ও পরে দারুবনে গমন করিয়া, শ্রীলিঙ্গের দর্শন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার পূজা ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিয়া, স্নান ও ত্রিদশেশ্বরের উপাসনাসংবিধানপূর্ব্বক প্লক্ষাবতরণে সমাগত হইয়া, শ্রীনিবাসের অর্চ্চনা ॥ ৩৪ ॥ এবং পরে কুণ্ডিনে অভ্যাগত হইয়া, প্রাণতৃপ্তিসমুৎপাদক চতুর্ব্বাহু শূর্পারকের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং যথবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া ॥ ৩৫ ॥ মগধারণ্যে গমন ও বিশ্বেশ্বর বসুধাধিপের দর্শন ও অভ্যর্চ্চনপূর্ব্বক প্রজামুখে প্রয়াণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ পরে মহাতীর্থে স্নান ও বাসুদেবকে প্রণাম এবং শোণনদে সমাগত হইয়া, রুক্মধর্ম্মা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ॥ ৩৭ ॥ মহাকোশীতে গমন ও হংসাখ্য মহাদেবকে ভক্তিভরে পূজা করত, পরমপ্রশস্ত সৈন্ধবারণ্যে সমাগত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ তথায় ভগবান্ হরির দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া, কনখলে গমন ও সেখানে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীশ্বর বীরভদ্রের উপাসনানন্তর ॥ ৩৯ ॥ গিরিব্রজে প্রয়াণ করিলেন। সেখানে লোকনাথ মহেশ্বর পশুপতির যথাবিধানে পূজাবিধানসমাধানানন্তর কামরূপে উপনীত হইলেন ॥ ৪০ ॥ সেখানে মৃডানীর সহিত বিরাজমান শশিপ্রভ দেববর শঙ্করের আরাধনানন্তর তীর্থপ্রবর মহাতীর্থে গমন ও মহাদেবের পূজা করিলেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর চক্রপাণির দর্শনার্থ ত্রিকূটপর্ব্বতে গমন করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক পরমপবিত্র ও সর্ব্বথা পূজনীয় গজেন্দ্রমোক্ষণ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই দৈত্যপতিনন্দন

তত্রোষ্য দৈত্যেশ্বরস্তুর্যাদরান্মাসত্রয়ং মূলফলাম্বুভক্ষী। নিবেদ্য বিপ্রপ্রবরেষু কাঞ্চনং জগাম ঘোরং স হি দণ্ডকং বনং ॥ ৪৩॥ তত্র দিব্যং মহাশাখং বনস্পতিবপুর্দ্ধরং। দদর্শ পুণ্ডরীকাক্ষং মহাশ্বাপদবারণং ॥ ৪৪॥ তস্যাধস্থং ত্রিরাত্রং স মহাভাগবতোঽসুরঃ। স্থিতঃ স্থণ্ডিলশায়ী চ পঠন্ সারস্বতং স্তবং ॥ ৪৫॥ তস্মাত্তীর্থবরং বিদ্বান্ সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। জগাম দানবো দ্রষ্টুং সর্ব্বপাপহরং হরিং ॥ ৪৬॥ তস্যাগ্রতো জগাদাসৌ স্তবৌ পাপপ্রমোচনৌ। যৌ পুরা ভগবান্ প্রাহ ক্রোড়রূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭॥ তস্মাদথাগাদ্দৈত্যেন্দ্রঃ শালগ্রামং মহাফলং। যত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্তম্ভেষু স্থাবরেষু চ ॥ ৪৮॥ তত্র সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মত্বা চক্রে রতিং বলী। পূজয়ন্ ভগবৎপাদৌ মহাভাগবতো মুনে ॥ ৪৯॥ ইত্যুক্তবোক্তা মুনিসঙ্ঘজুষ্টা প্রহ্লাদতীর্থানুগতিঃ সুপুণ্যা। যৎকীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাৎ স্পর্শনাচ্চ বিমুক্তপাপা মনুজা ভবন্তি ॥ ৫০॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রানাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। যান্ জপ্যান্ ভগবদ্ভক্ত্যা প্রহ্লাদো দানবোঽজপৎ। গজেন্দ্রমোক্ষণাদীংস্তাং চতুরস্তান্ বদস্ব মে ॥ ১॥

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষ্ব কথয়িষ্যামি জপ্যানেতাংস্তপোধন। দুঃস্বপ্ননাশো ভবতি যৈরুক্তৈঃ সংস্মৃতৈঃ শ্রুতৈঃ ॥ ২॥ গজেন্দ্রমোক্ষণং ত্বাদৌ শৃণুষ্ব তদনন্তরং। সারস্বতৌ ততঃ পুণ্যৌ পাপপ্রশমনৌ স্তবৌ ॥ ৩॥ সর্ব্বরত্নময়ঃ শ্রীমাংস্ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ। সুতঃ পর্ব্বতরাজস্য

প্রহ্লাদ তথায় ফল, মূল ও জলমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক আদরসহকারে মাসত্রয় বাস ও ব্রাহ্মণদিগকে কাঞ্চন নিবেদন করিয়া, ভয়ঙ্কর দণ্ডককাননে গমন করিলেন ॥ ৪৩॥ তথায় পুণ্ডরীকাক্ষ দিশালশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিবপু ধারণ করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ॥ ৪৪॥ সেই মহাভাগবত মহাসুর প্রহ্লাদ সেই বনস্পতির তলদেশে তিনরাত্রি বাস ও স্থণ্ডিলে শয়নপূর্ব্বক সারস্বতস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫॥ তথা হইতে বিদ্বান্ প্রহ্লাদ সর্ব্বপাপপ্রণাশন তীর্থবরে সর্ব্বপাপহর হরির দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ৪৬॥ এবং তদীয় সমক্ষে পাপপ্রমোচন স্তবদ্বয় গান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ জনার্দ্দন শূকর মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, ঐ স্তবযুগল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭॥ তথা হইতে দৈত্যেন্দ্র মহাফল শালগ্রামে গমন করিলেন। সেখানে বিষ্ণু স্থাবর স্তম্ভসমূহে সন্নিহিত আছেন ॥ ৪৮॥ এইরূপে সর্ব্বগত বিষ্ণু তথায় বিরাজ করিতেছেন, ভাবিয়া, প্রহ্লাদ তাহাতে অনুরাগবদ্ধ হইলেন। এবং ভগবানের চরণযুগল বন্দনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯॥ প্রহ্লাদের এই তীর্থযাত্রা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা যেমন অতিমাত্র পবিত্র, সেইরূপ, মুনিগণ ইহার সেবা করেন। ইহার কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে, লোকে পাপমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রানামক চতুরশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৪॥

নারদ কহিলেন, ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ গজেন্দ্রমোক্ষণাদি যে স্তবচতুষ্টয় জপ করেন, এবং যাহা জপ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, কীর্ত্তন করুন ॥ ১॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তপোধন! শ্রবণ কর, ঐ সকল জপনীয় স্তব কীর্ত্তন করিব। ইহাদের শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন করিলে, দুঃস্বপ্নবিনাশ হয় ॥ ২॥ প্রথমে গজেন্দ্রমোক্ষণ শ্রবণ কর। পাপপ্রশমন দ্বিতীয় সারস্বত স্তব শ্রবণ করিবে ॥ ৩॥ ত্রিকূট নামে সর্ব্ববিধ রত্নময় শ্রীমান্

সুমেরোর্ভাস্করদ্যুতেঃ ॥ ৪ ॥ ক্ষীরোদজলবীচ্যগ্রৈর্ধৌতামলশিলাতলঃ। উত্থিতঃ সাগরং ভিত্বা দেবর্ষিগণসেবিতঃ ॥ ৫ ॥ অপ্সরোভিঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ প্রস্রবণাকুলঃ। গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকৈঃ ॥ ৬ ॥ বিদ্যাধরৈঃ সপত্নীকৈঃ সংযতৈশ্চ তপস্বিভিঃ। বৃকদ্বীপগজেন্দ্রৈশ্চ বৃতগাত্রো বিরাজতে ॥ ৭ ॥ পুন্নাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বিল্বামলকপাটলৈঃ। চূতনীপকদম্বৈশ্চ চন্দনাগুরুচম্পকৈঃ ॥ ৮ ॥ শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ সরলার্জ্জুনপর্পটৈঃ। তথান্যৈর্বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বতঃ সমলংকৃতঃ ॥ ৯ ॥ নানাধাতুকৃতৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রস্রবৈস্তৈঃ সমংততঃ। শোভিতো রুচিরঃ প্রেষ্ঠৈস্ত্রিভির্বিস্তীর্ণসানুভিঃ ১০ ॥ মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ সিংহৈর্মাতঙ্গৈশ্চ সদামদৈঃ। জীবংজীবকসংঘুষ্টৈশ্চকোরশিখিনাদিতৈঃ ॥ ১১ ॥ তস্যৈকং কাঞ্চনং শৃঙ্গং সেবতে যদ্দিবাকরঃ। নানাপুষ্পসমাকীর্ণং নানাগন্ধাধিবাসিতং ॥ ১২ ॥ দ্বিতীয়ং রাজতং শৃঙ্গং সেবতে যন্নিশাকরঃ। পাণ্ডুরাম্বুদসংকাশং তথা রত্নচয়োপমং ॥ ১৩ ॥ বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যতেজোভির্ভাসয়দ্দিশঃ। তৃতীয়ং ব্রহ্মসদনং প্রহৃষ্টং শৃঙ্গমুত্তমং ॥ ১৪ ॥ ন তৎ কৃতঘ্নাঃ পশ্যন্তি নৃশংসা নৈব রাক্ষসাঃ। নাতপ্ততপসো লোকে যে চ পাপকৃতো জনাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্য সানুমতঃ পৃষ্ঠে সরঃ কাঞ্চনপঙ্কজং। কারণ্ডবসমাকীর্ণং রাজহংসোপশোভিতং ॥ ১৬ ॥ কুমুদোৎপলকহ্লারৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শোভিতং। কমলৈঃ শতপত্রৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ সমলঙ্কৃতং ॥ ১৭ ॥ পত্রৈর্মরকতপ্রখ্যৈঃ পুষ্পৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ। গুল্মৈঃ কীচকবেণুনাং সমংতাৎ পরিবেষ্টিতং ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ সরসি দুষ্টাত্মা নিগূঢ়োন্তর্জলেশয়ঃ।

পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত ভাস্করদ্যুতি সুমেরুর পুত্র ॥ ৪ ॥ ক্ষীরোদসলিলতরঙ্গে উহার অমল শিলাতল প্রক্ষালিত হইয়া থাকে। দেব ও ঋষিগণ উহার সেবা করেন। উহা সাগর ভেদ করিয়া, উত্থিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ঐ শ্রীমান্ পর্ব্বত অপ্সরোগণে পরিবৃত ও প্রস্রবণপরম্পরায় সমাকীর্ণ। তদ্ব্যতীত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক ॥ ৬ ॥ বিদ্যাধর ও সংযত তপস্বিগণ এবং বৃক ও গজেন্দ্রসমূহে পরিবেষ্টিত হওয়াতে, উহার পরম শোভা সম্ভূত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ পুন্নাগ, কর্ণিকার, বিল্ব, আমলক, পাটল, চূত, নীপ, কদম্ব, চন্দন, অগুরু, চম্পক ॥ ৮ ॥ সাল, তাল, তমাল, সরল, অর্জ্জুন, পর্পট এবং অন্যান্য বিবিধ পাদপরাজির সংসর্গে উহা অতিমাত্র বিরাজিত ॥ ৯ ॥ উহার শৃঙ্গ সকল বিবিধ-ধাতু-লাঞ্ছিত ও সমন্তাৎ প্রস্রবণসমূহে সমাকীর্ণ, এবং উহার প্রস্থত্রয় বিস্তীর্ণ-সানুবিশিষ্ট। এই সকলের সান্নিধ্যযোগে উহা শোভিত ও রুচিরভাবসমাবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১০ ॥ মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ ও সদামদ মাতঙ্গ সকল উহাতে বিচরণ, জীবজীবক সমস্ত সকরণ এবং চকোর ও শিখিসমূহ উহাতে শব্দ করিতেছে ॥ ১১ ॥ উহার এক শৃঙ্গে দিবাকর অবস্থিতি করেন। ঐ শৃঙ্গ বিবিধ পুষ্পে আচ্ছন্ন ও বিবিধ গন্ধে দিতে আমোদিত ॥ ১২ ॥ উহার দ্বিতীয় শৃঙ্গ রজতময়। নিশাকর উহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ঐ শৃঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ-পয়োদসন্নিভ, সাক্ষাৎ রত্নচয়সদৃশ ॥ ১৩ ॥ এবং বজ্র, ইন্দ্রনীল, ও বৈদূর্য্য এই সকলের তেজে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। তৃতীয় শৃঙ্গে ব্রহ্মসদন প্রতিষ্ঠিত এবং উহা পরমপ্রহৃষ্টভাবাপন্ন ॥ ১৪ ॥ কৃতঘ্নেরা তাহা দেখিতে পায় না; নৃশংসেরাও তাহা অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না; রাক্ষসেরাও তাহার দর্শনলাভে সক্ষম নহে; যাহারা পাপকারী ও তপস্যা করে নাই, তাহারাও তাহা দেখিতে পায় না ॥ ১৫ ॥

সেই সানুমানের পৃষ্ঠদেশে কাঞ্চনপঙ্কজে অলঙ্কৃত এক সরোবর আছে। উহা কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ, রাজহংসসকলে সুশোভিত ॥ ১৬ ॥ কুমুদ, উৎপল ও কহ্লারস্তোমে সমলঙ্কৃত; কনক কমল ও শতপত্রসমূহে বিমণ্ডিত ॥ ১৭ ॥ মরকতপ্রতিম পত্র ও কাঞ্চনসন্নিভ কুসুমকুলে বিরাজিত, গুল্ম ও কীচকপরম্পরায় পরিবেষ্টিত ॥ ১৮ ॥ সেই সরোবরে দুষ্টাত্মা মহাবল কোন

আসীদ্গ্রাহো গজেন্দ্রাণাং দুরাধর্ষো মহাবলঃ ॥ ১৯ ॥ অথ দন্তোজ্জ্বলবপুঃ কদাচিদ্গজযূথপঃ। মদস্রাবী জলাকাঙ্ক্ষী পাদচারীব পর্ব্বতঃ ॥ ২০ ॥ বাসয়ন্ মদগন্ধেন গিরিমৈরাবতোপমঃ। স গজোঽঞ্জনসঙ্কাশো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ ২১ ॥ তৃষিতঃ পাতুকামোঽসাববতীর্ণশ্চ তজ্জলম্। সলীলঃ পঙ্কজবনে যূথমধ্যগতশ্চরন্ ॥ ২২ ॥ গৃহীতস্তেন রৌদ্রেণ গ্রাহেণাব্যক্তমূর্ত্তিনা। পশ্যন্তীনাং করেণূনাং ক্রোশন্তীনাং চ দারুণং ॥ ২৩ ॥ হ্রিয়তে পঙ্কজবনে গ্রাহেণাতিবলীয়সা। গজ আকর্ষতে তীরং গ্রাহ আকর্ষতে জলম্ ॥ ২৪ ॥ তয়োর্দ্দিব্যং মহাযুদ্ধং জাতং বর্ষসহস্রকম্। বারুণৈঃ সংযুতঃ পাশৈর্নিষ্প্রযত্নগতিঃ কৃতঃ ॥ ২৫ ॥ বেষ্ট্যমানঃ সুঘোরৈস্তু পাশৈর্নাগো দৃঢ়ৈস্তথা। বিস্ফূর্জ্য চ যথাশক্তি বিক্রোশংশ্চ মহারবান্ ॥ ২৬ ॥ ব্যথিতঃ স নিরুচ্ছ্বাসো গৃহীতো ঘোরকর্ম্মণা। পরমাপদমাপন্নো মনসাচিন্তয়দ্ধরিং ॥ ২৭ ॥ স তু নাগবরঃ শ্রীমান্ নারায়ণপরায়ণঃ। তমেব শরণং দেবং গতঃ সর্ব্বাত্মনা তদা ॥ ২৮ ॥ একাত্মানুগৃহীতাত্মা বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। জন্মজন্মান্তরাভ্যাসাদ্ভক্তিমান্ গরুড়ধ্বজে ॥ ২৯ ॥ আদ্যং দেবং মহাদেবং পূজয়ামাস কেশবং। মথিতামৃতফেনাভং শঙ্খচক্রগদাধরং ॥ ৩০ ॥ সহস্রশুভনামানমাদিদেবমজং বিভুং। প্রগৃহ্য পুষ্করাগ্রেণ কাঞ্চনং কমলোত্তমং। আপদ্বিমোক্ষমন্বিচ্ছন্ গজঃ স্তোত্রমুদীরয়ন্ ॥ ৩১ ॥

গজেন্দ্র উবাচ। ওঁ নমো মূলপ্রকৃতয়ে অজিতায় মহাত্মনে। অনাশ্রিতায় দেবায় নিঃস্পৃহায়

গ্রাহ অন্তর্জ্জলে অন্তর্হিত হইয়া, বাস করিত। গজেন্দ্রগণ তাহাকে ধর্ষণ করিতে পারিত না ॥ ১৯ ॥

কোন সময়ে দন্তোজ্জ্বল-শরীর-বিশিষ্ট মদস্রাবী গজযূথপতি স্নান ও জলপানে অভিলাষী হইয়া, পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় ॥ ২০ ॥ এবং সাক্ষাৎ ঐরাবতের ন্যায় মদগন্ধে সমস্ত পর্ব্বত বাসিত করিয়া, অঞ্জন-সংকাশ কলেবরে মদাঘূর্ণিত লোচনে ॥ ২১ ॥ পিপাসাবশে ঐ সরোবর-সলিলে অবতীর্ণ এবং যূথমধ্যে থাকিয়া, স্বরাসহকারে পদ্মবনে বিহার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ সেই অব্যক্তমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর গ্রাহ তদবস্থায় তাহারে গ্রহণ করিল। করেণুগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া দারুণ রবে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ২৩ ॥ অতীব বলীয়ান গ্রাহ তাহারে পঙ্কজ বনমধ্যে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই গজ তাহাকে তীরের দিকে আকর্ষণ ও গ্রাহও তাহারে জলমধ্যে প্রত্যাকর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ এইরূপে উভয়ে তুমুল যুদ্ধ করিয়া, দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিল। তখন গ্রাহ গজকে বারুণপাশে বদ্ধ করিয়া, নিষ্প্রযত্নগতি করিয়া তুলিল। ২৫ ॥ গজপতি অতীব ভয়ঙ্কর ও অতীব দুর্ভেদ্য পাশে বেষ্ট্যমান হইয়া, যথাশক্তি বিস্ফূর্জনপুরঃসর মহারবে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ ঘোর কর্ম্মবশে গৃহীত ও ব্যথিত হওয়াতে, ক্রমে উচ্ছ্বাসশূন্য হইয়া উঠিল। এবং যারপরনাই বিপন্ন হইয়া, মনে মনে নারায়ণের স্মরণ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর সেই শ্রীমান্ নাগবর নারায়ণপরায়ণ হইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ সেই ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৮ ॥ জন্মজন্মান্তরসমুদ্ভাবিত অভ্যাস-বশে ভগবান্ গরুড়ধ্বজে তাহার ভক্তির আবির্ভাব হইল। সেই ভক্তিবশে অন্তরাত্মা পরম-শুদ্ধিসম্পন্ন হইলে, সে একাত্মা ও অনুগৃহীতাত্মা হইয়া। ২৯ ॥ আদ্য, দেব, মহাদেব কেশবের পূজা করিল। সেই ভগবান্ মথিত অমৃতের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও শঙ্খচক্রগদাধর ॥ ৩০ ॥ এবং সহস্র সহস্র শুভনামে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বব্যাপী। এবং আদিদেবনামে অভিহিত। গজপতি শুণ্ডাগ্রে কাঞ্চনকমলগ্রহণপূর্ব্বক, ভগবানের পূজা করিয়া, আপদ্বিমোক্ষণ অভিলাষে বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

তুমি মূলপ্রকৃতি; তুমি অজিত; তুমি বিরাট্‌স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তোমার আশ্রয়

নমোঽস্তু তে ॥ ৩২ ॥ নম আদ্যায় বামায় আর্যায়াদিপ্রবর্ত্তিনে। অনন্তরায় চৈকায় অব্যক্তায় নমো নমঃ ॥ ৩৩ ॥ নমো গুহ্যায় গূঢ়ায় গুণায় গুণবর্ত্তিনে। অতর্ক্যায়াপ্রমেয়ায় অতুলায় নমো নমঃ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ শিবায় শান্তায় নিশ্চিন্তায় যশস্বিনে। সনাতনায় পূর্ব্বায় পুরাণায় নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥ নমোঽস্তু তস্মৈ দেবায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥ নমোঽস্তু পদ্মনাভায় সাংখ্যযোগোদ্ভবায় চ। বিশ্বেশ্বরায় দেবায় শিবায় হরয়ে নমঃ ॥ ৩৭ ॥ নমোঽস্তু তস্মৈ দেবায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। নারায়ণায় বিশ্বায় দেবায় পরমাত্মনে ॥ ৩৮ ॥ নমো নমঃ কারণবামনায় নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়। শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসি-গদাধরায় নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৩৯ ॥ গুহায় বেদনিলয়ায় মহোরগায় সিংহায় দৈত্য-নিধনায় চতুর্ভুজায়। ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনিচারণসংস্তুতায় দেবোত্তমায় সকলায় নমোঽচ্যুতায় ॥ ৪০ ॥ নাগেন্দ্রভোগশয়নায় চ সুপ্রিয়ায় গোক্ষীরহেমশুকনীলঘনোপমায়। পীতাম্বরায় মধুকৈটভনাশ-নায় বিশ্বাদ্যচারুমুকুটায় নমোঽক্ষরায় ॥ ৪১ ॥ নাভিপ্রজাতকমলস্থচতুর্ম্মুখায় ক্ষীরোদকার্ণব-নিকেতযশোধরায়। নানাবিচিত্রকনকাঙ্গদভূষণায় সর্ব্বেশ্বরায় বরদায় নমো বরায় ॥ ৪২ ॥ ভক্তিপ্রিয়ায় বরদীপ্তসুদর্শনায় দেবেন্দ্রবিঘ্নশমনোদ্যতপৌরুষায়। ফুল্লারবিন্দবিমলায়ত-লোচনায় যোগেশ্বরায় বরদায় নমো বরায় ॥৪৩॥ ব্রহ্মায়ণায় ত্রিদশায়ণায় লোকায়ণায়াত্মহিতায়-নায়। নারায়ণায়াত্মবিকাশনায় মহাবরাহায় নমঃ স্মরেঽহ স ॥ ৪৪॥ কূটস্থমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং নারা-

---

নাই, স্পৃহা নাই ; তুমি স্বপ্রকাশ, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥ তুমি সকলের আদি, তুমি বামস্বরূপ, তুমি ঋষিগণের পরম সহায়, তুমি আদিপ্রবর্ত্তী ; তোমাকে নমস্কার। তোমার অন্তরায় নাই ও কোনরূপ প্রকাশ নাই ; তুমি অদ্বিতীয়স্বরূপ ; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥ তুমি গুহ্য ও গূঢ়স্বরূপ, তুমি গুণ ও গুণবর্ত্তী. তুমি তর্কের অতীত, ইয়ত্তার বহির্ভূত ও তুলনার অনাক্রান্ত ; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ তুমি শিবস্বরূপ ও শান্তস্বরূপ ; তুমি চিন্তার অতীত ও পরম কীর্ত্তিমান্ ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সনাতন ও পুরাণস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ তুমি নির্গুণ ও গুণাত্মা ; তোমাকে নমস্কার। তুমি জগ-তের প্রতিষ্ঠাতা ও গোবিন্দ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ তুমি পদ্মনাভ ও সাংখ্য-যোগের উদ্ভাবক ; তুমি বিশ্বেশ্বর, শিবস্বরূপ হরি ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ তুমি বিশ্বরূপ, পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥ তুমি কারণ-বামনস্বরূপ, তুমি অমিত-বিক্রম, তুমি নারায়ণ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৯ ॥ তুমি শার্ঙ্গ, চক্র ও গদাধর ; তুমি পুরুষোত্তম ; তোমাকে নমস্কার। তুমি গুহ্য বেদনিলয়, তুমি বাসুকি, তুমি নৃসিংহ, তুমি দৈত্যনিসূদন, তুমি চতুর্ভুজ। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মুনিগণ, চারণগণ তোমার স্তব করেন ; তুমি দেব-গণের অগ্রগণ্য ; তুমি সকল ও অচ্যুতস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥ তুমি শেষভোগপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাক ; তুমি সকলের পরমপ্রীতিভাজন, তুমি গোক্ষীরসদৃশ, কনকসন্নিভ, শুকসংকাশ ও নীলমেঘোপম ; তুমি পীতাম্বর, মধুকৈটভনিসূদন, বিশ্বাদ্য, চারুমুকুট ও অক্ষরস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১ ॥ চতুর্ম্মুখ তোমার নাভিপ্রজাত কমলে অধিষ্ঠান করেন ; ক্ষীরোদ সাগর তোমার নিকেতন ; তুমি নানাবিচিত্র কনকাঙ্গদে বিভূষিত ; তুমি সকলের ঈশ্বর ও সক-লের বরদাতা বরস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥ তুমি ভক্তিপ্রিয় ; তোমার সুদর্শনচক্র বরপ্রভাবে অতিমাত্র দীপ্তিবিশিষ্ট ; তুমি দেবেন্দ্রের বিঘ্নপ্রশমনার্থ সর্ব্বদাই পৌরুষ প্রদর্শন করিয়া থাক ; তোমার লোচন প্রফুল্ল পদ্মবৎ বিমল ও আয়ত ; তুমি যোগের প্রতিষ্ঠাতা, বরদ ও বরস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৩ ॥ তুমি ব্রহ্মের আশ্রয় দেবগণের আশ্রয়, লোকসকলের আশ্রয় ও আত্মহিতের আশ্রয় ; তুমি নারায়ণ ও আত্মবিকাশন মহাবরাহ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৪ ॥

রূপং কারণমাদিদেবং। যুগান্তশেষং পুরুষং পুরাতনং তং দেবদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৫ ॥ যোগেশ্বরং চারুবিচিত্রমৌলিমজ্ঞেয়মগ্র্যং প্রকৃতেঃ পরস্থং। ক্ষেত্রজ্ঞমাত্মপ্রভবং বরেণ্যন্তং বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৬ ॥ অদৃশ্যমব্যক্তমচিন্ত্যমব্যয়ং ব্রহ্মর্ষয়ো ব্রহ্মময়ং সনাতনং। বদন্তি যং বৈ পুরুষং সনাতনং তং দেবগুহ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৭ ॥ যদক্ষরং ব্রহ্ম বদন্তি সর্ব্বগং নিশম্য যং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। তমীশ্বরং তৃপ্তমনুত্তমৈগুৈণৈঃ পরায়ণং বিষ্ণুমুপৈমি শাশ্বতং ॥ ৪৮ ॥ কার্য্যং ক্রিয়াকারণমপ্রমেয়ং হিরণ্যনাভং বরপদ্মনাভং। মহাবলং দেবনিধিং সুরেশ্বরং ব্রজামি বিষ্ণুং শরণং জনার্দ্দনং ॥ ৪৯ ॥ কিরীটকেয়ূরমহার্হনিষ্কৈর্মণ্যুত্তমালংকৃতসর্ব্বগাত্রং। পীতাম্বরং কাঞ্চনভক্তিচিত্রং মালাধরং কেশবমভ্যুপৈমি ॥ ৫০ ॥ জায়োদ্ভবং বেদবিদাম্বরিষ্ঠং যোগাত্মনাং সাংখ্যবিদাম্বরিষ্ঠং। আদিত্যরুদ্রাশ্বিবসুপ্রভাবং প্রভুং প্রপদ্যেঽচ্যুতমাদিভূতম্ ॥ ৫১ ॥ শ্রীবৎসাংকং মহাদেবং দেবগুহ্যং মনোরমং। প্রপদ্যে সূক্ষ্মমতুলং বরেণ্যমভয়প্রদম্ ॥ ৫২ ॥ প্রভবং সর্ব্বভূতানাং নির্গুণং পরমেশ্বরং। প্রপদ্যে মুক্তসংগানাং যতীনাং পরমাং গতিং ॥ ৫৩ ॥ ভগবন্তং গুণাধ্যক্ষমক্ষরং পুষ্করেক্ষণং। শরণ্যং শরণং ভক্ত্যা প্রপদ্যে ভক্তবৎসলং ॥ ৫৪ ॥ ত্রিবিক্রমং ত্রিলোকেশং সর্ব্বেষাং প্রপিতামহং। যোগাত্মানং মহাত্মানং প্রপদ্যেঽহং জনার্দ্দনং ॥ ৫৫ ॥ আদিদেবমজং শম্ভুং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনং। নারায়ণমণীয়াংসং প্রপদ্যে-

---

তুমি কূটস্থ, তুমি অব্যক্ত, তুমি অচিন্ত্যরূপ, তুমি নারায়ণ, তুমি কারণরূপী ও আদিদেব ; তুমি যুগান্তশেষ, পুরাণপুরুষ, তুমি দেবদেব ; তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৫ ॥ তুমি যোগেশ্বর ও চারুবিচিত্রমৌলিবিশিষ্ট ; তুমি অজ্ঞেয় ও অগ্র্যস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত ; তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ ও আত্মভূ ; তুমি বরেণ্যস্বরূপ বাসুদেব ; তোমার শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৪৬ ॥ তুমি চিন্তার অতীত, দৃষ্টির অতীত, ব্যক্তির অতীত ও বিনাশের অতীত ; ব্রাহ্মণগণ তোমাকে নিত্যপ্রবর্ত্তমান ব্রহ্মময় বলিয়া থাকেন, তুমি শাশ্বতস্বরূপ ও পুরুষস্বরূপ, দেবগণও তোমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞানে সমর্থ নহেন ; তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৭ ॥ যাঁহাকে সর্ব্বদা ও অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া থাকে এবং যাঁহার শ্রবণ করিলে, মৃত্যুমুখপ্রমুক্ত হওয়া যায় ; যিনি সকলের ঈশ্বর ও পরম আশ্রয়, সেই অনুত্তমগুণযুক্ত, সর্ব্বথা আপ্তকাম, শাশ্বতস্বরূপ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৮ ॥ যিনি কার্য্য, ক্রিয়া ও কারণস্বরূপ ; যাঁহার ইয়ত্তা বা অবধারণ নাই ; যিনি হিরণ্যনাভ ও বরপদ্মনাভ ; যিনি মহাবল, দেবনিধি ও সুরেশ্বর, সেই বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দনের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৯ ॥ যাঁহার সমুদায় গাত্র কিরীট, কেয়ূর, মহামূল্য নিষ্ক ও উৎকৃষ্ট মণিগণে অলঙ্কৃত ; যিনি পীতাম্বর ও কাঞ্চনভক্তিবিচিত্রিত-কলেবর, সেই বনমালাবিভূষিত কেশবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫০ ॥ যিনি ওঙ্কারযোনি ও বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য ; যিনি যোগাত্মা ও সাংখ্যবিদ্গণের বরিষ্ঠ ; যিনি আদিত্য, রুদ্র, অশ্বী ও বসুগণের প্রভাবসম্পন্ন ; যিনি সকলের প্রভু ও আদিভূত, সেই অচ্যুতের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫১ ॥ যিনি শ্রীবৎসাঙ্ক ও মহাদেব ; যিনি দেবগুহ্য ও সকলের মনোহারী, সেই সূক্ষ্মস্বরূপ, বরেণ্যস্বরূপ ও অনুপমস্বরূপ অভয়প্রদাতা নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥৫২॥ যিনি সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, গুণাতীত পরমেশ্বরস্বরূপ ; বিমুক্তসঙ্গ যতিগণের পরমাগতি, সেই বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৩ ॥ যিনি গুণাধ্যক্ষ, অক্ষরস্বরূপ ও পুষ্করেক্ষণ ; যিনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা ও ভক্তবৎসল, সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৪ ॥ যিনি ত্রিবিক্রম ও ত্রিলোকীর ঈশ্বর, যিনি সকলের প্রপিতামহ, সেই যোগাত্মা ও মহাত্মা জনার্দ্দনের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৫ ॥ যিনি আদিদেব ও সকল কল্যাণের উদ্ভবক্ষেত্র ; যাঁহার জন্ম নাই ও বিনাশ নাই ; যিনি ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ, সেই পরমাণুস্বরূপ

ব্রাহ্মণপ্রিয়ং ॥ ৫৬ ॥ নমো হরায় দেবায় নমঃ সর্ব্বসহায় চ। প্রপদ্যে দেবদেবেশমণীয়াংসমণোঃ সদা ॥ ৫৭ ॥ একায় লোকতত্ত্বায় পরতঃ পরমাত্মনে। নমঃ সহস্রশিরসে অনন্তায় মহাত্মনে ॥ ৫৮ ॥ ত্বামেব শরণং দেবমৃষয়ো বেদপারগাঃ। কীর্ত্তয়ন্তি চ যং সর্ব্বে ব্রহ্মাদীনাং পরায়ণং ॥ ৫৯ ॥ নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানামভয়প্রদ। অব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং শরণাগতং ॥ ৬০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ভক্তিং তস্যানুসংচিন্ত্য নাগস্যামোঘসম্ভবঃ। প্রীতিমানভবদ্বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৬১ ॥ সান্নিধ্যং কল্পয়ামাস তস্মিন্ সরসি কেশবঃ। গরুড়স্থো জগৎস্বামী লোকাধারস্তপোধনঃ ॥ ৬২ ॥ গ্রাহগ্রস্তং গজেন্দ্রং তং তঞ্চ গ্রাহং জলেশয়াৎ। উজ্জহারাপ্রমেয়াত্মা তরসা মধুসূদনঃ ॥ ৬৩ ॥ জলস্থং দারয়ামাস গ্রাহং চক্রেণ মাধবঃ। মোক্ষয়ামাস নাগেন্দ্রং পাশেভ্যঃ শরণাগতং ॥ ৬৪ ॥ এবং হি দেবপাশেন হূহূর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ। গ্রাহত্বমগমৎ কৃষ্ণাম্মোক্ষং প্রাপ্য দিবং গতঃ ॥ ৬৫ ॥ গজোপি বিষ্ণুনা স্পৃষ্টো জাতো দিব্যবপুঃ পুমান্। পাপাদ্বিমুক্তৌ যুগপদ্গজগন্ধর্ব্বসত্তমৌ ॥ ৬৬ ॥ প্রীতিমান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শরণাগতবৎসলঃ। অভবত্তথ দেবেশস্তাভ্যাঞ্চৈব প্রপূজিতঃ ॥ ৬৭ ॥ ইদঞ্চ ভগবান্ যোগী গজেন্দ্রং শরণাগতং। প্রোবাচ মুনিশার্দ্দূল মধুরং মধুসূদনঃ ॥ ৬৮ ॥

ভগবানুবাচ। যো মাং ত্বাঞ্চ সরশ্চেদং গ্রাহস্য চ বিদারণং। গুল্মকীচকরেণূনাং রূপং মেরুসুতস্য চ ॥ ৬৯ ॥ অশ্বত্থং ভাস্করং গঙ্গাং নৈমিষারণ্যমেব চ। সংস্মরিষ্যন্তি মনুজাঃ প্রযতাঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭০ ॥ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ভক্ত্যা চ শ্রোষ্যন্তি চ শুচিব্রতাঃ। দুঃস্বপ্নো নশ্যতে তেষাং

নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৬ ॥ তুমি হর, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বপ্রকাশ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের পূজনীয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবদেবেশ; তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৭ ॥ তুমি এক ও লোকতত্ত্বস্বরূপ, পরাৎপর পরমাত্মা; তুমি সহস্রশিরা, বিরাটরূপী অনন্ত; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮ ॥ বেদপারগ ঋষিগণ তোমাকেই সকল লোকের সাক্ষাৎ শরণ ব্রহ্মাদিরও পরম আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন অতএব তুমিই আমার উপস্থিত বিপদে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ॥ ৫৯ ॥ হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি ভক্তদিগকে অভয় প্রদান করিয়া থাক। তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অব্রহ্মণ্যস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর অমোঘসংভব বিষ্ণু গজরাজের ভক্তি চিন্তা করিয়া, প্রীতিমান্ হইলেন ॥ ৬১ ॥ অনন্তর সেই লোকাধার জগৎস্বামী কেশব গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সেই সরোবরে সান্নিধ্য কল্পনা করিলেন ॥ ৬২ ॥ তৎপরে সেই অমেয়াত্মা মধুসূদন গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র ও গ্রাহ উভয়কেই জলমধ্য হইতে উদ্ধৃত এবং চক্রপ্রহারে জলস্থ গ্রাহকে বিদারিত করিয়া, শরণাগত গজেন্দ্রকে পাশ হইতে মোচন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

গন্ধর্ব্বসত্তম হুহু দেবশাপে ঐরূপ গ্রাহ হইয়াছিল। ভগবান্ বাসুদেবের প্রসাদে মোক্ষলাভ করিয়া, স্বর্গে সমাগত হইল ॥ ৬৫ ॥ গজেন্দ্রও বিষ্ণু কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া, দিব্যবপু পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। এইরূপে গজ ও গন্ধর্ব্ব উভয়েই যুগপৎ পাপবিমুক্ত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদ্দর্শনে শরণাগতবৎসল ভগবান্ মধুসূদন প্রীতিমান্ ও তাহাদের উভয় কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর সেই যোগী নারায়ণ মধুর বাক্যে শরণাগত গজেন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥ যে ব্যক্তি আমাকে, তোমাকে, এই সরোবরকে এবং গ্রাহের এই বিদারণবৃত্তান্ত ও এই ত্রিকূটকে স্মরণ করিবে ॥ ৬৯ ॥ অথবা, যাহারা প্রযত ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া, অশ্বত্থ, গঙ্গা, ভাস্কর ও নৈমিষারণ্য এই সকলের স্মরণ ॥ ৭০ ॥ এবং শুচিব্রত হইয়া কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবে, তাহাদের দুঃস্বপ্ন-

সুস্বপ্নশ্চ ভবিষ্যতি॥ ৭১॥ মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ বারাহং বামনং তার্ক্ষ্যমেব চ। নারসিংহঞ্চ নাগেন্দ্রং সৃষ্টিপ্রলয়কারকং॥ ৭২॥ এতানি প্রাতরুত্থায় সংস্মরিষ্যন্তি যে নরাঃ। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে পুণ্যাঁল্লোকানবাপ্নুয়ুঃ॥ ৭৩॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্ত্বা হৃষীকেশো গজেন্দ্রং গরুড়ধ্বজঃ। স্পর্শয়ামাস হস্তেন গজং গন্ধর্ব্বমেব চ॥৭৪॥ ততো দিব্যবপুর্ভূত্বা গজেন্দ্রো মধুসূদনং। জগাম বিষ্ণুং শরণং নারায়ণপরায়ণঃ॥৭৫॥ ততো নারায়ণঃ শ্রীমান্ মোক্ষয়িত্বা গজোত্তমং। পাপং বন্ধাচ্চ শাপাচ্চ গ্রাহঞ্চাদ্ভুতকর্ম্মকৃৎ॥৭৬॥ ঋষিভিঃ স্তূয়মানশ্চ দেবগুহ্যপরায়ণৈঃ। ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিঃ প্রভুঃ॥ ৭৭॥ গজেন্দ্রমোক্ষণং দৃষ্ট্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। ববন্দিরে মহাত্মানঃ প্রভুং নারায়ণং হরিং॥ ৭৮॥ মহর্ষয়শ্চারণাশ্চ দৃষ্ট্বা গজবিমোক্ষণং। বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাঃ সংস্তুবন্তি জনার্দ্দনং॥ ৭৯॥ প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা চক্রপাণের্ব্বিচেষ্টিতম্। গজেন্দ্রমোক্ষণং দৃষ্ট্বা ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৮০॥ য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং প্রাতরুত্থায় মানবঃ। প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং সিদ্ধিং দুঃস্বপ্নশ্চ বিনশ্যতি॥ ৮১॥ গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। কথিতেন স্মৃতেনাথ শ্রুতেন চ তপোধন॥ ৮২॥ এতৎ পবিত্রং পরমং সুপুণ্যং সংকীর্ত্তনীয়ং চরিতং মুরারেঃ। যস্মিন্ কিলোক্তে বহুপাপবন্ধনাল্লভেত মোক্ষং দ্বিরদোঽযথবৎ॥ ৮৩॥ অজং বরেণ্যং বরপদ্মনাভং নারায়ণং ব্রহ্মনিধিং সুরেশং। তং দেবগুহ্যং পুরুষং পুরাণং বন্দাম্যহং লোকপতিং বরেণ্যং॥ ৮৪॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৫॥

নাশ ও সুস্বপ্ন সংঘটিত হইবে॥ ৭১॥ যাহারা প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া, মাৎস্য, কৌর্ম্ম, বারাহ, বামন, তার্ক্ষ্য, নারসিংহ ও নাগেন্দ্র এই সকল স্মরণ করিবে, তাহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত এবং পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে॥ ৭২॥

পুলস্ত্য কহিলেন, গরুড়ধ্বজ হৃষীকেশ এইরূপ বলিয়া, হস্ত দ্বারা গজেন্দ্র ও গন্ধর্ব্ব উভয়কেই স্পর্শ করিলেন॥ ৭৩॥ তখন নারায়ণপরায়ণ গজেন্দ্র দিব্যবপু ধারণপূর্ব্বক, সেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইল॥ ৭৪॥ অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীমান্ নারায়ণ এইরূপে গজোত্তমকে উন্মোচন এবং গ্রাহকে পাশবন্ধন ও শাপ হইতে উদ্ধার করিলেন॥ ৭৫॥ ৭৬॥ দেবগুহ্যপরায়ণ ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই ভগবান্ দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতি ও সকলের নিয়ন্তা॥ ৭৭॥ শক্রপুরোগম দেবগণ গজেন্দ্রমোক্ষণ অবলোকন করিয়া, মহাত্মা হরির বন্দনা করিলেন॥ ৭৮॥ মহর্ষি ও চারণগণও এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে তাঁহার স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৭৯॥ প্রজাপতিপতি ব্রহ্মা চক্রপাণির এই গজেন্দ্রমোক্ষণরূপ বিচেষ্টিত অবলোকন করিয়া, বলিতে লাগিলেন॥ ৮০॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া, ইহা স্মরণ করিবে, তাহার পরমসিদ্ধিসংগ্রহ ও দুঃস্বপ্ন দূর হইবে॥ ৮১॥ ইহা কথিত, স্মৃতি ও শ্রুত হইলে, পুরুষগণের পাপ প্রণষ্ট করিয়া থাকে॥ ৮২॥ মুরারির এই পরমপবিত্র, নিরতিপুণ্যযুক্ত চরিত সংকীর্ত্তন করিলে, দ্বিরদের ন্যায়, বহুপাপবন্ধন পরিহৃত হয়॥ ৮৩॥ যিনি অজ, বরেণ্য ও বরপদ্মনাভ; যিনি নারায়ণ, ব্রহ্মনিধি ও সুরেশ্বর; যিনি দেবগুহ্য ও পুরাণপুরুষ, সেই লোকপতি শ্রীপতির বন্দনা করি॥ ৮৪॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে গজেন্দ্রমোক্ষণনামক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়॥ ৮৫॥

পুলস্ত্য উবাচ। কশ্চিদাসীদ্দ্বিজদ্রোগ্ধা পিশুনঃ ক্ষত্রিয়াধমঃ। পরপীড়ারুচিঃ ক্ষুদ্রঃ স্বভাবাদেব নির্ঘৃণঃ॥ ১॥ নোপাসিতাঃ সদা তেন পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ। স স্বায়ুষি পরিক্ষীণে জজ্ঞে ঘোরনিশাচরঃ॥ ২॥ তেনাসৌ কর্ম্মদোষেণ যেন পাপকৃতাম্বরঃ। ক্রূরৈশ্চক্রে তদা বৃত্তিঃ রাক্ষসত্বাদ্বিশেষতঃ॥ ৩॥ তস্য পাপরতস্যৈবং জগ্মুর্বর্ষশতানি তু। তেনৈক কর্ম্মদোষেণ নান্যা বৃত্তিররোচত॥ ৪॥ যং যং পশ্যতি সত্বং স তং তমাদায় রাক্ষসঃ। চখাদ রৌদ্রকর্ম্মাসৌ বাহুগোচরমাগতং॥ ৫॥ এবং তস্য তু দুষ্টস্য কুর্ব্বতঃ প্রাণিনাং বধং। জগাম সুমহান্ কালঃ পরিণামং তথা বয়ঃ॥ ৬॥ স কদাচিত্তপস্যন্তং দদর্শ সরিতস্তটে। মহাভাগমূর্দ্ধভুজং যথাবৎ সংযতেন্দ্রিয়ং॥ ৭॥ অনয়া রক্ষয়া ব্রহ্মন্ কৃতরক্ষং তপোনিধিং। যোগাচার্য্যং শুচিং দক্ষং বাসুদেবপরায়ণং॥ ৮॥ বিষ্ণুঃ প্রাচ্যাং স্থিতশ্চক্রী বিষ্ণুর্দক্ষিণতো গদী। প্রতীচ্যাং শার্ঙ্গধৃগ্বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ খড়্গী মমোত্তরে॥ ৯॥ হৃষীকেশো বিকোণেষু তচ্ছিদ্রেষু জনার্দ্দনঃ। ক্রোড়রূপী হরির্ভূমৌ নরসিংহোঽম্বরে মম॥ ১০॥ ক্ষুরান্তমমলং চক্রং ভ্রমত্যেতৎ সুদর্শনং। অস্যাংশুমালা দুষ্প্রেক্ষ্যা হন্তি প্রেতনিশাচরান্॥ ১১॥ গদা চেয়ং সহস্রার্চ্চিরর্দ্ধং হন্তি বৃকাংস্তথা। রক্ষোভূতপিশাচানাং ডাকিনীনাঞ্চ শাতনী॥ ১২॥ শার্ঙ্গং বিস্ফূর্জিতং চৈব বাসুদেবস্য মদ্রিপূন্। তির্য্যঙ্মনুষ্যকুষ্মাণ্ডপ্রেতাদীন্ হন্ত্যশেষতঃ॥ ১৩॥ খড়্গাধারোজ্জ্বলজ্যোৎস্না নির্ধূতা যে মমাহিতাঃ। তে যাংতু

পুলস্ত্য কহিলেন, কোন ক্ষত্রিয়াধম ছিল। সে স্বভাবতঃ ঘৃণাশূন্য, পরপীড়নে সর্ব্বদাই কৃতসঙ্কল্প, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ও অতিমাত্র ক্রূর এবং দ্বিজগণের বিদ্রোহাচরণ করিত॥ ১। সে কখন পিতৃগণ, দেবগণ, ও দ্বিজাতিগণের উপাসনা করে নাই। এই কারণে আয়ুর ক্ষয় হইলে, ঘোর নিশাচর হইয়া, জন্মগ্রহণ করিল॥ ২॥ সে পাপকারিগণের অগ্রগণ্য ছিল। স্বকীয় কর্ম্মদোষে রাক্ষস হইয়া, ক্রূরবৃত্তি আশ্রয় করিল॥ ৩॥ এইরূপে পাপরত হইয়া, তাহার বর্ষশত অতীত হইল। ঐ প্রকার কর্ম্মদোষবশে অন্য বৃত্তিতে তাহার অভিরুচি ছিল না॥৪॥ সে যে যে প্রাণীকে আপনার বাহুগোচরে আপতিত দেখিত, তাহাকেই গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণ করিত॥ ৫॥ এইরূপে সে রৌদ্রকর্ম্মা ও অতীব দুষ্টপ্রকৃতি রাক্ষস হইয়া, বহুকাল অতিবাহিত করিল। এবং তৎসহকারে তাহার বয়স পরিণত হইয়া আসিল॥ ৬॥

সে কোন সময়ে নদীতটে অবলোকন করিল, এক তপোনিধি মহাভাগ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধবাহু ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তপস্যা করিতেছেন। তিনি যোগাচার্য্য, শুচি, দক্ষ ও বাসুদেবপরায়ণ। তৎকালে তিনি বক্ষ্যমাণ বিধানে আপনার রক্ষা সমাধান করিয়াছিলেন॥ ৭॥ ৮॥ বিষ্ণু চক্রধারণপূর্ব্বক আমার প্রাচী দিকে থাকিয়া রক্ষা করুন। বিষ্ণু গদাগ্রহণপূর্ব্বক আমার দক্ষিণ দিকে বিরাজমান হউন। বিষ্ণু শার্ঙ্গধনু ধারণ করিয়া, আমার প্রতীচী দিকে অবস্থান করুন। বিষ্ণু খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক, আমার উত্তরে অধিষ্ঠিত হউন॥ ৯॥ হৃষীকেশ আমার বিকোণসমূহে, জনার্দ্দন তাহার ছিদ্র সকলে, শূকররূপ হরি ভূমিতে ও নরসিংহ আমার অম্বরবিভাগে, অবস্থিতি করুন॥ ১০॥ এই ক্ষুরধার অমল সুদর্শনচক্র ভ্রমণ করিতেছে। ইহার দুষ্প্রেক্ষ্য অংশুমালা প্রেত ও নিশাচরগণের সংহার করিয়া থাকে॥ ১১॥ তাঁহার এই গদা সহস্রার্চ্চির্বিশিষ্ট। উহা ঊর্দ্ধভাগে বৃকসকলের নিধন করে। এবং রাক্ষসগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ ও ডাকিনীগণ, ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ১২॥ তাঁহার এই পরমতেজোরাশি শার্ঙ্গধনু তির্য্যক্, মনুষ্য, কুষ্মাণ্ড ও প্রেতাদি মদীয় রিপুসকলকে সংহার করুন॥ ১৩॥ যাহারা আমার অহিতকারী, তাহারা বিষ্ণুর এই খড়্গাধারোজ্জ্বল জ্যোৎস্না দ্বারা নির্ধূত ও গরুড়ের আক্রমণে পন্নগগণের

সৌম্যতাং সদ্যো গরুড়েনেব পন্নগাঃ ॥ ১৪ ॥ যে কুষ্মাণ্ডাস্তথা দৈত্যা যক্ষা যে চ নিশাচরাঃ । প্রেতা বিনায়কাঃ ক্রূরা মানুষ্যা জৃম্ভকাঃ খগাঃ ॥ ১৫ ॥ সিংহাদয়ো যে পশবো দন্দশূকাশ্চ পন্নগাঃ । সর্ব্বে ভবন্তু তে সৌম্যা বিষ্ণুশঙ্খরবাহতাঃ ॥ ১৬ ॥ চিত্তবৃত্তিহরা যে চ যে জনাঃ স্মৃতিহারকাঃ । বলৌজসাঞ্চ হর্ত্তারশ্ছায়াবিভ্রংশকাশ্চ যে ॥ ১৭ ॥ যে চোপভোগহর্ত্তারো যে চ লক্ষণনাশকাঃ । কুষ্মাণ্ডাস্তে প্রণশ্যন্তু বিষ্ণুচক্ররয়াহতাঃ ॥ ১৮ ॥ বুদ্ধিস্বাস্থ্যং মনঃস্বাস্থ্যং স্বাস্থ্যমৈন্দ্রিয়কং তথা । মমাস্তু বাসুদেবস্য দেবদেবস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ ১৯ ॥ পৃষ্ঠে পুরস্তাদথ দক্ষিণোত্তরে বিকোণতশ্চাস্তু জনার্দ্দনো হরিঃ । তমীড্যমীশানমনন্তমচ্যুতং জনার্দ্দনং প্রাণপতিং ন সীদতি ॥ ২০ ॥ যথা পরং ব্রহ্ম হরিস্তথা পরং জগৎস্বরূপশ্চ স এব কেশবঃ । ঋতেন তেনাচ্যুতনামকীর্ত্তনাৎ প্রণাশমেতু ত্রিবিধং মমাশুভং ॥ ২১ ॥ ইত্যেবং চাত্মরক্ষার্থং কৃত্বা বৈ বিষ্ণুপঞ্জরং । সংস্থিতোঽসাবপি বলী রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ২২ ॥ ততো দ্বিজনিযুক্তয়া রক্ষয়া রজনীচরঃ । নির্দ্ধূতবেগঃ সহসা তস্থৌ মাসচতুষ্টয়ং ॥ ২৩ ॥ যাবদ্দ্বিজস্য দেবর্ষে সমাপ্তির্বৈ সমাধিতঃ । ততো জপ্যাবসানেঽসৌ তং দদর্শ নিশাচরং ॥ ২৪ ॥ দীনং হতবলোৎসাহং কান্দিশীকং হতৌজসং । তং দৃষ্ট্বা কৃপয়াবিষ্টঃ সমাশ্বাস্য নিশাচরং ॥ ২৫ ॥ পপ্রচ্ছ আগমনে হেতুং সমাচষ্টে যথাযথম্ । স্বভাবমাত্মনো দ্রষ্টুং রক্ষয়া তেজসো নাশং ॥ ২৬ ॥ কথয়িত্বা চ তদ্রক্ষঃ কারণং বিবিধন্ততঃ । প্রসীদেত্যব্রবীদ্বিপ্রং নির্ব্বিণ্ণঃ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ২৭ ॥ বহূনি পাপানি ময়া কৃতানি তথা চ সন্তো বহবো ময়া হতাঃ ॥ ২৮ ॥ কৃতাঃ স্ত্রিয়ো ময়া বহ্ব্যো বিধবাঃ পুত্রবর্জ্জিতাঃ । অনাগসাং চ সত্ত্বানামনেকানাং ক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥ ২৯ ॥

ন্যায় সৌম্যভাবাপন্ন হউক ॥ ১৪ ॥ তদ্ব্যতীত, কুষ্মাণ্ডগণ, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, প্রেতগণ, বিনায়কগণ, ক্রূর মানুষগণ, জৃম্ভক খগগণ ॥ ১৫ ॥ সিংহাদি শ্বাপদ পশুগণ, দন্দশূকগণ, পন্নগগণ, ইহারা সকলে বিষ্ণুর শঙ্খরবে আহত হইয়া, সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক ॥ ১৬ ॥ যাহারা চিত্তবৃত্তি হরণ করে, যাহারা স্মৃতি হরণ করে, যাহারা বল ও তেজ হরণ করে, যাহারা ছায়া হরণ করে ॥ ১৭ ॥ যাহারা উপভোগ হরণ করে, অথবা যাহারা লক্ষণ সমস্ত হরণ করে, সেই সকল কুষ্মাণ্ড বিষ্ণুর চক্রবেগে আহত হইয়া, বিনষ্ট হউক ॥ ১৮ ॥ দেবদেব বাসুদেবের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, আমার বুদ্ধিস্বাস্থ্য, মনঃস্বাস্থ্য, ও ইন্দ্রিয়স্বাস্থ্য পদগ্রহণ করুক ॥ ১৯ ॥ জনার্দ্দন হরি আমার পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে ও বিকোণসমূহে অধিষ্ঠিত হউন । তিনি সকলের পূজনীয় ও নিয়ন্তা । তাঁহার অন্ত নাই, ভ্রংশ নাই । তিনি সকলেরই প্রাণপতি ॥ ২০ ॥ তিনি পরব্রহ্ম এবং তিনি জগৎস্বরূপ । সেই সত্যবশে তদীয়নামসংকীর্ত্তনপ্রভাবে আমার অশুভ ক্ষয় প্রাপ্ত হউক ॥ ২১ ॥

সেই তপোনিধি ব্রাহ্মণ এইরূপে আত্মরক্ষণার্থ বিষ্ণুপঞ্জর বিধান করিয়া, অবস্থিতি করিলে, রাক্ষস তদীয় সকাশে সমাগত হইল ॥ ২২ ॥ কিন্তু দ্বিজের নিযোজিত উক্তবিধ রক্ষাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার বেগরোধ হইয়া গেল । তদবস্থায় নিশাচর মাসচতুষ্টয় দণ্ডায়মান থাকিল ॥ ২৩ ॥ ঐ সময়ে ব্রাহ্মণের সমাধি সমাপ্ত হইল । তিনি জপাবসানে দেখিলেন, নিশাচর ॥ ২৪ ॥ তেজোহীন, উৎসাহহীন, ও বলহীন এবং নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া কান্দিশীক হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে । তদ্দর্শনে তিনি কৃপাবিষ্ট হইয়া, তাহাকে বিশেষরূপে আশ্বাস দিয়া ॥ ২৫ ॥ আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলেন । সে যথাযথ সমুদায় বলিল । সে ঋষিকে যেরূপে স্বভাববশে দেখিতে আসিয়াছিল এবং যেরূপে রক্ষাবলে তাহার তেজঃ বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ তৎসমস্ত বর্ণন করিয়া, বলিতে লাগিল, ব্রহ্মন্ ! প্রসন্ন হউন । স্বকর্ম্মবশে আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ আমি অনেক পাপ করিয়াছি ; অনেক সাধুর প্রাণ হত্যা করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ অনেক স্ত্রীর স্বামী ও পুত্র সংহার করিয়াছি , এবং নিরপরাধে অনেক প্রাণীর

তস্মাৎ পাপাদহং মোক্ষমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদতঃ। তৎপাপপ্রশমায়ালং কুরু মেঽধর্ম্মনাশনং ॥ ৩০ ॥ পাপস্যাস্য ক্ষয়করমুপদেশং প্রযচ্ছ মে। বচনং প্রাহ ধর্ম্মার্থহেতুমচ্চ সুভাষিতং ॥৩১॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নিশাটস্য দ্বিজোত্তমাঃ। কথং ক্রূরস্বভাবস্যাসতস্তব নিশাচর। সহসৈব সমায়াতা জিজ্ঞাসা ধর্ম্মবর্ত্মনি ॥ ৩২ ॥

রাক্ষস উবাচ। ত্বাং বৈ সম গতোঽস্ম্যদ্য ক্ষিপ্তোঽহং রক্ষয়া বলাৎ। তব সংসর্গতো ব্রহ্মন্ জাতো নির্ব্বেদ উত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥ কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি বেদ্মি নাস্যাঃ পরায়ণং। যস্যাঃ সংসর্গমাসাদ্য নির্ব্বেদং প্রাপিতো বয়ং ॥ ৩৪ ॥ ত্বং কৃপাং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ ময্যনুক্রোশমাবহ। যথা পাপাপনোদো মে ভবত্যার্য্য তথা কুরু ॥ ৩৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তঃ স মুনিস্তদা তেন চ রাক্ষসং। প্রত্যুবাচ মহাভাগ বিমৃশ্য সুচিরং বহু ॥ ৩৬ ॥

ঋষিরুবাচ। যন্মামাহোপদেশার্থং নির্ব্বিণ্নঃ স্বেন কর্ম্মণা। যুক্তমেতদ্ধি পাপানাং নিবৃত্তিরুপকারিকা ॥ ৩৭ ॥ করিষ্যে যাতুধানানাং নত্বহং ধর্ম্মদেশনং। তান্ সংপৃচ্ছ দ্বিজান্ সৌম্য যে বৈ প্রবচনে রতাঃ ॥ ৩৮ ॥ এবমুক্ত্বা যযৌ বিপ্রশ্চিন্তামাপ চ রাক্ষসঃ। কথং পাপাপনোদঃ স্যাদিতি চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ন চখাদ স সত্ত্বানি ক্ষুধাসম্বাধিতোঽপি সন্। ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে জন্তুমেকমভক্ষয়ৎ ॥ ৪০ ॥ স কদাচিৎ ক্ষুধাবিষ্টঃ পর্য্যটন্ বিপুলে বনে। দদর্শাথ ফলাহরমাগতং

বিনাশ করিয়াছি ॥ ২৯ ॥ অধুনা, আপনার প্রসাদে সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষ করি। আপনি তত্তৎ পাপের প্রশমনার্থ আমার অধর্ম্ম একবারেই বিনাশ করুন ॥ ৩০ ॥ যাহাতে এই পাপের ক্ষয় হইতে পারে, তাদৃশ উপদেশও প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক।

দ্বিজসত্তম নিশাচরের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, ধর্ম্মার্থহেতুসম্পন্ন সুপ্রযোজিত বাক্যে কহিলেন, হে নিশাচর! তুমি ক্রূরস্বভাব ও অসৎপ্রকৃতি। অতএব সহসা কিরূপে ধর্ম্মমার্গ জানিবার জন্য তোমার ঈদৃশী বাসনা হইল? ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

রাক্ষস উত্তর করিল, আমি অদ্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। আপনার কৃত এই রক্ষাবলে বলপূর্ব্বক পর্য্যুদস্ত হইয়াছি। ব্রহ্মন্! এইরূপ আপনার সংসর্গবশেই আমার ঈদৃশ বিশুদ্ধ বৈরাগ্যযোগ সমুদিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ এই রক্ষার স্বরূপ কি? আশ্রয়ই বা কে, তাহা জানি না; যাহার সংসর্গপ্রাপ্তিক্রমে এইরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল ॥ ৩৪ ॥ অতএব, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমারে কৃপা করুন এবং আমার প্রতি সদয় হউন। হে আর্য্য! যাহাতে আমার পাপ দূরীভূত হয়, তাহা করিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহাভাগ! মুনি এইরূপ অভিহিত হইয়া, বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া, রাক্ষসকে প্রতিবচন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৩৬ ॥ তুমি স্বীয় কর্ম্মবশে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া, উপদেশার্থ আমাকে যে কহিলে ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, পাপের যত নিবৃত্তি হয়, ততই লোকের উপকার হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ কিন্তু আমি রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে পারিব না। অতএব সৌম্য! তুমি প্রবচননিরত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা কর ॥ ৩৮ ॥ এই বলিয়াই, তিনি প্রস্থান করিলে, রাক্ষস চিন্তাক্রান্ত হইল। কিরূপে আমার পাপের অপনোদন হইবে, এইরূপ ভাবনাবশে তাহার ইন্দ্রিয় আকুল হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥ তখন সে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলেও, পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রাণিভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল না। প্রতি ষষ্ঠকালে একমাত্র জন্তু ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মচারিণং ॥ ৪১ ॥ গৃহীতো রক্ষসা তেন স তদা মুনিদারকঃ। নিরাশো জীবিতে প্রাহ সামপূর্ব্বং নিশাচরম্ ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ। ভোঃ ভদ্র ব্রূহি তৎ কার্য্যং গৃহীতো যেন হেতুনা। তদেবং ব্রূহি ভদ্রং তে স্বয়মস্ম্যনুশাধি মাং ॥ ৪৩ ॥

রাক্ষস উবাচ। ষষ্ঠে কালে ত্বমাহারঃ ক্ষুধিতস্য সমাগতঃ। নিষ্ঠুরস্যাতিপাপস্য নির্ঘৃণস্য দ্বিজদ্রুহঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ। যদ্যবশ্যং ত্বয়া চাহং ভক্ষিতব্যো নিশাচর। আযাস্যামি তবাদ্যৈব নিবেদ্য গুরবে ফলং ॥ ৪৫ ॥ গুর্ব্বর্থমেতদাগত্য যৎ ফলগ্রহণং কৃতং। মমাত্র নিষ্ঠা প্রাপ্তা হি ফলানি বিনিবেদিতুং ॥ ৪৬ ॥ স ত্বং মুহূর্ত্তমাত্রং মামত্রৈবমনুপালয়। নিবেদ্য গুরবে যাবদিহাগচ্ছাম্যহং ফলং ॥ ৪৭ ॥

রাক্ষস উবাচ। ষষ্ঠে কালে ন মে ব্রহ্মন্ কশ্চিদ্‌গ্রহণমাগতঃ। প্রতিমুচ্যেত দেবোঽপি ইতি মে পাপজীবকা ॥ ৪৮ ॥ এক এবাত্র মোক্ষস্য তব হেতুঃ শৃণুষ্ব তম্। মুঞ্চাম্যহমসন্দিগ্ধং যদি তৎ কুরুতে ভবান্ ॥ ৪৯ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ। গুরোর্যন্ন বিরুদ্ধং স্যাদ্যন্ন ধর্ম্মোপরোধকং। তৎ করিষ্যাম্যহং রক্ষো যন্ন ব্রতহরং মম ॥ ৫০ ॥

রাক্ষস উবাচ। ময়া নিসর্গতো ব্রহ্মন্ জাতিদোষাদ্বিশেষতঃ। নির্ব্বিবেকেন চিত্তেন পাপকর্ম্ম সদা কৃতং ॥ ৫১ ॥ আবাল্যান্মম পাপেষু ন ধর্ম্মেষু রতং মনঃ। তৎপাপসংচয়ান্মোক্ষং

সে একদা ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া, বিপুল বনে পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে অবলোকন করিল, কোন ফলাহারী ব্রহ্মচারী তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪১ ॥ রাক্ষস তৎক্ষণাৎ সেই মুনিদারককে গ্রহণ করিল। তখন তিনি জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিয়া, রাক্ষসকে সামপূর্ব্ব বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ হে অনঘ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যে কার্য্যের জন্য আমারে গ্রহণ করিয়াছ, তাহা বল। আমি স্বয়ং উপস্থিত আছি। কি করিতে হইবে, আদেশ কর ॥ ৪৩ ॥

রাক্ষস কহিল, তুমি ষষ্ঠসময়ে আমার আহাররূপে উপনীত হইয়াছ। আমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। আমি দয়াহীন, ঘৃণাহীন, পাপাত্মা ও ব্রাহ্মণদ্রোহী ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নিশাচর! যদি অবশ্যই আমাকে ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে, আমি গুরুকে ফল নিবেদন করিয়া, অদ্যই আগমন করিব ॥ ৪৫ ॥ গুরুর জন্য এখানে আগমন করিয়া, যে ফল সংগ্রহ করিয়াছি, এই সকল তাঁহারে নিবেদন করিবার জন্য আমার নিষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥ তুমি মুহূর্ত্তমাত্র এই স্থানেই আমার অপেক্ষা কর। আমি গুরুকে ফল নিবেদন করিয়া, ইতিমধ্যেই আসিতেছি ॥ ৪৭ ॥

রাক্ষস কহিল, ব্রহ্মন্! ষষ্ঠকালে আমার করগত হইয়া, কোন ব্যক্তিই, দেবতা হইলেও, প্রতিমুক্ত হইতে পারে না। ইহাই আমার পাপজীবিকা ॥ ৪৮ ॥ তবে, আপনার মুক্তির একমাত্র উপায় আছে। শ্রবণ করুন, বলিতেছি। আপনি যদি তাহা করেন, তাহা হইলে, নিঃসন্দেহই আমি মোচন করিব ॥ ৪৯ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গুরুর যদি বিরুদ্ধ না হয়, ধর্ম্মের যদি উপরোধ না ঘটে, এবং আমার ব্রতেরও যদি হানি না হয়, তাহা হইলে, তাহা করিতে পারি ॥ ৫০ ॥

রাক্ষস কহিল, ব্রহ্মন্! আমি স্বভাবতঃ, বিশেষতঃ, জাতিদোষে, বিবেকবিহীন চিত্তে সর্ব্বদা পাপ করিয়াছি ॥ ৫১ ॥ বাল্যকাল হইতেই আমার মন পাপে আসক্ত, ধর্ম্মে অনুরক্ত নহে।

প্রাপ্নুয়াং যেন তত্ত্বতঃ ॥ ৫২ ॥ যানি যানি চ কর্ম্মাণি বালভাচ্চরিতানি চ। দুষ্টাং যোনিমিমাং প্রাপ্য তন্মুক্তিং কথয় দ্বিজ ॥ ৫৩ ॥ যদ্যেতদ্দ্বিজপুত্র ত্বং সমাখ্যাস্যস্যশেষতঃ। ততঃ ক্ষুধার্ত্তা-ন্মত্তস্তং নিয়তং মোক্ষমাপ্স্যসি ॥ ৫৪ ॥ ন চৈতৎ পাপশীলোঽহমদ্ম্যন্নং ক্ষুৎপিপাসিতঃ। ষষ্ঠে ষষ্ঠে নৃশংসাত্মা ভক্ষয়িষ্যামি নির্ঘৃণঃ ॥ ৫৫ ॥ এবমুক্তো মুনিস্তত্তেন ঘোরেণ রক্ষসা। চিন্তামবাপ মহতীমশক্তস্তদুদীরণে ॥ ৫৬ ॥ স বিমৃশ্য চিরং বিপ্রঃ শরণং জাতবেদসং। জগাম জ্ঞানদানায় সংশয়ং পরমং গতঃ ॥ ৫৭ ॥ যদি শুশ্রূষিতো বহ্নিগুরুশুশ্রূষণাদয়ং। ব্রতানি বা সুচীর্ণানি সপ্তার্চ্চিঃ পাতু মাং ততঃ ॥ ৫৮ ॥ ন মাতরং ন পিতরং গৌরবেণ যথা গুরুং। যথাহমবগচ্ছামি তথা মাং পাতু পাবকঃ ॥ ৫৯ ॥ যথা গুরুং ন বচসা কর্ম্মণা মনসাপি চ। অবজানাম্যহন্তেন পাতু মাং তেন পাবকঃ ॥ ৬০ ॥ ইত্যেবং মনসা সত্যং কুর্ব্বতঃ শপথান্মুনে। সপ্তার্চ্চিষা সমাদিষ্টা প্রাদুরাসীৎ সরস্বতী ॥ ৬১ ॥ সা প্রোবাচ দ্বিজসুতং রাক্ষসগ্রহণাকুলং। মাভৈর্বিপ্রসুতাহন্ত্বাং মোক্ষয়াম্যদ্য সঙ্কটাৎ ॥ ৬২ ॥ যদস্য রক্ষসঃ শ্রেয়ো জিহ্বাগ্রে সংস্থিতা তব। তৎ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ৬৩ ॥ অদৃষ্টা রক্ষসা তেন প্রোক্তেত্থং সরস্বতী। অদর্শনং গতা সোঽপি দ্বিজঃ প্রাহ নিশাচরম্ ॥ ৬৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ। শ্রূয়তাং তব যচ্ছ্রেয়স্তথান্যেষাঞ্চ পাপিনাং। সমস্তপাপশুদ্ধ্যর্থং পুণ্যোপচয়দঞ্চ যৎ ॥ ৬৫ ॥ প্রাতরুত্থায় জপ্তব্যং মধ্যাহ্নেহ্ন্যঃ ক্ষয়েঽপিবা। অসংশয়ং সদা জাপো জপতাং

যাহাতে সেই পাপরাশির যথার্থতঃ ধ্বংস হয় ॥ ৫২ ॥ এবং বালকত্ববশতঃ যে যে কর্ম্ম করিয়া এই দুষ্ট যোনি লাভ হইয়াছে, হে দ্বিজ! তাহারও মুক্তি নির্দ্দেশ করুন ॥ ৫৩ ॥ হে দ্বিজ-নন্দন! আপনি যদি সবিশেষ সমস্ত বলেন, তাহা হইলে, ক্ষুধার্ত্ত আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন ॥ ৫৪ ॥ আমি এরূপ পাপশীল নহি, যে, ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত হইলেও, যে সে অন্ন ভোজন করিয়া থাকি। তবে, আমার ঘৃণা নাই এবং দয়ারও লেশ নাই। সেইজন্য ষষ্ঠকালে ভক্ষণ করি ॥ ৫৫ ॥ প্রচণ্ডপ্রকৃতি নিশাচর এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, পাপমুক্তির উপায়কথনে অশক্ত হইয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ বহুকাল বিবেচনার পর পরম সংশয়াপন্ন হইয়া, জ্ঞানদানার্থ অগ্নির শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ এবং বলিতে লাগিলেন, আমি যদি গুরুলোকের সেবা ও অগ্নির পরিচারণ এবং ব্রত সকলের যথাযথ বিধান করিয়া থাকি, তাহা হইলে, অগ্নি আমারে রক্ষা করুন ॥ ৫৮ ॥ আমি যদি পিতামাতা অপেক্ষাও গুরুগণের গৌরব অবগত হইয়া থাকি,তাহা হইলে, হুতাশন আমারে রক্ষা করুন ॥৫৯॥ আমি যদি মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা ও কর্ম্ম দ্বারা গুরুর অবমাননা করিয়া না থাকি, তাহা হইলে, অনল আমারে রক্ষা করুন ॥ ৬০ ॥

মুনে! তিনি মনে মনে এইরূপে শপথকারপুরঃসর সত্যবন্ধন করিলে, হুতাশনের আদেশানুসারে সরস্বতী প্রাদুর্ভূত হইয়া ॥ ৬১ ॥ রাক্ষসের গ্রহণপ্রযুক্ত ব্যাকুলভাবাপন্ন সেই দ্বিজাত্মজকে বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজনন্দন! তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে অদ্য সঙ্কট হইতে মোচন করিব। ৬২ ॥ যাহাতে এই রাক্ষসের শ্রেয়ঃসম্পাদিত হইতে পারে, আমি তোমার জিহ্বাগ্রে থাকিয়া, তৎসমস্ত কহিব; তাহা হইলে, তোমার মুক্তিলাভ হইবে। ৬৩ ॥ এই বলিয়া, দেবী সরস্বতী রাক্ষসের শ্রেয়ঃসাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাক্ষস তাঁহারে দেখিতে পাইল না ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ সরস্বতীর উপদেশানুসারে নিশাচরকে কহিলেন, যাহাতে তোমার ও অন্যান্য পাপিগণের সমস্ত পাপমোচন ও পুণ্যবর্দ্ধন হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬৫ ॥ প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া, জপ করিতে হইবে। মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ, এই উভয় সময়েও সর্ব্বদা

পুষ্টিশান্তিদঃ ॥ ৬৬ ॥ ওঁ হরিং কৃষ্ণং হৃষীকেশং বাসুদেবং জনার্দ্দনং। প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬৭ ॥ চরাচরগুরুং নাথং গোবিন্দং শেষশায়িনং। প্রণতোঽস্মি পরং দেবং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬৮ ॥ শঙ্খিনং চক্রিণং শার্ঙ্গধারিণং স্রগ্ধরং পরং। প্রণতোঽস্মি পতিং লক্ষ্ম্যাঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬৯ ॥ দামোদরমুদারং তং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতং। প্রণতোঽস্মি স্তুতং স্তুত্যৈঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭০ ॥ নারায়ণং নরং শৌরিং মাধবং মধুসূদনং। প্রণতোঽস্মি ধরাধারং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭১ ॥ কেশবং কেশিহন্তারং কংসারিষ্টনিষূদনং। প্রণতোঽস্মি মহাবাহুং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭২ ॥ শ্রীবৎসবক্ষসং শ্রীশং শ্রীধরং শ্রীনিকেতনং। প্রণতোঽস্মি শ্রিয়ঃ কান্তং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭৩ ॥ যমীশং সর্ব্বভূতানাং ধ্যায়ন্তি যতয়োঽক্ষরং। বাসুদেবমনির্দ্দেশ্যন্তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৪ ॥ সমস্তালম্বনেভ্যো যং ব্যাবৃত্য মনসো গতিং। ধ্যায়ন্তি বাসুদেবাখ্যং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৫ ॥ সর্ব্বগং সর্ব্বভূতঞ্চ সর্ব্বস্যাধারমীশ্বরং। বাসুদেবং পরং ব্রহ্ম তমস্মি শরণাগতঃ ॥ ৭৬ ॥ পরমাত্মানমব্যক্তং যং যান্তি চ সুমেধসঃ। কর্ম্মক্ষয়েঽক্ষয়ং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৭ ॥ পুণ্যাপাপবিনির্ম্মুক্তো যং প্রাপ্য চ পুনর্ভবং। ন যোগিনঃ প্রাপ্নুবন্তি তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৮ ॥ ব্রহ্ম ভূত্বা জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং। যঃ সৃজত্যচ্যুতো দেবাংস্তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৯ ॥ ব্রহ্মত্বং পশ্য বক্ত্রেভ্যশ্চতুর্ব্বেদময়ং বপুঃ। বপুঃ প্রভোঃ পরো জজ্ঞে তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মরূপধরং দেবং জগদ্যোনিং জনার্দ্দনং। স্রষ্টৃত্বে সংস্থিতং স্থিত্যাং তং নতোঽস্মি জনার্দ্দনং ॥ ৮১ ॥ ধৃতা মহী হতা দৈত্যাঃ পরিত্রাতা-

---

জপ করিলে, নিঃসন্দেহই শান্তি ও পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। সেই জপের প্রকরণ শ্রবণ কর ॥৬৬॥ হরি, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব, জনার্দ্দন ও জগন্নাথকে প্রণাম করি; তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৬৭ ॥ যিনি চরাচরের গুরু ও নাথ, সেই পরমদেবতা, শেষশায়ী গোবিন্দকে প্রণাম করি। তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৬৮ ॥ যিনি শঙ্খী, চক্রী, শার্ঙ্গী ও স্রগবী, সেই লক্ষ্মীপতিকে প্রণাম করি; তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৬৯ ॥ যিনি দামোদর ও সর্ব্বত্র সমদর্শী; যিনি স্তুত্যগণেরও অভিষ্টুত, সেই অচ্যুত ও পুণ্ডরীকাক্ষকে প্রণাম করি। তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭০ ॥ যিনি নারায়ণ ও নর; যিনি ধরাধর; যিনি মাধব ও মধুসূদন, সেই শৌরিকে প্রণাম করি। তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭১ ॥ যিনি কেশব ও কেশিহন্তা, সেই মহাবাহু কংস রিষ্টনিসূদনকে প্রণাম করি। তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭২ ॥ যাঁহার বক্ষস্থলে শ্রীবৎস; যিনি শ্রীশ, শ্রীধর ও শ্রীনিবাস, সেই শ্রীকান্তকে প্রণাম করি। তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭৩ ॥ যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ও অক্ষয়স্বরূপ, যতিগণ যাঁহার ধ্যান করেন, সেই অনির্ব্বাচ্যস্বরূপ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥৭৪॥ যতিগণ সমস্ত আলম্বন হইতে মনের গতি ব্যাবর্ত্তিত করিয়া, যাঁহারে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বাসুদেবাখ্য বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৫ ॥ যিনি সর্ব্বগ ও সর্ব্বভূত, যিনি সকলের আধার ও ঈশ্বর, পরব্রহ্মরূপী সেই বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৬ ॥ সুমেধা পুরুষগণ, কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, যাঁহারে প্রাপ্ত হন, সেই অব্যক্ত ও অক্ষয়স্বরূপ, স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপী পরমাত্মা বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৭ ॥ যিনি পুণ্যাপাপবিনির্ম্মুক্ত; এইজন্য যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, যোগিগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না, সেই বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৮ ॥ যিনি ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়া, সদেবাসুর ও মানুষ সহিত নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই ভগবান্ অচ্যুতের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৯ ॥ যাঁহার বদনপরম্পরা হইতে চতুর্ব্বেদময় বপু আবির্ভূত হয়, সেই বিষ্ণু বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৮০ ॥ যিনি জগতের যোনি; সেইজন্য সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া, স্রষ্টৃরূপে বিরাজ করেন, সেই ভগবান্ জনার্দ্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮১ ॥

ধৃতা মহী হতা দৈত্যা পরিত্রাতাস্তথামরাঃ। যেন তং বিষ্ণুমাদ্যেশং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ॥৮২॥ যজ্ঞৈর্যজন্তি যং বিপ্রা যজ্ঞেশং যজ্ঞভাবনং। তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনং ॥ ৮৩ ॥ পাতালবীথিভূতানি তথা লোকান্নিহংতি যঃ। তমন্তপুরুষং রুদ্রং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনং ॥ ৮৪ ॥ সংভক্ষয়িত্বা সকলং যথাসৃষ্টমিদং জগৎ। যো বৈ নৃত্যতি রুদ্রাত্মা প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনং ॥ ৮৫ ॥ সুরাসুরাঃ পিতৃগণা যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। যস্যাংশভূতা দেবস্য সর্ব্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৬ ॥ সমস্তদেবাঃ সকলামনুষ্যাণাঞ্চ জাতয়ঃ। যস্যাংশভূতা দেবস্য সর্ব্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৭ ॥ বৃক্ষগুল্মাদয়ো যস্য তথা পশুমৃগাদয়ঃ। একাংশভূতা দেবস্য সর্ব্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৮ ॥ যস্মান্নান্যৎ পরং কিঞ্চিৎ যস্মিন্ সর্ব্বং মহাত্মনি। যঃ সর্ব্বমব্যয়োঽনন্তঃ সর্ব্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৯ ॥ যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো গ্নিরিহ দারুষু। বিষ্ণুরেবং তথা পাপং মমাশেষং প্রণশ্যতু ॥ ৯০ ॥ যথা সর্ব্বময়ং বিষ্ণুং ব্রহ্মাদি সচরাচরং। যচ্চ জ্ঞানপরিচ্ছেদ্যং পাপং নশ্যতু মে তথা ॥ ৯১ ॥ শুভাশুভানি কার্য্যাণি রজঃসত্বতমাংসি চ। অনেকজন্মকর্ম্মোত্থং পাপং নশ্যতু মে তথা ॥ ৯২ ॥ যন্নিশায়াঞ্চ যৎ প্রাতর্যন্মধ্যাহ্নাপরাহ্নয়োঃ। সংধ্যয়োশ্চ কৃতং পাপং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥৯৩॥ যত্তিষ্ঠতা যদ্‌ব্রজতা যচ্চ শয্যাগতেন মে। কৃতং যদশুভং কর্ম্ম কায়েন মনসাপি বা ॥ ৯৪ ॥ অজ্ঞানতো জ্ঞানতো বা মদাচ্চলিতমানসৈঃ। তৎ ক্ষিপ্রং বিলয়ং যাতু বাসুদেবস্য কীর্ত্তনাৎ ॥৯৫॥ পরদারপরদ্রব্যবাঞ্ছাদ্রোহোদ্ভবঞ্চ যৎ। পরপীড়োদ্ভবাং নিন্দাং কুর্ব্বতা যন্মহাত্মনাং ॥ ৯৬ ॥ যচ্চ ভোজ্যে তথা পেয়ে ভক্ষ্যে চোষ্যে বিলেহনে। তদ্যাতু বিলয়ং তোয়ে যথা লবণভাজনম্ ॥ ৯৭ ॥ যদ্বাল্যে

যিনি মহীধারণ, দৈত্যগণের সংহরণ ও অমরগণের পরিত্রাণ করেন, সেই সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮২ ॥ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসমূহের সহায়তায় যাঁহার যজন করেন, সেই যজ্ঞভাবন, যজ্ঞপুরুষ, সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮৩ ॥

যিনি পাতালবীথি ও ভূতসকল এবং অন্যান্য লোকদিগের সংহার করেন, সেই অন্তপুরুষ রুদ্ররূপী জনার্দ্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮৪ ॥ যিনি যথাসৃষ্ট এই দৃশ্যমান জগৎ সংভক্ষণ করিয়া, নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই রুদ্ররূপী জনার্দ্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮৫ ॥ সুরাসুর ও পিতৃগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসসমূহ সকলেই যাঁহার অংশ, সেই সর্ব্বগত দেব জনার্দ্দনকে নমস্কার করি ॥ ৮৬ ॥ সমস্ত দেবতা ও সমুদায় মনুষ্যজাতি যাঁহার অংশ, সেই সর্ব্বগত জনার্দ্দনকে নমস্কার করি ॥ ৮৭ ॥ বৃক্ষ ও গুল্মাদি, পশু ও মৃগাদি, যাঁহার একাংশ, সেই সর্ব্বগত বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৮৮ ॥ যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই; যিনি বিরাটরূপে সমুদায় বিশ্বের আধার এবং যিনি অনন্ত ও অব্যয়স্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥৮৯॥ অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহে অন্তর্হিত হইয়া আছেন, যিনি সেইরূপ সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিরাজ করেন, সেই বিষ্ণু আমার অশেষ পাপ নিরস্ত করুন ॥ ৯০ ॥ বিষ্ণু যেমন ব্রহ্মাদি সচরাচর জগৎস্বরূপ ও সর্ব্বময় এবং একমাত্র জ্ঞানের পরিচ্ছেদ্য, সেইরূপ, তৎপ্রভাবে আমার পাপ বিনষ্ট হউক ॥৯১ ॥ এবং আমার রজঃসত্বতমোময় শুভাশুভ কার্য্যসকল ও অনেকজন্মকর্ম্মসমুত্থ পাপ নিরস্ত হউক ॥ ৯২ ॥ আমি মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, পরাহ্নে অথবা উভয় সন্ধ্যায় যে যে পাপ করিয়াছি ॥ ৯৩ ॥ অথবা শয়ন, উপবেশন ও গমনসময়ে যে যে অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি ॥ ৯৪ ॥ অথবা, অজ্ঞানতঃ, জ্ঞানতঃ ও মদবশতঃ চলিতচিত্ত হইয়া, যে যে পাপ করিয়াছি, বাসুদেবের নামসংকীর্ত্তনবলে তৎসমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউক ॥ ৯৫ ॥ পরদার ও পরদ্রব্যে অভিলাষ, পরের অনিষ্টচেষ্টা, পরের পীড়ন ও মহাত্মাগণের নিন্দা করিয়া, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি ॥ ৯৬ ॥ অথবা, পান, ভোজন, ভক্ষণ, লেহন ও চোষণ এই সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান সময়ে যে পাপ করিয়াছি, জলমধ্যে লবণভাজনের ন্যায় তৎসমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউক ॥ ৯৭ ॥

যচ্চ কৌমারে যৎ পাপং যৌবনে মম। বয়ঃপরিণতৌ যচ্চ যচ্চ জন্মান্তরে কৃতং ॥ ৯৮ ॥ তন্নারায়ণগোবিন্দহরিকৃষ্ণেতিকীর্ত্তনাৎ। প্রয়াতু বিলয়ন্তোয়ে যথা লবণভাজনং ॥ ৯৯ ॥ বিষ্ণবে বাসুদেবায় হরয়ে কেশবায় চ। জনার্দ্দনায় কৃষ্ণায় নমো ভূয়ো নমো নমঃ ॥১০০॥ ভবিষ্যন্নরকঘ্নায় নমঃ কংসবিঘাতিনে। অরিষ্টকেশিচাণূরদেবারিক্ষয়িণে নমঃ ॥ ১০১ ॥ কোঽন্যো বলের্ব্বঞ্চয়িতা ত্বামৃতে বৈ ভবিষ্যতি। কোঽন্যো বলাদ্নাশয়িতা দর্পং হৈহয়ভূপতেঃ ॥ ১০২ ॥ কঃ করিষ্যতি চান্যো বৈ সাগরে সেতুবন্ধনং। বধিষ্যতি দশগ্রীবং কঃ সামাত্যপুরঃসরং ॥ ১০৩ ॥ কস্ত্বামৃতেঽন্যো নন্দস্য গোকুলে রতিমেষ্যতি। প্রলম্বপূতনাদীনাং ত্বামৃতে মধুসূদন ॥ ১০৪ ॥ নিয়ন্তাপ্যথবা শাস্তা দেবদেব ভবিষ্যতি। জপন্ত্যেবং নরঃ পুণ্যং বৈষ্ণবং ধর্ম্মমুত্তমং ॥ ১০৫ ॥ ইষ্টানিষ্টপ্রসঙ্গেভ্যো জ্ঞানতোজ্ঞানতোপি বা। কৃতং তেন তু যৎ পাপং সপ্তজন্মান্তরেণ বৈ ॥ ১০৬ ॥ মহাপাতকসংজ্ঞং বা তথা চৈবোপপাতকং। যজ্ঞাদীনি চ পুণ্যানি জপহোমব্রতানি চ ॥১০৭॥ নাশয়েদ্যোগিনাং সর্ব্বমামপাত্রমিবাম্ভসি। নরঃ সংবৎসরং পূর্ণং তিলপাত্রাণি ষোড়শ ॥ ১০৮ ॥ অহন্যহনি যো দদ্যাৎ পঠত্যেতচ্চ তৎসমং। অবিপ্লুতং ব্রহ্মচর্য্যং সংপ্রাপ্য স্মরণং হরেঃ ॥ ১০৯ ॥ বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সত্যমেতন্ময়োদিতং। তদেতৎ সত্যমুক্তং মে নহল্পমপি বৈ মৃষা। রাক্ষসগ্রস্তসর্ব্বাঙ্গং তথা মামেব মুঞ্চতু ॥ ১১০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। এবমুচ্চারিতে তেন মুক্তো বিপ্রস্তু রক্ষসা। অকামেন দ্বিজো ভূয়স্তমাহ রজনীচরং ॥ ১১১ ॥

বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বয়ঃপরিণামসময়ে অথবা জন্মজন্মান্তরে যে যে পাপ করিয়াছি॥৯৮॥ নারায়ণ, গোবিন্দ, হরি ও কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া, জলে লবণভাজনের ন্যায়, তৎসমস্ত লয় প্রাপ্ত হউক ॥ ৯৯ ॥ বিষ্ণু, বাসুদেব, হরি, কেশব, জনার্দ্দন ও কৃষ্ণকে নমস্কার, নমস্কার এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ১০০ ॥ যিনি ভাবিনরক নিরাকৃত করেন, সেই কংসারিকে নমস্কার। যিনি অরিষ্ট, কেশী, চাণূর ও দেবারিগণের ক্ষয়কারী, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০১ ॥ হে ভগবন্! তুমি ভিন্ন অন্য কেই বা বলিকে বন্ধন করিতে পারেন? তোমা ব্যতিরেকে আর কেই বা বলবান্ আছেন, যে হৈহয়ভূপতির দর্প হরণ করিতে পারেন? ॥ ১০২ ॥ অথবা তুমি ভিন্ন আর কেই বা সাগরে সেতু বন্ধন ও অমাত্য ও ভৃত্যগণের সহিত দশাননের বিনাশ করিতে পারেন ॥ ১০৩ ॥ অথবা, তোমা ব্যতিরেকে আর কেই বা নন্দের গোকুলে রতিবদ্ধ হইতে পারেন? অথবা, তুমি ভিন্ন অন্য কেইবা প্রলম্ব ও পূতনাদির ধ্বংস করিতে পারেন ॥ ১০৪ ॥ অথবা, তোমা ব্যতিরেকে আর কেইবা সকলের শাস্তা ও নিয়ন্তা হইতে পারেন? যে ব্যক্তি এইরূপে পরমপবিত্র ও পরমপ্রশস্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম জপ করে ॥ ১০৫ ॥ সে ইষ্টানিষ্টপ্রসঙ্গে জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ সপ্তজন্মান্তরে যে পাপ করে ॥ ১০৬ ॥ অথবা যে মহাপাতক কিম্বা উপপাতকে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তৎসমস্ত, জলস্পর্শে আমপাত্রের ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০৭ ॥ যে ব্যক্তি পূর্ণসংবৎসর ষোড়শ তিলপাত্র প্রতিদিন প্রদান করে ॥ ১০৮ ॥ আর যে ব্যক্তি এই বৈষ্ণবধর্ম্ম পাঠ করে, তাহাদের উভয়েরই সমান ফলসঞ্চয় হইয়া থাকে। হরির স্মরণ ও অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য, উভয়ই এক কথা। উভয়েরই অনুষ্ঠান করিলে ॥ ১০৯ ॥ সত্যসত্যই বলিতেছি, বিষ্ণুলোকগত হইয়া থাকে। আমার এই বাক্য সর্ব্বথা সত্য, কিয়ৎপরিমাণেও মিথ্যা নহে। এক্ষণে সেই ভগবান্ আমাকে মোচন করুন। যেহেতু, আমার সর্ব্বাঙ্গ রাক্ষসগ্রস্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রাহ্মণ এইরূপ উচ্চারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের আক্রমণ হইতে

ব্রাহ্মণ উবাচ। এতত্তুভ্যং ময়া খ্যাতং তব পাতকনাশনং। বিষ্ণোঃ সারস্বতং স্তোত্রং যদ্‌যদুচে সরস্বতী ॥ ১১২ ॥ হুতাশনেন দিষ্টা চ মম জিহ্বাগ্রসংস্থিতা। জগাদেমং স্তবং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষাঞ্চোপশান্তিদং ॥ ১১৩ ॥ অনেনৈব জগন্নাথং ত্বমারাধয় কেশবং। ততঃ শাপাপনোদং তু স্তুতে লপ্স্যসি কেশবে ॥ ১১৪ ॥ প্রত্যহং ত্বং হৃষীকেশং স্তবেনানেন রাক্ষস। স্তবা ভক্তিং দৃঢ়াং কৃত্বা ততঃ পাপাৎ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১১৫ ॥ স্তুতো হি সর্ব্বপাপানি নাশয়িষ্যত্যসংশয়ং। স্তুতো হি ভক্ত্যা নৃণাং হি সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥ ১১৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ প্রণম্য তং বিপ্রমাসাদ্য চ নিশাচরঃ। তদৈব তপসে শ্রীমান্ শালিগ্রামমগাদ্বলী ॥ ১১৭ ॥ অহর্নিশং স এবৈনং জপন্ সারস্বতং স্তবং। দেবক্রিয়ারতির্ভূত্বা তপস্তেপে নিশাচরঃ ॥ ১১৮ ॥ সমারাধ্য জগন্নাথং স তত্র পুরুষোত্তমং। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমগাচ্ছুভম্ ॥ ১১৯ ॥ এতত্তে কথিতং ব্রহ্মন্ বিষ্ণোঃ সারস্বতং স্তবং। বিপ্রবক্ত্রস্থয়া সম্যক্ সরস্বত্যা সমীরিতং ॥ ১২০ ॥ য এতৎ পরমং স্তোত্রং বাসুদেবস্য মানবঃ। পঠিষ্যতি স সর্ব্বেভ্যো দুঃখেভ্যো মোক্ষমাপ্স্যতি ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে সারস্বতস্তোত্রং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। নমস্তেঽস্তু জগন্নাথ দেবদেব নমোঽস্তু তে। বাসুদেব নমস্তেঽস্তু বহুরূপ নমোঽস্তু তে ॥১॥ একশৃঙ্গ নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং বৃষাকপে। শ্রীনিবাস নমস্তেঽস্তু নমস্তে ভূতভাবন ॥ ২ ॥ বিশ্বকৃ-

---

মুক্ত হইয়া, পুনরায় তাহারে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥ ভদ্র! সরস্বতী বলিয়া গেলেন, বিষ্ণুর সেই এই সারস্বত স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম। ইহা দ্বারা তোমার পাপমোচন হইবে ॥১১২॥ সরস্বতী হুতাশনের আদেশানুসারে মদীয় জিহ্বাগ্রে আশ্রয় করিয়া, এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিলেন। ইহা দ্বারা লোকমাত্রেরই শান্তি সমাহিত হয় ॥ ১১৩ ॥ তুমি এই স্তোত্রপাঠ সহকারে জগন্নাথ কেশবের আরাধনা কর। তাঁহার স্তব করিলেই, তোমার পাপের পর্য্যবসান হইবে ॥ ১১৪ ॥ অয়ি নিশাচর! তুমি প্রত্যহ দৃঢ়ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক উল্লিখিত স্তোত্র দ্বারা হৃষীকেশের স্তব করিলে, পাপ হইতে পরিহারলাভ করিবে ॥ ১১৫ ॥ ভক্তিসহকারে স্তব করিলে, সেই ভগবান্ হরি লোকমাত্রেরই সমুদায় পাতক ধ্বংস করেন; তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১১৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বলশালী শ্রীমান্ নিশাচর সেই ব্রাহ্মণকে প্রণাম ও সমভিব্যাহারে গ্রহণ করিয়া, তপশ্চরণার্থ শালিগ্রামে গমন করিল ॥ ১১৭ ॥ তথায় অহরহ দেবক্রিয়ায় আসক্ত ও সারস্বতস্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া, তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ১১৮ ॥ এবং পুরুষসত্তম জগন্নাথের সমারাধনপূর্ব্বক সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, বিষ্ণুলোকলাভ করিল ॥ ১১৯ ॥ ব্রহ্মন্! এই আমি আপনার নিকট বিষ্ণুর সারস্বত স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম। সরস্বতী স্বয়ং ব্রাহ্মণমুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ইহা বলিয়াছেন ॥ ১২০ ॥ যে ব্যক্তি বাসুদেবের এই পরম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সমুদায় দুঃখ দূর হইয়া যায় ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সারস্বতস্তোত্রনামক ষড়শীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে বহুরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে একশৃঙ্গ! তোমাকে নমস্কার। হে বৃষাকপে! তোমাকে নমস্কার। হে শ্রীনিবাস! তোমাকে নমস্কার। হে ভূত-

সেন নমস্তভ্যং নারায়ণ নমোহস্তু তে। বৃষধ্বজ নমস্তেহস্তু সত্যধ্বজ নমোহস্তু তে ॥৩॥ যজ্ঞধ্বজ নমস্তভ্যং ধর্ম্মধ্বজ নমোহস্তু তে। তালধ্বজ নমস্তেহস্তু নমস্তে গরুড়ধ্বজ ॥ ৪ ॥ বরেণ্য বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ নমস্তে পুরুষোত্তম। নমো জয়ন্ত বিজয় জয়ানন্তাপরাজিত ॥ ৫ ॥ কৃতাবর্ত্ত মহাবর্ত্ত মহাদেব নমোহস্তু তে। অনাদ্যাদ্যন্তমধ্যান্ত নমস্তে পদ্মজপ্রিয় ॥ ৬ ॥ পুরঞ্জয় নমস্তভ্যং শত্রুঞ্জয় নমোহস্তু তে। ধনঞ্জয় নমস্তেহস্তু শুভঞ্জয় নমোহস্তু তে ॥ ৭ ॥ সৃষ্টিগর্ভনমস্তভ্যং শুচিশ্রবঃ পৃথুশ্রবঃ। নমো হিরণ্যগর্ভায় পদ্মগর্ভায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥ নমঃ কমলনেত্রায় কালনেত্রায় বৈ নমঃ। কালনাভ নমস্তভ্যং মহানাভ নমোহস্তু তে ॥ ৯ ॥ বৃষ্টিমূল মহামূল মূলাবাস নমোহস্তু তে। ধর্ম্মবাস জলাবাস শ্রীনিবাস নমোহস্তু তে ॥ ১০ ॥ ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রজাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ নমোহস্তু তে। সেনাধ্যক্ষ নমস্তভ্যং কালাধ্যক্ষ নমোহস্তু তে ॥ ১১ ॥ গদাধর শ্রুতিধর চক্রধারিন্ শ্রিয়োধর। বনমালাধর হরে নমস্তে ধরণীধর ॥ ১২ ॥ আর্চ্চিষেণ মহাসেন নমস্তেহস্তু পুরুষ্টুত। বহুকল্প মহাকল্প নমস্তে কল্পনামুখ ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগ বিভো বিরিঞ্চে শ্বেতকেশব। নমো নীল মহানীল অনিরুদ্ধ নমোহস্তু তে ॥১৪॥ দ্বাদশাত্মক কালাত্মন্ সামাত্মন্ পরমাত্মক। ব্যোমার্কাত্মক সুব্রহ্মন্ সূক্ষ্মাত্মক নমোহস্তু তে ॥ ১৫ ॥ হরিকেশ মহাকেশ গুড়াকেশ নমোহস্তু তে। মুঞ্জকেশ হৃষীকেশ সর্ব্বনাথ নমোহস্তু তে ॥ ১৬ ॥ সূক্ষ্মস্থূল মহাস্থূল মহাসূক্ষ্ম ভয়ঙ্কর। শ্বেতপীতাম্বরধর নীলবাসো নমোহস্তু তে ॥১৭॥ কুশেশয় নমস্তেহস্তু পদ্মেশয় জলেশয়। গোবিন্দ প্রীতিকর্ত্তুশ্চ হংস পীতাম্বরপ্রিয় ॥ ১৮ ॥ অধোক্ষজ নমস্তেহস্তু শার্ঙ্গধ্বজ

ভাবন! তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥ ২ ॥ হে বিষ্বক্সেন! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার। হে বৃষধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে সত্যধ্বজ! তোমাকে নমস্কার ॥৩॥ হে যজ্ঞধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে ধর্ম্মধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে তালধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ হে বরেণ্য! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। হে জয়ন্ত! হে বিজয়! হে জয়! হে অনন্ত! হে অপরাজিত! তোমাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥ হে কৃতাবর্ত্ত, মহাবর্ত্ত ও মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। হে অনাদি, আদি, অন্ত, মধ্য ও অন্তস্বরূপ! হে পদ্মজপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার ॥৬॥ হে পুরঞ্জয়! তোমাকে নমস্কার। হে শত্রুঞ্জয়! তোমাকে নমস্কার। হে ধনঞ্জয়! তোমাকে নমস্কার। হে শুভঞ্জয়! তোমাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ হে সৃষ্টিগর্ভ, পৃথুশ্রবঃ ও শুচিশ্রবঃ! তোমাকে নমস্কার। হে হিরণ্যগর্ভ ও পদ্মগর্ভ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥ হে কমলনেত্র! তোমাকে নমস্কার। হে কালনেত্র! তোমাকে নমস্কার। হে কালনাভ! তোমাকে নমস্কার। হে মহানাভ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ হে বৃষ্টিমূল, মহামূল ও মূলাবাস! তোমাকে নমস্কার। হে ধর্ম্মবাস, জলাবাস ও শ্রীনিবাস! তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ হে ধর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ ও লোকাধ্যক্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে সেনাধ্যক্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে কালাধ্যক্ষ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥ হে গদাধর, শ্রুতিধর, চক্রধর, শ্রীধর, বনমালাধর ও ধরণীধর হরি! তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ হে আর্চ্চিষেণ, মহাসেন ও পুরুষ্টুত! হে বহুকল্প, মহাকল্প ও কল্পনামুখ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥ হে সর্ব্বাত্মন্, সর্ব্বজ্ঞ, বিভো, বিরিঞ্চি, শ্বেত ও কেশব! হে নীল, মহানীল ও অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥ হে দ্বাদশাত্মক, কালাত্মন্, সামাত্মন্, পরমাত্মন্, ব্যোমাত্মন্, অর্কাত্মন্, সূক্ষ্মাত্মন্ ও সুব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥ হে হরিকেশ, মহাকেশ ও গুড়াকেশ! তোমাকে নমস্কার। হে মুঞ্জকেশ, হৃষীকেশ ও সর্ব্বনাথ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ হে সূক্ষ্ম, স্থূল, মহাস্থূল, মহাসূক্ষ্ম ও ভয়ঙ্কর! হে শ্বেতপীতাম্বরধর! হে নীলবাসাঃ! তোমাকে নমস্কার। হে কুশেশয়, পদ্মেশয় ও জলেশয়! তোমাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! হে প্রীতিকর্ত্তঃ! হে হংস! হে পীতাম্বরপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

জনার্দ্দন! বামনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে মধুসূদন ॥ ১৯ ॥ সহস্রশীর্ষায় নমো ব্রহ্মশীর্ষায় বৈ নমঃ। নমঃ সহস্রনেত্রায় সোমসূর্য্যানলেক্ষণ ॥ ২০ ॥ নমশ্চাথর্ব্বশিরসে মহাশীর্ষায় তে নমঃ। নমস্তে ধর্ম্মনেত্রায় মহানেত্রায় তে নমঃ ॥ ২১ ॥ নমঃ সহস্রপাদায় সহস্রভুজমন্যবে। নমো যজ্ঞবরাহায় মহারূপায় তে নমঃ ॥ ২২ ॥ নমস্তে বিশ্বদেবায় বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব। বিশ্বরূপ নমস্তেস্তু ত্বত্তো বিশ্বমভূদিদম্ ॥ ২৩ ॥ ন্যগ্রোধস্ত্বং মহাশাখস্ত্বং মূলকুসুমার্চ্চিতঃ। স্কন্ধপত্রাঙ্কুরলতাপল্লবায় নমোস্তু তে ॥ ২৪ ॥ মূলং তে ব্রাহ্মণাঃ স্কন্ধঃ ক্ষত্রিয়া ভবতঃ প্রভো। বৈশ্যাঃ শাখাস্ত্বচঃ শূদ্রা বনস্পতে নমোস্তু তে ॥ ২৫ ॥ ব্রাহ্মণাঃ সাগ্নয়ো বক্ত্রাৎ সায়ুধা বাহুতো নৃপাঃ। পার্শ্বাদ্বিশশ্চোরু-যুগ্মাজ্জাতাঃ শূদ্রাশ্চ পাদতঃ ॥ ২৬ ॥ নেত্রাদ্ভানুরভূত্তুভ্যং পদ্ভ্যাং ভূঃ শ্রোত্রয়োর্দ্দিশঃ। নাভ্যাশ্চা-ভূদন্তরিক্ষং শশাঙ্কো মনসস্তব ॥ ২৭ ॥ প্রাণাদ্বায়ুঃ সমভবৎ কামাদ্ব্রহ্মা পিতামহঃ। ক্রোধাত্ত্রি-নয়নো রুদ্রঃ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্রাগ্নী বদনাজ্জাতৌ পশবো মলসম্ভবাঃ। ওষধ্যো রোমসম্ভূতা বিরজাস্ত্বং নমোস্তু তে ॥ ২৯ ॥ পুষ্পহাস নমস্তেস্তু মহাহাস নমোস্তু তে। ওঁকারস্ত্বং বষট্কারো বৌষট্ ত্বঞ্চ সুধা স্বধা ॥ ৩০ ॥ স্বাহাকার নমস্তুভ্যং হন্তকার নমোস্তু তে। সর্ব্বাকার নিরাকার বেদাকার নমোস্তু তে ॥ ৩১ ॥ ত্বং হি সর্ব্ববেদময়ো সর্ব্বদেবময়স্তথা। সর্ব্বতীর্থময়শ্চৈব সর্ব্বযজ্ঞময়ো রসঃ ॥ ৩২ ॥ নমস্তে যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞভাগভুজে নমঃ। নমঃ সহস্রধারায় শতধারায় তে

হে অধোক্ষজ! হে শার্ঙ্গধ্বজ! হে জনার্দ্দন! তোমাকে নমস্কার। হে বামন! তোমাকে নমস্কার। হে মধুসূদন! তোমাকে নমস্কার। ১৯ ॥ হে সহস্রশীর্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মশীর্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে সহস্রনেত্র! হে সোমনেত্র! হে সূর্য্যনেত্র! হে অগ্নিনেত্র! তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥ হে অথর্ব্বশিরা! হে সহস্রশিরা! তোমাকে নমস্কার। হে ধর্ম্মনেত্র! তোমাকে নমস্কার। হে মহানেত্র! তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ হে সহস্রপাদ! হে সহস্রভুজ! হে যজ্ঞবরাহ! তোমাকে নমস্কার। হে মহারূপ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ হে বিশ্বদেব! হে বিশ্বসম্ভব! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বরূপ! তোমা হইতেই এই বিশ্বের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥ তুমি মহাশাখ; তুমি মূলকুসুমার্চ্চিত; তুমি স্কন্ধপল্লবলতাঙ্কুর; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণগণ তোমার মূল, ক্ষত্রিয়গণ তোমার স্কন্ধ, বৈশ্যগণ তোমার শাখা, শূদ্রগণ তোমার ত্বক্। তুমি স্বয়ং বনস্পতিস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৫ ॥

সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ তোমার বদনমণ্ডল হইতে, সায়ুধ ক্ষত্রিয়গণ তোমার বাহু হইতে, বৈশ্যগণ তোমার ঊরুযুগ্ম হইতে ও শূদ্রগণ তোমার পাদদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ ভানু তোমার নেত্র হইতে, পৃথিবী তোমার পদযুগ হইতে, দিক্‌সকল তোমার শ্রোত্র হইতে, আকাশ তোমার নাভিদেশ হইতে এবং চন্দ্র তোমার মনঃ হইতে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ বায়ু তোমার প্রাণ হইতে, পিতামহ ব্রহ্মা তোমার কাম হইতে, ত্রিনেত্র রুদ্র তোমার ক্রোধ হইতে, ও স্বর্গ তোমার শীর্ষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার বদন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পশুগণ তোমার মল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ওষধি সকল তোমার রোম হইতে অবতরণ করিয়াছে। তুমি স্বয়ং বিরজা। তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৯ ॥ তুমি পুষ্পহাস, তোমাকে নমস্কার; তুমি মহাহাস, তোমাকে নমস্কার; তুমি ওঁকার, তুমি বষট্‌কার, তুমি বৌষট্, তুমি সুধা, তুমি স্বধা ॥ ৩০ ॥ তুমি স্বাহাকার, তোমাকে নমস্কার; তুমি হন্তকার, তোমাকে নমস্কার; তুমি সর্ব্বাকার, নিরাকার ও বেদাকার, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥ তুমি সর্ব্ববেদময়, তুমি সর্ব্বদেবময়, তুমি সর্ব্বতীর্থময়, তুমি সর্ব্বযজ্ঞময়, তুমি সাক্ষাৎ রসস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥ তুমি যজ্ঞপুরুষ, তোমাকে নমস্কার; তুমি যজ্ঞভাগভাগী, তোমাকে

নমঃ ॥ ৩৩ ॥ ভূর্ভুবঃস্বঃস্বরূপায় গোদায়ামৃতদায়িনে। সুবর্ণব্রহ্মদাত্রে চ সর্ব্বধাত্রে চ তে নমঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মেশায় নমস্তুভ্যং ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপধৃক্। পরং ব্রহ্ম নমস্তেস্তু শব্দব্রহ্ম নমোহস্তু তে ॥ ৩৫ ॥ বিদ্যা ত্বং বেদ্যরূপস্ত্বং বন্দনীয়স্ত্বমেব চ। বুদ্ধিস্ত্বমপি বোধ্যশ্চ বোদ্ধা ত্বঞ্চ নমোহস্তু তে ॥ ৩৬ ॥ হোতা হোমশ্চ হব্যঞ্চ হূয়মানশ্চ হব্যবাট্। পাতা পোতা চ পূতশ্চ পাবনীয়শ্চ ওঁ নমঃ ॥ ৩৭ ॥ হন্তা চ হন্যমানশ্চ ক্রিয়মাণস্ত্বমেব চ। হর্ত্তা নেতা চ নীতিশ্চ পূজ্যাগ্র্যো বিশ্বধার্য্যপি ॥ ৩৮ ॥ স্রুক্স্রুবৌ বিশ্বধামাসি কপালোলূখলোঽরণিঃ। যজ্ঞপাত্রারণেয়স্ত্বমেকধা বহুধা ত্রিধা ॥ ৩৯ ॥ যজ্ঞস্ত্বং যজমানস্ত্বমীড্যস্ত্বমসি যাজকঃ। জ্ঞাতা জ্ঞেয়স্তথা জ্ঞানং ধ্যাতা ধ্যেয়োঽসি চেশ্বর ॥ ৪০ ॥ ধ্যানযোগশ্চ যোগী চ গতির্মোক্ষো ধৃতিঃ সুখং। যোগাঙ্গানি ত্বমীশানঃ সর্ব্বগস্ত্বং নমোহস্তু তে ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মা হোতা তথোদ্গাতা সোমযূপোথ দক্ষিণা। দীক্ষা ত্বং ত্বং পুরোডাশস্ত্বং পশুঃ পশুহা হ্যসি ॥ ৪২ ॥ গুহ্যো ধাতা পরমসি নরো নারায়ণস্তথা। মহাজনো নিরয়ণঃ সহস্রার্কেন্দুরূপবান্ ॥ ৪৩ ॥ দ্বাদশারোঽথ ষণ্নাভিস্ত্রিব্যূহো দ্বিগুণস্তথা। কালচক্রো মহামেধাঃ শম্ভুঃ শক্রঃ প্রভঞ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥ মিত্রাবরুণমূর্ত্তিস্ত্বমমূর্ত্তিরনঘঃ গুভঃ। প্রাগ্বংশকায়ো ভূতাদির্মহাভূতোঽচ্যুতো দ্বিজঃ ॥ ৪৫ ॥ ত্বমূর্দ্ধকেতোর্দ্ধধর ঊর্দ্ধরেতা নমোহস্তু তে। মহাপাতকহা ত্বং উপপাতকহা তথা ॥ ৪৬ ॥ মুনীশঃ সর্ব্বপাপঘ্নস্ত্বামহং শরণং গতঃ। ইত্যেতৎ পরমং স্তোত্রং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৪৭ ॥ মহেশ্বরেণ কথিতং বারাণস্যাং পুরা মুনে। কেশবস্যাগ্রতো গত্বা স্নাত্বা তীর্থোদকে শুভে। উপশান্তস্তদা জাতো রুদ্রঃ পাপোপশান্তিদম্ ॥ ৪৮ ॥ এতৎ পবিত্রং

নমস্কার; তুমি সহস্রধার, তোমাকে নমস্কার; তুমি শতধার, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ তুমি ভূর্ভুবঃস্বঃস্বরূপ, তুমি গোদ, তুমি অমৃতদ, তুমি সুবর্ণ-ব্রহ্মদাতা, তুমি সকলের ধাতা, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥ তুমি ব্রহ্মেশ, তোমাকে নমস্কার; তুমি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপধর, তোমাকে নমস্কার; তুমি পরব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার; তুমি শব্দব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ তুমি বিদ্যা, তুমি বৈদ্যরূপ, তুমি বন্দনীয়, তুমি বুদ্ধি, তুমি বোধ্য, আবার তুমিই বোদ্ধা, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ তুমি হোতা, হোম, হব্য, হূয়মান ও হব্যবাহ। তুমি পাতা, পোতা, পূত ও পাবনীয়, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ তুমি হন্তা, তুমি হন্যমান ও ক্রিয়মাণ। তুমি হর্ত্তা, নেতা, নীতি, পূজ্যাগ্র্য ও বিশ্বধর ॥ ৩৮ ॥ তুমি স্রুক্ ও স্রুব; তুমি বিশ্বধাম। তুমি কপালোলূখল, তুমি অরণি, তুমি যজ্ঞপাত্র, তুমি অরণেয়, তুমি একধা, বহুধা ও ত্রিধাস্বরূপ ॥ ৩৯ ॥ তুমি যজ্ঞ, তুমি যজমান, তুমি যজনীয়, এবং তুমিই যাজক। তুমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়, এবং তুমিই জ্ঞান। তুমি ধ্যাতা, ধ্যেয় ॥ ৪০ ॥ ও ধ্যানযোগ। তুমি যোগী, তুমি গতি, তুমি মোক্ষ, তুমি ধৃতি ও তুমি সুখস্বরূপ। তুমি যোগাঙ্গ, তুমি ঈশান, তুমি সর্ব্বগ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১ ॥ তুমি ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা, সোম, যূপ ও দক্ষিণা; তুমি দীক্ষা, তুমি পুরোডাশ, তুমি পশু, তুমি পশুহন্তা ॥ ৪২ ॥ তুমি গুহ্য, তুমি ধাতা, তুমি নর ও তুমি নারায়ণ, তুমি মহাজন, তুমি নিরয়ণ, তুমি সহস্র অর্ক ও ইন্দুর ন্যায় রূপবান্ ॥ ৪৩ ॥ তুমি দ্বাদশার, তুমি ষণ্নাভি, তুমি ত্রিব্যূহ, তুমি দ্বিগুণ, তুমি কালচক্র, তুমি মহামেধাঃ, তুমি শম্ভু, তুমি শক্র, তুমি প্রভঞ্জন ॥ ৪৪ ॥ তুমি মিত্রাবরুণমূর্ত্তি, তুমি অমূর্ত্তি, তুমি অনঘ ও শুভস্বরূপ; তুমি প্রাগ্বংশকায়, তুমি ভূতাদি, তুমি মহাভূত, তুমি অচ্যুত, তুমি দ্বিজ ॥ ৪৫ ॥ তুমি ঊর্দ্ধকেতু, তুমি ঊর্দ্ধধর, তুমি ঊর্দ্ধরেতা, তোমাকে নমস্কার; তুমি মহাপাতকনিহন্তা, তুমি উপপাতকবিনাশকর্ত্তা ॥ ৪৬ ॥ তুমি মুনিগণের ঈশ্বর ও সর্ব্বপাপনিসূদন। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

এই পরমস্তোত্র সর্ব্বপাপবিনাশ করে ॥ ৪৭ ॥ পূর্ব্বে মহেশ্বর বারাণসীতে এই স্তোত্র প্রচার করেন। তৎকালে তিনি পরমপবিত্র তীর্থসলিলে স্নান করিয়া, কেশবের সম্মুখীন হইয়া,

ত্রিপুরঘ্নভাষিতং পঠন্নরো বিষ্ণুপুরে মহর্ষে। বিমুক্তপাপোপশান্তমূর্ত্তিঃ সংপূজ্যতে দেববরৈঃ স সিদ্ধৈঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে পাপপ্রশমনস্তবো নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। দ্বিতীয়ং পাপশমনং স্তবং বক্ষ্যামি তে মুনে। যেন সম্যগধীতেন পাপং নাশং তু গচ্ছতি ॥ ১ ॥ মৎস্যং নমস্যে দেবেশং কূর্ম্মং দেবেশমেব চ। হয়শীর্ষং নমস্যেঽহং ভবং বিষ্ণুং ত্রিবিক্রমং ॥ ২ ॥ নমস্যে মাধবেশানৌ হৃষীকেশকুমারিলৌ। নারায়ণং নমস্যেঽহং নমস্তে গরুড়াসন ॥ ৩ ॥ জয়েশ নরসিংহঞ্চ রূপধারং কুরুধ্বজং। কামপালমখণ্ডঞ্চ নমস্তে ব্রাহ্মণ-প্রিয়ং ॥ ৪ ॥ অজিতং বিশ্বকর্ম্মাণং পুণ্ডরীকং দ্বিজপ্রিয়ং। হরিং শম্ভুং নমস্তে চ ব্রহ্মাণং স-প্রজাপতিং ॥ ৫ ॥ নমস্তে শূলবাহুঞ্চ দেবং চক্রধরং তথা। শিবং বিষ্ণুং সুবর্ণাক্ষং গোপতিং পীতবাসসং ॥ ৬ ॥ নমস্তে চ গদাপাণিং নমস্তে চ কুশেশয়ং। অর্দ্ধনারীশ্বরং দেবং নমস্তে পাপনাশনং ॥ ৭ ॥ গোপালঞ্চ সবৈকুণ্ঠং নমস্যে চাপধারিণং। নমস্যে বিষ্ণুরূপঞ্চ জ্যেষ্ঠেশং পঞ্চমং তথা ॥ ৮ ॥ উপশান্তং নমস্তেঽহং মার্কণ্ডেয়ং সজম্বুকং। নমস্তে পদ্মকিরণং নমস্তে বড়-বামুখং ॥ ৯ ॥ কার্ত্তিকেয়ং নমস্যেঽহং বাহ্লিকং শঙ্খিনং তথা। নমস্তে পদ্মকিরণ: নমস্তে চ কুশেশয়ং ॥ ১০ ॥ নমস্তে স্থাণুমনঘং নমস্যে বনমালিনং। নমস্যে লাঙ্গলীশঞ্চ নমস্যেঽহং শ্রিয়ঃ

এই স্তোত্র পাঠ করিয়া, সর্ব্বথা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ মহর্ষে! মহাদেবের কথিত, পরমপবিত্র এই স্তোত্র পাঠ করিলে, পাপবিমুক্ত ও উপশান্তমূর্ত্তি হইয়া, বিষ্ণুপুরে গমন করা যায়। এবং সিদ্ধ ও দেবগণ পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পাপপ্রশমনস্তবনামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনে! আমি তোমার নিকট দ্বিতীয় পাপপ্রশমন স্তোত্র কীর্ত্তন করিব। উহা সম্যক্ বিধানে অধ্যয়ন করিলে, পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ যিনি দেবগণের ঈশ্বর, সেই মৎস্যকে নমস্কার। যিনি অমরগণের নিয়ন্তা, সেই কূর্ম্মকে নমস্কার। যিনি হয়শীর্ষ, ভব, বিষ্ণু ও ত্রিবিক্রম, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ যিনি মাধব ও ঈশান, তাঁহাকে নমস্কার করি; যিনি হৃষীকেশ ও কুমারিল, এবং যিনি নারায়ণ, তাঁহাকে নমস্কার করি; হে গরুড়াসন! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ হে ঈশ! তোমার জয় হউক। যিনি নরসিংহ, রূপধার, কুরুধ্বজ, কামপাল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, এবং অখণ্ডস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ যিনি অজিত, বিশ্বকর্ম্মা, পুণ্ডরীক ও দ্বিজপ্রিয়, এবং যিনি হরি, শম্ভু ও প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যিনি শূলবাহু, চক্রধর, শিব, বিষ্ণু, সুবর্ণাক্ষ, গোপতি ও পীতবাসা, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥ যিনি গদাপাণি, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি কুশেশয়, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর ও পাপনাশন; সেই ভগবান্‌কে নমস্কার ॥ ৭ ॥ যিনি গোপাল, বৈকুণ্ঠ, শার্ঙ্গধর, বিষ্ণুরূপ ও জ্যেষ্ঠেশ, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥ যিনি পরমশান্তস্বরূপ, সেই জম্বুকসহিত মার্কণ্ডেয়রূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি: যিনি পদ্মকিরণ, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি বড়বামুখ, তাঁহাকে নম-স্কার ॥ ৯ ॥ যিনি কার্ত্তিকেয়, বাহ্লিক ও শঙ্খধর, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি পদ্মকিরণ, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি কুশেশয়, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ যিনি স্থাণু ও অনঘ, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি বনমালী, তাঁহারে নমস্কার; যিনি লাঙ্গলীশ, তাঁহারে নমস্কার; যিনি শ্রীপতি, তাঁহারে,

পতিং ॥ ১১ ॥ নমস্তে চ ত্রিনয়নং নমস্যে হব্যবাহনং। নমস্তে চ ত্রিসৌবর্ণং নমস্যে ধরণীধরং ॥১২॥ ত্রিণাচিকেতং ব্রহ্মাণং নমস্যে শশিভূষণং। কপর্দ্দিনং নমস্যে চ সর্ব্বামযবিনাশনং ॥ ১৩ ॥ নমস্যে শশিনং সূর্য্যং ধ্রুবং রুদ্রং মহৌজসং। পদ্মনাভং হিরণ্যাক্ষং নমস্যে স্কন্দমব্যয়ং ॥ ১৪ ॥ নমস্যেহং ভীমহংসৌ চ নমস্যেহাটকেশ্বরং। সদাহংসং নমস্যে চ নমস্যে প্রাণতর্পণং ॥ ১৫ ॥ নমস্যে রুক্মকবচং মহাযোগিনমীশ্বরং। নমস্যে শ্রীনিবাসঞ্চ নমস্যে পুরুষোত্তমং ॥ ১৬ ॥ নমস্যে চ চতুর্ব্বাহুং নমস্যে চ বসুধাধিপং। বনস্পতিং মধুপতিং নমস্যে মনুমব্যয়ং ॥ ১৭ ॥ শ্রীকণ্ঠং বাসুদেবঞ্চ নীলকণ্ঠং সদাশিবং। নমস্যে সর্ব্বমনঘং গৌরীশং নকুলেশ্বরং ॥ ১৮ ॥ মনোহরঞ্চ কৃষ্ণেশং নমস্যে চক্রপাণিনং। যশোধরং মহাবাহুং নমস্যে চ কুশপ্রিয়ং ॥ ১৯ ॥ ভূধরচ্ছাদিতধ্বজং সুনেত্রং সুরশংসিতং। ভদ্রাখ্যং বীরভদ্রঞ্চ নমস্যে শঙ্কুকর্ণিনং। ২০ ॥ বৃষধ্বজং মহেশঞ্চ বিশ্বামিত্রং শশিপ্রভং। উপেন্দ্রঞ্চ সগোবিন্দং নমস্যে পঙ্কজপ্রিয়ং ॥ ২১ ॥ সহস্রশিরসং দেবং নমস্যে কুন্দমালিনং। কালাগ্নিং রুদ্রদেবেশং নমস্যে কৃত্তিবাসসং। ২২ ॥ নমস্যে ছাগলেশঞ্চ নমস্যে পঙ্কজাসনং। সহস্রাক্ষং কোকনদং নমস্যে হরিশঙ্করং ॥ ২৩ ॥ অগস্ত্যং গরুড়ং বিষ্ণুং কপিলং ব্রহ্মবাঙ্ময়ং। সনাতনঞ্চ ব্রহ্মাণং নমস্যে ব্রহ্মতৎপরং। ২৪। অপ্রতর্ক্যং চতুর্ব্বাহুং সহস্রাংশুং তপোময়ং। নমস্যে ধর্ম্মরাজানং দেবং গরুড়বাহনং ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বভূতগতং শান্তং নির্ম্মলং সর্ব্বলক্ষণং। মহাযোগিনমব্যক্তং নমস্যে পাপনাশনং ॥ ২৬ ॥ নিরঞ্জনং নিরাকারং

নমস্কার ॥ ১১ ॥ যিনি ত্রিনয়ন, তাঁহারে নমস্কার; যিনি হব্যবাহন, তাঁহারে নমস্কার; যিনি ত্রিসৌবর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি ধরণীধর, তাঁহারে নমস্কার ॥ ১২ ॥ যিনি ত্রিণাচিকেত, শশিভূষণ ও ব্রহ্মা, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি সর্ব্বরোগবিনাশন কপর্দ্দী, তাহাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥ যিনি শশী, সূর্য্য, রুদ্র, পদ্মনাভ, হিরণ্যাক্ষ, স্কন্দ ও অব্যয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ । যিনি ভীম ও হংস, তাঁহাকে নমস্কার করি; যিনি হাটকেশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি; যিনি হংসস্বরূপ, তাঁহাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি; যিনি প্রাণতর্পণ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥ যিনি রুক্মকবচ, মহাযোগী ও ঈশ্বর, তাঁহারে নমস্কার; যিনি শ্রীনিবাস, তাঁহারে নমস্কার; যিনি পুরুষোত্তম, তাঁহারে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ যিনি চতুর্ব্বাহু, তাঁহারে নমস্কার; যিনি বসুধাধিপ, তাঁহারে নমস্কার; যিনি বনস্পতি, মধুপতি, মনু ও অব্যয়স্বরূপ, তাঁহারে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ যিনি শ্রীকণ্ঠ বাসুদেব ও নীলকণ্ঠ সদাশিব; যিনি সর্ব্বস্বরূপ ও অপাপবিদ্ধ এবং যিনি গৌরীশ্বর ও নকুলেশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ যিনি মনোহর, কৃষ্ণ ও ঈশ্বরস্বরূপ; যিনি চক্রপাণি, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি মহাবাহু ও কুশেশয়, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ যিনি ভূধর, ছাদিতধ্বজ, সুনেত্র ও সুরশংসিত; যিনি ভদ্রাখ্য, বীরভদ্র ও শঙ্কুকর্ণ, তাঁহারে নমস্কার ॥ ২০ ॥ যিনি বৃষধ্বজ, মহেশ্বর, বিশ্বামিত্র ও শশিপ্রভ; যিনি উপেন্দ্র, গোবিন্দ ও পঙ্কজপ্রিয়, তাঁহারে নমস্কার ॥ ২১ ॥ যিনি সহস্র শিরা ও কুন্দমালী, তাঁহাকে নমস্কার। তুমি কালাগ্নি, রুদ্র, দেবেশ ও কৃত্তিবাস, তোমাকে নমস্কার। ২২। তুমি ছাগলেশ, তোমাকে নমস্কার; তুমি পঙ্কজাসন, তোমাকে নমস্কার; তুমি সহস্রাক্ষ, কোকনদ ও হরিশঙ্কর, তোমাকে নমস্কার। ২৩। তুমি অগস্ত্য, গরুড়, বিষ্ণু, কপিল, ব্রহ্ম ও বাঙ্ময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি সনাতন, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মতৎপর। ২৪। তুমি অপ্রতর্ক্য, চতুর্ব্বাহু, সহস্রাংশু ও তপোময়। তুমি ধর্ম্মরাজ, দেব ও গরুড়বাহন; তোমাকে নমস্কার। ২৫। তুমি সর্ব্বভূতগত, শান্ত, নির্ম্মল ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন; তুমি মহাযোগী, অব্যক্ত, ও পাপনাশন; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥ তুমি

নির্গুণং নিলয়ং পদং। নমস্যে পাপহর্ত্তারং শরণ্যং শরণং ব্রজে ॥২৭॥ এতৎ পবিত্রং পরমং পুরাণং প্রোক্তং স্বগস্ত্যেন মহর্ষিণা চ। ধন্যং যশস্যং বহুপাপনাশনং সংকীর্ত্তনাৎ স্মরণাৎ স্পর্শনাচ্চ ॥ ২৮॥
ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং দ্বিতীয়পাপনাশনস্তবো নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। গতেথ তীর্থযাত্রায়াং প্রহ্লাদে দানবেশ্বরে। কুরুক্ষেত্রং সমভ্যাগাদ্ দ্রষ্টুং বৈরোচনো বলিঃ ॥ ১ ॥ তস্মিন্ মহাধর্ম্মযুক্তে তীর্থে ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ। শুক্রো দ্বিজাতিপ্রবরানামন্ত্রয়ত ভার্গবঃ ॥ ২ ॥ ভৃগুণামন্ত্র্যমাণা বৈ প্রস্তাত্রেয়াঃ সগৌতমাঃ। কৌশিকাঙ্গিরসশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞাঃ কুরুজাঙ্গলান্ ॥ ৩ ॥ উত্তরাশাঃ প্রজগ্মুস্তে নদীমনুশতদ্রবীম্। শাতদ্রবে জলে স্নাত্বা বিপ্রাস্তে প্রযযুস্ততঃ ॥ ৪ ॥ বিধায় তত্র স্বস্নানং সংপূজ্য পিতৃদেবতাঃ। প্রজগ্মুঃ কিরণাং পুণ্যাং দিনেশকিরণচ্যুতাং ॥ ৫ ॥ তস্যাং স্নাত্বা চ দেবর্ষে সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ। ঐরাবতীং স্থপুণ্যোদাং স্নাত্বা জগ্মুরথেশ্বরীং ॥ ৬ ॥ দেবিকায়া জলে স্নাত্বা পয়োষ্ণ্যাশ্চৈব তাপসাঃ। অবতীর্ণা মুনে স্নাতুমাত্রেয়াদ্যস্তু তাং নদীং ॥ ৭ ॥ ততো নিমগ্না দদৃশুঃ প্রতিবিম্বমথাত্মনঃ। অন্তর্জ্জলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহদাশ্চর্য্যকারকং ॥ ৮ ॥ উন্মজ্জ্যস্তশ্চ দদৃশুঃ পুনর্বিস্মিতমানসাঃ। ততঃ স্নাত্বা সমুত্তীর্ণা ঋষয়ঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৯ ॥ জগ্মুস্ততোঽপি তে ব্রহ্মন্ কথয়ন্তঃ পরস্পরং। চিন্তয়ন্তশ্চ সততং কিমেতদিতি বিস্মিতাঃ ॥ ১০ ॥ ততো দূরাদপশ্যংস্তে বনখণ্ডং সুবিস্তৃতং। ঘনং ঘনদলশ্যামং খগশ্রমবিনা-

---

নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্গুণ, নিলয় ও পদস্বরূপ। তুমি পাপহন্তা ও সকলের রক্ষাকর্ত্তা ; তোমাকে নমস্কার ; আমি তোমার শরণ গ্রহণ করি ॥২৭॥ মহর্ষি অগস্ত্য এই পরমপবিত্র পুরাণ স্তব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও ধারণ করিলে, যশ লাভ ও সকল পাপ বিনাশ হয় ॥২৮॥
ইতি শ্রীবামনপুরাণে দ্বিতীয় পাপনাশনস্তবনামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর প্রহ্লাদ তীর্থযাত্রায় গমন করিলে, বিরোচনতনয় বলি কুরুক্ষেত্রদর্শনার্থ প্রয়াণ করিলেন ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণপুঙ্গব ভার্গব সেই পরমধর্ম্মযুক্ত তীর্থে দ্বিজাতিপ্রবরদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন ॥ ২ ॥ তৎকর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া, আত্রেয়, গৌতম, কৌশিক ও আঙ্গিরস এই সকল তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ কুরুজাঙ্গলে উত্তর দিকে শতদ্রবী নদীর তীরদেশে সমাগত হইলেন। এবং ঐ নদীর জলে স্নান করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৩।৪॥ এইরূপে তাঁহারা বিহিত বিধানে স্নান ও পিতৃদেবগণের অর্চনা করিয়া, দিনেশকিরণচ্যুত পবিত্র কিরণাতে সমাগত হইলেন ॥ ৫ ॥ দেবর্ষে! তথায় সকলেই কৃতাভিষেক হইয়া, পরমপবিত্র ঐরাবতীতে স্নানানন্তর ঐশ্বরীতে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ পরে দেবিকাসলিলে যথাক্রমে স্নান করিয়া, সেই আত্রেয়াদ্য তাপসগণ স্নান করিবার জন্য পয়োষ্ণীতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭ ॥ তাহাতে নিমগ্ন হইয়া, স্ব স্ব প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন। জলমধ্যে এইরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, তাঁহাদের অতিমাত্র বিস্ময় প্রাদুর্ভূত হইল। ৮ ॥ অনন্তর উন্মগ্ন হইয়াও, ঐরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, বিস্মিতচিত্ত হইলেন। পরে সকলেই কৃতাভিষেক ও সমুত্তীর্ণ হইয়া ॥ ৯ ॥ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বিস্মিত হইয়া, পরস্পর কথোপকথন ও অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐরূপ ঘটনার কারণ কি? ॥ ১০ ॥
অনন্তর তাঁহারা দূর হইতে সুবিস্তৃত বনখণ্ড দর্শন করিলেন। ঐ বনখণ্ড অতীব নিবিড়;

ঘনং ॥ ১১ ॥ অতিতুঙ্গতয়া ব্যোম আবৃণ্বানং নরোত্তম। বিস্তৃতাভির্লতাভিশ্চ অন্তর্ভূমিঞ্চ নারদ ॥ ১২ ॥ কাননং পুষ্পিতৈর্বৃক্ষৈঃ ফলিতৈশ্চ ততস্ততঃ। দৃশ্যার্দ্ধবাণসদৃশৈর্ন ভস্তারাগণৈরিব ॥ ১৩ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা কমলৈর্ব্যাপ্তং পুণ্ডরীকৈশ্চ শোভিতং। তদ্বৎ কোকনদৈর্ব্যাপ্তং বনং পদ্মবনং যথা ॥ ১৪ ॥ প্রজগ্মুস্তুষ্টিমতুলাস্তে হ্লাদং পরমং যযুঃ। বিবিশুঃ প্রীতমনসো হংসা ইব মহৎসরঃ ॥ ১৫ ॥ তন্মধ্যে দদৃশুঃ পুণ্যমাশ্রমং লোকপূজিতং। চতুর্ণাং লোকপালানাং বর্ণানাং মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মাশ্রমং প্রাঙ্মুখং তু পলাশবিটপাবৃতং। প্রতীচ্যাভিমুখং ত্বর্থাশ্রমং পুণ্যবনাবৃতং ॥ ১৭ ॥ দক্ষিণাভিমুখং কাম্যং রম্ভাশোকবনাবৃতং। উদঙ্মুখঞ্চ মোক্ষস্য শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভং ॥ ১৮ ॥ কৃতান্তে হ্যাশ্রমী মোক্ষঃ কামস্ত্রেতাযুগে স্থিতঃ। আশ্রম্যর্থো দ্বাপরান্তে তিষ্যান্তে ধর্ম্ম আশ্রমী ॥ ১৯ ॥ তমাশ্রমং হি মুনয়ো দৃষ্ট্বাত্রেয়াস্তপোব্যয়াঃ। তত্রৈব হি রতিঞ্চক্রুর-খণ্ডে সলিলাপ্লুতে ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মাদ্যো ভগবান্ বিষ্ণুরখণ্ড ইতি বিশ্রুতঃ। চতুর্মূর্ত্তির্জগন্নাথঃ পূর্ব্বমেব প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২১ ॥ তমর্চ্চয়ন্তি ঋষয়ো যোগাত্মানো বহুশ্রুতাঃ। শুশ্রূষয়া চ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ নারদ ॥ ২২ ॥ এবং তে হ্যত্রিবংশস্তত্র সমেতা ভার্গবেণ হি। অসুরেভ্যস্তদা ভীতাঃ স্বাশ্রিতাঃ খণ্ডপর্ব্বতাঃ ॥২৩॥ তথান্যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মন্নশ্মকুট্টা মরীচিপাঃ। স্নাত্বা জলে হি কালিন্দ্যাঃ প্রজগ্মুর্দক্ষিণামুখাঃ ॥ ২৪ ॥ অবন্তিবিষয়ং প্রাপ্য বিষ্ণুমাসাদ্য সংস্থিতাঃ। বিষ্ণোরপি প্রসাদেন দুঃপ্রবেশং মহাসুরৈঃ ॥ ২৫ ॥ বালখিল্যাদয়ো জগ্মুরবশা দানবাত্তয়াৎ। রুদ্রকোটিং সমাশ্রিত্য

মেঘমণ্ডলীর ন্যায়, শ্যামলবর্ণ, খগগণের শ্রমবিনাশন ॥ ১১ ॥ এবং অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া, আকাশ আবৃত করিয়াছে। উহার অন্তর্ভূমি বিস্তৃত লতাজালে সমাচ্ছন্ন ॥ ১২ ॥ ফলকুসুম-সমলঙ্কৃত পাদপপরম্পরা উহাতে বিরাজমান হইতেছে। দেখিলে, বোধ হয়, যেন তারকাস্তবকে আকাশমণ্ডল আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ উহাতে কমল সকল বিকসিত হইতেছে; পুণ্ডরীকসমূহ শোভা পাইতেছে, কোকনদ সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং পদ্ম সকল সুষমা বিস্তার করিতেছে ॥ ১৪ ॥ তদ্দর্শনে তাঁহারা নিরুপম তুষ্টি ও পরম আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া, মহাসরোবরে হংসযূথের ন্যায়, তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন ॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মাদি লোক-পাল বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বলোকপূজিত পুণ্য আশ্রম বিরাজমান হইতেছে ॥ ১৬ ॥ তন্মধ্যে প্রাঙ্মুখে ধর্ম্মাশ্রম। উহা পলাশপাদপে পরিবৃত। প্রতীচ্যাভিমুখে অর্থাশ্রম। উহা পবিত্র কাননসমূহে সমাকীর্ণ ॥ ১৭ ॥ কাম্য আশ্রম দক্ষিণাভিমুখে। উহা রম্ভা ও অশোককাননে পরিবৃত। মোক্ষাশ্রম উত্তর মুখে। উহা বিশুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ ॥ ১৮ ॥ সত্যযুগের অন্তে মোক্ষ স্বয়ং আশ্রমী ছিল। ত্রেতাযুগে কাম, দ্বাপরান্তে অর্থ ও কলির অবসানে স্বয়ং ধর্ম্ম আশ্রমী হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অত্রিবংশসমুদ্ভূত অখণ্ডপ্রকৃতি ঋষিগণ সেই আশ্রম অবলোকন করিয়া, তদীয় অখণ্ড সলিলে আপ্লুত ও তাহাতেই অনুরাগবদ্ধ হইলেন ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মাদ্যমূর্ত্তিধারী ভগবান্ বিষ্ণুকে অখণ্ড বলিয়া থাকে। তিনি চতুর্মূর্ত্তি ও জগতের নাথ। তথায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২১ ॥ সেই যোগাত্মা বহুশ্রুত ঋষিগণ শুশ্রূষা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য সহকারে তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ তাঁহারা অসুরভয়ে ভীত ও ভার্গবের সহিত মিলিত হইয়া, এইরূপে তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

অশ্মকুট্ট ও মরীচিপায়ী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কালিন্দীসলিলে স্নান করিয়া, দক্ষিণামুখে গমন ॥ ২৪ ॥ ও অবন্তিবিষয়ে সমাগত হইয়া, বিষ্ণুর শরণগ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।

স্থিতাস্তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৬ ॥ এবং গতেষু বিপ্রেষু গৌতমাঙ্গিরসাদিষু। শুক্রস্তু ভার্গবান্ সর্বান্ নিত্যে যজ্ঞবিধৌ মুনে ॥ ২৭ ॥ অধিষ্ঠিতং ভার্গবেণ মহাযজ্ঞেঽমিতদ্যুতেঃ। যজ্ঞদীক্ষাং বলেঃ শুক্রশ্চকার বিধিনা স্বয়ং ॥ ২৮ ॥ শ্বেতাম্বরধরো দৈত্যঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনঃ। মৃগাজিনাবৃত-পৃষ্ঠো বর্হপত্রবিচিত্রকঃ ॥ ২৯ ॥ সমাস্তে বিততে যজ্ঞে সদস্যৈরৃত্বিজসংবৃতঃ। হয়গ্রীবক্ষুরাদ্যৈস্তু ময়-বাণপুরোগমৈঃ ॥ ৩০ ॥ পত্নী বিন্ধ্যাবলী তস্য দীক্ষিতা যজ্ঞকর্ম্মণি। ললনানাং সহস্রস্য প্রধান-মৃষিকন্যকা ॥ ৩১ ॥ শুক্রেণাশ্বঃ শ্বেতবর্ণো মধুমাসে সুলক্ষণঃ। মহীং চরিতুমুৎসৃষ্টস্তারকাক্ষস্ত্ব-গাচ্চ তং ॥ ৩২ ॥ এবমশ্বে সমুৎসৃষ্টে বিততে যজ্ঞকর্ম্মণি। গতে চ মাসত্রিতয়ে হ্রিয়মাণে চ পাবকে ॥ ৩৩ ॥ পূজ্যমানেষু দৈত্যেষু মিথুনস্থে দিবাকরে। সুষুবে দেবজননী মাধবং বামনা-কৃতিং ॥ ৩৪ ॥ সঞ্জাতমাত্রং ভগবন্তমীশং নারায়ণং লোকপতিং পুরাণং। ব্রহ্মা সমভ্যেত্য সমং মহর্ষিভিস্তোত্রং জগাদাথ সমং মহর্ষে ॥৩৫॥ নমোস্তু তে মাধব সত্ত্বমূর্ত্তে নমোস্তু তে সাত্বত বিশ্বরূপ। নমোস্তু তে শত্রুবনেন্ধনাগ্নে নমোস্তু তে পাপমহাদবাগ্নে ॥ ৩৬ ॥ নমোস্তু পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন। নমস্তে জগদাধার নমস্তে পুরুষোত্তম ॥৩৭॥ নারায়ণ জগন্মূর্ত্তে জগন্নাথ গদাধর। পীতবাসঃ শ্রিয়ঃকান্ত জনার্দ্দন নমোস্তু তে ॥৩৮॥ ভবাংস্ত্রাতা চ গোপ্তা চ বিশ্বাত্মা সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ। সর্ব্বধারিন্ ধরাধারিন্ রূপধারিন্ নমোস্তু তে ॥ ৩৯ ॥ বর্দ্ধিষ্ণো বর্দ্ধিতাশেষত্রৈলোক্যসুরপূজিত। কুরুষ ত্বং

বিষ্ণুর প্রসাদে অসুরগণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥ বালখিল্যাদি অন্যান্য ব্রহ্মচারী ঋষিগণ দানবভয়ে অবশ হইয়া, রুদ্রকোটি আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ২৬ ॥

গৌতম ও আঙ্গির সপ্রমুখ ঋষিগণ এইরূপে প্রস্থান করিলে, শুক্র ভার্গববংশীয় মুনিদিগকে নিত্য যজ্ঞবিধানে নিযোজিত করিয়া ॥ ২৭ ॥ স্বয়ং অমিতদ্যুতি বলির যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইলেন। এবং বলিকে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন ॥ ২৮ ॥ বলি শ্বেতাম্বর ধারণ, শ্বেত মাল্যানুলেপন পরিধান ও পৃষ্ঠদেশ মৃগাজিনে আবৃত করিয়া, বর্হপত্রে বিচিত্রিত ও ॥ ২৯ ॥ সদস্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বিতত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। ময়, বাণ, হয়গ্রীব ও ক্ষুরাদি অসুরগণ তাঁহারে আবৃত করিয়া রহিল ॥ ৩০ ॥ তদীয় পত্নী বিন্ধ্যাবলী যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। সেই ঋষিকন্যা সহস্র সহস্র ললনার ললামভূতা ॥ ৩১ ॥ অনন্তর মধুমাস উপস্থিত হইলে, শুক্র শ্বেতবর্ণ, সুলক্ষণ-লক্ষিত অশ্ব মহীবিচরণার্থ ছাড়িয়া দিলেন। তারকাক্ষ নামে অসুর উহার অনুগামী হইল ॥৩২॥ এইরূপে সেই বিতত যজ্ঞকর্ম্ম উপলক্ষে অশ্ব উৎসৃষ্ট হইলে, মাসত্রয়পর্য্যবসানে অগ্নি যখন হ্রিয়মাণ ॥ ৩৩ ॥ ও দিবাকর মিথুনরাশিতে সমাগত হইলেন, সেই সময়ে দেবজননী অদিতি বামনাকৃতি মাধবকে প্রসব করিলেন ॥ ৩৪ ॥

সকলের ঈশ্বর ও পরিপালক, পুরাণস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, ব্রহ্মা মহর্ষিগণের সহিত সমাগত হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে সত্ত্বমূর্ত্তে! হে মাধব! তোমাকে নমস্কার। হে সাত্বত! হে বিশ্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে শত্রু-রূপ বনেন্ধনের অগ্নি! তোমাকে নমস্কার। হে পাপরূপ-মহাদবানল! তোমাকে নমস্কার ॥৩৬॥ হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বভাবন! তোমাকে নমস্কার। হে জগদাধার! তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ হে নারায়ণ! হে জগন্মূর্ত্তে! হে জগন্নাথ! হে গদাধর! হে পীতবাসঃ! হে শ্রীকান্ত! হে জনার্দ্দন! তোমাকে নমস্কার ॥৩৮॥ তুমি সকলের ত্রাণ ও রক্ষা করিয়া থাক; তুমি বিশ্বের আত্মা; তুমি সর্ব্বগ ও অব্যয়স্বরূপ। হে সর্ব্বধারিন্! হে রূপধারিন্! হে ধরাধারিন্! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥ তুমি স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া থাক ও সকলের বর্দ্ধন করিয়া থাক। সুরগণ ও সমুদায় ত্রৈলোক্য তোমার পূজা করে।

দেবপতে ত্বমেবেন্দ্রাশ্রুপ্রমার্জনং ॥ ৪০ ॥ ত্বং ধাতা চ বিধাতা চ সংহর্ত্তা ত্বং মহেশ্বর। মহালয়ো মহাযোগী যোগশায়ী নমোস্তু তে ॥ ৪১ ॥ ইত্থং স্তুতো জগন্নাথঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগো হরিঃ। প্রোবাচ ভগবান্ মহ্যং কুরূপনয়নং বিভো ॥ ৪২ ॥ ততশ্চকার দেবস্য জাতকর্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ভারদ্বাজো মহাতেজা বার্হস্পত্যস্তপোধনঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রতবন্ধং তথেশস্য কৃতবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। ততো দদুঃ প্রীতিযুতাঃ সর্ব্ব এব যথাক্রমং ॥৪৪॥ যজ্ঞোপবীতং পুলহঃ পুলস্ত্যঃ সিতবাসসী। মৃগাজিনং কুম্ভযোনির্ভরদ্বাজস্তু মেখলাং ॥ ৪৫ ॥ পালাশমদদদ্দণ্ডং মরীচিব্রহ্মণঃ সুতঃ। অক্ষসূত্রং বারুণিস্তু কৌশচীরমথাঙ্গিরা ॥ ৪৬ ॥ ছত্রং দদৌ হ্যরাজশ্চ উপানদ্যুগলং ভৃগুঃ। কমণ্ডলুং বৃহত্তেজাঃ প্রাদাদ্বিষ্ণোর্বৃহস্পতিঃ ॥ ৪৭ ॥ এবং কৃতোপনয়নো ভগবান্ ভূতভাবনঃ। সংস্তূয়মান ঋষিভির্বেদান্ সাঙ্গানধীতবান্ ॥ ৪৮ ॥ ভারদ্বাজাৎ সাঙ্গিরসাৎ সামবেদং মহাস্বরং। মহদাখ্যানসংযুক্তং গান্ধর্ব্বসহিতং মুনে ॥ ৪৯ ॥ মাসেনৈকেন ভগবান্ জ্ঞাতশ্রুতিমহার্ণবঃ। লোকাচারপ্রবৃত্ত্যর্থমভূৎ স তু বিশারদঃ ॥৫০॥ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নৈপুণ্যং গত্বা দেবোক্ষয়োহব্যয়ঃ। প্রোবাচ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠং ভারদ্বাজমিদং বচঃ ॥ ৫১ ॥

বামন উবাচ। ব্রহ্মন্ ব্রজামি মে অজ্ঞাং কুরুক্ষেত্রং মহোদয়ং। তত্র দৈত্যপতেঃ পুণ্যো হয়মেধঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥ সমাবিষ্টানি পশ্য ত্বং তেজাংসি পৃথিবীতলে। যে সংবিধানাঃ সততং মদংশাঃ পুণ্যবর্দ্ধনাঃ। তেনাহং প্রতিজানামি কুরুক্ষেত্রং গতো বলিঃ ॥ ৫৩ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ। স্বেচ্ছয়া তিষ্ঠ গচ্ছামো নাহমাজ্ঞাপয়ামি তে। গমিষ্যামো বয়ং বিষ্ণো বলে-

---

তুমিই দেবগণের পতি। অতএব তুমি ইন্দ্রের অশ্রু প্রমার্জ্জন কর ॥ ৪০ ॥ তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি সংহর্ত্তা, তুমি মহেশ্বর, তুমি মহালয়, তুমি মহাযোগী, তুমি যোগশায়ী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগ, জগন্নাথ ভগবান্ হরি তাঁহারে কহিলেন, হে বিভো! আমার উপনয়নবিধি সমাহিত করুন ॥ ৪২ ॥ তখন মহাতেজা ও তপোধন বার্হস্পত্য ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ভরদ্বাজ তদীয় ব্রতবন্ধ বিধান করিলে, অন্য সকলেই প্রীতিযুক্ত হইয়া, তাঁহারে দান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ তন্মধ্যে পুলহ যজ্ঞোপবীত, পুলস্ত্য সিতবস্ত্রযুগ্ম, অগস্ত্য মৃগজিন, ভরদ্বাজ মেখলা ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মপুত্র মরীচি পলাশদণ্ড, বারুণী অক্ষসূত্র, অঙ্গিরা কৌশচীর ॥ ৪৬ ॥ হ্যরাজ ছত্র, ভৃগু উপানৎ, বৃহত্তেজা বৃহস্পতি কমণ্ডলু প্রদান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ বামন ঋষিগণ কর্ত্তৃক কৃতোপনয়ন ও সংস্তূয়মান হইয়া, সমুদায় সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ আঙ্গিরস ভরদ্বাজ তাঁহারে মহাখ্যানসংযুক্ত গন্ধর্ব্বসহিত মহাস্বর সামবেদ অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই ভগবান একমাসমধ্যেই শ্রুতিমহার্ণব অবগত এবং লোকাচারপ্রবৃত্তি নিমিত্ত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন ॥ ৫০ ॥ এইরূপে সেই অব্যয় ও অক্ষয়স্বরূপ ভগবান্ সমুদায় শাস্ত্রে নৈপুণ্যলাভপূর্ব্বক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজকে কহিলেন ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মন্! আমারে আজ্ঞা করুন, মহোদয় কুরুক্ষেত্রে গমন করি। তত্রায় দৈত্যপতি বলি হয়মেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫২ ॥ পৃথিবীতলে তেজঃপুঞ্জ সমাবিষ্ট হইয়াছে, অবলোকন করুন। যে যে সংবিধান আমার অংশ বলিয়া, সতত পুণ্য বর্দ্ধিত করে, তদ্দ্বারা আমার প্রতিজ্ঞান হইতেছে, বলি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছে ॥ ৫৩ ॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, আমি তোমায় আজ্ঞা করিতে পারি না। তোমার ইচ্ছা হয়, থাকিতে

রথবর্য্যা খিদঃ ॥ ৫৪ ॥ যত্ত্বহং তমহং দেব পরিপৃচ্ছামি তদ্বদ। কেষু কেষু বিভো নিত্যং স্থানেষু পুরুষোত্তম। সান্নিধ্যং ভবতো ব্রূহি জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুরুবাচ। শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি যেষু যেষু গুরো হ্যহং। নিবসামি সুপুণ্যেষু স্থানেষু বহুরূপবান্ ॥ ৫৬ ॥ মমাবতারৈর্বসুধা নভস্তলং পাতালমংভোনিধয়ো দিবং চ। দিশঃ সমস্তা গিরয়োম্বুদাশ্চ ব্যাপ্তা ভরদ্বাজ মমাস্বরূপৈঃ ॥ ৫৭ ॥ যে দিব্যা যে চ ভৌমা জলগগনচরাঃ স্থাবরা যে চ ব্রহ্মন্ সেন্দ্রাঃ সার্কাঃ সচন্দ্রা যমবসুবরুণা অগ্নয়ঃ সর্ব্বপালাঃ। ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তা দ্বিজখগসহিতা মূর্ত্তিমন্তো হ্যমূর্ত্তেস্তে সর্ব্বে মৎপ্রসূতা বহুবিবিধগুণাঃ পূরণার্থং পৃথিব্যাং ॥ ৫৮ ॥ এতে হি পুণ্যাঃ সুরসিদ্ধদানবৈঃ পূজ্যা নরাঃ সন্নিহিতা মহীতলে। যৈর্দৃষ্টমাত্রৈঃ সহসৈব নাশং প্রয়াতি পাপং দ্বিজবর্য্য কীর্ত্তিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে বামনজন্ম নাম নবাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। আদ্যং হি মৎস্যরূপং যে সংস্থিতং মানসে হ্রদে। সর্ব্বপাপক্ষয়করং কীর্ত্তনস্পর্শনাদিভিঃ ॥ ১ ॥ কৌর্ম্মমন্তৎ সন্নিধানে কৌশিক্যাঃ পাপনাশনং। হয়শীর্ষং চ কৃষ্ণায়াং গোবিন্দং হস্তিনাপুরে ॥ ২ ॥ ত্রিবিক্রমং চ কালিন্দ্যাং লিঙ্গভেদে ভবং বিভুং। কেদারে মাধবেশৌ চ কুব্জাম্রে কৃষ্ণমূর্দ্ধজং ॥ ৩ ॥ নারায়ণং বদর্য্যাং চ বারাহে গরুড়ধ্বজং। জয়েশং

পার। আমরা বলির যজ্ঞে গমন করিব; তুমি খিন্ন হইও না ॥ ৫৪ ॥ হে দেব! অধুনা, তোমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল। হে বিভো! হে পুরুষোত্তম! কোন্ কোন্ স্থানে আপনি নিত্য সন্নিহিত আছেন, তত্ত্বতঃ জানিতে ইচ্ছা করি, নির্দ্দেশ কর ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণু কহিলেন, হে গুরো! যে সমস্ত পরমপবিত্র স্থানে আমি বহুরূপ ধারণ করিয়া, নিত্য বাস করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫৬ ॥ হে ভরদ্বাজ! আমার অনুরূপ অবতারপরম্পরায় বসুধাতল, নভস্তল, পাতালতল, সাগরসমস্ত, স্বর্গভুবন, দিক্‌সকল, পর্ব্বতসমুদায় ও মেঘমণ্ডলী ব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মন্! যাহারা স্বর্গচর, ভূমিচর, জলচর, গগনচর সেই ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য, যম ও বসুগণ, বরুণ ও অগ্নিসমস্ত, সমুদায় লোকপাল এবং দ্বিজ ও খগসহিত ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত মূর্ত্তিমান্ বস্তু সমুদায় সকলেই মূর্ত্তিহীন আমার প্রসূত। সেই বিবিধগুণশালী পদার্থসকল পূরণার্থ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥ সুর, সিদ্ধ ও দানবগণ যাহাদের পূজা করে, যাহাদের দর্শন বা কীর্ত্তনমাত্রেই সমুদায় পাপ সহসা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই এই পুণ্যস্বরূপ পুরুষসকল পৃথিবীতলে সন্নিহিত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনজন্মনামক নবাশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৯ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, আমার আদ্য রূপ মৎস্য মানসহ্রদে অধিষ্ঠিত আছেন। কীর্ত্তন ও স্পর্শনাদি করিলে, সর্ব্বপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ আমার পাপনাশন কৌর্ম্মরূপ কৌশিকীতীরস্থ সন্নিধানতীর্থে, হয়শীর্ষমূর্ত্তি কৃষ্ণাতে, গোবিন্দমূর্ত্তি হস্তিনাপুরে ॥ ২ ॥ ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ কালিন্দীতে, ভবস্বরূপ লিঙ্গভেদে, মাধব ও ঈশমূর্ত্তি কেদারে, কৃষ্ণমূর্দ্ধজ কুব্জাম্রে ॥ ৩ ॥

ভদ্রকর্ণে চ বিপাশায়াং দ্বিজপ্রিয়ং ॥ ৪ ॥ রূপধারমিরাবত্যাং কুরুক্ষেত্রে কুরুধ্বজং। কৃতশৌচে নৃসিংহং চ গোকর্ণে বিশ্বধারণং ॥ ৫ ॥ প্রাচীনে কামপালং চ পুণ্ডরীকং মহাম্ভসি। বিশাখ-যূপে হ্যজিতং হংসং হংসপদে তথা ॥ ৬ ॥ পয়োষ্ণ্যাং যমখণ্ডং চ বিতস্তায়াং কুমারিলং। মণি-মত্যা হ্রদে শম্ভুং ব্রহ্মণ্যে চ প্রজাপতিং ॥ ৭ ॥ মধুনদ্যাং চক্রধরং শূলবাহুং হিমাচলে। বিদ্ধি বিষ্ণুং মুনিশ্রেষ্ঠ স্থিতমৌষধসানুনি ॥ ৮ ॥ ভৃগুতুঙ্গে সুবর্ণাখ্যং নৈমিষে পীতবাসসং। গয়ায়াং গোপতিং দেবং গদাপাণিং তমীশ্বরং ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যনাথং বরদং গোপ্রতারে কুশেশয়ং। অর্দ্ধনারীশ্বরং চক্রে মহীধ্রং দক্ষিণে গিরৌ ॥ ১০ ॥ গোপালমুত্তরে নিত্যং মহেন্দ্রে সোমপীথিনং। বৈকুণ্ঠমপি সহ্যাদ্রৌ পারিযাত্রেঽপরাজিতং ॥ ১১ ॥ কশেরুদেশে দেবেশং বিশ্বরূপং তপোধনং। মলয়াদ্রৌ চ সৌগন্ধিং বিন্ধ্যপাদে সদাশিবং ॥ ১২ ॥ অবন্তিবিষয়ে বিষ্ণুং নিষধেঽমরেশ্বরং। পাঞ্চালিকং চ ব্রহ্মর্ষে পাঞ্চালেষু সদাস্থিতং ॥ ১৩ ॥ মহোদয়ে হয়গ্রীবং প্রয়াগে যোগশায়িনং। স্বয়ম্ভুবং মধুবনে অজগন্ধং চ পুষ্করে ॥ ১৪ ॥ তথৈব বিপ্রপ্রবরং বারাণস্যাং চ কেশবং। অবিমুক্তং চ তত্রৈব গীয়তে সুরকিন্নরৈঃ ॥ ১৫ ॥ পম্পায়াং পদ্মকিরণং সমুদ্রে বড়বামুখং। কুমারধারে বাহ্লীশং কার্ত্তিকেয়ং চ বর্হিণে ॥ ১৬ ॥ ওজসে শম্ভুমনঘং স্থাণুং চ কুরুজাঙ্গলে। বনমালিনমাহুর্মাং কিষ্কিন্ধ্যাবাসিনো জনাঃ ॥ ১৭ ॥ বীরং কুবলয়ারূঢ়ং শঙ্খচক্রগদাধরং। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারাঙ্গং নর্ম্মদায়াং শ্রিয়ঃ পতিং ॥ ১৮ ॥ মাহিষ্মত্যাং ত্রিনয়নং তত্রৈব চ হুতাশনং। অর্ব্বুদে চ ত্রিসৌপর্ণং ক্ষ্মাধরং শূকরাচলে ॥ ১৯ ॥ ত্রিণাচিকেতং ব্রহ্মর্ষে প্রভাসে চ কপর্দ্দিনং। তত্রৈবাত্রাপি চ খ্যাতং তৃতীয়ং শশিশেখরং ॥ ২০ ॥ উদয়ে শশিনং সূর্য্যং ধ্রুবং চ ত্রিতয়স্থিতং।

নারায়ণমূর্ত্তি বদরীতে, গরুড়ধ্বজবিগ্রহ বারাহে, জয়েশমূর্ত্তি ভদ্রকর্ণে ও দ্বিজপ্রিয়স্বরূপ বিপাশায় প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪ ॥ তদ্ব্যতীত, ইরাবতীতে রূপধার, কুরুক্ষেত্রে কুরুধ্বজ, কৃতশৌচে নৃসিংহ, গোকর্ণে বিশ্বধারণ ॥ ৫ ॥ প্রাচীনে কামপাল, মহাজলে পুণ্ডরীক, বিশাখযূপে অজিত, হংসপদে হংস। ৬ ॥ পয়োষ্ণীতে যমখণ্ড, বিতস্তায় কুমারিল, মণিমতীহ্রদে শম্ভু, ব্রহ্মণ্যে প্রজাপতি ॥ ৭ ॥ মধুনদীতে চক্রধর, হিমালয়ে শূলবাহু এবং ঔষধসানুতে বিষ্ণুরূপে আমি সন্নিহিত আছি, জানিবেন ॥ ৮ ॥ এইরূপে, ভৃগুতুঙ্গে আমি সুবর্ণনামে, নৈমিষে পীতবাসাবিগ্রহে, গয়ায় গোপতি গদাধররূপে ॥ ৯ ॥ গোপ্রতারে ত্রৈলোক্যনাথ ও সকলের বরদাতা কুশেশয়বিগ্রহে, চক্রে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিতে, দক্ষিণপর্ব্বতে মহীধ্ররূপে ॥ ১০ ॥ উত্তরগিরিতে গোপালস্বরূপে, মহেন্দ্রপর্ব্বতে সোমপীথীবিগ্রহে, মহীমহীধ্রে বৈকুণ্ঠস্বরূপে ও পারিযাত্রে অপরাজিতরূপে নিত্য অধিষ্ঠান করিতেছি ॥ ১১ ॥ তদ্ভিন্ন, কশেরুদেশে তপোধন বিশ্বরূপ, মলয়পর্ব্বতে সৌগন্ধি, বিন্ধ্যপাদে সদাশিব ॥ ১২ ॥ অবন্তিদেশে বিষ্ণু, নিষধে অমরেশ্বর এবং পাঞ্চালে পাঞ্চালিকরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছি ॥ ১৩ ॥ মহোদয়ে আমার হয়গ্রীববিগ্রহ, প্রয়াগে যোগশায়ী, মধুবনে স্বয়ম্ভু, পুষ্করে অজগন্ধ ॥ ১৪ ॥ এবং বারাণসীতে আমার কেশব ও অবিমুক্তমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সুর ও কিন্নরগণ উহার স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ পম্পায় পদ্মকিরণ, সমুদ্রে বড়বামুখ, কুমারধারে বাহ্লীশ, বর্হিণে কার্ত্তিকেয় ॥ ১৬ ॥ ওজসে কেশব ও কুরুজাঙ্গলে স্থাণু-মূর্ত্তি নিত্য বিরাজ করিতেছে। কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা আমারে বনমালী বলিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ আমি নর্ম্মদায় বীর, কুবলয়ারূঢ়, শঙ্খচক্রগদাধর, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, উদারদেহ শ্রীপতিবিগ্রহে বিরাজমান হইতেছি ॥ ১৮ ॥ মাহিষ্মতীতে ত্রিনয়ন ও হুতাশনরূপে, অর্ব্বুদে ত্রিসৌপর্ণমূর্ত্তিতে, শূকরাচলে ক্ষ্মাধর বিগ্রহে ॥ ১৯ ॥ প্রভাসে ত্রিণাচিকেত ও তৃতীয় শশিশেখরস্বরূপে অধিষ্ঠিত আছি ॥ ২০ ॥ উদয়পর্ব্বতে শশী, সূর্য্য ও ধ্রুবরূপ ত্রিমূর্ত্তিতে, হিমকূটে হিরণ্যাক্ষ, ষণ্ডশরবণে

হেমকূটে হিরণ্যাক্ষং স্কন্দং শরবণে মুনে ॥ ২১ ॥ মহালয়ে স্মৃতং রুদ্রমুত্তরেষু কুরুষথ। পদ্মনাভং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়কং ॥ ২২ ॥ সপ্তগোদাবরে ব্রহ্মন্ বিখ্যাতং হাটকেশ্বরং। তত্রৈব চ মহাহংসং প্রয়াগেঽপি মহেশ্বরং ॥ ২৩ ॥ শোণে চ রুক্মকবচং কুণ্ডিনে ঘ্রাণতর্পণং। ভিল্লীবনে মহাযোগং মদ্রেষু পুরুষোত্তমং ॥ ২৪ ॥ প্লক্ষাবতরণে বিশ্বং শ্রীনিবাসং দ্বিজোত্তমং। শূর্পারকে চতুর্ব্বাহুং মগধায়াং সুধাপতিং ॥ ২৫ ॥ গিরিব্রজে পশুপতিং শ্রীকণ্ঠং যমুনাতটে। বনস্পতিং সমাখ্যাতং দণ্ডকারণ্যবাসিনং ॥ ২৬ ॥ কালঞ্জরে নীলকণ্ঠং সরয্বাং মনুমুত্তমম্। হংসযুক্তং মহাকোশ্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥ ২৭ ॥ গোকর্ণে দক্ষিণে শর্ব্বং বাসুদেবং প্রজামুখে। বিন্ধ্যশৃঙ্গে মহাগৌরং কন্থায়াং মধুসূদনং ॥ ২৮ ॥ ত্রিকূটশিখরে ব্রহ্মংশ্চক্রপাণিনমীশ্বরং। লোহদণ্ডে হৃষীকেশং কৌশলায়াং মহোদয়ং ॥ ২৯ ॥ মহাবাসং সুরাষ্ট্রে চ নবরাষ্ট্রে যশোধরং। ভূধরং দেবিকানদ্যাং বিদেহায়াং কুশপ্রিয়ং ॥ ৩০ ॥ গোমত্যাং ছাদিতগদং শঙ্খোদ্ধারে চ শঙ্খিনং। সুনেত্রং সৈন্ধবারণ্যে শূরং শূরপুরে স্থিতং ॥ ৩১ ॥ রুদ্রাখ্যং চ হিরণ্বত্যাং বীরভদ্রং ত্রিবিষ্টপে। শঙ্কুকর্ণে চ লীনাভং ভীমং শালবনে বিভুং ॥ ৩২ ॥ বিশ্বামিত্রং চ ঘটিতে কৈলাসে বৃষভধ্বজং। মহেশং মহিলাশৈলে কামরূপং শশিপ্রভম্ ॥ ৩৩ ॥ বলভ্যামপি গোমিত্রং কটাহং ব্রাহ্মণপ্রিয়ং। উপেন্দ্রং সিংহলদ্বীপে শক্রাহ্বে কুন্দমালিনং ॥ ৩৪ ॥ রসাতলে চ বিখ্যাতং সহস্রশিরসং মুনে। কালাগ্নিং কপিলং চৈব তথাস্তং কৃত্তিবাসসং ॥ ৩৫ ॥ সুতলে কূর্ম্মমচলং বিতলে পঙ্কজাননং। মহাতলে গুরুং খ্যাতং দেবেশে বৃষলেশ্বরং ॥ ৩৬ ॥ তলে সহস্রচরণং সহস্রভুজমীশ্বরং। সহস্রাখ্যং পরিখ্যাতং মুসলাকৃষ্টদানবং ॥ ৩৭ ॥ পাতালে যোগিনামীশং সংস্থিতং হরিশঙ্করং। ধরাতলে কোকনদং মেদিন্যাং চক্রপাণিনং ॥ ৩৮ ॥ ভুবর্লোকে চ গরুড়ং স্বর্লোকে বিষ্ণুমব্যয়ং। মহর্লোকে তথাগস্ত্যং কপিলং চ জনে স্থিতং ॥ ৩৯ ॥ তপোলোকেঽখিলং ব্রহ্মন্ বাঙ্ময়ং সপ্তসংযুতং।

স্কন্দরূপে ॥ ২১ ॥ মহালয়ে রুদ্র, উত্তরকুরুতে সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়ক পদ্মনাভ ॥ ২২ ॥ সপ্তগোদাবরে বিখ্যাত হাটকেশ্বর ও মহাহংস, প্রয়াগে মহেশ্বর ॥ ২৩ ॥ শোণে রুক্মকবচ, কুণ্ডিনে ঘ্রাণতর্পণ, ভিল্লীবনে মহাযোগ, মদ্রে পুরুষোত্তম ॥ ২৪ ॥ প্লক্ষাবতরণে বিশ্বরূপ শ্রীনিবাস, শূর্পারকে চতুর্ব্বাহু, মগধায় সুধাপতি ॥ ২৫ ॥ গিরিব্রজে পশুপতি, যমুনাতটে শ্রীকণ্ঠ, দণ্ডকারণ্যে বনস্পতি, কালঞ্জরে নীলকণ্ঠ, সরযূতে মনু, মহাকোশীতে সর্ব্বপাপপ্রণাশন হংস ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ দক্ষিণ গোকর্ণে হংস, প্রজামুখে বাসুদেব, বিন্ধ্যশৃঙ্গে মহাগৌর, কন্থায় মধুসূদন ॥ ২৮ ॥ ত্রিকূটশেখরে সকলের ঈশ্বর চক্রপাণি, লোহদণ্ডে হৃষীকেশ ও কৌশলায় মহোদয়মূর্ত্তিতে নিত্য সন্নিহিত আছি ॥ ২৯ ॥

হে ব্রহ্মন্! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! সুরাষ্ট্রে আমার মহাবাসমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নবরাষ্ট্রে আমি যশোধরবিগ্রহে বিরাজ করিতেছি। এবং দেবিক নদীতে ভূধর, বিদেহায় কুশপ্রিয় ॥ ৩০ ॥ গোমতীতে গদাধর, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খধর, সৈন্ধবারণ্যে সুনেত্র, শূরপুরে শূর ॥ ৩১ ॥ হিরণ্বতীতে রুদ্র, ত্রিপিষ্টপে বীরভদ্র, শঙ্কুকর্ণে লীনাভ শালবনে ভীম ॥ ৩২ ॥ ঘটিতে বিশ্বামিত্র, কৈলাসে বৃষভধ্বজ, মহিলাশৈলে কামরূপধারী শশিপ্রভ মহেশ ॥ ৩৩ ॥ বলভীতে গোমিত্র, কটাহে ব্রাহ্মণপ্রিয়, সিংহলদ্বীপে উপেন্দ্র, শক্রাহ্বে কুন্দমালী ॥ ৩৪ ॥ রসাতলে বিখ্যাত সহস্রশিরা, কপিলে কালাগ্নি ও কৃত্তিবাসা ॥ ৩৫ ॥ সুতলে কূর্ম্ম, বিতলে পঙ্কজানন, মহাতলে সকলের গুরু দেবেশ বৃষলেশ্বর ॥ ৩৬ ॥ তলে সহস্রপাদ, সহস্রভুজ, সকলের ঈশ্বর ও মুসলাকৃষ্টদানবরূপী সহস্রনামক বিগ্রহে, বিরাজ করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ পাতালে যোগীশ্বর হরিহর, ধরাতলে কোকনদ, মেদিনীতে চক্রপাণি ॥ ৩৮ ॥ ভুবর্লোকে গরুড়, স্বর্লোকে বিষ্ণু, মহর্লোকে অগস্ত্য, জনোলোকে

ব্রহ্মাণং ব্রহ্মলোকে চ মমমেব প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৪০ ॥ সনাতনং তথা শৈবে পরং ব্রহ্ম চ বৈকুণ্ঠে। অপ্রতর্ক্যং নিরালম্বে নিরাকারে তপোময়ং ॥ ৪১ ॥ জম্বুদ্বীপে চতুর্ব্বাহুং কুশদ্বীপে কুশেশয়ং। প্লক্ষদ্বীপে মুনিশ্রেষ্ঠ খ্যাতং গরুড়বাহনং ॥ ৪২ ॥ পদ্মনাভং তথা ক্রৌঞ্চে শাল্মলে বৃষভধ্বজং। সহস্রাক্ষঃ স্থিতঃ শাকে বামনঃ পুষ্করে স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ তথা পৃথিব্যাং ব্রহ্মর্ষে শালিগ্রামে স্থিতোঽপ্যহং। সজলস্থলপর্য্যন্তমশেষস্থাবরেষু চ ॥ ৪৪ ॥ এতানি পুণ্যানি মহালয়ানি ব্রহ্মন্ পুরাণানি সনাতনানি। ব্রহ্মজ্ঞানীহ মহৌজসানি সংকীর্ত্তনীয়ান্যঘনাশনানি ॥ ৪৫ ॥ সংকীর্ত্তনাদ্যাশমুপৈতি পাপং সন্দর্শনাদেব চ দেবতায়াঃ। ধর্ম্মার্থকামাবপবর্গমেব দেবা লভন্তে মনুজাঃ সসাধ্যাঃ ॥ ৪৬ ॥ এতানি তুভ্যং বিনিবেদিতানি মহালয়ানীহ ময়া নিজানি। উত্তিষ্ঠ গচ্ছামি মহাসুরস্য যজ্ঞং সুরাণাং হি হিতায় বিপ্র ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহর্ষে বিষ্ণুর্ভরদ্বাজমৃষিং মহাত্মা। বিলাসলীলাগমনো গিরীন্দ্রাৎ স চাভ্যগচ্ছৎ কুরুজাঙ্গলং হি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে স্বস্থানোক্তিকথনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ সমাগচ্ছতি বাসুদেবে মহী চকম্পে গিরয়শ্চ চেলুঃ। ক্ষুব্ধাঃ সমুদ্রা দিবি সর্ব্বলোকো বভৌ বিপর্য্যস্তগতির্মহর্ষে ॥ ১ ॥ যজ্ঞঃ সমাগাৎ পরমাকুলত্বং ন বেদ্মি কিং মাং মধুহা করিষ্যতি। যথা প্রদগ্ধোঽস্মি মহেশ্বরেণ কিং মাং ন সংরক্ষ্যতি বাসুদেবঃ ॥ ২ ॥ ঋত্বিম

কপিল ॥ ৩৯ ॥ তপোলোকে সপ্তযুক্ত অখিলস্বরূপ বায়ু, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা ॥ ৪০ ॥ শিবলোকে সনাতন, বিষ্ণুলোকে পরব্রহ্ম, নিরালম্বে অপ্রতর্ক্য, নিরাকারে তপোময় ॥ ৪১ ॥ জম্বুদ্বীপে চতুর্ব্বাহু, কুশদ্বীপে কুশেশয়, প্লক্ষদ্বীপে গরুড়বাহন, ক্রৌঞ্চে পদ্মনাভ, শাল্মলে বৃষভধ্বজ, শাকে সহস্রাক্ষ, পুষ্করে ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ও শালগ্রামে বামনরূপে আমি নিত্য বাস করিতেছি। এইরূপে জলস্থলপর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আমার অধিষ্ঠান ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মন্! আমার এই পরমপবিত্র পুরাণ নিলয় সকল কোন কালেই বিনষ্ট হয় না। ইহাদের তেজ অসীম। তত্তৎ নিলয়ে বাস করিলে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ হয়। এবং সমুদায় পাতক বিনাশ পায়। তজ্জন্য সতত ইহাদের কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৫ ॥ কীর্ত্তন করিলে, যেমন পাপনাশ হয়, দর্শন করিলে তেমন দেবদর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেবগণ, মনুজগণ ও সাধ্যগণ সকলেই তত্তৎস্থানমাহাত্ম্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪৬ ॥ আমি আপনার নিকট আমার নিত্য মহানিলয় সমস্ত নিবেদন করিলাম। হে বিপ্র! এক্ষণে উত্থান করুন। দেবগণের হিতসাধনার্থ মহাসুর বলির যজ্ঞে গমন করিব ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বিষ্ণু মহর্ষি ভরদ্বাজকে এইরূপ কহিয়া বিলাসলীলা-গমনে গিরীন্দ্র হইতে অবতরণ করিয়া, কুরুজাঙ্গলে অভ্যাগত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্বস্থানোক্তিকথননামক নবতিতম অধ্যায় ॥ ৯০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বামনরূপী বাসুদেব গমন করিতে লাগিলে, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন, গিরি সকল বিচলিত হইতে লাগিল, সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বর্গস্থ লোক সমুদায় বিপর্য্যস্ত গতি অবলম্বন করিল ॥ ১ ॥ বলির যজ্ঞও অতিমাত্র আকুলতাবাপন্ন হইল। তদ্দর্শনে বলি ভাবিতে লাগিলেন, না জানি, মধুসূদন আসিয়া, আমাকে কি করিবেন। মহেশ্বর যেমন আমাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, বাসুদেবও হয়ত সেইরূপ করিবেন ॥ ২ ॥ বিজেন্দ্রগণ ঋক্ সাম-

মন্ত্রাহুতিভির্হুতাস্ত তেপ্যাসুরীয়া অননাস্ত ভাগান্ । ভক্ষ্যান্ দ্বিজেন্দ্রৈরপি সংপ্রদত্তান্নৈব প্রতীচ্ছন্তি বিভোর্ভয়েন ॥ ৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা ঘোররূপং তু নিমিত্তং দানবেশ্বরঃ । পপ্রচ্ছোশনসং শুক্রং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥ কিমর্থমাচার্য্য মহী সশৈলা রম্ভেব বাতাভিহতা চচাল । কিমাসুরীয়াশ্চ হুতানপীহ ভাগান্ন গৃহ্লন্তি হুতাশনাশ্চ ॥ ৫ ॥ ক্ষুব্ধা কিমর্থং মকরালয়া বিভো ঋক্ষাণি খে নৈব চরন্তি পূর্ব্ববৎ । দিশঃ কিমর্থং তমসা পরিপ্লুতা দোষেণ কস্যাদ্য বদস্ব মে গুরো ॥ ৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শুক্রস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য বিরোচনসুতেরিতং । অথো জ্ঞাত্বা কারণং চ তত্তো বচনমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

শুক্র উবাচ । শৃণুষ দৈত্যেশ্বর যেন ভাগান্ নামী প্রযচ্ছন্তি মহাসুরেভ্যঃ । হুতাশনা মন্ত্রহুতাস্ত্রমীভির্নুনং সমাগচ্ছতি বাসুদেবঃ ॥৮॥ তদঙ্ঘ্রিবিক্ষেপমপারয়ন্তী মহী সশৈলা চলিতা দিশশ্চ । প্লুতান্ধকারৈর্ম্মকরালয়াশ্চ উদ্বৃত্তবেলা দিতিজাদ্য জাতাঃ ॥ ৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শুক্রস্য বচনং শ্রুত্বা বলির্ভার্গবমব্রবীৎ । ধর্ম্মং সত্যং চ পথ্যং চ সর্ব্বোৎসাহসমন্বিতং ॥ ১০ ॥

বলিরুবাচ । আযাতে বাসুদেবে বদ মম ভগবন্ ধর্ম্মকামার্থযুক্তং কিং কার্য্যং কিং চ দেয়ং মণিকনকমথো রাজ্যমুর্ব্বী ধনং বা । কিংবা বাচ্যং মুরারেস্ত্রিজহিতমথবা তদ্ধিতং বা প্রযুঞ্জে তথ্যং পথ্যং প্রিয়ং ভো বদ মম শুভদং তৎ করিষ্যে ন চান্যৎ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রাহুতি দ্বারা হোম করিয়া, আসুরীয় ভাগ সমস্ত ভক্ষ্যস্বরূপ প্রদান করিলেও, যজ্ঞীয় তত্তৎ অগ্নি বিভু বাসুদেবের ভয়ে তাহা আর প্রতিগ্রহ করিলেন না ॥ ৩ ॥

দানবেশ্বর ঘোররূপ নিমিত্ত দর্শন করিয়া, শুক্রকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪ ॥ আচার্য্য ! কি কারণে পৃথিবী সমুদায় পর্ব্বতের সহিত, বাতাহত কদলীর ন্যায়, বিচলিত হইতেছেন ? কিজন্যই বা আসুরীয় অগ্নি সকল হুত ভাগ গ্রহণ করিতেছেন না ? ॥৫ । বিভো ! কিজন্যই বা মকরালয় সকল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে ? কিকারণেই বা ঋক্ষসকল আকাশে পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতেছে না ? কিনিমিত্তই বা দিক্‌সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে ? গুরো ! অদ্য কাহার দোষে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে ? বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শুক্র বলির প্রযোজিত এবংবিধ বচনরচনা শ্রবণগোচর করিয়া, কারণ অবগত হইয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ হে দৈত্যেশ্বর ! যে কারণে হুতাশন সকল মন্ত্রাহুত হইলেও, আসুরভাগ গ্রহণ করিতেছেন না, শ্রবণ কর । বাসুদেব নিশ্চয়ই আসিতেছেন ॥ ৮ ॥ তদীয় পদবিক্ষেপ সহ্য করিতে না পারায়াই পৃথিবী পর্ব্বতপ্রচয়ের সহিত প্রকম্পিত হইতেছেন, সাগর সকল উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে এবং দিক্‌সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে ॥ ৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শুক্রের কথা শুনিয়া, বলি সর্ব্বোৎসাহসমন্বিত, ধর্ম্মসঙ্গত, সত্যসম্পন্ন ও সকলের হিতকর বাক্যে তাঁহারে উত্তর করিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবন্ ! আদেশ করুন, বাসুদেব আগমন করিলে, আমার ধর্ম্মকামার্থযুক্ত কিরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ? মণি, কনক, রাজ্য, পৃথিবী, কিম্বা ধন, ইহার মধ্যে কিরূপ বস্তু প্রদান করাই বা বিধেয় ? নিজের অথবা তাঁহার হিতের জন্য কীদৃশ বাক্যই বা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ? ফলতঃ, কি করিলে, সত্যরক্ষা হয়, উপকারপ্রাপ্তি হয়, আমার মঙ্গল হয় এবং আমাদের উভয়েরই প্রিয় হয়, তাহা বলুন। আমি তদ্ভিন্ন, অন্যরূপ অনুষ্ঠান করিব না ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তথ্যাক্যং ভার্গবঃ শ্রুত্বা দৈত্যনাথেরিতং মহৎ। বিচিন্ত্য নাম্ন প্রাহ ভূতভব্যার্থমীশ্বরঃ॥ ১২॥

শুক্র উবাচ। ত্বয়া কৃতা যজ্ঞভুজো সুরেন্দ্রা বহিস্কৃতা যে শ্রুতিদৃষ্টমার্গাঃ। শ্রুতিঃ প্রমাণং মখভাগভাজিনঃ সুরাস্তদর্থং হরিরভ্যুপৈতি॥ ১৩॥ তস্যাধ্বরং দৈত্যসমাগতস্য কার্য্যং কিং শৃণু ত্বং পরিপৃচ্ছসে যৎ। কার্য্যং ন দেয়ং হি বিভো তৃণাগ্রং যদধ্বরং ভূকনকাদিকং বা॥ ১৪॥ বাচ্যং তথা সাম নিরর্থকং বিভো কস্তাং বরং দাতুমলং হি শক্নুয়াৎ। যস্যোদরে ভূর্ভুবনাকপালা রসাতলেশা নিবসন্তি নিত্যশঃ॥ ১৫॥

বলিরুবাচ। ময়া ভবোক্তং বচনং হি ভার্গব ন চার্থিনে কিং চ ন দাতুমুৎসহে। সমাগতে পার্থিনি হীনবৃত্তে শুদ্ধি দেবে কথমাগতেতি॥ ১৬॥ জনার্দ্দনে লোকপতৌ মহর্ষে সমাগতে নাস্তি কথং নু বচ্মি॥ ১৭॥ এবং চ শ্রূয়তে লোকে সতাং কথয়তাং বিভো। সম্ভাবো ব্রাহ্মণেষেব কর্ত্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা। দৃশ্যতেঽপি তথা তচ্চ সত্যং ব্রাহ্মণপুঙ্গব॥ ১৮॥ পূর্ব্বাভ্যাসেন কর্ম্মাণি সংভবন্তি নৃণাং স্ফুটং। বাক্কায়মানসানীহ যোনিস্তরগতান্যপি॥ ১৯॥ কিংবা ত্বয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ পৌরাণী ন শ্রুতা কথা। যা বৃত্তা মলয়ে পূর্ব্বং কোশকারসুতস্য চ॥ ২০॥

শুক্র উবাচ। কথয়স্ব মহাবাহো কোশকারসুতাশ্রয়াং। কথাং পৌরাণিকীং ব্রহ্মন্ মহাকৌতূহলং হি মে॥ ২১॥

বলিরুবাচ। শৃণুষ্ব কথয়িষ্যামি কথামেতাং মখান্তরে। পূর্ব্বাভ্যাসেন বিদ্বান্ হি সত্যং

পুলস্ত্য কহিলেন, শুক্র দৈত্যনাথের প্রযোজিত ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বর্ত্তমানে ও ভূতার্থ সবিশেষ পরিকলনপূর্ব্বক প্রতিবচনপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১২॥ তুমি অসুরেন্দ্রদিগকে যজ্ঞভাগী করিয়াছ; যাঁহারা শ্রুতিদৃষ্টিমার্গ, তাঁহাদিগকে বহিস্কৃত করিয়াছ। কিন্তু সুরগণই শ্রুতি-প্রমাণ যজ্ঞভাগভাগী। বিষ্ণু তদর্থ আগমন করিতেছেন॥ ১৩। যাহা হউক, তিনি যজ্ঞে সমাগত হইলে, যাহা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি তাঁহাকে পৃথিবী ও কনকাদি, অথবা তৃণাগ্রও প্রদান করিও না॥ ১৪॥ শূন্যগর্ভ সান্ত্ববাক্যে কহিবে, হে বিভো! কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে বর দিতে পারিবে? দেখুন, আপনার উদরে ভূ, ভুব ও স্বর্গের অধিপতিগণ এবং পাতালের ঈশ্বরবর্গ সতত বাস করিতেছেন॥ ১৫॥

বলি উত্তর করিলেন, হে আচার্য্য! আমি আপনার বাক্যানুসারে অর্থীকে কখনই বিমুখ করিতে পারিব না। বলিতে কি, হীনজাতীয় অর্থী সমাগত হইলেও, যখন তাহারে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হই না, তখন স্বয়ং বাসুদেব আগমন করিলে, কিরূপে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইব?॥ ১৬॥ দেখুন, যিনি সকল লোকের পতি, সেই জনার্দ্দন অর্থী হইয়া আসিতেছেন। অতএব, নাই, কিরূপে বলিব॥ ১৭। সাধুগণের এইরূপ উপদেশ লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়, ভূতিকাম ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণে সম্ভাবসম্পন্ন হইবে। হে ব্রাহ্মণপুঙ্গব! ঐ উপদেশের যাথার্থ্যও অনুরূপ বিধানে লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ১৮॥ পূর্ব্বাভ্যাসবশেই লোকের কায়মনোবাক্য-কৃত জন্মান্তরীণ কর্ম্মসকল প্রকটভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। ১৯॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে মলয়মহীধ্রে কোশকার পুত্রের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, আপনি কি সেই পৌরাণিকী কথা শ্রবণ করেন নাই। ২০॥

শুক্র কহিলেন, মহাবাহো! কোশকারপুত্রসম্বন্ধীয় প্রাচীন উপাখ্যান কীর্ত্তন কর; শুনিবার জন্য অতিমাত্র কৌতূহল উদ্ভূত হইয়াছে॥ ২১॥

বলি কহিলেন, শ্রবণ করুন, আমি এই যজ্ঞান্তরপ্রসঙ্গে সেই প্রাচীন কথা বর্ণন করিব। হে

ভৃগুকুলোদ্বহ ॥ ২২ ॥ মুদ্গলস্য মুনেঃ পুত্রো জ্ঞানবিজ্ঞানপারগঃ। কোশকার ইতি খ্যাত আসীদ্ ব্রহ্মংস্তপোধনঃ ॥ ২৩ ॥ তস্যাসীদ্দয়িতা সাধ্বী ধর্ম্মিষ্ঠা নামতঃ শ্রুতা। সতী বাৎস্যায়নসুতা ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা ॥ ২৪ ॥ তস্যামস্য সুতো জাতঃ প্রকৃত্যা বৈ জড়াকৃতিঃ। নাসৌ বক্তে মূকবচ্চ নাসৌ পশ্যতি চান্ধবৎ ॥ ২৫ ॥ তং জাতং ব্রাহ্মণী পুত্রং জড়ং মূকং বিচিক্ষুষং। ষষ্ঠে চ মাতা গৃহদ্বারি বটেঽস্তি তমবাসৃজৎ ॥ ২৬ ॥ ততোগাচ্চ দুরাচারা রাক্ষসী জাতহারিণী। স্বং শিশুং কৃশমাদায় শূর্পাক্ষী নাম নামতঃ ॥ ২৭ ॥ তত্রোৎসৃজ্য স্বপুত্রং সাজ প্রাহ দ্বিজনন্দনং। তমাদায় জগামাথ ভোক্তুং শালোদরোগুরৌ ॥ ২৮ ॥ ততস্তামাগতাং বীক্ষ্য তস্যা ভর্ত্তা ঘটোদরঃ। নেত্রহীনঃ প্রত্যুবাচ কিমানীতং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ২৯ ॥ সাব্রবীদ্রাক্ষসপতে ময়া স্থাপ্য শিশুং নিজং। কোশকারদ্বিজগৃহে তস্যানীতঃ প্রভো সুতঃ ॥ ৩০ ॥ স প্রাহ ন ত্বয়া ভদ্রে ভদ্রমাচরিতং দ্বিজং। মহাজ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রোঽসৌ স নঃ শপ্স্যতি কোপিতঃ ॥ ৩১ ॥ তস্মাচ্ছীঘ্রমিমং ত্যক্ত্বা তনয়ং ঘোররূপিণং। অন্যস্য কস্যচিৎ পুত্রং ক্ষিপ্রমানয় সুন্দরি ॥ ৩২ ॥ ইত্যেবমুক্তা সা রৌদ্রা রাক্ষসী কামরূপিণী। সমাজগাম ত্বরিতা সমুৎপত্য বিহায়সা ॥ ৩৩ ॥ স চাপি রাক্ষসসুতো নিঃসৃষ্টো গৃহবাহ্যতঃ। রুরোদ সস্বরং ব্রহ্মন্ প্রক্ষিপ্যাংগুষ্ঠমাননে ॥ ৩৪ ॥ সা শব্দং তং চিরাচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মিষ্ঠা পতিমব্রবীৎ। পশ্য স্বয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ সুশব্দস্তনয়স্তব ॥ ৩৫ ॥ ত্রস্তা সা নির্জগামাথ গৃহমধ্যাত্তপস্বিনী। স চাপি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ সমপশ্যচ্চ তং শিশুং ॥ ৩৬ ॥ বর্ণরূপাদিসংযুক্তং তদ্বৎ স্বতনয়ং যথা।

ভৃগুকুলোদ্বহ! সত্য বলিতেছি, পূর্ব্বাভ্যাসবশেই আমি ইহা অবগত হইয়াছি ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মন্! মহর্ষি মুদ্গলের কোশকার নামে বিখ্যাত জ্ঞানবিজ্ঞানপারগ তপোধন এক পুত্র ছিলেন ॥ ২৩ ॥ তাঁহার দয়িতার নাম ধর্ম্মিষ্ঠা। তিনি বাৎস্যায়নের পুত্রী এবং যেরূপ সাধ্বী, সতী ও পতিব্রতা, সেইরূপ ধর্ম্মশীলা ছিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহার গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র স্বভাবতঃ জড়াকৃতি; মূকের ন্যায় কথা কহিতে পারে না; এবং অন্ধের ন্যায়, দেখিতে পায় না ॥ ২৫ ॥ ষষ্ঠদিন সমাগত হইলে, ব্রাহ্মণী সেই জড়াকৃতি, বাক্শক্তিবিহীন, অন্ধ পুত্রকে গৃহের দ্বারদেশে বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ২৬ ॥ ঐ সময়ে শূর্পাক্ষীনাম্নী, জাতহারিণী, দুরাচারিণী নিশাচরী আপনার কৃশ শিশুকে গ্রহণ করিয়া, আগমন ॥ ২৭ ॥ এবং গৃহদ্বারে উৎসর্জ্জন ও তৎপরিবর্ত্তে দ্বিজপুত্রকে গ্রহণ করিল। এবং গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ লইয়া গেল ॥ ২৮ ॥

তদীয় ভর্ত্তার নাম ঘটোদর; সে নেত্রহীন। সে তাহাকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, বলিতে লাগিল, প্রিয়ে! তুমি কি লইয়া আসিয়াছ? ॥ ২৯ ॥

সে উত্তর করিল, রাক্ষসপতে! আমি নিজ শিশুকে স্থাপন করিয়া, বিভু কোশকার দ্বিজের পুত্রকে লইয়া আসিয়াছি ॥ ৩০ ॥

ঘটোদর কহিল, ভদ্রে! তুমি ভদ্র ব্যবহার কর নাই। সেই দ্বিজেন্দ্র মহাজ্ঞানী; ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে অভিশপ্ত করিবেন ॥ ৩১ ॥ অতএব, সুন্দরি! এই ঘোররূপ শিশুকে ত্যাগ করিয়া, অন্য কাহারও পুত্রকে আনয়ন কর ॥ ৩২ ॥

সেই কামরূপিণী রৌদ্রচারিণী নিশাচরী স্বামীর এইরূপ আদেশানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া, আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে সমাগত হইল ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মন্! এদিকে সেই রাক্ষসনন্দন বাহ্যদেশে নিঃসৃষ্ট হইয়া, সস্বরে মুখমণ্ডলে অঙ্গুষ্ঠ প্রক্ষেপ করিয়া, রোদন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ ধর্ম্মিষ্ঠা বহুক্ষণ পরে সেই রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, স্বামীকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্রের সুস্বর শব্দ শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥ সেই তপস্বিনী এই বলিয়া, ভীত হইয়া, গৃহমধ্য হইতে নির্গমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দেখিলেন ॥ ৩৬ ॥

ততো বিহস্য প্রোবাচ কোশকারো নিজাং প্রিয়াং ॥ ৩৭ ॥ এবমাবিশ্য ধর্ম্মিষ্ঠে ভাব্যং ভূতেন সাম্প্রতং। কোঽপ্যস্মাকং ছলয়িতুং যক্ষিণী ভুবি সংস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা বচনং পত্নীং মন্ত্রৈস্তং রাক্ষসাত্মজং। ববন্ধোল্লিখ্য বসুধাং সকুশেনাথ পাণিনা ॥ ৩৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা শূর্পাক্ষী বিপ্রবালকং। অন্তর্দ্ধানং গতা ভূমৌ গৃহে চিক্ষেপ দূরতঃ ॥ ৪০ ॥ স ক্ষিপ্তমাত্রং জগ্রাহ কোশকারস্তু বালকং। সা চাভ্যেত্য গ্রহীতুং স্বং নাশকদ্রাক্ষসী সুতং ॥ ৪১ ॥ ইতশ্চেতশ্চ বিভ্রষ্টা সা ভর্ত্তারমুপাগতা। কথয়ামাস যদ্‌বৃত্তং স্বকীয়াত্মজহারণং ॥ ৪২ ॥ এবং গতায়াং রাক্ষস্যাং ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা। স রাক্ষসশিশুর্ধান্ ভার্য্যায়ৈ বিনিবেদিতঃ ॥ ৪৩ ॥ কপিলায়াঃ সবৎসায়াঃ পিত্রা স্বতনয়স্তদা। দধ্না সংতোষিতোঽত্যর্থং ক্ষীরেণেক্ষুরসেন চ ॥ ৪৪ ॥ যাবেব বর্দ্ধিতৌ বালৌ সংজাতৌ সপ্তবার্ষিকৌ। পিত্রা চ কৃতনামানৌ নিশাকরদিবাকরৌ ॥ ৪৫ ॥ নৈশাচরির্দিবাকীর্ত্তির্নিশাকীর্ত্তিঃ স্বপুত্রকঃ। তয়োশ্চকার বিপ্রোঽসৌ ব্রতবন্ধক্রিয়াং ক্রমাৎ ॥ ৪৬ ॥ ব্রতবন্ধে কৃতে বেদং পপাঠাসৌ দিবাকরঃ। নিশাকরো জড়তয়া ন পপাঠেতি নঃ শ্রুতং ॥ ৪৭ ॥ তং বান্ধবাঃ সপিতরৌ মাতা ভ্রাতা গুরুস্তথা। পর্য্যনিন্দংস্তথান্যে চ জনা মলয়বাসিনঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ স পিত্রা ক্রুদ্ধেন ক্ষিপ্তঃ কূপে নিরুদকে। মহাশিলাং তদুপরি পিতা তস্যাথ ব্যক্ষিপৎ ॥ ৪৯ ॥ এবং ক্ষিপ্তস্তদা কূপে বহুবর্ষগণান্ স্থিতঃ। তত্রাস্ত্যামলকীগুল্মঃ পোষায় ফলিনোঽভবৎ ॥ ৫০ ॥ ততো দশসু বর্ষেষু সমতীতেষু ভার্গব। তস্য মাতাগমৎ কূপং তমপশ্যচ্ছিলাবৃতং ॥ ৫১ ॥ সা

ঐ শিশু স্বকীয় তনয়ের সদৃশ বর্ণরূপাদিসম্পন্ন। তদ্দর্শনে নিজ পত্নীকে হাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন। ৩৭ ॥ অয়ি ধর্ম্মিষ্ঠে! ইহার শরীরে সম্প্রতি ভূতাবেশ হইয়াছে। কোন স্বরূপী আমাদিগকে ছলনা করিবার জন্য পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছ ॥ ৩৮ ॥ পত্নীকে এইরূপ কহিয়া, তিনি মন্ত্রপ্রয়োগসহকারে রাক্ষসনন্দনকে সকুশ পাণি দ্বারা বসুধাসমুল্লেখনপুরঃসর বন্ধন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ এই অবসরে শূর্পাক্ষী তথায় সমাগত হইয়া, অন্তর্হিত থাকিয়া, দূর হইতে ব্রাহ্মণবালককে গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিল ॥ ৪০ কোশকার ক্ষিপ্তমাত্র বালককে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাক্ষসী অভ্যাগত হইয়া, আপনার শিশুকে গ্রহণ করিতে পারিল না ॥ ৪১ ॥ ইতস্ততঃ বিভ্রষ্টা হইয়া, ভর্ত্তার সকাশে গিয়া, স্বকীয় পুত্রহারণঘটনা নিবেদন করিল ॥ ৪২ ॥

রাক্ষসী প্রস্থান করিলে, মহাত্মা কোশকার রাক্ষসশিশুকে ভার্য্যার হস্তে ন্যস্ত করিলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি আপনার পুত্রকে সবৎসা কপিলার ইক্ষুরসবৎ সুস্বাদু ক্ষীর ও দধি দ্বারা অতিমাত্র সন্তোষিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ উভয় বালকই এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়া, সপ্তবর্ষে উপনীত হইল। পিতা কোশকার তাহাদের নাম যথাক্রমে নিশাকর ও দিবাকর রাখিয়া দিলেন ॥ ৪৫ ॥ তন্মধ্যে নিশাচরনন্দন দিবাকর ও স্বকীয় পুত্র নিশাকর নামে বিখ্যাত হইল। কোশকার ক্রমানুসারে তাহাদের উভয়েরই ব্রতবন্ধ বিধান করিলেন ॥ ৪৬ ॥ ব্রতবন্ধ বিহিত হইলে, দিবাকর, বেদ পাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু নিশাকর জড়তাবশতঃ তাহাতে সমর্থ হইল না; আমরা এইরূপ শুনিয়াছি ॥ ৪৭ তদ্দর্শনে তাহার পিতামাতা, বান্ধববর্গ, ভ্রাতা, গুরু ও মলয়বাসী অন্যান্য ব্যক্তিগণ, সকলেই তাহার নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে জলশূন্য কূপমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এবং তাহার উপরি মহাশিলা চাপাইয়া রাখিলেন ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া, সে বহুবর্ষগণ অবস্থিতি করিল। তথায় যে আমলকীগুল্ম ছিল, তাহাই তাহার পোষণার্থ ফলিত হইল ॥ ৫০ ॥ হে ভার্গব! অনন্তর দশবর্ষ অতীত হইলে, তদীয় জননী কূপে গমন করিয়া, তাহাকে শিলাবৃত অবলোকন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তিনি

দৃষ্ট্বা নিচিতং কূপে শিলয়া গিরিকল্পয়া। উচ্চৈঃ প্রোবাচ কেনেয়ং কূপোপরি শিলা কৃতা ॥ ৫২ ॥ কূপান্তরঃ সুতো বাণীং শ্রুত্বা মাতুর্নিশাকরঃ। প্রাহাম্ব দত্তা তাতেন কূপোপরি শিলা স্থিরং ॥৫৩॥ সাপি ভীতাব্রবীৎ কোহসি কূপান্তস্থোহদ্ভুতস্বরঃ। সোপ্যাহ তব পুত্রোহস্মি নিশাকর ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫৪॥ সাব্রবীত্তনয়ো মেহস্তি নাম্না খ্যাতো দিবাকরঃ। নিশাকরেতি নাম্না চ ন কশ্চিত্তনয়োহস্তি মে ॥৫৫॥ সুতঃ চ তৎ পূর্ব্বচরিতং মাতুর্নিরবশেষতঃ। কথয়ামাস পুত্রোহসৌ যদ্বৃত্তং পূর্ব্বমেব হি ॥ ৫৬॥ সা শ্রুত্বা তাং শিলাং সুভ্রূঃ সমুৎক্ষিপ্যান্যতোহক্ষিপৎ ॥ ৫৭ ॥ স তু কূপাৎ সমুত্তীর্য্য মাতুঃ পাদৌ ববন্দ চ। ততস্তমাদায় সুতং ধর্ম্মিষ্ঠা পতিমেত্য চ। কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং চেষ্টিতং স্বসুতস্য চ ॥ ৫৮ ॥ ততোহস্য পৃচ্ছদ্বিপ্রোহসৌ কিমিদন্তাত কারণম্। নোক্তবান্ যত্তবান্ পূর্ব্বং মহৎ কৌতূহলং মম ॥ ৫৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং ধীমান্ কোশকারং দ্বিজোত্তমং। প্রাহ পুত্রোহদ্ভুতং বাক্যং মাতরং পিতরং তথা ॥ ৬০ ॥

নিশাকর উবাচ। শ্রূয়তাং কারণং তাত যেন মূকত্বমাশ্রিতং। ময়া জড়ত্বমনঘ তথান্ধত্বং স্বচক্ষুষা ॥ ৬১ ॥ পূর্ব্বমাসমহং বিপ্র কুলে বৃন্দারকস্য তু। বৃষাকপেশ্চ তনয়ো মাতাগর্ভসমুদ্ভবঃ ॥ ৬২ ॥ ততঃ পিতাপাঠয়ন্মাং শাস্ত্রং ধর্ম্মার্থকামদং। মোক্ষমার্গপরন্তাত সেতিহাসং শ্রুতিং তথা ॥ ৬৩॥ সোহহন্তাত মহাজ্ঞানী পরপারবিশারদঃ। জাতো মদান্ধস্তেনাহং দুষ্কর্ম্মাভিরতোহভবম্ ॥ ৬৪ ॥ মদাৎ সমভবল্লোভস্তেন নষ্টা প্রগল্ভতা। বিবেকো নাশমগমন্মদো মে মোহমাগতঃ ॥ ৬৫ ॥ মূঢ়ভাবতয়া চাথ জাতঃ পাপরতোহস্ম্যহং। পরদারপরার্থেষু সদা মে

তাহারে গিরিকল্প শিলা দ্বারা সন্নিচিত দর্শন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, কে.ন্ ব্যক্তি এই কূপোপরি শিলা নিক্ষেপ করিয়াছে ॥ ৫২ ॥

নিশাকর কূপমধ্যে থ কিয়া, জননীর বাণী শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, অম্ব! পিতা কূপোপরি এইরূপ শিলা স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

ব্রাহ্মণী ভীত হইয়া, কহিলেন, কে তুমি কূপান্তরে থাকিয়া, অদ্ভুতস্বরে উত্তর করিতেছ?

নিশাকর কহিল, আমি আপনার পুত্র; আমার নাম নিশাকর ॥ ৫৪ ॥

ব্রাহ্মণী কহিলেন, আমার যে পুত্র আছে, তাহার নাম দিবাকর। নিশাকরনামে ত আমার কোন পুত্র নাই ॥ ৫৫ ॥

তখন নিশাকর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, নিরবশেষে সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিল। ৫৬ ॥ সুভ্রূ ধর্ম্মিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া, শিলাসমুৎক্ষেপণপূর্ব্বক অন্যত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৭॥ তখন নিশাকর কূপ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া, জননীর পদদ্বয় বন্দনা করিলে, তিনি তাহারে গ্রহণ করিয়া, স্বামীর সকাশে আসিয়া, আপনার পুত্রের সমুদায় চেষ্টিত বর্ণন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর বিপ্র তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! এইরূপ ঘটনার কারণ কি? তুমি ত পূর্ব্বে বল নাই; এই কারণে শুনিবার জন্য পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

ধীমান্ নিশাকর পিতা কোশকারের বচন শ্রবণ করিয়া, পিতামাতা উভয়কেই অদ্ভুত বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ তাত! যেকারণে আমি অন্ধ, মূক ও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, শ্রবণ করুন ॥ ৬১ ॥ হে অনঘ! আমি পূর্ব্বজন্মে বৃন্দারকবংশে বৃষাকপির পুত্ররূপে মাতার গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছিলাম ॥ ৬২ ॥ পিতা আমারে ধর্ম্মার্থকামসাধক, অপবর্গবিবর্দ্ধক, শ্রুতি ও ইতিহাস-শাস্ত্র পাঠ করাইলেন ॥ ৬৩ ॥ আমি মহাজ্ঞানী ও পরপারবিশারদ হইয়া উঠিলাম। এবং তন্নিবন্ধন মদান্ধ ও দুষ্কর্ম্মে অভিরত হইলাম ॥ ৬৪ ॥ মদ হইতে আমার লোভ জন্মিল। লোভবশে আমার প্রগল্ভতা বিনষ্ট ও বিবেকও ভ্রষ্ট হইয়া গেল। তখন আমার মদ মোহে পরিণত হইল ॥ ৬৫ ॥ মূঢ়তাবশতঃ আমি পাপরত হইয়া পড়িলাম। পরদারে ও পরধনে আমার

মানসং স্থিতং॥ ৬৬॥ পরদারাভিমর্শিত্বাৎ পরার্থহরণাদপি। মৃতো হ্যুদ্বন্ধনেনাহং নরকং রৌরবং গতঃ॥ ৬৭॥ তস্মাদ্বর্ষসহস্রান্তে ভুক্তশিষ্টে তদাগসি। অরণ্যে মৃগহা পাপঃ সঞ্জাতোহহং মৃগাধিপঃ॥ ৬৮॥ ব্যাঘ্রত্বে সংস্থিতস্তাবদ্বদ্ধঃ পঞ্জরগঃ কৃতঃ। নরাধিপেন বিভুনা নীতশ্চ নগরং দ্বিজ॥ ৬৯॥ বদ্ধস্য পঞ্জরস্থস্য ব্যাঘ্রত্বেঽপি স্থিতস্য চ। ধর্মার্থকামশাস্ত্রাণি প্রতিভাসন্ত সর্বশঃ॥ ৭০॥ ততো নৃপতিশার্দ্দূলো গদাপাণিঃ কদাচন। একবস্ত্রপরীধানো নগর্য্যা নির্ষযৌ বহিঃ॥ ৭১॥ তস্য ভার্য্যাজিতা নাম রূপেণা প্রতিমা ভুবি। সা নির্গতে ভর্ত্তরি তু মমান্তিকমুপাগতা॥ ৭২॥ তাং দৃষ্ট্বা বরধে চিত্তে পূর্ব্বাভ্যাসান্মনোভবঃ। যথৈব কামশাস্ত্রেষ তত্তোঽহমব-দন্ত তাং॥ ৭৩॥ রাজপুত্রি সুকল্যাণি নবযৌবনশালিনি। চিত্তং হরসি মে ভীরু কোকিলাধ্বনিনা যথা॥ ৭৪॥ সা তদ্বচনমাকর্ণ্য প্রোবাচ তনুমধ্যমা। কথমেবাবয়োর্ব্যাঘ্র রতিযোগ উপৈষ্যতি॥ ৭৫॥ ততোহমব্রবন্তাত রাজপুত্রীং সুমধ্যমাং। দ্বারমুদ্ঘাটয় স্বাদ্য নির্গমিষ্যামি সত্বরম্॥ ৭৬॥ সাপ্যব্রবীদ্দিবা ব্যাঘ্র লোকোঽয়ং পরিপশ্যতি। রাত্রাবুদ্ঘাটয়িষ্যামি ততো রংস্যাব চেচ্ছয়া॥ ৭৭॥ তামেবাহমবোচং বৈ কালক্ষেপো ন মে ক্ষমঃ। তস্মাদুদ্ঘাটয় দ্বারং মাং বন্ধাচ্চ বিমোচয়॥ ৭৮॥ ততঃ সাপি বরশ্রোণী দ্বারমুদ্ঘাটয়াঞ্চক্রে। উদ্ঘাটিতে ততো দ্বারে নির্গতোঽহং বহিঃ ক্ষণাৎ॥ ৭৯॥ নিগড়াদয়শ্চ পাশাশ্চ ছিন্না বলবতা ময়া। সা তদা নৃপতে-

---

মন সর্ব্বদাই সংসক্ত রহিল॥ ৬৬॥ এইরূপ পরদারপরামর্শন ও পরস্বাপহরণপ্রযুক্ত উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া, আমি রৌরবনরকে পতিত হইলাম॥ ৬৭॥ বর্ষসহস্রপর্য্যবসানে ঐ পাপ ভুক্তশিষ্ট হইলে, আমি মৃগাধিপ হইয়া, অরণ্যমধ্যে পাপবৃত্তির অনুসরণপ্রসঙ্গে মৃগসকল হত্যা করিতে লাগিলাম॥ ৬৮॥ অনন্তর ব্যাঘ্রযোনিতে গমন করিলে, বদ্ধ ও পঞ্জরগত হইলাম। হে দ্বিজ! তদবস্থায় কোন বলশালী রাজা আমারে নিজনগরে লইয়া গেলেন॥ ৬৯॥ এইরূপে ব্যাঘ্র হইয়া, বদ্ধ ও পঞ্জরগত হইলে, ধর্ম্মার্থকামশাস্ত্রসকল সর্ব্বতোভাবে আমার প্রতিভাত হইল॥ ৭০॥

অনন্তর সেই নৃপতিশার্দ্দূল কোন সময়ে গদাপাণি হইয়া, এক বস্ত্র পরিধান করিয়া, নগরী হইতে বিনির্গত হইলেন॥ ৭১॥ তদীয় ভার্য্যার নাম অজিতা। পৃথিবীতে তাঁহার রূপের তুলনাই হয় না। ভর্ত্তা নির্গত হইলে, তিনি আমার অন্তিকে উপগত হইলেন॥ ৭২॥ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, পূর্ব্বাভ্যাসবশে মদীয় চিত্তে মনোভবের আবির্ভাব হইল। কামশাস্ত্রে আমার যেরূপ পারদর্শিতা ছিল, তদনুসারে তাঁহারে বলিতে লাগিলাম, অয়ি নবযৌবনশালিনি সুকল্যাণি রাজনন্দিনি! কোকিলা যেমন কলধ্বনি দ্বারা মন হরণ করে, তদ্রূপ তুমিও আমার চিত্ত হরণ করিতেছ॥ ৭৩॥ ৭৪॥

সেই তনুমধ্যমা এই কথা শুনিয়া, উত্তর করিল, ব্যাঘ্র! কিরূপে আমাদের উভয়ের রতিযোগ উপাগত হইবে?॥ ৭৫॥

তখন আমি সেই সুমধ্যমা রাজপুত্রীকে কহিলাম, তুমি দ্বার উদ্ঘাটিত কর, আমি সত্বরে নির্গত হইব॥ ৭৬॥

সে কহিল, ব্যাঘ্র! দিবাভাগে লোকসকল দেখিতে পাইবে। অতএব, রাত্রিতে উদ্ঘাটন করিব। তখন ইচ্ছানুসারে উভয়ে বিহার করা যাইবে॥ ৭৭॥

আমি কহিলাম, আমার আর কালক্ষেপ সহ্য হইতেছে না। অতএব, দ্বার উদ্ঘাটন ও আমারে বন্ধন হইতে মোচন কর॥ ৭৮॥

এই কথায় সেই বরশ্রোণী দ্বার উদ্ঘাটন করিল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, আমি তৎক্ষণে বহির্গত হইলাম॥ ৭৯॥ আমি অতি বলিষ্ঠ ছিলাম। পাশ ও নিগড় প্রভৃতি সমস্তই ছিন্ন

ভার্য্যাং গৃহীত্বা রন্তুমিচ্ছতা ॥ ৮০ ॥ তস্তো দৃষ্টোঽস্মি নৃপতেভৃ্ত্যৈরতুলবিক্রমৈঃ। শস্ত্রহস্তৈঃ সর্ব্বতশ্চ তৈরহং পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৮১ ॥ মহাপাশৈঃ শৃঙ্খলাভিঃ সমাহত্য চ মুদ্গরৈঃ। বদ্ধস্তান-ব্রবং নৈবং মাং হন্তুং যূয়মর্হথ ॥ ৮২ ॥ তে চ মদ্বচনং শ্রুত্বা মামেবং রজনীচরং। বটবৃক্ষে সমু-দ্বধ্যাথাতয়ন্বৈ তপোধন ॥ ৮৩ ॥ ভূয়স্ততশ্চ নরকং পরদারনিষেবণাৎ। গতো বর্ষসহস্রান্তে জাতোঽহং শ্বেতগর্দ্দভঃ ॥ ৮৪ ॥ ব্রাহ্মণস্যাগ্নিবেশ্যস্য গৃহে বহুকলত্রিণঃ। তত্রাপি সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রত্যভাসত মে তদা ॥ ৮৫ ॥ উপবাহ্যঃ কৃতশ্চাস্মি দ্বিজযোষিদ্ভিরাদরাৎ। একদা নবরাষ্ট্রীয়া ভার্য্যা তস্যাগ্রজন্মনঃ ॥ ৮৬ ॥ বিমতির্নামতঃ খ্যাতা গন্তুমৈচ্ছদ্গৃহে পিতুঃ। তামুবাচ পতির্গচ্ছ আরুহ্যৈনঞ্চ গর্দ্দভং ॥ ৮৭ ॥ মাসেনাগমনং কার্য্যং ন স্থেয়ং পরতস্ততঃ। ইত্যেবমুক্তা সা ভর্ত্রা তন্বী চারুহ্য গর্দ্দভং ॥ ৮৮ ॥ বন্ধনাদবমুচ্যাথ জগাম ত্বরিতা মুনে। ততোর্দ্ধপথি সা তন্বী মৎ-পৃষ্ঠাদবরুহ্য বৈ ॥ ৮৯ ॥ অবতীর্ণা নদীং স্নাতুং সুরূপামার্দ্রবাসসং। সর্ব্বৈরঙ্গৈরূপবতীং দৃষ্ট্বা তামহমাদ্রবং ॥ ৯০ ॥ ময়া চাভিদ্রুতা তূর্ণং পতিতা পৃথিবীতলে। তস্যা উপরি ভো তাত পতিতোঽহং তদাতুরঃ ॥ ৯১ ॥ দৃষ্টোঽভবস্তদা তস্যা নৃগা তদনুসারিণা। তদোদ্যম্য স যষ্টিং মাং সমধাবত্ত্বরান্বিতঃ ॥ ৯২ ॥ তদ্ভয়াত্তাং পরিত্যজ্য প্রক্রান্তো দক্ষিণামুখঃ। ততোঽভিদ্রবত-স্তূর্ণং খলীনরসনা মুনে ॥ ৯৩ ॥ সমাসন্না তদা ব্রহ্মন্ মমাসৌ প্রাণনাশনে। তত্রাসক্তস্য ষড্রাত্রাদভূন্মে জীবিতক্ষয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ ততোঽস্মি নরকং ভূয়স্তস্মান্মুক্তো২ভবং শুকঃ। মহারণ্যে ততো

করিয়া ফেলিলাম। এবং বিহারবাসনায় সেই রাজভার্য্যারে গ্রহণ করিলাম ॥ ৮০ ॥ রাজার অতুলবিক্রম ভৃত্যগণ আমাকে দেখিতে পাইয়া, সকলেই শস্ত্রহস্তে আমার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল ॥ ৮১ ॥ অনন্তর মুদ্গর দ্বারা আহত করিয়া, মহাপাশ ও শৃঙ্খলাসমূহে বদ্ধ করিলে, আমি তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিয়া বলিলাম, আমাকে তোমরা বধ করিও না ॥ ৮২ ॥

হে তপোধন! তাহারা আমার কথা শুনিয়া, আমাকে বটবৃক্ষে উদ্বদ্ধ করিয়া, মারিয়া ফেলিল ॥ ৮৩ ॥ আমি পরদারনিষেবণপ্রযুক্ত পুনরায় নরকস্থ হইলাম। বর্ষসহস্রপর্য্যবসানে শ্বেতগর্দ্দভ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ৮৪ ॥ তদবস্থায় বহুকলত্রী অগ্নিবেশ্যনামক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তৎকালে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান আমার প্রতিভাত হইয়া উঠিল ॥ ৮৫ ॥ দ্বিজযোষিদ্গণ আদর করিয়া, আমারে উপবাহ্যপদে নিয়োজিত করিলেন। একদা সেই ব্রাহ্মণের বিমতি নামে বিখ্যাতা, নবরাষ্ট্রদেশীয়া পত্নী ॥ ৮৬ ॥ পিতৃগেহে গমন করিতে উৎসুক হইলেন। পতি তাহাকে কহিলেন, এই গর্দ্দভে আরোহণ কর ॥ ৮৭ ॥ এক মাসের মধ্যেই আগমন করিবে। তাহার অধিক থাকিও না। স্বামী এইরূপ বলিলে, সেই তন্বী গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া ॥ ৮৮ ॥ তাহাকে বন্ধন হইতে মোচনপূর্ব্বক সত্বরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অর্দ্ধপথ অতিক্রান্ত হইলে, তিনি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ॥ ৮৯ ॥ নদীতে স্নান করিবার জন্য নামিলেন। সেই সুরূপা আর্দ্রবস্ত্রা হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দর্শন করিয়া, আমি আক্রমণ করিলাম ॥ ৯০ ॥ তিনি মৎকর্ত্তৃক অভিদ্রুতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। তাত! তখন আমি আতুর হইয়া, তাঁহার উপরি পতিত হইলাম ॥ ৯১ ॥ তদীয় অনুসারী লোক আমাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, যষ্টি উদ্যত করত, ত্বরিতপদে আমার উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ৯২ ॥ তাহার ভয়ে আমি ব্রাহ্মণভার্য্যাকে পরি-ত্যাগ করিয়া, দক্ষিণামুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলাম। সবেগে গমন করিতে লাগিলে, খলীনরসনা সত্বরে আমার প্রাণনাশনে সমাসন্ন হইল। তাহাতে আসক্ত হওয়াতে ছয় রাত্রির মধ্যেই আমি লোকলীলা সংবরণ করিলাম ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥ এবং পুনরায় নরকে পতিত ও তাহা

বদ্ধঃ শবরেণৈব দুরাত্মনা ॥ ৯৫ ॥ পঞ্জরস্থস্তথা বিক্রীতো বণিক্পুত্রায় শালিনে। তেনাপ্যন্তঃপুরান্তরে যুবতীনাং সমীপতঃ ॥ ৯৬ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রবিদিত্যেব দোষজ্ঞশ্চেত্যবস্থিতঃ। তত্রানন্তজ্ঞরূপ্যস্তা ওদনাদিফলাম্বুভিঃ ॥ ৯৭ ॥ পক্বৈশ্চ দাড়িম্বফলৈঃ পোষয়ন্ত্যো দিনে দিনে। একদা পদ্মপত্রাক্ষী শ্যামা পীনপয়োধরা ॥ ৯৮ ॥ নাম্না চন্দ্রাবলী নাম সমুদ্গৃহ্যাথ পঞ্জরং ॥ ৯৯॥ মাং জগ্রাহ সুচার্ব্বঙ্গী করাভ্যাং চারুহাসিনী। চকারোপরি পীনাভ্যাং স্তনাভ্যাং সা তদা চ মাং ॥ ১০০ ॥ ততোহহং কৃতবান্ ভাবং তস্যাং বিলসিতুং প্লবন্। ততোহমুগ্রংমানোহহং হারে মর্কটবন্ধনে ॥ ১০১ ॥ তত্রাহং পাপসংযুক্তো মৃতশ্চ তদনন্তরং। ভূয়োপি নরকং ঘোরং প্রপন্নো স্ব স্বহৃর্মতিঃ ॥ ১০২ ॥ তস্মান্মুক্তো বৃষত্বং চ গতশ্চাণ্ডালপক্কণে। স চৈকদা মাং শকটে নিযুজ্য স্বাং বিলাসিনীং ॥ ১০৩ ॥ সমারোপ্য মহাতেজা গন্তুং কৃতমতির্ব্বনং। তত্রাগ্রতঃ স চাণ্ডালো গতঃ সা চাস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ১০৪ ॥ গায়ন্তী যাতি তচ্ছ্রুত্বা জাতোহহং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ। পৃষ্ঠতস্তু সমালোক্য বিপর্য্যস্তস্তথা প্লুতঃ ॥ ১০৫ ॥ পতিতো ভূমিমগমং ক্ষণেন ক্ষণবিভ্রমাৎ। যোক্ত্রেণু বদ্ধ এবাস্মি পঞ্চত্বমগমং ততঃ ॥ ১০৬ ॥ ভূয়ো নিমগ্নো নরকে দশবর্ষশতান্যহং। জাতস্তব গৃহে তাত সোঽহং জাতিমনুস্মরন্। তাবন্ত্যেবাদ্য জন্মানি স্মরামি চানুপূর্ব্বশঃ ॥ ১০৭ ॥. পূর্ব্বাভ্যাসাচ্চ শাস্ত্রাণাং বচনং চাগতং মম। তদহং জাতবিজ্ঞানো নাচরিষ্যে কথঞ্চন ॥ ১০৮ ॥ পাপানি ঘোররূপাণি মনসা কর্ম্মণা গিরা। শুভং বাপ্যশুভং বাপি স্বাধ্যায়ং শাস্ত্রজীবিকাং ॥ ১০৯ ॥ বন্ধনং বা বধো বাপি পূর্ব্বাভ্যাসেন জায়তে। জাতিং যদা পৌর্ব্বিকীন্তু স্মরতে তাত মানবঃ। তদা স তেভ্যঃ পাপেভ্যো নিবৃত্তিং হি

হইতে উন্মুক্ত হইয়া, মহারণ্যে শুকরূপে সমুদ্ভূত হইলাম। দুরাত্মা শবর আমারে বন্ধন ॥ ৯৫ ॥ ও পিঞ্জরে স্থাপন করিয়া, কোন ধনশালী বণিক্পুত্রের নিকট বিক্রয় করিল। সেই বণিক্পুত্র অন্তঃপুরমধ্যে যুবতীগণের সমীপে ॥ ৯৬ ॥ আমাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও দোষজ্ঞ, জ্ঞান করিয়া, রাখিয়া দিল। তথায় অবস্থিতিসময়ে তরুণীগণ ফলাদি ও ওদনাদি ॥ ৯৭ ॥ এবং পক্ক দাড়িম্ব ফল প্রদানপূর্ব্বক প্রতিদিন পোষণ করিতে লাগিল। একদা পদ্মপত্রাক্ষী, শ্যামা, পীনপয়োধরা ॥ ৯৮ ॥ সুশ্রোণী, তনুমধ্যা, প্রিয়া, শুভা ও চন্দ্রাবলীনাম্নী বণিক্পুত্রী পঞ্জর ॥ ৯৯ ॥ সমুদ্গ্রহণপূর্ব্বক আমারে লইয়া, পয়োধরের উপরি স্থাপন করিল ॥ ১০০ ॥ তখন আমি প্লুতগতিসহকারে তাহাতে বিহার করিবার জন্য কৃতমতি হইলাম। তন্নিবন্ধন, তাহার মর্কটবন্ধন হারযষ্টিতে অনুপ্লুত হওয়াতে ॥ ১০১ ॥ পাপাত্মা আমার মৃত্যু হইল। পুনরায় সুদুর্ম্মতি আমি ঘোর নরকে পতিত হইলাম ॥ ১০২ ॥ তাহা হইতে উন্মুক্ত হইয়া, শবরালয়ে বৃষরূপে জন্মগ্রহণ করিলাম। সেই শবর একদা আমাকে শকটে নিযোজিত ও স্বীয় বিলাসিনীকে ॥ ১০৩ ॥ আরোপিত করিয়া মহাতেজে অরণ্যগমনে কৃতমতি হইল। সে অগ্রগত হইলে, তদীয় বিলাসিনী পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া চলিল ॥ ১০৪ ॥ যাইবার সময় গান করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আমার ইন্দ্রিয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তৎকালে পৃষ্ঠদেশ দর্শন করাতে, বিপর্য্যস্ত ও আপ্লুত ॥ ১০৫ ॥ এবং তন্নিবন্ধন ভূমিতলে তৎক্ষণে পতিত হইলাম। অতিমাত্র ভ্রম উপস্থিত হইল। তখন যোক্ত্রবদ্ধ হইয়াই, পঞ্চত্ব লাভ করিলাম ॥ ১০৬ ॥ পুনরায় নরকে নিমগ্ন ও দশবর্ষশতপর্য্যবসানে ভবদীয় গৃহে জাতিস্মর হইয়া জন্মিলাম। তাত! তাবৎ জন্মপরম্পরা আনুপূর্ব্বিক্রমে আমার মনে হইতেছে ॥ ১০৭ ॥ পূর্ব্বাভ্যাসবলে শাস্ত্রবচনও আমার সমাগত হইয়াছে। এতৎপ্রভাবে আমি জাতবিজ্ঞান হইয়াছি; কোনরূপে মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা ঘোররূপ পাপসকলের অনুষ্ঠান করিব না। শুভ, অশুভ, স্বাধ্যায়, শাস্ত্রজীবিকা ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ বন্ধন, বধ এই সমস্তই পূর্ব্বাভ্যাসবশেই সংঘটিত হয়। লোকের যখন পৌর্ব্বিকী জাতি স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া

করিষ্যতি। ১১০॥ তস্মাত্তবিষ্যে শুভবর্দ্ধনায় পাপক্ষয়ার্থ মুনে হরণ্যং। ভবান্ দিবাকীর্ত্তিমিমং সুপুত্রং গৃহস্থধর্ম্মে বিনিযোজয়স্ব॥ ১১১॥

বলিরুবাচ। ইত্যেবমুক্তঃ স নিশাকরস্তদা প্রণম্য মাতাপিতরৌ মহর্ষে। জগাম পুণ্যং সদনং মুরারেঃ খ্যাতং বদর্য্যাশ্রমমাদ্যমৈশং॥ ১১২॥ এবং পুরাভ্যাসরতস্থ পুংসো ভবন্তি দানাধ্যয়নাদিকানি। তস্মাৎ পূর্ব্বং দ্বিজবর্য্য বৈ ময়া হৃভ্যস্তমাসীন্ন তু তে ব্রবীমি॥ ১১৩॥ দানং তপো বাধ্যয়নং মহর্ষে স্তেয়ং মহাপাতকমগ্নিদাহঃ। জ্ঞানানি চৈবাভ্যসনাচ্চ পূর্ব্বং ভবন্তি ধর্ম্মার্থযশাংসি নান্যথা॥ ১১৪॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বলবান্ স শুক্রং দৈত্যেশ্বরঃ স্বং গুরুমীশিতারং। ধ্যায়ংস্তদা তং মধুকৈটভারিং নারায়ণং চক্রগদাসিপাণিম্॥ ১১৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শুক্রবলিসংবাদো নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯১॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো ভগবান্ বামনাকৃতিঃ। যজ্ঞবাটসমীপে স উচ্চৈর্বচনমব্রবীৎ॥ ১॥ ওঁকারপূর্ব্বাঃ ক্রতবো মখেঽস্মিংস্তিষ্ঠন্তি রূপেণ তপোধনানাং। যজ্ঞোঽশ্বমেধঃ প্রবরঃ ক্রতূনাং যুক্তং যথা স্যাৎ কুরু দৈত্যনাথ॥ ২॥ ইত্থং বচনমাকর্ণ্য দানবাধিপতির্বশী। সার্ঘপাত্রঃ সমভ্যাগাদ্যত্র দেবঃ স্থিতোঽভবৎ॥ ৩॥ ততঃ স দেবদেবেশং পূজয়িত্বা বিধানতঃ। প্রোবাচ ভগবন্ ব্রূহি কিং দদ্মি তব মানদ॥ ৪॥ ততোঽব্রবীন্মধুরিপুর্দৈত্যরাজং তমব্যয়ঃ।

থাকে, তখন তত্তৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১১০॥ এই কারণে আমি শুভবর্দ্ধন ও পাপক্ষয় সমুদ্ভাবনার্থ অরণ্যে গমন করিব। আপনি এই সুসন্তান দিবাকরকে গৃহস্থধর্ম্মে নিয়োজিত করুন॥ ১১১॥

বলি কহিলেন, মহর্ষে! নিশাকর এইরূপ বাগ্‌বিন্যাসবিধানানন্তর পিতামাতা উভয়কে প্রণাম করিয়া, ভগবান্ নারায়ণের আশ্রিত, সুবিখ্যাত, আদ্য, ঐশ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন॥ ১১২॥ এইরূপে পূর্ব্বাভ্যাসরতিবশেই লোকের দানাধ্যয়নাদি সংঘটিত হইয়া থাকে। আমিও পূর্ব্বে দানাদি অভ্যস্ত করিয়াছিলাম। সেইজন্যই এইরূপ বলিতেছি॥ ১১৩॥ ফলতঃ, দান, তপস্যা, অধ্যয়ন, মহাপাতক, চৌর্য্য, অগ্নিদাহ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ, ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্বাভ্যাসবশেই সমুদ্ভূত হয়। কোনরূপেই ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হয় না॥ ১১৪॥ বলবান্ বলি স্বকীয় গুরু ও ঈশিতা শুক্রকে এইরূপ কহিয়া, মধুকৈটভারি চক্রগদাসিপাণি নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ১১৫॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শুক্রবলিসংবাদনামক একনবতিতম অধ্যায়॥ ৯১॥

পুলস্ত্য কহিলেন, এই অবসরে বামনাকৃতি ভগবান্ যজ্ঞবাটসমীপে সমাগত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন॥ ১॥ ওঙ্কাররূপ ক্রতুসকল তপোধনগণের স্বরূপে এই যজ্ঞে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই অশ্বমেধযজ্ঞ সমুদায় যজ্ঞের প্রধান। অতএব, দৈত্যনাথ! যাহা বিহিত, অনুষ্ঠান করুন॥ ২॥

জিতেন্দ্রিয় বলি এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, অর্ঘ্যপাত্র সহিত বামনের অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করিলেন॥ ৩॥ এবং যথাবিধানে সেই দেবদেবেশের পূজা করিয়া, বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি সকলের সম্মান রক্ষা করেন; আমারে কি দিতে হইবে, আজ্ঞা করুন॥ ৪॥

বিহস্য সুচিরকালং ভরদ্বাজমবেক্ষ্য চ ॥ ৫ ॥ গুরোর্গুরোরস্য গুরুস্তস্যাস্ত্যগ্নিপরিগ্রহঃ। ন স ধারয়তে ভূম্যাং পারক্যায়াং চ পাবকং ॥ ৬ ॥ তদর্থমভিযাচেঽয়ং মম দানব পার্থিব। মে শরীরপ্রমাণেন দেহি রাজন্ ক্রমত্রয়ং ॥ ৭ ॥ মুরারিবচনং শ্রুত্বা বলির্ভার্য্যামবেক্ষ্য চ। বাণং চ তনয়ং বীক্ষ্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ ন কেবলং প্রমাণেন বামনোঽয়ং লঘুপ্রিয়ঃ। যেন ক্রমত্রয়ং চোক্তং যাচিতে মদ্বিধেঽপি চ ॥ ৯ ॥ প্রায়ো বিধাতাল্পধিয়াং নরাণাং বহিষ্কৃতানাং খলু দিব্যপুণ্যৈঃ। ধনাদিকং ভূরি ন বৈ দদাতি যথৈব বিষ্ণুর্ন বহুপ্রয়াসঃ ॥ ১০ ॥ ন দদাতি বিধিস্তস্য যস্য ভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ। ময়ি দাতরি যশ্চায়ং যাচতে চ ক্রমত্রয়ং ॥ ১১ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা ভূয়োঽপ্যুবাচাথ হরিং সুরারিঃ। যাবচ্চ বিষ্ণো গজবাজিভূমিদাসীর্হিরণ্যং যদপীপ্সিতং চ ॥ ১২ ॥ ভবাংশ্চ যাচিতা বিষ্ণো ত্বহং দাতা জগৎপতিঃ। দাতুং বৈ মম লজ্জেয়ং কথং ন স্যাৎ পদত্রয়ে ॥ ১৩ ॥ রসাতলং স্বাং পৃথিবীং ভুবং নাকমথাপি বা। এতেভ্যঃ কতমন্দদ্যাং স্বস্থো যাচস্ব বামন ॥ ১৪ ॥

বামন উবাচ। গজাশ্বভূহিরণ্যাদি তদর্থিভ্যঃ প্রদীয়তাম্। এতাবদেব সংপ্রার্থী দেহি রাজন্ পদত্রয়ং ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে বামনেন মহাত্মনা। বলির্ভৃঙ্গারমাদায় দদৌ বিষ্ণোঃ ক্রমত্রয়ং ॥ ১৬ ॥ পাণৌ তু পতিতে তোয়ে দিব্যং রূপং চকার হ। ত্রৈলোক্যক্রমণার্থায় বহুরূপং জগন্ময়ং ॥ ১৭ ॥ পাদে ভূমিস্তথা জঙ্ঘে নভস্ত্রৈলোক্যবন্দিতম্। সত্যং তপো জানুযুগ্মে উরুস্থো মেরুমন্দরৌ ॥ ১৮ ॥ বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগে মরুতো বস্তিশীর্ষয়োঃ। লিঙ্গস্থিতো

অব্যয়স্বরূপ মধুরিপু বহুক্ষণ হাস্য ও ভরদ্বাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, উত্তর করিলেন ॥৫॥ আমার যিনি গুরুর গুরু, তাঁহার অগ্নিপরিগ্রহ আছে। তিনি পরকীয় ভূমিতে পাবক ধারণ করেন না ॥ ৬ ॥ দানবরাজ! তাঁহারই জন্য আমি যাচ্ঞা করিতেছি, আমার শরীরপ্রমাণ অনুসারে ক্রমত্রয় ভূমি দান করুন ॥ ৭ ॥

বলি মুরারির বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভার্য্যা ও পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ ইনি প্রমাণানুসারেই কেবল বামন নহেন। স্বভাবতই লঘুপ্রিয়। যেহেতু, মদ্বিধ ব্যক্তির নিকট ক্রমত্রয় যাচ্ঞা করিতেছেন ॥ ৯ ॥ যাহারা দিব্যপুণ্যবাহষ্কৃত, এবং অল্পবুদ্ধি, বিধাতা প্রায় তাহাদিগকে ভূরি পরিমাণে ধনাদি প্রদান করেন না। সেই কারণে এই বিষ্ণু বহু প্রয়াস করিলেন না ॥ ১০ ॥ ফলতঃ, যাহার ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়, বিধাতা তাহাকে ভূমিদান করেন না। যেহেতু, আমি দাতা ; কিন্তু ইনি ক্রমত্রয় যাচ্ঞা করিতেছেন ॥ ১১ ॥ মহাত্মা বলি এইপ্রকার কহিয়া, পুনরায় ভগবান্ বামনকে বলিতে লাগিলেন, বিষ্ণো! যেপরিমাণ গজ, বাজী, ভূমি, দাসী ও হিরণ্য আপনার অভীপ্সিত ॥ ১২ ॥ আপনি তাহাই যাচ্ঞা করুন। আমি জগৎপতি ; তৎসমস্তই আপনাকে দান করিব। এরূপ অবস্থায় পদত্রয় দান করিতে কেনই বা আমার লজ্জা হইবে না ॥ ১৩ ॥ রসাতল, পৃথিবী, অথবা স্বর্গ ইহার মধ্যে আপনাকে কি দিতে হইবে? হে বামন। আপনি স্বস্থ হইয়া, যাচ্ঞা করুন ॥ ১৪ ॥

বামন কহিলেন, যাহারা গজ, অশ্ব, ভূমি ও হিরণ্যাদির প্রার্থী, তাহাদিগকে তাহা প্রদান করুন। আমি পদত্রয়মাত্র প্রার্থনা করি, আমাকে তাহাই দিন ॥ ১৫ ॥

মহাত্মা বামন এইপ্রকার কহিলে, বলি ভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়া, ক্রমত্রয় দান করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৬ ॥ হস্তে জল পতিত হইলে, ভগবান্ বামন ত্রৈলোক্যক্রমণার্থ জগন্ময় দিব্য রূপ ধারণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন তদীয় পাদদেশে ভূমি, জঘনে আকাশ, জানুযুগে সত্য ও তপোলোক, উরুদেশে মেরু ও মন্দরপর্ব্বত ॥ ১৮ ॥ কটিভাগে বিশ্বেদেবগণ, বস্তি ও শীর্ষদেশে

মন্মথশ্চ বৃষণস্থঃ প্রজাপতিঃ। ১৯॥ কুক্ষিস্থা অর্ণবাঃ সপ্ত জঠরে ভুবনান্যথো। বলিষু ত্রিষু নদ্যশ্চ যজ্ঞোঽন্তর্জঠরে স্থিতঃ॥ ২০॥ ইষ্টাপূর্ত্তাদয়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া মন্ত্রাশ্চ সংস্থিতাঃ। পৃষ্ঠস্থা বসবো দেবাঃ স্কন্ধৌ রুদ্রৈরধিষ্ঠিতঃ॥ ২১। বাহবশ্চ দিশঃ সর্ব্বা বসবোষ্টৌ করাঃ স্মৃতাঃ। হৃদয়ে সংস্থিতো ব্রহ্মা কুলিশো হৃদয়াস্থিষু। ২২॥ শ্রীসহস্রমুরোমধ্যে চন্দ্রমা মনসি স্থিতঃ। গ্রীবাহ্যদিতির্দেবমাতা বিদ্যাস্তদ্বলয়ে স্থিতাঃ॥ ২৩। মুখে তু সাগ্নয়ো বিপ্রাঃ সংস্কারা দশনচ্ছদাঃ। ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাশ্চ শাস্ত্রৈশ্চৈব সমন্বিতাঃ॥ ২৪॥ লক্ষ্যা সহ ললাটস্থৌ শ্রবণস্থৌ হি চাশ্বিনৌ। শ্বাসস্থো মাতরিশ্বা চ মরুতঃ সর্ব্বসন্ধিষু॥ ২৫॥ সর্ব্বসূক্তানি দশনা জিহ্বা দেবী সরস্বতী। চন্দ্রাদিত্যৌ চ নয়নে পক্ষ্মস্থাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ। ২৬॥ বিশাখা দেবদেবস্য ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। তারকা রোমকূপেভ্যো রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ॥ ২৭॥ গুণৈঃ সর্ব্বময়ো ভূত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ। ক্রমেণৈকেন জগতীং জহার সচরাচরাং। ২৮॥ ভূমিং বিক্রমমাণস্য মহারূপস্য তস্য বৈ। দক্ষিণেঽভূত্তস্তনশ্চেন্দুঃ সূর্য্যোঽভূৎ সব্যতস্তথা॥ ২৯॥ তৃতীয়ক্রমণেনাথ স্বর্ম্মহর্জনতাপসাঃ। ক্রান্তাস্ত্বর্দ্ধেন বৈ রাজন্নর্দ্ধেনাপূর্য্যতাম্বরং॥ ৩০॥ ততঃ প্রবর্দ্ধিতো ব্রহ্মন্ বিষ্ণুর্বৈ দক্ষিণান্তরে। ব্রহ্মাণ্ডোদরমাহত্য নিরালোকং জগাম সঃ। ৩১॥ বিশ্বাংঘ্রিণা প্রসরতা কটাহে ভেদিতেঽম্বরাৎ। কুটিলা বিষ্ণুপাদাত্তু সমায়াকুলিতা ততঃ॥ ৩২॥ তস্যা বিষ্ণুপদীত্যেবং তাং স্তুবন্তি চ তাপসাঃ। ভগবানপ্যসংপূর্ণে তৃতীয়েঽনুক্রমে বিভুঃ॥ ৩৩॥ সমভ্যেত্য বলিং প্রাহ ঈষৎপ্রস্ফুরিতাধরঃ। ঋণে ভবতি দৈত্যেন্দ্র বন্ধনং ঘোরদর্শনং। ত্বং পূরয় পদং তস্মে নোচেদ্বন্ধং প্রতীচ্ছ মে॥ ৩৪॥ তন্মুরারিবচঃ শ্রুত্বা বিহস্যাথ বলেঃ সুতঃ। বাণঃ প্রাহামরপতিং বচনং হেতুসংযুতং॥ ৩৫॥

মরুদ্বর্গ, লিঙ্গে মন্মথ, বৃষণে প্রজাপতি। ১৯॥ কুক্ষিতে সপ্তসাগর, জঠরদেশে ভুবন সমস্ত, বলিত্রয়ে নদীসকল, অন্তর্জঠরে যজ্ঞ ও॥ ২০ ইষ্টাপূর্ত্তাদি সমুদায় ক্রিয়ামন্ত্র, পৃষ্ঠদেশে বসুগণ, স্কন্ধভাগে রুদ্র সমুদায়॥ ২১॥ বাহুসকলে দিগ্বলয়, অষ্টকরে অষ্টবসু, হৃদয়ে ব্রহ্মা, হৃদয়াস্থিতে বজ্র॥ ২২॥ উরোমধ্যে শ্রীসহস্র, মনে চন্দ্রমা, গ্রীবায় দেবমাতা অদিতি, বলয়ে সমুদায় বিদ্যা॥ ২৩॥ মুখমণ্ডলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণসমূহ, অধরোষ্ঠে সংস্কার সমস্ত ও ধর্ম্মকামার্থমোক্ষসহিত শাস্ত্রসকল। ২৪॥ ললাটে লক্ষ্মী, শ্রবণে অশ্বিনীযুগল, নিশ্বাসে মাতরিশ্বা, সমুদায় সন্ধিতে মরুৎ সকল॥ ২৫। দশনপংক্তিতে সর্ব্বসূক্ত, জিহ্বায় দেবী সরস্বতী, নয়নে চন্দ্র ও আদিত্য, পক্ষ্মসমূহে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র সকল॥ ২৬॥ ভ্রূমধ্যে বিশাখা, রোমকূপে তারকা ও রোমসকলে সমুদায় মহর্ষি অধিষ্ঠিত হইলেন। ২৭॥ এইরূপে সর্ব্বগুণাধার ভগবান্ ভূতভাবন সর্ব্বময় হইয়া, একমাত্র ক্রমেই স্থাবরজঙ্গমসহিত সমুদায় সংসার হরণ করিয়া লইলেন॥ ২৮। অনন্তর দ্বিতীয় ক্রমে চন্দ্র সেই বিরাটরূপীর দক্ষিণে ও সূর্য্য তাঁহার বামে অবস্থিতি করিলেন। ২৯। অনন্তর তৃতীয় ক্রমে তিনি অর্দ্ধ দ্বারা স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনোলোক ও তপোলোক আক্রমণপূর্ব্বক, অপর অর্দ্ধ দ্বারা অম্বরবিভাগ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৩০।

ব্রহ্মন্! অনন্তর তিনি বর্দ্ধিত হইয়া, দক্ষিণান্তরে ব্রহ্মাণ্ডোদর আহত করিয়া, নিরালোকে গমন করিলেন॥ ৩১। অম্বর হইতে বিশ্বব্যাপী পদদেশ প্রসারণপূর্ব্বক অণ্ডকটাহ ভেদ করিয়া ফেলিলে, উহা কুটিল ও আকুলিত হইয়া, বিষ্ণুপাদ হইতে অপসৃত হইল॥ ৩২॥ তাপসগণ উহাকে বিষ্ণুপদী বলিয়া স্তব করেন। অনন্তর তৃতীয় ক্রম সংপূর্ণ না হওয়াতে, ভগবান্ বামন॥ ৩৩ বলির নিকটে যাইয়া, ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধরে কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র! ঋণশোধ না হইলে, ঘোরদর্শন-বন্ধন-সংঘটন হইয়া থাকে। অতএব, আমার তৃতীয় পদ পূরণ করিয়া দাও। নোচেৎ, বন্ধন পরিগ্রহ কর॥ ৩৪॥

মুরারির এই কথা শুনিয়া, বলির পুত্র বাণ হাস্য করিয়া, হেতুগর্ভ বচনে কহিল। ৩৫॥ হে

বাণাসুর উবাচ। কৃত্বা মহীমল্পতরাং জগৎপতে স্বয়ং বিধাতা ভুবনেশ্বরাণাং। কথং বলিং প্রার্থয়সে সুবিস্তৃতাং যাং প্রাগ্ ভবান্মে বিপুলাঞ্চকার॥ ৩৬॥ বিভো মহী যাবতীব ত্বয়াদ্য সৃষ্টা সমেতা ভুবনান্তরালে। দত্তা চ তাতেন হি তাবতীয়ং কিং বাক্ছলেনৈষ নিবধ্যতেঽদ্য॥ ৩৭॥ যয়ৈব শক্ত্যা ভবতা হি পূর্ব্বস্তয়ৈব শক্ত্যা দিতিজেশ্বরোঽসৌ। শক্তস্তু সম্পূজয়িতুং মুরারে প্রসীদ মা বধ্যনমাদিশস্ব॥ ৩৮॥ প্রোক্তং শ্রুতৌ ভবতাপীশ বাক্যং দানং পাত্রে জায়তে সৌখ্যদায়ি। দেশে পুণ্যে তদ্বদেবাপি কালে তচ্চাশেষং দৃশ্যতে চক্রপাণৌ॥ ৩৯॥ দানং ভূমিঃ সর্ব্বকামপ্রদাতা ভবান্ পাত্রং দেবদেবোঽজিতাত্মা। কালো জ্যেষ্ঠামূলযোগে মৃগাঙ্কঃ কুরুক্ষেত্রং পুণ্যদেশঃ প্রসিদ্ধঃ॥ ৪০॥ কিং বা দেবৈর্ম্মদ্বিধৈর্বুদ্ধিহীনৈঃ শিক্ষায়েয়ঃ সাধু বাসাধু চৈব। স্বয়ং শ্রুতীনামপি চাদিকর্ত্তা ব্যবস্থিতঃ সদসদ্যো জগদ্বৈ॥ ৪১॥ কৃত্বা প্রমাণং স্বয়মেব হীনং পদত্রয়ং যাচিতবাংস্ত্বমচ্চ। কিং ত্বং হি গৃহ্নাসি বিভো মহাত্মা রূপেণ লোকপ্রতিবন্দিতেন॥ ৪২॥ নাত্রাশ্চর্য্যং যজ্জগদ্বৈ সমগ্রং ক্রমত্রয়েণৈব পূর্ণস্তবাদ্য। ক্রমেণ ভো লঙ্ঘয়িতুং সমর্থো মহীং সমগ্রাং নন্থ লোকনাথ॥ ৪৩॥ প্রমাণহীনাং স্বয়মেব কৃত্বা বসুন্ধরাং মাধব পদ্মনাথ। বিষ্ণো নিবধ্নাসি কথং বলিং ত্বং বিভুর্যদেবেচ্ছসি তৎ কুরুষ্ব॥ ৪৪॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে বলিনা বলিসূনুনা। প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং হ্যাদিকর্ত্তা জনার্দ্দনঃ॥ ৪৫॥

জগৎপতে! আপনি ভুবনেশ্বরগণের স্বয়ং বিধাতা। পৃথিবীকে অল্পতরা করিয়া, বলির নিকট কিরূপে বিস্তৃত আকারে প্রার্থনা করিতেছেন? দেখুন, পূর্ব্বে আপনি আমাদের এই পৃথিবীকে বিপুল করিয়াছিলেন॥ ৩৬॥ হে বিভো! আপনি পৃথিবীকে ভুবনান্তরালে যে পরিমাণে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, মদীয় পিতা, সেই পরিমাণই প্রদান করিয়াছেন। অতএব, অধুনা কিজন্য বাক্ছলে ইহাঁরে বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন?॥ ৩৭॥ আপনি পূর্ব্বে যাদৃশী শক্তিতে আবিষ্ট করিয়াছেন, এই দিতিজপতিও তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন এবং যথাশক্তি আপনার পূজাও করিয়াছেন। অতএব প্রসন্ন হউন; বন্ধন আদেশ করিবেন না॥ ৩৮॥ আপনিই শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাত্রে দান করিলে, সৌখ্য সম্পাদন করে। প্রশস্ত দেশে প্রশস্ত সময়ে ঐরূপে দান করিতে হইবে। তাহা হইলেই, সুখদায়ক হইবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাও সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কেননা, ভূমি দান; তাহার উপর আপনি সর্ব্বকামপ্রদাতা দেবদেব অজিতাত্মা, স্বয়ং পাত্ররূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাতে আবার সময়, জ্যেষ্ঠামূলযোগযুক্ত চন্দ্রমা এবং কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ পুণ্যদেশ॥ ৩৯॥ ৪০॥ অথবা, আপনি স্বয়ং শ্রুতি সকলের আদিকর্ত্তা এবং সদসদ্জগৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত রহিয়াছেন। এরূপ স্থলে মদ্বিধ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ ভাল বা মন্দ কি শিক্ষা প্রদান করিতে পারে?॥ ৪১॥ আপনি স্বয়ংই নিজ প্রমাণ খর্ব্বীকৃত করিয়া, পদত্রয় যাচ্ঞা করিয়াছেন। অধুনা, সর্ব্বলোকবন্দিত বিরাটস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, কিকারণে গ্রহণ করিতেছেন॥ ৪২॥ অদ্য যে আপনি সমুদায় জগৎ ক্রমত্রয়েই পূর্ণ করিলেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কেননা, আপনি লোকনাথ। একমাত্র ক্রমেই সমুদয় পৃথিবী লঙ্ঘন করিতে পারেন॥ ৪৩॥ হে মাধব! হে পদ্মনাভ! আপনি স্বয়ং বসুন্ধরাকে প্রমাণহীন করিয়া, কিরূপে বলিকে বন্ধন করিতেছেন? অথবা, আপনি বিভুস্বরূপ। যাহা ইচ্ছা হয়, করুন॥ ৪৪॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বলিপুত্র বলী বাণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, আদিকর্ত্তা ভগবান্ জনার্দ্দন উত্তর করিলেন॥ ৪৫॥ হে বলিনন্দন! তুমি সম্প্রতি যেসকল বাক্য প্রয়োগ করিলে,

ত্রিবিক্রম উবাচ। যান্যুক্তানি বচাংসীখং ত্বয়া বালের সাংপ্রতং। তেষাং বৈ হেতুসংযুক্তং শৃণু প্রত্যুত্তরং মম ॥ ৪৬ ॥ পূর্ব্বমুক্তস্তব পিতা,ময়া রাজন্ পদত্রয়ং। দেহি মহ্যং প্রমাণেন তদেতৎ সমনুষ্ঠিতং ॥ ৪৭ ॥ কিং ন বেত্তি প্রমাণং মে বলিস্তব পিতামহং। প্রাযচ্ছদ্যেন নিঃশঙ্কং মম মানং পদত্রয়ং ॥ ৪৮ ॥ সত্যং ক্রমেণ চৈকেন ক্রমেয়ং ভূর্ভুবাদিকং। বলেরপি হিতার্থায় কৃতমেতৎ ক্রমদ্বয়ং ॥ ৪৯ ॥ তস্মাদয়ন্মম বালেয ত্বৎপিতাম্বু করে মহৎ। দত্তং তেনায়ুরেতস্য কল্পং যাবদ্ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ ইদমুক্ত্বা বলিসুতং বাণং দেবস্ত্রিবিক্রমঃ। প্রোবাচ বলিমভ্যেত্য বচনং মধুরাক্ষরং ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। আপূরণাদ্দক্ষিণায়া গচ্ছ রাজন্মহাফলং। সুতলং নাম পাতালমস তত্র নিরাময়ঃ ॥ ৫২ ॥

বলিরুবাচ। সুতলে বসতো নাথ মম ভোগাঃ কুতোঽব্যয়াঃ। ভবিষ্যন্তি তু যেনাহং বসিষ্যামি নিরাময়ঃ ॥ ৫৩ ॥

ত্রিবিক্রম উবাচ। সুতলস্থস্য দৈত্যেন্দ্র যানি ভোগ্যানি তেঽধুনা। ভবিষ্যন্তি মহার্হাণি তানি বক্ষ্যামি সর্ব্বশঃ ॥ ৫৪ ॥ দানান্যবিধিদত্তানি শ্রাদ্ধান্যশ্রোত্রিয়াণি চ। তথাধীতান্যব্রতিভির্দাস্যন্তি ভবতঃ ফলং ॥ ৫৫ ॥ তথান্যমুৎসবং পুণ্যং বৃত্তে শক্রমহোৎসবে ॥ দীপপ্রদাননামাসৌ তব ভাবী মহোৎসবঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র ত্বাং নরশার্দ্দূলা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। পুষ্পদীপপ্রদানেন অর্চ্চয়িষ্যন্তি যত্নতঃ ॥ ৫৭ ॥ তত্রোৎসবো মুখ্যতমো ভবিষ্যতি স চাপি লোকে তব নামচিহ্নিতঃ। যথৈব রাজ্যে ভবতস্তু সাংপ্রতং তথৈব স ভাবাথ কৌমুদীতি ॥ ৫৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা মধুহা দিতীশ্বরং বিসর্জ্জয়িত্বা সুতলং সভার্য্যং। উর্বীং সমাদায় জগাম তূর্ণং সশক্রব্রহ্মামরসংঘজুষ্টঃ ॥ ৫৯ ॥

তাহাদের হেতুসংযুক্ত প্রত্যুত্তর শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥ পূর্ব্বে আমি তোমার পিতাকে বলিয়াছিলাম, রাজন্! আমাকে প্রমাণানুসারে পদত্রয় প্রদান করুন। তিনিও তদনুরূপ বিধান করিলেন ॥ ৪৭ ॥ তোমার পিতা বলি কি আমার প্রমাণ অবগত নহেন, যে নিঃশঙ্ক হইয়া, আমাকে প্রমাণানুরূপ পদত্রয় দান করিলেন ॥ ৪৮ ॥ আমি একমাত্র ক্রমেই ভূর্ভুবাদি সমুদায় আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপে ত্বদীয় পিতার হিতসাধনার্থই ক্রমদ্বিতয় বিধান করিলাম ॥ ৪৯ ॥ অতএব, তোমার পিতা আমার হস্তে যে সলিল প্রদান করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তিনি কল্পায়ু হইবেন ॥ ৫০ ॥

দেব ত্রিবিক্রম বলিসুত বাণকে এইরূপ কহিয়া, স্বয়ং বলির নিকট যাইয়া, মধুরাক্ষরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ রাজন্! দক্ষিণার আপূরণার্থ মহাফল লাভ কর। সুতলনামক পাতালে গিয়া, নিরাময় দেহে অবস্থিতি কর ॥ ৫২ ॥

বলি কহিলেন, নাথ! সুতলে অবস্থিতি করিলে, কোথা হইতে আমার অক্ষয় ভোগসকল সংগ্রহ হইবে, যৎপ্রভাবে আমি নিরাময়ে বাস করিব? ॥ ৫৩ ॥

ত্রিবিক্রম কহিলেন, সুতলে অবস্থিতিসময়ে যে যে মহার্হ দ্রব্যসকল তোমার ভোগ হইবে, সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৪ ॥ অবিধিদত্ত দান, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ, অব্রত অধ্যয়ন, এই সকল তোমারে ফলদান করিবে ॥ ৫৫ ॥ তদ্ব্যতীত, শক্রমহোৎসব প্রবৃত্ত হইলে, তোমার উদ্দেশে অন্যতর পরমপবিত্র উৎসব সম্পাদিত হইবে। ঐ মহোৎসব দীপপ্রদান নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে ॥ ৫৬ ॥ তদুপলক্ষে হৃষ্টপুষ্ট নরপুঙ্গবসকল সুন্দরবিধানে অলঙ্কৃত হইয়া, পুষ্পদীপপ্রদানপূর্ব্বক যত্নসহকারে তোমার পূজা করিবে ॥ ৫৭ ॥ ঐ মুখ্যতম উৎসব তোমার নামচিহ্নিত হইবে। সম্প্রতি তোমার অধিকারে যেমন লোকে উৎসব সম্পাদন করিবে, ভবিষ্যতেও তদ্রূপ ঘটিবে। উহার নাম কৌমুদীমহোৎসব হইবে ॥ ৫৮ ॥

মধুসূদন দিতীশ্বর বলিকে এইরূপ কহিয়া, ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত বিদায় দিয়া, পৃথিবী গ্রহণ

দত্ত্বা মহেন্দ্রে মধুজিৎ ত্রিবিষ্টপং কৃত্বা চ দেবান্ মখভাগভোগিনঃ। অন্তর্দধে বিশ্বপতির্মহেশঃ স পশ্যতামেব সুরারিপানাং ॥ ৬০ ॥ স্বর্গং গতে ধাতরি বাসুদেবে শাল্বোঽসুরাণাং মহতা বলেন। কৃত্বা পুরং সৌভমিতি প্রসিদ্ধং তদান্তরিক্ষে বিচচার কামাৎ ॥ ৬১ ॥ ময়শ্চ কামাত্ত্রিপুরং মহাত্মা সুবর্ণতাম্রায়সমুজ্জ্বলৌখ্যং। স তারকাখ্যঃ সহ বৈদ্যুতেন সংতিষ্ঠতে মিত্রকলত্রবাংশ্চ যঃ ॥ ৬২ ॥ বাণোঽপি দেবেঽথ গতে ত্রিবিষ্টপং বদ্ধে বলৌ চাপি রসাতলস্থে। কৃত্বা সুগুপ্তং ভুবি শোণিতাখ্যং পুরং স চাস্তে সহ দানবেন্দ্রৈঃ ॥৬৩॥ এবং পুরা চক্রধরেণ বিষ্ণুনা বদ্ধো বলির্বামনরূপধারিণা। শক্রপ্রিয়ার্থং সুরকার্য্যসিদ্ধয়ে হিতায় বিপ্রর্ষিগোদ্বিজানাং ॥ ৬৪ ॥ প্রাদুর্ভবস্তে কথিতো মহর্ষে পুণ্যঃ শুচির্বামনস্যাঘহারী। শ্রুতে যস্মিন্ কীর্ত্তিতে সংস্মৃতে চ পাপং যাতি প্রক্ষয়ং পুণ্যমেতি ॥ ৬৫ ॥ এতৎ প্রোক্তং বামনীয়ং চরিত্রং বদ্ধো বলিঃ পুণ্যকীর্ত্তির্যথাসৌ। যচ্চেবাস্তচ্ছ্রোতুকামোঽসি বিপ্র তত্তে বক্ষ্যে ব্রূহি ব্রহ্মন্নশেষম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিবন্ধনং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। শ্রুতং যথা ভগবতা বলির্বদ্ধো মহাত্মনা। কিমন্যত্ত্বিহ প্রষ্টব্যং তচ্ছ্রুত্বা কথয়ামি তে ॥ ১ ॥ ভগবান্ দেবরাজায় বিষ্ণুর্দত্ত্বা ত্রিবিষ্টপং। অন্তর্দ্ধায় গতঃ ক্বাসৌ সর্ব্বাত্মা তত্ত কথ্যতাং। ২ ॥

করিয়া, ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও অমরগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইয়া, সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এবং ইন্দ্রকে পৃথিবী প্রদান ও দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগী করিয়া, সুরারিপতিগণের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ সেই বিশ্বপতি মহেশ্বর বিষ্ণু স্বর্গে গমন করিলে, অসুরগণের মধ্যে মহাবল শাল্ব সৌভনামে পুর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইচ্ছানুসারে অন্তরিক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥ মহাত্মা ময়ও সুবর্ণ, তাম্র ও লৌহনির্ম্মিত পরমসৌখ্যসম্পন্ন ত্রিপুরনামক পুর নির্ম্মাণ এবং তারকও বৈদ্যুতনামক নগর রচনা করিয়া, মিত্র কলত্রের সহিত বাস করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥৬২॥ ভগবান্ বাসুদেব ঐরূপে স্বর্গে গমন করিলে, এবং বলি বদ্ধ হইয়া রসাতলে প্রতিষ্ঠিত হইলে, বাণও শোণিত নামে সুবিখ্যাত পুর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দানবেন্দ্রগণের সহিত বাস করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥ এইরূপে চক্রধর বিষ্ণু পুরাকালে বামনবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, ইন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান ও দেবগণের কার্য্য সম্পাদন এবং বিপ্র, ঋষি, গো ও দ্বিজগণের হিতসংবিধান মানসে বলিকে বদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥ হে মহর্ষে! বামনদেবের প্রাদুর্ভাব আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা যেমন পবিত্র, সেইরূপ শুচি ও পাপহারী। ইহা শুনিলে, কীর্ত্তন করিলে এবং স্মরিলে, পাপ এককালেই ক্ষীণ ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ পুণ্যকীর্ত্তি বলী যেরূপে বদ্ধ হইয়াছিলেন, বামনদেবের সেই এই চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, আর যাহা শুনিতে অভিপ্রায় হয়, নিঃশেষে নির্দ্দেশ কর, তাহাও বর্ণন করিব ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিবন্ধননামক দ্বিনবতিতম অধ্যায় ॥ ৯২ ॥

নারদ কহিলেন, বিরাটরূপী ভগবান্ যেরূপে বলিকে বন্ধন করেন; তাহা শুনিলাম। অধুনা, অন্য জিজ্ঞাস্য বিষয়, শুনিয়া বলিতেছি ॥ ১ ॥ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজকে ত্রিপিষ্টপ প্রদান করিয়া, অন্তর্দ্ধানপূর্ব্বক কোথায় গমন করিলেন, বলুন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। পরিচর্য্যাথ বিধিনা ব্রহ্মা পূজাদিনা হরিং। পপ্রচ্ছ কিংকিমর্থ ভবতাগমনং কৃতং॥ অথোবাচ জগৎস্বামী ময়া কার্য্যং মহৎ কৃতং। সুরাণাং ঋদ্ধিভোগার্থং স্বয়ম্ভো বলিবন্ধনং॥ ৪॥ পিতামহস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মুদিতমানসঃ। কথং কথমিতি প্রাহ স্বং মাং দ্রষ্টুমিহার্হসি॥ ৫॥ ইত্যেবমুক্তে ভগবান্ বচনে গরুড়ধ্বজঃ। দর্শয়ামাস তদ্রূপং সর্বদেবময়ং লঘু॥ ৬॥ তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং যোজনাযুতবিস্তৃতং। তাবানেবোর্দ্ধমানেন ততোঽহং প্রণতোভবৎ॥ ৭॥ সম্যক্ সুচরিতং সাধু সাধু সাধ্বিত্যুদীর্য্য চ। ভক্তিনতো মহাদেবে পদ্মজঃ স্তোত্রমৈরয়ৎ॥ ৮॥ ওঁ নমস্তে দেবাধিদেব বাসুদেব একশৃঙ্গ বহুরূপ বৃষাকপে ভূতভাবন সুরাসুরবৃষ সুরাসুরমথন সুরপতিবাস সুরনির্ম্মাণ অবিঘ্ন কপিল মহাকপিল বিষক্সেন নারায়ণ ধ্রুবধ্বজ তালধ্বজ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম বরেণ্য বিষ্ণো অপরাজিত জয় জয়ন্ত বিজয় কৃতাবর্ত্ত মহাদেব অনাদে অনন্ত অনাদ্যন্তমধ্যনিধন পুরঞ্জয় ধনঞ্জয় সুরস্তুত পৃথুশ্রবঃ পৃশ্নিগর্ভ হিরণ্যগর্ভ কমলগর্ভ কমলায়তাক্ষ কমলালয়াপ্রিয় বৃক্ষিমূল ভূতাধিবাস বর্গাধ্যক্ষ গদাধর শ্রীধর বনমালাধর লক্ষ্মীধর ধরণীধর পদ্মনাভ বিরিঞ্চে আর্ষ্টিসেন মহাসেন সেনাধ্যক্ষ পরিষ্টুত বহুকল্প মহাকল্প কল্পনামুখ অনিরুদ্ধ সর্ব্বগ সর্ব্বাত্মক দ্বাদশাত্মক সর্ব্বাত্মক কলাত্মক ভূতাত্মক রসাত্মক সনাতন মুঞ্জকেশ হরিকেশ হৃষীকেশ গুড়াকেশ কেতুমন্ নীল সূক্ষ্ম স্থূল পীত রক্ত শ্বেত শ্বেতাধিবাস রক্তাম্বরপ্রিয় প্রীতিকর প্রীতিবাস হংস সীরধ্বজ নীলবাসঃ সর্ব্বলোকাধিবাস কুশেশয় অধোক্ষজ গোবিন্দ

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা যথাবিধি পূজাদি দ্বারা পরিচরণপূর্ব্বক, ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বহুকালের পর আগমন করিলেন, কারণ কি?

জগৎস্বামী উত্তর করিলেন, হে স্বয়ম্ভু! আমি সুরগণের ঋদ্ধিভোগসাধনার্থ বলিবন্ধনরূপ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছি॥ ৪॥

পিতামহ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুদিতমানসে বারংবার বলিতে লাগিলেন, কিরূপে বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, আমাকে দেখাইতে হইতেছে॥ ৫॥

তিনি এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেই সর্ব্বদেবময় বামনরূপ প্রদর্শন করিলেন॥ ৬॥ অযুতযোজনবিস্তৃত ও অযুতযোজনসমুচ্ছ্রিত সেই বামনবিগ্রহ দর্শন করিয়া, পিতামহ প্রণাম করিলেন। এবং বারম্বার সাধুবাদসহকারে বলিতে লাগিলেন, সর্ব্বথা সম্যক্‌রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই বলিয়া, সেই মহাদেব বাসুদেবে ভক্তিমান্ হইয়া, স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৭॥ ৮॥ তুমি ওঙ্কারস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে দেবাধিদেব বাসুদেব! হে একশৃঙ্গ, বহুরূপ ও বৃষাকপে! হে ভূতভাবন! হে সুরাসুরবৃষ! হে সুরাসুরমথন! হে সুরপতিবাস! হে সুরনির্ম্মাণ! হে অবিঘ্ন! হে কপিল, মহাকপিল, বিষক্সেন ও নারায়ণ! হে ধ্রুবধ্বজ ও তালধ্বজ! হে বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম! হে বরেণ্য, বিষ্ণো ও অপরাজিত! হে জয়, জয়ন্ত ও বিজয়! হে কৃতাবর্ত্ত, মহাদেব, অনাদি ও অনন্ত! হে অনাদ্যন্তমধ্যনিধন! হে পুরঞ্জয় ও ধনঞ্জয়! হে সুরস্তুত, পৃথুশ্রবঃ, পৃশ্নিগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ, কমলগর্ভ, কমলায়তাক্ষ ও কমলালয়াপ্রিয়! হে বৃক্ষিমূল, ভূতাধিবাস, বর্গাধ্যক্ষ, গদাধর, শ্রীধর, বনমালাধর, লক্ষ্মীধর ও ধরণীধর! হে পদ্মনাভ, বিরিঞ্চ, আর্ষ্টিষেণ, মহাসেন ও সেনাধ্যক্ষ! হে পরিষ্টুত, বহুকল্প, মহাকল্প, ও কল্পনামুখ! হে অনিরুদ্ধ, সর্ব্বগ, সর্ব্বাত্মক, দ্বাদশাত্মক, সর্ব্বাত্মক, কলাত্মক, ভূতাত্মক, রসাত্মক ও সনাতন! হে মুঞ্জকেশ, হরিকেশ ও গুড়াকেশ! হে কেতুমন্! হে নীল, সূক্ষ্ম, স্থূল, পীত, রক্ত, শ্বেত, শ্বেতাধিবাস, রক্তাম্বরপ্রিয়, প্রীতিকর, প্রীতিবাস, হংস ও সীরধ্বজ! হে নীলবাস, সর্ব্বলোকাধিবাস, কুশেশয়, অধোক্ষজ, গোবিন্দ, জনার্দ্দন, মধুসূদন ও বামন! তোমারে নমস্কার।

জনার্দন মধুসূদন বামন নমস্তেঽস্তু ওঁ সহস্রশীর্ষা অসি সহস্রদৃগসি সহস্রপাদোঽসি অধোমুখোঽসি মহাপুরুষোঽসি সহস্রবাহুরসি সহস্রমূর্তিরসি ত্বাং দেবা প্রাহুঃ সহস্রবদনং নমস্তে নমস্তে ওঁ নমস্তে বিশ্বদেবেশ বিশ্বভূত বিশ্বাত্মক বিশ্বরূপ বিশ্বসম্ভব ত্বত্তো বিশ্বমিদমভবদ্‌ব্রাহ্মণ স্তে মুখমাসীৎ ক্ষত্রিয়া দোঃ সম্ভূদুরুযুগ্মাদ্বিশে ঽভবন্ শূদ্রাশ্চরণকমলেভ্যো নাভেস্তথান্তরিক্ষ ইন্দ্রাগ্নী বক্ত্রপঙ্কজাৎ মনসস্তু শশী জাতঃ প্রসাদাত্তব চাপ্যহং ক্রোধাজ্জাতস্ত্র্যম্বকঃ প্রাণাজ্জাতো মাতরিশ্বা শিরসো দ্যৌরজায়ত শ্রোত্রেভ্যস্তবা দিশো ভবন্ স্বয়ম্ভো ভূমিশ্চরণাজ্জাতা গোত্রোদ্ভবাভিশোভিতা ত্বং নভশ্চ নক্ষত্রং স্বেদোদ্ভিজ্জাস্তথাণ্ডজাঃ মূর্ত্তাশ্চৈবাহ্যমূর্ত্তাশ্চ সর্ব্বে ত্বত্তঃ সমুদ্ভবাঃ অতো বিশ্বাত্মনাদ্যোঽসি ওঁ নমস্তে পুষ্পহাসোঽসি ওঁকারোঽসি বষট্‌কারোঽসি স্বাহাকারোঽসি মাতরিশ্বাসি যজ্ঞচরোঽসি ত্রিকোশিরসি হোমোঽসি হূয়মানোঽসি পাতাসি পঠিতাসি হন্তাসি হূয়মানোঽসি নীতিরসি মেধাসি অগ্রসি বিশ্বধামাসি অর্ঘোঽসি পরমধামাসি স্রুগ্‌ভাণ্ডোঽসি অরণিরসি অরণীয়োঽসি জ্ঞানময়োঽসি ধ্যানমসি ধ্যেয়োঽসি যজ্ঞোঽসি ইষ্টোঽসি যষ্টাসি দানমসি পশুরসি পূজ্যোঽসি ইজ্যাসি হোতাসি গীতোঽসি উদ্গাতাসি যজমানোঽসি গতিমানসি জ্ঞানিনাং জ্ঞানমসি যোগিনাং যোগোঽসি মোক্ষগামিনাং মোক্ষোঽসি শ্রীমতাং শ্রীরসি গুহোঽসি ধাতাসি পরমসি সোমসি সূর্য্যোঽসি দক্ষিণাসি দীক্ষিতোঽসি নরোঽসি ত্রিনয়নোঽসি আদিত্যপ্রভোঽসি শুচিরসি শুক্রোঽসি নভোঽসি নভস্যোঽসি যজ্ঞোঽসি সহোঽসি সহস্যোঽসি তপোঽসি তপস্যোঽসি মধুরসি মাধবোঽসি কালোঽসি সংক্রমোঽসি

তুমি ওঙ্কারস্বরূপ। তুমি সহস্রশীর্ষা, তুমি সহস্রলোচন, তুমি সহস্রপাদ, তুমি অধোমুখ, তুমি মহাপুরুষ, তুমি সহস্রবাহু ও সহস্রমূর্ত্তি। বেদসকল তোমাকে সহস্রমুখ বলিয়াছেন। তোমাকে নমস্কার; তোমাকে নমস্কার। হে ওঙ্কাররূপিন বিশ্বদেবেশ, বিশ্বভূত, বিশ্বাত্মক, বিশ্বরূপ ও বিশ্বসংভব; তোমাকে নমস্কার; তোমা হইতেই এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ তোমার মুখ, ক্ষত্রিয় তোমার বাহু, বৈশ্য সকল তোমার উরুযুগ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। শূদ্র সকল তোমার চরণকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমার নাভি হইতে অন্তরীক্ষের উদ্ভব হইয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার বদনপঙ্কজ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। তোমার মন হইতে শশী জন্মিয়াছেন। তোমার প্রসাদ হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে, তোমার ক্রোধ হইতে ত্র্যম্বক অবতরণ করিয়াছেন। তোমার প্রাণ হইতে মাতরিশ্বা জন্মিয়াছেন। তোমার মস্তক হইতে স্বর্গের সমুদ্ভব হইয়াছে। দিক্‌সকল তোমার শ্রোত্রোদ্ভব। হে স্বয়ম্ভো! পৃথিবী তোমার চরণ হইতে জন্মিয়াছেন। তুমি নভঃ, তুমি নক্ষত্র, তুমি স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও অণ্ডজ; মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, সমুদায়ই তোমা হইতে জন্মিয়াছে। এইজন্যই হে বিশ্বাত্মন্! তুমি আদ্যস্বরূপ। ওঙ্কারস্বরূপ তোমারে নমস্কার; তুমি পুষ্পহাস, তুমি পরম, তুমি মহাহাস, তুমি ওঁকার, তুমি বষট্‌কার, তুমি স্বাহাকার, তুমি মাতরিশ্বা, তুমি যজ্ঞচর, তুমি ত্রিকোশি, তুমি হোতা, তুমি হোম, তুমি হূয়মান, তুমি পাতা, তুমি পঠিতা, তুমি হন্তা, তুমি হুতাশন, তুমি নীতি, তুমি মেধা, তুমি অগ্র, তুমি বিশ্বধাম, তুমি অর্ঘ, তুমি পরমধাম, তুমি স্রুক্‌ভাণ্ড তুমি অরণি, তুমি অরণীয়, তুমি জ্ঞানময়, তুমি ধ্যান, তুমি ধ্যেয়, তুমি যজ্ঞ, তুমি ইষ্ট তুমি যষ্টা, তুমি দান, তুমি পশু, তুমি পূজ্য, তুমি ইজ্য, তুমি হোতা, তুমি গীত, তুমি উদ্গাতা; তুমি যজমান, তুমি গতিমান, তুমি জ্ঞানিগণের জ্ঞান, তুমি যোগিগণের যোগ, তুমি মোক্ষগামিগণের মোক্ষ, তুমি শ্রীমদ্‌গণের শ্রী, তুমি গুহ, তুমি ধাতা, তুমি পর, তুমি সোম, তুমি সূর্য্য, তুমি দক্ষিণা, তুমি দীক্ষিত, তুমি নর, তুমি ত্রিনয়ন, তুমি আদিত্যপ্রভ, তুমি শুচি, তুমি শুক্র, তুমি নভ, তুমি নভস্য, তুমি যজ্ঞ, তুমি সহ, তুমি সহস্য, তুমি তপ, তুমি তপস্য, তুমি মধু, তুমি মাধব, তুমি কাল, তুমি সংক্রম, তুমি

পরাক্রমোসি অশ্বগ্রীবোসি মহামেধোসি শঙ্করোসি হরীশ্বরোসি সত্ত্বমসি ব্রহ্মচর্য্যোসি স্বরসি মিত্রাবরুণোসি প্রাগ্বংশপ্রকাশোসি ভূতাদিরসি মহাভূতোসি ঊর্দ্ধকর্ম্মান্তকর্ত্তাসি ব্যাপ্তোসি সর্ব্বপাপবিমোচনোসি ত্রিবিক্রমোসি নমস্তে।

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্থং স্তোতোসৌ প্রপিতামহেন বিষ্ণুঃ সদৈবাদ্ভুতকর্ম্মকারী। প্রোবাচ চেদং প্রপিতামহন্তু বরং বৃণীষ্বামলসত্ত্ববৃত্ত ॥ ৯ ॥ তমব্রবীৎ প্রীতিযুতঃ পিতামহো বরং মমেহাদ্য বিভো প্রযচ্ছ। রূপেণ পুণ্যেন বিভোরনেন সংস্থীয়তাং মদ্ভবনে মুরারে ॥ ১০ ॥ ইত্থং বৃতেস্তেন বরে বরেণ্যে দেবোহপ্যথাতিষ্ঠিতমব্যয়াত্মা। তস্থৌ স্বরূপেণ হি বামনেন সংপূজ্যমানঃ সদনে স্বয়ম্ভোঃ ॥ ১১ ॥ নৃত্যন্তি তত্রাপ্সরসাং সমূহা গায়ন্তি গীতানি সুরেন্দ্রনার্য্যঃ। বিদ্যাধরাস্তূর্য্য-বাদয়ন্ত স্তুবন্তি দেবাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ১২ ॥ ততঃ সমারাধ্য বিভুং মুরারিং পিতামহো ধৌত-মলঃ সুশুদ্ধঃ। স্বর্গং বিরিঞ্চেঃ সদনাৎ সুপুণ্যাদানীয় পূজাং প্রচকার বিষ্ণোঃ ॥ ১৩ ॥ স্বর্গে সহস্রং স তু যোজনানাং বিষ্ণুঃ প্রমাণেন হি বামনোহভূৎ। তত্রাস্য শক্রঃ প্রচকার পূজাং স্বয়-ম্ভুবস্তুল্যগুণাং মহর্ষে ॥ ১৪ ॥ এতত্তবোক্তং ভগবাংস্ত্রিবিক্রমশ্চকার যদ্দেবহিতং মহাত্মা। রসাতলস্থং দিতিজং হি কুর্ব্বন্ নিবেদিতং তেহদ্য ময়া হি বিপ্র ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মোক্তস্তবো নাম ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

বিক্রম, তুমি পরাক্রম, তুমি অশ্বগ্রীব, তুমি মহামেধ, তুমি শঙ্কর, তুমি হরীশ্বর, তুমি সত্ত্ব, তুমি ব্রহ্মচর্য্য, তুমি স্বর্গ, তুমি মিত্রাবরুণ, তুমি প্রাগ্বংশপ্রকাশ, তুমি ভূতাদি, তুমি মহাভূত, তুমি ঊর্দ্ধকর্ম্মা, তুমি অন্তকর্ত্তা, তুমি ব্যাপ্ত, তুমি সর্ব্বপাপবিমোচন, তুমি ত্রিবিক্রম; তোমাকে নমস্কার।

পুলস্ত্য কহিলেন, পিতামহ এইরূপ স্তব করিলে, সর্ব্বদাই অদ্ভুতকর্ম্মকারী বিষ্ণু তাঁহারে কহিলেন, হে অমলসত্ত্ববৃত্ত! বর গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

পিতামহ প্রীতিযুক্ত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, হে মুরারে! অদ্য আমারে এই বর প্রদান করুন, আপনি যেন এই পরমপবিত্র বামনস্বরূপ চিরকাল মদীয় ভবনে বিরাজ করেন ॥ ১০ ॥

তিনি এইরূপ বরেণ্য বর বরণ করিলে, অব্যয়াত্মা বিষ্ণু বামন স্বরূপে তদীয় ভবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তথায় সকলে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্ররমণীসমূহ গান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তূর্য্যবাদনে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥ পিতামহ মুরারির সবিশেষ আরা-ধনা করিয়া, ধৌতমল ও অতিমাত্র শুদ্ধিসম্পন্ন হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই বামনরূপী ভগবানকে পিতামহের পরমপবিত্র ভবন হইতে স্বর্গে আনয়ন করিয়া, পূজা করিলেন ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণু সেই স্বর্গে বামনরূপধারণপূর্ব্বক প্রমাণে সহস্র যোজন আশ্রয় করিয়া রহিলেন। হে মহর্ষে! ইন্দ্র পিতামহের তুল্যগুণে তদীয় পূজাবিধি সমাহিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ মহাত্মা ভগবান্ ত্রিবিক্রম বলিকে রসাতলস্থ করিয়া, দেবগণের যাদৃশ হিত সংবিধান করেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ব্রহ্মোক্তস্তবনামক ত্রিনবতিতম অধ্যায় ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । গত্বা রসাতলং দৈত্যো মহামণিবিচিত্রিতং । শুদ্ধস্ফটিকসোপানং কারয়ামাস বৈ পুরং ॥ ১ ॥ তত্র মধ্যে সুবিস্তীর্ণে প্রাসাদো বহুবেদিকঃ । মুক্তাজালান্তরদ্বারো নির্ম্মিতো বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২ ॥ তত্রাস্তে বিবিধান্ ভোগান্ ভুঞ্জন্ দিব্যান্ সমানুষান্ । নাম্না বিন্ধ্যাবলীত্যেবং ভার্য্যাস্য দয়িতাভবৎ ॥ ৩ ॥ যুবতীনাং সহস্রস্য প্রধানা শীলমণ্ডনা । তয়া সহ মহাতেজা রেমে বৈরোচনির্মুনে ॥ ৪ ॥ ভোগাসক্তস্য দৈত্যস্য বসতঃ সুতলে তদা । দৈত্যতেজো হরং প্রাপ্তং পাতালং বৈ সুদর্শনং ॥ ৫ ॥ চক্রে প্রবিষ্টে পাতালে দানবানাং ভয়ং মহৎ । অভূদ্ধলহলাশব্দঃ ক্ষুভিতার্ণবসন্নিভঃ ॥ ৬ ॥ তং শ্রুত্বা সুমহচ্ছব্দং বলিঃ খড়্গং সমাদদে । আঃ কিমেতদিতীত্থঞ্চ পপ্রচ্ছাসুরপুঙ্গবঃ ॥ ৭ ॥ ততো বিন্ধ্যাবলিঃ প্রাহ সান্ত্বয়ন্তী নিজং পতিং । কোশে খড়্গং সমাধায় ধর্ম্মপত্নী শুচিব্রতা ॥ ৮ ॥ উবাচ মধুরং বাক্যং দৈত্যরাজং সুনিশ্চিতং । এতদ্ভাগবতং চক্রং দৈত্যচক্রক্ষয়ঙ্করং ॥ ৯ ॥ সংপূজনীয়ং দৈত্যেন্দ্র বামনস্য মহাত্মনঃ । ইত্যেবমুক্ত্বা চার্ব্বঙ্গী প্রযতাপ্যা বিনির্যযৌ ॥ ১০ ॥ অথাভ্যাগাৎ সহস্রারং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্ । ততোঽসুরপতিঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিপুটো মুনে । সংপূজ্য বিধিবচ্চক্রমিদং স্তোত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১১ ॥

বলিরুবাচ । নমস্যামি হরেশ্চক্রং দৈত্যচক্রবিদারণং । সহস্রাংশুং সহস্রাভং সহস্রারং সুদর্শনং ॥ ১২ ॥ নমস্যামি হরেশ্চক্রং যস্য নাভ্যাং পিতামহঃ । তুণ্ডে ত্রিশূলধৃক্ শর্ব্ব অরামূলে মহাদ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥ অরাসু সংস্থিতা দেবাঃ সেন্দ্রার্কাশ্চ সপাবকাঃ । জবে যস্য স্থিতো বায়ুরাপোঽগ্নিঃ পৃথিবী নভঃ ॥ ১৪ ॥ অরাসন্ধিষু জীমূতাঃ সৌদামন্যৃক্ষাণি তারকাঃ । বাহ্যতো মুনয়ো যস্য বালখিল্যাদয়স্তথা ॥ ১৫ ॥ তদায়ুধবরং দেবং বাসুদেবস্য ভক্তিতঃ । ত্রিধা পাপং শরীরোত্থং

পুলস্ত্য কহিলেন, বলি রসাতলে গমন করিয়া, মহামণিবিচিত্রিত, শুদ্ধস্ফটিকসোপান-ভূষিত পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্ম্মা তাহার সুবিস্তীর্ণ মধ্যদেশে বহুবেদিবিরাজিত, মুক্তাজালান্তর দ্বারবিশিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ২ ॥ তথায় বলি বিবিধ দিব্য ও মানুষ্য ভোগ সম্ভোগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যাবলী নামে তাঁহার দয়িতা ভার্য্যা ছিলেন ॥ ৩ ॥ সেই শীলভূষণা ললনা যুবতীসহস্রের প্রধানা হইলেন। মুনে! মহাতেজা বলি তাঁহার সহিত তথায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তৎকালে ভোগাসক্ত হইয়া, বাস করিতে লাগিলে, দৈত্যতেজোহর সুদর্শন পাতালে সমাগত হইল ॥ ৫ ॥ চক্র পাতালে প্রবেশ করিলে, দৈত্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া, উদ্বেলসাগরসদৃশ হলহলাশব্দ করিয়া উঠিল ॥ ৬ ॥ বলি সেই বিপুল শব্দ শ্রুতিগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ খড়্গগ্রহণ করিলেন এবং আঃ, কি কারণে এরূপ ঘটিল, বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ তখন ধর্ম্মপত্নী শুচিব্রতা বিন্ধ্যাবলী কোশমধ্যে খড়্গসমাধানপূর্ব্বক স্বীয় স্বামীকে সান্ত্বনা করিয়া ॥ ৮ ॥ সুনিশ্চিত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, এই চক্র ভগবানের; দৈত্য চক্র ক্ষয় করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ মহাত্মা বামনের এই চক্রের সম্যক্ রূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। চার্ব্বঙ্গী বিন্ধ্যাবলী এইপ্রকার কহিয়াই, প্রস্থান ও বিনির্গমন পূর্ব্বক ॥ ১০ ॥ বিষ্ণুর সহস্রার সুদর্শন চক্রের সমীপে সমাগত হইলেন। তখন অসুরপতি বলি কৃতাঞ্জলিপুটে যথাবিধি চক্রের পূজা করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ দৈত্যচক্রবিদারণ হরিচক্র সুদর্শনকে নমস্কার করি। ঐ চক্র সহস্রাংশু, সহস্রাভ ও সহস্রারবিশিষ্ট ॥ ১২ ॥ যাঁহার নাভিতে পিতামহ, তুণ্ডে মহাদেব, অরামূলে মহাদ্রি সকল ॥ ১৩ ॥ অরসমূহে ইন্দ্র, অর্ক ও অগ্নিপ্রমুখ দেবসমূহ, জবে বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী ও নভস্তল ॥ ১৪ ॥ অরাসন্ধিসকলে জীমূতসমূহ, সৌদামিনী সমস্ত, ঋক্ষ ও তারকাস্তবক, বাহ্যদেশে বালখিল্যাদি মুনিমণ্ডলী ॥ ১৫ ॥ প্রতিষ্ঠিত আছেন

বাপুষং মানসমেব চ ॥ ১৬॥ তন্মে দহস্ব দীপ্তাংশো বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনং। যৎ কুলে বহুলং পাপং পিতৃকং মাতৃকং তথা ॥ ১৭ ॥ তন্মে হরস্ব তরসা নমস্তেহচ্যুতায়ুধ। আপদো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়ো যান্তু সংক্ষয়ং। ত্বন্নামকীর্ত্তনাচ্চক্র দুরিতং যাতু সংক্ষয়ং ॥ ১৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা মতিমান্ সমভ্যর্চ্চাথ ভক্তিতঃ। সংস্মরন্ পুণ্ডরীকাক্ষং সর্ব্বপাপবিনাশনং ॥ ১৯ ॥ পূজিতং বলিনা চক্রং কৃত্বা নিস্তেজসোঽসুরান্। নিশ্চক্রামাথ পাতালাদ্বিবুধে দক্ষিণে মুনে ॥ ২০ ॥ সুদর্শনে বিনিষ্ক্রান্তে বলির্বিক্লবতাং গতঃ। পরমামাপদং প্রাপ্য সস্মার স্বং পিতামহং ॥ ২১ ॥ স চাপি সংস্মৃতঃ প্রাপ্তঃ সুতলং দানবেশ্বরঃ। দৃষ্ট্বা তস্থৌ মহাতেজাঃ সার্ঘপাত্রো বলিস্তদা ॥ ২২ ॥ স তমভ্যর্চ্চ্য বিধিনা পিতুঃ পিতরমীশ্বরং। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥ সংস্মৃতোঽসি সমায়াতঃ সুবিষণ্ণেন চেতসা। তন্মে হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ শ্রেয়াংসি বদ তদাশু মে ॥ ২৪ ॥ কিং কার্য্যং তাত সংসারে বসতা পুরুষেণ হি। কৃতেন যেন বৈ নাস্য বন্ধঃ সমুপজায়তে ॥ ২৫ ॥ সংসারার্ণবমগ্নানাং নরাণামল্পচেতসাং। তারণায় ভবেদ্যস্তু তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। এতদ্বচনমাকর্ণ্য তৎ পৌত্রাদ্দানবেশ্বরঃ। বিচিন্ত্য প্রাহ বচনং সংসারে বদ্ধিতং পরং ॥ ২৭ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। সাধু দানবশার্দ্দূল যত্তে জাতা মতিস্থিরং। প্রবক্ষ্যামি হিতঞ্চেদ্য তথান্যেষাং নৃণামপি ॥ ২৮ ॥ ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাং। বিষয়বিষমতোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাং ॥ ২৯ ॥ যে সংশ্রিতা

বাসুদেবের সেই আয়ুধবর সুদর্শন চক্রকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। আমার শারীরিক, মানস ও কায়জ ভেদে যে ত্রিবিধ পাপ সমুদ্ভূত হইয়াছে ।।১৬॥ হে দীপ্তাংশো বিষ্ণুচক্র সুদর্শন! তাহা দগ্ধ কর। আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যে বহুল পাতক সঞ্চিত হইয়াছে ।। ১৭ ।। হে বিষ্ণুচক্র! তাহাও সবেগে হরণ কর; তোমাকে নমস্কার করি। হে চক্র! তোমার নাম সংকীর্ত্তন করিবামাত্র আমার আপৎ সকল বিনষ্ট হউক, ব্যাধি সকল বিগত হউক, এবং দুরিত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হউক ।। ১৮ ।।

মতিমান্ বলি এইপ্রকার কহিয়া, ভক্তিভরে অভ্যর্চ্চনা করিয়া, সর্ব্বপাপবিনাশন পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করিতে লাগিলেন ।। ১৯ ।। সুদর্শন চক্র বলি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, দৈত্যদিগকে তেজোহীন করিয়া, পাতাল হইতে দক্ষিণে বিনির্গত হইল ।। ২০ ।। সুদর্শন বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, বলি বিক্লবভাবাপন্ন ও নিরতিশয় আপদগ্রস্ত হইয়া, স্বকীয় পিতামহকে স্মরণ করিলেন ॥ ২১ ॥ স্মরণ করিবামাত্র, দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ সুতলে সমাগত হইলেন। মহাতেজাঃ বলি দর্শনমাত্র অর্ঘপাত্রহস্তে উত্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ এবং ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ।। ২৩ ॥ আমি অতীব বিষণ্ণচিত্তে স্মরণ করিবামাত্র আপনি সমাগত হইয়াছেন। অতএব, যাহাতে আমার হিত, উপকার ও শ্রেয়োলাভ হয়, আশু তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক ।। ২৪ ॥ তাত! সংসারে সাধু পুরুষের কীদৃশ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, যাহা করিলে তাহাকে আর বদ্ধ হইতে হয় না ।। ২৫ ॥ যাহা করিলে, সংসারসাগরে মগ্ন অল্পবুদ্ধি মানবগণের উদ্ধারলাভ হয়, তাহা ব্যাখ্যা করুন ।। ২৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর প্রহ্লাদ পৌত্রের প্রমুখাৎ উক্তরূপ বচন আকর্ণন করিয়া বিশিষ্টবিধানে সংসারে যাহা হিতকর, তাহা চিন্তা করত, বলিতে লাগিলেন ।। ২৭ ॥ হে দানবশার্দ্দূল! তোমার যে এইরূপ মতি হইয়াছে, তন্নিবন্ধন আমি তোমারে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে তোমার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের হিত উপদেশ করিতেছি ।। ২৮ ॥ ভবরূপ সাগরে নিপতিত, দ্বন্দ্বরূপ বাতে অভিহত, সুত দুহিতা ও কলত্রগণের ত্রাণরূপ ভারে অর্দ্দিত,

হরিমনন্তমনিন্দ্যমাদ্যং নারায়ণং সুরগুরুং শুভদম্বরেণ্যং। শুদ্ধং খগেন্দ্রগমনং কমলালয়েশং তে ধর্ম্মরাজশরণং ন বিশন্তি ধীরাঃ॥ ৩০॥ স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে। পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্ প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাং॥ ৩১॥ তথান্যদুক্তং নরসত্তমেন ইক্ষ্বাকুণা ভক্তিযুতেন নূনং। যে বিষ্ণুভক্তাঃ পুরুষাঃ পৃথিব্যাং যমস্য তে নির্ব্বিষয়া ভবন্তি॥ ৩২॥ সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পিতং। তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ॥ ৩৩॥ নূনং ন তৌ করৌ প্রোক্তৌ বৃক্ষশাখাগ্রপল্লবৌ। ন যৌ পূজয়িতুং শক্তৌ হরিপাদাম্বুজদ্বয়ং॥ ৩৪॥ নূনং তৎ কণ্ঠশালূকমথবা প্রতিজিহ্বিকা। রোগশ্চান্যো ন সা জিহ্বা যা ন বক্তি হরের্গুণান্॥ ৩৫॥ শোচনীয়ঃ স বন্ধূনাং জীবন্নপি মৃতো নরঃ। যঃ পাদপঙ্কজং বিষ্ণোর্ন পূজয়তি ভক্তিতঃ॥ ৩৬॥ যে নরা বাসুদেবস্য সততং পূজনে রতাঃ। মৃতা অপি ন শোচ্যাস্তে সত্যং সত্যং ময়োদিতং॥ ৩৭॥ শারীরং মানসং বাগ্জং মূর্ত্তামূর্ত্তং চরাচরং। দৃশ্যং স্পৃশ্যমদৃশ্যং বা তৎ সর্ব্বং কেশবাত্মকং॥৩৮॥ যেনার্চ্চিতো হি ভগবান্ চতুর্দ্ধাপি ত্রিবিক্রমঃ। তেনার্চ্চিতা ন সন্দেহো লোকাঃ সামরদানবাঃ॥ ৩৯॥ যথা রত্নানি জলধেরসংখ্যেয়ানি পুত্রক। তথা গুণাশ্চ দেবস্য হ্যসংখ্যেয়া হি চক্রিণঃ॥ ৪০॥ যে শঙ্খচক্রাব্জকরঞ্চ শার্ঙ্গিণং খগেন্দ্রকেতুং বরদং শ্রিয়ঃ পতিং। সমাশ্রিতাস্তে ন ভবন্তি দুঃখিতাঃ সংসারগর্ত্তে ন পতন্তি তে পুনঃ॥ ৪১॥ যেষাং মনসি গোবিন্দো নিবাসী সততং ভবেৎ। ন তে পরিভবং যান্তি ন মৃত্যোরুদ্বিজন্তি চ॥৪২॥

বিষয়রূপ বিষম স্রোতে মজ্জিত ও সর্ব্বথা প্লববর্জ্জিত ব্যক্তিগণের বিষ্ণুরূপ পোতই একমাত্র আশ্রয় বা রক্ষাস্থান॥ ২৯॥ যিনি অনিন্দ্য, আদ্য ও অনন্তস্বরূপ; যিনি সুরগণের গুরু, শুভসংঘটক ও সকলেরই বরণীয়; যিনি শুদ্ধস্বরূপ, খগেন্দ্রবাহন ও কমলালয়েশ, সেই নারায়ণ হরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, যমসদনে গমন করিতে হয় না॥ ৩০॥ যম আপনার দূতকে পাশ হস্তে অবলোকন করিয়া, তদীয় কর্ণমূলে বলিয়া থাকেন, মধুসূদন যাহাদের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদিগকে পরিহার করিও। আমি অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রভু; কিন্তু বৈষ্ণবগণের উপর আমার প্রভুত্ব নাই॥ ৩১॥ নরসত্তম ইক্ষ্বাকুও ভক্তিযুক্ত হইয়া, বলিয়াছেন, পৃথিবীতে বিষ্ণুভক্ত পুরুষগণ যমের অধিকারবহির্ভূত হইয়া থাকে॥ ৩২॥ সেই জিহ্বা, যাহা হরির স্তব করে; সেই চিত্ত, যাহা তদর্পিত হইয়া থাকে; সেই করযুগলই কেবল শ্লাঘ্য, যাহা তদীয় পূজা করিয়া থাকে॥ ৩৩॥ শ্রীহরির চরণারবিন্দের পূজা করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা করযুগল নহে, বৃক্ষশাখার অগ্রপল্লবমাত্র। ৩৪॥ যে জিহ্বা হরির গুণ বর্ণন করে না, তাহা জিহ্বাই নহে; তাহা কণ্ঠশালূক বা প্রতিজিহ্বিকামাত্র এবং অন্যবিধ রোগস্বরূপ॥ ৩৫॥ সেই ব্যক্তিই শোচনীয়, সেই ব্যক্তিই জীবিতদশায়ও মৃত; যে ব্যক্তি ভক্তিযুত হইয়া, বিষ্ণুর পাদপদ্মপূজায় প্রবৃত্ত হয় না॥ ৩৬॥ যে সকল মনুষ্য সতত বাসুদেবের পূজায় সংসক্ত, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, তাহারা মরিলেও শোচনীয় হয় না॥ ৩৭॥ কি শারীর, কি মানস, কি বাক্যজাত, কি মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত, কি স্থাবর বা জঙ্গম, কি দৃশ্য বা অদৃশ্য, কি স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য, সমুদায়ই কেশবাত্মক॥ ৩৮॥

যাহারা চতুর্দ্ধা ভগবান্ ত্রিবিক্রমের আরাধনা করে, তাহারা দেব ও দানবসহিত সমুদায় লোকের পূজা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই॥ ৩৯॥ পুত্রক! জলনিধির রত্নসকলের যেরূপ সংখ্যা হয় না, চক্রীর গুণসকলও তদ্রূপ অসংখ্যেয়॥ ৪০॥ যাহারা শঙ্খ ও চক্রপদ্মকর, গরুড়-বাহন, শার্ঙ্গধর, সকলের বরদাতা শ্রীপতিরে আশ্রয় করে, তাহারা কখন দুঃখিত ও পুনরায় সংসারগর্ত্তে পতিত হয় না॥ ৪১॥ গোবিন্দ যাহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাহারা কখন পরাভূত ও মৃত্যু কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হয় না॥ ৪২॥ ভগবান্ শার্ঙ্গধর বিষ্ণু সকলেরই একমাত্র

দেবং শার্ঙ্গধরং বিষ্ণুং যে প্রপন্নাঃ পরায়ণং। ন তেষাং যমলোকোঽস্তি ন চ তে নরকৌকসঃ ॥৪৩॥ সতীং গতিং প্রাপ্নুবন্তি শ্রুতিশাস্ত্রবিশারদাঃ। যান্তি দানবশার্দূল বিষ্ণুভক্তা ব্রজন্তি তাং ॥৪৪॥ যা গতির্দৈত্য শার্দূল সংগ্রামে নিহতাত্মনাং। ততোঽধিকাং গতিং যান্তি বিষ্ণুভক্তা নরোত্তমাঃ ॥৪৫॥ যা গতির্ধর্ম্মশীলানাং সাত্ত্বিকানাং মহাত্মনাং। সা গতির্গদিতা দৈত্য ভগবদ্বেদিনামপি ॥৪৬॥ সর্ব্বাবাসং বাসুদেবং সূক্ষ্মমব্যক্তবিগ্রহং। প্রপশ্যন্তি মহাত্মানস্তীর্থভূতা ভবচ্ছিদং ॥৪৭॥ প্রণিপত্য যথান্যায়ং সংসারে ন পুনর্ভবেৎ। কৃতেষু বসতে নিত্যং ক্রীড়ন্নাস্তে মুনিস্ত্বিহাতে ॥৪৮॥ আসীনঃ সর্ব্বদেহেষু কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে। যেষাং বিষ্ণুঃ প্রিয়ো নিত্যং তে বিষ্ণোঃ সততং প্রিয়াঃ ॥৪৯॥ ন তে পুনঃ সম্ভবন্তি তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ। ধ্যায়েদ্দামোদরং যস্তু ভক্তিনম্রস্তথার্চ্চয়েৎ ॥৫০॥ ন হি সংসারপঙ্কেঽস্মিন্ মজ্জতে দানবেশ্বর। কল্যমুত্থায় যে ভক্ত্যা স্মরন্তি মধুসূদনং ॥৫১॥ শ্রাবয়ন্তি চ শৃণ্বন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। হরিগাথামৃতং পীত্বা বলে বৈ শ্রোত্রভাজনৈঃ ॥৫২॥ প্রহৃষ্যতি মনো যেষাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। যেষাং চক্রগদাপাণৌ ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥৫৩॥ তে যান্তি নিয়তং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ। বিষ্ণুধর্ম্মপ্রসক্তানাং তেষাং যা পরমা গতিঃ ॥৫৪॥ সা তু জন্মসহস্রেণ ন তপোভিরবাপ্যতে। কিং জপৈস্তস্য মন্ত্রৈর্বা কিং তপোভিঃ কিমাশ্রমৈঃ ॥৫৫॥ যস্য নাস্তি পরা ভক্তিঃ সততং মধুসূদনে। বৃথা যজ্ঞো বৃথা দানং বৃথা ধর্ম্মো বৃথা শ্রমঃ ॥৫৬॥ বৃথা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ যো দ্বেষ্টি মধুসূদনং। কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈর্ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥৫৭॥ নমো নারা-

---

আশ্রয়। যাঁহারা তাঁহার শরণাপন্ন, তাহাদের যমলোক নাই এবং নরকভোগও হয় না ॥ ৪৩ ॥ হে দানবশার্দ্দূল! শ্রুতশাস্ত্রবিশারদ পুরুষগণ ও বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণ উভয়েই সমান গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৪ ॥ হে দৈত্যশার্দ্দূল! সংগ্রামে নিহতাত্মা ব্যক্তিগণের যে গতি, বিষ্ণুভক্ত নরোত্তমবর্গ ততোধিক গতি লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥ মহাত্মা সাত্ত্বিকগণের যে গতি, অথবা ধর্ম্মশীল পুরুষগণের যে গতি, ভগবদ্বেদী ব্যক্তিগণেরও সেই গতি কথিত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

যিনি সংসারের সর্ব্বত্র বাস করেন, যিনি সূক্ষ্মস্বরূপ ও অব্যক্তবিগ্রহ, এবং সংসার ছেদন করিয়া থাকেন, যে সকল মহাত্মা সেই বাসুদেবকে দর্শন করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ ॥ ৪৭ ॥ বাসুদেবকে যথান্যায়ে প্রণাম করিলে, সংসারে পুনরায় জন্মিতে হয় না। সকল কার্য্যেই তাঁহার অধিষ্ঠান ও নিত্য বিহার লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ এবং তিনি সকল দেহেই সতত বিরাজ করেন; কিন্তু কখন কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হন না। বিষ্ণু যাহাদের নিত্যপ্রিয়, তাহারা সতত বিষ্ণুপ্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ তদ্ভক্ত ও তৎপরায়ণ পুরুষগণের পুনর্জন্ম নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে অবনত হইয়া, দামোদরের ধ্যান ও অর্চ্চনা করে ॥ ৫০ ॥ সে কখন সংসারপঙ্কে মগ্ন হয় না। যাহারা যথাসময়ে উত্থান করিয়া, ভক্তিসহকারে মধুসূদনের স্মরণ ॥ ৫১ ॥ ও শ্রবণ করে এবং শ্রবণ করায়, তাহারা অতীব দুর্গও তরণ করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ হে বলি! শ্রোত্ররূপ-ভাজনসহায়ে হরিনামরূপ অমৃত পান করিয়া ॥ ৫২ ॥ যাহাদের অন্তঃকরণ আনন্দ অনুভব করে, তাহারাও অতীব দুর্গ তরণ করিয়া থাকে। যাহারা চক্রগদাপাণি নারায়ণে অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদর্শন করে ॥ ৫৩ ॥ যেখানে সেই যোগেশ্বর হরির অধিষ্ঠান, তাহাদের তথায় গতি হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মপ্রসক্ত পুরুষগণ যে গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ জন্মসহস্র তপোনুষ্ঠান করিলেও, তাদৃশী গতিলাভ হয় না। তাহার জপে প্রয়োজন কি? মন্ত্রেই বা ফল কি? তপস্যাতেই বা কার্য্য কি? আশ্রমেই বা আবশ্যকতা কি? ॥ ৫৫ ॥ যাহার মধুসূদনে সতত পরমা ভক্তি নাই। যে ব্যক্তি মধুসূদনের দ্বেষ করে, তাহার যজ্ঞ বৃথা, দান বৃথা, ধর্ম্ম বৃথা, আশ্রম বৃথা, তপস্যাও বৃথা। আবার, যে ব্যক্তি জনার্দ্দনে ভক্তিমান্, তাহারও বহুবিধ মন্ত্রে কি হইতে পারে? ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ। বিষ্ণুর্যেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ। তেষামপি জয়স্তেষাং কুতো বৈ স পরাজয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং প্রভুং। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৬০ ॥ বিষ্টয়ো ব্যতিপাতাশ্চ যেহন্যে দুর্নীতিসম্ভবাঃ। তে নামস্মরণাদ্বিষ্ণোর্নাশং যান্তি মহাসুর ॥ ৬১ ॥ তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ। নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৬২ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ। তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬৩ ॥ প্রাপ্নুবন্তি ন তাঁল্লোকান্ ব্রতিনো বা তপস্বিনঃ। প্রাপ্যন্তে যে তু কৃষ্ণস্য নমস্কারপরৈর্নরৈঃ ॥ ৬৪ ॥ যোহপ্যন্যদেবতাভক্তো মিথ্যার্চ্চয়তি কেশবং। সোহপি গচ্ছতি সাধূনাং স্থানং পুণ্যকৃতাং মহৎ। সুসত্যেন হৃষীকেশং পূজয়িত্বা তু যৎ ফলং ॥ ৬৫ ॥ সুচীর্ণে তপসি নৃণাং তৎফলং ন কদাচন। ত্রিসন্ধ্যং পদ্মনাভন্তু যে স্মরন্তি সুমেধসঃ ॥ ৬৬ ॥ লভন্তে তূপবাসস্য ফলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ সততং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা হরিমর্চ্চয়। তৎপ্রসাদাৎ পরাং সিদ্ধিং বলে প্রাপ্স্যসি শাশ্বতীং ॥ ৬৮ ॥ তন্মনা ভব তদ্ভক্তস্তদ্যাজী তং নমস্কুরু। তমেবাশ্রিত্য দেবেশং সুখং প্রাপ্স্যসি পুত্রক ॥ ৬৯ ॥ আদ্যং হ্যনন্তমজরং হরিমব্যয়ঞ্চ সর্ব্বত্রগং ব্রহ্ম পরং পুরাণং। তে যান্তি বৈষ্ণবপদং ধ্রুবমক্ষয়ঞ্চ যে মানবা বিগতরাগপরা ভবন্তি ॥ ৭০ ॥ নারায়ণং সুরবরং সততং স্মরন্তি তে ধৌতপাণ্ডরপটা ইব রাজহংসাঃ। সংসারসাগরজলস্য তরন্তি পারং ধ্যায়ন্তি যে সততমচ্যুতমীশিতারং ॥ ৭১ ॥ নিষ্কল্মষং সপদি পদ্মদলায়তাক্ষং ধ্যানেন হতকিল্বিষচেতনাস্তে।

নারায়ণকে নমস্কার, এই মন্ত্রই সর্ব্বার্থসাধক। বিষ্ণু যাহাদের, তাহাদেরই জয়; তাহাদের পরাজয় কোথায়? ॥ ৫৮ ॥ ইন্দীবরশ্যাম জনার্দ্দন যাহাদের হৃদয়স্থ, তাহাদেরও সর্ব্বদা জয় হইয়া থাকে; কুত্রাপি পরাভব হয় না ॥ ৫৯ ॥ যিনি সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্য, বরেণ্য, বরদ ও প্রভু, সেই নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, সমুদায় কার্য্য করিবে ॥ ৬০ ॥ বিষ্টি ও ব্যতিপাত সমস্ত এবং দুর্নীতিসম্ভব অন্যান্য আপৎসকল বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ তীর্থকোটিসহস্র বা তীর্থকোটিশত, নারায়ণপ্রণামের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে ॥ ৬২ ॥ পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র তীর্থ ও আয়তন আছে, বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনপ্রভাবে সে সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৬৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারপরায়ণ পুরুষগণ যে যে লোক লাভ করেন, ব্রতী বা তপস্বিগণও তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৬৪ ॥ যে ব্যক্তি অন্যদেবতাভক্ত, সে মিছামিছিও কেশবের অর্চ্চনা করিলে, সাধু ও পুণ্যশীলগণের স্থানে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ সুতরাং, সত্যসত্যই কেশবের পূজা করিলে, যে ফল পাওয়া যায়, লোকে বিশিষ্টবিধানে তপস্যা করিলেও, তাহা প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬৬ ॥ যে সুমেধা পুরুষগণ ত্রিসন্ধ্য বিষ্ণুর স্মরণ করে, তাহাদের উপবাসফলপ্রাপ্তি হয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥

অতএব, তুমি সতত শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্মানুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর। তদীয় প্রসাদে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৮ ॥ তুমি তন্মনা, তদ্ভক্ত ও তদ্যাজী হও এবং তাঁহাকেই নমস্কার কর। পুত্রক! তিনি দেবগণেরও ঈশ্বর। অতএব, তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই, সুখলাভ করিবে ॥ ৬৯ ॥ সেই বাসুদেব আদ্য, অনন্ত, অজর, অব্যয়, সর্ব্বত্রগ, পরব্রহ্ম ও পুরাণস্বরূপ। বিগতরাগ পুরুষগণ ধ্রুব ও শাশ্বতস্বরূপ বৈষ্ণব পদ লাভ করেন ॥ ৭০ ॥ যাহারা সুরবর নারায়ণকে সতত স্মরণ করে, তাহারা ধৌতপাণ্ডরপটবিশিষ্ট রাজহংসের ন্যায়, হইয়া থাকে। যাহারা সকলের ঈশিতা অচ্যুতকে নিত্য স্মরণ করে, তাহারা সংসারসাগরজলের পার তরণ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ যাহারা সেই অপাপবিদ্ধ, পদ্মদলায়তলোচন বাসুদেবকে ধ্যান করে, তাহারাও অপাপবিদ্ধ

মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি যে কীর্ত্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং ॥ ৭২ ॥ শঙ্খাব্জচক্রবরচাপগদাসিহস্তং পদ্মালয়াবদনপঙ্কজষট্‌পদাখ্যং। নূনং প্রযান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে শৃণ্বন্তি যে ভক্তিপরা মনুষ্যাঃ ॥ ৭৩ ॥ সংকীর্ত্ত্যমানং ভগবন্তমাদ্যমাজন্মপাপং যদকারি যৈস্তু। তে মুক্তপাপাঃ সুখিনো ভবন্তি যথামৃতপ্রাশনতর্পিতাশ্চ ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদ্ধ্যানং স্মরণং কীর্ত্তনং বা নামশ্রবণং পঠতাং সজ্জনানাং। কার্য্যং বিষ্ণোঃ শ্রদ্দধানৈর্ম্মনুষ্যৈঃ পূজাতুল্যং তৎ প্রশংসন্তি দেবাঃ ॥ ৭৫ ॥ বাহ্যেন চান্তঃকরণেন যোগিবদভ্যর্চ্চয়েৎ কেশবমীশিতারং। পুষ্পৈশ্চ পত্রৈঃ ঋতুসম্ভবৈশ্চ নূনং স পূজ্যো বিধিবন্নরেণ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভগবৎপ্রশংসা নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বলিরুবাচ। ভবতা কথিতং সর্ব্বং সমারাধ্য জনার্দ্দনং। যা গতিঃ প্রাপ্যতে লোকৈস্তচারাধ্যঃ কথঞ্চন ॥ ১ ॥ কেনার্চ্চনেন দেবস্য প্রীতিঃ সমুপজায়তে। কানি দানানি শস্তানি প্রীণনায় জগদ্গুরোঃ ॥ ২ ॥ উপবাসাদিকং কার্য্যং কস্যাস্তিথ্যাং মহোদয়ং। কানি পুণ্যানি শস্তানি বিষ্ণুপুষ্টিকরাণি বৈ ॥ ৩ ॥ যচ্চান্যদপি কর্ত্তব্যং হৃষ্টরূপৈরনালসৈঃ। তদশেষং দৈত্যেন্দ্র মমাখ্যাতুমিহার্হসি ॥ ৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রদ্দধানৈর্ভক্তিপরৈঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনং। দীয়ন্তে যানি দানানি তানি যান্তি ন বৈ ক্ষয়ং ॥ ৫ ॥ তা এব তিথয়ঃ শস্তা যাস্বভ্যর্চ্চ্য জগৎপতিং। তচ্চিত্তস্তন্ময়ো ভূত্বা উপবাসী

হইয়া থাকে। যাহারা বরদ বরপদ্মনাভ বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকে আর জননীর পয়োধররস পান করিতে হয় না ॥ ৭২ ॥ যাহারা ভক্তিপর হইয়া, সেই শঙ্খাব্জ-চক্রধর, শার্ঙ্গ-ধনুর্দ্ধর, গদাসিপাণি বাসুদেবের নাম শ্রবণ করে, তাহারা তদীয় সদন প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৩ ॥ আজন্ম যে পাপ করা যায়, ভগবান্ মাধবের নাম কীর্ত্তন করিলে, তৎসমস্ত পাতক হইতে মুক্ত এবং অমৃতাশীর ন্যায় পরমতৃপ্ত ও সুখী হইতে পারা যায় ॥ ৭৪ ॥ এইজন্য, শ্রদ্ধাশীল হইয়া, ভগবানের ধ্যান, স্মরণ, কীর্ত্তন এবং তদীয় নামপাঠে প্রবৃত্ত সজ্জনগণের নিকট তাঁহার নাম শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। দেবগণ তদীয় পূজার সমানে তৎসমস্তের প্রশংসা করিয়া থাকেন। অন্তরে বাহিরে সেই সর্ব্বেশ্বর কেশবের অর্চ্চনা করিবে। ঋতুসংভব পুষ্প ও পত্র প্রদান করিয়া, যথাবিধানে তদীয় পূজায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভগবৎপ্রশংসা নাম চতুর্নবতিতম অধ্যায় ॥ ৯৪ ॥

বলি কহিলেন, ভগবান্ কেশবের অভ্যর্চ্চনা করিলে, লোকে যে গতিলাভ করে, আপনি তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে তাঁহার অভ্যর্চ্চনা করিতে হইবে? কিরূপ অর্চ্চনা করিলে, তিনি প্রীতিমান্ হন? সেই জগদ্গুরুর প্রীতিসমাধানার্থ কিরূপ দানই বা বিহিত? ॥ ১ ॥ ২ ॥ কোন্ তিথিতে উপবাসাদি করিলেই বা মহোদয়লাভ হয়? কিরূপ কার্য্য সকলই বা প্রশস্ত ও পুণ্যময়, যাহাদের অনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণু তুষ্ট হন ॥ ৩ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র! এতদ্ব্যতীত, আলস্যহীন ও হৃষ্টরূপ হইয়া, যে যে কার্য্যের সংবিধান করা কর্ত্তব্য, তাহাও আমার নিকট অশেষ বিধানে বর্ণন করুন ॥ ৪ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিযুক্ত হইয়া, বিষ্ণুর উদ্দেশে যে সমস্ত দান করা যায়, তাহার সমুদায়ই অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সেই সকল তিথিই প্রশস্ত, যাহাতে জগৎপতি

নরো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ পূজিতেষু দ্বিজেন্দ্রেষু পূজিতস্তু জনার্দনঃ। যস্তান্ দ্বেষ্টি স মূঢ়াত্মা সংযাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ৭ ॥ তানর্চ্চয়েন্নরো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ বিষ্ণুতৎপরঃ। এবমাহ হরিঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণা মামকী তনুঃ ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যো বুধো বাপ্যবুধোঽপিবা। সোঽপি দিব্যা তনুর্বিষ্ণো-স্তস্মাত্তং হ্যর্চ্চয়েন্নরঃ ॥ ৯ ॥ তান্যেব চ প্রশস্তানি কুসুমানি মহাসুর। যানি স্যুর্বর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ ॥ ১০ ॥ বিশেষতঃ প্রবক্ষ্যামি পুণ্যানি তিথিভিঃ সহ। যানানীহ প্রশস্তানি মাধবপ্রীণনায় তু ॥ ১১ ॥ জাতীশতাহ্বা সুমনাঃ কুন্দং বহুপটং তথা। বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যূথিকা ॥ ১২ ॥ পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী। তিলকং জপাকুসুমং পীতকন্তগরন্ত্বপি ॥ ১৩ ॥ এতানি হি প্রশস্তানি কুসুমান্যচ্যুতার্চ্চনে। সুরভীণি তথান্যানি বর্জ্জয়িত্বা তু কেতকীং ॥ ১৪ ॥ বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গমৃগাঙ্কয়োঃ। তমালামালকীপত্রং শস্তঞ্চ হরিপূজনে ॥ ১৫ ॥ এষামপি হি পুষ্পাণি প্রশস্তান্যর্চ্চনে বিভোঃ। পল্লবান্যপি তেষাং স্যুঃ পত্রাণ্যর্চ্চাবিধৌ হরেঃ ॥ ১৬ ॥ বীরুধাঞ্চ প্রবালেন বর্হিষাঞ্চার্চ্চয়েন্নরঃ। নানারূপৈশ্চাম্বুভবৈশ্চ কমলেন্দীবরাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥ প্রবালৈঃ শুচিভিঃ সূক্ষ্মজলপ্রক্ষালিতৈর্জ্জলে। বনস্পতীনামর্চ্চেত্ত তথা দূর্ব্বাগ্রপল্লবৈঃ ॥ ১৮ ॥ তথৈব প্রতিপূজ্যোঽসৌ পত্রকুট্মলপল্লবৈঃ। চন্দনেনানুলিম্পেত কুঙ্কুমেন চ যত্নতঃ ॥ ১৯ ॥ উশীরপদ্মকাভ্যাং স তথা কালীয়কাদিনা। মহিষাখ্যং কুণং দারুসিহ্লকং নাগরং তথা ॥ ২০ ॥ শঙ্খজাতীফলং শ্রীশধূপনে স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ। হবিষা সংস্কৃতা যে তু যবগোধূমশালয়ঃ ॥ ২১ ॥ তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ। গোদানানি

জনার্দ্দনের অভ্যর্চ্চনাপূর্ব্বক তচ্চিত্ত ও তন্ময় হইয়া, লোকে উপবাস করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ দ্বিজেন্দ্রগণের পূজা করিলে, জনার্দ্দন পূজিত হন। যে তাঁহাদের দ্বেষ করে, সেই মূঢ়াত্মা এবং সেই নিশ্চয় নরকে যায় ॥ ৭ ॥ এই কারণে লোকে বিষ্ণুতৎপর হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে। স্বয়ং হরি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ আমার শরীর ॥ ৮ ॥ অতএব, পণ্ডিত বা অপণ্ডিত হউন, কোন ব্রাহ্মণেরই অবমাননা করিতে নাই। ব্রাহ্মণই বিষ্ণুর দিব্য দেহ। এই কারণে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে ॥ ৯ ॥

হে মহাসুর! যাহাদের রস আছে, গন্ধ আছে এবং বর্ণ আছে, তাদৃশ কুসুম সকলই প্রশস্ত ॥ ১০ ॥ তিথি সকলে যেরূপ দান করিলে, বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তাদৃশ প্রশস্ত দান সকল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিব ॥ ১১ ॥ জাতী, শতাহ্ব, কুন্দ, বহুপর্ট, বাণ, চম্পক, অশোক, করবীর, যূথিকা ॥ ১২ ॥ পারিভদ্র, পাটলা, বকুল, গিরিশালিনী, তিলক, জপা ও পীত তগর, এই সকল কুসুম বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত। কেতকী ভিন্ন অন্যান্য সুগন্ধি কুসুম সমস্তও ঐরূপ প্রশস্ত-ভাবাপন্ন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গপত্র, মৃগাঙ্কপত্র, তমাল ও আমলকী পত্র, হরিপূজায় প্রশস্ত ॥ ১৫ ॥ ইহাদের পুষ্প সকলও বাসুদেবপূজায় প্রশস্ত। ইহাদের পল্লব সকলেও তাঁহার পূজা করা হইতে পারে ॥ ১৬ ॥ বীরুধ ও বর্হিঃ সকলের প্রবাল দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। তদ্ভিন্ন কমল ও ইন্দীবরাদি নানারূপ অম্বুভাব ॥ ১৭ ॥ বনস্পতিগণের জল-প্রক্ষালিত শুচি প্রবালসমূহ ও দূর্ব্বাগ্রপল্লব সমস্ত দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১৮ ॥ পত্রকুট্মল ও পল্লবদ্বারাও তাঁহার পূজা করা যাইতে পারে। কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা যত্নসহকারে তাঁহারে অনুলিপ্ত ॥ ১৯ ॥ এবং উশীর, পদ্মক ও কালীয়কাদি দ্বারা চর্চ্চিত করিবে। মহিষাখ্য, কুণদারু, সিহ্লক, নাগর ॥ ২০ ॥ শঙ্খ, জাতীফল, এই সকলের ধূপ মাধবের প্রীতি সমুদ্ভাবিত করে। ঘৃতসংস্কৃত যব, গোধূম ও শালী ॥ ২১ ॥ তিল ও মুদ্গ প্রভৃতি এবং মাষ ও ব্রীহি,

পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ ॥ ২২ ॥ বস্ত্রান্নস্বর্ণদানানি প্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ। মাঘমাসে তিলাঃ শস্তাস্তিলধেনুশ্চ দানব ॥ ২৩ ॥ ইন্ধনানি চ দেয়ানি মাধবঃ প্রীয়তামিতি। ফাল্গুনে ব্রীহয়ো বস্ত্রং তথা কৃষ্ণাজিনাদিকং ॥ ২৪ ॥ গোবিন্দপ্রীণনার্থঞ্চ দাতব্যং পুরুষর্ষভৈঃ। চৈত্রে বিচিত্রবস্ত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥ ২৫ ॥ বিষ্ণোঃ প্রীত্যর্থমেতানি দেয়ানি ব্রাহ্মণেষু চ। গন্ধশালীনি বস্তূনি বৈশাখে সুরভীণি চ ॥ ২৬ ॥ দেয়ানি দ্বিজমুখ্যেভ্যো মধুসূদনতুষ্টয়ে। উদকুম্ভাবধেনুঞ্চ তালিবৃন্তং সচন্দনং। ত্রিবিক্রমস্য প্রীত্যর্থং দাতব্যং সাধুভিঃ সদা ॥ ২৭ ॥ সদা ভবেৎ পুত্রধনেন ভার্য্যয়া যুতশ্চ যো বিষ্ণুগতঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ শৃণোতি নিত্যং বিধিবচ্চ ভক্ত্যা সংপূজয়ন্ যঃ প্রণতশ্চ বিষ্ণুং। স চাশ্বমেধস্য সদক্ষিণস্য ফলং সমগ্রং কিল হীনপাপঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাপ্নোতি দত্তস্য সুবর্ণভূমেরশ্বস্য গোনাগরথস্য চৈব। নারী নরশ্চাপি চ পাদমেকং শৃণ্বন্ শুচিঃ পুণ্যতমঃ পৃথিব্যাং ॥ ৩০ ॥ স্নানে কৃতে তীর্থবরে সুপুণ্যে গঙ্গাজলে নৈমিষপুষ্করে বা। কোকামুখে যৎ প্রবদন্তি বিপ্রাঃ প্রয়াগমাসাদ্য চ মাঘমাসে ॥ ৩১ ॥ স তৎফলং প্রাপ্য চ বামনস্য সংকীর্ত্তয়ন্ নান্যমনাঃ পদং হি। গচ্ছেন্ময়া নারদ তেন্য চোক্তং রাজর্ষিসূয়স্য ফলং প্রযচ্ছেৎ ॥ ৩২ ॥ যদ্ভূমিলোকে সুরলোকলভ্যং মহৎ সুখং প্রাপ্য নরঃ সমগ্রং। প্রাপ্নোতি চাস্য শ্রবণান্মহর্ষে সৌত্রামণের্নাস্তি চ সংশয়ো মে ॥ ৩৩ ॥ রত্নস্য দানস্য চ যৎ ফলং ভবেৎ সূর্য্যস্য চন্দ্রে গ্রহণে চ রাহোঃ। অন্নস্য দানেন ফলং যথোক্তং বুভুক্ষিতে প্রাজ্ঞবরে চ সাগ্নিকে ॥ ৩৪ ॥ দুর্ভিক্ষসংপীড়িতপুত্রভার্য্যে জ্ঞানী সদাপোষণতৎপরে চ। দেবাগ্নি-

---

এই সকলও মধুসূদনের প্রিয়। গোদান, পবিত্র ভূমিদান ॥ ২২ ॥ বস্ত্রদান, অন্নদান, স্বর্ণদান কেশিমথনের প্রীতি বিধান করে।

হে দানব! মাঘমাসে তিল সকল ও তিলধেনু প্রশস্ত ॥ ২৩ ॥ মাধব প্রীত হউন, বলিয়া, ইন্ধন সকল প্রদান করিবে।

ফাল্গুনে ব্রীহি, বস্ত্র, কৃষ্ণাজিনাদি ॥ ২৪ ॥ গোবিন্দের প্রীণনার্থ প্রদান করিবে।

চৈত্রে বিচিত্র বস্ত্র, শয়ন ও আসন ॥ ২৫ ॥ এই সমস্ত দ্রব্য বিষ্ণুর প্রীতিকাম হইয়া, ব্রাহ্মণসাৎ করিবে।

বৈশাখে গন্ধশালী ও সুরভি দ্রব্য সকল ॥ ২৬ ॥ মধুসূদনের তুষ্টিমানসে দ্বিজমুখ্যদিগকে দান করিবে। তৎকালে সাধুগণ উদকুম্ভ, ধেনু, তালবৃন্ত, চন্দন, ত্রিবিক্রমের প্রীত্যর্থ প্রদান করিবেন ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষ্ণুগত, সে সর্ব্বদা ভার্য্যা ও পুত্রযুত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, প্রণতিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করত, সর্ব্বদা তাঁহার নাম শ্রবণ করে, সে হীনপাপ হইয়া, সদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ যে স্ত্রী বা পুরুষ শুচি হইয়া বামনপুরাণের একপাদও শ্রবণ করে, সেই পৃথিবীতে পুণ্যতম। এবং সেই প্রদত্ত স্বর্ণ, ভূমি, অশ্ব, গো, নাগ ও রথের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥ পরমপবিত্র তীর্থবরে, গঙ্গাজলে, নৈমিষে, পুষ্করে অথবা কোকামুখে স্নান করিলে, কিংবা মাঘমাসে প্রয়াগে সমাগত হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে ফল নির্দ্দেশ করেন ॥ ৩১ ॥ বামনপুরাণের পাদমাত্র একমনে সংকীর্ত্তন করিলে, তাদৃশ-ফললাভ হয়। হে নারদ! আমি তোমারে বলিতেছি, রাজসূয়যজ্ঞের যে ফল ॥ ৩২ ॥ এই বামনপুরাণ শ্রবণ করিলে, তাদৃশফললাভ হয় এবং সুরলোকে ও ভূমিলোকে মহৎ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৩ ॥ সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণসময়ে রত্নদান করিলে, যে ফল, অথবা, বুভুক্ষিত সাগ্নিক ব্রাহ্মণে অন্ন দান করিলে যে ফল ॥ ৩৪ ॥ অথবা দুর্ভিক্ষে যাহার পুত্র ও ভার্য্যা সংপীড়িত হইয়াছে, তাহাকে অন্ন দিলে যে ফল; সর্ব্বদা পোষণতৎপর, পিতামাতার সেবাতৎপর, দেব

বিপ্রর্ষিয়তে চ পিত্রোঃ স্থতে তথা ভ্রাতরি জ্যেষ্ঠমানে ॥ ৩৫ ॥ যত্তে ফলং তৎ প্রবদন্তি দেবাঃ স তৎ ফলং লভতে চাস্য পাঠাৎ। চতুর্দ্দশং বামনমাহুরগ্র্যং শ্রুতে চ যস্যাঘচয়ানি নাশং। প্রযান্তি নাস্ত্যত্র চ সংশয়ো মে মহান্তি পাপান্যপি নারদাশু ॥ ৩৬ ॥ পাঠাৎ সংশ্রবণাদ্বিপ্র শ্রবণাদপি কস্য চ। নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি বামনস্য সদা মুনে ॥ ৩৭ ॥ উপানদযুগলং ছত্রং লবণামলকাদিকং। আষাঢ়ে বামনপ্রীত্যৈ দাতব্যানি বিপশ্চিতা ॥ ৩৮ ॥ মাসি ভাদ্রপদে দদ্যাৎ পায়সং মধুসর্পিষী। হৃষীকেশপ্রীণনার্থং লবণং সগুড়ৌদনং ॥ ৩৯ ॥ নীলং তুরগং বৃষভং দধিতাম্রায়সাদিকং। প্রীত্যর্থং পদ্মনাভস্য দেয়মাশ্বযুজে নরৈঃ ॥ ৪০ ॥ রজতং কনকদীপান্মণিমুক্তাফলাদিকং। দামোদরস্য তুষ্ট্যর্থং প্রদদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ ॥ ৪১ ॥ খরোষ্ট্রাশ্বতরান্নাগান্শকটাদ্যজাবিকং। দাতব্যং কেশবপ্রীত্যৈ মাসি মার্গশিরে নরৈঃ ॥ ৪২ ॥ প্রাসাদনগরাদীনি গৃহপ্রাবরণাদিকং। বামনস্য তু তুষ্ট্যর্থং পৌষে দেয়ানি ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥ দাসীদাসমলঙ্কারমন্নং ষড়্‌রসসংযুতং। পুরুষোত্তমস্য তুষ্ট্যর্থং প্রদেয়ং সার্ব্বকামিকং ॥ ৪৪ ॥ যদযদিষ্টতমং কিঞ্চিদযদ্বাপ্যস্য শুচির্গৃহে। তত্তদ্ধি দেয়ং প্রীত্যর্থং দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৪৫ ॥ যঃ কারয়েন্মন্দিরং কেশবস্য পুণ্যাল্লোঁকান্ স জয়েচ্ছাশ্বতান্ বা। দত্বারামান্ পুষ্পফলাভিপন্নান্ স ভুংক্তে কামতঃ শ্লাঘনীয়ান্ ॥ ৪৬ ॥ পিতামহস্য পুরতঃ কুলান্যষ্টোত্তরাণি তু। কারয়েদাত্মনা সার্দ্ধং বিষ্ণোর্মন্দিরকারকঃ ॥ ৪৭ ॥ ইমাশ্চ পিতরো দেবা গাথা গায়ন্তি যোগিনঃ। পুরতো যদুসিংহস্য হ্যমোঘস্য

অগ্নি ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের পরিচর্য্যাতৎপর এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি প্রীতিপর হইলে, যে ফল দেবগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বামনপুরাণ পাঠ করিলে, সেই ফললাভ হয়। এই বামনপুরাণ পুরাণ সকলের মধ্যে চতুর্দ্দশ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ইহা শ্রবণ করিলে, পাপ সকল বিনষ্ট হয়; নারদ! মহাপাপ সকলও আশু লয় পাইয়া থাকে; এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ হে মুনে! সর্ব্বদা বামনপুরাণের পাঠ ও শ্রবণ করিলে, এবং অন্যকে শ্রবণ করাইলে, সর্ব্ববিধ পাপ পরিহৃত হয় ॥ ৩৭ ॥

বিপশ্চিৎ ব্যক্তি আষাঢ়মাসে উপানদ্‌যুগল, ছত্র, লবণ, আমলকাদি বামনের প্রীত্যর্থ প্রদান করিবেন ॥ ৩৮ ॥

ভাদ্রপদে পায়স, মধু, সর্পিঃ, লবণ ও গুড়োদন হৃষীকেশের প্রীণনার্থ প্রদান করিবেন ॥ ৩৯ ॥ নীলবর্ণ তুরগ ও বৃষ, দধি, তাম্র ও আয়সাদি পদ্মনাভের প্রীত্যর্থ আশ্বিনমাসে প্রদান করিবে ॥ ৪০ ॥

কার্ত্তিকমাসে দামোদরের প্রীতিকাম হইয়া, রজত, কনকদীপ, মণি ও মুক্তাফলাদি প্রদান করিবে ॥ ৪১ ॥

অগ্রহায়ণ মাসে কেশবের প্রীত্যর্থ খর, উষ্ট্র, অশ্বতর, নাগ, শকট ও অজাবিক প্রদান করিবে ॥ ৪২ ॥

পৌষমাসে বামনের তুষ্ট্যর্থ ভক্তিযুক্ত হইয়া, প্রাসাদ, নগরাদি ও গৃহপ্রাবরণাদি প্রদান করিবে ॥ ৪৩ ॥ তদ্ব্যতীত, দাসী, দাস, অলঙ্কার, অন্ন, ছয়প্রকার রস, এই সকল দ্রব্য পুরুষোত্তমের প্রীত্যর্থ প্রদান করিবে ॥ ৪৪ ॥ ফলতঃ, যে যে দ্রব্য ইষ্টতম, শুচি হইয়া, সেই সেই দ্রব্যই দেবদেব চক্রির প্রীত্যর্থ প্রদান করিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

যে ব্যক্তি কেশবের উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, সে পবিত্র শাশ্বত লোক সকল জয় করিয়া থাকে। পুষ্পফলাভিসম্পন্ন আরাম দান করিলে, ইচ্ছানুসারে শ্লাঘনীয় ভোগ সকল ভোগ করিতে পারা যায় ॥ ৪৬ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর মন্দির নির্ম্মাণ করে, সে পিতামহের পুরতঃ অষ্টোত্তর কুল আত্মার সহিত অর্পিত করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ পিতৃগণ, দেবগণ ও যোগিগণ এবং তপস্বিগণ, সকলে অমোঘ-

তপস্বিনঃ ॥ ৪৮ ॥ অপি নঃ স্বকুলে কশ্চিদ্বিষ্ণুভক্তো ভবিষ্যতি । হরিমন্দিরকর্ত্তা যো ভবিষ্যতি শুচিব্রতঃ ॥৪৯॥ অপি নঃ সন্ততৌ জায়েদ্বিষ্ণ্বালয়বিলেপকঃ । সংমার্জ্জনঞ্চ ধর্ম্মাত্মা করিষ্যতি চ ভক্তিতঃ ॥৫০॥ অপি নঃ সন্ততৌ জাতো ধ্বজং কেশবমন্দিরে । দাস্যতে দেবদেবায় দীপং পুষ্পানুলেপনং ॥৫১॥ অপি নঃ স কুলে ভূয়াদেকাদশ্যাং হি যো নরঃ । করিষ্যত্যুপবাসঞ্চ সর্ব্বপাতকনাশনং ॥৫২॥ মহাপাতকযুক্তো বা পাতকী চোপপাতকী । বিমুক্তপাপো ভবতি বিষ্ণ্বাবসথচিত্রকৃৎ ॥ ৫৩ ॥ ইত্থং পিতৄণাং বচনং শ্রুত্বা নৃপতিসত্তমঃ । দেবতায়তনং ভূম্যাং স্বয়ঞ্চালিখতান্বয় ॥৫৪॥ বিভূতিভিঃ কেশবস্য কেশবায়তনান্তথ । চিত্রয়ামাস শুচিভিঃ পঞ্চবর্ণৈস্তু চিত্রকৈঃ ॥৫৫॥ দীপপাত্রাণি বিধিবদ্বাসুদেবালয়ে বলে । সুবর্ণং তৈলপূর্ণানি ঘৃতপূর্ণানি চ স্বয়ং ॥ ৫৬॥ নানাবর্ণা বৈজয়ন্ত্যো মহারজতরংজিতাঃ । মঞ্জিষ্ঠানবরংগীয়াঃ শ্বেতপাটলিকাশ্রিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ আরামা বিবিধা হৃদ্যাঃ পুষ্পাঢ্যাঃ ফলশালিনঃ । লতাপল্লবসংছন্না দেবদারুভিরাবৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥ কারিতালঙ্কৃতামঞ্চাধিষ্ঠিতাঃ কুশলৈর্জ্জনৈঃ । রাগগন্ধর্ব্ববিধানজ্ঞৈঃ রত্নসংস্কারিভির্দৃঢ়ৈঃ ॥ ৫৯ ॥ তেষু নিত্যং প্রপূজ্যন্তে যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ । শ্রোত্রিয়া দানসম্পন্না দীনান্ধবিকলাদয়ঃ ॥ ৬০ ॥ ইত্থং স নৃপতির্ভূত্বা শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ । জ্যামঘো বিষ্ণুনিলয়ঙ্গত ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ৬১ ॥ সর্ষপস্য স তৈলেন মধুকগন্ধসম্ভবৈঃ । দীপপ্রদানান্নরকানন্ধতামিস্রসংজ্ঞকান্ । তীর্ত্বা স ভার্য্যয়া ব্রহ্মন্ বিষ্ণুলোকমগাত্ততঃ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ তমেব চাদ্যাপি বলে মার্গং জ্যামঘকারিতং । ব্রজন্তি নরশার্দ্দূলা বিষ্ণুলোকং জিগীষবঃ ॥ ৬৪ ॥ তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র কারয়স্বালয়ং হরেঃ । তমর্চ্চয়স্ব যত্নেন ব্রাহ্মণাংশ্চ

স্বরূপ যতুসিংহের পুরতঃ এইরূপ গান করেন ॥ ৪৮ ॥ আমাদের বংশে কি বিষ্ণুভক্ত পুরুষ জন্মিবে, যে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে ও শুচিব্রত হইবে ॥ ৪৯ ॥ অথবা, আমাদের সন্ততিগণের মধ্যে কি বিষ্ণুর আলয়বিলেপক কেহ জন্মিবে, যে ধর্ম্মাত্মা ভক্তিযুক্ত হইয়া, সংমার্জ্জন করিবে ? ॥ ৫০ ॥ অথবা, আমাদের সন্ততিগণের মধ্যে কি কেহ কেশবমন্দিরে ধ্বজ দান, সেই দেবদেবের উদ্দেশে দীপ প্রদান ও পুষ্পানুলেপন সংবিধান করিবে ॥ ৫১ ॥ অথবা, আমাদের কুলে কি এরূপ কেহ জন্মিবে, যে একাদশীতে সর্ব্বপাতকবিনাশন উপবাস করিবে ? ॥ ৫২ ॥ যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আবসথ চিত্রিত করে, সে মহাপাতকী, পাতকী অথবা উপপাতকী হইলেও, বিমুক্তপাতক হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

নৃপতিসত্তম জ্যামঘ পিতৃগণের এই বচন শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং ভূমিতে দেবতালয় লিখিত ॥ ৫৪ ॥ এবং বিভূতি, তথা বিচিত্র ও পরমপবিত্র পঞ্চবর্ণ দ্বারা কেশবের আয়তনসকলও চিত্রিত করিলেন ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর, বাসুদেবের আলয়ে [illegible]র্ণনির্ম্মিত, তৈলপূর্ণ, ঘৃতপূরিত বিবিধ দীপপাত্র যথাবিধি দান ॥ ৫৬ ॥ মহারজতরঞ্জিত নানাবর্ণ বৈজয়ন্তী, শ্বেতপাটলিকাশ্রিতা নবরঙ্গীয়া মঞ্জিষ্ঠা ॥ ৫৭ ॥ পুষ্পাঢ্য ও ফলসম্পন্ন লতাপল্লবে আচ্ছন্ন ও দেবদারুসমাকীর্ণ বিবিধ মনোরম আরাম ॥ ৫৮ ॥ এবং অলঙ্কৃত বহুবিধ মঞ্চ, প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । যাহারা রাগ ও গন্ধর্ব্ববিধান পারদর্শী, রত্নসংস্কারসুনিপুণ, তাদৃশ সুনিপুণ ও দৃঢ়স্বভাব ব্যক্তিগণ দ্বারা ঐ সকল নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন ॥ ৫৯ ॥ এবং সর্ব্বদা সেই সকলে যতিগণ, ব্রহ্মচারিগণ, দানসম্পন্ন শ্রোত্রিয়গণ, এবং অন্ধ ও বিকলাদি ব্যক্তিগণের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ আমরা শুনিয়াছি, নৃপতি জ্যামঘ এইরূপ শ্রদ্ধাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বিষ্ণুনিলয়ে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥ তিনি মধুকগন্ধসংযুক্ত সর্ষপতৈলের দীপ প্রদান করিয়া, অন্ধতামিস্র নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভার্য্যার সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ বিষ্ণুলোকজিগীষু নরশার্দ্দূল পুরুষগণ অদ্যাপি জ্যামঘের অনুষ্ঠিত উল্লিখিত পদবীর অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র ! তুমিও

বহুশ্রুতান্ ॥ ৬৫ ॥ পৌরাণিকান্ বিশেষেণ সদাচাররতান্ শুচীন্। বাসোভির্ভূষণৈ রত্নৈর্গোভির্ভূ কনকাদিভিঃ। বিভবে সতি দেবস্য প্রীণনং কুরু চক্রিণঃ ॥ ৬৬ ॥ এবং ক্রিয়াযোগরতস্য তেহদ্য নূনং মুরারিঃ শুভদো ভবিষ্যতি। ময়া ন সীদন্তি বলে সমাশ্রিতা বিভুং জগন্নাথমনন্তমচ্যুতঃ ॥৬৭॥ প্রহ্লাদঃ স তদা চোক্ত্বা পুনর্নগরমভ্যগাৎ ॥ ৬৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্ত্বা বচনন্দিতীশ্বরো বৈরোচনং সত্যমনুত্তমং হি। সংপূজিতস্তেন বিমুক্তিমার্গো সংপূর্ণকামো হরিপাদভক্তঃ ॥ ৬৯ ॥ গতে হি তস্মিন্ মুদিতে পিতামহে বলের্বভৌ মন্দিরমিন্দুবর্ণং। মহেন্দ্রশিল্পিপ্রবরোথ কেশবং স কারয়ামাস মহামহীয়ান্ ॥ ৭০ ॥ স্বয়ং স্বভার্যাসহিতশ্চকার দেবালয়ে মার্জ্জনলেপনাদিকাঃ। ক্রিয়া মহাত্মা যবশর্করাদ্যা বলিং চকারাপ্রতিমং মধুদ্রুহঃ ॥ ৭১ ॥ দীপপ্রদানং স্বয়মায়তাক্ষী বিন্ধ্যাবলী বিষ্ণুগৃহে চকার। গেয়ং স ধর্ম্মগ্রহণং চ ধীমান্ পৌরাণিকৈর্ব্বিপ্রবরৈরকারয়ৎ ॥ ৭২ ॥ তথাবিধস্যাসুরপুঙ্গবস্য ধর্ম্মানুমার্গে প্রতিসংস্থিতস্য। জগৎপতির্দ্দিব্যবপুর্জ্জনার্দ্দনস্তস্থৌ মহাত্মা বলিরক্ষণায় ॥ ৭৩ ॥ সূর্য্যাযুতাভং মুসলং প্রগৃহ্য নিঘ্নন্ স দুষ্টানরিযূথপালান্। দ্বারি স্থিতো ন প্রদদৌ প্রবেশং প্রাকারগুপ্তে বলিনো গৃহে তু ॥ ৭৪ ॥ দ্বারি স্থিতে ধাতরি রক্ষপালে নারায়ণে সর্ব্বগুণাভিরামে। প্রাসাদমধ্যে হরিমীশিতারমভ্যর্চ্চয়ামাস সুরর্ষিমুখ্যং ॥ ৭৫ ॥ স এবমাস্তে সুররাড্‌বলিস্তু সমর্চ্চয়ন্বৈ হরিপাদপঙ্কজে। সস্মার নিত্যং হরিভাষিতানি স তস্য জাতো বিনয়াঙ্কুশস্তু ॥ ৭৬ ॥ ইদং চ বৃত্তং স পপাঠ দৈত্যরাড্‌ স্মরন্ সুবাক্যানি গুরোঃ শুভানি। তথ্যানি পথ্যানি পরত্র

ভগবানের আলয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যত্নসহকারে বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের পূজা কর ॥ ৬৫ ॥ বিশেষতঃ, যাঁহারা পৌরাণিক, সদাচাররত, শুচিস্বভাব, তাঁহাদিগকে বস্ত্র, ভূষণ, রত্ন, গো, ভূমি ও কনকাদি প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা কর ॥ ৬৬ ॥ বিভব থাকিতে, চক্রীর প্রীতি সম্পাদন করিয়া লও। এইরূপে ক্রিয়াযোগে রত হইলে, মুরারি নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। অনন্ত ও অচ্যুতস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, জগন্নাথের সমাশ্রিত পুরুষগণ কোনকালেই অবসন্ন হন না ॥৬৭॥ প্রহ্লাদ এইরূপ উপদেশ দিয়া, পুনরায় নগরে গমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হরিপাদভক্ত দিতীশ্বর প্রহ্লাদ বলিকে এইরূপ সত্য ও অনুত্তম বচনপ্রয়োগ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক সংপূজিত, ও সর্ব্বথা আপ্তকাম হইয়া, বিমুক্তিলাভ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

পিতামহ প্রহ্লাদ মুদিতমানসে প্রস্থান করিলে, বলির ইন্দুবর্ণ মন্দির পরম শোভমান হইল। মহামহীয়ান্ মহেন্দ্র শিল্পিপ্রবর কেশবের নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ৭০ ॥ বলি স্বয়ং ভার্য্যার সহিত দেবালয়ের মার্জ্জন ও লেপনাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। এবং যব ও শর্করাদ দ্বারা অপ্রতিম বলিবিধান করিলেন ॥ ৭১ ॥ আর তা[illegible]ন্ধ্যাবলী স্বয়ং বিষ্ণুগৃহে দীপ দান করিতে লাগিলেন। এবং ধীমান্ বলি পৌরাণিক বিপ্রবরগণের সাহায্যে ধর্ম্মগ্রহণ গেয়সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭২ ॥ অসুরপুঙ্গব বলি এইরূপে ধর্ম্মমার্গে প্রতিসংস্থিত হইলে, জগৎপতি, দিব্যবপু পরমাত্মা বাসুদেব তাঁহার রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥ তিনি সূর্য্যাযুতসমপ্রভ মুষলগ্রহণ ও দুষ্ট শত্রুযূথপতিদিগের সংহরণপূর্ব্বক বলির দ্বারদেশ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। প্রাকারগুপ্তিবিশিষ্ট বলিগৃহে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না ॥ ৭৪ ॥

সকলের বিধাতা, সর্ব্বগুণাভিরাম নারায়ণ রক্ষকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, দ্বারদেশে অবস্থিতি করিলে, বলি প্রাসাদমধ্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥ অসুরপতি বলি হরিপাদপঙ্কজপূজা ও নিত্য তদীয় বচনসমস্ত স্মরণ করত উক্তরূপে কালযাপনে প্রবৃত্ত এবং ভগবান্ তাঁহার বিনয়াঙ্কুশস্বরূপ হইলেন ॥ ৭৬ ॥ তদীয় পিতামহ ও গুরু ইন্দ্রসদৃশ প্রহ্লাদ যেসকল কথা বলিয়া গেলেন, তৎসমস্ত তাঁহার স্মৃতিপথে সর্ব্বদাই বিরাজমান রহিল। সেই সকল বাক্য

চেহ পিতামহস্যেত্তমস্য বীরঃ ॥ ৭৭ ॥ যে বৃদ্ধবাক্যানি সমাচরন্তি শ্রুত্বা তু রুক্ষাণ্যপি পূর্ব্বতস্তু। স্নিগ্ধানি পশ্চান্নবনীতশুদ্ধা মোদন্তি তে নাত্র বিচার্য্যমস্তি ॥ ৭৮ ॥ আপদ্ভুজঙ্গদষ্টস্য মন্ত্রহীনস্য সর্ব্বদা। বৃদ্ধবাক্যৌষধান্যেব কুর্ব্বন্তি কিল নির্ব্বিষং ॥ ৭৯ ॥ বৃদ্ধবাক্যামৃতং পীত্বা তদুক্তাচরণেন চ। যা তৃপ্তির্জায়তে পুংসাং সোমপানে কুতস্তথা ॥ ৮০ ॥ আপদ্গতানাং যেষাং বৃদ্ধা ন সন্তি শাস্তারঃ। তে শোচ্যা বন্ধূনাং জীবন্তোহপীহ মৃততুল্যাঃ ॥ ৮১ ॥ আপদ্গ্রাহগৃহীতানাং বৃদ্ধাঃ সন্তি ন পণ্ডিতাঃ। এষাং মোক্ষয়িতারো বৈ তেষাং শান্তির্ন বিদ্যতে ॥ ৮২ ॥ আপজ্জলনিমগ্নানাং হ্রিয়তাং ব্যসনোর্ম্মিভিঃ। বৃদ্ধবাক্যৈর্ব্বিনা নূনং নৈবোত্তারঃ কথঞ্চন ॥ ৮৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ। তস্মাদ্যো বৃদ্ধবাক্যানি শৃণুযাদ্বিদধাতি বা। স সদ্যঃ সিদ্ধিমাপ্নোতি যথা বৈরোচনির্ব্বলিঃ ॥ ৮৪ ॥ এতন্ময়া পুণ্যতমং পুরাণং তুভ্যং তথা নারদ কীর্ত্তিতং বৈ। শ্রুত্বা চ কীর্ত্ত্যা পরয়া সমেতো ভক্ত্যা চ বিষ্ণোঃ পদমভ্যুপৈতি ॥ ৮৫ ॥ যথা পাপানি পূয়ন্তে গঙ্গাবারিবিগাহনাৎ। তথা পুরাণশ্রবণাদ্দুরিতানাং হি নাশনং ॥ ৮৬ ॥ ন তস্য রোগা জায়ন্তে ন বিষং চাভিচারিকং। শরীরে চ কুলে ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতীহ বামনং ॥ ৮৭ ॥ ইদং রহস্যং পরমং তবোক্তং ন বাচ্যমেবং হরিভক্তিবর্জ্জিতে। দ্বিজস্য নিন্দারতিহীনতায়তে সহেতুবাক্যাদৃতপাপসত্ত্বে ॥ ৮৮ ॥ নমো নমঃ কারণবামনায় নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়। শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসি-

---

যেমন উভয়লোকেই হিতকর, সেইরূপ যাথার্থ্যগুণে বিভূষিত ও পরমমঙ্গলাবহ। তিনি সর্ব্বদাই তাহা বক্ষ্যমাণ বিধানে পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥ বৃদ্ধগণের বাক্যপরম্পরা আপাততঃ রুক্ষ হইলেও, পরিণামে স্নিগ্ধভাবাপন্ন। যাহারা তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া, পালন করে, তাহারা নবনীতের ন্যায় শুদ্ধ ও সতত হর্ষযুক্ত হয়, এবিষয়ে বিচারণা নাই ॥ ৭৮ ॥ বৃদ্ধগণের বাক্যরূপ ঔষধই আপদ্রূপ ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট মন্ত্রহীন ব্যক্তিকে নির্ব্বিষ করিয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥ বৃদ্ধগণের বাক্যামৃত পান ও তাঁহাদের উক্তি অনুমোদন করিয়া, যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, সোমপানেও সেরূপ হয় না ॥ ৮০ ॥ যে সকল আপদ্গত ব্যক্তিদিগকে বৃদ্ধগণ শাসন করেন না, তাহারা বন্ধুগণের শোচ্য হইয়া থাকে। কেননা, তাহারা জীবিতসত্ত্বেও মৃততুল্য ॥ ৮১ ॥ পণ্ডিত বৃদ্ধগণ আপদ্গ্রাহগৃহীত ব্যক্তিদিগকে যদি মোচন না করেন, তাহা হইলে, তাহাদের আর কোনরূপেই মুক্তি হয় না ॥ ৮২ ॥ আপদ্রূপ জলে মগ্ন ও ব্যসনরূপ উর্ম্মি কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ ব্যক্তিগণ বৃদ্ধদিগের বাক্য ব্যতিরেকে কোনমতেই উত্তীর্ণ হয় না ॥ ৮৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, এই কারণে যে ব্যক্তি বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ ও পালন করে, সে বিরোচনপুত্র বলির ন্যায়, সদা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৪ ॥ হে নারদ! তোমার নিকট এই যে পুণ্যতম পুরাণ কীর্ত্তন করিলাম, পরমভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮৫ ॥ গঙ্গাবারিবিগাহন করিলে, যেরূপ পাপসকল বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই পুরাণ শ্রবণ করিলে, দুরিতসমস্ত নিরস্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥ ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি এই বামনপুরাণ শ্রবণ করে, তাহার শরীর ও কুল সর্ব্বথা রোগশূন্য হয় এবং আভিচারিক বিষও, তাহাতে লব্ধপ্রবেশ হয় না ॥ ৮৭ ॥ এই যে তোমার নিকট পরমরহস্য কীর্ত্তন করিলাম, হরিভক্তিবর্জ্জিত ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ করিও না। দ্বিজগণের নিন্দারত পাপাত্মা ব্যক্তিদিগকেও ইহা বলিও না ॥ ৮৮ ॥

কারণ-বামনরূপী অমিতবিক্রম নারায়ণকে বারংবার নমস্কার। শ্রীশঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও

সর্ব্বাশ্রয়ায় নমোস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥ ৮৯॥ ইত্থং বদেদ্যো নিয়তং মনুষ্যঃ কৃষ্ণভাবনঃ। তস্মৈ বিষ্ণুপদং মোক্ষং দদাতি সুরপূজিতঃ॥ ৯০॥ বাচকায় প্রদাতব্যো গোভূস্বর্ণবিভূষণং। বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং কুর্ব্বন্ শ্রবণনাশকং॥ ৯১॥ ত্রিসন্ধ্যং চ পঠন্ শৃণ্বন্ সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। অসূয়ারহিতং বিপ্রাঃ সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়কম॥ ৯২॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসংবাদে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৫॥

শুভমস্তু। শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু॥

গদাধর পুরুষোত্তমকে নমস্কার॥ ৮৯॥ যে ব্যক্তি নিয়ত ঐরূপ বলিয়া থাকে, সুরপূজিত হরি সেই কৃষ্ণভক্ত পুরুষকে মোক্ষ ও বিষ্ণুপদ প্রদান করেন॥ ৯০॥

বামনপুরাণের বাচককে গো, ভূ, স্বর্ণবিভূষণ, প্রদান করিবে। বিত্তশাঠ্য প্রদর্শন করিবে না; করিলে, শ্রবণফল বিনষ্ট হয়॥ ৯০॥ ত্রিসন্ধ্যা ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ পায়। অসূয়ারহিত হইয়া পাঠ করিলে, সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ অধিগত হইয়া থাকে॥ ৯২॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণের পাঠশ্রবণনামক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়॥ ৯৫॥

মহাবামনপুরাণ সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

ইতি সূচীপত্র সমাপ্ত।